সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাবলী—২৮

ভারত-শাস্ত্র-পিটক
সম্পাদক—শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্. এ.
সংখ্যা—২

সাহায্যকারী
রাজা শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর
কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় বাহাদুর এম. এ.

মাধ্যন্দিন
শতপথ ব্রাহ্মণ

প্রথম খণ্ড

—:○:—

অনুবাদক
শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য

—:○:—

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে
শ্রীরামকমল সিংহ কর্তৃক প্রকাশিত

১৩১৬

কলিকাতা,
২৫ নং, রায়বাগান ষ্ট্রীট্; ভারতমিহির যন্ত্রে
শ্রীমহেশ্বর ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত।

প্রবেশক

(প্রাথমিক)

ঋক্‌সংহিতা, যজুঃসংহিতা, সামসংহিতা, ও অথর্ব্বসংহিতা, এই চারিখানি সংহিতা গ্রন্থের শাখাভেদে বিভিন্ন বিভিন্ন সংহিতা আছে। ইহাদের মধ্যে যজুঃসংহিতার বাজসনেয় ও তৈত্তিরীয় শাখা-ভেদে দুইখানি প্রধান সংহিতা আছে, বাজসনেয়সংহিতা ও তৈত্তিরীয়সংহিতা। ইহা ভিন্ন যজুঃসংহিতার মৈত্রায়ণী, কঠপ্রভৃতি শাখা-ভেদে মৈত্রায়ণীসংহিতা, কঠসংহিতা প্রভৃতিও আছে। মূল এক হইতে উৎপন্ন হইলেও বাজসনেয় ও তৈত্তিরীয় শাখার ক্রমশঃ ভেদ অধিকতর হইয়া পড়ে, ও সম্ভবতঃ সেইজন্য তাহারা যথাক্রমে শুক্ল ও কৃষ্ণ নামে অভিহিত হয়। এই জন্য বাজসনেয়সংহিতার অপর নাম শুক্লযজুর্ব্বেদ, ও তৈত্তিরীয়সংহিতার অপর নাম কৃষ্ণযজুর্ব্বেদ। পূর্ব্বোক্ত মৈত্রায়ণী ও কঠ প্রভৃতি সংহিতা কৃষ্ণযজুর্ব্বেদেরই অন্তর্গত। বাজসনেয়সংহিতার আবার অবান্তর কাণ্ব ও মাধ্যন্দিন নামক শাখা বা উপশাখা ভেদে দুইখানি সংহিতা, কাণ্বসংহিতা ও মাধ্যন্দিনসংহিতা। এই উভয় সংহিতারই এক একখানি পৃথক্ ব্রাহ্মণ আছে। কাণ্বসংহিতার ব্রাহ্মণের নাম কাণ্ব শতপথ, এবং মাধ্যন্দিন সংহিতার ব্রাহ্মণের নাম মাধ্যন্দিন-শতপথ। এই উভয় শতপথ ব্রাহ্মণের সাধারণ নাম বাজসনেয়-ব্রাহ্মণ। বর্ত্তমান অনুবাদ মাধ্যন্দিন-শতপথের।

সর্ব্বপ্রথমে জর্ম্মাণ পণ্ডিত বেবর সাহেব সায়ণাদি ভাষ্যের সারাংশসম্বলিত মাধ্যন্দিন-শতপথ প্রকাশ করেন, তাহার পর আজমীর বৈদিকযন্ত্রালয় হইতে মূল মাত্র প্রচারিত হয়, এবং সম্প্রতি ভারতের বেদবিদ্যার অদ্বিতীয় গৌরবস্থল আচার্য্য শ্রীযুক্ত সত্যব্রত সামশ্রমী মহাশয় প্রাচীন ভাষ্য ও স্বকৃত উৎকৃষ্ট টিপ্পনীর সহিত বঙ্গীয় আশিয়াটিক সোসাইটী হইতে প্রকাশিত করিতেছেন। অনুবাদক সামশ্রমী মহাশয়েরই সংস্করণ অবলম্বন করিয়া অনুবাদ করিতে সাহস পাইয়াছেন। Prof. Julius Eggeling শতপথের সংস্করণ করিয়াছেন।

ব্রাহ্মণ কাহাকে বলে? এই প্রশ্নের সংক্ষেপে উত্তর দিতে হইলে বলিতে হয় যে, মন্ত্রের বা মন্ত্ররূপ সংহিতা-গ্রন্থের আদি ভাষ্য বা ব্যাখ্যান গ্রন্থের নাম ব্রাহ্মণ। সংহিতায় যে সকল মন্ত্র রহিয়াছে, ব্রাহ্মণে তাহাই ব্যাখ্যাত হইয়াছে; দুর্বোধ পদসমূহের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, মন্ত্রের তাৎপর্য্য কথিত হইয়াছে, বিষয়টি [illegible]রূপে বুঝাইবার জন্য আখ্যায়িকা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, এবং কোন মন্ত্রে কোথায় কি কার্য্য করিতে হইবে, তাহাও উক্ত হইয়াছে। কল্পসূত্রসমূহের ভিত্তি এই ব্রাহ্মণে; ব্রাহ্মণ হইতেই গ্রহণ করিয়া কল্পসূত্রসমূহে বিনিয়োগগুলি সংক্ষেপে লিখিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণে মন্ত্রসমূহ ব্যাখ্যা করিতে গিয়া অধিকাংশ স্থলেই যুক্তি [illegible] করা হইয়াছে। এই সমস্ত আলোচনা করিয়া তৎকালের চিন্তাপ্রণালী বুঝিতে পারা যায়। প্রসঙ্গক্রমে নানারূপ আচার-ব্যবহার রীতি-নীতির উল্লেখ করা হইয়াছে; আখ্যায়িকা সমূহে বিবিধ জ্ঞাতব্য বিষয় নিহিত রহিয়াছে। ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে কখনও কখনও মতান্তর খণ্ডন করা হইয়াছে, আবার বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির মত গ্রহণ করা হইয়াছে। সংহিতায় যে সকল ভাব [illegible], ব্রাহ্মণে সে সমুদয় বিস্তৃত দেখিতে পাওয়া যায়। সংহিতায় কেবল মন্ত্রগুলি দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু ঐ সকল মন্ত্র আর্য্যগণ কোথায় কিরূপে কি জন্য ব্যবহৃত করিতেন তাহা ভালরূপ বুঝা যায় না; ব্রাহ্মণে তৎসমুদয় বুঝা যায়। সংহিতার সময় হইতে যে-সকল আচার-ব্যবহার চলিয়াছে, ব্রাহ্মণেই তাহা প্রথম লিখিত। এজন্য প্রাচীন আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি, শিক্ষা-দীক্ষা প্রভৃতি জানিতে হইলে ব্রাহ্মণ আলোচনা করা নিতান্ত আবশ্যক।

মন্ত্র ও ব্রাহ্মণের আধার [illegible] উভয়ের নাম বেদ; অতএব বেদ বলিলে মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ উভয়কেই বুঝিতে হয়।

বৈদিক সাহিত্যে অনেক ব্রাহ্মণ আছে, তন্মধ্যে সকলের অপেক্ষা শতপথ ব্রাহ্মণ বৃহৎ, এবং আকারেও শ্রেষ্ঠ। ইহাতে এক শত পথ অর্থাৎ অধ্যায় আছে বলিয়া ইহার নাম শতপথ। মাধ্যন্দিন-শতপথ ১৪ কাণ্ড, ১০০ অধ্যায় বা ৬৮ প্রপাঠক, ৪৩৮ ব্রাহ্মণ, ও ৭৬২৪ কণ্ডিকায় * বিভক্ত। কাণ্ব-শতপথে

১৭ কাণ্ড আছে; ইহার কারণ এই যে, ইহাতে প্রথম, পঞ্চম, ও চতুর্দ্দশ কাণ্ডকে দুই দুই ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। কাণ্ব-শতপথে প্রপাঠক দ্বারা ভাগ দেখা যায় না, কেবল অধ্যায় দ্বারাই ভাগ আছে।

শতপথের উল্লিখিত চতুর্দ্দশ কাণ্ডের মধ্যে কোন কোন কাণ্ড পরে সংযোজিত হইয়াছে বলিয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বিবেচনা করেন। তৎসমুদয় ভবিষ্যতে আলোচনা করা যাইবে।

পূর্ব্বোক্ত চতুর্দ্দশ কাণ্ডের প্রত্যেকের এক একটি স্বতন্ত্র নাম আছে; মূল গ্রন্থে ইহা না থাকিলেও ভাষ্যসমূহে পাওয়া যায়। বর্ত্তমান প্রথম কাণ্ডের নাম হবির্যজ্ঞ। ব্রাহ্মণসমূহেরও এইরূপ পৃথক্ পৃথক্ নাম আছে, প্রথম কাণ্ডের ব্রাহ্মণনামগুলি সূচীপত্রে প্রদর্শিত হইল।

প্রথম কাণ্ডে মোট ৯ অধ্যায়, বা ৭ প্রপাঠক, ৩৭ ব্রাহ্মণ, ও ৮৩৮ কণ্ডিকা আছে।

শতপথের শেষ চতুর্দ্দশ কাণ্ডে সুবিশদরূপে পরমাত্মতত্ত্ব নিরূপিত হইয়াছে; সুপ্রসিদ্ধ বৃহদারণ্যক-উপনিষৎ এই চতুর্দ্দশ কাণ্ডেরই অন্তর্গত। ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী প্রথম হইতে ত্রয়োদশ কাণ্ড পর্য্যন্ত প্রধানভাবে দক্ষিণ, গার্হপত্য, ও আহবনীয়-নামক বহ্নিত্রয়াগ্নি-সাধ্য কর্ম্মসমূহ প্রতিপাদিত হইয়াছে। তন্মধ্যে প্রথম কাণ্ডে দর্শ ও পূর্ণমাস নামক সুপ্রসিদ্ধ যাগদ্বয় বর্ণিত হইয়াছে; প্রথমে পূর্ণমাস, ও তাহার পর দর্শ। পূর্ণমাসের প্রথম অঙ্গ ব্রতোপায়ন অর্থাৎ সেই যাগের জন্য নিয়ম বিশেষের গ্রহণ; এই ব্রতোপায়নের অঙ্গভূত জলাচমন হইতেই মূল শতপথ ব্রাহ্মণের আরম্ভ।

Prof. Eggeling কৃত শতপথ ব্রাহ্মণের ইংরাজী অনুবাদ Sacred Books of the East নামক গ্রন্থাবলীতে বহুদিন হইল প্রকাশিত হইয়াছে। অদ্য সুপ্রসিদ্ধ শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম. এ. মহাশয়ের প্রেরণায় ও উদ্যোগে, বঙ্গীয়-সাহিত্যপরিষদের ইচ্ছায়, এবং দীঘাপতিয়ার স্বয়ং বিদ্বান্ ও বিদ্যোৎসাহী কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় এম. এ. বাহাদুরের উৎসাহ ও অর্থানুকূল্যে তাহার বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হইতেছে।

অনুবাদ যথাসম্ভব আক্ষরিক করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। অস্পষ্ট পদ সমূহের অর্থ স্থানে স্থানে বন্ধনীর মধ্যে দেওয়া হইয়াছে, কোথাও কোথাও বা

বন্ধনীর মধ্যে ভাবার্থও লিখিত হইয়াছে। দুরূহ স্থলসমূহের অধিকাংশ স্থানেই টীকা সন্নিবেশিত করা গিয়াছে। তথাপি এ গ্রন্থখানি যে সাধারণ পাঠকের হৃদয়াকর্ষক হইবে, তাহা আশা করা যায় না। নিতান্ত ধৈর্য্য না থাকিলে, মূল বা অনুবাদ হউক, এ জাতীয় গ্রন্থ সমগ্র অধ্যয়ন করিতে অনেকেই পারিবেন না। প্রাচীন যাগ-যজ্ঞের প্রণালী, প্রাচীন আচারব্যবহার-পদ্ধতি, ও প্রাচীন ঐতিহাসিক প্রভৃতি তত্ত্ব জানিবার জন্য যাঁহারা বিশেষরূপে উৎসাহসম্পন্ন তাঁহারা ভিন্ন কাহারো নিকটে ইহা ভাল লাগিবে বলিয়া মনে হয় না। তবু এতাদৃশ গ্রন্থের যে বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

শতপথ ব্রাহ্মণ অতি বৃহৎ গ্রন্থ, এজন্য ইহা খণ্ডে খণ্ডে বাহির করিবার প্রস্তাব হইয়াছে। এক একটি খণ্ড উপযুক্ত আকারের হইবে, ও তাহাকে পাঠোপযোগী করা যাইবে। এই জন্য বর্ত্তমান খণ্ডে প্রতিব্রাহ্মণের উপর সূক্ষ্মাক্ষরে তত্তৎ ব্রাহ্মণের প্রতিপাদ্য বিষয়গুলি সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করা গিয়াছে। ইহা কতকটা সূচীপত্রের কাজ করিবে। এই খণ্ডে প্রাপ্ত যাজ্ঞিক কর্ম্মসমূহের ও আখ্যায়িকাগুলির সূচীপত্র করা হইয়াছে। ব্রাহ্মণগুলির নাম নির্দ্দেশের দ্বারা এই খণ্ডের প্রতিপাদ্য স্থূল বিষয় গুলি কতক জানা যাবে। সমগ্র গ্রন্থশেষে বিশদ ও দীর্ঘ সূচী দেওয়া হইবে।

আচার্য্যের চরণপ্রান্তে উপবিষ্ট হইয়া বেদ অধ্যয়ন করিবার সৌভাগ্য আমার কোন দিনই ঘটে নাই; আচার্য্যপরম্পরা না থাকিলে বিদ্যা, বিশেষতঃ বেদবিদ্যা প্রসন্ন হয় না। অতএব আমার কৃত অনুবাদে যে নানা স্থানে ত্রুটি পরিলক্ষিত হইবে, তাহা খুবই সম্ভব। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর ও শ্রীযুক্ত ত্রিবেদী মহাশয় আমার উপর ঐ ভার চাপাইয়া দিয়াছেন, এবং আমিও তাঁহাদের উৎসাহ যষ্টি অবলম্বন করিয়া স্বকীয় ক্ষুদ্র বুদ্ধির ক্ষীণালোকের সাহায্যে বিষম পথের মধ্যে যথাশক্তি ঐ ভার বহন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। সহৃদয় পাঠকবর্গ করুণা করিয়া সাহায্য করিলে গ্রন্থখানি পরিশুদ্ধ হইতে পারে, ইহা আশা করিতে পারি।

অনুবাদ করিতে গিয়া Prof. Eggeling এর ইংরাজী অনুবাদ হইতে ও আচার্য্য সামশ্রমী মহাশয়ের টিপ্পনী হইতে অনেক সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি। অনুবাদসম্বন্ধে ত্রিবেদী মহাশয়ের সহিত মধ্যে মধ্যে আলোচনা করিয়াছি

এবং তাহাতে উপকার পাইয়াছি। বঙ্গীয়-সাহিত্যপরিষদের পক্ষ হইতে সজ্জন-সহৃদয় শ্রীযুক্ত কুমার বাহাদুর এই অনুবাদের জন্য অকাতরভাবে অর্থব্যয় করিতেছেন। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় তাঁহার ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের পুস্তকালয়কে যথেচ্ছ ব্যবহার করিবার অনুমতি দিয়া আমাকে বিশেষ সুযোগ প্রদান করিতেছেন। আমি ইঁহাদের সকলের নিকটেই চিরকৃতজ্ঞ।

ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম, শান্তিনিকেতন,
বোলপুর, ৬মাঘ, ১৩০৬।

শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য

সংযোজন ও সংশোধন

১৬পৃ. ১৫প. 'পালন', ইহার মূল "পস্পার;" √স্পৃ অর্থ প্রীতি ও পালন, চলনও ইহার অর্থ হইতে পারে। সায়ণ-অর্থ করিয়াছেন "পালয়ামাস;" হরিস্বামীর ভাষ্যের পুস্তকান্তরে তাহার অর্থ "বিক্রান্তবান্" লিখিত হইয়াছে, এবং সায়ণের "স্পৃ প্রীতিপালনয়োঃ" স্থানে হরিস্বামী "স্পৃ প্রীতিচলনয়োঃ" পাঠ করিয়াছেন। ১. ৭. ৪. ৯ কণ্ডিকায় এই আখ্যায়িকা আবার উক্ত হইয়াছে। তত্রত্য হরিস্বামীর ভাষ্য দ্রষ্টব্য; সোসাইটী সংস্করণ, ১ম খণ্ড, ৬২৮ পৃ. ১৭ প.।

৪২ পৃ. ১৭প. '(যজমানের)' এই অংশ হইবে না।

৫২ পৃ. ১ প. 'অবিশ্রামে' হইবে না।

৯২ পৃ. ১৯ প, 'গান্তারী', স্থানে 'গাম্ভারী' হইবে।

১০২ পৃ. ৯ প. '(যজমানের মধ্যে অবিচ্ছেদে সংযুক্ত করিয়া)' এই সমগ্র স্থলে 'ধারণ করিয়া' হইবে।

১০৩ পৃ. ২. প. 'তাহাতে' স্থানে 'যজমানে' হইবে।

১৩৯ পৃ. ২৩ প. সংযোগ করিতে হইবে 'কেহ কেহ বলেন, সদানীরা নদী গণ্ডকী নদীর নামান্তর, তাহা করতোয়া নহে।'

১৫৩ পৃ. ১ প. '২ ব্রা.' স্থলে '১ ব্রা.' হইবে। 'দ্বিতীয় কাণ্ড' স্থলে 'প্রথম কাণ্ড' হইবে; ১৭৪ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই 'দ্বিতীয় কাণ্ড' হইবে।

১৪৯ পৃ. ১৮ ও ২১ প; ১৫০ পৃ. ১৮ প. 'তনূনপাৎ' হইবে।

১৬২ পৃ. ৪ প. 'পারিবে' স্থানে 'না পারিবে' হইবে।

১৯৪ পৃ. ১১ প. 'ধারা' স্থানে 'দ্বারা' হইবে।

২৩৭ পৃ. ১০ প. 'বায়ু বৃষ্টির প্রভাবাধীন' স্থানে 'বৃষ্টি বায়ুর প্রভাবাধীন' হইবে।

২৫৮ পৃ. ১ প. '৭ প্র. ২ ব্রা.' হইবে।

সাঙ্কেতিক অক্ষর

অথ. স.	=	অথর্ব্ববেদসংহিতা
আপ. শ্রৌ.	=	আপস্তম্বশ্রৌতসূত্র
আশ্ব. শ্রৌ.	=	আশ্বলায়নশ্রৌতসূত্র
ঋ. স.	=	ঋগ্বেদসংহিতা
ঐ. ব্রা.	=	ঐতরেয়ব্রাহ্মণ
কা. শ্রৌ.	=	কাত্যায়নশ্রৌতসূত্র
কৌষী.	=	কৌষীতকীব্রাহ্মণ
গো. ব্রা.	=	গোপথব্রাহ্মণ
তৈ. ব্রা.	=	তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণ
তৈ. স.	=	তৈত্তিরীয়সংহিতা
বৌ. শ্রৌ.	=	বৌধায়নশ্রৌতসূত্র
বা. স.	=	বাজসনেয়িসংহিতা
সা. ছা. ব্রা.	=	সামবেদীয় ছান্দোগ্যব্রাহ্মণ
সা. স.	=	সামসংহিতা

অ.	=	অধ্যায়
তুলঃ	=	তুলনীয়
দ্রঃ	=	দ্রষ্টব্য
প্র.	=	প্রপাঠক
পৃ.	=	পৃষ্ঠা
প.	=	পংক্তি
ব্রা.	=	ব্রাহ্মণ

ওঁ

শতপথ ব্রাহ্মণ

প্রথম কাণ্ড

প্রথম প্রপাঠক

প্রথম ব্রাহ্মণ

[১ যজমানের ব্রত গ্রহণের জন্য জল আচমন, অনৃতবাক্য উচ্চারণে অমেধ্যতা, জলের পবিত্রতা ; —২অগ্নির [illegible] ব্রত-গ্রহণের মন্ত্র ;—৩ ব্রত-বিসর্জ্জনের মন্ত্র ;—৪ দেবগণের সত্যবাদিতা, মনুষ্যের [illegible] তা, ব্রতগ্রহণের বৈকল্পিক দ্বিতীয় মন্ত্র, ব্রতগ্রহণে দেবত্ব-লাভ ;—৫ দেবগণের [illegible] হেতু যশস্বিতা, সত্যবাদী লোকের যশ প্রাপ্তি ;—৬ ব্রত-বিসর্জ্জনে পুনর্ব্বার [illegible] ব্রতে ভোজনাভোজন-বিচার, তদ্বিষয়ে আষাঢ়ের মতে অনশন-কর্ত্তব্যতা, [illegible] নির্ব্বচন ;—৮ আষাঢ়ের মতে যুক্তিপ্রদর্শন ;—৯ যাজ্ঞবল্ক্যের মতে সেই সমস্ত [illegible] রা ভুক্ত হইলেও অভুক্ত বলিয়া গণ্য হয় ;—১০ অরণ্যজাত ওষধি বা বৃক্ষফলের [illegible] ১ গৃহীতব্রত ব্যক্তির আহবনীয় বা গার্হপত্য অগ্নির গৃহে রাত্রিতে নীচে শয়ন ;— [illegible] ত 'প্রণীতা-প্রণয়ন' অর্থাৎ পুরোডাশের নিমিত্ত পিষ্ট ব্রীহিতে মিশাইবার জন্য জল লইয়া যাওয়া ;—১৩ তাহার মন্ত্র ও সেই মন্ত্রের অর্থের অস্পষ্টতা ;—১৪ প্রণীতা-প্রণয়নে যুক্তি ;—১৫ তাহার ফলবর্ণন ;—১৬-১৭ জলের বজ্ররূপত্ব প্রতিপাদনের জন্য আখ্যায়িকা, রক্ষঃ-শব্দের নির্ব্বচন, জলের বজ্ররূপত্বে যুক্তি, প্রণীতা-প্রণয়নের দ্বারা নির্ব্বিঘ্নে যজ্ঞ সম্পন্ন হয় বলিয়া তাহার কর্ত্তব্যতা ;—১৮ গার্হপত্য অগ্নির উত্তর দিকে প্রণীতা-নামক জলের স্থাপন ও তাহাতে যুক্তি ;—২০ আহবনীয়ের উত্তর ভাগে ঐ জলকে রক্ষা করা ;—২১ প্রণীতা ও অগ্নির মধ্যে সঞ্চরণ নিষেধ, যথাবিহিত স্থানে প্রণীতা প্রণয়ন না করার দোষ ও যুক্তি ;—২২ দক্ষিণ, গার্হপত্য ও আহবনীয় নামক অগ্নিত্রয়ের তৃণ দ্বারা পরিস্তরণ, যজ্ঞীয় পাত্রসমূহের সংগ্রহ ।]

১। তিনি (যজমান) ব্রত গ্রহণ করিবার জন্য আহবনীয় ও গার্হপত্য-নামক অগ্নিদ্বয়ের মধ্যে পূর্ব্বমুখে দাঁড়াইয়া জল আচমন করেন।[১] তিনি জল আচমন করিয়া অন্তরে পবিত্র হন; কেননা, যে ব্যক্তি অনৃত বাক্য বলে, সে তাহাতে অমেধ্য হয়, এবং জল মেধ্য[২]; (তিনি ইচ্ছা করেন)—'মেধ্য হইয়া ব্রত গ্রহণ করি;' জল পবিত্র, (তিনি ইচ্ছা করেন)—'পবিত্রের দ্বারা পূত হইয়া ব্রত গ্রহণ করি।' তিনি সেই জন্যই জল আচমন করেন।

২। তিনি অগ্নিকেই[৩] সম্মুখে দেখিতে দেখিতে (এই মন্ত্রে) ব্রত গ্রহণ করেন—"হে ব্রতপতি অগ্নি, আমি ব্রত আচরণ করিব, তাহা যেন আমি পারি, তাহা আমার সুসিদ্ধ (বা সমৃদ্ধ) হউক।"[৪] অগ্নিই দেবগণের মধ্যে ব্রতপতি (বলিয়া) তিনি তাঁহাকেই বলেন—"আমি ব্রত আচরণ করিব, তাহা যেন আমি পারি, তাহা আমার সুসিদ্ধ হউক!" এস্থানে অস্পষ্টার্থের ন্যায় কিছু নাই[৫]।

৩। অনন্তর (ব্রত) শেষ হইলে তিনি (তাহা এই মন্ত্রে) বিসর্জ্জন করেন —"হে ব্রতপতি অগ্নি, আমি ব্রত আচরণ করিয়াছি, তাহা আমি পারিয়াছি, তাহা আমার সুসিদ্ধ হইয়াছে";[৬] কেননা, যিনি যজ্ঞের পর্য্যবসান প্রাপ্ত হইয়াছেন, তিনি ইহা পারিয়াছেন; এবং যিনি যজ্ঞের পর্য্যবসান প্রাপ্ত

১। 'ব্রত'-শব্দে এখানে পূর্ণমাস যাগের পূর্ব্বানুষ্ঠেয় নিয়ম। আহবনীয়, গার্হপত্য ও দক্ষিণ নামে তিনটি অগ্নি যাগে স্থাপন করা হয়, এই অগ্নিত্রয় 'ত্রেতা'-নামে প্রসিদ্ধ।

২। মেধ-শব্দের অর্থ যজ্ঞ, (মেধ্যন্তে বধ্যন্তে পশ্বাদিরত্রেতি √মেধ্ + ঘঞ্), যথা—অশ্বমেধ, নরমেধ ইত্যাদি; "ভ্রাতৃভিঃ সহিতো বীরস্ত্রীন্ মেধানাহরিষ্যতি"—মহাভারত, ১. ১২৩. ৩১; মেধ-শব্দে যজ্ঞিয় সার অংশ বা হবিকেও বুঝায়, দ্রষ্টব্য ১. ২. ১. ৬; ও ঋগ্বেদ ১. ১০০. ৬ সায়ণ-ভাষ্য। মেধের যজ্ঞের যোগ্য এই অর্থে 'মেধ্য' পদ হয়; এবং তাহা হইতেই কালক্রমে তাহার অর্থ 'পবিত্র' হইয়াছে।

৩। অগ্নি-শব্দে এখানে আহবনীয় অগ্নিকে বুঝিতে হইবে।

৪। বা. স. ১. ৫. ১

৫। ব্রাহ্মণ-গ্রন্থ মন্ত্রের ব্যাখ্যা স্বরূপ, এবং অনুবাদ্য গ্রন্থ ব্রাহ্মণ; তজ্জন্য ইহা উক্ত মন্ত্রের ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইয়া সহজ বোধে বলিতেছে, 'এখানে কিছু অস্পষ্টার্থের ন্যায় নাই,' অর্থাৎ এখানে ব্যাখ্যা করিবার কিছু নাই

৬। বা. স. ২. ২৮,

হইয়াছেন, তাঁহার তাহা সুসিদ্ধ হইয়াছে। বহু লোকে ইহারই[৭] দ্বারা ব্রত গ্রহণ করিয়া থাকেন, (অতএব) ইহারই দ্বারা গ্রহণ করিবে।

৪। সত্য ও অনৃত এই দুইই আছে, (ইহার) তৃতীয় নাই। সত্যই দেবগণ, এবং মনুষ্যগণ অনৃত।[৮] (তিনি যে বলেন)—"আমি অনৃত হইতে এই সত্যে উপস্থিত হইতেছি!"[৯] তাহাতে তিনি মনুষ্যগণ হইতে দেবগণে উপস্থিত হইয়া থাকেন।

৫। তিনি সত্যই বলিবেন।[১০] দেবগণ এই সত্য ব্রতই আচরণ করিয়া থাকেন, এবং সেই জন্যই তাঁহারা যশস্বী। যে ব্যক্তি এই প্রকার জানিয়া সত্য বলেন, তিনিও যশস্বী হন।

৬। (ব্রত) শেষ হইলে তিনি (তাহা এই মন্ত্রে) বিসর্জ্জন করেন—"আমি এই যে আছি, সেই আছি!"[১১] তিনি ব্রত গ্রহণ করিয়া অমানুষের ন্যায় হন; (অতএব ব্রত বিসর্জ্জনের সময়) তাহা ঠিক হয় না যে, তিনি বলিলেন—"আমি এই সত্য হইতে অনৃতে উপস্থিত হইতেছি।" তজ্জন্য, তিনি পুনর্ব্বার মানুষ হন বলিয়া, "আমি এই যে আছি, সেই আছি"—এই বলিয়াই ব্রত বিসর্জ্জন করিবেন।

৭। অনন্তর, (যেহেতু ব্রতগ্রহণের পর ব্রতগ্রহণকারীকে নির্দ্দিষ্ট ভোজন করিতে হইবে) সেই জন্য ভোজনাভোজনেরই (আলোচনা করা যাইতেছে[১২])।

৭। অর্থাৎ বক্ষ্যমাণ (৪ কণ্ডিকায়) "আমি অনৃত হইতে এই সত্যে গমন করিতেছি..." ইত্যাদি মন্ত্রের দ্বারা। এখানে 'ইহারই'—এই ইকার, বা সংস্কৃত 'এব' দ্বারা পূর্ব্বমন্ত্র ("হে ব্রতপতি অগ্নি..." ইত্যাদি) নিষিদ্ধ হইতেছে না, কিন্তু পরবর্ত্তী মন্ত্রের প্রশংসা প্রতিপাদিত হইতেছে যে, পূর্ব্বের অপেক্ষা পরের মন্ত্রটি ভাল। এই জন্য কাত্যায়ন-শ্রৌতসূত্রে (২. ১. ১১) উভয় মন্ত্রেরই বৈকল্পিক বিধান দেখা যায়।

৮। অর্থাৎ দেবগণ সত্যবাদী, ও মনুষ্যগণ অনৃতবাদী। তুল:—"সত্যসংহিতা বৈ দেবা অনৃতসংহিতা মনুষ্যা:—ঐ. ব্রা. ১. ১. ৬।

৯। বা. স. ১. ৫. ২

১০। তুলঃ—"তস্যৈতদ্ ব্রতং—নানৃতং বদেৎ",—তৈ. স. ২. ৫. ৫. ১১।

১১। বা. স. ২. ২৮. ২।

১২। পূর্ণমাস-যাগে আভ্যুদায়িক শ্রাদ্ধাদি করিবার পর অগ্ন্যাধান করিয়া যজমানকে পত্নীর সহিত মাংস-মৈথুনের বর্জ্জন সঙ্কল্প করিতে হয়। পরে শিখাবাদে কেশ ও শ্মশ্রু বপন করিয়া অপরাহ্ণে

তৎসম্বন্ধে সা ব য় স (স ব য়া র পুত্র) অ ষা ঢ় অনশন ব্রতই মনে করেন; কেননা, তিনি বলেন—'দেবগণ মনুষ্যের মনকে সম্যক্‌রূপে জানেন; তাঁহারা এই ব্রতগ্রহণকারীকে জানেন যে; 'ইনি প্রাতঃকালে আমাদের যাগ করিবেন;' সেই দেবগণ ইহাঁর গৃহে (ব্রতদিবসে) আগমন করেন,—তাঁহারা ইহাঁর গৃহে (আসিয়া) ইহাঁর নিকটে বাস করিয়া থাকেন (উ প ব স ন্তি), সেই জন্য তাহার (ব্রত দিবসের) নাম উ প ব স থ।

৮। 'অপর সমস্ত মনুষ্য অভুক্ত থাকিতে কেহ পূর্ব্বে ভোজন করিবে,—ইহাই যখন উচিত নহে, তখন দেবগণ অভুক্ত থাকিতে যে ব্যক্তি পূর্ব্বে ভোজন করিবে, (তাহার সম্বন্ধে আর কি বলা যাইতে পারে)? সেইজন্য ভোজন করিবে না।'

৯। যা জ্ঞ ব ল্ক্য সে বিষয়ে বলিয়াছেন—'তিনি যদি ভোজন না করেন, তবে পিতৃদেবতার যাগকারী হন; আর যদি ভোজন করেন, তবে তিনি দেবগণকে অতিক্রম করিয়া ভোজন করিবেন; (অতএব) তিনি তাহাই ভোজন করিবেন, যাহা ভুক্ত হইলেও অভুক্ত (বলিয়া গণ্য হয়)।[১৩] যে বস্তুর (নির্ম্মিত

সপত্নীক মাঁধ, মাংস ও লবণাদি বর্জ্জিত ঘৃত বা দুগ্ধ ভোজন করিতে হয়—যাহাতে খুব তৃপ্তি না জন্মায়। ইহার পরে পূর্ব্বোক্ত "হে ব্রতপতি অগ্নি...ইত্যাদি," অথবা "এই আমি...ইত্যাদি" মন্ত্রে ব্রত গ্রহণ করিয়া সেই স্থানেই রাত্রিতে অগ্নিহোত্র করিতে হয়। রাত্রিতে ভোজনের ইচ্ছা হইলে শ্যামাক-নীবারাদি আরণ্যক ওষধি ভক্ষণ করিতে পারা যায়। (এই পৌর্ব্বাপর্য্য ও অশন সম্বন্ধে কোনো কোনো সূত্রগ্রন্থে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ মতভেদ দেখা যায়। কা. শ্রৌ. ২ ১০. ৪; আপ. শ্রৌ ৪. ২. ৮; ৩ ৭—১১ দ্রষ্টব্য। কা. শ্রৌ. ২ অধ্যায়, ও আপ. শ্রৌ. ৪. ২. কণ্ডিকায় এই যাগের বিশেষ বিধান আছে)। মূলে এই রাত্রিতে কি কি ভক্ষণ করিতে পারা যায় না যায়, তাহাই নিরূপিত হইতেছে। কাহারো কাহারো মতে কিছুই ভোজন করা উচিত নহে, অপর মতে এরূপ ভোজন বিধেয়, যাহাতে ঐ ভোজনও অভোজন-তুল্য হয়। মূলে এই শেষোক্ত মতই পরিগৃহীত হইয়াছে, এবং তজ্জন্যই লিখিত হইয়াছে—"অশনানশনম্"।

১৩। নিয়ম আছে—দৈবকর্ম্মে দেব-উদ্দেশে যে হবি রাখা হয়, তাহাই প্রথমে অন্য কোন স্থানে ব্যয় করিবে না; অপর দ্রব্য যথেচ্ছ ব্যয় করা যাইতে পারে। কিন্তু পৈত্র্যকর্ম্মে সেরূপ নহে; এস্থলে পিতৃগণের উদ্দেশে রক্ষিত-অরক্ষিত কোন দ্রব্যেরই প্রথমে অন্যত্র বিনিয়োগ উচিত নহে। অতএব যদি তিনি রাত্রিতে ভোজন না করেন, তবে, পিতৃলোকের উদ্দেশে রক্ষিত-অরক্ষিত কোন বস্তুরই ব্যবহারের অভাব হেতু মনে হইতে পারে যে, তিনি পিতৃদেবতার উদ্দেশে যাগে

হবি দেবগণ গ্রহণ করেন না, তাহা ভুক্ত (হইলেও) অভুক্ত। অতএব, তিনি ভোজন করেন বলিয়া পিতৃদেবতার যাগকারী হন না ; আর যদি তিনি তাহাই ভোজন করেন—যাহার (নির্ম্মিত) হবি (দেবগণ) গ্রহণ করেন না, তবে তিনি তাহাতে দেবগণকে অতিক্রম করিয়া ভোজন করেন না।

১০। তিনি আরণ্য বস্তুই ভোজন করিবেন—আরণ্য ওষধি বা আরণ্য বৃক্ষফল। তদ্বিষয়ে বা র্ষ্ণ (বৃ ষা র পুত্র) ব র্কু বলিয়াছেন—'তোমরা আমার জন্য মাষ পাক কর, (দেবগণ) মাষের হবি গ্রহণ করেন না।'[১৪] কিন্তু তাহা সেরূপ করিবে না ; কারণ, এই যে শমীধান্য (তিল মাষ প্রভৃতি), ইহা ব্রীহি ও যবের বৃদ্ধিকারক ; তজ্জন্য (লোকে) ইহার দ্বারা ব্রীহি ও যবকে অধিকতর বৃদ্ধি করিয়া থাকে।[১৫] অতএব তিনি আরণ্য বস্তুই ভোজন করিবেন।'

১১। তিনি এই (ব্রতগ্রহণের) রাত্রি আহবনীয় বা গার্হপত্য অগ্নির অগারে শয়ন করিবেন। যিনি ব্রত গ্রহণ করেন, তিনি দেবগণেরই নিকটে গমন করিয়া থাকেন,[১৬] অতএব তিনি যাঁহাদের নিকটে গমন করেন, তাঁহাদেরই মধ্যে শয়ন করেন। তিনি নীচে শয়ন করিবেন, কেননা (উপরিস্থিত) মঙ্গলের নীচ হইতে সেবা হইয়া থাকে।[১৭]

১২। তিনি (অধ্বর্যু) প্রাতঃকালে প্রথম কর্ম্মে জলকেই ('অপঃ') সম্মুখে প্রাপ্ত হন, এবং (যজ্ঞস্থলে) তাহা প্রণয়ন করেন (অর্থাৎ লইয়া যান) ; যজ্ঞই জল, অতএব তিনি ইহাতে প্রথম কর্ম্মে যজ্ঞকেই সম্মুখে পান, এবং তিনি

প্রবৃত্ত হইয়াছেন। কিন্তু দর্শ-পূর্ণমাস যাগ বস্তুত পৈত্র্যকর্ম্ম নহে—ইহা দৈব। অপর পক্ষে, ভোজন করিলে দেবগণকে ছাড়িয়া ভোজন করা হয়। অতএব যা জ্ঞ ব ল্ক্য পারিভাষিক রূপে যুগপৎ ভোজন-অভোজন ব্যবস্থা করিয়াছেন।

১৪। অর্থাৎ মাষ খাইতে পারা যায়।

১৫। সায়ণ ইহার তাৎপর্য্য এইরূপ লিখিয়াছেন—ব্রীহি-নির্ম্মিত পিষ্ট (পিটুলী) অল্প মাষ-পিষ্টের সহিত মিশ্রিত করিয়া তিন চারি প্রহর রাখিলে তাহা বাড়িয়া উঠে—ইহা প্রসিদ্ধ। অতএব মাষ ব্যবহার করিলে যেহেতু ব্রীহি ও যব ব্যবহার করিতেই হয়, সেই জন্য মাষ ব্যবহার করিবে না।

১৬। 'উপাবর্ত্ততে,' "সমীপে শেতে"—ইতি সায়ণ।

১৭। আপস্তম্ব প্রথমে অধঃশয়ন বিধান করিয়া বলিয়াছেন যে, যদি ব্রহ্মচারীর ন্যায় হইয়া থাকে, তবে উপরেও শয়ন করিতে পারে। আপ. শ্রৌ ৪. ৩. ১৪-১৫।

যে জল প্রণয়ন করেন, ইহাতে যজ্ঞকেই বিস্তীর্ণ (অর্থাৎ সম্পাদিত) করিয়া থাকেন।[১৮]

১৩। তিনি এই সমস্ত অনিরুক্ত ("অকৃতনির্ব্বচন-অব্যাখ্যাত-অনিশ্চিত) ব্যাহৃতি (অর্থাৎ মন্ত্র) দ্বারা (জল) প্রণয়ন করেন—"কে তোমাকে যুক্ত করে ? সে তোমাকে যুক্ত করে ; কি জন্য যুক্ত করে ? সেইজন্য যুক্ত করে।"[১৯] প্রজাপতি অনিরুক্ত, এবং প্রজাপতি যজ্ঞ-স্বরূপ ; তিনি তজ্জন্য ইহা দ্বারা প্রজাপতি (-রূপ) যজ্ঞকেই আরম্ভ করেন।[২০]

১৪। তিনি যে জল প্রণয়ন করেন, (তাহার কারণ এই যে,)—এই সমস্ত (বিশ্ব) জলের দ্বারা ব্যাপ্ত, সেই জন্য এই প্রথম (জলপ্রণয়ন-রূপ) কর্ম্মের দ্বারা তিনি সমস্তকে ব্যাপ্ত করেন (অর্থাৎ প্রাপ্ত হন)।

১৫। এখানে ইহার (যজ্ঞের) হোতা, বা অধ্বর্য্যু, বা ব্রহ্মা, বা আগ্নীধ্র,

---

১৮। জলের দ্বারা যজ্ঞ সম্পাদন করা যায়, এই জন্য জলকে যজ্ঞরূপে স্তুতি করিয়া এখানে তাহার প্রশস্ততা কীর্ত্তন করা যাইতেছে। পরে (৬ষ্ঠ ব্রাহ্মণে) পুরোডাশ-নির্ম্মাণ উক্ত হইবে ; এই পুরোডাশ-নির্ম্মাণে পিষ্ট ব্রীহির সহিত জল মিশ্রিত করিতে হইবে (৩ কণ্ডিকা), তজ্জন্যই এই জল সংগ্রহ বিধি।

১৯। বা. স. ১. ৬. ১—৪

২০। সায়ণাচার্য্য এস্থানে বলিয়াছেন—উক্ত ব্যাহৃতি বা মন্ত্র সমূহকে যে 'অনিরুক্ত' বলা হইয়াছে, তাহার প্রয়োজন দেখাইবার জন্য বলা হইতেছে যে, "প্রজাপতি অনিরুক্ত।" কোন পদার্থকে বিশেষরূপে না জানিলে লোকে 'কঃ' বলিয়া থাকে, অতএব ইহা 'অনিরুক্ত' (অনিশ্চিত), আবার প্রজাপতিও 'ক'-শব্দে অভিহিত হন (তৈ. ব্রা ২. ২. ১০)। এই সাদৃশ্য-অবলম্বনে প্রজাপতিকে 'অনিরুক্ত' বলা যায়। অথবা, মন্ত্রোচ্চারণ বিনা মনে কেবল ধ্যান করিয়া প্রজাপতির হোম করা হয় (শত. ব্রা. ১. ৩. ৫. ১২ ; ২. ৪. ৪. ৫) ; এই জন্যও প্রজাপতি অনিরুক্ত (তৈ. স ৬. ৬. ১০. ৩)। প্রজাপতি অনিরুক্ত হইলেও, এখানে তাহার উল্লেখের প্রয়োজন এই যে, প্রজাপতি যজ্ঞ সৃষ্টি করিয়াছেন (তৈ. ব্রা. ১. ৭. ১. ৫ ; ঐ. ব্রা. ৭. ৪. ১ ; ইত্যাদি), এই জন্য প্রজাপতি কারণ ও যজ্ঞ কার্য্য। এই কার্য্য-কারণের অভেদ স্বীকার করিয়া প্রজাপতিকে যজ্ঞ বলা হইয়াছে। প্রজাপতি যে 'অনিরুক্ত,' তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, এখন যজ্ঞ প্রজাপতি-স্বরূপ হইলে, প্রজাপতি 'অনিরুক্ত' বলিয়া যজ্ঞও 'অনিরুক্ত'। মূলে অনিরুক্ত-মন্ত্রে জল প্রণয়নের কথা বলা গিয়াছে। ইহাই অনুসরণ করিয়া এখানে বলা যাইতেছে যে, অনিরুক্ত মন্ত্রে জল প্রণয়ন করিয়া অনিরুক্ত যজ্ঞ আরম্ভ করা কোন যজ্ঞকে অনিরুক্ত বলিবার জন্যই প্রজাপতি শব্দের অবতারণা।

বা স্বয়ং যজমান যাহা প্রাপ্ত হন না, ইহার (জলপ্রণয়েন) দ্বারা তাঁহার তৎ-সমস্তই পাওয়া যায়।

১৬। তিনি যে জল প্রণয়ন করেন (তাহার অপর কারণ এই)—দেবগণ যজ্ঞের দ্বারা যাগ করিতেছিলেন; তখন, 'তোমরা যাগ করিবে না!'—এই বলিয়া অসুর ও রক্ষোগণ তাঁহাদিগকে 'রক্ষা' (প্রতিবন্ধ)[২২] করিয়াছিল। তাহারা (তাঁহাদিগকে) 'রক্ষা' করিয়াছিল বলিয়া রক্ষঃ (নামে খ্যাত) হইয়াছে।

১৭। তাহার পর দেবগণ এই জল (-রূপ) বজ্র দেখিয়াছিলেন। জল বজ্রই; যেহেতু জল বজ্রই, সেই জন্য ইহা যে স্থান দিয়া যায়, সেই স্থানকে নিম্ন করিয়া দেয়; এবং যে স্থানে ইহা উপস্থিত হয়, তাহাকে নির্দগ্ধ (নিঃসার)[২৩] করে। অনন্তর দেবগণ এই (জলরূপ) বজ্র উদ্যত করিয়াছিলেন, এবং তাহার দ্বারা অভয়, শত্রুরহিত (অসুর-রাক্ষস-রহিত) ও (শত্রুশরীর-লগ্ন) বাত-বিহীন স্থানে যজ্ঞ বিস্তার করিয়াছিলেন। তিনি এইরূপই বজ্র উদ্যত করেন, এবং অভয়, শত্রুরহিত ও বাতহীন স্থানে যজ্ঞ বিস্তার করেন। তিনি সেই জন্য জল প্রণয়ন করিয়া থাকেন।

১৮। তিনি (চমস প্রভৃতি পাত্রের উপরে) জল ঢালিয়া গার্হপত্য অগ্নির উত্তর ভাগে স্থাপন করেন।[২৪] জল ("আপ্' স্ত্রীং) স্ত্রী, অগ্নি যুবা, ও গার্হ-পত্য অগ্নির আবাস স্থান গৃহ; তজ্জন্য ইহার দ্বারা গৃহেই এক উৎপাদক মিথুন

২১। জলপ্রণয়ন-স্থলে মূলে সর্ব্বত্রই 'আপ্' শব্দের প্রয়োগ আছে। ১৪ ও ১৫ কণ্ডিকায় 'আপ্' শব্দের নির্ব্বচন-রীতি দ্রষ্টব্য।

২২। "ররক্ষুঃ" "অরক্ষৎ", "ররক্ষুঃ; প্রতিববন্ধুঃ"—ইতি সায়ণঃ প্রতিবন্ধ-অর্থে সংস্কৃতে রক্ষ্-ধাতুর প্রয়োগ লক্ষণীয়। 'থাম!'—এই অর্থে বাঙ্গালায় 'রাখ!' প্রযুক্ত হইয়া থাকে। রক্ষ=রক্থ=রাখ।

২৩। "নির্দহন্তি," "নির্দহন্তি নিঃসারং কুর্ব্বন্তীতি"—সায়ণঃ। জলের সহিত দহ্-ধাতুর প্রয়োগ আরও বিচিত্র। তুল—"কিন্নু খো মহারাজ, উভো'পি তে (তত্তং আয়োগোলকং, শীতং হিমপিণ্ডং চ) দহেয়্যু'ন্তি"—মিলিন্দ পঞ্হ. ২. ২. ৫।

২৪। আপস্তম্ব- স্থাপিত পাত্রে জল পূরণের বিধান করিয়াছেন, আপ. শ্রৌ. ৪. ১. ৪.; কিন্তু এখানে জলপূর্ণ পাত্রের স্থাপন উক্ত হইয়াছে। কাত্যায়ন ইহাই অবলম্বন করিয়াছেন (কা. শ্রৌ.

করা হইয়া থাকে।[২৫] যিনি জল-প্রণয়ন করেন, তিনি বজ্রকেই উদ্যত করেন। যিনি অপ্রতিষ্ঠিত[২৬] হইয়া বজ্র উদ্যত করেন, তিনি ইহাঁর প্রতি (বজ্র) উদ্যত করিতে পারেন না; (বরং) তাঁহাকেই ইনি (জলপ্রণয়ন-কারী) হিংসা করেন।

১৯। তিনি যে গার্হপত্যে (গার্হপত্য অগ্নির আবাস স্থানে) জল ('আপ্' স্ত্রীং) স্থাপন করেন, (তাহার কারণ এই—) গার্হপত্য (আবাস স্থান) গৃহ, এবং গৃহই প্রতিষ্ঠা; তজ্জন্য তিনি ইহাতে গৃহেই—প্রতিষ্ঠাতেই—প্রতিষ্ঠিত হন; এবং সেইরূপ হওয়ায় বজ্র ইহাঁকে হিংসা করে না। সেই জন্য তিনি তাহা গার্হপত্যে স্থাপন করিয়া থাকেন।

২০। তিনি আহবনীয়ের উত্তর ভাগে তাহা (জল) প্রণয়ন করেন। জল ('আপ্') স্ত্রী, ও অগ্নি যুবা; অতএব ইহাতে এক উৎপাদক মিথুনই করা হয়। মিথুন এইরূপেই সম্পন্ন হয়; কারণ, স্ত্রী পুরুষের নিকটে উত্তর (বাম) ভাগেই শয়ন করে।[২৭]

২১। তাহার (জলের ও অগ্নির) মধ্যে কেহ সঞ্চরণ করিবে না; কেননা পাছে[২৮] তাহাতে বিহরণ-প্রবৃত্ত মিথুনের মধ্যে সঞ্চরণ করিয়া ফেলিবে। (আহবনীয় অগ্নির উত্তর ভাগ) অতিক্রম পূর্ব্বক লইয়া গিয়া তাহা (জল)

২.৩.১); তিনি বলেন—জল-প্রণয়নে অভিচারকামী হইলে কাংস্যপাত্র, ব্রহ্মবর্চ্চসকামী হইলে কাষ্ঠপাত্র, এবং প্রতিষ্ঠাকামী হইলে মৃন্ময়পাত্র ব্যবহার করিতে হইবে। কা. শ্রৌ ২. ৩. ৫.।

২৫। ২০ কণ্ডিকা দ্রষ্টব্য। গার্হপত্য অগ্নির উত্তর দেশে জলস্থাপন করিবার প্রয়োজন কি, তাহাই এখানে বলিতে গিয়া ঐ জলের প্রশংসা করা হইয়াছে। অনুবাদের জল-শব্দের স্থানে মূলে 'আপ্' শব্দ আছে। এই 'আপ্' শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ বলিয়া ইহাকে স্ত্রীরূপে, অগ্নি পুংলিঙ্গ বলিয়া তাহাকে যুবকরূপে, এবং গার্হপত্য অগ্নির আবাস স্থলকে গৃহরূপে কল্পিত করা গিয়াছে। যেমন স্ত্রী ও পুরুষ-রূপ মিথুন গৃহেই হয়, সেইরূপ এখানেও আপ্-রূপ স্ত্রী ও অগ্নিরূপ যুবকের মিথুন গার্হপত্যাগ্নির আবাসরূপ গৃহে উৎপন্ন হয়। মূলে 'বৃষা' শব্দের অর্থ বীজসেক্তা যুবক। ঋ. স. ৭ ২০. ৫; ৭. ৬৯, ১ ইত্যাদি দ্রষ্টব্য।

২৬। অর্থাৎ জলপ্রণয়নের জন্য পূর্ব্বোক্ত গার্হপত্য-আবাসে; ১৯. কণ্ডিকা দ্রষ্টব্য।

২৭। তুলঃ—দক্ষিণ=ডান।

২৮। "নেৎ", 'অথাপি নেত্যেষ ইদিত্যেতেন সম্প্রযুজ্যতে পরিভয়ে"—নিরুক্ত ১. ৩. ৬।

স্থাপন করিবে না ; এবং তাহা (উত্তর ভাগ) প্রাপ্ত না হইলেও স্থাপিত করিবে না। ২৯ তিনি যদি (আহবনীয় অগ্নির উত্তর ভাগ) অতিক্রম পূর্ব্বক লইয়া গিয়া স্থাপন করেন, তবে, অগ্নি ও জলের বিশেষ শত্রুতা আছে বলিয়া, তাহা (ঐ শত্রুতা) যেমন অগ্নির (নিজের নির্ব্বাণতারূপ উপদ্রবের জন্য) হয়, তিনিও তদ্রূপ (নিজের অনিষ্টের জন্য) হইয়া থাকেন ; যদি তিনি (আহবনীয় অগ্নির উত্তর ভাগ) অতিক্রম পূর্ব্বক (জল) স্থাপন করেন, তবে, (যজমান ও ঋত্বিগ্‌গণ) যেখানে (যে কার্য্যে) ইহার (জলপ্রণয়ন-পাত্রের) জল আচমন করেন, সেখানে (তাহা দ্বারা) অগ্নিতে (জলরূপ) শত্রুকেই বর্দ্ধিত করেন। আর যদি (আহবনীয় অগ্নির উত্তর ভাগ) প্রাপ্ত না হইলে স্থাপন করেন, তবে, যে কামনায় ৩০ (জল) প্রণীত হয়, তাহা তাঁহারা ইহা দ্বারা প্রাপ্ত হন না। তজ্জন্য তিনি তাহা আহবনীয়ের ঠিক উত্তর দিকেই প্রণয়ন করেন।

২২। অনন্তর তিনি ৩১ তৃণসমূহ দ্বারা (আহবনীয়, গার্হপত্য ও দক্ষিণ, এই অগ্নিত্রয়ের) প রি স্ত র ণ করেন ; ৩২ এবং 'দ্বন্দ্ব' অর্থাৎ একত্র দুইটি দুইটি করিয়া (যজ্ঞিয়) পাত্রসমূহ আহরণ করেন, ৩৩ যথা—শূর্প ও অগ্নিহোত্রহবনী, স্ফ্য ও কপালসমূহ, শম্যা ও কৃষ্ণাজিন, উলূখল ও মুসল, এবং দৃষদ্ ও উপলা

২৯। অর্থাৎ আহবনীয় অগ্নির পূর্ব্বে বা পশ্চিম ভাগে জল প্রণয়ন না করিয়া ঠিক উত্তর দিকে করিবে।

৩০। "কাংস্য-বানস্পত্য-মার্ত্তিকৈরভিচার-ব্রহ্মবর্চস-প্রতিষ্ঠা-কামা যথাসঙ্খ্যম্"—কা. শ্রৌ. ২. ৩. ৫। ২৭ টিপ্পনী দ্রষ্টব্য।

৩১। তৃণ-শব্দে এখানে দর্ভ বা কুশ, কা. শ্রৌ. ২. ৩. ৬ ; কর্কভাষ্য।

৩২। আহবনীয়, গার্হপত্য ও দক্ষিণ, এই ত্রিবিধ যজ্ঞিয় অগ্নির প্রত্যেকের চতুর্দ্দিকে যথাক্রমে পূর্ব্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম ও উত্তর ভাগে চারি-চারি খানি কুশ পাতিয়া আচ্ছাদন করিতে হয়, ইহারই নাম প রি স্ত র ণ ; বৌ. শ্রৌ. ১, ৪, ১৮—২১ পং। এই পরিস্তরণ না করিলে যজ্ঞ নগ্নাবস্থায় থাকে—"স হৈব যজ্ঞ উবাচ—নগ্নতরো বিভেমীতি" প্রকৃত্য "তস্মাদেতদগ্নিং পরিস্তৃণাতীত্যাহ,"—কর্কভাষ্য, কা. শ্রৌ, ২, ৩, ৬।

৩৩। এই যজ্ঞিয় পাত্রসমূহ গার্হপত্য অগ্নির পুরোভাগস্থ বেদিতে আহরণ করিতে হয়। এই পাত্র স্থাপনেরই নাম পা ত্রা সা দ ন।

—এই দশ'। ৩৪ বিরাট্ (ছন্দঃ) দশাক্ষরই, এবং বিরাটই যজ্ঞ; তজ্জন্য তিনি ইহার (পূর্ব্বোক্ত দশটি পাত্র আহরণের) দ্বারা যজ্ঞকে বিরাটই অভিসম্পন্ন করেন। ৩৫. আর যে দ্বন্দ্ব (অর্থাৎ একত্র দুইটি দুইটি করিয়া পাত্র আহরণ, তাহার কারণ এই যে), দ্বন্দ্ব (দুইটি) বীর্য্যযুক্ত হয়; (সেই জন্য) যখন (কোন কার্য্য) দুই জন আরম্ভ করে, তখন তাহা বীর্য্যযুক্ত হইয়া থাকে; এবং দ্বন্দ্ব হইয়াই মিথুন উৎপাদক হয়। অতএব ইহাতে উৎপাদক মিথুনই করা হয়।

৩৪। অনুবাদে উল্লিখিত ঐ দশ প্রকার ভিন্ন আরও বহুবিধ পাত্র ও অন্যান্য দ্রব্য যজ্ঞে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, যথা—জুহূ, উপভৃৎ, স্রুব, ধ্রুবা, প্রাশিত্রহরণ, ইড়াপাত্র, মেক্ষণ, পিষ্টোদ্বপনী, প্রণীতাপ্রণয়ন, আজ্যস্থালী, দারুপাত্রী, বেদপরিবাসন, দৃষ্টি অন্বাহার্য্যস্থালী ও মদন্তী ইত্যাদি। বৌ, শ্রৌ, ১, ৪, ২—৮ পং। আপস্তম্ব অনুবাদোক্ত দশবিধ পাত্রকে অ প র পা ত্র; এবং স্রুব, জুহূ, উপভৃৎ, ধ্রুবা, বেদ, (দারু-) পাত্রী, আজ্যস্থালী, প্রাশিত্রহরণ, ইড়াপাত্র ও প্রণীতাপ্রণয়ন—এই দশটিকে পূ র্ব পা ত্র বলিয়াছেন। আপ, শ্রৌ, ১, ১৫, ৭।

এই সমস্ত পাত্রের কোন্‌টির কি প্রমাণ, কি আকার, ও কোন্ কাষ্ঠ দ্বারা প্রস্তুত করিতে হয়, তৎসমুদয় শ্রৌতসূত্র-সমূহে লিখিত আছে; কা, শ্রৌ, ১, ৩, ৩১—৪১; ঐ কর্কভাষ্য; আপ, শ্রৌ, ১, ৫, ১০—১৪। বাহুল্যভয়ে তৎসমুদয় এখানে লিখিত হইল না। "শ্রৌতপদার্থনির্বচন"-নামক যাজ্ঞিকশব্দাভিধানে এই সমস্ত পাত্রের বিবরণ আছে। স্বামী দয়ানন্দের "সত্যার্থপ্রকাশ" (৩ উ, ৩৮ পৃ) ও "সংস্কারবিধি" (১৯—২০ পৃ) নামক পুস্তকে কতকগুলি যজ্ঞিয় পাত্রের চিত্র আছে।

৩৫। এস্থলে সায়ণ ভাষ্যের তাৎপর্য্য এই—যজ্ঞিয়পাত্রের সংখ্যা যে 'দশ' বলা হইয়াছে, ইহা তাহার প্রশংসাবাদ; যথা—বিরাট্-নামক ছন্দের প্রত্যেক চরণে ১০ দশটি অক্ষর থাকে (ঐ, ব্রা. ৬. ৫. ১০; তুলঃ—ঐ ৮. ১. ৪); এবং প্রথম যজ্ঞ জ্যোতিষ্টোমে (তা. ব্রা. ১৬. ১; ঐ ব্রা. ৩. ৪. ৫; তৈ. স. ৭. ৪. ১০. ১২) ১৯টি স্তোত্রিয় আছে, ইহাকে ১৯ দিয়া ভাগ দিলে ১০ সংখ্যা পাওয়া যায়; অতএব ইহাতেও ১০ আছে। বিরাট্ ছন্দ ও জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞ—এই উভয় স্থানেই 'দশ'-সংখ্যারূপ সাদৃশ্য থাকায়, বিরাট্ ছন্দকেই যজ্ঞ বলা হইয়াছে; যেমন 'সিংহো দেবদত্তঃ'—এস্থলে সিংহের ন্যায় বলশালী বলিয়া দেবদত্তকে সিংহ বলা যায়। ওদিকে যজ্ঞিয় পাত্রও দশটি। অতএব এই সাদৃশ্য মাত্র অবলম্বনকরিয়া ঐরূপ উক্ত হইয়াছে।

দ্বিতীয় ব্রাহ্মণ

[১ শূর্প ও অগ্নিহোত্রহবনী নামক যজ্ঞিয় পাত্রদ্বয়ের গ্রহণ, তাহার মন্ত্র ও ব্যাখ্যা ;—২ ঐ উভয় পাত্রের অগ্নিতে প্রতপন ও তাহার মন্ত্র ;—৩ যজ্ঞের প্রারম্ভে ঐ দুই পাত্রকে অগ্নিতে প্রতপ্ত করিলে অসুর ও রক্ষোগণের ভয় থাকে না—ইহারই আখ্যায়িকা দ্বারা বর্ণনা ;—৪ হবি গ্রহণের জন্য শকটের নিকট গমন, তাহার মন্ত্র ও সেই মন্ত্রের তাৎপর্য্য ;—৫ যজ্ঞের জন্য গৃহস্থিত ব্রীহি না লইয়া শকটস্থিত ব্রীহিই গ্রহণীয়, ও তাহার যুক্তি ;—৬ শকট হইতে ব্রীহি গ্রহণ করার অপর যুক্তি ;—৭ ভস্ত্রা (চর্ম্মপাত্র) হইতে ব্রীহি গ্রহণ-পক্ষকে পরিত্যাগ করিয়া শকট হইতেই গ্রহণ-পক্ষকে সমর্থন ;—৮ ধান্যাদি রাখিবার পাত্র হইতে ব্রীহি গ্রহণ করিলেও ঐ যজুর্ম্মন্ত্র অবিকল ভাবে সেখানে পাঠ করিতে হইবে ;—৯ শকটের যুগপ্রান্তের অগ্নিরূপে বর্ণনা ;—১০ শকটের যুগ-প্রান্ত স্পর্শ করিবার মন্ত্র ও তাহার ব্যাখ্যা ;—১১ ঐ বিষয়ে আ রু ণি র মত ;—১২ শকটের ঈষা-নামক অঙ্গের স্পর্শ, তাহার মন্ত্র ও তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা ;—১৩ শকটারোহণের মন্ত্র, তাহার ব্যাখ্যা, তৎপ্রসঙ্গে বিষ্ণুর ত্রিবিক্রম (বামন-অবতার) কথা ;—১৪ শকটস্থিত হবির দর্শন ও তাহার সব্যাখ্যান মন্ত্র ;—১৫ ব্রীহির মধ্যে যদি কোন তৃণ থাকে তবে তাহার নিক্ষেপ, না থাকিলে ব্রীহির স্পর্শ, এবং তাহার মন্ত্র ;—১৬ ব্রীহি স্পর্শ করিবার মন্ত্র ও তাহার তাৎপর্য্য ;—১৭ ব্রীহি গ্রহণ ও তাহার সব্যাখ্যান মন্ত্র ;—১৮ যে দেবতার জন্য হবি গৃহীত হয় তাহার নামোল্লেখ করিবার প্রয়োজনাস্তর ;—১৯ গৃহীতাবিশিষ্ট ব্রীহির স্পর্শ, তাহার মন্ত্র ও তাৎপর্য্য ;—২১ শকট হইতে অধ্বর্য্যুর পূর্ব্ব দিক্ অবলোকন, তাহার মন্ত্র ও তাৎপর্য্য ;—২২ শকট হইতে অবরোহণ, তাহার মন্ত্র ও ব্যাখ্যা ;—২৩ গার্হপত্য ও আহবনীয় এই উভয় অগ্নিতেই হবি পাক করিতে পারা যায় ; যাঁহার হবি যে অগ্নিতে পাক করা হইবে, তাহার পাত্র সমূহ ঐ অগ্নির সমীপে, এবং শূর্পস্থিত হবি ঐ অগ্নির পশ্চাতে স্থাপনীয়, তাহার মন্ত্র ও ব্যাখ্যা ।]

১। অনন্তর[১] তিনি (এই মন্ত্রে) শূর্প ও অগ্নিহোত্রহবনীকে[২] গ্রহণ করেন

১। পাত্রাসাদনের পর।

২। শূর্প প্রসিদ্ধ ; ইহা নল, বংশ বা ঈষিকা-নামক তৃণে নির্ম্মিত।

অগ্নিহোত্রহবনী ; এই পাত্র দ্বারা অগ্নিহোত্র হোম করা হয় বলিয়া ইহার ঐ নাম হইয়াছে। ইহা দৈর্ঘ্যে প্রাদেশ পরিমাণ (অঙ্গুষ্ঠ হইতে বিস্তৃত তর্জ্জনীর অগ্র পর্য্যন্ত), বা অরত্নি পরিমাণ (কনুই হইতে বিস্তৃত কনিষ্ঠাঙ্গুলি পর্য্যন্ত), অথবা বাহুপরিমাণ হয়। ইহার অগ্রভাগ হস্তীর ওষ্ঠের ন্যায় নির্ম্মিত হইয়া থাকে, এবং তখন তাহাতে অষ্টাঙ্গুলি-পরিমিত গর্ত্ত করা হয় ; কখন কখন অগ্রভাগ হংসমুখের ন্যায়, বা কাকপুচ্ছের ন্যায় নির্ম্মিত হয়, তখন তাহাতে পাঁচ বা চারি অঙ্গুলি পরিমাণ গর্ত্ত করা গিয়া থাকে। গর্ত্তের অবশিষ্ট ভাগে ধরিবার জন্য একটি দণ্ড লগ্ন করা হয়। এই পাত্র

—"তোমাদের দুইটিকে কর্ম্মের ও পরিবেষণের জন্য (গ্রহণ করিতেছি)!" ৩ যজ্ঞই কর্ম্ম; অতএব ("কর্ম্মের জন্য" ইহার অর্থ) যজ্ঞের জন্য; তিনি তজ্জন্য বলেন—"কর্ম্মের জন্য তোমাদের দুইটিকে"; (তিনি বলেন—) "পরিবেষণের জন্য তোমাদের দুইটিকে"; কেননা, তিনি ('তাহাদের দ্বারা) যজ্ঞকে পরিবেষণ (বা ব্যাপ্ত) করেন।[৪]

২। অনন্তর 'অবিক্ষুব্ধ হইয়া যজ্ঞ বিস্তার করিব'—এই (মনে করিয়া) তিনি বাক্ সংযম করেন, কেননা বাক্ই যজ্ঞ (-সাধন)।[৫] পরে তিনি (শূর্প ও অগ্নিহোত্রহবনীকে[৬] এই মন্ত্রে অগ্নিতে[৭]) প্রতপ্ত করেন—"রক্ষঃ দগ্ধ, অরাতিগণ দগ্ধ!" অথবা (এই মন্ত্রে)—"রক্ষঃ সন্তপ্ত, অরাতিগণ সন্তপ্ত!" ৮

৩। দেবগণ যখন যজ্ঞ বিস্তার করিতেছিলেন, (তখন) তাঁহারা অসুর ও রক্ষঃসমূহের আক্রমণে ভীত হইয়াছিলেন। তজ্জন্য তিনি যজ্ঞের আরম্ভ হইতেই 'ইহার দ্বারা এস্থান (যজ্ঞ) হইতে নাশক-জীব ('নাষ্ট্র', অসুর) ও রক্ষোগণকে বিতাড়িত করেন।

৪। অনন্তর তিনি (এই মন্ত্রে শকটের[৯] নিকট) গমন করেন—"বিস্তীর্ণ

বৈকঙ্কত (বঁইচ) নামক কাষ্ঠ দ্বারা নির্ম্মাণ করিবার নিয়ম। আপ. শ্রৌ. ১. ১৬. ১২; "বায়সপুচ্ছা হংসমুখপ্রসেচনাঃ"—ভারদ্বাজঃ; শ্রৌ. প. নি. ৮. ৩৮।

৩। বা. স. ১. ৬. ৩।

৪। অগ্নিহোত্রহবনী দ্বারা শূর্পে হবি (ব্রীহি) ঢালিতে হয়, এই জন্য বলা হইতেছে যে, তাঁহাতে যজ্ঞকে পরিবেষণই করা হয়।

৫। বাক্‌সংযম করিলে বাগ্ব্যবহার জনিত চিত্তবিক্ষেপের অভাব হেতু ভালরূপে একাগ্রতা জন্মিবে, ও তাহার দ্বারা উত্তমরূপে যজ্ঞ সম্পাদিত হইবে—ইহাই এখানে তাৎপর্য্যার্থ।

৬। কা. শ্রৌ. ২. ৩. ১০।

৭। গার্হপত্যনামক অগ্নিতে, বৌ. শ্রৌ. ১. ৪. (৭ পৃঃ ৬ পং.); আপস্তম্ব বলেন গার্হপত্য অথবা আহবনীয় অগ্নিতে, আপ. শ্রৌ. ১. ১৭. ২।

৮। বা. স. ১. ৭. ১—২।

৯। যজ্ঞে ব্যবহার্য্য পুরোডাশ ব্রীহি বা যবের দ্বারা নির্ম্মিত হইয়া থাকে। এই ব্রীহি বা যব শকটে করিয়া যজ্ঞভূমির নিকট রাখা যায়, এবং শকট হইতে তাহা নামাইয়া লইবার জন্য সেখানে যাইতে হয়। ইহাই এখানে বর্ণিত হইতেছে।

অন্তরিক্ষকে অনুগমন করিতেছি'।"[১০] এই লোক যেমন মূলহীন (অর্থাৎ প্রতিবন্ধক-হীন) ও উভয় দিকে (পার্শ্বে) বিগত-বন্ধন হইয়া আকাশে (অর্থাৎ উন্মুক্ত ফাঁকা স্থানে) বিচরণ করে, রক্ষও সেইরূপ মূলহীন ও উভয় দিকে বিগত-বন্ধন হইয়া বিচরণ করে। তিনি সেই জন্য এই (পূর্ব্বোক্ত) মন্ত্র দ্বারা আকাশকে অভয় ও নাশকজীব-হীন করেন।[১১]

৫। তিনি শকট হইতেই (ব্রীহ্যাদিরূপ হবি) গ্রহণ করিবেন, কেননা, শকটই অগ্রে, এবং এই গৃহ তাহার পরেই[১২] (হবির আধার হইয়া থাকে); এবং (তিনি মনে করেন যে—) 'যাহা অগ্রে ছিল, তাহা (লইয়া) আমি কার্য্য করিব।' এইজন্য তিনি শকট হইতেই (হবি) গ্রহণ করিবেন।

৬। শকট প্রাচুর্য্যযুক্তই;[১৩] শকট (যে) প্রাচুর্য্যযুক্তই, (তাহা প্রসিদ্ধ); তজ্জন্য যখন (কোন বস্তু) বহু হয়, তখন (লোকেরা) বলিয়া থাকে—'(ইহা) শকট-বাহ্য হইয়াছে।' তজ্জন্য তিনি ইহাতে (শকটের নিকট গমন করিয়া) প্রাচুর্য্যেরই নিকটে গমন করেন। অতএব শকট হইতেই গ্রহণ করিবেন।

৭। শকট যজুই (অর্থাৎ যজ্ঞের সাধনই); শকট (যে) যজুই (তাহা প্রসিদ্ধ); সেই জন্য শকটের যজুর্মন্ত্র-সমূহ আছে,[১৪] (কিন্তু) কোষ্ঠ[১৫] ও কুম্ভীর[১৬] যজুর্মন্ত্র-সমূহ নাই। ঋষিগণ ভস্ত্রা (চর্ম্মনির্ম্মিত পাত্র) হইতে (হবি)

১০। বা. স. ১. ৭. ৩।

১১ সায়ণাচার্য্য এখানে বলিয়াছেন—যেমন বৃক্ষ মূল দ্বারা পৃথিবীতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া থাকে, গমন করে না; অথবা যেমন ব্যাঘ্রাদি চারিদিকে পাশবদ্ধ হইয়া থাকে, গমন করিতে পারে না; পুরুষ সেরূপ মূলবান্ নহে, এবং উভয়দিকে (বাম ও দক্ষিণে) কোন সংসর্গে প্রতিবদ্ধ নহে; অতএব অন্তরিক্ষে বিশ্বাসপূর্ব্বক বিচরণ করে। এইরূপ মূলহীন উভয়দিকে অপ্রতিবদ্ধ রক্ষও শকট হইতে অবতার্য্যমাণ ব্রীহি প্রভৃতি গ্রহণ করিবার জন্য ঐ ব্রীহি প্রভৃতির অবতারণকারী পুরুষের অনুগমন করে, সেই জন্য ঐ পুরুষ সেই মন্ত্র দ্বারা গমন করিয়া অন্তরিক্ষকে অভয় ও শত্রু-রহিত করেন।

১২। যেহেতু হবিকে প্রথমে শকটে করিয়া তাহার পর গৃহে আনা হয়

১৩। ইহার ভাবার্থ এই যে, শকটে যাহা থাকে, তাহা অতিপ্রচুর।

১৪। "ধূরসি"...ইত্যাদি, বা, স, ১. ৮. ১।

১৫। কুশূল, গোলাঘর।

১৬। পাত্রবিশেষ, পশ্চিমে ইহার নাম 'কুণ্ডা'; বাংলায় কোথাও কোথাও 'কুঁড়া' বলে; "কুম্ভী খি পিঠরো কুণ্ডং"—অভিধানপ্পদীপিকা (পালি) ৪৫৬।

গ্রহণ করেন—(প্রসিদ্ধি আছে); এ পক্ষে ঋষিগণের নিকট সেই প্রকৃত (শকটরূপ অর্থ-প্রতিপাদক) যজুর্মন্ত্র-সমূহ ভস্ত্রার জন্য (ব্যবহৃত) হইবে।[১৭] কিন্তু তিনি (যেহেতু মনে করেন যে,) 'যজ্ঞ-(সাধন) দ্বারা যজ্ঞকে নির্ম্মাণ করিব', সেই জন্য শকট হইতেই গ্রহণ করিবেন।

৮। কিন্তু যদি তাঁহারা পাত্র হইতে গ্রহণ করেন, তবে কোন ব্যবধান (অর্থাৎ বাদ) না দিয়াই ('ঐ) যজুর্মন্ত্র-সমূহ[১৮] জপ করিবে;[১৯] এবং তাহা হইলে পাত্রের নীচে 'স্ফ্য' (তন্নামক যজ্ঞিয় পাত্র)[২০] রাখিয়া তাহা গ্রহণ করিবে। (তিনি মনে করেন—) 'যেস্থানে (হবি) স্থাপিত করি, তাহা হইতে (তাহা) বহির্গত করি;' কেননা, (লোক) যাহাতেই স্থাপিত করে, তাহা হইতেই বহির্গত করে।

৯। সেই এই শকটের যুগপ্রান্ত[২১] (ধুর্) অগ্নিই। যুগপ্রান্ত (যে) অগ্নিই (তাহা প্রসিদ্ধ); কেননা, যাহারা ইহাকে বহন করে, তাহাদের বহন-

১৭। সায়ণ বলেন—শকট পক্ষে "হে শকট ('অনঃ')" এই সম্বোধন স্থলে, ভস্ত্রা পক্ষে "হে ভস্ত্রে" প্রয়োগ করিতে হইবে; ইহাই বিশেষ। মূলমন্ত্রে কোন সম্বোধন পদ নাই। বা. স. ১. ৮. ১।

১৮। বা. স. ১. ৮১-৯,...ইত্যাদি।

১৯। যদিও এই সমস্ত মন্ত্রে পাত্র সম্বন্ধে কোন কথাই প্রকাশ নাই, তথাপি তাহাদিগকে সেখানে পাঠ করিতে হইবে; তাহার প্রমাণ—"কোন বাদ না দিয়াই (ঐ) যজুঃসমূহকে জপ করিবে"—"অনন্তরায়ং হি তর্হি যজূংষি জপেৎ;" "বিলিঙ্গা অপি বচনসামর্থ্যাদ্ বিনিযুজ্যন্তে—অনন্তরায়ং...জপেদিতি;" কা. শ্রৌ. ২. ৩. ২৯: কর্কভাষ্য। হরিস্বামী "ধূরসি..." (বা. স. ১. ৮. ১) ইত্যাদি মন্ত্রের পাত্র-পক্ষেও নিতান্ত কষ্ট কল্পনা করিয়া অর্থ করিয়াছেন। সায়ণাচার্য্য এস্থানে ঐ যজুর্মন্ত্রের পৃথক্ কোন ব্যাখ্যা না করিলেও, সেখানে যে তাহা ঐরূপেই পাঠ করিতে হইবে, তাহা বলিয়াছেন। মূল শতপথব্রাহ্মণ পাত্রসম্বন্ধেও ঐ যজুঃ পাঠের ব্যবস্থা করিয়া, সম্ভবতঃ তাহার সামঞ্জস্য রক্ষা করিবার জন্য পাত্রের নীচে 'স্ফ্য'-নামক খড়্গাকার কাষ্ঠ-নির্ম্মিত বাহুপ্রমাণ (বা অরত্নি-প্রমাণ) চতুরঙ্গুলবিস্তার-যুক্ত যজ্ঞিয় পাত্র রাখিতে বলিয়াছেন; উদ্দেশ্য, বোধ হয়, এই কাষ্ঠই এস্থলে শকটের ঈষাদি কাষ্ঠের ন্যায় গণ্য হইবে।

২০। ১৯ সংখ্যক টিপ্পনীতে 'স্ফ্য'এর পরিচয় দেওয়া হইয়াছে; কা. শ্রৌ. ১. ৩. ৩৩, ৩৯।

২১। শকটের যে দুই স্থান বলদের কাঁধের উপর থাকে, যুগ বা জোয়ালের দুই প্রান্ত ভাগ।

স্থান (স্কন্ধ)[২২] অগ্নিদগ্ধের ন্যায় হইয়া যায়।[২৩] শকটের ক স্ত ম্ভী র[২৪] পশ্চাৎ দিকে যে প্র উ গ (তন্নামক স্থান) আছে,[২৫] তাহা ইহার বেদিই, এবং নী ড়[২৬] (তন্নামক স্থান) ইহার হ বি র্ধা ন।[২৭]

১০। তিনি (এই মন্ত্রে) শকটের যুগপ্রান্ত স্পর্শ করেন—"তুমি হিংস্রক, হিংসককে হিংসা কর; যে আমাদিগকে হিংসা করে, তাহাকে হিংসা কর; এবং যাহাকে আমরা হিংসা করি, তাহাকে হিংসা কর।"[২৮] যুগপ্রান্তে এই অগ্নিই উৎপন্ন হয়, অতএব হবি গ্রহণ করিবার জন্য তাঁহাকে তাহা অতিক্রম করিয়া যাইতে হইবে; তজ্জন্য তিনি (প্রথমে সেই অগ্নি স্পর্শ করিয়া) তাহাকে ইঁহাদের (যজমান প্রভৃতির) জন্য প্রসন্ন করেন।[২৯] সেই জন্যই এই যুগপ্রান্ত-স্থিত অগ্নি (নিজের) অতিক্রমকারীকে হিংসা করে না।

২২। মূল "বহ"; বহন-সাধন স্কন্ধরূপ অঙ্গ,—সায়ণ।

২৩। দ্রষ্টব্য—"ইয়মপি ধূরেতস্মাদেব—নিহন্তি বহম্"; নিরুক্ত ৩. ২. ৩।

২৪। গাড়ী যাহাতে নীচে পড়িয়া না যায়, তজ্জন্য ঈষা দণ্ড-দ্বয়কে (চলিত কথায় ইহাকে স্থান-বিশেষে 'পার' বা 'ফর' বলে; অর্থাৎ গাড়ীর যে দুইটি বাঁশ পশ্চাৎ দিক্ হইতে ক্রমশঃ সঙ্কীর্ণভাবে আসিয়া সম্মুখে একত্র সম্মিলিত হয়) উর্দ্ধদিকে স্থির রাখিবার জন্য যে কাষ্ঠদ্বয় ব্যবহৃত হয়, তাহার নাম ক স্ত ম্ভী; ইহারই অপর নাম উ প স্ত ম্ভ ন; কা. শ্রৌ. ২. ৩. ১৩।

২৫। উভয় ঈষাদণ্ডের অগ্রভাগ যেখানে সম্মিলিত হয়, তাহার পশ্চাদ্দিকে ঈষাদণ্ড-দ্বয়ের মধ্য স্থানকে প্র উ গ বলে। শকটের এই স্থানকে বেদি বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, এই স্থান অনেকটা বেদির মত দেখায়। কা. শ্রৌ. ৭. ৯. ৫ বৃত্তি; তুলঃ—তৈ. স. ৬. ২. ৫. ৮।

২৬। শকটের যে স্থানে ধান্য রাখা হয়, পশ্চাৎভাগ; কা. শ্রৌ. ৭. ৯. ৬. বৃত্তি।

২৭। "হবিঃ সোমাখ্যো ধীয়তেঽবস্থাপ্যত ইতি হবির্ধানে শকটে"। (শা. শ্রৌ. ৫. ১৩. ২, বরদ-ভাষ্য)। সোমযাগ করিবার সময় যজ্ঞভূমিতে দুইখানি শকট রক্ষিত হয়, ইহাতে সোমরূপ হবি নিহিত অর্থাৎ স্থাপিত থাকে বলিয়া ঐ শকট দ্বয়ের নাম হ বি র্ধা ন। এই হ বি র্ধা ন-নামক শকট-দ্বয়কে রাখিবার জন্য সেখানে যে গৃহ নির্ম্মিত হয়, তাহারও নাম হ বি র্ধা ন। ৩. ৫. ৩. ৭; কা. শ্রৌ. ৮. ৩. ২১।

২৮। বা. স. ১. ৯. ১।

২৯। "এতান্", সায়ণভাষ্যে এই পদের কোন অর্থ বা তাৎপর্য্য পাওয়া যায় না। তৈত্তিরীয়-ব্রাহ্মণ অনুসারে "যজমান প্রভৃতি" অনুবাদ করা গিয়াছে। দ্রষ্টব্য—তৈ. ব্রা. ৩.২.৫

১১। তদ্বিষয়ে আ রু ণি বলিয়াছেন—'আমি প্রতি অর্দ্ধমাসে (দর্শ ও পূর্ণমাসে) শত্রুগণকে হিংসা করি।' তিনি তদ্বিষয়ে ইহাই করিয়াছেন।[৩০]

১২। অনন্তর তিনি কস্তম্ভীর পশ্চাৎদিকে ঈষাদণ্ড স্পর্শ করিয়া জপ করেন—"তুমি দেবগণের, (তুমি তাঁহাদের হবির) শ্রেষ্ঠ বাহক ও শুদ্ধতম,[৩১] (তাঁহাদের) প্রিয়তম ও শ্রেষ্ঠ আহ্বানকারী ; তুমি অবক্র হবির্দ্ধারণ-কারী ('হবির্দ্ধান') ; তুমি দৃঢ় হও, বক্র হইও না (অর্থাৎ বাঁকিয়া পড়িও না) !"[৩২] তিনি ইহাতে শকটের স্তুতি করেন, (কেননা, তিনি মনে করেন যে), 'উপস্তুত হইয়া সন্তুষ্ট হইলে তবে তাহার নিকট হইতে হবি গ্রহণ করিব।' "তোমার যজ্ঞপতি যেন বক্র না হয়"— ইহা বলিয়া তিনি যজমানেরই জন্য বক্র না হওয়া প্রার্থনা করেন, কেননা যজমানই যজ্ঞপতি।

১৩। অনন্তর তিনি (এই মন্ত্রে শকটে) আরোহণ করেন—"বিষ্ণু তোমাতে আরোহণ করুন !"[৩৩] যজ্ঞই বিষ্ণু ; তিনি দেবগণের এখন এই যে শক্তি ('বিক্রান্তি') রহিয়াছে, তাহার উদ্দেশে পদক্ষেপণ ('বিক্রম') করিয়াছিলেন ; তিনি ইহাকেই (ভূস্থান) প্রথম পদের দ্বারা, এই অন্তরিক্ষকে (মধ্যস্থান) দ্বিতীয় পদের দ্বারা, ও দ্যুস্থানকে শেষ পদের দ্বারা পালন করিয়াছিলেন। এই যজ্ঞ (-রূপ) বিষ্ণু ইহাঁর (যজমানের) শক্তির উদ্দেশেই পদক্ষেপণ করিয়া থাকেন।

১৪। অনন্তর তিনি (শকটস্থিত হবিকে এই মন্ত্রে) দর্শন করেন— "বায়ুর ('বাত') জন্য (তুমি বিস্তৃত হও) !"[৩৪] প্রাণই বায়ু ; অতএব তিনি এই মন্ত্রদ্বারা প্রাণ বায়ুর বিস্তীর্ণতা সম্পাদন কীর্ত্তন করিয়া থাকেন।

৩০। "তুমি হিংসক..." ইত্যাদি মন্ত্র। উচ্চারণে আরুণির শত্রু নাশ হইত—ইহা বলায় ঐ মন্ত্রের উপাদেয়তা প্রতিপন্ন করা হইতেছে।

৩১। অথবা, 'দৃঢ়তার জন্য চর্ম্মাদির দ্বারা অত্যন্ত বেষ্টিত',—মহীধর।

৩২। বা. স. ১. ৮—৯। 'বক্র হইও না'—ইহার মূল "মাহ্বাঃ" ; সায়ণাচার্য্য অর্থ করেন— 'ভগ্ন হইও না।'

৩৩। বা. স. ১. ৮, ৩।

৩৪। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যদি হবির মধ্যে কোন তৃণাদি থাকে, তবে বায়ু যেন তাহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহা অপনয়ন করিতে পারে। বা. স. ১. ৯. ৪।

১৫। অনন্তর যদি ইহার মধ্যে (অর্থাৎ হবিতে) কোন কিছু (তৃণাদি) আসিয়া থাকে, তবে তিনি "রক্ষঃ অপহত"—এই (মন্ত্র) দ্বারা তাহা নিক্ষেপ করেন;[৩৫] আর যদি না আসিয়া থাকে, তবে (ঐ মন্ত্রে হবিকেই) স্পর্শ করিবেন; কেননা ইহা (এই তৃণ-নিরসন) নাশক-জীব ও রক্ষঃ-সমহকে নিতাড়িত করে।

১৬। পরে তিনি (এই মন্ত্রে) হবিকে স্পর্শ করেন—"পঞ্চ (অঙ্গুলী হবি-গ্রহণের জন্য) বদ্ধ হউক!"[৩৬] এই অঙ্গুলী পঞ্চ, এবং যজ্ঞও পঞ্চ অবয়ব-যুক্ত ('পাংক্ত'); [৩৭] অতএব তিনি ইহা ('পঞ্চ'-পদযুক্ত মন্ত্র উচ্চারণের) দ্বারা যজ্ঞকেই ধারণ করেন।[৩৮]

১৭। তিনি শকটস্থ হবিকে (এই মন্ত্রে) গ্রহণ করেন—"দেব সবিতার প্রেরণায় অশ্বিদ্বয়ের বাহুযুগলের দ্বারা ও পূষার হস্তদ্বয়ের দ্বারা অগ্নির জন্য প্রিয় তোমাকে গ্রহণ করিতেছি!"[৩৯] সবিতা দেবগণের প্রেরয়িতা; তজ্জন্য তিনি সবিতারই দ্বারা প্রেরিত হইয়া গ্রহণ করেন। তিনি বলেন—"অশ্বিদ্বয়ের বাহুযুগলের দ্বারা", কারণ, অশ্বিদ্বয় (দেবযজ্ঞে) অধ্বর্যু; তিনি বলেন—

৩৫। বা, স, ১, ৯, ৫।

৩৬। বা, স, ১, ৯, ৬।

৩৭। পংক্তি-ছন্দের পঞ্চ পদ বা চরণ থাকে বলিয়া তাহার নাম 'পংক্তি' (ঐ, ব্রা, ৬, ৪, ৪; সমস্ত পংক্তি-সম্বন্ধে এ নিয়ম নহে. পিঙ্গল-সূত্র-পংক্ত্যধিকার দ্রষ্টব্য)। এইরূপ যজ্ঞে পঞ্চ প্রকার হবি থাকে বলিয়া তাহাকে এখানে 'পাংক্ত' বলা হইয়াছে। পঞ্চবিধ হবি যথা—১ ধান—ভাজা যব, ২ করম্ভ—ঘৃত সংযুক্ত ছাতু, ৩ পরিবাপ—ধানের খৈ, ৪ পুরোডাশ—যব বা ব্রীহি পিষিয়া নির্ম্মিত পিষ্টক, ও ৫ পয়স্যা—দুগ্ধবিকৃতি; (তৈ, স, ৬, ৫, ১১, ৮, সা, ভা,)। মন্ত্র ও তৎসাধ্য যজ্ঞ, উভয় স্থানেই পঞ্চ সংখ্যার সম্বন্ধ-হেতু বলা হইতেছে যে, ঐ মন্ত্র উচ্চারণ করিলে যজ্ঞকেই ধারণ করা যায়।

৩৮। বা, স, প্রথম অধ্যায়ের নবম মন্ত্রটি এই:—"অহ্রুতমসি হবির্ধানং দৃংহস্ব মাহ্বার্মা তে যজ্ঞপতির্হ্বার্ষীৎ। বিষ্ণুস্ত্বা ক্রমতামুরুবাতায়াপহতং রক্ষো যচ্ছন্তাং পঞ্চ":—এই মন্ত্রটিকে এখানে পঞ্চভাগে বিভক্ত করিয়া পঞ্চবিধ কর্ম্মে বিনিয়োগ করা হইয়াছে; যথা—(১) "অহ্রুত...হ্বার্ষীৎ" পর্য্যন্ত (১২ ক,) শকটের ঈষাদণ্ড স্পর্শে; (২) "বিষ্ণু...ক্রমতাং" (১৩ ক,) শকটারোহণে; (৩) "উরুবাতায়" (১৪ ক,) হবি-দর্শনে; (৫) "অপ...রক্ষ" (১৫ ক,) তৃণাদি নিক্ষেপে; এবং (৫) "যচ্ছ...ন্তি" (১৬ক,) শকটস্থ হবি-স্পর্শনে।

৩৯। বা, স, ১, ১০, ১।

"পূষায় হস্তদ্বয়ের দ্বারা", কারণ, পূষা কামপূরণকারী, ও ইনি পাণিদ্বয়ের দ্বারা (সমস্ত লোকের) ভোজন উপস্থাপিত করেন। দেবগণ সত্য, এবং মনুষ্যগণ অনৃত ; তজ্জন্য তিনি সত্যেরই দ্বারা গ্রহণ করেন।

১৮। অনন্তর তিনি যে (দেবতার জন্য হবি গ্রহণ করা হইবে, সেই) দেবতার নামোল্লেখ করেন। সমস্ত দেবতাই হবিগ্রহণ-কারী অধ্বর্য্যুর নিকট (এই মনে করিয়া) উপস্থিত হন যে, 'তিনি (অধ্বর্য্যু) আমারই নাম গ্রহণ করিবেন ! আমারই নাম গ্রহণ করিবেন !' তজ্জন্য তিনি ইহার (নামোল্লেখের) দ্বারা একত্রাবস্থিত তাঁহাদের অবিরোধ সম্পাদন করেন।

১৯। তিনি যে হবিগ্রহণে দেবতার নামোল্লেখ করেন, (তাহার অপর কারণ এই যে), যে সকল দেবতার জন্য হবি গৃহীত হয়, তাঁহারা সকলেই তাহাতে মনে করেন যে, (তাহা তাঁহাদের) ঋণই ; এবং যে কামনা করিয়া (অধ্বর্য্যু) হবি গ্রহণ করেন, তাঁহাদিগকে তাঁহার জন্য সেই কামনা সমৃদ্ধ করিয়া দিতে হইবে। তিনি সেইজন্য দেবতার নামোল্লেখ করিয়া থাকেন। এবং এই প্রকারেই যথাক্রমে (অগ্নি ও সোম প্রভৃতির) হবি গ্রহণ করিয়া—[৪০]

২০। (বক্ষ্যমাণ মন্ত্রে গৃহীতাবশিষ্ট) হবিকে স্পর্শ করেন—"প্রাচুর্য্যের জন্য তোমাকে (অবশিষ্ট রাখিতেছি) অদানের জন্য নহে !" [৪১] তিনি যাহা হইতে গ্রহণ করেন ইহা দ্বারা পুনর্ব্বার তাহাতেই ইহাকে বর্দ্ধিত করেন।

২১। অনন্তর তিনি (এই মন্ত্রে) পূর্ব্ব দিকে অবলোকন করেন—"আমি সম্মুখে দীপ্তি ('স্বর্') দর্শন করিতেছি !" [৪২] (ব্রীহ্যাদিরূপ হবি রাখিবার

৪০। আগ্নেয় হবি গ্রহণের সময়ে 'অগ্নির জন্য প্রিয় তোমাকে গ্রহণ করিতেছি' ("অগ্নয়ে জুষ্টং গৃহ্নামি")—এই প্রাগুক্ত মন্ত্রে (১৭ ক,) অগ্নির নামোল্লেখ করিতে হয়। ইহার পর 'অগ্নি ও সোমের জন্য প্রিয় তোমাকে গ্রহণ করিতেছি'—এই মন্ত্রে অগ্নি ও সোমের নামোল্লেখ করিতে হয়। বা, স, ১, ১০, ২।

৪১। বা, স, ৮, ১১, ১ ; তুল :—"স্ফাত্যৈ ত্বা নারাত্যৈ," তৈ, স, ১, ১, ৪, ২।

৪২। বা, সং ১, ১১, ২।

জন্য) এই শকটকে আচ্ছাদিত করিয়া রাখা হয়[৪৫] বলিয়া ইহাঁর (অধ্বর্য্যুর) চক্ষু পাপ গৃহীতের ন্যায়[৪৬] (দূষিতের ন্যায়) হয়। দীপ্তি (-শব্দের) অর্থ যজ্ঞ, দিন, দেবসমূহ ও সূর্য্য।[৪৭] তজ্জন্য তিনি ইহার ('স্বর্'-পদ-বিশিষ্ট মন্ত্রের উচ্চারণের) দ্বারা এস্থান হইতে (ঐ চতুর্ব্বিধ) দীপ্তিকেই[৪৮] অবলোকন করিয়া থাকেন।

২২। পরে তিনি (শকট হইতে এই মন্ত্রে) অবরোহণ করেন—'দুর্য্য' (গৃহ) -সমূহ পৃথিবীতে দৃঢ় হউক!"[৪৯] 'দুর্য্য'-সমূহ অর্থে গৃহসমূহকে বুঝায়। এই যে অধ্বর্য্যু ইহাঁর (যজমানের) যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেন, তিনি শকট হইতে গমন করিতে আরম্ভ করিলে যজমানের সেই গৃহসমূহ তাঁহাকে অনুসরণ করিয়া এস্থান (পৃথিবী) হইতে প্রচ্যুতি লাভ করিতে পারে। তিনি ইহা (পূর্ব্বোক্ত মন্ত্র) দ্বারা ঐ গৃহ-সমূহকেই পৃথিবীতে দৃঢ় করেন; এবং সেরূপ করিলে গৃহ সকল (অধ্বর্য্যুকে) অনুসরণ করিয়া আর প্রচ্যুত হয় না, ও (যজমানকেও) বিক্ষুব্ধ করে না। তজ্জন্য তিনি বলিয়া থাকেন—"দুর্য্য (গৃহ) -সমূহ পৃথিবীতে দৃঢ় হউক!" অনন্তর তিনি (এই মন্ত্রে সেস্থান হইতে অগ্নিসমীপে) গমন করেন— "বিস্তীর্ণ অন্তরিক্ষকে অনুগমন করিতেছি!"[৫০] ঐ সেই (৪ ক,) মন্ত্রই (এখানে) অনুকূল।

২৩। তাঁহারা (ঋত্বিকেরা) যাঁহার (যজমানের) হবিকে গার্হপত্য অগ্নিতে পাক করেন,[৫১] তাঁহার পাত্রসমূহ গার্হপত্যের নিকটে স্থাপিত

৪৫। এখানে 'ইব' পদের কোন অর্থ নাই; দ্রষ্টব্য :—"ইবোঽপি দৃশ্যতে (কদাচিদনর্থকঃ)" নিরুক্ত ১, ৩, ৫—৬।

৪৬। "পাপ্মগৃহীতম্"; তুল :—"তমসি বা এষোঽন্তশ্চরতি", তৈ, ব্রা, ৩, ২, ৪।

৪৭। নিরুক্ত, ২, ৪, ২।

৪৮। তৈ, ব্রা, মতে 'স্বর্' শব্দের অর্থ এখানে বৈশ্বানর জ্যোতি; ৩, ২, ৪।

৪৯। বা, স, ১, ১১; ৩।

৫০। বা, স, ১, ১১, ৪।

৫১। গার্হপত্য ও আহবনীয় এই অগ্নিদ্বয়ের মধ্যে যে কোনটিতে হবি পাক করা যাইতে পারে (আপ., শ্রৌ, ১, ১৮, ৫—৬)। যেখানে পাক করা স্থির হইবে, সেই অগ্নিরই পশ্চাৎ দিকে পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রে যজ্ঞিয় পাত্র ও গৃহীত ব্রীহি বা যব-রূপ হবি (আপ, শ্রৌ. ১, ১৭, ১১) স্থাপন করিতে হয়। তাহাই এখানে উক্ত হইয়াছে।

করেন ; এবং তাহা হইলে (অধ্বর্য্যু শূর্পস্থিত ব্রীহ্যাদিরূপ হবিকে) গার্হপত্যের পশ্চাৎ দিকে স্থাপিত করিবেন। আর যাঁহার হবি আহবনীয় অগ্নিতে পাক করেন, তাঁহারা তাঁহার পাত্রসমূহকে আহবনীয় সমীপে স্থাপিত করেন ; এবং তাহা হইলে (অধ্বর্য্যু হবিকে) আহবনীয়ের পশ্চাৎ দিকে স্থাপিত করিবেন। (তাহার প্রথম মন্ত্র এই—) "পৃথিবীর 'নাভিতে' (মধ্যদেশে) তোমাকে স্থাপিত করিতেছি !"[৫২] 'নাভি'-অর্থে মধ্য, এবং মধ্য অভয় ;[৫৩] তজ্জন্য তিনি বলেন—"পৃথিবীর নাভিতে তোমাকে স্থাপন করিতেছি।" (দ্বিতীয় মন্ত্র—) "অদিতির (পৃথিবীর)[৫৪] উৎসঙ্গে ('উপস্থে', স্থাপিত করিতেছি) !"[৫৫] লোকেরা যে বস্তুকে সুরক্ষিত করিয়া রক্ষা করে, তৎসম্বন্ধে বলিয়া থাকে যে,—'ইহাকে যেন উৎসঙ্গে ধারণ করিয়াছে' তিনি সেই জন্য বলেন— "অদিতির উৎসঙ্গে।" (তৃতীয় মন্ত্র—) "হে অগ্নি, হব্য রক্ষা কর !" তিনি অগ্নি ও পৃথিবী উভয়কেই এই হবি রক্ষা করিবার জন্য প্রদান করেন ; এবং সেই জন্যই বলিয়া থাকেন—"হে অগ্নি হব্য রক্ষা কর !"

তৃতীয় ব্রাহ্মণ

[১ 'পবিত্র'-নামক কুশপত্র-দ্বয়ের ছেদন ও তাহার মন্ত্র ;—২ পবিত্র কেন দুই খানা হইবে তদ্বিষয়ে যুক্তি, প্রাণ ও উদান বায়ুর স্বরূপ ;—৩ পবিত্র তিন খানি করিবার অনুকূলে যুক্তি দেখাইয়া দুই খানি করারই নিয়ম বিধান, সেই পবিত্র দ্বয়ের দ্বারা প্রোক্ষণী-জলের উৎপবন ;—৪ প্রোক্ষণী-জলের উৎপবন করিবার প্রয়োজন, তৎপ্রসঙ্গে বৃত্রাসুর ঘটিত আখ্যায়িকার আরম্ভ ও বৃত্র-শব্দের অর্থনির্ব্বচন ;—৫ ইন্দ্রকর্ত্তৃক বৃত্রবধ, নিহত বৃত্রের জলাভিমুখে ক্ষরণ, দর্ভের উৎপত্তি, তাহা দ্বারা উৎপবনে প্রোক্ষণীজলের মেধ্যত্ব-সম্পাদন ;—৬ উৎপবনের মন্ত্র ও তাহার বিশদ ব্যাখ্যা ;— ৭ উৎপবনের পর সেই জলের স্তুতি-মন্ত্র, তাহার ব্যাখ্যা ;—৮ উহারই অপর মন্ত্র ও ব্যাখ্যা ;—৯

৫২। বা, স, ১, ১১, ৫।

৫৩। পৃথিবীর নাভি বা মধ্য অভয় ইহার ব্যাখ্যায় সায়ণ লিখিয়াছেন-"প্রান্তদেশে হি চৌর-ব্যাঘ্রাদিভয়ম্‌"।

৫৪। ঐ, ব্রা, ৩, ৬, ৭ ; তৈ, স, ৩, ২, ৪, ৭।

৫৫। তৈ, স, ১, ১, ৪ দ্রষ্টব্য।

ঐ ;—১০ মন্ত্রবিশেষ পাঠ দ্বারা অপ্রোক্ষণ-জনিত দোষের নিবারণ, ও ঐ সংস্কৃত জলের দ্বারা হবির প্রোক্ষণ,—১১ হবি-প্রোক্ষণের মন্ত্র ও স্থানান্তরে তাহার অতিদেশ ;—১২ যজ্ঞিয় পাত্র-সমূহের প্রোক্ষণ, তাহার মন্ত্র ও তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা।]

১। তিনি (অনন্তর এই মন্ত্রে) পবিত্র-দ্বয় (কুশখণ্ড-দ্বয়)[১] ছেদন করেন—"পবিত্রদ্বয়, তোমরা বৈষ্ণব (যজ্ঞসম্বন্ধীয়)।[২] যজ্ঞই বিষ্ণু; অতএব তিনি বৈষ্ণব-শব্দে 'তোমরা যজ্ঞিয়' ইহাই বলেন।[৩]

২। সেই পবিত্র দুইখানিই হয়। এই যাহা (বায়ু) গমন করিতেছে (অর্থাৎ প্রবাহিত হইতেছে, 'পবতে'),[৪] ইহাই পবিত্র। এই সেই (বায়ু) একরূপ হইয়াই প্রবাহিত হয়, কিন্তু সেই বায়ু লোকের অন্তর্দ্দেশে প্রবিষ্ট হইয়া পূর্ব্ব ও পশ্চিম-গামী (অর্থাৎ উর্দ্ধ ও অধো-গামী) হয়, এবং সেই দুইটিই (যথাক্রমে) প্রাণ ও উদান।[৫] (অতএব পবিত্রের দ্বিত্ব-সংখ্যা) ইহারই (প্রাণ ও

১। ১ অনখ-চ্ছিন্ন, সাগ্র, সমবিস্তার-যুক্ত, প্রাদেশপ্রমাণ, গর্ভহীন দর্ভখণ্ড-দ্বয়ের নাম প বি ত্র ; কুশ দ্বারাই ইহাকে ছেদন করিতে হয়।' প বি ত্র ক র ণ শব্দে তাদৃশ দর্ভদ্বয়কে বাম হস্তে করিয়া মন্ত্রপূর্ব্বক জল দ্বারা মার্জ্জন করাকে বুঝায়। আপ. শ্রৌ, ১, ১১, ৬ ; কা, শ্রৌ, ২, ৩, ৩১।

২। বা, স, ১, ১২, ১।

৩। মন্ত্রটির মূল—"পবিত্রে স্থো বৈষ্ণব্যৌ ;" পবিত্র শব্দ বৈদিক-সাহিত্যে (এবং এই ব্রাহ্মণেও) ক্লীবলিঙ্গে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। 'বৈষ্ণব্যৌ' স্ত্রীলিঙ্গ, ইহাতে সন্দেহ নাই ; এজন্য এখানে 'পবিত্রে' স্ত্রীলিঙ্গেই প্রযুক্ত হইয়াছে বলিতে হইবে। এজন্য সায়ণ পবিত্র-শব্দের অর্থ ধরিয়াছেন—'দর্ভনাড্যৌ'।

৪। লৌকিক সংস্কৃতে √পুঙ্-অর্থ 'পবন', অর্থাৎ পবিত্রীকরণ—শুদ্ধীকরণ ; ইহা গত্যর্থে প্রযুক্ত হয় না। কিন্তু বেদে ইহার গত্যর্থে প্রয়োগ দেখা যায় ; নিঘণ্টু, ২, ১৪, ১০৮ ; "নেন্দ্রাদ্ ঋতে পবতে ধাম কিঞ্চন"—ঋ. স. ৭, ২, ২২,।

নিরুক্ত-মতে পবিত্র-শব্দ বেদে এই সকল অর্থে ব্যবহৃত হয় :—মন্ত্র, (সূর্য্য-) রশ্মি, জল (আপ), অগ্নি, বায়ু, সোম, সূর্য্য ও ইন্দ্র ; "অগ্নিঃ পবিত্রং স মা পুনাতু, বায়ুঃ সোমঃ সূর্য্য ইন্দ্রঃ। পবিত্রং তে মা পুনন্তু"—নিরুক্ত ৫, ২, ১। অগ্নি, জল, বায়ু প্রভৃতির পবিত্রতা-সম্পাদকত্ব স্পষ্টই বুঝা যাইতে পারে, মূলগ্রন্থেও বায়ু ও সূর্য্যরশ্মির পবিত্রতা প্রতিপাদিত হইয়াছে, ১, ৩, ২, ৬ ; স্মৃতিশাস্ত্রেও দেখা যায় ;—"পন্থানশ্চ বিশুদ্ধ্যন্তি সোমসূর্য্যাংশুমারুতৈঃ"—বিষ্ণুস্মৃতি, ২৩, ৪৩।

৫। সায়ণাচার্য্য এখানে 'উদান'-শব্দের অর্থ 'অপান' করিতে চাহেন, এবং তাহাতে "প্রাণাপ্রাণৌ পবিত্রে..." ইত্যাদি তৈত্তিরীয় শ্রুতির প্রামাণ্য প্রদর্শন করেন।

উদানরূপ দ্বিবিধ বায়ুরই) সংখ্যা অনুসরণ করিয়া হইয়াছে ; তজ্জন্য পবিত্র দুইটি হইয়া থাকে।

৩। অথবা (তাহা) তিন খানি হইতে পারে ; কারণ, (পবিত্র-নামক মুখ্য বায়ুর প্রাণ যেমন প্রথম বৃত্তি ও উদান দ্বিতীয় বৃত্তি, সেইরূপ) ব্যান তৃতীয় (বৃত্তি)।[৬] কিন্তু তাহা দুই খানিই হয়।[৭] তিনি তাহাদের দ্বারা (অগ্নিহোত্রহবনীতে আনীত[৮]) প্রোক্ষণী-জলকে উ ৎ প ব ন[৯] করিয়া (অর্থাৎ তন্নামক সংস্কারে সংস্কৃত করিয়া) তাহার দ্বারা (হবিকে) প্রোক্ষণ করেন। তিনি যে ইহাদের (পবিত্রদ্বয়ের) দ্বারা প্রোক্ষণী-জলকে উৎপবন করেন, (তাহার কারণ)—

৬। "স বা অয়ং প্রাণস্ত্রেধা বিহিতঃ প্রাণোঽপানো ব্যানঃ" ;—ঐ, ব্রা, ২,৪,৫ ; "অথ যঃ প্রাণাপানয়োঃ সন্ধিঃ স ব্যানঃ"—ছা. উ. ১,৩,৩। আবার এক বায়ুই পঞ্চ ক্রিয়া ভেদে পঞ্চ নামে কথিত হইয়া থাকে ; যথা—১ হৃদয়বর্ত্তী বায়ু প্রাণ, ("প্রাণো হৃদয়ে"—তৈ, ব্রা, ৩, ১০. ৮, ৫ ; বেদান্তসারে লিখিত হইয়াছে—"প্রাণো নাম প্রাগ্গমনবান্ নাসাগ্রস্থানবর্ত্তী" (১৩ খ), বিদ্বন্মনোরঞ্জনীকার ইহার মীমাংসা করিয়াছেন যে, নাসাগ্রে তাহার প্রত্যক্ষ উপলব্ধি হয় বলিয়াই ঐরূপ লিখিত হইয়াছে) ; ২ অধোগমনকারী পায়ুপ্রভৃতি-স্থানবর্ত্তী বায়ু অপান ; ৩ শরীরের সর্ব্বত্র গমনশীল অখিলশরীরস্থ বায়ু ব্যান ; ৪ উর্দ্ধগমনশীল কণ্ঠস্থ বায়ু উদান ; ৫ এবং শরীরের মধ্যগত ভুক্ত পীত প্রভৃতি দ্রব্যের সমীকরণকারী নাভিমণ্ডলস্থ বায়ু সমান। এই জন্য উক্ত হইয়াছে :— "হৃদি প্রাণো গুদেঽপানো সমানো নাভিমণ্ডলে। উদানঃ কণ্ঠদেশে স্যাদ্ ব্যানঃ সর্ব্বশরীরগঃ।" কেহ কেহ আরও পঞ্চবিধ বায়ুর উল্লেখ করেন, যথা—১ নাগ—উদ্গার-সম্পাদক ; ২ কূর্ম—নয়নোন্মীলন-সম্পাদক ; ৩ কৃকর (ল)—ক্ষুধাকর ; ৪ দেবদত্ত—জৃম্ভাকর ; ও ৫ ধনঞ্জয়-পুষ্টিকর।

৭। কাত্যায়ন বিকল্পে উভয়ই (দুই খানি, অথবা তিন খানি) বিধান করিয়াছেন ; কা, শ্রৌ, ২, ৩, ৩২।

৮। কা. শ্রৌ, ২, ৩, ৩৩।

৯। বাম হস্তোপরি দক্ষিণ হস্ত স্থাপন করিয়া উভয় হস্তে পরস্পর অসংসৃষ্ট-ভাবে কুশদ্বয় গ্রহণ করিয়া তাহার দ্বারা কোন পাত্রস্থিত ঘৃত প্রভৃতি দ্রব-দ্রব্যের কিঞ্চিৎ অংশকে উর্দ্ধদিকে ক্ষেপণ করার নাম উ ৎ প ব ন। মূলের 'উৎপুয়' বা 'উৎপুণাতি' প্রভৃতি স্থানে এই রূপই সংস্কার বুঝিতে হইবে। উৎপবনের প্রয়োজন—জল, ঘৃতপ্রভৃতি পদার্থকে পবিত্র করা। এইরূপে জল পবিত্র হইলে, তাহার দ্বারা অপর দ্রব্যকে প্রোক্ষণ করিয়া পবিত্র করা যাইতে পারিবে।

৪। (প্রসিদ্ধি আছে—) দ্যুলোক ও পৃথিবীর মধ্যে এই যে অবকাশ রহিয়াছে, বৃত্র এই সমস্তকে আবৃত করিয়া শয়ন করিয়া ছিল। সে এই সমস্ত আবৃত করিয়া শয়ন করিয়া ছিল বলিয়া তাহার নাম বৃত্র[১০] হইয়াছে।

৫। ইন্দ্র তাহাকে হত করিয়াছিলেন। সে হত হইয়া দুর্গন্ধ ('পূতি') হইয়া উঠে, ও জলসমূহ লক্ষ্য করিয়া প্রস্রুত হয়; কেননা, চারিদিকে সমুদ্র রহিয়াছে। কোন কোন জল তাহাকে জুগুপ্সা করিয়াছিল, এবং উপরি-উপরি অতিক্রম করিয়া (অর্থাৎ বহিয়া যাইয়া) গমন করিয়া ছিল; ইহা হইতে এই দর্ভসমূহ (যাহাতে পবিত্র নির্ম্মিত হইয়াছে) হয়;[১১] এই সকল জল দৌর্গন্ধ্যবিহীন। অপর সমস্ত জলে (অমেধ্যত্ব-সম্পাদক কোন দ্রব্য) যেন সংসৃষ্ট থাকে, কেননা দুর্গন্ধ বৃত্র ইহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া প্রস্রুত হইয়াছিল। তিনি এই পবিত্র দুই খানির দ্বারা উৎপবন করিয়া ইহাদের (জলের) তাহাই (অমেধ্যত্বকে) অপহত করেন, এবং অনন্তর মেধ্য জলের দ্বারাই (হবি প্রভৃতিকে) প্রোক্ষণ করিয়া থাকেন। তজ্জন্যই এই দুইখানি (পবিত্রের) দ্বারা উৎপবন করেন।

৬। তিনি (এই মন্ত্রে) উৎপবন করেন—"সবিতার প্রেরণায় অচ্ছিদ্র পবিত্র ও সূর্য্যের রশ্মিসমূহের দ্বারা তোমাদিগকে (জলসমূহকে) উৎপবন

১০। বৃত্র শব্দের অর্থ মেঘ, ও বক্ষ্যমাণ ইন্দ্রশব্দের অর্থ বায়ু। বায়ুর দ্বারা আহত হওয়ায় মেঘ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া বৃষ্টিরূপে পরিণত হয়। ইহাই অবলম্বন করিয়া রূপকে ইন্দ্র ও বৃত্রাসুরের যুদ্ধ বর্ণিত হইয়া থাকে। নৈরুক্তগণের ইহাই সিদ্ধান্ত; নিরুক্ত ২, ৫, ২-৩। "সে যে এই সমস্ত লোককে আবৃত করিয়াছিল—ইহাই বৃত্রের বৃত্রত্ব"—তৈ, স, ২, ৪, ১২, ২। ইন্দ্র ও বৃত্রাসুরের আখ্যায়িকা ইহার পরে (১.৬.২; ৫,৪.৬ ২ প্রভৃতি) আরও বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। তৈত্তিরীয় সংহিতাতেও (২.৪,১২; ২ ৫.১) ইহা বিস্তৃত ভাবে আছে, এবং পুরাণাদিতে আরও বহুরূপে বিস্তৃত হইয়াছে।

১১। "অত ইমে দর্ভাঃ," সায়ণাচার্য্য বলেন—সেই জলই দর্ভরূপে পরিণত হইয়াছিল; এসম্বন্ধে তিনি তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণের শ্রুতি (৩, ২, ৫, ১) উদ্ধৃত করিয়াছেন, যথা—"ইন্দ্রো বৃত্রমহনৎ, সোঽপোঽভ্যম্রিয়ত. তাসাং যন্মেধ্যং যজ্ঞিয়ং সদেবমাসীৎ, তদপোদক্রামৎ. তে দর্ভা অভবন্।"

করিতেছি![12] সবিতা দেবগণের প্রেরয়িতা, তজ্জন্য, সবিতৃ-প্রেরিত হইয়া তিনি এই উৎপবন করেন। তিনি বলেন—"অচ্ছিদ্র পবিত্রের দ্বারা", কারণ, এই যাহা (বায়ু) বহিতেছে, ইহাই অচ্ছিদ্র পবিত্র;[13] এবং ইহাতেই তিনি তাহা বলেন; তিনি বলেন—"সূর্য্যের রশ্মিসমূহের দ্বারা", কারণ, এই যে সূর্য্যের রশ্মিসমূহ, ইহারা উৎকৃষ্ট শোধক; তিনি তজ্জন্য বলেন—"সূর্য্যের সমূহের দ্বারা।"[14]

৭। (অনন্তর) তিনি তাহাদিগকে (অগ্নিহোত্রহবনী-স্থিত প্রোক্ষণী-জলসমূহকে) বাম হস্তে (ধারণ) করিয়া দক্ষিণ হস্তে উদ্ধ্দিকে চালিত করেন (অর্থাৎ উপরদিকে ঐ জলকে কিঞ্চিৎ উৎক্ষেপণ করেন; এবং এই বক্ষ্যমাণ মন্ত্রে) ইহাদিগকে প্রসংশাই করেন ও পূজা করেন—"দেবী আপ্ (স্ত্রীং, জল) -সমূহ, তোমরা অগ্রে গমনকারিণী, ও অগ্রে শুদ্ধিকারিণী![15] যেহেতু আপ্-সমূহ দ্যুতিবিশিষ্ট, সেই জন্য তিনি বলেন—"দেবী আপ্সমূহ"; তিনি বলেন—"অগ্রে গমনকারিণী," কেননা, তাহারা (অগ্রে সম্মুখে বর্ত্তমান) সমুদ্রে গমন করে; এইজন্য তাহারা "অগ্রে গমনকারিণী"; "অগ্রে শুদ্ধি-কারিণী"—তাহার কারণ, রাজা (দীপ্তি-বিশিষ্ট) সোমকে তাহারা পূর্ব্বেই ভক্ষণ করে,[16] (এবং তাহাতে তাহাদের শুদ্ধি হয়), এই জন্য তাহারা "অগ্রে শুদ্ধিকারিণী।" তিনি বলেন—"(তোমরা) এই যজ্ঞকে অগ্রে লইয়া যাও (অর্থাৎ নির্ব্বিঘ্নে

১২। বা, স, ১, ১২, ৩।

১৩। সায়ণাচার্য্য বলেন—"বায়ু অবিচ্ছেদে সর্ব্বত্র বর্ত্তমান থাকে, এই জন্য ইহা ছিদ্ররহিত, ও পবিত্রতা-সাধক।"

১৪। উৎপবন-সংস্কার কি, তাহা উক্ত হইয়াছে (৯ টিপ্পনী)। তাহার সহিত এই মন্ত্রের সম্বন্ধ বিচার করিলে বোধ হয় যে, ব্যবহার্য্য ঘৃত জলাদি দ্রব্যকে বায়ু ও সূর্য্যরশ্মির দ্বারা শোধিত করা হইত।

১৫। বা. স. ১. ১২. ৩।

১৬। সায়ণাচার্য্য বলেন—সোমাভিষব করিতে হইলে তাহাতে জল দিতে হয়, এজন্য ঐ জল দেবতার পূর্ব্বেই সোম পান করিয়া নিজেকে পবিত্র করে, এবং সেই জন্যই ঐ আপ্ বা জলকে "অগ্রে শুদ্ধিকারিণী" বলা হয়।

সম্পাদন কর), এবং যিনি যজ্ঞকে উত্তমরূপে পোষণ ও রক্ষণ করেন, এবং যিনি দেবগণকে প্রার্থনা করেন, সেই যজ্ঞপতিকে তোমরা অগ্রে লইয়া যাও (অর্থাৎ অগ্রগণ্য-শ্রেষ্ঠ কর)!"[১৭] 'যজ্ঞকে ভাল করিয়া ও যজমানকে ভাল করিয়া অগ্রে লইয়া যাও (অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ কর)!'—ইহাই তিনি ইহা দ্বারা বলেন।

৮। তিনি বলেন—"বৃত্রের সহিত সংগ্রামে ইন্দ্র তোমাদিগকে প্রার্থনা করিয়াছিলেন!"[১৮] ইন্দ্র বৃত্রের সহিত স্পর্দ্ধা করিয়া ইহাদিগকে (জল-সমূহকে) প্রার্থনা করিয়াছিলেন; এবং ইহাদের দ্বারা তাহাকে (বৃত্রকে) বধ করিয়াছিলেন; তজ্জন্য তিনি বলেন—"বৃত্রের সহিত স্পর্দ্ধা করিয়া ইন্দ্র তোমাদিগকে প্রার্থনা করিয়াছিলেন!"

৯।—"বৃত্রের সহিত সংগ্রামে তোমরা ইন্দ্রকে প্রার্থনা করিয়াছিলে!"[১৯] ইহারা (জলসমূহ) বৃত্রের সহিত স্পর্দ্ধমান ইন্দ্রকে প্রার্থনা করিয়াছিল, এবং ইন্দ্র ইহাদের দ্বারা তাহাকে (বৃত্রকে) বধ করিয়াছিলেন; তজ্জন্য তিনি বলেন—"বৃত্রের সহিত সংগ্রামে তোমরা ইন্দ্রকে প্রার্থনা করিয়াছিলে!"

১০। তিনি "তোমরা প্রোক্ষিত!"[২০]—এই (মন্ত্র দ্বারা) ইহাদের (জলের) নিকট হইতে (ইহাদের অপ্রোক্ষণ-জনিত) অপবিত্রতা-রূপ দোষকে অপনয়ন করেন, ও পরে (ঐ সংস্কৃত জলের দ্বারা) হবিকে প্রোক্ষণ করেন। (সেই) এক (বিধি সর্ব্বস্থানেই) প্রোক্ষণের অনুকূল; এবং ইহা (বস্তুকে) মেধ্যই করে।

১১। তিনি (এই মন্ত্রে) হবি প্রোক্ষণ করেন—"অগ্নির জন্য প্রিয়

১৭। "অগ্রে শুদ্ধিকারিণী"—ইহার মূল "অগ্রে পুবঃ," ইহার অর্থ "অগ্রে পানকারিণী" হইতে পারে (মহীধর-ভাষ্য দ্রষ্টব্য); এই অর্থ গ্রহণ করিলে সায়ণের কথিত তাৎপর্য্যের সহিত অনেকটা সঙ্গতি হয়।

১৮। "দেবী আপ-সমূহ..." ইত্যাদি পূর্ব্বোক্ত (বা. স. ১. ১২. ৩) মন্ত্রেরই ইহা অবশিষ্ট অংশ।

১৯। বা. স, ১. ১৩. ১—২।

২০। বা, স, ১, ১৩, ৩। এস্থানে প্রোক্ষণী-পাত্রস্থ একটু জল লইয়া জলকেই প্রোক্ষণ করিতে হইবে; মূল শতপথ-ব্রাহ্মণ ও কাত্যায়ন শ্রৌতসূত্রে তাহাই বুঝা যায়। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণের মতে ঐ মন্ত্রটি উচ্চারণ করিলেই সেই জলকে প্রোক্ষিত করা হয়।

তোমাকে গ্রহণ করিতেছি !”[২১] এইরূপে, যে যে দেবতার জন্য হবি গৃহীত হয়, তিনি তাহা সেই দেবতার জন্য পবিত্র করিয়াই থাকেন।[২২] এইরূপেই যথাক্রমে হবি প্রোক্ষণ করিয়া—

১২। তিনি (এই মন্ত্রে) যজ্ঞিয় পাত্র সমূহ প্রোক্ষণ করেন—“দেবগণের যাগরূপ কর্ম্মের জন্য তোমরা শুদ্ধ হও !”[২৩] তিনি দেবগণের যাগরূপ দৈবকর্ম্মেই (তাহাদিগকে) শোধন করেন বলিয়া (তাহা বলিয়া থাকেন);— “অপবিত্রেরা তোমাদের যাহা দূষিত করিয়াছিল, এই—তাহা আমি শোধন করিতেছি !”[২৪] এখানে, তক্ষণকারী (ছুতার) অথবা অপর কোন অমেধ্য লোক ইহাদের (পাত্রসমূহের) যাহা কিছু (দূষিত) করে, তিনি জল দ্বারা ইহাদের তাহাই মেধ্য করেন; এবং সেই জন্যই বলেন—“অপবিত্রেরা তোমাদের যাহা দূষিত করিয়াছিল, এই—তাহা আমি শোধন করিতেছি !”

চতুর্থ ব্রাহ্মণ

[১-৩ কৃষ্ণাজিন-গ্রহণ, তৎপ্রসঙ্গে যজ্ঞের কৃষ্ণমৃগরূপত্ব বর্ণনা করিয়া কৃষ্ণাজিনের প্রশংসা, তদুপরি দীক্ষাগ্রহণ, হবির অবহনন ও পেষণ;—৪ কৃষ্ণাজিন গ্রহণের মন্ত্র, ও তাহার ব্যাখ্যা,—কৃষ্ণাজিনের অবধূনন (ঝাড়ন), তাহার মন্ত্র, যজ্ঞিয় পাত্রসমূহের অবধূনন-নিষেধ; — ৫ কৃষ্ণাজিন পাতিবার মন্ত্র, তাহার তাৎপর্য্য, (উলূখল স্থাপন না হওয়া পর্য্যন্ত) বাম হস্তে তাহার ধারণ;— ৬ দক্ষিণ-হস্তের দ্বারা তদুপরি উলূখল-আনয়ন, ব্রাহ্মণ রাক্ষসের অপহন্তা, সেই জন্য ব্রাহ্মণের বাম হস্তে ততক্ষণ পর্য্যন্ত কৃষ্ণাজিন ধৃত হইয়া থাকে;—৭ উলূখলের স্থাপন ও তন্মন্ত্র, এবং মন্ত্রগত পদসমূহের যুক্তিপূর্ব্বক অর্থ-নির্ব্বচন;— ৮ উলূখলে হবি নিক্ষেপ, তাহার মন্ত্র, তাৎপর্য্য, পূর্ব্বকৃত বাক্য-সংযমের ত্যাগ ও তাহাতে যুক্তি;—৯ উলূখলে হবি প্রক্ষেপ করিবার পূর্ব্বে অযজ্ঞিয় বাক্য উচ্চারণ করিলে বিষ্ণুদেবতা-প্রকাশক মন্ত্রের পাঠরূপ তাহার প্রায়শ্চিত্ত;— ১০ মন্ত্রপাঠ-পূর্ব্বক মুসলের গ্রহণ ও

২১। এস্থানে যজ্ঞ করিবার সময় “অগ্নি ও সোমের জন্য প্রিয় তোমাকে প্রোক্ষিত করিতেছি” —মূলের এই অংশ টুকুও পাঠ করা বিধেয়। বা, স, ১, ১৩, ৪—৫।

২২। কা, শ্রৌ, ২, ৩, ৩৮।

২৩। বা, স, ১, ১৩,৬—৭।

২৪। ইহা পূর্ব্বমন্ত্রেরই অবশিষ্ট; ইহাও পাত্র-প্রোক্ষণে বিনিযোজ্য।

উলূখলের মধ্যে তাহার ক্ষেপণ;— ১১ হবিষ্কৃৎ অর্থাৎ অবহত ব্রীহির পেষণকারীর আহ্বান, তন্মন্ত্র-ব্যাখ্যা;—১২ ব্রাহ্মণ-বৈশ্য-ক্ষত্রিয় ও শূদ্র-ভেদে চতুর্ব্বিধ আহ্বান-বাক্য, এবং ব্রাহ্মণের আহ্বান-বাক্যে হবিষ্কৃতের আহ্বান;—১৩ পুরাকালে যজমানের স্ত্রীই হবিষ্কৃৎ হইয়া উপস্থিত হইতেন, এখনও (ব্রাহ্মণ-সময়ে) স্থানবিশেষে ঐ প্রথার প্রচলন, অনেক ঋত্বিকের দৃষদ্ ও উপলার আঘাতে শব্দোৎপাদন, এবং তাহার কারণনির্দ্দেশের উপক্রম;— ১৪—১৭ তৎপ্রসঙ্গে মনুর ঋষভ (বৃষভ)-সম্বন্ধীয় আখ্যায়িকা;— ১৮ দৃষদ্-উপলার আঘাত করিবার মন্ত্র ও তদ্ব্যাখ্যা;—১৯ সূর্পগ্রহণের মন্ত্র ও তদ্ব্যাখ্যা;— ২০ সূর্পে হবি ঢালিবার মন্ত্র ও তদ্ব্যাখ্যা;— ২১ তুষের সমন্ত্রক অপনয়ন ও অপনীত তুষের আঘাত;— ২২ বিতুষীকৃত তণ্ডুল হইতে তাহার কণাসমূহের নিক্ষেপ, তাহার মন্ত্র, ও তাৎপর্য্যব্যাখ্যা;—২৩ সেই তণ্ডুলে মন্ত্রবিশেষের পাঠ, ও কণাসমূহের তিনবার ফলীকরণ বা নিক্ষেপ;— ২৪ মতান্তরে ফলীকরণে মন্ত্র-পাঠ, তাহার নিষেধ, ও মৌনাবলম্বনেই ফলীকরণের কর্ত্তব্যতা।]

১। অনন্তর তিনি যজ্ঞেরই সমগ্রতা বিধানের জন্য কৃষ্ণাজিন গ্রহণ করেন। (পুরাকালে) যজ্ঞ দেবগণের নিকট হইতে চলিয়া গিয়াছিল। সে 'কৃষ্ণ' হইয়া (কৃষ্ণমৃগের রূপ ধারণ করিয়া) চরিতেছিল। পরে দেবগণ তাহাকে লাভ করিয়া (বা জানিতে পারিয়া, তাহার) ত্বক্ ছেদন করিয়া আহরণ করেন।

২। তাহার যে সকল শুক্ল ও কৃষ্ণ লোম ছিল, তাহারা ঋক্ ও সাম-সমূহের রূপ; অর্থাৎ যে সমস্ত (লোম) শুক্ল, তাহারা সাম-সমূহের রূপ; এবং যে সমস্ত কৃষ্ণ, তাহারা ঋক্-সমূহের রূপ; যদি বা অন্য প্রকারে (হয়, তবে) যে-গুলি কৃষ্ণ, তাহারাই সাম-সমূহের; যেগুলি শুক্ল, তাহারাই ঋক্-সমূহের; এবং যেগুলি পিঙ্গলাভ হরিত, তাহারা যজুঃ-সমূহের রূপ।

৩। এই ত্রয়ী (ঋক্-যজুঃ-সাম-রূপা) বিদ্যা যজ্ঞ, এবং এই (যে শুক্ল-কৃষ্ণাদি) চিত্র বর্ণ, ইহা তাহার (ত্রয়ীর) রূপ। সেইজন্য, কৃষ্ণাজিনকে যে (গ্রহণ করা) হয়, তাহা যজ্ঞেরই সমগ্রতার জন্য; এবং সেই হেতু (সোমযাগে যে যজমান) কৃষ্ণাজিনের উপর দীক্ষিত হন, (তাহা) যজ্ঞেরই সমগ্রতার জন্য।

১। ঋক্, যজুঃ, ও সাম দ্বারা যজ্ঞ সম্পন্ন করা হয় বলিয়া তাহারা সাধন, এবং যজ্ঞ সাধ্য; এই সাধ্য-সাধনের অভেদ স্বীকার করিয়া এখানে ত্রয়ী-বিদ্যাকেই যজ্ঞ বলা হইতেছে।

ত্রয়ী না হইলে যজ্ঞ নিষ্পন্ন হয় না, এই জন্য ত্রয়ী যজ্ঞের সমগ্রতা সম্পাদন করে। কৃষ্ণাজিন ও ত্রয়ীর অভিন্নতা এই হিসাবে—কৃষ্ণাজিন যেমন শুক্ল ও কৃষ্ণ, বা শুক্ল, কৃষ্ণ ও পিঙ্গলাভ-হরিত বর্ণের, ত্রয়ীও সেইরূপ শুক্ল ও কৃষ্ণ, বা শুক্ল, কৃষ্ণ ও পিঙ্গলাভ-হরিত বর্ণের। এই বর্ণসাম্যের সাম্য ধরিয়া উভয়ের অভেদ কল্পনা করা হইতেছে।

অতএব (কৃষ্ণাজিনের) উপরে (ব্রীহি প্রভৃতি) হবির অবহনন ও পেষণ হয় ; (কারণ, তাহা করিলে, ঐ) হবি অপতিত থাকিবে (অর্থাৎ ভূমিতে পড়িয়া যাইবে না) ; সেইজন্য ইহাতে (কৃষ্ণাজিনে) যাহা কিছু তণ্ডুল বা পিষ্ট (তণ্ডুলাদি) পতিত হইবে, তাহাতে যজ্ঞই যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত থাকিবে।[২] সেই জন্য (কৃষ্ণাজিনের) উপরে অবহনন ও পেষণ হয়।

৪। অনন্তর তিনি (এই মন্ত্রে) কৃষ্ণাজিন গ্রহণ করেন—"তুমি শর্ম্ম !"[৩] কৃষ্ণের (কৃষ্ণ-মৃগের) যে এই (অজিন), তাহা চর্ম্মই ; ইহার সেই ("চর্ম্ম' নাম) মনুষ্য-সম্বন্ধীয় ; দেবগণের নিকটে তাহা 'শর্ম্ম' ; তিনি সেইজন্য বলেন—"তুমি শর্ম্ম !" অনন্তর (এই মন্ত্রে) তিনি তাহা (কৃষ্ণাজিন) অবধূত করেন (অর্থাৎ ঝাড়েন)—"রক্ষোগণ অবধূত ! অরাতিগণ অবধূত !"[৪] তিনি সেই অবধূননের দ্বারা নাশক-জীবগণকে ও রক্ষঃ-সমূহকে এস্থান হইতে অত্যন্ত অপহত (তাড়িত) করেন। তিনি, কিন্তু যজ্ঞিয় পাত্র-সমূহকে অবধূত করেন না ; কেননা, ইহার (কৃষ্ণাজিনের) যাহা অমেধ্য ছিল, তাহাই তিনি তাহার (মন্ত্রের) দ্বারা অবধূত করেন।

৫। তিনি (এই মন্ত্রে) তাহা (সেই কৃষ্ণাজিনকে) এরূপ ভাবে পাতেন, যাহাতে তাহার গ্রীবাদেশ পশ্চিম দিকে থাকে—"তুমি অদিতির ত্বক্, অদিতি তোমাকে (তাঁহার উপর তোমার অবস্থিতি বিষয়ে) অনুজ্ঞা প্রদান করুন !"[৫] এই পৃথিবীই অদিতি ; এবং ইহার (পৃথিবীর) উপর যাহা কিছু থাকে, তাহাই ইহাঁর ত্বক্ ; এবং সেইজন্যই তিনি বলেন—"তুমি অদিতির ত্বক্ !" "অদিতি তোমাকে অনুজ্ঞা প্রদান করুন"—(ইহার তাৎপর্য্য এই যে), স্বজন স্বজনের প্রতি (যেমন পরস্পর আনুকূল্য-ভাব প্রকাশ করিবার জন্য) সম্মতি প্রদান করে, ইহাও (সেইরূপ) কৃষ্ণাজিনকে ঐ সম্মতিই এই ভয়ে বলিতেছে যে, পাছে

২। অর্থাৎ কৃষ্ণাজিন যজ্ঞস্বরূপ বলিয়া, এবং তণ্ডুলাদিও যজ্ঞসাধন-হেতু যজ্ঞস্বরূপ বলিয়া ঐ দ্রব্য যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত থাকিবে।

৩। শর্ম্ম-শব্দের অর্থ সুখহেতু—মহীধর। ব্রাহ্মণ বলিতেছে যে, দেবতারা যাহাকে 'শর্ম্ম' বলে, মানুষেরা তাহাকে 'চর্ম্ম' বলে ; 'শ' স্থানে 'চ' হইয়াছে। মন্ত্র—বা, স, ১, ১৪, ১।

৪। বা, স, ১, ১৪, ২।

৫। বা, স, ১, ১৪, ৩।

তাহারা (পৃথিবী ও কৃষ্ণাজিন) পরস্পর হিংসা করে। (যতক্ষণ তাহার উপর উলূখল স্থাপন করা না যায়, ততক্ষণ সেই কৃষ্ণাজিন) বাম পাণি দ্বারা ধৃত হইয়া থাকে।

৬। অনন্তর তিনি দক্ষিণ পাণি দ্বারা (তদুপরি) এই ভয়ে উলূখল আনয়ন করেন যে, পাছে ইহাতে (কৃষ্ণাজিনে) নাশক-জীবগণ ও রক্ষঃসমূহ প্রথমে আবেশ করে। ব্রাহ্মণ রক্ষোগণের আপহন্তা বলিয়া (ব্রাহ্মণের) বাম পাণি দ্বারা তাহা ধৃত হইয়াই থাকে।

৭। অনন্তর তিনি (তদুপরি এই মন্ত্রে) উলূখল স্থাপন করেন—"তুমি অদ্রি ও বানস্পত্য !" অথবা (এই মন্ত্রে স্থাপন করেন)—"তুমি বিস্তীর্ণমূল গ্রাবা !" (ঋত্বিকেরা) যেমন ঐ (সোমযাগে) গ্রাবা (পাষাণ) সমূহের দ্বারা দীপ্তিশালী সোমকে অভিষব করেন, সেইরূপই দৃষৎ-উপলা (শিল-নোড়া) ও উলূখল-মুসল দ্বারা তিনি হবির্যজ্ঞকে (অর্থাৎ তাহার সাধন ব্রীহি-প্রভৃতিকে) অভিষব (অর্থাৎ তুষের পৃথক্-করণাদি সংস্কার) করেন। এই জন্য তাহাদের (সোমাভিষব সাধন পাষাণসমূহের ও হবির্যজ্ঞাপেক্ষিত পুরোডাশাদির সাধন উলূখলাদির) 'অদ্রি' এই এক নাম। তিনি সেই জন্য বলেন—"তুমি বানস্পত্য (বনস্পতি-সম্ভব) ও অদ্রি !" তিনি বলেন—"বনস্পত্য" ! কারণ ইহা বনস্পতি হইতে উৎপন্ন ;—"তুমি বিস্তীর্ণমূল গ্রাবা ;"৮ কারণ ইহা আঘাত করে ('গ্রাবা'), এবং ইহার মূল বিস্তীর্ণ ;—"তুমি অদিতির ত্বক্, তিনি তোমাকে (তাহার উপর তোমার অবস্থিতি বিষয়) অনুজ্ঞা প্রদান করুন !". কারণ, (স্বজন যেমন স্বজনের প্রতি আনুকূল্য-ভাব প্রকাশ করিবার জন্য সম্মতি প্রকাশ করে, সেইরূপ) ইহাও কৃষ্ণাজিনকে ঐ সম্মতিই এই ভয়ে বলিতেছে যে,—পাছে তাহারা পরস্পর হিংসা করে।

৬। বা. স, ১, ১৪-৪-৫।

৭। সোমরস দিয়া যে যজ্ঞ সম্পন্ন করা যায়, তাহা সো ম যা গ ; এবং ব্রীহি-প্রভৃতির পিষ্টকের দ্বারা যে যজ্ঞ করা যায় তাহা হ বি র্ য জ্ঞ।

৮। 'গ্রাবা'-পদ √হন্ হইতে নিষ্পন্ন করা যাইতে পারে ; নিঘণ্টু (১।১০) দুর্গাচার্য-কৃত টীকা দ্রষ্টব্য।

৮। 'অনন্তর তিনি (এই মন্ত্রে উলূখলের মধ্যে ব্রীহ্যাদি) হবিকে প্রক্ষেপ করেন—"তুমি অগ্নির শরীর (-সদৃশ); তুমি বাক্য-নির্গমনের সাধন !"[৯] কেননা, হবি গ্রহণ করিবার জন্য তিনি (অধ্বর্য্যু) সেই যে বাক্যকে সংযত করেন,[১০] তিনি তাহা এই স্থানে ত্যাগ করেন।[১১] তিনি সেই বাক্যকে এখানে ত্যাগ করেন, কারণ, এই যজ্ঞ (অর্থাৎ তৎসাধন হবি) উলূখলে প্রতিষ্ঠিত হইয়া গেল, ও তাহা প্রসারিত হইয়া উঠিল ; (অতএব বাক্য-সংযমের আর প্রয়োজন নাই) ; তিনি সেইজন্য বলেন—"তুমি বাক্যনির্গমনের সাধন !"

৯। তিনি যদি (উলূখলে হবি প্রক্ষেপ করিবার) পূর্ব্বে মানুষী (অর্থাৎ অযজ্ঞিয়) বাক্ ব্যবহার করেন, তবে সেখানে বিষ্ণুদেবতা-প্রকাশক ঋক্ বা যজু[১২] জপ করিবেন ; কেননা, যজ্ঞই বিষ্ণু ; সেইজন্য তিনি তাহার দ্বারা (তাদৃশ ঋক্ বা যজু জপের দ্বারা) যজ্ঞকেই আবার আরম্ভ করেন ; এবং ইহাই তাহার (মানুষী বাগ্-ব্যবহারের) প্রায়শ্চিত্তি। তিনি বলেন—"দেবগণের তৃপ্তির জন্য[১৩] তোমাকে গ্রহণ করিতেছি।"[১৪] কেননা, 'দেবগণকে তৃপ্ত করুক',—এই অভিপ্রায়ে হবি গৃহীত হইয়া থাকে।

১০। অনন্তর তিনি (এই মন্ত্রে) মুসল গ্রহণ করেন—"তুমি বৃহদ্ গ্রাবা ও বানস্পত্য !"[১৫] এই মুসল (দীর্ঘ, এবং সোমাভিষবের গ্রাবা বা পাষাণের ন্যায় হবিঃসংস্কারক বলিয়া) বৃহৎ গ্রাবাই, এবং (বনস্পতি হইতে উৎপন্ন বলিয়া) বানস্পত্যই। (অনন্তর এই মন্ত্রে) তিনি সেই মুসলকে (উলূখলের মধ্যে)

৯। বা, স, ১, ১৫, ৩১ ; তুলঃ—"যদা হি প্রজা ওষধীনামশ্নন্তি, অথ বাচং বিসৃজন্তে"—তৈ, ব্রা, ৩, ২. ৫।

১০। ১, ১, ২, ২ দ্রষ্টব্য।

১১। যজমানও এখানে মৌন ত্যাগ করেন ;—কা, শ্রৌ, ২, ৪, ৭।

১২। বা, স, ৫, ১৫ ; ঋ, স, ১, ২২, ২৭।

১৩। অথবা—'ভক্ষণের জন্য'—তৈ, স, ১, ১, ৫, ৯, ভাস্কর ভাষ্য

১৪। ইহা পূর্ব্বোক্ত "তুমি অগ্নির শরীর..." ইত্যাদির অবশিষ্ট মন্ত্র, বা, স, ১, ১৫, ১।

১৫। তুলঃ—১, ১, ৩, ৭ ; বা, স, ১, ১৫, ২।

প্রক্ষেপ করেন—"সেই তুমি দেবগণের জন্য হবিকে শান্ত কর; সেইরূপে শান্ত কর, যাহাতে তাহা সুশান্ত হইতে পারে!"[১৬] তিনি সেই মন্ত্র পাঠ করিয়া ইহাই বলেন যে, 'তুমি এই হবিকে (তুষাদি দোষ উপশমের দ্বারা) সংস্কৃত কর, যাহাতে ইহা সুসংস্কৃত হইতে পারে।'

১১। অনন্তর তিনি (এই মন্ত্রে) হ বি ষ্কৃ ৎ কে[১৭] আহ্বান করেন—"হবিষ্কৃৎ আগমন কর! হবিষ্কৃৎ আগমন কর!"[১৮] বাক্যই হবিষ্কৃৎ, (কেননা বাক্যকে সংযত করিয়া পুরোডাশাদি রূপ হবি করা হয়);[১৯] অতএব ইহার (মন্ত্রের) দ্বারা তিনি এই বাক্যকেই ত্যাগ করেন।[২০] বাক্যই যজ্ঞ, (কেননা বাক্য দ্বারা যজ্ঞ সম্পন্ন হয়); তজ্জন্য তিনি ইহার (বাক্যাত্মক হবিষ্কৃতের আহ্বান) দ্বারা যজ্ঞকেই পুনর্ব্বার আহ্বান করেন।

১২। (আহ্বান-) বাক্যের এই চারিটি প্রকার আছে—ব্রাহ্মণের পক্ষে 'এহি,' বৈশ্যের 'আগহি,' রাজন্যবন্ধুর (ক্ষত্রিয়ের[২১]) 'আদ্রব,' ও শূদ্রের 'আধাব'।[২২] যাহা ব্রাহ্মণের (আহ্বান পদ—'এহি'), তিনি তাহাই বলেন;

১৬। বা, স, ১, ১৫, ৬।

১৭। উলুখল-মুসলের দ্বারা ব্রীহি অবঘাত করিবার পর যে ব্যক্তি ঐ তণ্ডুলকে পেষণাদি করে, সে হবি প্রস্তুত করে বলিয়া হ বি ষ্কৃ ৎ নামে কথিত হয়। ১, ১, ৪, ১৫;

১৮। বা, স, ১, ১৫, ৪।

১৯। দ্রষ্টব্য—১, ১, ২, ২; ৪, ৮।

২০। এই জন্য কাত্যায়ন সংযত বাক্যের পরিত্যাগে বিকল্পে এই মন্ত্রটির বিনিয়োগ করিয়াছেন; ২, ৪, ৯,; দ্রষ্টব্য ১, ১, ৪, ৮।

২১। রাজন্যবন্ধু-শব্দে এখানে নিন্দিত ক্ষত্রিয় নহে (তুল:—"ক্ষত্রবন্ধো মমৈতাং সদৃশীং যজ্ঞদক্ষিণাম্"—মার্কণ্ডেয়পুরাণ, ৮, ৭৪; 'ব্রহ্মবন্ধু'—ঐ ৭৫, ৬); ঐ শব্দ এখানে সাধারণ ক্ষত্রিয়কেই বুঝাইতেছে, যেমন—"আদ্বাবিংশাৎ ক্ষত্রবন্ধোঃ..." মনু. ২. ৩৮। সায়ণাচার্য্যও ইহা বলিয়াছেন। মূল ব্রাহ্মণে অনেক স্থানে এইরূপ প্রয়োগ দেখা যায়। দ্রষ্টব্যঃ—আপ. শ্রৌ. ১. ১৯. ১।

২২। তৈত্তিরীয়-সংহিতার সূত্রকার আপস্তম্ব বলেন, ক্ষত্রিয়ের 'আগহি', এবং বৈশ্যের 'আদ্রব'; আপ, শ্রৌ. ১. ১৯. ৯। এ স্থানে শূদ্রেরও যজ্ঞের কথা বলা হইয়াছে; আপ, শ্রৌ সূত্রবৃত্তিকার রুদ্রদত্ত বলেন—ইহা "নিষাদস্থপতি" যাগের কথা বলা হইয়াছে; মী. দ. ৬. ১. ৫১-৫২;

কেননা, ইহাই মন্ত্রের যোগ্যতর ; কারণ, এই যে 'এহি' পদ, ইহা বাক্যের (অন্যান্য 'আদ্রব' ইত্যাদি পদ অপেক্ষায়) শান্ততম। তিনি তজ্জন্য 'এহি'—ইহাই বলিবেন।

১৩। পূর্ব্বকালে তাহা এইরূপ ছিল যে, (আহ্বানের পর যজমানের) জায়াই হবিষ্কৃৎ (হবিসম্পাদন-কারিণী) হইয়া উপস্থিত হইতেন। তজ্জন্য আজ কালও আছে যে, যে কেহ [২৩] (হবিষ্কৃৎ হইয়া) উপস্থিত হন। সেই ইনি (অধ্বর্য্যু) যেখানে হবিষ্কৃৎকে উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করেন, সেখানে এক জন (ঋত্বিক্, অর্থাৎ আগ্নীধ্র) দৃষদ্ ও উপলাকে (শম্যা দ্বারা [২৪]) আঘাত করেন। তাঁহারা যে এখানে এই শব্দ প্রত্যুচ্চারণ করেন, (তাহার কারণ)—

১৪। মনুর একটী ঋষভ (বৃষ) ছিল। ঐ ঋষভে অসুর ও শত্রুগণের হনন-কারী শব্দ (বাক্) প্রবেশ করে। তাহার শ্বাস ও শব্দে পীড়িত হইয়া অসুর ও রক্ষোগণ চলিয়া গিয়াছিল। অনন্তর তাহারা পরস্পরে এই আলাপ করে—'হায়! এই ঋষভ আমাদের পাপ (পরাজয়) সম্পাদন করিতেছে; কি প্রকারে আমরা ইহাকে বিনাশ করিব!' কি লা ত ও আ কু লি নামে অসুরগণের দুই পুরোহিত ছিলেন।

১৫। তাঁহারা উভয়ে বলিলেন—'মনু শ্রদ্ধাদেব (অত্যন্ত শ্রদ্ধালু,—সহজে অন্যের কথার বিশ্বাস করেন); আমরা ইহাঁর অভিপ্রায় জানিব।' তাঁহারা আগমন করিয়া তাঁহাকে বলিলেন—'হে মনু, আমরা আপনার যাগ করিব!'

কা. শ্রৌ. ১. ১. ১২ ; তুলঃ—'রথকারাধান,' কা. শ্রৌ. ১. ১. ৯-১১ ; মী. দ. ৬. ১. ৪৪-৫০। 'এহি' প্রভৃতি চারিটি শব্দেরই অর্থ 'আগমন কর।'

২৩। পত্নী বা ঋত্বিক্ (আগ্নীধ্র)। কা. শ্রৌ. ২. ৪. ১৪ ; আপস্তম্ব বলেন (১.২০.১২—১৩) পত্নী উপস্থিত না থাকিলে অপর কেহ আসিতে পারে।

২৪। শম্যা ; ইহা খদির কাষ্ঠ-নির্ম্মিত যজ্ঞিয় পাত্র বিশেষ ; ইহা দৈর্ঘ্যে ৩৬ অঙ্গুলি। অগ্রের দিকে ৮ অঙ্গুলিতে এক একটি করিয়া আটটি 'কুম্ব' বা বর্ত্তুল গ্রন্থি থাকে। তণ্ডুলাদি পেষণের সময়ে ইহাকে দৃষদের (শিল-পাটার) নীচে রাখা হয়। মূলে এই শম্যা দ্বারা আঘাত করিবার কথা না থাকিলেও সূত্রগ্রন্থ-সমূহে কোথাও কোথাও বৈকল্পিক ভাবে উক্ত হইয়াছে। আঘাত তিনবার করিবার নিয়ম ; দুইবার দৃষৎকে ও একবার উপলাকে। কা. শ্রৌ. ২. ৪. ১৫ ; আপ. শ্রৌ ১. ২০. ২-৪।

'কাহার দ্বারা ?'

'এই ঋষভের দ্বারা।'

মনু 'তাহাই হউক' বলিলে তাঁহারা সেই ঋষভকে বধ করায় ঐ শব্দ (বাক্) অপগত হইল।

১৬। (কিন্তু পুনর্ব্বার) সেই শব্দ মনুর স্ত্রী মনাবীতে প্রবেশ করিল। অসুর ও রক্ষোগণ তাঁহাকে যেখানে কিছু বলিতে শুনে, সেস্থান হইতেই পীড়িত হইয়া গমন করে। তাহারা পরস্পরে আলাপ করিল—'সেইস্থান হইতে (নির্গত হইয়া ঐ শব্দ) আমাদের অধিকতর পাপ সাধন করিতেছে; কেননা মনুষ্য সম্বন্ধীয় শব্দ বহুতর বলিয়া থাকে।' তখন কি লা ত ও আ কু লি বলিলেন—'মনু শ্রদ্ধাদেব, আমরা ইহাঁর অভিপ্রায় জানিব।' অনন্তর তাঁহারা আগমন করিয়া তাঁহাকে বলিলেন—'হে মনু, আমরা আপনার যাগ করিব।'

'কাহার দ্বারা ?'

'এই (আপনার) স্ত্রী দ্বারা।'

মনু 'তাহাই হউক' বলিলে, তাঁহাকে বধ করায় সেই শব্দ অপগত হইল।

১৭। (পুনর্ব্বার) সেই শব্দ যজ্ঞে যজ্ঞপাত্র-সমূহে প্রবেশ করিল। তাঁহারা (অসুর-পুরোহিতদ্বয়) তাহাকে সে স্থান হইতে নির্গত করাইতে পারেন নাই। (সেই জন্য শম্যা দ্বারা দৃষদ্ ও উপলাকে আঘাত করায়, তাহা হইতে) সেই অসুর ও শত্রুগণের হননকারী শব্দ উদ্গত হয়। (অতএব) তিনি যে ব্যক্তির জন্য—যিনি ইহা এইরূপ জানেন,—এই শব্দকে প্রত্যুচ্চারণ করেন, তাহার শত্রুগণ অত্যন্ত পাপযুক্ত হয়।

১৮। তিনি (এই মন্ত্রে পূর্ব্বোক্ত ১,১,৪,১৩) দৃষদ্ ও উপলাকে সম্যক্ রূপে আহত করেন—"তুমি মধুজিহ্ব কুক্কুট !"[২৫] সে (ঋষভ) দেবগণের জন্য

২৫। "কুক্কুটোঽসি মধুজিহ্বঃ ;" বা. স. ১, ১৬, ১। দৃষদ্ ও উপলাকে শম্যা দ্বারা আঘাত করা হয়; এবং এই মন্ত্রটি এখানে শম্যাকেই বুঝাইতেছে। কুক্কুট-পক্ষীর ন্যায় ধ্বনি করে বলিয়া তাহা কক্কুট, এবং ঐ ধ্বনি মধুর বলিয়া তাহা মধু-জিহ্ব। মহীধর ঐ মন্ত্রের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন—"হে শম্যা-রূপ যজ্ঞায়ুধবিশেষ, ত্বং কুক্কুটোঽসি অসুরাণাং, মধুজিহ্বশ্চাসি দেবানাং। অসুরাঃ ক কেতি তান্ হর্ত্তু-

মধুজিহ্ব ও অসুরগণের জন্য বিষজিহ্ব ছিল। (তিনি মনে করেন)—'সে দেবগণের জন্য যেমন ছিল, আমাদের জন্য সেইরূপ হউক!' এই জন্য তিনি তাহা বলিয়া থাকেন।—"তুমি অন্ন ও (বল-প্রাণের উদ্দীপক) রস আহ্বান কর; আমরা তোমার দ্বারা প্রত্যেক সংগ্রামকে জয় করিব!"[২৬] এখানে (এই মন্ত্রে) অস্পষ্টার্থের মত কিছু নাই।

১৯। অনন্তর তিনি (এই মন্ত্রে) সূর্পকে গ্রহণ করেন—"তুমি বৃষ্টির দ্বারা বৃদ্ধি-প্রাপ্ত!"[২৭] এই সূর্প বৃষ্টির দ্বারাই বৃদ্ধি-প্রাপ্ত, কেননা, যদি ইহা নল, যদি বাঁশ, (বা) যদি বীরণাদির (দ্বারা নির্ম্মিত) হইয়া থাকে, এই সমস্ত পদার্থকেই বৃষ্টি বর্দ্ধিত করে।

২০। অনন্তর তিনি (এই মন্ত্রে আহত ব্রীহি বা যব-রূপ) হবিকে (সূর্পের উপরে) ঢালেন—"তুমি বৃষ্টির দ্বারা বর্দ্ধিত; (সূর্প) তোমাকে জানুক [অথবা (তাহাতে তোমায় অবস্থান বিষয়ে) অনুজ্ঞা করুক]"[২৮] (হবি) যদি ব্রীহি, বা যব (-নির্ম্মিত) হয়[২৯], ইহারা বৃষ্টি দ্বারাই বৃদ্ধি-প্রাপ্ত, কেননা, বৃষ্টি ইহাদিগকে বর্দ্ধিত করিয়া থাকে। (স্বজন যেমন স্বজনের প্রতি আনুকূল্য) ভাব প্রকাশের জন্য সংজ্ঞা করে, তিনিও (সেইরূপ) ইহার (মন্ত্রের) দ্বারা সূর্পকে সেই সংজ্ঞাই এই ভয়ে বলিয়া থাকেন যে, পাছে তাহারা পরস্পর হিংসা করে।"[৩০]

২১। পরে তিনি (সূর্প-প্রক্ষিপ্ত অবহৃত হবি হইতে) তুষসমূহকে (এই মন্ত্রে) প্রহৃত করেন,—"রক্ষঃ পরাস্ত! অরাতিগণ পরাস্ত!"[৩১] ইহাতে (উক্ত

গিচ্ছন্ যোঽটতি সর্ব্বত্র সঞ্চরতি স কুক্কুটঃ; যদ্বা কুকং কুৎসিতশব্দং কুটতি তনোতীতি কুক্কুট; যদ্বা কুক্কুটাখ্য-পক্ষিবৎ ধ্বনিবিশেষমসুরার্থং তনোতীতি কুক্কুট ইত্যুপচর্যাতে। মধুজিহ্বকনামা কশ্চিৎ দেবানাং ভৃত্যঃ, মধুর্মধুরভাষিণী জিহ্বা যস্য, তদ্রূপ হে যজ্ঞায়ুধ...।" কা. শ্রৌ. ২.৪.১৫।

২৬। বা. স. ১. ১৬. ১।

২৭। বা. স. ১. ১৬. ২।

২৮। বা. স. ১. ১৬. ৩।

২৯। কা. শ্রৌ. ১. ৯. ১। মী. দ. ১২. ৩, ১০-১৫; মনু. ২. ১৪-১৫।

৩০। তুলঃ—১. ১.৪'৫ ; ৭।

৩১। বা. স. ১. ১৬.৪।

মন্ত্রদ্বয়ের উচ্চারণের দ্বারা) নাশক-জীব ও রক্ষঃসমূহ এই (যজ্ঞ) স্থান হইতে অপহত হয়।

২২। অনন্তর তিনি (সতুষ ও নিস্তুষ তণ্ডুলকে এই মন্ত্রে) পৃথক্ করেন— "বায়ু তোমাদিগকে পৃথক্ করুন!"[৩৩] এই যাহা কিছু পৃথক্-কৃত হয়, তৎসমুদয়কে ইহাই (বায়ুই) পৃথক্ করে ; তজ্জন্য ইহাদিগকে (পূর্ব্বোক্ত তণ্ডুল-সমূহকে) ইহাই (বায়ু) পৃথক্ করিয়া থাকে। যখন ইহারা (তণ্ডুল) ইহা (পৃথক্-করণকে) প্রাপ্ত হয়, তখন তিনি যাহার (যে পাত্রের) উপরে ইহাদিগকে পৃথক্ করেন, (তাহাতেই)—

২৩। (ইহাদিগকে এই মন্ত্রে) অনুমন্ত্রিত করেন—"হিরণ্যপাণি দেব সবিতা তোমাদিগকে অচ্ছিদ্র (অঙ্গুলির ফাঁক-রহিত) হস্তের দ্বারা গ্রহণ করুন!"[৩৪] (ইহা বলিবার তাৎপর্য্য এই যে) অচ্ছিদ্র হস্ত দ্বারা (তণ্ডুলসমূহ) সুগৃহীত হইতে পারিবে। অনন্তর তিনি তিনবার ফ লী ক র ণ (অর্থাৎ তণ্ডুলকণা সমূহের নিক্ষেপ) করেন, কেননা যজ্ঞকে তিনবার আবর্ত্তন করা হয়।[৩৫]

২৪। সেখানে কেহ কেহ (এই মন্ত্রে) ফলীকরণ করেন—"দেবগণের জন্য তোমরা শুদ্ধ হও! দেবগণের জন্য তোমরা শুদ্ধ হও!"[৩৬] কিন্তু তাহা সেরূপ করিবে না ; কেননা, এই হবি (কোন বিশেষ) দেবতার জন্য নির্দ্দিষ্ট করা হইয়া থাকে।[৩৭] তিনি যে বলেন—"দেবগণের জন্য তোমরা শুদ্ধ হও!" ইহাতে তিনি এই হবিকে সমস্ত দেবতা-সম্বন্ধী (বৈশ্বদেব) করেন, এবং তাহাতে দেবগণের মধ্যে কলহ (উৎপাদন) করেন। তজ্জন্য মৌনাবলম্বন করিয়াই ফলীকরণ করিবে।

৩২। বা. স. ১. ১৬. ৫ ; কা. শ্রৌ. ২. ৫. ১৯। কাত্যায়ন বলেন—এই মন্ত্রে তুষগুলিকে আগ্নেয় মধ্যম কপালে ঢালিয়া, ও কৃষ্ণাজিনের নীচে রাখিয়া উৎকর দেশে নিক্ষেপ করিবে।

৩৩। বা. স. ১. ১৬. ৬।

৩৪। বা. স. ১. ১৬. ৭।

৩৫। 'সবনত্রয়াদিরূপেণ ত্রিরাবৃত্তো হি যজ্ঞঃ"—সায়ণ।

৩৬। মন্ত্রটি শাখান্তরীয় ; তুলঃ—"দেবেভ্যঃ শুন্ধধ্বং, দেবেভ্যঃ শুন্ধধ্বং",—তৈ. স. ১. ১. ১২. ৯

৩৭। দ্রষ্টব্য—"অগ্নয়ে ত্বা জুষ্টং গৃহ্নামি"—১. ১. ২. ১৭।

পঞ্চম ব্রাহ্মণ

[১ যথাক্রমে আগ্নীধ্র ও অধ্বর্য্যু-কর্ত্তৃক কপাল-সমূহ ও দৃষদ্-উপলার স্থাপন, ঐ উভয় কার্য্যের যুগপৎ বিধানের নিয়ম ;—২ তদ্বিষয়ে যুক্তিপ্রদর্শন-প্রসঙ্গে পুরোডাশকে যজ্ঞের মস্তক-রূপে বর্ণনা ;—৩ আগ্নীধ্র-কর্ত্তৃক উপবেষ-গ্রহণ, তাহার মন্ত্র-ব্যাখ্যা, ও উপবেষ-শব্দের অর্থনির্বচন ;—৪ গার্হপত্য অগ্নি হইতে পূর্ব্বদিকে অঙ্গারের বহন ও তাহার মন্ত্র-ব্যাখ্যা ;—৫ পুরোডাশ পাকের জন্য অঙ্গার আহরণ ও তাহার মন্ত্র ব্যাখ্যা ;—৬ ঐ অঙ্গারের উপর মধ্যম কপালের স্থাপন, তৎসম্বন্ধে যুক্তি প্রদর্শন-প্রসঙ্গে আখ্যায়িকা-বিশেষের অবতারণা, ও পূর্ব্বোক্ত বিধির সমর্থন ;—৭ ঐ কপালের স্থাপন-মন্ত্র ও তাহার ব্যাখ্যা, অভিচার করিতে হইলে ঐ মন্ত্রে শত্রুর নামোল্লেখ, স্থাপিত কপালকে দ্বিতীয় অঙ্গার না আনয়ন পর্য্যন্ত বাম হস্তের অঙ্গুলি দ্বারা ধরিয়া রাখা ;—৮ তদ্বিষয়ে যুক্তি ও দ্বিতীয় অঙ্গারের আহরণ ;—৯ কপালের উপর অঙ্গার স্থাপন, তাহার মন্ত্র ও ব্যাখ্যা ;—১০ মধ্যম কপালের স্থাপন, তাহার মন্ত্র ও ব্যাখ্যা ;—১১ তৃতীয় কপালের স্থাপন, তাহার মন্ত্র ও ব্যাখ্যা ;—১২ চতুর্থ কপালের উপস্থাপন, মন্ত্র ও ব্যাখ্যা, এই লোক-ত্রয়ের অতিরিক্ত চতুর্থ লোক আছে কি না—তদ্বিষয়ক সন্দেহ, অপর কপাল সমূহের মৌনাবলম্বনে বা মন্ত্রান্তরে স্থাপন ;—১৩ উপস্থাপিত কপালগুলিকে অঙ্গার দিয়া আচ্ছাদন করা, তাহার মন্ত্র, তাৎপর্য্য ;—১৪ দৃষৎ ও উপলার স্থাপনকারীর সমন্ত্রক কৃষ্ণাজিন-গ্রহণ ;—১৫ কৃষ্ণাজিনের উপর সমন্ত্রক দৃষদের স্থাপন ; ১৬ দৃষৎ-স্থাপন, ও তাহার মন্ত্র-ব্যাখ্যা ;—১৭ দৃষদের উপর সমন্ত্রক উপলার স্থাপন ;—১৮ দৃষদের উপর হবি-স্বরূপ ব্রীহির ঢালা ও তাহার মন্ত্র ;—১৯ ব্রীহির পেষণ ও কৃষ্ণাজিনের উপর তাহা ঢালা; এবং তাহাদের মন্ত্র ;—২০ সেই মন্ত্রে ব্রীহি পেষণ করিবার উদ্দেশ্য এই যে; তাহা হইলে অমৃত (মরণ-রহিত) দেবগণের হবিঃ অমৃত করা হইবে ;—২১ সেই মন্ত্রে কিরূপে তাহা হয়, তাহার প্রতিপাদন ;—২২ আজ্য সর্ব্বদেবতা সাধারণ বলিয়া যে মন্ত্র কোন বিশেষ দেবতাকে প্রকাশ করে না সেইরূপ যজুর্মন্ত্রের দ্বারা তাহার গ্রহণ, ও সেই মন্ত্রের ব্যাখ্যা ।]

১। (ঋত্বিক্-গণের মধ্যে) সেই এক জন (আগ্নীধ্র) কপাল-সমূহকে, এবং আর এক জন (অধ্বর্য্যু) দৃষদ্ ও উপলাকে উপস্থাপিত করেন। সেই এই উভয় কার্য্য এক সঙ্গেই করা হয়। সেই-এই উভয় কার্য্য এক সঙ্গে করিবার (কারণ এই)—

২। পুরোডাশ যজ্ঞের মস্তকই ; কেননা, মস্তকের যে-সকল কপাল

১। পুরোডাশ ভাজিবার জন্য ব্যবহার্য্য মৃন্ময় পাত্রের নাম ক পা ল। এস্থানে কপাল সমূহকে গার্হপত্য-অগ্নির নিকটে, এবং দৃষদ্ ও উপলাকে কৃষ্ণাজিনের উপর স্থাপিত করিতে হয়

(শিরোহস্থি) থাকে, ইহার (পুরোডাশের) সেই সমস্ত কপালই (পাত্রই) আছে; এবং পিষ্ট (ব্রীহি) সকল ইহার মস্তিষ্কই।[২] সেই-এই (অস্থিরূপ কপাল ও মস্তিষ্ক) একই অঙ্গ; এবং তাঁহারা মনে করেন যে,—'আমরা (ইহা) এক সঙ্গে করিব, আমরা (ইহা) সমান করিব;' তজ্জন্য এই উভয় কার্য্য এক সঙ্গে করা হইয়া থাকে।

৩। যিনি কপাল সমূহকে উপস্থাপিত করেন, তিনি (এই মন্ত্রে) উ প বে ষ কে[৩] গ্রহণ করেন—"তুমি ধৃষ্ট!"[৪] তিনি ইহার দ্বারা অগ্নিকে ধৃষ্টের ন্যায় ব্যবহার করেন[৫] বলিয়া ইহা ধৃষ্ট, এবং যেহেতু তিনি ইহার দ্বারা যজ্ঞে (অঙ্গার প্রভৃতিকে) স্পর্শ করেন, ও ইহার দ্বারা (গার্হপত্য অগ্নিকে) উপব্যাপ্ত করেন ('উপবেবেষ্টি'), সেই জন্য ইহার নাম উ প বে ষ।

৪। তিনি তাহার দ্বারা অঙ্গারসমূহকে (এই মন্ত্রে গার্হপত্য অগ্নির) পূর্ব্বদিকে বহন করেন—"হে অগ্নি, অপক্বভোজী অগ্নিকে পরিত্যাগ করুন, এবং মাংসভোজী অগ্নিকে অত্যন্ত নিষেধ করুন!"[৬] মনুষ্যগণ যাহা দ্বারা পাক করিয়া ভোজন করে, তাহার নাম অপক্বভোজী; এবং যাহা দ্বারা তাহারা (মৃত) লোককে দগ্ধ করে, তাহার নাম মাংসভোজী। তিনি ইহার (এই মন্ত্রের) দ্বারা এই উভয়কেই ইহা (গার্হপত্য অগ্নি) হইতে তাড়িত করেন।

৫। অনন্তর তিনি (এই মন্ত্রে গার্হপত্য অগ্নি হইতে) অঙ্গার আহরণ করেন—"দেবগণের যাগকারীকে (অগ্নিকে) আনয়ন করুন!"[৭] তিনি

২। মস্তক ও কপালের অন্তর্গত মাংস।

৩। শমী বা পলাশ শাখার মূলভাগের প্রাদেশ পরিমাণ ও অগ্রভাগে হস্তের ন্যায় বিস্তৃত কাষ্ঠদণ্ডের নাম উ প বে ষ। সান্নায্য (দধি-দুগ্ধ) সংস্কার করিবার সময় ইহার দ্বারা গার্হপত্য অগ্নির অঙ্গার উত্তর দিকে লইয়া যাওয়া হয়। ইহা দ্বারা অন্যান্য কার্য্যও হইয়া থাকে।

৪। বা. স. ১.১৭.১।

৫। তীব্র অঙ্গার সমূহকে ইতস্ততঃ সঞ্চালন করিতে পারে বলিয়া তাহা ধৃষ্ট।

৬। বা. স. ১.১৭.২।

৭।

মনে করেন—'যে (অগ্নি) দেবগণের যাগ করে, তাহাতে আমরা হবিসমূহ পাক করিয়া,—তাহাতে আমরা যজ্ঞ বিস্তার করিব।' সেই জন্যই তিনি অঙ্গার আহরণ করেন।

৬। তিনি তাহার (ঐ অঙ্গারের) উপর মধ্যম কপালকে স্থাপন করেন। কারণ, দেবগণ (যখন) যজ্ঞ বিস্তার করিতেছিলেন, (তখন) তাঁহারা অসুর ও রক্ষোগণের আক্রমণ হইতে ভয় পাইয়াছিলেন যে,—'পাছে (সেই) নাশকজীব ও রক্ষোগণ আমাদিগকে নীচে করিয়া তাহারা উত্থিত হয়।' (এইজন্য) অগ্নি রক্ষোগণের অপহন্তা বলিয়া তিনি এইরূপে (অঙ্গারের উপর কপালকে) স্থাপিত করেন। (সেই কপালের আধার) যে ইহাই (এই অঙ্গারই) হয়, এবং অন্য (কিছু) হয় না, (তাহার কারণ এই যে,) ইহাই (এই অঙ্গারই) যজুঃ (মন্ত্র) দ্বারা সংস্কৃত হইয়া মেধ্য হইয়া থাকে। সেইজন্য তিনি মধ্যম কপালের দ্বারা তাহা উপহিত (আচ্ছাদিত) করেন।

৭। তিনি (ঐ অঙ্গারের উপর মধ্যম কপালকে এই মন্ত্রে) স্থাপন করেন—"তুমি ধ্রুব, তুমি পৃথিবীকে দৃঢ় কর!"[৮] তিনি (ইহা দ্বারা) পৃথিবীরই রূপে বর্তমান ইহাকেই (এই কপালকেই) দৃঢ় করেন, এবং ইহারই দ্বারা শত্রুকে বাধা প্রদান করেন। তিনি বলেন—"তুমি ব্রহ্ম, ক্ষত্র, ও (যজমানের) জ্ঞাতিগণের সেবাকারী, তোমাকে শত্রুর বধের জন্য স্থাপিত করিতেছি!"[৯] যজুর্মন্ত্র-সমূহে বহুবিধ ফলপ্রার্থনা আছে; তজ্জন্য তিনি (এই মন্ত্র দ্বারা), ব্রহ্ম ও ক্ষত্রকে, (অর্থাৎ ব্রহ্মবীর্য্য ও ক্ষত্রবীর্য্য এই) উভয় বীর্য্যকে প্রার্থনা করেন। (মন্ত্রে যে উক্ত হইয়াছে—) "জ্ঞাতিগণের সেবাকারী," (তাহার তাৎপর্য্য এই যে, এখানে) জ্ঞাতিগণ (অর্থে) প্রাচুর্য্যই (বুঝিতে হইবে); অতএব তিনি তাহার দ্বারা প্রাচুর্য্যকেই প্রার্থনা করেন। যদি তিনি অভিচার না করেন, তবেই বলিবেন—"শত্রুর বধের জন্য স্থাপন করিতেছি!" আর যদি অভিচার করেন, তবে, (শত্রুর নাম করিয়া) 'অমুকের বধের জন্য (স্থাপন করিতেছি)'—বলিবেন।

৮। বা. স. ১.১৭.৪

৯। বা. স. ১.১৭.৪

(পূর্ব্বোক্ত স্থাপিত কপাল) তাঁহা কর্ত্তৃক বাম হস্তের অঙ্গুলী দ্বারা স্পৃষ্ট হইয়া থাকে।

৮। তিনি অনন্তর, পাছে নাশক-জীব ও রক্ষোগণ পূর্ব্বেই ইহাতে (কপালে) প্রবেশ করে—এই ভয়ে (দক্ষিণ হস্তের দ্বারা দ্বিতীয়) অঙ্গারকে আহরণ করেন; কেননা, ব্রাহ্মণ রক্ষোগণের অপহন্তা; তজ্জন্য (ততক্ষণ পর্য্যন্ত ঐ কপাল) বাম হস্তের অঙ্গুলি দ্বারা স্পৃষ্ট হইয়াই থাকে।

৯। অনন্তর তিনি (এই মন্ত্রে কপালের উপরে) অঙ্গার আনয়ন করেন—"হে অগ্নি, এই বৃহৎ কর্ম্মকে ('ব্রহ্ম') গ্রহণ করুন!"[৯] (তিনি ইহা এই জন্য বলেন যে,) পাছে নাশক-জীব ও রক্ষোগণ এখানে পূর্ব্বেই প্রবেশ করে; এবং অগ্নিই রক্ষোগণের অপহন্তা; এবং তজ্জন্যই তিনি এইরূপে (কপালের উপর অঙ্গার) আনয়ন করেন।

১০। অনন্তর যাহা (অর্থাৎ যে কপাল প্রথম বা মধ্যম কপালের) পশ্চাৎ (বা পশ্চিম) দিকে থাকে, তিনি তাহা (এই মন্ত্রে) উপস্থাপিত করেন—"তুমি ধারক, তুমি অন্তরিক্ষকে দৃঢ় কর!"[১০] তিনি অন্তরিক্ষেরই রূপে ইহাকেই (পূর্ব্বোক্ত কপালকেই) দৃঢ় করেন, এবং ইহারই দ্বারা দ্বেষকারী শত্রুকে বাধা প্রদান করেন। তিনি বলেন—"তুমি ব্রহ্ম, ক্ষত্র, ও (যজমানের) জ্ঞাতিগণের সেবাকারী; শত্রুর বধের জন্য তোমাকে স্থাপিত করিতেছি!"

১১। অনন্তর যাহা (যে কপাল) পুরোভাগে (অর্থাৎ প্রথম ও মধ্যম কপালের পূর্ব্বদিকে) থাকে, তিনি তাহা (এই মন্ত্রে) উপস্থাপিত করেন—"তুমি ধারক, তুমি দ্যুলোককে দৃঢ় কর!"[১১] তিনি দ্যুলোকেরই রূপে ইহাকেই (পূর্ব্বোক্ত কপালকে) দৃঢ় করেন, এবং ইহারই দ্বারা দ্বেষকারী শত্রুকে বাধা প্রদান করেন। তিনি বলেন—"তুমি ব্রহ্ম, ক্ষত্র ও (যজমানের) জ্ঞাতিগণের সেবাকারী, শত্রুর বধের জন্য তোমাকে স্থাপিত করিতেছি!"

১২। অনন্তর যাহা (অর্থাৎ যে কপাল প্রথম বা মধ্যম কপালের) দক্ষিণ

৯। বা, স, ১,১৮,১।
১০। বা, স, ১, ১৮, ২।
১১। বা, স, ১, ১৮, ৩।

ভাগে থাকে, তিনি তাহা (এই মন্ত্রে) উপস্থাপিত করেন—"সমস্ত দিকের জন্য তোমাকে উপস্থাপিত করিতেছি!"[১২] এই সমস্ত (তিন) লোক অতিক্রম করিয়া চতুর্থ (লোক) আছে কি না (সন্দেহ), তজ্জন্য তিনি ইহা দ্বারা (চতুর্থ কপাল স্থাপন দ্বারা) দ্বেষকারী শত্রুকে বাধা প্রদান করেন। ইহা নিশ্চয় নাই যে, এই সমস্ত (তিন) লোককে অতিক্রম করিয়া চতুর্থ (লোক) আছে কি না; এবং ইহাও নিশ্চয় নাই যে, যাহাকে সমস্ত দিক্ বলা যাইবে। তিনি সেই জন্য বলেন—"সমস্ত দিকের জন্য তোমাকে উপস্থাপিত করিতেছি!" তিনি অপর সমস্ত কপালকে মৌনাবলম্বনে, অথবা (এই মন্ত্রে) উপস্থাপিত করেন—"তোমরা উপচয়কারী, তোমরা উচ্চ-উপচয়কারী!"[১৩]

১৩। অনন্তর তিনি (উপস্থাপিত কপালগুলিকে এই মন্ত্রে) অঙ্গার-সমূহের দ্বারা আচ্ছাদিত করেন—"ভৃগু-গণ ও অঙ্গিরো-গণের তপের দ্বারা তোমরা তপ্ত হও!"[১৪] কেননা, ভৃগু-গণ ও অঙ্গিরো-গণের তেজই তেজস্বিতম। (ঐরূপ আচ্ছাদন করিলে, কপালগুলি) সুতপ্ত হইবে বলিয়াই তিনি আচ্ছাদন করেন।

১৪। অনন্তর যিনি দৃষৎ ও উপলাকে উপস্থাপিত করেন (১ কণ্ডিকা), তিনি (এই মন্ত্রে) কৃষ্ণাজিনকে গ্রহণ করেন—"তুমি শর্ম্ম!" এবং তিনি তাহা (এই মন্ত্রে) অবধূত করেন (ঝাড়েন)—"রক্ষোগণ অবধূত! অরাতিগণ অবধূত!"[১৫] সেই

১২। বা, স, ১, ১৮, ৪ সায়ণাচার্য্য এখানে বলেন—পূর্ব্বে কপালত্রয় স্থাপনের দ্বারা পৃথিব্যাদি লোকত্রয় হইতে শত্রুকে বাধা প্রদান করা প্রতিপাদিত হইয়াছে। এখন এই পৃথিব্যাদি লোকত্রয় ভিন্ন, অপর চতুর্থ লোক আছে কি না তাহা সন্দেহ। এই জন্য মন্ত্রে 'লোক' শব্দের প্রয়োগ না করিয়া 'বিশ্ব' শব্দ প্রয়োগে চতুর্থ কপাল স্থাপনের দ্বারা সন্দিগ্ধ সমস্ত স্থান হইতে শত্রুকে বাধা দেওয়া হইতেছে।

১৩। বা, স, ১, ১৮, ৫ ; আগ্নেয় পুরোডাশকে আটটি কপালে পাক করা হয়। ইহার মধ্যে পূর্ব্বে চারিটি স্থাপন করা হইয়াছে, অবশিষ্ট চারিটির স্থাপনের কথা এখানে বলা হইল।

১৪। বা, স, ১, ১৮, ৬; এস্থানে ভৃগু ও অঙ্গিরা শব্দ পরস্পর বিশেষ্য-বিশেষণ ভাবে, অথবা পৃথক্-ভাবে প্রযুক্ত হইয়াছে, বিবেচ্য; এই দুই শব্দ বহু স্থানে একত্র প্রযুক্ত দেখা যায়; এবং তাহাদের সহিত অথর্ব্বন্-শব্দেরও প্রয়োগ অনেক স্থানে দৃষ্ট হয়। অথর্ব্ববেদের রচয়িতৃত্ব ইহাঁদেরই উপর আরোপিত হইয়া থাকে।

১৫। বা, স, ১, ১৯, ১—২।

ঐ (বিধিই)[১৬] এখানে অনুকূল। অনন্তর তিনি (এই মন্ত্রে) তাহা (কৃষ্ণাজিন) এরূপ ভাবে পাতেন, যাহাতে তাহার গ্রীবাভাগ পশ্চিমদিকে থাকে—"তুমি অদিতির (পৃথিবীর) ত্বক্, অদিতি তোমাকে (তাঁহার উপর তোমার অবস্থিতি বিষয়ে) অনুজ্ঞা করুন!" সেই ঐ (বিধিই[১৬] এখানে) অনুকূল।

১৫। অনন্তর তিনি (কৃষ্ণাজিনের উপরে এই মন্ত্রে) দৃষৎকে উপস্থাপিত করেন—"তুমি ধারণকারিণী ও পর্ব্বতস্বরূপা ('পার্ব্বতী'); অদিতির (পৃথিবীর) ত্বক্ (কৃষ্ণাজিন) তোমাকে (তদুপরি অবস্থানের জন্য) অনুজ্ঞা করুক!"[১৭] কেননা, ইহা (দৃষৎ) ধারণকারিণীই এবং পর্ব্বতস্বরূপাই। "অদিতির ত্বক্ তোমাকে অনুজ্ঞা করুক!"—ইহা দ্বারা তিনি কৃষ্ণাজিনকে (এই ভয়ে অনুকূল) সম্মতি বলিয়া দেন যে, পাছে তাহারা পরস্পরে হিংসা করে। (ধারণ) রূপে ইহা (দৃষৎ) পৃথিবীই।

১৬। অনন্তর তিনি (দৃষদের পশ্চাদ্ভাগে) শম্যাকে অগ্রভাগ উত্তর দিকে করিয়া (এই মন্ত্রে) স্থাপন করেন—"তুমি দ্যুলোকের স্তম্ভনকারিণী (ধারয়িত্রী)!"[১৮] (ইহার অর্থ এই যে,) তুমি অন্তরিক্ষই; কেননা, অন্তরিক্ষ-রূপের দ্বারাই দ্যুলোক ও পৃথিবী বিষ্টব্ধ (অর্থাৎ বিশেষরূপে ধৃত) হইয়া থাকে; তিনি তজ্জন্যই বলেন —"তুমি দ্যুলোকের স্তম্ভনকারিণী।"[১৯]

১৭। পরে তিনি (দৃষদের উপরে এই মন্ত্রে) উপলাকে স্থাপন করেন—'তুমি ধারণকারিণী ও পার্ব্বতেয়ী; পর্ব্বতী (দৃষৎ) তোমাকে (তদুপরি তোমার অবস্থান সম্বন্ধে) অনুজ্ঞা প্রদান করুক!"[২০] (দৃষদ্ অপেক্ষা) অত্যন্ত ছোট বলিয়া ইহা (উপলা, তাহার) দুহিতার ন্যায় হয়, তজ্জন্যই তিনি বলেন—"পার্ব্বতেয়ী

১৬। দ্রষ্টব্য—১, ১, ৪, ৪।

১৭। বা, স, ১, ১৯, ২।

১৮। বা, স, ১, ১৯, ৩।

১৯। সায়ণাচার্য্য এস্থানে বলেন—দৃষৎ ও উপলাকে যথাক্রমে দ্যুলোক ও পৃথিবীরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে; দ্যুলোক ও পৃথিবী যেমন অন্তরিক্ষ দ্বারা ধৃত, দৃষৎ-উপলাও সেইরূপ শম্যা দ্বারা ধৃত হয়; এবং এই প্রকারে শম্যা অন্তরিক্ষ-স্বরূপ।

২০। বা স, ১, ১৯, ৪।

(পর্ব্বতীপুত্রী)।" "পর্ব্বতী তোমাকে অনুজ্ঞা করুন"—(ইহার তাৎপর্য্য এই যে), স্বজন স্বজনের প্রতি (যেমন আনুকূল্য ভাব প্রকাশ করিবার জন্য) সম্মতি দান করে, তিনিও (সেইরূপ) তাহা দ্বারা দৃষৎ ও উপলাকে এই ভয়ে সেই সম্মতি বলিয়া দেন যে, পাছে তাহারা পরস্পর হিংসা করে। ইহা (অর্থাৎ উপলা যেন) রূপে দ্যুলোকই।[২১] দৃষৎ ও উপলা (যেন) রূপে দুইখানি চোয়ালই ('হনু'), এবং শম্যা (যেন) জিহ্বাই; সেই জন্যই তিনি শম্যা দ্বারা (দৃষদ্-উপলাকে) আঘাত করেন, কেননা, লোকে জিহ্বা দ্বারা কথা বলিয়া থাকে।

১৮। অনন্তর তিনি (এই মন্ত্রে দৃষদের) উপর হবি (ব্রীহি) ঢালেন—"তুমি ধান্য, তুমি দেবগণকে আনন্দিত কর!"[২২] ধান্য দেবগণকে আনন্দিত করিতে পারিবে বলিয়া তাহা হবিরূপে গৃহীত হয়।

১৯। অনন্তর তিনি (এই মন্ত্রে তাহা) পেষণ করেন—"প্রাণের (প্রাণ-বায়ুর) জন্য তোমাকে, উদানের জন্য তোমাকে, এবং ব্যানের (ব্যান-বায়ুর) জন্য তোমাকে (পেষণ করিতেছি)! দীর্ঘ কৃষ্ণাজিন (বা কর্ম্মপ্রবাহ, 'প্রসিতি') লক্ষ্য করিয়া তোমাকে আয়ুর জন্য স্থাপিত করিতেছি!"[২৩] তিনি (এই মন্ত্রে পিষ্ট ব্রীহিকে কৃষ্ণাজিনের উপর) ঢালেন—"হিরণ্যপাণি দেব সবিতা অচ্ছিদ্র (অঙ্গুলির বিশ্লেষ রহিত) হস্তের দ্বারা তোমাদিগকে গ্রহণ করুন!"[২৪]—"(যজমানের) চক্ষুর জন্য তোমাকে (দেখিতেছি)!"[২৫]

২১। দ্যুলোক যেমন উপরে থাকে, এই উপলাও সেইরূপ দৃষদের উপরে থাকে বলিয়া ইহা দ্যুলোক, অর্থাৎ তৎসদৃশ—সায়ণ।

২২। বা, স, ১, ২০, ১।

২৩। বা, স, ১, ২০, ২।

২৪। বা, স, ১, ২০, ৩। এস্থানে মূল ব্রাহ্মণের সহিত কাত্যায়ন ও মহীধরের কিঞ্চিৎ অসামঞ্জস্য আছে; তাঁহারা বলেন—উদাহৃত মন্ত্রের "প্রাণের জন্য..." ইত্যাদি প্রথমাংশের দ্বারা ব্রীহি পেষণ, এবং "দীর্ঘ কৃষ্ণাজিন..." ইত্যাদি অংশের দ্বারা কৃষ্ণাজিনে ঐ পিষ্ট ব্রীহি স্থাপন করিবে। সায়ণ কাত্যায়নের এই ব্যাখ্যা দেখিয়া বলিয়াছেন যে, ঐ ব্যাখ্যার মূল অপর কোন ব্রাহ্মণ হইবে। কাত্যায়নের ব্যাখ্যা সঙ্গত বোধ হয়। কা, শ্রৌ, ২, ৫, ৬। মন্ত্রের অনুবাদ মহীধরকে অনুসরণ করিয়া করা হইয়াছে।

২৫। বা, সং, ১, ২০, ৪। কাত্যায়ন বলেন—"চক্ষুর জন্য..." ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা পিষ্ট ব্রীহিকে দেখিতে হইবে। কা, শ্রৌ, ২, ৫, ৯।

২০। তিনি যে এইরূপ পেষণ করেন, (তাহার কারণ এই যে); অমৃত (মরণ-রহিত) দেবগণের হবি জীবন-যুক্ত ও অমৃত (সুধা, বা মরণ-রহিত) হইয়া থাকে; কিন্তু তাঁহারা উলূখল ও মুসল, এবং দৃষৎ ও উপলা দ্বারা এই যজ্ঞ-সাধন হবিকে হনন করিয়া থাকেন।

২১। তিনি যে বলেন—"প্রাণের জন্য তোমাকে (পেষণ করিতেছি), উদানের জন্য তোমাকে (পেষণ করিতেছি)!" (তাহার তাৎপর্য্য এই যে), তিনি তাহার দ্বারা (হবিতে) প্রাণ ও উদানকে স্থাপন করেন। এবং "ব্যানের জন্য তোমাকে (পেষণ করিতেছি)"—বলিয়া তিনি তাহা দ্বারা (হবিতে) ব্যানকে স্থাপন করেন। "দীর্ঘ কৃষ্ণাজিনকে লক্ষ্য করিয়া তোমাকে আয়ুর জন্য স্থাপন করিতেছি"—বলিয়া তিনি তাহার দ্বারা (তাহাতে) আয়ু স্থাপন করেন। "হিরণ্যপাণি দেব সবিতা তোমাকে অচ্ছিদ্র হস্ত দ্বারা গ্রহণ করুন"—(ইহা বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, তাহাতে ঐ পিষ্ট ব্রীহি) সুপ্রতিগৃহীত হইতে পারিবে। "চক্ষুর জন্য তোমাকে (দেখিতেছি)"—বলিয়া তিনি তাহাতে চক্ষু স্থাপন করেন। (পূর্ব্বোক্ত) এই সমস্ত বস্তু জীবন্ত লোকেরই হইয়া থাকে; এবং এই প্রকারেই অমৃত দেবগণের হবি জীবন-যুক্ত ও অমৃত হয়। তিনি সেই জন্যই এইরূপে পেষণ করেন।[২৬] (সেই সময়ে) তাঁহারা পিষ্ট (হবিসমূহ) পেষণ করেন ও (উপস্থাপিত) কপালসমূহকে (অঙ্গার দ্বারা) প্রদীপ্ত (অর্থাৎ সন্তপ্ত) করেন।

২২। সেই সময়ে[২৭] এক জন[২৮] (আজ্যস্থালীতে) ঘৃত নিক্ষেপ করেন। যে হবি দেবতার জন্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া গৃহীত হয়, তাহা যে-যে দেবতার জন্য

২৬। "পিংষন্তি পিষ্টানি"; অর্ব্বাচীন সংস্কৃতে অনাবশ্যক কার্য্য স্থলে 'পিষ্ট-পেষণ' বলা হইয়া থাকে। সায়ণাচার্য্য প্রকৃত স্থানে বলেন—"অধ্বর্য্যু মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক পেষণ করিলে অবশিষ্ট সমস্ত ব্রীহিকে যজমানের পরিচারকগণ চূর্ণ করিবেন।" দ্রষ্টব্য:—"দাসী পিনষ্টি পত্নী বা। অপি বা পত্ন্যবহন্তি শূদ্রা পিনষ্টি।" আপ. শ্রৌ, ১. ২১. ৮—৯।

২৭। "অথ;" সায়ণাচার্য্য শ্রৌতসূত্রানুসারে এস্থানে "অথ"-শব্দের অর্থ করিয়াছেন—"তস্মিন্ সময়ে।"

২৮। সায়ণাচার্য্য বলেন—আগ্নীধ্রপ্রভৃতি ঋত্বিগ্‌গণের অন্যতম; কেহ বলেন—স্বয়ং যজমান; কেহ বা বলেন—ব্রহ্মা। কা. শ্রৌ. ২. ৬. ৯. কর্কভাষ্য দ্রষ্টব্য।

গৃহীত হয়, সেই সমস্ত দেবতারই হইয়া থাকে ;[২৯] এবং (গ্রহণ-কর্ত্তা) বিভিন্ন বিভিন্ন যজুর্মন্ত্রে তাহা গ্রহণ করেন। কিন্তু তিনি আজ্যরূপ হবিকে গ্রহণ করিতে গিয়া কোন্ দেবতার জন্য তাহা নির্দ্দিষ্ট করেন না; সেই জন্য তিনি (এই) অনিরুক্ত (অর্থাৎ যাঁহাতে কোন বিশেষ দেবতা প্রকাশিত হয় না, এইরূপ) যজুর্মন্ত্রের দ্বারা তাহা গ্রহণ করেন—"তুমি মহীগণের দুগ্ধ ('পয়ঃ') !"[৩০] "মহীগণ"—ইহা গোসমূহের এক (সাধারণ) নাম, এবং এই (আজ্য) তাহাদেরই দুগ্ধ ; তিনি সেই জন্য বলেন—"তুমি মহীগণের দুগ্ধ !" এইরূপেই তাঁহার তাহা (আজ্য) যজুর্মন্ত্রেই গৃহীত হয়, এবং তজ্জন্যও তিনি বলেন—"তুমি মহীগণের দুগ্ধ !"

ব্রাহ্মণ

[১ পাত্রের মধ্যে দুই খানি পবিত্র দিয়া তন্মধ্যে পিষ্ট ব্রীহিকে ঢালা ও তাহার মন্ত্র ;—২ অধ্বর্য্যুর বেদিমধ্যে উপবেশন, পিষ্ট ব্রীহিতে মিশ্রিত করিবার জন্য আগ্নীধ্রের অধ্বর্য্যুর নিকটে জল-আনয়ন, অধ্বর্য্যুর জল-গ্রহণ, তাহার মন্ত্র ও তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা ;—৩ পিষ্ট ব্রীহির সহিত সেই জলের সংমিশ্রণ ও তাহার মন্ত্র ;—৪ হবিকে দ্বিধা বিভক্ত করিয়া অগ্নি ও অগ্নীষোমের জন্য পৃথক্ করিয়া স্থাপন, ও তাহার তাৎপর্য্য, অধ্বর্য্যু-কর্ত্তৃক পুরোডাশের এবং আগ্নীধ্র-কর্ত্তৃক আজ্যের যুগপৎ অগ্নির উপর স্থাপন ;—৫ ঐ দুই কার্য্য যুগপৎ করিবার কারণ এই যে, আজ্য ও হবি যজ্ঞ-শরীরের দুই অর্দ্ধ, এক সঙ্গে তাহা করিলে যজ্ঞের শরীর সম্মিলিত হইতে পারিবে ;—৬ আগ্নীধ্র-কর্ত্তৃক আজ্য-স্থাপন ও তাহার মন্ত্র ;—৮ কপালের উপর পুরোডাশকে বিস্তৃত করা ও তাহার মন্ত্র ;—৯ পুরোডাশকে অত্যন্ত বিস্তৃত করিলে তাহা মানবীয় হইয়া যায় বলিয়া সেরূপ করা কর্ত্তব্য নহে ;—১০ কাহারো কাহারো মতে পুরোডাশকে অশ্বের খুরের পরিমাণে করা বিধেয়, কিন্তু অশ্বের খুরের ঠিক পরিমাণ কেহ জানে না বলিয়া নিজে যতটাকে অতিবিস্তৃত মনে না করিবে, ততটাই বিস্তৃত করিবে ;—১১ একবার বা তিনবার জলের দ্বারা পুরোডাশের অভিমর্শন ও তাহার উদ্দেশ্য ;—১২ ঐ মন্ত্র ও ব্যাখ্যা ;—১৩ পুরোডাশকে চারিদিকে অগ্নিসংযুক্ত করা ;—১৪ তাহার পাক, এবং পাক হইয়াছে কিনা জানিবার জন্য স্পর্শ করা ;—১৫ ঐ স্পর্শ করিবার মন্ত্র ;—১৬ পুরোডাশ পক্ব হইয়া

২৯। দ্রষ্টব্য :—১. ১. ২. ১৭।

৩০। বা. স. ১. ২০. ৫ ; মহীধর বলেন—"পয়ঃ" (দুগ্ধ) হইতে উৎপন্ন হয় বলিয়া ঘৃতও এখানে 'পয়ঃ'-শব্দবাচ্য।

গেলে (ভস্ম দ্বারা) তাহার আচ্ছাদন ;—১৭ ঐ মন্ত্র ও তাৎপর্য্য ;—১৮ আপ্ত্য-নামক দেবগণের জন্য পাত্র ও অঙ্গুলী প্রক্ষালন জলের লইয়া যাওয়া।]

১। তিনি পবিত্রযুক্ত পাত্রে—(অর্থাৎ পাত্রে দুই খানি পবিত্র স্থাপন করিয়া তন্মধ্যে পিষ্ট ব্রীহিকে এই মন্ত্রে) সম্যক্‌রূপে ঢালেন—"দেব সবিতার প্রেরণায় অশ্বিদ্বয়ের বাহুযুগলের দ্বারা ও পূষার হস্তদ্বয়ের দ্বারা তোমাকে সম্যক্‌রূপে ঢালিতেছি!"[১] ঐ সেই[২] (বিধিই[২]) এখানে অনুকূল।

২। অনন্তর তিনি বেদিমধ্যে উপবেশন করেন,[৩] এবং তাহার পর একজন (আগ্নীধ্র) উপসর্জ্জনী[৪] জলের সহিত আগমন করেন ও (অধ্বর্য্যুর নিকট) তাহা আনয়ন করেন। (অধ্বর্য্যু পিষ্ট ব্রীহির উপরে সেই জলকে) দুই খানি পবিত্রের দ্বারা (এই মন্ত্রে) গ্রহণ করেন—"জল ওষধিসমূহের সহিত সম্পৃক্ত (মিলিত) হউক!"[৫] কেননা, ইহা দ্বারা জল এই পিষ্ট (ব্রীহিরূপ) ওষধিসমূহের সহিত মিলিত হইয়া থাকে ;—"ওষধিসমূহ রসের সহিত সম্পৃক্ত হউক!"[৬] কেননা, ইহাতে ওষধিসমূহ রসের সহিত—অর্থাৎ এই (পিষ্ট ব্রীহিরূপ ওষধি)-সমূহ জলের সহিত মিলিত হয়, এবং জলই ইহাদের রস;—"রেবতীসমূহ জগতীসমূহের সহিত সম্পৃক্ত হউক!"[৬] রেবতীসমূহ (অর্থে) জল, ও জগতীসমূহ (অর্থে) ওষধিবৃন্দ ; (অতএব "রেবতীসমূহ জগতীসমূহের সহিত" ইত্যাদির তাৎপর্য্য এই যে), তাহারা উভয়ে (জল ও ওষধি) সম্পৃক্ত হয় ;—"মধুমতীসমূহ মধুমতীসমূহের সহিত সম্পৃক্ত হউক!"[৬] রসবতী (আপ্)-সমূহ রসবতী (পিষ্ট ব্রীহিরূপ

১। বা. স. ১. ২১. ১।

২। দ্রষ্টব্য :—১. ১. ২. ১৭।

৩। কাত্যায়ন বলেন—আহবনীয় ও গার্হপত্য এই দুই অগ্নির মধ্যে যাহাতে হবি পাক করা যাইবে, তাহার পাশ্চাতেও বসিতে পারা যায়। কা. শ্রৌ. ২. ৫. ১১।

৪। পিষ্ট ব্রীহিকে পিণ্ডাকার করিবার জন্য জল মিশাইয়া নরম করিতে হয়। ঐ উদ্দেশ্যে যে জলকে পিষ্ট ব্রীহিতে মিশ্রিত করা হয়, তাহা ঐ পিষ্টের সহিত উপসংসৃষ্ট হয় বলিয়া তাহার নাম উপসর্জ্জনী ('আপ্', স্ত্রীং)। কা. শ্রৌ. ২. ৫. ১. কর্কভাষ্য।

৫। বা. স. ১. ২১. ২।

৬। বা. স. ১. ২১. ২।

ওষধি)-সমূহের সহিত সম্পৃক্ত হউক—ইহাই তিনি (ঐ মন্ত্রে) বলিয়া থাকেন।

৩। অনন্তর তিনি (সেই জল ও পিষ্ট ব্রীহিকে এই মন্ত্রে) একত্র সংমিশ্রিত করেন—"উৎপত্তির জন্য তোমাকে সংমিশ্রিত করিতেছি !" কেননা, (পিষ্ট-জাত পুরোডাশ) যাহাতে যজমানকে শ্রী ও অন্নাদির জন্য এই সমস্ত সন্ততি প্রদান করিতে পারে, তিনি সেইরূপেই তাহা সংমিশ্রিত করেন। তিনি (পুরোডাশকে অগ্নির) উপর স্থাপন করিবেন বলিয়াও তাহা সংমিশ্রিত করেন, এবং যাহাতে অগ্নির নিকট হইতে তদুপরি স্থাপিত (পুরোডাশ) উৎপন্ন হইতে পারে, তিনি সেইরূপ ভাবেই তাহা সংমিশ্রিত করেন।

৪। অনন্তর, যদি দুইটি হবি হয়, তবে তিনি (ঐ পিষ্টকে) দ্বিধা (বিভক্ত) করেন ; পৌর্ণমাসীতে দুইটি হবিই হইয়া থাকে। তিনি (অধ্বর্যু) যখন আর তাহা (ঐ হবিদ্বয়কে) একত্র সংগ্রহ করেন না (অর্থাৎ সংমিশ্রিত করেন না), তখন, "ইহা অগ্নির," এবং "ইহা অগ্নি ও সোমের"[৮] এই বলিয়া তাহা স্পর্শ করেন। প্রথমে তাঁহারা পৃথক্ করিয়াই (শকট হইতে হবিকে গ্রহণ করিয়া থাকেন ;[৯] (কিন্তু) পরে তিনি তাহা একসঙ্গে অবঘাত করেন, ও এক সঙ্গে তাহা (পে)ষণ করেন, এবং পুনর্ব্বার তাহা পৃথক্ করেন ; তিনি এই জন্যই (তাহা) এইরূপ ভাবে স্পর্শ করেন। ইনি (অধ্বর্য্যু) পুরোডাশকে (অগ্নির) উপরি স্থাপিত করেন, এবং তিনি (আগ্নীধ্র) আজ্যকে (অগ্নির) উপরি স্থাপিত করেন।

৫। এই উভয় কার্য্য (পুরোডাশ ও আজ্যের অগ্নির উপরে স্থাপন) এক সঙ্গেই করা হইয়া থাকে। এই উভয় কার্য্য যে এক সঙ্গেই করা হয়, (তাহার তাৎপর্য্য এই যে,) যজ্ঞের শরীরের (এক) অর্দ্ধ আজ্য, ও (অপর) অর্দ্ধ হবি ; তাঁহারা দুইজন (অধ্বর্য্যু ও আগ্নীধ্র) মনে করেন যে, 'ঐ যে (এক) অর্দ্ধ (এবং) এই যে (অপর) অর্দ্ধ, এই উভয়কে আমরা

৭। বা. স. ১. ২২. ১।

৮। বা. স. ১. ২২. ২—৩।

৯। দ্রষ্টব্য :—১. ১. ১. ১৭।

অগ্নির নিকটে লইয়া যাইব।' সেই জন্যই এই উভয় কার্য্য একসঙ্গে করা হইয়া থাকে, এবং এইপ্রকারেই যজ্ঞের শরীর সম্মিলিত হয়।

৬। সেই ঐ ব্যক্তি (আগ্নীধ্র, অগ্নির উপরে আজ্যকে এই মন্ত্রে) স্থাপিত করেন—"ইষার (বৃষ্টির) জন্য তোমাকে (স্থাপিত করিতেছি)!"[১০] "ইষার জন্য"—এই কথা বলিয়া তিনি তাহা বৃষ্টির জন্যই বলেন। তিনি তাহা পুনর্ব্বার এই মন্ত্রে অবতারিত করেন—"উত্তম রসের জন্য তোমাকে (অবতারিত করিতেছি)!"[১১] বৃষ্টি হইতে যে উত্তম রস জাত হয়, তিনি তাহার জন্যই ইহা বলেন।

৭। (অধ্বর্য্যু) পুরোডাশকে (এই মন্ত্রে অগ্নির) উপরে স্থাপন করেন—"তুমি ঘর্ম্ম!"[১২] তিনি ইহার দ্বারা তাহাকে যজ্ঞ-(সাধন-) ই করেন; যেমন (সোমযাগে) ঘর্ম্মকে স্থাপন করিতে হয়, তিনি সেই প্রকারেই ইহাকে স্থাপন করেন। তিনি (ঐ মন্ত্রের শেষে) "বিশ্বায়ু"—(উচ্চারণ করিয়া) তাহা দ্বারা (যজমানের) আয়ু সম্পাদন করিয়া থাকেন।

৮। তিনি (এই মন্ত্রে) তাহাকে (পুরোডাশকে) বিস্তৃত করেন—"হে বিপুলবিস্তারশীল, তুমি বিপুলভাবে বিস্তীর্ণ হও!"[১৩] তিনি ইহার দ্বারা তাহাকে (পুরোডাশকে) বিস্তৃতই করেন। "তোমার যজ্ঞপতি প্রথিত হউন!"[১৩] যজমানই যজ্ঞপতি, অতএব তিনি ইহা দ্বারা যজমানেরই জন্য আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করেন।

৯। তিনি তাহা (পুরোডাশকে) অত্যন্ত বিস্তৃত করিবেন না, যদি (অত্যন্ত) বিস্তৃত করেন, তবে তাহা মানবীয় করিয়া ফেলিবেন; যাহা মানবীয়, যজ্ঞের সম্বন্ধে তাহা ঋদ্ধিহীন। তিনি ভয় করেন যে, 'পাছে যজ্ঞে কিছু ঋদ্ধিহীন করিয়া ফেলি,' সেইজন্য তিনি (তাহা) অত্যন্ত বিস্তৃত করিবেন না।

১০। বা. স. ১. ২২. ৪।

১১। বা. স. ১. ২২. ৪।

১২। বা. স ১. ২২. ৫; ঘর্ম্ম শব্দের অর্থ এখানে উত্তপ্ত পাত্র, ইহার অপর নাম মহাবীর। সোমযাগের পূর্ব্বানুষ্ঠেয় প্রবর্গ্য নামক যাগে ইহাতে উষ্ণ দুগ্ধ ঢালা হয়।

১৩। বা. স. ১. ২২. ৬।

১০। কেহ-কেহ বলেন—"(তাহাকে) অশ্বের খুরের পরিমাণ (বিস্তৃত) করিবে।" কিন্তু অশ্ব-খুর যে পরিমাণের হইয়া থাকে, তাহা কে জানে? অতএব নিজের মনে যতটাকে অতি বিস্তৃত বলিয়া মনে না করিবে, এইরূপ (পরিমাণই বিস্তৃত) করিবে।

১১। তিনি তাহাকে একবার, বা তিনবার জলের দ্বারা অভিমর্শন করেন (অর্থাৎ তাহারি উপরে হাত বুলান)। জল শান্তি-স্বরূপ; অতএব, অবঘাত করিয়া, বা পেষণ করিয়া তাহার যাহা কিছু ক্ষয় করা হইয়াছে, বা বিশ্লিষ্ট করা হইয়াছে, তিনি শান্তি-স্বরূপ জলের দ্বারা তাহা উপশমিত করেন, জলের দ্বারা তাহা সম্মিলিত করিয়া দেন। তিনি তজ্জন্যই জলের দ্বারা অভিমর্শন করেন।

১২। তিনি (এই মন্ত্রে) অভিমর্শন করেন—"অগ্নি যেন তোমার ত্বক্‌কে (উপরিতন ভাগকে) হিংসা না করেন!"[১৪] অগ্নি দ্বারাই তাঁহাকে ইহা (পুরোডাশ) অভিতপ্ত করিতে হইবে, এবং এইজন্যই তিনি বলেন—"অগ্নি যেন তোমার ত্বক্‌কে হিংসা না করে!"

১৩। তিনি তাহাকে (পুরোডাশকে) চারিদিকে অগ্নিযুক্ত করেন;[১৫] তিনি এরূপ ভাবে ইহাকে চারিদিকে অগ্নির দ্বারা গ্রহণ করেন, যাহাতে কোন ছিদ্র না থাকে; (তিনি তাহা এই ভয় করেন যে,) পাছে নাশক-জীব ও অসুরগণ ইহাকে উপহত করে। অগ্নি রক্ষোগণের অপহন্তা বলিয়া তিনি তাহাকে চতুর্দ্দিকে অগ্নিযুক্ত করেন।

১৪। বা. স. ১।২২.৬।

১৫। "পর্য্যগ্নিং করোতি;"—"পরিতোঽগ্নিমস্তং পুরোডাশং করোতীতি"—সায়ণঃ। ইহার পারিভাষিক শব্দ প র্য্য গ্নি ক র ণ (কা. শ্রৌ, ২. ৫. ২২)। কাত্যায়ন-শ্রৌতসূত্রাবলম্বনে যাজ্ঞিক দেব স্বকীয় পদ্ধতিতে প র্য্য গ্নি ক র ণ বিধি এইরূপ লিখিয়াছেন যে, গার্হপত্য হইতে অঙ্গার গ্রহণ করিয়া তাহা আজ্যস্থালী ও পুরোডাশের চারিদিকে ঘুরাইতে হইবে।

J. Eggeling তাঁহার ইংরাজী অনুবাদের টীকায় এই প র্য্য গ্নি ক র ণে র সহিত স্কটলণ্ডের এক আচারের তুলনা দেখাইয়াছেন:—"The practice of p a r y a g n i k a r a ṇ a m may be compared with the carrying of fire round houses, fields, boats,

১৪। তিনি তাহা (এই মন্ত্রে) পাক করেন—"দেব সবিতা তোমাকে পাক করুন।"[১৬] কেননা, ইহার পাচক মনুষ্য হয় না, কিন্তু এই দেবই (সবিতা) হইয়া থাকেন, এবং সেই জন্য দেব সবিতাই ইহাকে পাক করেন;—"অত্যুচ্চ স্বর্গের উপরে!"[১৬] তিনি দেবগণকেই লক্ষ্য করিয়া বলেন—"অত্যুচ্চ স্বর্গের উপরে!" অনন্তর তিনি তাহা অভিমর্শন করেন; 'তাহা পক্ক হইয়াছে (কি না) জানিব' —ইহা মনে করেন বলিয়াই তিনি তাহা অভিমর্শন করেন।

১৫। তিনি (তাহা এই মন্ত্রে) অভিমর্শন করেন—"তুমি ভীত হইও না, কম্পিত হইও না!"[১৭] 'আমি মানুষ হইয়া অমানুষ তোমাকে অভিমর্শন করিতেছি'—ইহা মনে করেন বলিয়াই তিনি বলেন যে, "তুমি ভীত হইও না, কম্পিত হইও না!"

১৬। পক্ক হইয়া গেলে তিনি তাহা (ভস্ম দ্বারা[১৮]) আচ্ছাদিত করেন। পাছে নাশক-জীব ও অসুরগণ উপর হইতে তাহা দেখিতে পায়, বা পাছে তাহারা দুইটি (পুরোডাশ দুখানি) নগ্নের ন্যায়—অপহৃতের ন্যায় শুইয়া থাকে—এই মনে করেন বলিয়াই তিনি আচ্ছাদিত করেন।

১৭। তিনি (তাহা এই মন্ত্রে) আচ্ছাদিত করেন—"যজ্ঞ গ্লানিরহিত হউক!"[১৯] 'আমি যে ইহা (পুরোডাশ) আচ্ছাদিত করিতেছি, তাহাতে ইহার

&c. on the last night of the year, a custom which, according to Mr. A. Mitchell (The Past in the Present, P. 145), still prevails in some parts of Scotland, and which he thinks is probaly 'a survival of some form of fire-worship, and intended to secure fertility and general prosperity. The obvious meaning of the ceremony would seem to be the warding off of the dark and mischievous power of nature'.

১৬। বা. স. ১, ২২. ৮.।

১৭। বা. স ১. ২৩. ১।

১৮। কা. শ্রৌ. সূত্রে (২. ৫. ২৫) ভস্ম, বেদ বা উপবেষের দ্বারা পুরোডাশ-আচ্ছাদন উক্ত হইয়াছে; ঐ সূত্রের কর্কভাষ্যে আছে যে, কণ্বশাখায় অঙ্গার সহ ভস্মের দ্বারাই আচ্ছাদন করিতে হয়।

১৯। বা. স ১. ২২. ২; 'যজ্ঞ' শব্দ এস্থানে সায়ণ ও মহীধরের মতে যজ্ঞ-সাধন পুরোডাশকে বুঝাইতেছে। ভস্ম দ্বারা আচ্ছাদন হেতু পুরোডাশ যেন গ্লানিযুক্ত না হয়,—ইহাই তাঁহাদের মতে এস্থানে তাৎপর্যার্থ।

পর যজ্ঞ বা যজমান গ্লানিযুক্ত হইতে পারে—তিনি এই ভয় করেন বলিয়াই তাহা আচ্ছাদিত করেন।

১৮। পরে তিনি পাত্র ও অঙ্গুলী প্রক্ষালনের জল[20] আপ্ত্য নামক[21] দেবগণের জন্য লইয়া যান।[22] তিনি যে আপ্ত্য দেবগণের জন্য তাহা লইয়া যান, (তাহার কারণ এই):-

দ্বিতীয় প্রপাঠক

প্রথম ব্রাহ্মণ

[১ আপ্ত্য দেবগণের উৎপত্তি বিষয়ে আখ্যায়িকা—অগ্নি চতুর্ধা বিভক্ত, জল হইতে দেবগণ কর্তৃক অগ্নির আনয়ন, জলের উদ্দেশ্যে অগ্নির থুথু নিক্ষেপ, তাহাতে জল হইতে আপ্ত্য দেবগণের উৎপত্তি;—২ ইন্দ্রকর্তৃক ত্বষ্টৃপুত্র বিশ্বরূপের বধ-বিষয়ক আখ্যায়িকা,—৩ ঐ আখ্যায়িকা, ও তাহার সহিত পাত্র ও অঙ্গুলী-প্রক্ষালন জল লইয়া যাইবার সম্বন্ধ;—৪ ঐ আখ্যায়িকা, ও দক্ষিণা-হীন হবির দ্বারা যাগ না করিবার কারণ;—৫ অন্বাহার্য্য-ওদন দর্শ ও পূর্ণমাস যাগের দক্ষিণা-স্বরূপ, পাত্র ও অঙ্গুলী-প্রক্ষালন জলের পৃথক্ পৃথক ভাবে লইয়া যাওয়া, তাহার মন্ত্র, যজ্ঞে পুরোডাশ প্রদান করিলেই পশু বধ করার কাজ হইয়া থাকে;—৬-৭ দেবগণ যজ্ঞে প্রথমে পুরুষ-রূপ পশুকে বধ করিতেন, এবং ক্রমশ অশ্ব, গো, মেষ ও ছাগলকে বধ করিয়া শেষে ব্রীহি-যবের দ্বারা হবি প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করেন—তদ্বিষয়ক মনোরম আখ্যায়িকা; ৮ পশুর সহিত পুরোডাশের

২০। পুরোডাশকে জলের দ্বারা অভিমর্শন করিবার (১. ১. ৬. ১১—২) পরে, ও পর্যাগ্নিকরণের (১৩) পরে পাত্র ও অঙ্গুলী প্রক্ষালন করিতে হয়।

২১। আপ্ত্য দেবগণের উৎপত্তি বিবরণ অব্যবহিত পরবর্ত্তী ব্রাহ্মণে (১. ২. ১. ১) বর্ণিত হইয়াছে। "সাধ্যাশ্চাপ্ত্যাশ্চ দেবাঃ"—ঐ. ব্র ৮. ৩. ৩।

২২। কা. শ্রৌ. সূত্রের (২. ৫. ২৬) কর্কভাষ্য ও যাজ্ঞিকদেবের পদ্ধতিতে উক্ত হইয়াছে, যে, পিষ্ট (ব্রীহি)-লিপ্ত পাত্র ও অঙ্গুলী-প্রক্ষালনের জল পাত্রতেই রাখিয়া, গার্হপত্য অগ্নিতে জ্বালিত উল্মুকের দ্বারা তপ্ত করিতে হইবে, এবং বিহারের উত্তর দিকে স্ফ্য দ্বারা তিনটি রেখা অঙ্কিত করিয়া ঐ রেখাত্রয়ের উপরে পরস্পর অসংসৃষ্টভাবে ঐ জলকে মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক আনিতে হইবে।

অবয়বগত সাদৃশ্য কথন ;—৯ দেবগণ যে পুরুষ ও অশ্ব প্রভৃতিকে বধ করেন, তাহারা বিভিন্ন বিভিন্ন পশু হইয়া জন্ম গ্রহণ করে, তাহাদিগের মধ্যে সার অংশ না থাকায় তাহাদের মাংস ভোজন বিধেয় নহে ।]

১। পূর্ব্বে অগ্নি চতুর্ভাগে বিভক্ত হইয়াছিলেন। তিনি (অধ্বর্য্যু) যে অগ্নিকে হোতৃ-কর্ম্ম করিবার জন্য অগ্রে বরণ করিয়াছিলেন, তিনি মৃত হইয়াছিলেন ; দ্বিতীয়বার যাহাকে বরণ করিয়াছিলেন, তিনিও মরিয়াছিলেন ; এবং তৃতীয়বার যাহাকে বরণ করিয়াছিলেন, তিনিও মরিয়াছিলেন। অনন্তর এই ইদানীন্তন (চতুর্থ) অগ্নি ভয়ে অন্তর্হিত হইয়া জলের মধ্যে প্রবেশ করেন, ও দেবগণ তাঁহাকে (জলপ্রবিষ্ট) জানিয়া সহসা জল হইতে আনয়ন করেন। (ইহাতে) তিনি জলের প্রতি (এই বলিয়া) থুথু পরিত্যাগ করেন যে,—'যে-তোমরা (আমার) অনাশ্রয়-ভূত হইলে, যে-তোমাদের নিকট হইতে আমার অনিচ্ছা-সত্ত্বেও দেবগণ আমাকে লইয়া গেলেন, সেই-তোমরা থুথু দ্বারা দূষিত হও !' তাহাতে ত্রি ত, দ্বি ত, ও এ ক ত নামে আ প্ত্য (আপ্-জল হইতে জাত) দেবগণ উৎপন্ন হন।

২। ইদানীং ব্রাহ্মণ যেমন রাজার অনুচর হন, তাঁহারাও সেইরূপ ইন্দ্রের সহিত বিচরণ করিতেন। ইন্দ্র যখন ত্বষ্টার পুত্র ত্রিশীর্ষা বি শ্ব রূ প কে বধ করেন, তখন ইঁহারাও তাহাকে বধ্য বলিয়া জানিয়াছিলেন ; এবং ত্রি ত ই

১। দ্রষ্টব্য :—১. ১. ৩. ৪ , ১. ৫. ২ ; ৫. ৩. ৬. ২ ; তৈ. স. ২. ৪. ২ ; ২. ৫. ১। তৈত্তিরীয় সংহিতায় বিশ্বরূপের উপাখ্যান এইরূপ লিখিত হইয়াছে :—ত্বষ্টার পুত্র বিশ্বরূপ দেবগণের পুরোহিত ছিলেন, ও সম্বন্ধে অসুরগণের ভাগিনেয় হইতেন। বিশ্বরূপের তিনটি মস্তক ছিল ; একটি দ্বারা সোমপান, একটি দ্বারা সুরাপান, ও অপর একটি দ্বারা অন্ন-ভোজন করিতেন। তিনি প্রত্যক্ষভাবে বলিতেন যে, হবির্ভাগ দেবগণের প্রাপ্য, কিন্তু পরোক্ষভাবে বলিতেন যে, তাহা অসুরেরা পাইবে। ইন্দ্র তাহা জানিতে পারিয়া; ও তাহা দ্বারা রাষ্ট্র-বিপর্য্যয়ের সম্ভাবনা আছে চিন্তা করিয়া বজ্রের দ্বারা তাঁহার মস্তকগুলি কাটিয়া দিলেন। সেই তিন মস্তকের মধ্যে, যাহার দ্বারা তিনি সোমপান করিতেন, তাহা কপিঞ্জল ; যাহার দ্বারা তিনি সুরাপান করিতেন, তাহা কলবিঙ্ক ও যাহার দ্বারা অন্নভোজন করিতেন, তাহা তিত্তিরি-নামক পক্ষী হইল।

এদিকে ইন্দ্র বিশ্বরূপের বধজনিত ব্রহ্মহত্যা-পাপকে অঞ্জলিবন্ধনপূর্ব্বক স্বীকার করিয়া সংবৎসর পর্য্যন্ত বহন করেন। পরে লোকেরা 'ব্রহ্মঘাতী' বলিয়া তাঁহার অপবাদ কীর্ত্তন করিল, পৃথিবী,

তাহাকে অবিশ্রামে[২] বধ করিয়াছিলেন। দেব বলিয়া ইন্দ্র তাহা (অর্থাৎ তাহার বধনিমিত্ত পাপ) হইতে মুক্ত হন।

৩। (তখন) তাঁহারা (লোকেরা) বলিয়াছিলেন—'যাঁহারা ইহাকে (বিশ্বরূপকে) বধ্য বলিয়া জানিয়াছিলেন, তাঁহারাই (সেই) পাপ-গ্রস্ত হউন।' 'কেন?' 'যেহেতু, যজ্ঞ ইঁহাদের উপরি (পাপকে) মার্জ্জন করিয়া (অর্থাৎ ঝাড়িয়া) দিয়াছেন।' অতএব তাঁহারা যে ইঁহাদের (আপ্ত্য দেবগণের) জন্য পাত্র ও অঙ্গুলী-প্রক্ষালনের জল লইয়া যান, (তাহার উদ্দেশ্য এই যে) যজ্ঞ তাহা দ্বারা ইঁহাদের উপরে এই (পাপকে) মার্জ্জনা করিয়া দেয়।'

৪। সেই আপ্ত্যগণ বলিয়াছিলেন—'আমরা ইহা (পাপকে) আমাদের নিকট হইতে অন্যত্র লইয়া যাইব।' 'কাহাকে লক্ষ্য করিয়া (লইয়া যাইব)?' 'যে ব্যক্তি দক্ষিণাহীন হবির দ্বারা যাগ করিবে।' অতএব দক্ষিণাহীন হবির দ্বারা যাগ করিবে না; কেননা, যজ্ঞ আপ্ত্যগণের উপরে (পাপ) মার্জ্জনা করিয়া দেয়, এবং আপ্ত্যগণও যে ব্যক্তি দক্ষিণাহীন হবির দ্বারা যাগ করে, তাহার উপর (তাহা) মার্জ্জনা করিয়া দেন।[৩]

৫। সেইজন্য দেবগণ অ ন্বা হা র্য্য কে[৪] দর্শ ও পূর্ণমাসের দক্ষিণারূপে কল্পনা

বনস্পতি ও স্ত্রীজাতিকে তাঁহাদের অভিলষিত বর প্রদানপূর্ব্বক এক এক জনকে স্বকীয় পাপের এক তৃতীয়াংশ করিয়া প্রদান করেন ও তাহাতে তাঁহার মুক্তি হয়।

এই আখ্যায়িকা সূত্রগ্রন্থেও আছে, এবং পুরাণসমূহে বিবিধ আকারে বর্ণিত হইয়াছে।

২। "শশ্বৎ;" দ্রঃ—১. ৫. ২. ১০; Eggeling অনুবাদ করিয়াছেন—straightway.

৩। ব্রীহির অবঘাত ও পেষণাদি জনিত যদি কোন পাপ হইয়া থাকে, তবে তাহা পাত্র ও অঙ্গুলী-প্রক্ষালন জলের আকারে থাকে, এবং ইহা আপ্ত্যগণের নিকট লইয়া গেলে তাহাদেরই উপরে সেই পাপ থাকিল।

৪। তন্নামক প্রসিদ্ধ ওদন; "অন্বাহরতি যজ্ঞসম্বন্ধি দোষজাতং পরিহরত্যনেনেতি ব্যুৎপত্ত্যা অন্বাহার্য্যো নাম ঋত্বিগ্‌ভ্যো দেয় ওদনঃ"—সায়ণ; "যজ্ঞস্য হীনমন্বাহরতীতি"—কর্ক (কা. শ্রৌ. ২. ৫. ২৭);—যাহার দ্বারা যজ্ঞের দোষসমূহ পরিহার করা যায়, তাহার নাম অ ন্বা হা র্য্য, ঋত্বিগ্‌গণকে দক্ষিণারূপে দেয় ওদন। এজন্য চারিজন ঋত্বিকের যাহাতে তৃপ্তি হয়, তৎপরিমাণ বা ততোধিক তণ্ডুল গ্রহণ করিতে হয়। এই তণ্ডুল অধ্বর্য্যুর দ্বারা দক্ষিণ-নামক অগ্নিতে পাক করা হইয়া থাকে; এইজন্য দক্ষিণাগ্নির অপর নাম অ ন্বা হা র্য্য প চ ন। দ্রষ্টব্য:—তৈ. স. ১. ৭. ৩. ১।

করিয়াছেন যে, পাছে হবি দক্ষিণাহীন হইয়া যায়। তিনি তাহা (সেই জলকে) পৃথক্-পৃথক্ ভাবে লইয়া যান, এবং তাহা সেইরূপে লইয়া গিয়া তাঁহাদের (আপ্ত্যগণের মধ্যে পরস্পর) কলহ হইতে দেন না। তিনি তাহা (সেই জলকে) অভিতপ্ত করেন, এবং সেইরূপ করায় তাহা ইঁহাদের (আপ্ত্যগণের) জন্য পক্ব (অর্থাৎ পানার্হ) হইয়া থাকে। তিনি (সেই জলকে এই মন্ত্রে) লইয়া যান—"ত্রিতের জন্য, দ্বিতের জন্য, একতের জন্য!"[৫] এই যে পুরোডাশ (-প্রদান), তাহা পশুবধই।[৬]

৬। পূর্ব্বে দেবগণ পুরুষ-রূপ পশুকেই বধ করিতেন। তাহাকে বধ করা হইলে (তদবস্থিত যজ্ঞিয়) সার-অংশ চলিয়া যায়। তাহা অশ্বে প্রবেশ করিল, তাঁহারা অশ্বকে বধ করিলেন; তাহাকে বধ করা হইলে (ঐ) সার-অংশ চলিয়া গেল। তাহা গরুতে প্রবেশ করিল, তাঁহারা গরুকে বধ করিলেন; তাহাকে বধ করা হইলে (ঐ) সার-অংশ চলিয়া গেল। তাহা মেষে প্রবেশ করিল, তাঁহারা মেষকে বধ করিলেন; তাহাকে বধ করা হইলে (ঐ) সার-অংশ চলিয়া গেল। তাহা ছাগে প্রবেশ করিল, তাঁহারা ছাগকে বধ করিলেন; তাহাকে বধ করা হইলে (ঐ) সার-অংশ চলিয়া গেল।

৭। তাহা এই পৃথিবীতে প্রবেশ করিল। (তখন) তাঁহারা খনন করিয়া অন্বেষণ করিলেন, এবং (যেরূপে) তাহাকে পাইলেন—তাহা এই ব্রীহি ও যব।[৭] সেইজন্য (লোকেরা) আজকালও খনন করিয়া ইহাদিগকে লাভ করিয়া থাকে। যিনি ইহা এইরূপে জানেন, তাঁহার সম্বন্ধে সেই সকল পশু বধ করিলে হবি যে-পরিমাণ বীর্য্যযুক্ত হয়, তাহা (ব্রীহি-যবের) দ্বারা নির্ম্মিত হবিও তাঁহার পক্ষে সেই পরিমাণ বীর্য্যযুক্ত হবিই হইয়া থাকে। তাঁহারা পশুকে

৫। বা. স ১ ২৩. ৩-৫।

৬। অর্থাৎ পশু বধ করিয়া যজ্ঞ করিলে যে ফল হয়, পুরোডাশের দ্বারা যজ্ঞ করিলেও তাহাই হয়।

৭। ঐতরেয় ব্রাহ্মণেও (২. ১. ৮) ঠিক এইরূপ একটি আখ্যায়িকা আছে। See Max Müller's *History of Ancient Sanskrit Literature*, p. 420; Haug's *Translation of the Aitareya Brâhmana*, p. 90; J. Muir's *Original Sanskrit Texts*, Vol. IV, p. 289, note.

'পাংক্ত' (অর্থাৎ পঞ্চ অবয়ব-যুক্ত) বলিয়া থাকেন; সেই (অবয়ব-) সম্পত্তি ইহাতেও (পুরোডাশে) আছে।

৮। (পুরোডাশ) যখন পিষ্ট (অবস্থায়) থাকে, তখন (তাহাতে) লোম-সমূহ হইয়া থাকে; যখন তিনি (তাহাতে মিশাইবার জন্য) জল আনয়ন করেন, তখন (তাহার) ত্বক্ হয়; যখন (তাহাকে জলের দ্বারা) মিশ্রিত করেন, তখন (তাহার) মাংস হয়, কেননা, তখন তাহা সুবিস্তৃত হয় এবং (জীবগণের) মাংসও সুবিস্তৃত হইয়া থাকে; যখন তাহাকে পাক করা হয়, তখন তাহার অস্থি হয়, কেননা, তখন তাহা কঠিন হয়, এবং (জীবগণের) অস্থিও কঠিন; এবং যখন তিনি তাহাকে অগ্নি হইতে উঠাইবার জন্য তাহাতে ঘৃত ঢালেন, তখন তিনি তাহার দ্বারা তাহাতে মজ্জা স্থাপন করিয়া দেন। অতএব, যে কারণে তাঁহারা পশুকে 'পাংক্ত' (পঞ্চ অবয়ব-যুক্ত) বলিয়া থাকেন, (পুরোডাশেরও) সেই ঐ (অবয়ব-) সম্পত্তি রহিয়াছে।[৮]

৯। তাঁহারা যে পুরুষকে বধ করিয়াছিলেন, তাহা কিম্পুরুষ[৯] হইয়াছিল; যে অশ্ব ও গোকে বধ করিয়াছিলেন, তাহারা (যথাক্রমে) গৌর ও গবয়[১০]

৮। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে (২. ১. ৮) উক্ত হইয়াছে:—ব্রীহির শুঁয়া ('কিংশারু')-সমূহ পুরোডাশের লোম, তুষসমূহই তাহার ত্বক্, ফলীকরণ (অর্থাৎ চাউলকে পরিষ্কার করিতে হইলে যে অংশকে পরিত্যাগ করিতে হয়)-সমূহ তাহার রক্ত, পিষ্ট ও তদবয়ব তাহার মাংস, এবং যাহা কিছু ব্রীহির সার ভাগ, তাহা তাহার অস্থি"। শতপথ অপেক্ষা ঐতরেয়ের সাদৃশ্য সন্নিকৃষ্টতর।

৯। 'কিম্পুরুষ'-শব্দের অর্থ আধুনিক প্রচলিত দেবযোনি-বিশেষ নহে। কুৎসিতঃ পুরুষঃ, কিম্পুরুষঃ, কুৎসিতো নরঃ কিন্নরঃ। সায়ণাচার্য্য বলেন ইহা বানরজাতীয়। ঐতরেয় ব্রাহ্মণের ইংরাজী অনুবাদক Haug বলেন—"the author very likely meant a dwarf." Max Müller বলেন—"savage" (*History of Ancient Sanskrit Literature*, p. 420). এস্থলে ঐ শব্দের অর্থ 'কুৎসিত পুরুষ' ধরা যাইতে পারে। বাজসনেয়ি-সংহিতায় (৩০ অধ্যায়) ১৮৪ প্রকার পুরুষ-পশুর উল্লেখ করিয়া শেষে এই মন্ত্রটি উক্ত হইয়াছে:—"অথৈতানষ্টৌ বিরূপানা-লভতে—অতিদীর্ঘঞ্চাতিহ্রস্বঞ্চ. অতিস্থূলঞ্চাতিকৃশঞ্চ. অতিশুক্লঞ্চাতিকৃষ্ণঞ্চ; অতিকুলঞ্চাতিলোমশঞ্চ।" ইহাতে বিরূপ অর্থাৎ কুৎসিত পুরুষ পশুর বধের কথা পাওয়া যাইতেছে।

১০। গৌর পশু কিরূপ তাহার বিবরণ অনুসন্ধেয়। গবয় গোসদৃশ পশু, গরুর যেমন গলকে; এই সাস্না আছে, ইহার তাহা নাই।

নামক পশু হইয়াছিল; যে মেষকে বধ করিয়াছিলেন, তাহা উষ্ট্র হইয়াছিল; এবং যে ছাগকে বধ করিয়াছিলেন, তাহা শরভ[১১]-নামক পশু হইয়াছিল। অতএব এই সকল পশুর মাংস ভোজন করিবে না, কেননা, এই সকল পশু হইতে সার-অংশ অপক্রান্ত হইয়া গিয়াছে।

দ্বিতীয় ব্রাহ্মণ

[১ বৃত্রের প্রতি ইন্দ্রক র্তৃক প্রহৃত বজ্র চারি ভাগে বিভক্ত হওয়ায় সেই এক এক ভাগ হইতে যথাক্রমে স্ফ্য, যূপ, রথ ও শরের উৎপত্তি ;—২ যজ্ঞে স্ফ্য ও যূপের সহিত ব্রাহ্মণগণের এবং যুদ্ধে রথ ও শরের সহিত ক্ষত্রিয়গণের বিচরণ ;—৩ স্ফ্য-ধারণের প্রয়োজন ;—৪ স্ফ্য-গ্রহণের মন্ত্র ও তাহার ব্যাখ্যা ;—৫ উক্ত মন্ত্রের অবশিষ্ট ব্যাখ্যা, মন্ত্রজপের দ্বারা স্ফ্য-এর তীক্ষ্ণীকরণ ;—৬ জপের মন্ত্র ও ব্যাখ্যা ;—৭ ঐ মন্ত্রের অবশিষ্ট ব্যাখ্যা, অভিচার করিলে মন্ত্রের মধ্যে শত্রুর নামের নিবেশ, জপ-সংস্কৃত স্ফ্য দ্বারা নিজের ও পৃথিবীর স্পর্শন নিষেধ ;—৮ দেব ও অসুর-ঘটিত আখ্যায়িকা ;—৯ ঐ আখ্যায়িকা ;—১০-১২ ঐ আখ্যায়িকা, স্ত ম্ব য জু র্হ র ণ নামক কার্য্যের প্রয়োজন, অসুরগণকে তাড়াইয়া দেওয়া ;—১৩ আগ্নীধ্র অগ্নি-স্থানীয় এবং অধ্বর্য্যু অসুরগণের আক্রমণকারী, দেবগণের ন্যায় ব্রাহ্মণেরাও যজ্ঞে অসুরগণকে বাধা প্রদান করেন ;—১৪ স্ত ম্ব য জু র্হ র ণে র দ্বারা যজমানের শত্রুকেও বাধা দেওয়া হয়, পৃথিবী হইতেই স্ত ম্ব য জু হরণ করা যুক্তিযুক্ত, শূন্য হইতে নহে ;—১৫ স্ফ্য দ্বারা বেদিতে প্রহার ও মন্ত্র ব্যাখ্যা ;—১৬ প্রহারজাত পাংশুর গ্রহণ ও মন্ত্রব্যাখ্যা, গৃহীত পাংশুর উৎকরে নিক্ষেপ ও তাহার তাৎপর্য্য, অভিচারিক কার্য্য বিশেষের বিধি ;—১৭ স্ফ্য দ্বারা বেদিতে দ্বিতীয় বার প্রহার, তদনন্তর অনুষ্ঠেয় কার্য্যের মন্ত্র ;—১৮ অ র রু অসুরের আখ্যায়িকা ;—১৯ তৃতীয়বার প্রহার ও তদনন্তর অনুষ্ঠেয় কার্য্যের মন্ত্র ;—২০-২১ যজুর্মন্ত্রে তিনবার ও অমন্ত্রক একবার এই চারিবার স্ত ম্ব য জু হরণের তাৎপর্য্য।]

১১। শ র ভ, ইহা প্রকাণ্ড জন্তু; সংস্কৃতাভিধানে মহামৃগ, মহাস্কন্ধী, মহাসিংহ, পর্ব্বতাশ্রয়, মনস্বী ও অষ্টাপদ শব্দে ইহাকে অভিহিত করা হইয়াছে। এই সকল নামে তাহার কতকটা বিবরণ জানা যায়। মহাভারতে (১২. ১১৭. ১২) আছে ;—"অষ্টপাদূর্দ্ধনয়ন ঊর্দ্ধপাদচতুষ্টয়ঃ। তং সিংহ হন্তুমাগচ্ছন্মুনেস্তস্য নিবেশনম্ ॥" কালিদাসও ইহার বর্ণনা করিয়াছেন—"যে সংরম্ভোৎপতনরভসাঃ...শরভাঃ..."—মেঘদূত, ১. ৫৫।

১। ইন্দ্র যখন বৃত্রের প্রতি বজ্র প্রহার করেন, তখন সেই প্রহৃত বজ্র চারি ভাগে বিভক্ত হইয়াছিল। তাহার (তিন ভাগের মধ্যে এক) তৃতীয় ভাগ, অথবা যে পরিমাণ সম্ভব হয় তৎপরিমাণ স্ফ্য হইয়াছিল; (এক) তৃতীয় ভাগ, অথবা যে পরিমাণ সম্ভব হয় তৎপরিমাণ যূপ হইয়াছিল; (এক) তৃতীয় ভাগ, অথবা যে পরিমাণ সম্ভব হয় তৎপরিমাণ রথ হইয়াছিল; এবং তিনি যে স্থানে (বজ্র) প্রহার করিয়াছিলেন, সেই স্থানে তাহা খণ্ড-খণ্ড হইয়া শীর্ণ হইয়া গিয়াছিল, এবং (এইরূপ) পতিত হইয়া তাহা শর (বাণ) হইয়াছিল; ইহা শীর্ণ হইয়া গিয়াছিল বলিয়াই ইহার নাম শর। সেই বজ্র এইরূপে চতুর্ভাগে বিভক্ত হইয়াছিল।

২। তদনন্তর (ঐ চারি পদার্থের) দুইটির সহিত ব্রাহ্মণগণ যজ্ঞে, এবং দুইটির সহিত ক্ষত্রিয়জাতীয়গণ যুদ্ধে বিচরণ করেন;—অর্থাৎ স্ফ্য ও যূপের সহিত ব্রাহ্মণগণ, এবং রথ ও শরের সহিত ক্ষত্রিয়জাতীয়গণ।

৩। তাঁহার স্ফ্য গ্রহণ করিবার কারণ এই যে, ইন্দ্র যেমন বৃত্রের প্রতি বজ্র উদ্যত করিয়াছিলেন, তিনিও সেইরূপ বিদ্বেষশীল পাপ শত্রুর প্রতি তাহা দ্বারা বজ্র উদ্যত করেন; তিনি সেই জন্যই স্ফ্য গ্রহণ করিয়া থাকেন।[১]

৪। তিনি তাহা (এই মন্ত্রে) গ্রহণ করেন—"দেব সবিতার প্রেরণায় অশ্বিদ্বয়ের বাহুযুগলের দ্বারা ও পূষার হস্তদ্বয়ের দ্বারা দেবগণের জন্য অধ্বর-কারীকে গ্রহণ করিতেছি!"[২] সবিতা দেবগণের প্রেরয়িতা বলিয়া তিনি সবিতা দ্বারাই প্রেরিত হইয়া ইহা গ্রহণ করেন। "অশ্বিদ্বয়ের বাহুযুগলের দ্বারা"—(ইহার তাৎপর্য্য এই যে), অশ্বিদ্বয় (দেবগণের) অধ্বর্য্যু বলিয়া তিনি তাঁহাদেরই বাহুযুগলের দ্বারা গ্রহণ করেন, নিজের বাহুযুগলের দ্বারা নহে; "পূষার হস্তদ্বয়ের দ্বারা"—(ইহার তাৎপর্য্য এই যে), পূষা দেবগণকে ভাগ প্রদান করেন বলিয়া তিনি তাঁহারই হস্তদ্বয়ের দ্বারা গ্রহণ করেন, নিজের হস্তদ্বয় দ্বারা নহে।[৩] (আরও), ইহা (স্ফ্য) বজ্র বলিয়া মনুষ্য

১। স্ফ্য-এর আকার খড়্গের ন্যায় (কা. শ্রৌ. ১, ৩. ৩৩, ৩৯) বলিয়া এখানে ঐরূপ বলা হইয়াছে। দ্রঃ—১. ১. ২. ৮।

২। বা. স. ১. ২৪. ১।

৩। দ্রঃ—১. ১. ২. ১৭।

ইহার ধারণকারী হইতে পারে না ; এই জন্য তিনি দেবতাগণের দ্বারাই তাহা গ্রহণ করেন।

৫। "দেবগণের জন্য অধ্বরকারীকে"—(ইহার তাৎপর্য্য এই যে),—অধ্বর (শব্দে) যজ্ঞ, অতএব "দেবগণের জন্য যজ্ঞকারীকে"—ইহাই তিনি ঐ বাক্য দ্বারা বলেন। তিনি তাহা বাম হস্তে ধারণ করিয়া ও দক্ষিণ হস্তে স্পর্শ করিয়া জপ করেন ; তাঁহার জপ করিবার কারণ এই যে, তাহাতে তিনি ইহাকে (স্ফ্যকে) তীক্ষ্ণ করিয়া তোলেন।

৬। তিনি (এই মন্ত্র) জপ করেন—"তুমি ইন্দ্রের দক্ষিণ বাহু!" ইন্দ্রের দক্ষিণ বাহুই বীর্য্যবত্তম বলিয়া তিনি বলেন—"তুমি ইন্দ্রের দক্ষিণ বাহু!"—"সহস্রকোণবিশিষ্ট ও শততেজাযুক্ত।"[৪] ইন্দ্র বৃত্রের প্রতি যাহাকে প্রহার করিয়াছিলেন, সেই বজ্র সহস্রকোণবিশিষ্ট ও শততেজোযুক্ত ছিল ; তিনি (এই মন্ত্র জপের দ্বারা) ইহাকে (স্ফ্যকে) তাহাই (সেই বজ্রই) করিয়া ফেলেন।

৭। তিনি বলেন—"তুমি তীব্রতেজোযুক্ত বাহু!" এই যাহা (বায়ু) প্রবাহিত হইতেছে, ইহাই সমস্ত তেজের শ্রেষ্ঠ তেজ ; কেননা ইহাই সমস্ত লোকে তির্য্যক্ ভাবে প্রবাহিত হইয়া থাকে। তিনি ইহাতে (এই মন্ত্র জপের দ্বারা) ইহাকে (স্ফ্যকে) তীক্ষ্ণই করেন। তিনি যদি কাহারও অভিচার না করেন, তবে,—"(তুমি) শত্রুর বধকারী"—ইহা বলিবেন ; আর যদি অভিচার করেন, তবে, ("শত্রুর বধকারী" স্থানে)—"অমুকের (শত্রুর নাম) বধকারী"—ইহাই বলিবেন। 'পাছে এই তীক্ষ্ণীকৃত বজ্রের দ্বারা নিজেকে ও পৃথিবীকে হিংসা করিয়া ফেলি'—এই মনে করিয়া তিনি তীক্ষ্ণীকৃত তাহা (স্ফ্য) দ্বারা নিজেকে ও পৃথিবীকে স্পর্শ করেন না। অতএব (তাহা দ্বারা) নিজেকে ও পৃথিবীকে স্পর্শ করিবে না।

৮। দেবগণ ও অসুরগণ উভয়েই প্রজাপতির পুত্র। তাঁহারা (পরস্পর) স্পর্দ্ধা করিয়াছিলেন। দেবগণ যখন অসুরগণকে জয় করেন, তখনই অসুরগণ তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া পুনর্ব্বার উত্থিত হন।

৪। বাঁ. স. ১, ২৪. ২।

৯। সেই দেবগণ (নিজের মধ্যে) বলিয়াছিলেন—'অসুরগণকে আমরা জয় করিতেছি, কিন্তু তাহারা তাহার পরেই আমাদিগকে লক্ষ্য করিয়া পুনর্ব্বার উত্থিত হয়। আমরা কি প্রকারে ইহাদিগকে সেইরূপ ভাবে জয় করিতে পারি, যাহাতে আর আমাদিগকে জয় করিতে না হয়।'

১০। (তখন) অগ্নি বলিয়াছিলেন—'তাহারা আমাদের নিকট হইতে উত্তর মুখে পলায়ন করিয়া মুক্ত হইতেছে।' তাঁহারা ইঁহাদের নিকট হইতে উত্তরমুখে পলায়ন করিয়া মুক্ত হইতেন।

১১। সেই অগ্নি বলিয়াছিলেন—'আমি উত্তর দিকে ঘুরিয়া যাইব, আর তোমরা এই স্থান হইতে[৫] তাহাদিগকে উপসংরুদ্ধ করিবে। সংরুদ্ধ করিবার পর আমরা তাহাদিগকে এই (তিন) লোকসমূহ হইতে নিক্ষিপ্ত করিয়া ফেলিব, এবং এই লোকসমূহ অতিক্রম করিয়া যে চতুর্থ (লোক আছে, তাহা হইতেও ইহাদিগকে নিক্ষিপ্ত করিব),[৬] তাহা হইলে আর তাহারা সমুত্থিত হইবে না।'

১২। অগ্নি উত্তর দিকে ঘুরিয়া গেলেন, এবং ইঁহারাও এস্থান হইতে তাঁহাদিগকে উপসংরুদ্ধ করিলেন। সংরুদ্ধ করিয়া তাঁহারা তাঁহাদিগকে এই সমস্ত (তিন) লোক হইতে নিক্ষিপ্ত করিলেন; এবং এই সমস্ত লোককে অতিক্রম করিয়া যে চতুর্থ (লোক আছে, তাহা হইতেও তাঁহাদিগকে নিক্ষিপ্ত করিয়া দিলেন)। তাহার পর আর তাঁহারা সমুত্থিত হইতে পারেন নাই। অতএব স্ত স্ব য জু র (তন্নামক বক্ষ্যমাণ কার্য্যটির) কারণ ইহাই (অর্থাৎ অসুরগণের অপসারণ)।

১৩। ঐ যে আগ্নীধ্র অগ্নির উত্তর দিকে ঘুরিয়া যান, তিনি মূলত এই (অসুর-নিরসনকারী) অগ্নিই। অধ্বর্য্যুই তাঁহাদিগকে (অসুরগণকে) এই স্থান হইতে উপসংরুদ্ধ করেন, এবং সংরুদ্ধ করিয়া এই সমস্ত (তিন) লোক হইতে নিক্ষিপ্ত করেন; এই সমস্ত লোক অতিক্রম করিয়া যে চতুর্থ (লোক আছে,

---

৫। অর্থাৎ বেদি হইতে—সায়ণ।

৬। এস্থানে এরূপ ব্যাখ্যাও হইতে পারে—'তাহা হইলে এই সমস্ত লোক অতিক্রম করিয়া যে চতুর্থ লোক আছে, তাহাতে আর তাহারা গমন করিতে পারিবে না।' পর্ব্বোক্ত অনুবাদ সায়ণ মতে। পরবর্ত্তী কণ্ডিকাতেও এইরূপ অর্থ বুঝিতে হইবে।

তিনি তাহা হইতেও তাঁহাদিগকে নিক্ষিপ্ত করেন)। তাহার পর আর তাঁহারা সমুত্থিত হইতে পারেন নাই। সেজন্য এখনও অসুরগণ সমুত্থিত হন না ; দেবগণ তাঁহাদিগকে যেরূপে বাধা প্রদান করিয়াছিলেন, যজ্ঞে ব্রাহ্মণেরা তাঁহাদিগকে এখন সেইরূপে বাধা প্রদান করিয়া থাকেন।

১৪। যে ব্যক্তি যজমানের প্রতি অরাতির ন্যায় আচরণ করে, অথবা যে ব্যক্তি তাঁহাকে দ্বেষ করে, তিনি তাহাকেই এই সমস্ত (তিন) লোক হইতে নিক্ষিপ্ত করেন, এবং সমস্ত লোককে অতিক্রম করিয়া যে চতুর্থ লোক আছে, তাহা হইতেও তাহাকে নিক্ষিপ্ত করেন)। তিনি (অধ্বর্যু) এই সমস্ত লোক হইতে, এবং এই সমস্ত লোককে অতিক্রম করিয়া যে চতুর্থ লোক আছে, তাহা হইতে তাহাকে নিক্ষিপ্ত করিয়া ইহা (এই পৃথিবী) হইতেই সমস্ত (স্তম্ব-যজুকে) লইয়া যান, কেননা সমস্ত লোকই ইহাতে (পৃথিবীতে) প্রতিষ্ঠিত। তিনি যদি 'অন্তরিক্ষ লইয়া যাইতেছি ! দ্যুলোক লইয়া যাইতেছি !' বলিয়া লইয়া যান, তবে কি লইয়া যাইবেন ! তজ্জন্য ইহা (পৃথিবী) হইতেই লইয়া যান।

১৫। অনন্তর তিনি মধ্যে[৮] তৃণ স্থাপন করিয়া প্রহার করেন, কেননা, তিনি মনে করেন—'পাছে এই অতিতীক্ষ্ণ বজ্রের দ্বারা পৃথিবীকে হিংসা করিয়া ফেলিব ;' তজ্জন্য তিনি মধ্যে তৃণ স্থাপন করিয়া প্রহার করেন।

১৬। তিনি এই মন্ত্রে প্রহার করেন—"হে দেবগণের যাগের আধারভূতা পৃথিবী, আমি তোমার ওষধির মূলকে হিংসা করিব না !"[৯] তিনি (স্ফ্য

৭। স্ত ম্ব য জুঃ, অথবা স্ত ম্ব য জু র্হ র ণ,—একটি যজুর্মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া যে দর্ভ বা কুশ-মুষ্টিকে লইয়া যাওয়া হয়। "যজুর্মন্ত্রকো দর্ভঃ স্তম্বযজুঃ, তচ্চ স্তম্বরূপং স্ফ্যেন ভিত্ত্বা উৎকরদেশে হরেৎ"—তৈ. ব্রা. ৩. ২. ৯ সায়ণ ভাষ্য ; 'যজুষা মন্ত্রেণ হরণীয়ঃ পাংশুসহিতঃ স্তম্বঃ স্তম্বযজুঃ, তস্য হরণং'—তৈ স. ২. ৬. ৪ সায়ণভাষ্য ; "বেদিস্থানাৎ সতৃণস্য পাংশোর্মন্ত্রেণান্যত্র হরণম্"—ঐ।

৮। অর্থাৎ বেদি ও স্ফ্য-এর মধ্যস্থলে তৃণ রাখিয়া ঐ স্ফ্যদ্বারা সেই স্থানে বেদিতে প্রহার করিতে হইবে। দ্রঃ—কা. শ্রৌ. ২. ৬. ১৫ ; যাজ্ঞিকদেবের পদ্ধতি। কেহ কেহ বলেন—ঐ তৃণের নীচে, ভূমিতে প্রহার করিতে হয় ; কেহ কেহ বলেন—তৃণের উপরেই প্রহার করিতে হইবে। ঐ তৃণকে "পৃথিব্যৈ বর্মাসি" এই মন্ত্রের দ্বারা বেদির উত্তরদিকে অগ্রভাগ করিয়া পাতিতে হয়।

৯। বা. স. ১. ২৫. ১।

দ্বারা উৎখাত পু রী ষ অর্থাৎ মৃত্তিকা) গ্রহণ করিবার জন্য ইহাকে (পৃথিবীকে) এরূপ (প্রহার) করেন যে, (ওষধিসমূহের) 'মূলসমূহ ইহার উপরিস্থিত হইয়া যায় ;' তিনি তজ্জন্যই বলেন—"আমি তোমার ওষধিসমূহের মূল হিংসা করিব না !"—"তুমি গোসমূহের আবাসস্থান ব্রজে গমন কর !"[১০] —তিনি (এই মন্ত্রে ঐ মৃত্তিকাকে) নিক্ষেপ করিতে উদ্যত হইয়া ইহাকে এরূপ করেন যে, ইহা আর অপগত হইতে না পারে, কেননা, যাহা ব্রজের মধ্যে থাকে, তাহা অপগত হয় না ; এবং তিনি তজ্জন্যই বলেন—"তুমি গোসমূহের আবাসস্থান ব্রজে গমন কর !"—"দ্যুলোক তোমার জন্য বর্ষণ করুক !"[১১] তাঁহারা যেস্থানে খনন করিয়া ইহার (পৃথিবী) প্রতি ক্রূর কর্ম্ম করিয়াছেন ও ইহাকে অপহত করিয়াছেন, জল শান্তিস্বরূপ বলিয়া তাঁহারা সেই শান্তিস্বরূপ জলের দ্বারা তাহার সেই স্থানকেই শান্ত করেন, এবং জলেরা দ্বারা তাহা সম্মিলিত করিয়া দেন ; এবং তিনি সেই জন্যই বলেন—"দ্যুলোক তোমার জন্য বর্ষণ করুক !"—"হে দেব সবিতঃ, (তাহাকে) পৃথিবীর অন্তদেশে বন্ধন কর !"[১২] —(এই বলিয়া তিনি ঐ উৎখাত মৃত্তিকাকে আবর্জ্জনার মধ্যে ফেলিয়া দেন) ; এবং ইহার দ্বারা দেব সবিতাকেই বলেন—'(ইহাকে) অন্ধতমসের মধ্যে বন্ধন কর !' তিনি যে বলেন—"পৃথিবীর অন্তদেশে" ও "শতসংখ্যক পাশের দ্বারা (তাহাকে বন্ধন কর)[১৩]," তাহা (তাহাকে) মুক্তি না দিবার জন্য বলেন। তিনি যদি অভিচার না করেন, তবে বলেন—"যে আমাদিগকে দ্বেষ করে, অথবা আমরা যাহাকে দ্বেষ করি, তাহাকে ইহা হইতে মুক্ত করিও না !"[১৪] আর যদি অভিচার করেন, তবে, 'অমুককে (শত্রুর নাম উল্লেখ করিয়া) ইহা হইতে মুক্ত করিও না'—ইহাই বলিবেন।

১৭। অনন্তর তিনি (স্ফ্য) দ্বারা এই মন্ত্রে) দ্বিতীয় বার প্রহার করেন—"দেবগণের যাগের আধারস্বরূপ পৃথিবী হইতে অ র রু কে (তাড়িত

১০। বা. স. ১. ২৫ ২।

১১। বা. স. ১. ২৫. ৩।

১২। বা স ১. ২৫ ৪।

১৩। বা. স. ১. ২৫. ৫।

১৪। বা. স ১ ২৫ ৬।

করিব !"[১৫] অ র রু নামে এক অসুর-রক্ষঃ ছিল, দেবগণ তাহাকে ইহা (পৃথিবী) হইতে তাড়িত করিয়াছিলেন; ইনিও (অধ্বর্য্যু) সেইরূপ ইহার (মন্ত্রের) দ্বারা তাহাকে এস্থান (পৃথিবী) হইতে তাড়িত করেন। (তিনি প্রহার করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় বলেন)—"তুমি গোসমূহের আবাসস্থান ব্রজে গমন কর! দ্যুলোক তোমার জন্য বর্ষণ করুক! হে দেব সবিতা, পৃথিবীর অন্তদেশে শতসংখ্যক পাশের দ্বারা তাহাকে বন্ধন কর! যে আমাদিগকে দ্বেষ করে, অথবা যাহাকে আমরা দ্বেষ করি, তাহাকে ইহা হইতে মুক্ত করিও না!"[১৬]

১৮। আগ্নীধ্র (স্ফ্য দ্বারা উৎখাত মৃত্তিকাকে এই মন্ত্রে) নিক্ষেপ করেন[১৭]—"অ র রু, তুমি দ্যুলোকে গমন করিও না!"[১৮] যখন দেবগণ অসুর-রক্ষঃ অ র রু কে তাড়িত করিয়াছিলেন, তখন সে দ্যুলোকে গমন করিবার ইচ্ছা করিয়াছিল, এবং অগ্নি তাহাকে (এই বলিয়া) নীচে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন—"হে অ র রু, তুমি দ্যুলোক গমন করিও না!" এবং সে (ইহাতে) দ্যুলোক গমন করে নাই। সেইরূপই ইহার দ্বারা অধ্বর্য্যু ইহাকে (অররুকে) এই লোক হইতে, এবং আগ্নীধ্র দ্যুলোক হইতে বহিষ্কৃত করেন। তিনি (আগ্নীধ্র) সেইজন্য এইরূপ করিয়া থাকেন।

১৯। অনন্তর তিনি (এই মন্ত্রে) তৃতীয়বার প্রহার করেন—"তোমার দ্র প্স যেন দ্যুলোকে না যায়!"[১৯] ইহার (পৃথিবীর) যে রসকে আশ্রয় করিয়া সমস্ত লোক জীবিত থাকে, তাহাই ইহার দ্র প্স। তিনি ইহার (মন্ত্রের) দ্বারা এই বলেন যে,—'হে পৃথিবী, তোমার যেন ইহা (রস) দ্যুলোকে না যায়!'

১৫। বা স. ১. ২৬. ১।

১৬। বা. স. ১. ২৬।

১৭। ইহার সংস্কৃত "অভিনিদধাতি"; সায়ণ অর্থ করিয়াছেন—'উপরি হস্তনিধানেন অধস্তাৎ ক্ষিপতীত্যর্থঃ;' অর্থাৎ ঐ উৎখাত মৃত্তিকার উপর হাত রাখিয়া উ ৎ ক র অর্থাৎ আবর্জ্জনা-রাশির নীচে (ঢালিয়া) নিক্ষিপ্ত করিবে। কা. শ্রৌ. সূত্রে "অভিনিদধাতি" পদের অনুসরণ করিয়া "অভিন্যস্যতি" লিখিত হইয়াছে (২. ৬. ২২); ইহার ব্যাখ্যাকার বলেন—হস্তের দ্বারা ঐ উৎকর বা মৃত্তিকা আচ্ছাদন করিতে হইবে, এবং ঐরূপে নীচে নিক্ষেপ করিতে হইবে। সায়ণাচার্য্য "অভিনিধাস্তন্ (১.২. ২, ১৬) পদের অর্থ করিয়াছেন "অভিতো নিক্ষেপস্তন্।"

১৮। বা. স. ১. ২৬. ২।

১৯। বা. স. ১. ২৬. ৩।

(তিনি প্রহার করিয়া পূর্ব্ববৎ বলেন;—) "তুমি গোসমূহের আবাসস্থল ব্রজে গমন কর! দ্যুলোক তোমার জন্য বর্ষণ করুক! হে দেব সবিতা, পৃথিবীর অন্তদেশে শতসংখ্যাক পাশের দ্বারা বন্ধন কর। যে আমাদিগকে দ্বেষ করে, অথবা আমরা যাহাকে দ্বেষ করি, তাহাকে ইহা হইতে মুক্ত করিও না!"

২০ তিনি (উৎখাত মৃত্তিকাকে) তিনবার যজুর্মন্ত্র দ্বারা লইয়া যান, কেননা, এই তিনটি লোকই আছে। তিনি ইহার দ্বারা এই সমস্ত লোক হইতেই ইহাকে (অররুকে) নীচে নিক্ষিপ্ত করেন। এই লোকসমূহ প্রত্যক্ষ এবং যজুর্মন্ত্রও প্রত্যক্ষ; তজ্জন্য তিনি যজুর্মন্ত্র দ্বারা তাহা তিনবার লইয়া যান।

২১। তিনি মৌনাবলম্বনে চতুর্থবার (তাহা লইয়া যান); এই সমস্ত লোক অতিক্রম করিয়া চতুর্থ (লোক) আছে বা নাই; তাহা আশ্রয় করিয়া যে দ্বেষ করে, তিনি সেই শত্রুকে ইহার দ্বারা (চতুর্থবার মৃত্তিকা বহনের দ্বারা) তাড়িত করেন। এই সমস্ত লোককে অতিক্রম করিয়া চতুর্থ (লোক) আছে কি না তাহা অপ্রত্যক্ষ, এবং মৌনাবলম্বনও অপ্রত্যক্ষ; তজ্জন্য তিনি মৌনাবলম্বনে চতুর্থবার লইয়া যান।

তৃতীয় ব্রাহ্মণ।

[১—৪ দেব ও অসুরগণের পরস্পর স্পর্দ্ধা, দেবগণের অবনতি, অসুরগণের ভুবন-অধিকার, যজ্ঞরূপ বিষ্ণুকে অগ্রে করিয়া দেবগণের অসুরগণের নিকটে ভুবনের অংশ-প্রার্থনা, অসুরগণের বিষ্ণুর শয়নোপযুক্ত স্থান প্রদান করিবার প্রস্তাব;—৫ বিষ্ণু বামনরূপ হইলেও দেবগণের সেই প্রস্তাবকে বহু বলিয়া স্বীকার করা;—৬ দেবগণ-কর্তৃক বিষ্ণুকে পূর্ব্বমুখে ফেলিয়া ছন্দঃসমূহের দ্বারা বেষ্টন করা;—৭ যজ্ঞরূপ বিষ্ণুর তাদৃশ পরিগ্রহে অর্চ্চনা দ্বারা দেবগণের সমস্ত পৃথিবী লাভ, যজ্ঞস্থানের বেদি-নাম হইবার কারণ;—৮ বিষ্ণুর অদৃশ্যতা;—৯ দেবগণ কর্তৃক বিষ্ণুর অন্বেষণ ও তিন আঙ্গুল ভূমির নীচে তাঁহার প্রাপ্তি, তদনুসারে বেদি তিন আঙ্গুল গভীর করিবার নিয়ম:—১০ উক্ত নিয়মের নিষেধ, বেদি-শব্দের অর্থনির্বচন;—১১ তত্তন্মন্ত্রে বেদির উত্তর-পরিগ্রহ;—১২ পূর্ব্ব-পরিগ্রহ তিন ও উত্তর-পরিগ্রহ তিন—এই ছয়বার পরিগ্রহ করিবার যুক্তি;—১৩ পূর্ব্ব ও উত্তর উভয় পরিগ্রহে মোট দ্বাদশ ব্যাহৃতি প্রয়োগ করিবার যুক্তি;—১৪ বেদির পরিমাণ সম্বন্ধে মতামত;—১৫ আহবনীয় অগ্নির উভয় পার্শ্বে বেদির অংসকে উন্নীত করা;—১৬ পূর্ব্ব, পশ্চিম ও মধ্যভাগে বেদির আকার;—১৭ বেদি পূর্ব্ব বা উত্তর দিকে নিম্ন হওয়া দরকার,

দক্ষিণ দিকে নিম্ন হইলে তাহা দোষাবহ ;—১৮ বেদিকে সমান করা, প্রসঙ্গত আখ্যায়িকায় চন্দ্রের কলঙ্ক-ব্যাখ্যা ;—১৯ প্রতিমার্জ্জনের মন্ত্র ও ব্যাখ্যা ;—২০ প্রোক্ষণীজলের স্থাপন ও তৎসময়ে স্ফ্যকে তুলিয়া ধরিবার পক্ষে যুক্তি ;—২১ প্রোক্ষণীজল ও কাষ্ঠপ্রভৃতি স্থাপনের জন্য অধ্বর্য্যুর আগ্নীধ্রকে প্রেরণ ;—২২ উদ্ধৃত স্ফ্যকে উত্তরাগ্র করিয়া নিক্ষেপ এবং অভিচার করিলে তাহার মন্ত্র ;—২৩ পাণিদ্বয়ের প্রক্ষালন ও তাহার যুক্তি ;—২৪ যাগের পূর্ব্বে পক্ব হবিকে ও বহিস্তরণের পূর্ব্বে বেদিকে স্পর্শ করা নিষেধ—এতদ্বিষয়ক আখ্যায়িকা, যাগে মনুষ্যগণের অশ্রদ্ধা, দেবগণের যাগবন্ধ —২৫ দেবগণকর্তৃক প্রেরিত বৃহস্পতির মনুষ্যদের নিকটে তাহার কারণ জিজ্ঞাসা ;—২৬ বৃহস্পতিকর্তৃক তাহার প্রতীকার-নির্দ্দেশ ও পূর্ব্বোক্ত বিধির সমর্থন।]

১। দেবগণ ও অসুরগণ উভয়েই প্রজাপতির অপত্য। তাঁহারা (পরস্পর) স্পর্দ্ধা করিয়াছিলেন, এবং দেবগণ তাহাতে অবনতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অনন্তর অসুরগণ মনে করিল—'এই ভুবন আমাদেরই।'

২। তাহারা বলিয়াছিল—'অহো! আমরা এই পৃথিবীকে বিভাগ করিয়া তাহা দ্বারা আমরা বাঁচিয়া থাকিব!' এই বলিয়া তাহারা বৃষচর্ম্মের দ্বারা পশ্চিম দিক্ হইতে পূর্ব্বদিকে বিভাগ করিতে করিতে গমন করিয়াছিল।

৩। দেবগণ তাহা শুনিতে পাইলেন যে, অসুরগণ এই পৃথিবীকে বিভাগ করিতেছে। (এই শুনিয়া) তাঁহারা বলিলেন—'চল, আমরা সেই স্থানে যাইব,—যেখানে অসুরগণ ইহাকে (পৃথিবীকে) বিভাগ করিতেছে। আমরা যদি ইহাকে ভোগ না করি, তবে আমরা কি?' এইরূপে তাঁহারা যজ্ঞরূপ বিষ্ণুকে অগ্রে করিয়া গমন করিলেন।

৪। তাঁহারা (যাইয়া) বলিলেন—'এই পৃথিবীতে আমাদিগকে ভাগ প্রদান কর, আমাদেরও ইহাতে ভাগ থাকুক!' সেই অসুরগণ যেন অসূয়া করিয়া বলিল—'এই বিষ্ণু যে পরিমাণ স্থান ব্যাপ্ত করিয়া শয়ন করিবেন, তৎপরিমাণ তোমাদিগকে দিব।'

৫। বিষ্ণু বামন ছিলেন;[১] কিন্তু তাহা হইলেও দেবগণ (অসুরগণের বাক্যে) অনাদর করেন নাই। তাঁহারা ভাবিলেন—'ইহারা যে আমাদিগকে যজ্ঞপরিমিত স্থান দিয়াছে, তাহা অনেক দিয়াছে।'

১। দ্রষ্টব্য :—তৈ. ব্রা. ৩.২.৯.৭।

৬। তাঁহারা বিষ্ণুকে পূর্ব্বমুখে ফেলিয়া ছন্দঃসমূহের দ্বারা সমস্ত (তিন) দিকে তাঁহাকে (এই বলিয়া) পরিগ্রহ (বেষ্টন) করিলেন[২]—দক্ষিণ দিকে "গায়ত্রী ছন্দের দ্বারা তোমাকে পরিগ্রহ করিতেছি !" পশ্চিম দিকে—"ত্রিষ্টুভ্ ছন্দের দ্বারা তোমাকে পরিগ্রহ করিতেছি !" উত্তর দিকে—"জগতী ছন্দের দ্বারা তোমাকে পরিগ্রহ করিতেছি !"[৩]

৭। তাঁহারা তাঁহাকে সমস্ত (তিন) দিকে পরিগ্রহ করিয়া ও পূর্ব্বদিকে (আহবনীয় নামক) অগ্নিকে স্থাপন করিয়া তাহা দ্বারা অর্চ্চনা করিতে আরম্ভ করেন, ও তাহাতে শ্রান্ত হইয়া বিচরণ করিতে থাকেন। তাঁহারা তাহা দ্বারা এই সমস্ত পৃথিবীকে লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহারা ইহা দ্বারা সমস্ত (পৃথিবীকে) লাভ করিয়াছিলেন ('সমবিন্দত', √বিদ্) বলিয়া তাহার (যজ্ঞস্থানরূপ পৃথিবীর) নাম বেদি।[৪] এই জন্যই উক্ত হইয়া থাকে, বেদি যে পরিমাণ পৃথিবী সেই পরিমাণ; কেননা, তাঁহারা ইহার (বেদির) দ্বারা এই সমস্ত (পৃথিবীকে) লাভ করিয়াছিলেন। যিনি ইহা এই প্রকার জানেন, তিনি এইরূপেই শত্রুগণের এই সমস্ত (পৃথিবীকে) অপহরণ করিয়া লন, এবং তাহাদিগকে ইহার ভাগে বঞ্চিত করেন।[৫]

৮। এই সেই বিষ্ণু গ্লানি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; কেননা, তিনি সমস্ত (তিন) দিকে ছন্দঃসমূহের দ্বারা পরিগৃহীত হইয়াছিলেন, এবং পূর্ব্বদিকে অগ্নি

২। যজ্ঞের বেদি কি পরিমাণে হইবে তাহা নিরূপণ করিয়া বলার জন্যই দক্ষিণ, পশ্চিম ও উত্তর দিকে পূর্ব্বে তিনটি, ও পরে আর তিনটি রেখা স্ফ্য দ্বারা অঙ্কিত করিতে হয়। বেদি খনন করিবার পূর্ব্বে যে তিনটি রেখা বেদিস্থানে অঙ্কিত করা হয়, তাহাকে পূর্ব্ব পরিগ্রহ বলা হয়; এবং পরে যে রেখাত্রয় অঙ্কিত হয় তাহাকে উত্তর পরিগ্রহ বলা হইয়া থাকে (১ ২.৩. ১১)। এই বেদি পরিগ্রহ করিবার পূর্ব্বে অধ্বর্য্যু ব্রহ্মার নিকটে জিজ্ঞাসা করেন—হে ব্রহ্মন্, বেদি পরিগ্রহ করিব কি ?' ব্রহ্মা 'হাঁ পরিগ্রহ করুন,' এই বলিয়া অনুমতি প্রদান করিলে অধ্বর্য্যু পূর্ব্বে রেখা অঙ্কিত করিয়া বেদি পরিগ্রহ করিয়া থাকেন। কা. শ্রৌ. ২. ৬. ২৫-২৬।

৩। বা. স. ১. ২৭ ।

৪। এস্থানে ধাত্বর্থ লইয়া যজ্ঞস্থানের নাম বেদি বলা হইয়াছে, "বিদ্যতে লভ্যতে অনেনেতি যজ্ঞস্থানস্য বেদিনামধেয়ং নির্ব্বক্তীতি"—সায়ণ।

ছিল, পলায়ন (করিবার উপায়) ছিল না ; তিনি সেই স্থানেই ওষধিসমূহের মূলে উপস্থিত হইয়া অদৃশ্য হইয়া পড়িলেন।

৯। সেই দেবগণ বলিয়াছিলেন—'বিষ্ণু কোথায় রহিয়াছেন ? যজ্ঞ কোথায় রহিয়াছে ?' তাঁহারা বলিলেন—'তিনি সমস্ত (তিন) দিকে ছন্দঃসমূহের দ্বারা পরিগৃহীত হইয়াছেন, অগ্নি পূর্ব্বদিকে রহিয়াছে, পলায়ন (করিবার উপায়) নাই, অতএব তিনি এইখানেই আছেন, অন্বেষণ কর !' অনন্তর তাঁহারা (ভূমি) খনন করিয়া তাঁহাকে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন, এবং তিন অঙ্গুলি নীচে তাঁহাকে পাইলেন। এই জন্য বেদি তিন অঙ্গুলি (গভীর) হইবে ; এবং সেই জন্যই পাঞ্চি[৫] সোমযাগের বেদিকে তিন অঙ্গুলি (গভীর) করিয়াছিলেন।

১০। কিন্তু তাহা সেরূপ করিবে না। তিনি (বিষ্ণু) ওষধিসমূহের মূলে অন্তর্হিত হইয়াছিলেন, তজ্জন্য (অধ্বর্য্যু আগ্নীধ্রকে) ওষধিসমূহের মূলগুলি উচ্ছেদ করিবার জন্য বলিবেন।[৬] তাঁহারা এখানে বিষ্ণুকে পাইয়াছিলেন বলিয়া ইহার নাম বেদি।

১১। তাঁহারা তাঁহাকে (যজ্ঞবেদিরূপ বিষ্ণুকে) লাভ করিয়া উত্তর পরিগ্রহের[৭] দ্বারা (এই মন্ত্রে) পরিগ্রহ (বেষ্টন) করিলেন—দক্ষিণদিকে—"তুমি উত্তম ভূমি ও শিবা !" কেননা, তাঁহারা এই পৃথিবীকেই লাভ করিয়া ইহার দ্বারা ইহাকে উত্তম ভূমি ও শিবা করিয়াছিলেন ; পশ্চিম দিকে—"তুমি সুখরূপা ও সম্যক্ উপবেশনযোগ্যা !" কেননা, তাঁহারা এই পৃথিবীকে লাভ করিয়া ইহার দ্বারা ইহাকে সুখরূপা ও সম্যক্ উপবেশনযোগ্যা করিয়াছিলেন ; উত্তরদিকে—"তুমি প্রচুর (অন্ন-) রসযুক্তা ও প্রচুরপয়োযুক্তা !"[৮] কেননা, তাঁহারা এই

৫। অন্যত্র (২. ১. ৪. ২৭) মাধুকি ও আসুরির সহিত ইহার নাম উল্লিখিত হইয়াছে।

৬। ভূমির নীচে মূল যতদূর গিয়া থাকে, ততদূর পর্য্যন্ত খনন করিতে হইবে—সায়ণ।

৭। এই কণ্ডিকার ২ সংখ্যক টীকা দ্রষ্টব্য।

৮। বা. স. ১. ২৭. ৪-৬ ; 'প্রচুররসযুক্তা' ইহার মূল "উর্জ্জস্বতী," সায়ণ বলেন—এখানে উর্জ্জস্-শব্দের অর্থ বলকর রস ; মহীধর বলেন—অন্ন ; 'প্রচুরপয়োযুক্তা' ইহার মূল "পয়স্বতী." মহীধর বলেন—পয়স্-শব্দের অর্থ এখানে পয়োবিকার দধি প্রভৃতি।

পৃথিবীকে লাভ করিয়া ইহার দ্বারা ইহাকে প্রচুররসযুক্তা ও আশ্রয়ণীয়া করিয়াছিলেন।

১২। তিনি তিনবার পূর্ব্ব-পরিগ্রহকে, এবং তিনবার উত্তর-পরিগ্রহকে বেষ্টন করেন; অতএব তাহা তিনি ছয়বার (করিয়া থাকেন); কেননা, সংবৎসরের ছয় ঋতু, এবং সংবৎসর যজ্ঞ ও প্রজাপতি-স্বরূপ; অতএব সেই যজ্ঞের যে পরিমাণ ও মাত্রা হয়, তিনি তাহাকে সেই পরিমাণেই বেষ্টন করেন।

১৩। তিনি ছয়টি ব্যাহৃতি (মন্ত্রাবয়ব)[৯] দ্বারা পূর্ব্ব-পরিগ্রহকে এবং ছয়টি ব্যাহৃতির দ্বারা উত্তর-পরিগ্রহকে বেষ্টন করেন; অতএব তাহা তিনি দ্বাদশ বার করিয়া থাকেন; কেননা, সংবৎসরের দ্বাদশ মাস, এবং সংবৎসর যজ্ঞ ও প্রজাপতি-স্বরূপ; অতএব সেই যজ্ঞের যে পরিমাণ ও যে মাত্রা হয়, তিনি সেই পরিমাণেই ইহাকে বেষ্টন করেন।

১৪। উক্ত হইয়া থাকে যে,—(বেদি বিস্তারে)[১০] পশ্চিম ভাগে এক ব্যাম-প্রমাণ[১১] হইবে, কেননা, লোক এই পরিমাণই হইয়া থাকে এবং (বেদি) লোকের পরিমিত হয়; ইহা পূর্ব্বভাগে তিন অরত্নি-প্রমাণ হইবে, কেননা, যজ্ঞ অবয়বত্রয়-বিশিষ্ট।[১২] কিন্তু এখানে কোন (স্থির নির্দ্দিষ্ট) পরিমাণ নাই; তিনি বেদিকে যে পরিমাণ উপযুক্ত মনে করেন, সেই পরিমাণ করিবেন।

৯। পূর্ব্ব-পরিগ্রহে "গায়ত্রেণ ত্বা..., ত্রৈষ্টুভেন ত্বা..., জাগতেন ত্বা..." ইত্যাদি তিন; এবং ঐ সকল প্রত্যেক মন্ত্রের অবশিষ্ট "পরিগৃহ্ণামি" অংশ তিন; এই ছয় ব্যাহৃতি। 'উত্তর-পরিগ্রহে সুক্ষ্মা চাসি..."ইত্যাদি ছয়; মোট বারটি ব্যাহৃতি। বা. স. ১. ২৭।

১০। গার্হপত্য ও আহবনীয় অগ্নির মধ্যস্থিত বেদি দৈর্ঘ্যে যজমানের পরিমাণ, বিস্তারে পশ্চাদ্-ভাগে চারি অরত্নি ও পূর্ব্বভাগে তিন অরত্নি প্রমাণ হইয়া থাকে।

১১। দুই হাত উভয়দিকে বিস্তৃত করিলে এক মধ্যমাঙ্গুলির প্রান্ত হইতে অপর মধ্যমাঙ্গুলির প্রান্ত পর্য্যন্ত যে পরিমাণ, তাহার নাম ব্যাম; "ব্যামো বাহ্বোঃ সকরয়োস্তত্রয়োস্তির্য্যগন্তরং।" ইহা চারি অরত্নির প্রমাণ; কনিষ্ঠাঙ্গুলি বিস্তৃত করিয়া মুষ্টি বন্ধন করিলে তাদৃশ প্রকোষ্ঠের নাম অরত্নি; "অরত্নিস্তু নিষ্কনিষ্ঠেন মুষ্টিনা"—অমর; ইহার পরিমাণ ২১ অঙ্গুলি। কোন লোকের দৈর্ঘ্য তাহার এক ব্যাম বা চারি অরত্নির প্রমাণ।

১২। "সবনত্রয়রূপেণ যজ্ঞস্য ত্রিবৃত্বং"—সায়ণ; সবনত্রয় যথা—প্রাতঃসবন, মাধ্যন্দিন-সবন ও সায়ন্তন-সবন।

১৫। তিনি (আহবনীয়) অগ্নির (দক্ষিণ ও উত্তর) উভয় পার্শ্বে (বেদির) অংসদ্বয় উন্নীত করেন। বেদি (স্ত্রীং) স্ত্রী, ও অগ্নি (পুং) যুবা; এবং স্ত্রী যুবাকে আলিঙ্গন করিয়া শয়ন করে; অতএব ইহাতে (অর্থাৎ অংসদ্বয় উন্নীত করায়) উৎপাদক মিথুনই করা হয়। তজ্জন্য তিনি অগ্নির উভয় পার্শ্বে অংসদ্বয়কে উন্নীত করেন।

১৬। তাহা (বেদি) পশ্চিমভাগে বিস্তীর্ণতর, মধ্যে সঙ্কুচিত, আবার পূর্ব্বভাগে বিস্তীর্ণ হইবে; কেননা, এই প্রকার স্ত্রীকেই (লোকেরা) প্রশংসা করিয়া থাকে,—যাহার শ্রোণি পৃথু ও অংসদ্বয়ের অন্তর (তদপেক্ষায়) ন্যূন, এবং যাহাকে মধ্যভাগে গ্রহণ করিতে পারা যায়। তিনি ইহাতে ইহাকে (বেদিকে) দেবগণের প্রিয়ই করেন।

১৭। তাহা (বেদি) পূর্ব্ব দিকে নিম্ন হইবে, কেননা, দেবগণের দিক্ পূর্ব্ব; অথবা তাহা উত্তর দিকে নিম্ন হইবে, কেননা, মনুষ্যগণের দিক্ উত্তর।[১৩] তিনি দক্ষিণ দিকে উৎখাত পাংশুকে (পুরীষ) নিক্ষেপ করেন, কেননা, এই দিকই পিতৃগণের।[১৪] তাহা যদি দক্ষিণ-নিম্ন হয়, তাহা হইলে যজমানকে সত্বরে ঐ (দক্ষিণ দিকে অবস্থিত পিতৃগণের) লোকে গমন করিতে হইবে; আর সেই (বিহিত) প্রকারে নির্ম্মিত হইলে যজমান চিরকাল বাঁচিয়া থাকেন; তজ্জন্য তিনি দক্ষিণ দিকে উৎখাত পাংশুকে নিক্ষেপ করেন। তিনি ইহাকে (নব-) পাংশুযুক্ত কবিবেন, কেননা পাংশু পশুস্বরূপ, অতএব তাহার দ্বারা তিনি ইহাকে (বেদিকে) পশুযুক্তই করেন।

১৮। তিনি (আগ্নীধ্র) তাহা প্রতিমার্জ্জন করেন।[১৫] দেবগণ সংগ্রামে

১৩। "দেবমনুষ্যা দিশো ব্যভজন্ত,—প্রাচীং দেবাঃ, দক্ষিণাং পিতরঃ, প্রতীচীং মনুষ্যাঃ, উদীচীং রুদ্রাঃ—" তৈ. স. ৬.১. ১. ১।' "উদীচ্যা মনুষ্যসম্বন্ধঃ শান্তরূপত্বাৎ, অতএবান্যত্রাম্নায়তে 'এষা বৈ দেবমনুষ্যাণাং শান্তা দিক্' (তৈ. ব্রা. ২. ১. ৩. ৫)"—সায়ণ। কাত্যায়ন বিকল্পবিধানই করিয়াছেন। আপস্তম্ব বলেন—বেদি পূর্ব্বনিম্ন, অথবা পূর্ব্বোত্তর-নিম্ন হইবে (আপ. শ্রৌ. ২. ২. ৯)।

১৪। বেদির দক্ষিণ দিককে খনন-জাত মৃত্তিকা দ্বারা উচ্চ করিতে হয়, তাহাই এখানে উক্ত হইতেছে।

১৫। পূর্ব্বে বেদিকে খনন করায় ইহা অসমান হইয়াছিল, এখন তাহাই সমান করা যাইতেছে। এই সমান করাই এখানে প্র তি মা র্জ্জ ন শব্দের তাৎপর্য্যার্থ। কা. শ্রৌ. ২. ৩. ৩২ দ্রষ্টব্য।

সন্নিহিত হইবার জন্য (প্রস্তুত হইয়াছিলেন)। তাঁহারা (সেই সময়ে) বলিয়াছিলেন—'অহো! এই পৃথিবীর যে অবিনশ্বর দেবযজন স্থান আছে, তাহা আমরা চন্দ্রমাতে নিহিত করিব। সেই অসুরেরা যদি আমাদিগকে এখানে জয় করে, তবে সেই স্থানেই আমরা অর্চ্চনা করিয়া শ্রম করিয়া পুনর্ব্বার (তাহাদিগকে) অভিভব করিব।' (অনন্তর) এই পৃথিবীর যে দেবযজন স্থান ছিল, তাহা তাঁহারা চন্দ্রমাতে নিহিত করিলেন; এবং তাহাই এই চন্দ্রমায় কৃষ্ণ (কলঙ্ক); তজ্জন্যই উক্ত হইয়া থাকে—'এই পৃথিবীর দেবযজন স্থান চন্দ্রমায়।' এই দেবযজন স্থানেই ইহার (যজমানের) যাগ করা হয়, এবং তজ্জন্যই তিনি তাহা প্রতিমার্জ্জন করেন।

১৯। তিনি (তাহা এই মন্ত্রে) প্রতিমার্জ্জন করেন—"হে মহান্, ক্রূরের বিচরণের পূর্ব্বে!"[১৬] সংগ্রামই ক্রূর, কেননা, সংগ্রামে ক্রূর (কর্ম্ম) করা হয়—হত লোক ও হত অশ্ব (সেখানে) শুইয়া থাকে; এই সংগ্রামের পূর্ব্বে (তাঁহারা দেবযজন স্থানকে চন্দ্রমায়) নিহিত করিয়াছিলেন, এই জন্য তিনি বলেন—"হে মহান্, ক্রূরের বিচরণের পূর্ব্বে!"—"জীবনদায়িনী পৃথিবীকে উদ্ধৃত করিয়া!" এই পৃথিবীর যাহা জীবন (-স্বরূপ) ছিল, তাহা তাঁহারা উদ্ধৃত করিয়া চন্দ্রমায় নিহিত করিয়াছিলেন, এই জন্য তিনি বলেন—"জীবনদায়িনী পৃথিবীকে উদ্ধৃত করিয়া।"—"তাঁহারা স্বধা দ্বারা যাহা চন্দ্রমায় প্রেরণ করিয়াছিলেন।" তিনি ইহার দ্বারা এই বলেন যে, 'যাহা তাঁহারা মন্ত্র দ্বারা চন্দ্রমায় স্থাপিত করিয়াছিলেন;'—"ধীরগণ তাহা লক্ষ্য করিয়া যাগ করিয়া থাকেন!" তাঁহারা ইহা (দেবযজন স্থান) দ্বারা তাহাকেই (চন্দ্রমায় অবস্থিত পৃথিবীকেই) লক্ষ্য করিয়া যাগ করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি ইহা এই প্রকার জানেন, তাঁহার যাগ এই দেবযজন-স্থানে করা হইয়া থাকে।

২০। অনন্তর তিনি (আগ্নীধ্রকে) বলেন—"(বেদিতে) প্রোক্ষণী (প্রোক্ষণ করিবার জল) স্থাপন করুন।'[১৭] বজ্র (-স্বরূপ) স্ফ্য[১৮] ও ব্রাহ্মণ

১৬। বা. স. ১. ২৮. ১।

১৭। বা. স. ১. ২৮. ২।

১৮। ১. ২. ২. ১; ১. ২. ৩. ২২ দ্রষ্টব্য। এখানে বজ্রশব্দ ব্রাহ্মণ পদেরও সহিত অন্বিত; "ব্রাহ্মণোঽপি বজ্রাত্মকঃ, তদ্বমন্ত্রসামর্থ্যেন রক্ষসাং হন্তৃত্বাৎ"—সায়ণ।

পূর্ব্বে এই যজ্ঞকে অভিরক্ষিত করিয়াছিল, এবং জলও বজ্রই,[১৯] তজ্জন্য অভি-রক্ষার নিমিত্ত তিনি ইহার দ্বারা বজ্রকেই স্থাপন করেন। যখন (বেদি-নিহিত স্ফ্যএর) উপরি-সংলগ্ন স্থানে প্রোক্ষণী-জলকে স্থাপন করা যায়, তখন তিনি স্ফ্যকে তুলিয়া ধারণ করেন, কেননা, যদি স্ফ্য নিহিত থাকিলে তিনি প্রোক্ষণী-জল স্থাপন করেন, তবে বজ্রদ্বয় (প্রোক্ষণী-জল ও স্ফ্য) একত্র সঙ্গত (অর্থাৎ সংঘৃষ্ট) হইতে পারে, কিন্তু সেইরূপ করিলে বজ্রদ্বয় আর সঙ্গত হয় না। তজ্জন্য (স্ফ্যএর) উপরি-সংলগ্ন স্থানে যখন প্রোক্ষণী-জলকে স্থাপন করা হয়, তখন তিনি স্ফ্যকে তুলিয়া ধারণ করেন।

২১। পরে তিনি (আগ্নীধ্রকে) এই কথা বলেন—'প্রোক্ষণী-জল স্থাপন করুন, কাষ্ঠ ও কুশ (আহবনীয়-) সমীপে স্থাপন করুন, স্রুক্‌সমূহ সমার্জ্জন করুন, যজমানের পত্নীকে (রজ্জু দ্বারা) বন্ধন করুন,[২০] এবং ঘৃতের সহিত আগমন করুন।' ইহা প্রেরণা-বাক্যই (স প্রৈষ);[২১] তিনি (অধ্বর্য্যু) যদি ইচ্ছা করেন, ইহা বলিবেন; অথবা যদি ইচ্ছা করেন, ইহাকে আদর না করিতেও পারেন (অর্থাৎ না বলিতেও পারেন); কেননা, তিনি (আগ্নীধ্র) নিজেই জানেন যে, অতঃপর এই কার্য্য করিতে হইবে।

২২। অনন্তর তিনি (উদ্ধৃত) স্ফ্যকে উত্তরাগ্র করিয়া (উৎকরে) প্রহার করেন। তিনি যদি অভিচার করেন, (তবে তখন এই মন্ত্র বলিবেন)— "অমুকের (শত্রুর নাম করিয়া) জন্য বজ্র (-স্বরূপ) তোমাকে প্রহার করিতেছি!"[২২] স্ফ্য বজ্রই, অতএব তিনি ইহার দ্বারা (শত্রুকে) হিংসাই করেন।

২৩। অনন্তর তিনি পাণিদ্বয় শোধন (অর্থাৎ প্রক্ষালন) করেন। ইহার (বেদির) যাহা কিছু (খনন-রূপ) ক্রূর (কার্য্য করা) হইয়াছিল, তাহা তিনি

১৯। ১. ১. ১. ১৭।

২০। আগ্নীধ্র অধ্বর্য্যুর দ্বারা প্রেরিত হইয়া মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক যজমানের পত্নীকে কটিদেশে মুঞ্জা-তৃণ নির্ম্মিত রজ্জু দ্বারা তিন ফের দিয়া বন্ধন করেন। এই রজ্জুর বৈদিক নাম যোক্ত্র।

২১। যজ্ঞে আধ্বর্য্যুপ্রভৃতি হোতৃপ্রভৃতিকে, যে বাক্য উচ্চারণ করিয়া কোন কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করেন, তাহার নাম প্রৈষ,—যাহার দ্বারা প্রেষণ অর্থাৎ প্রেরণ করা যায়।

২২। অভিচার না করিলে "তুমি দ্বেষকারীর হিংসক (বা. স. ১. ২৮. ৩)" এই মন্ত্র। কা. শ্রৌ. ২. ৬. ১২।

ইহা দ্বারা (অর্থাৎ স্ফ্যকে উত্তরাগ্রে প্রহারের দ্বারা) করিয়াছিলেন; সেই (ক্রূর-কর্ম্ম-সংসর্গ) জন্য তিনি পাণিদ্বয়কে শোধন করেন।

২৪। পূর্ব্বে যাঁহারা যাগ করিতেছিলেন, তাঁহারা (হবি ও বেদিকে) স্পর্শ করিয়া যাগ করিতেন ও পাপীয়ান্ হইয়া পড়িতেন। কিন্তু যাঁহারা যাগ করিতেন না, তাঁহারা শ্রেয়ান্ হইয়াছিলেন। অনন্তর মনুষ্যগণের অশ্রদ্ধা উপস্থিত হইল যে—'যাঁহারা যাগ করেন, তাঁহারা পাপীয়ান্ হন; আর যাঁহারা যাগ করেন না, তাঁহারা শ্রেয়ান্!' তজ্জন্য এই স্থান (ভূলোক) হইতে হবি (আর) দেবগণের নিকট গমন করিল না; এ স্থান হইতে যাহা প্রদান করা হয়, দেবগণ তাহাই আশ্রয় করিয়া জীবিত থাকেন।

২৫। দেবগণ আ ঙ্গি র স বৃ হ স্প তি কে বলিলেন—'মনুষ্যগণের অশ্রদ্ধা উপস্থিত হইয়াছে, তাহাদের জন্য আপনি যজ্ঞের বিধান করুন!' সেই আঙ্গিরস বৃহস্পতি (মনুষ্যগণকে) বলিলেন—'তোমরা কি জন্য যাগ করিতেছ না?' তাহারা বলিল—'কি কামনা করিয়া আমারা যাগ করিব? যাহারা যাগ করে, তাহারা পাপীয়ান্ হয়; কিন্তু যাহারা যাগ করে না, তাহারা শ্রেয়ান্ হয়!'

২৬। আঙ্গিরস বৃহস্পতি বলিলেন—'দেবগণের জন্য যাহা পরিগৃহীত হয়, আমরা শুনিয়াছি, তাহা এই যজ্ঞ—অর্থাৎ পক্ব হবি ও নির্ম্মিত বেদি। তোমরা তাহা স্পর্শ করিয়া যাগ করিয়াছিলে বলিয়া পাপীয়ান্ হইয়াছিলে, অতএব (তাহা) স্পর্শ না করিয়া যাগ কর, তাহা হইলে তোমরা শ্রেয়ান্ হইবে।' তাহারা জিজ্ঞাসা করিল—'কত ক্ষণ পর্য্যন্ত (তাহা স্পর্শ করিতে হইবে না)?' তিনি বলিলেন—'(বেদিতে) কুশ আচ্ছাদন (ব র্হি স্ত র ণ) পর্য্যন্ত।' কুশ দ্বারাই ইহা (বেদি) শান্ত হয়। কুশ আচ্ছাদন করিবার পূর্ব্বে (বেদি মধ্যে) যদি কিছু পড়ে, তবে কুশ আচ্ছাদন করিতে করিতে তাহা ফেলিয়া দিবে; তাঁহারা যখন কুশ আচ্ছাদন করেন, তখন তাহাতে পদ দ্বারা অধিষ্ঠান করেন।[২৮] যে ব্যক্তি এইরূপ জানিয়া স্পর্শ না করিয়া যাগ করে, সে শ্রেয়ান্ই হয়। তজ্জন্য স্পর্শ না করিয়াই যাগ করিবে।

২৭। যাগের পূর্ব্বে পক্ব হবিকে, এবং কুশ বিছাইবার (বর্হিস্তরণের) পূর্ব্বে বেদিকে স্পর্শ করা নিষিদ্ধ। তাহাই এখানে আখ্যায়িকার বলা হইতেছে।

২৮। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, সেই সময়ে তাহা স্পর্শে দোষ নাই।

চতুর্থ ব্রাহ্মণ

[১-২ স্রুক্-সম্মার্জ্জন, মনুষ্যগণের আচরণ দেবগণের আচরণের অনুসারী, উভয় আচারের সাম্য-প্রদর্শন ;—৩ স্রুক্-সম্মার্জ্জন করার উদ্দেশ্য তাহাকে শোধন করা, দেব-পাত্রকে কুশ ও মন্ত্র দ্বারা এবং মনুষ্য-পাত্রকে কেবল জলের দ্বারা সম্মার্জ্জন করা হয় ;—৪ স্রুব গ্রহণ করিয়া অগ্নিতে তপ্ত করা ;—৫ আখ্যায়িকার দ্বারা তাহার প্রয়োজন কীর্ত্তন ;—৬ বেদের অগ্রভাগের দ্বারা স্রুব-সম্মার্জ্জন, তাহার মন্ত্র, স্রুক্ ও প্রাশিত্রহরণ-সম্মার্জ্জনে ঐ মন্ত্রের পরিবর্ত্তন করিয়া প্রয়োগ ;—৭ বেদের অগ্র দ্বারা স্রুবের ভিতর ও মূলদ্বারা স্রুবের বহির্ভাগের মার্জ্জন, ও তাহা দ্বারা তাহাতে প্রাণ ও উদান বায়ুর স্থাপন ;—৮ স্রুক্‌সমূহের সম্মার্জ্জন ও প্রতপ্ত করার সহিত লৌকিক বাসন মাজার তুলনা ;—৯ স্রুবকে অগ্রে এবং স্রুক্‌সমূহকে পরে সম্মার্জ্জন করার অনুকূলে লৌকিক ব্যবহারের উল্লেখ ;—১০ অগ্নিতে যাহাতে সম্মার্জ্জন-জল না পড়ে এরূপ ভাবে লৌকিক দৃষ্টান্তের উল্লেখে সম্মার্জ্জনের বিধান ;—১১ সম্মার্জ্জন-তৃণসমূহকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করাই বিধি বলিয়া কাহারো কাহারো মত, ইহা খণ্ডন করিয়া সে গুলিকে উৎকরে ফেলিবার বিধান ;—১২ আগ্নীধ্র কর্ত্তৃক যজমান-পত্নীর কটিপ্রদেশে বন্ধন ;—১৩ ঐ বন্ধন রজ্জুদ্বারা বিধেয়, পত্নীকে বন্ধনী করায় তাঁহার নাভির নীচের অমেধ্যাংশ গুপ্ত থাকে ও তাহাতে তিনি পবিত্র উত্তরার্দ্ধের দ্বারা আজ্যকে দর্শন করিতে পারেন ;—১৪ পত্নীকে বস্ত্রের উপরে বন্ধন করিবার তাৎপর্য্য ;—১৫ বন্ধন করিবার মন্ত্র ও তাহার ব্যাখ্যা ;—১৬ বন্ধন করিবার সময় রজ্জুতে গ্রন্থি প্রদান নিষিদ্ধ ;—১৭ যজমান-পত্নীর (গার্হপত্য অগ্নির) পশ্চিম দিকে উপবেশন নিষেধ করিয়া কিঞ্চিৎ দক্ষিণ দিকে উপবেশনের বিধান ও তাহার যুক্তি ,—১৮ যজমানপত্নীর আজ্যদর্শনবিষয়ে যুক্তিপ্রদর্শন ;—১৯ আজ্যদর্শনের মন্ত্র ও ব্যাখ্যা ;—২০ আগ্নীধ্র কর্ত্তৃক আজ্যের পূর্ব্বদিকে বহন, যাহার সমস্ত হবি আহবনীয় অগ্নিতে পক্ব হয় তাহার সম্বন্ধে ঐ আজ্য গলাইবার জন্য প্রথমে গার্হপত্য অগ্নিতে চড়াইবার নিয়ম ;—২১ বেদির মধ্যে আজ্য-স্থাপনের প্রতিকূল মত উত্থাপন করিয়া যাজ্ঞবল্ক্যের বচনে তাহার খণ্ডন ;—২২ পবিত্র দ্বারা উৎপবন করিয়া আজ্যের মেধ্যত্ব-সম্পাদন ;—২৩ আজ্যোৎপবনের মন্ত্র ও পূর্ব্বোক্ত বিধির অতিদেশ ;—২৪ প্রোক্ষণী-জলের উৎপবন ;—২৫ আজ্যলিপ্ত পবিত্রের দ্বারা প্রোক্ষণী-জল উৎপবন করিবার প্রয়োজন ;—২৬ স্বয়ং যজমান আজ্য দর্শন করিবেন এই মত উল্লেখ করিয়া যাজ্ঞবল্ক্যের মতে তাহার খণ্ডন ও অধ্বর্য্যু কর্ত্তৃকই আজ্য দর্শনের বিধান ;—২৭ আজ্য-দর্শনের ফল, চক্ষুর সত্যস্বরূপত্ব প্রতিপাদন ;—২৮ আজ্য-দর্শন করিবার মন্ত্র ও ব্যাখ্যা ।]

১। তিনি স্রুক্‌সমূহকে[১] সম্মার্জ্জন করেন তিনি যে স্রুক্‌সমূহকে সম্মার্জ্জন করেন, (তাহার কারণ এই যে,) দেবগণের আচরণ যেরূপ

১। স্রুক্ ত্রিবিধ—জুহূ, ধ্রুবা ও উপভৃৎ ; কা. শ্রৌ. ১.৩.৩১ ; ৩৪-৩৫ ; ৩৭ ।

হইয়া থাকে, মনুষ্যগণের আচরণও তদনুসারী হয়; তজ্জন্য যখন মনুষ্যগণের পরিবেষণ প্রস্তুত (অর্থাৎ সমাগত) হয়,—

২। তখন তাহারা পাত্রসমূহ শোধন করে, ও শোধন করিয়া সেই সমুদয়ের দ্বারা পরিবেষণ করে। এবং এইরূপেই দেবগণের যজ্ঞ হইয়া থাকে; (সেখানে) পক্ক হবি ও নির্ম্মিত বেদি থাকে, এবং স্রুক্‌সমূহই তাঁহাদের ঐ সকল পাত্র।[২]

৩। তিনি যে (স্রুক্‌সমূহকে) সম্মার্জ্জন করেন, তাহাতে ইহাদিগকে শোধনই করিয়া থাকেন; কেননা, তিনি মনে করেন—'আমি শুদ্ধ (পাত্র)-সমূহের দ্বারা আচরণ করিব।' তিনি (পাত্রসমূহকে) দেবগণের জন্য দুইটির দ্বারা শোধন করেন, এবং মনুষ্যগণের জন্য একটির দ্বারা শোধন করেন,—জল ও ব্রহ্মের দ্বারা দেবগণের জন্য;—জল-অর্থে কুশ[৩] ও ব্রহ্ম-অর্থে যজুর্মন্ত্র; এবং মনুষ্যগণের জন্য একটিরই দ্বারা, কেবল জলের দ্বারা। এই প্রকারেই (দেব ও মনুষ্যের পাত্র) পৃথক্ পৃথক্ হইয়া থাকে।

৪। অনন্তর তিনি স্রুব গ্রহণ করেন ও (গার্হপত্য অগ্নিতে এই মন্ত্রে) তাহা প্রতপ্ত করেন—"রক্ষঃ প্রতিদগ্ধ, অরাতিগণ প্রতিদগ্ধ!" অথবা (এই মন্ত্রে) —"রক্ষঃ নিস্তপ্ত, অরাতিগণ নিস্তপ্ত!"[৪]

৫। দেবগণ (যখন) যজ্ঞ করিতেছিলেন (তখন) তাঁহারা অসুর ও রক্ষোগণের আক্রমণ হেতু ভয় পাইয়াছিলেন; তিনি সেই জন্য যজ্ঞের আরম্ভ হইতেই ইহার দ্বারা (তাদৃশ স্রুব প্রতপনের দ্বারা) নাশক জীব ও অসুরগণকে এস্থান হইতে অপহত করেন।[৫]

২। মনুষ্যগণের ভোজ্য অন্ন, শূপ, শাকাদি প্রস্তুত হইলে এবং ভোজন স্থান শোধিত হইলে যেমন পরিবেষণের উপযোগী পাত্রসমূহকে জল দ্বারা প্রক্ষালন করা হয়, দেবগণেরও সেইরূপ হবি পক্ক হইলে, এবং বেদি সংস্কৃত হইলে পরিবেষণ-সাধন স্রুক্‌সমূহকে সম্মার্জ্জন করা হয়।

৩। ১. ১. ৩. ১ দ্রষ্টব্য।

৪। বা. স. ১. ২৯. ১।

৫। ইহা পূর্ব্বেও উক্ত হইয়াছে; ১. ১. ২. ৩ দ্রষ্টব্য।

৬। তিনি (এই মন্ত্রে বেদের) অগ্রভাগ দ্বারা ইহাকে অভ্যন্তরে সম্মার্জ্জন করেন[৬]—"তুমি অতীক্ষ্ণ, (তথাপি) শত্রুহিংসাকারী !"[৭] (স্রুব) যাহাতে উপরত (অর্থাৎ বিরত) না হইয়া যজমানের শত্রুসমূহকে হিংসা করিতে পারে, তিনি সেইরূপেই ইহা বলেন ;—"অন্নশালী (পুং) তোমাকে অন্নের[৮] দীপ্তির জন্য সম্মার্জ্জন করিতেছি !" তিনি ইহার দ্বারা এই বলেন যে, 'তুমি যজ্ঞার্হ, যজ্ঞের জন্য তোমাকে সম্মার্জ্জন করিতেছি !' তিনি ইহারই (অর্থাৎ এই মন্ত্রের) দ্বারা স্রুক্‌সমূহকে সম্মার্জ্জন করেন ;—"অন্নশালিনী (স্ত্রীং) তোমাকে"—এই (মন্ত্রে) স্রুক্‌কে (স্ত্রীং), এবং মৌনাবলম্বনে প্রা শি ত্র হ র ণ কে।[৯]

৭। তিনি (বেদের) অগ্রসমূহের দ্বারা (ইহাকে) এই প্রকারে[১০] ভিতরে এবং মূলসমূহের দ্বারা এই প্রকারে[১০] বাহ্য ভাগে সম্মার্জ্জন করেন ; এবং এইরূপেই

৬। স্রুব অগ্নিতে প্রতপ্ত করিবার পর আগ্নীধ্র অগ্নির নিকটে হইতে পূর্ব্বদিকে গিয়া বেদ-নামক কুশমুষ্টির অগ্রভাগ দ্বারা স্রুবের মুখভাগস্থিত গর্ত্ত-প্রদেশকে, এবং বেদের মূল দ্বারা স্রুবের পৃষ্ঠ ভাগকে সম্মার্জ্জন করেন। কা. শ্রৌ. ২. ৬. ৪৬।

বেদ-শব্দের অর্থ দর্ভমুষ্টি ; কুশ মধ্যে ভাঙ্গিয়া দ্বিগুণ করিয়া তাহাকে দক্ষিণাবর্ত্তে বন্ধন করিলে ও প্রাদেশ পরিমাণ রাখিয়া অগ্রভাগ ছাঁটিয়া ফেলিলে, তাহাকে বে দ বলা হয়। ইহা দেখিতে উপবিষ্ট গোবৎসের জানুর ন্যায় দেখায়। ইহা বেদি সম্মার্জ্জনাদি কার্য্যে ব্যবহৃত হয়।

৭। বা. স. ১. ২৯. ২।

৮। "বাজিনস্ত্বা বাজে ধ্যায়ৈঃ :" বাজ-শব্দের অর্থ অন্ন, এখানে হবি-স্বরূপ অন্ন বুঝিতে হইবে ; যজ্ঞের যোগ্য বলিয়া সেই বাজ বা অন্নই যজ্ঞ, বাজ আছে যায় সে বাজী যজ্ঞশালী। পরবর্ত্তী ব্রাহ্মণ অবলম্বন করিয়া সায়ণাচার্য্য ইহাই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। মহীধর বলেন—বাজ শব্দে যজ্ঞাখ্য অন্ন, তাহার যোগ্য বলিয়া বাজী, অর্হার্থে ইন্‌ প্রত্যয়।

৯। প্রা শি ত্র হ র ণ—বরুণ-কাষ্ঠের প্রাদেশপরিমাণ দর্পণাকৃতি (বর্ত্তুল), অথবা চমসাকৃতি (চতুরস্র) পাত্র। প্রা শি ত্র শব্দের অর্থ ব্রহ্মাকে প্রদেয় হুতশেষ হবির্ভাগ, যাহার দ্বারা ইহাকে হরণ করা যায়—লইয়া যাওয়া হয়, তাহার নাম প্রা শি ত্র হ র ণ। কা. শ্রৌ. ১. ৩. ৩৬ ; ৪০-৪১। কেহ কেহ বলেন প্রা শি ত্র হ র ণ খদিরকাষ্ঠনির্ম্মিত, গোকর্ণাকৃতি ও চতুরঙ্গুল-দণ্ডবিশিষ্ট—বোধায়নমতানুযায়ী শ্রৌতপদার্থ-নির্ব্বচন ; সায়ণ বলেন—ইহা গোকর্ণাকৃতি ; অন্যত্র শত. ব্রা. দ্রষ্টব্য।

১০। প্রাগ্‌ভাবে ও প্রত্যগ্‌ভাবে ; সম্মার্জ্জন করিবার সময় পূর্ব্বাভিমুখে থাকিতে হয়। ভিতরের সম্মার্জ্জন প্রাগ্‌ভাবে—পুরোভাগে—অগ্রের দিকে (forward direction), এবং বাহ্য ভাগের সম্মার্জ্জন প্রত্যগ্‌ভাবে—পশ্চাদ্‌ ভাগে—পশ্চিম দিকে (backward direction)।

প্রাণ ও এইরূপেই উদান (বায়ু সঞ্চরণ করে); তিনি ইহার দ্বারা (স্রুবে) প্রাণ ও উদানকেই স্থাপিত করেন। তজ্জন্য[১১] এই (অরত্নির উপরিভাগস্থ) লোমসমূহ এই প্রকার (প্রাচীন, অর্থাৎ প্রাগ্‌ভাবে স্থিত), এবং এই (অরত্নির পৃষ্ঠ ভাগস্থিত) লোমসমূহ এই প্রকার (প্রতিচীন, অর্থাৎ প্রত্যগ্‌ভাবে স্থিত)।[১২]

৮। তিনি (স্রুক্‌ প্রভৃতি পাত্রকে) সম্মার্জ্জন করিয়া করিয়া ও অগ্নিতে (তাহাদিগকে) প্রতপ্ত করিয়া করিয়া (অধ্বর্য্যুকে) প্রদান করেন। লোকে যেমন (কাংস্যাদি পাত্রকে) স্পর্শপূর্ব্বক শোধন করিয়া শেষে তাহা স্পর্শ না করিয়াই পরিক্ষালন করে, এখানেও সেইরূপ। এই জন্য তিনি প্রতপ্ত করিয়া করিয়া প্রদান করেন।

৯। তিনি অগ্রে স্রুবকেই (পুং) সম্মার্জ্জন করেন, এবং পরে অন্য স্রুক্‌-(স্ত্রীং) সমূহকে; কেননা, স্রুক্‌সমূহ স্ত্রী, এবং স্রুব যুবা পুরুষ; তজ্জন্য, যদি বহু স্ত্রী এক সঙ্গে গমন করে, তবে তাহাদের মধ্যে বালকেরও ন্যায় যে পুরুষ থাকে, সেই সেখানে অগ্রে গমন করে, এবং অপরেরা (স্ত্রীগণ) তাহার অনুসরণ করে। তিনি তজ্জন্য স্রুবকেই অগ্রে সম্মার্জ্জন করেন, এবং পরে অন্য স্রুক্‌সমূহকে।

১০। তিনি সেইরূপেই সম্মার্জ্জন করিবেন, যাহাতে অগ্নিকে (সম্মার্জ্জন-জলের দ্বারা) অভ্যুক্ষণ না করেন; কেননা, যাহার জন্য ভোজন আহরণ করিবে, তাহাকেই পাত্র প্রক্ষালন-জলের দ্বারা অভ্যুক্ষণে করিবে—ইহা যেরূপ (অনুচিত), তাহাও সেইরূপ হয়।[১৩] তজ্জন্য তিনি সেইরূপেই সম্মার্জ্জন করিবেন, যাহাতে অগ্নিকে অভ্যুক্ষণ না করেন;—(অর্থাৎ আহবনীয় অগ্নির নিকট হইতে) পূর্ব্ব দিকে সরিয়া গিয়া (সম্মার্জ্জন করিবেন)।

১১। যে জন্য স্রুবের বিলমধ্যের সম্মার্জ্জন প্রাচীন—প্রাগ্‌ভাবে হয়, ও পৃষ্ঠ ভাগের সম্মার্জ্জন প্রতিচীন—প্রত্যগ্‌ভাবে হয়।

১২। "তস্মাদরত্নৌ প্রাঞ্চ্যুপরিষ্টাল্লোমানি প্রত্যঞ্চ্যধস্তাৎ"—তৈ. ব্রা. ৩·৩·১।

১৩। যাহাকে ভোজন করান হইবে, তাহাকে পাত্র-প্রক্ষালন জলের দ্বারা অভ্যুক্ষণ করা যেমন অন্যায়, তেমনি, অগ্নির হোমের জন্য হবি, এবং হবি নির্ম্মাণের সাধন স্রুক্‌-স্রুবাদি পাত্র, অতএব ইহাদের প্রক্ষালন-জলের দ্বারা অগ্নিকে অভ্যুক্ষণ করা ঠিক নহে।

১১। সে স্থলে কেহ কেহ[১৪] স্রুকের সম্মার্জ্জনসাধন-সমূহকে (অর্থাৎ বেদের অগ্রভাগগুলিকে, আহবনীয়) অগ্নিতে নিক্ষেপ করেন; কেননা, তাঁহারা বলেন—'সে গুলি বেদেরই, এবং (ঋত্বিগ্‌গণ) সে গুলির দ্বারা স্রুক্‌সমূহকে সম্মার্জ্জন করিয়াছেন, অতএব ইহা কিছু যজ্ঞসম্বন্ধীয় বস্তু; (তজ্জন্য আমরা এই ভয়ে ইহাকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করি যে,) পাছে ইহা যজ্ঞের বহির্ভূত হইয়া পড়ে।' কিন্তু তাহা সেরূপ করিবে না, কারণ, যাহার জন্য ভোজন আহরণ করিবে, তাহাকে পাত্র প্রক্ষালন-জল পান করাইবে—ইহা যেরূপ, তাহাও সেইরূপ।[১৫] অতএব এগুলিকে (উৎকরে) ফেলিয়া দিবে।

১২। অনন্তর (আগ্নীধ্র যজমানের) পত্নীকে বন্ধন করেন।[১৬] পত্নী যজ্ঞের অপর অর্দ্ধ; তিনি (বন্ধনের সময়) মনে করেন—'যজ্ঞ আমার সম্মুখে বিস্তার্য্যমাণ হইয়া গমন করিবে।' এবং তিনিও (আগ্নীধ্র) এই মনে করিয়া ইহাকে (যজ্ঞের সহিত) যুক্ত করেন যে, 'তিনি (আমার দ্বারা) যুক্ত হইয়া আমার যজ্ঞ লক্ষ্য কবিয়া (সমাপ্তি পর্য্যন্ত) বসিয়া থাকিবেন।'

১৩। তিনি (তাঁহাকে) রজ্জুর (যোক্ত্র) দ্বারা বন্ধন করেন, কেননা, (লোকেরা) যোজনীয় (অশ্বপ্রভৃতিকে) রজ্জুর দ্বারাই যোজনা করে; পত্নীর নাভির নীচের অংশ অমেধ্যই, (অথচ) তাঁহাকে তাহা দ্বারা (যজ্ঞিয়) আজ্যকে দেখিতে হইবে; এই জন্য তিনি (আগ্নীধ্র) ইহার সেই অংশকে রজ্জুর দ্বারা অন্তর্হিত করিয়া রাখেন; এবং তাহার পর তিনি (পত্নী) মেধ্য উত্তরাঙ্গের দ্বারা আজ্যকে দর্শন করেন। তিনি সেই জন্য পত্নীকে বন্ধন করেন।

১৪। তিনি (তাঁহাকে) বস্ত্রের উপরে বন্ধন করেন। ওষধিসমূহই বস্ত্র,

---

১৪। তৈ. ব্রা. ৩. ৩. ২।

১৫। ভোজনের জন্য উপবিষ্ট ব্যক্তিকে ভোজনের পূর্ব্বে পাত্র-প্রক্ষালন জল পান করান যেমন অন্যায়, হোমের পূর্ব্বে সম্মার্জ্জন-তৃণসমূহের অগ্নিতে নিক্ষেপ করাও সেইরূপ। কাত্যায়ন উভয় পক্ষই স্বীকার করিয়াছেন; ২.৬.৪০-৪১।

১৬। আগ্নীধ্র গার্হপত্য অগ্নির নৈঋত কোণে ঈশান দিক-অভিমুখে উপবিষ্ট যজমান-পত্নীকে ত্রিগুণ মুঞ্জময় রজ্জুর দ্বারা (বা. স. ১. ৩০ মন্ত্রে) নাভির নীচে কটি প্রদেশে কাপড়ের উপরে বেষ্টন করিয়া বন্ধন করেন। নাভির নীচে কটি প্রদেশে বন্ধন করিবার তাৎপর্য্য, মূল ব্রাহ্মণেই অব্যবহিত পরবর্ত্তী কণ্ডিকায় উক্ত হইয়াছে। কা. শ্রৌ. ২. ৭. ১।

এবং (সেই রজ্জু) বরুণের রজ্জু (-স্বরূপ); এই জন্য তিনি তাহা দ্বারা ওষধিসমূহকেই (পত্নী ও রজ্জুর) মধ্যে স্থাপন করেন, এবং সেইরূপেই বরুণ-সম্বন্ধীয় রজ্জু ইঁহাকে (পত্নীকে) হিংসা করে না। তজ্জন্য তিনি বস্ত্রের উপরে বন্ধন করেন।

১৫। তিনি (তাঁহাকে এই মন্ত্রে) বন্ধন করেন—"তুমি অদিতির রাস্না (মেখলা)!"[১৭] এই পৃথিবীই অদিতি। এই (পৃথিবী) দেবগণের পত্নী, এবং ইনি ইঁহার (যজমানের) পত্নী। তিনি তাহা দ্বারা (অর্থাৎ তাদৃশ রজ্জু বন্ধনের দ্বারা) ইঁহার (যজমান পত্নীর) রাস্নাই করেন, রজ্জু নহে। রাস্না-অর্থে মেখলা, অতএব তিনি ইঁহার তাহাই করেন।

১৬। তিনি (বন্ধন করিবার সময় রজ্জুতে) গ্রন্থি করিবেন না, কেননা, গ্রন্থি বরুণ-সম্বন্ধীয়; তিনি যদি গ্রন্থি করেন, তবে বরুণ (যজমানের) পত্নীকে গ্রহণ করিবেন; তজ্জন্য তিনি গ্রন্থি করিবেন না।[১৮]

১৭। তিনি (রজ্জুর মূল ও অগ্রভাগ একত্র করিয়া এই মন্ত্রে তাহা) উপরিভাগে ঝুলাইয়া দেন—"তুমি বিষ্ণুর ব্যাপক!"[১৯] তিনি (যজমান-পত্নী, গার্হপত্য অগ্নির) পশ্চিম দিকে পূর্ব্বাভিমুখে দেবগণের যজ্ঞে উপবেশন করিবেন না; কারণ, এই পৃথিবী অদিতি, এবং সেই ইনি (অদিতি) দেবগণের পত্নী, ইনি (গার্হপত্য অগ্নির) পশ্চিম দিকে পূর্ব্বাভিমুখে দেবগণের যজ্ঞে উপবেশন করেন; অতএব সেই (যজমান-) পত্নী (যদি ঐরূপে উপবেশন করেন), তাহা হইলে ইঁহার (দেবপত্নী অদিতির) উপর আরোহণ করেন, এবং সত্বরে ঐ (পর) লোকে গমন করেন। কিন্তু সেই (বিহিত) রূপে উপবেশন করিলে (যজমান-) পত্নী দীর্ঘ কাল বাঁচিয়া থাকেন, এবং তাহাতে ইঁহার (দেবপত্নীর উপবেশন স্থানকে) পরিত্যাগ করেন; এবং তজ্জন্যই ইনি (দেবপত্নী) তাঁহাকে (যজমান-পত্নীকে) হিংসা করেন না। অতএব তিনি কিঞ্চিৎ দক্ষিণ দিকেই (অর্থাৎ গার্হপত্যের নৈঋর্ত দিকে) উপবেশন করিবেন।

১৭। বা. স. ১.৩০.২

১৮। কিন্তু তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ (৩.৩-৪) গ্রন্থি করারই বিধি দেখা যায়।

১৯। বা. স. ১. ৩০. ১।

১৮। অনন্তর (যজমান-) পত্নী আজ্য দর্শন করেন ; কেননা, পত্নী স্ত্রী, এবং আজ্য রেত ; অতএব ইহাতে উৎপাদক মিথুনই করা হয়। তিনি সেইজন্য আজ্য দর্শন করেন।

১৯। তিনি (তাহা এই মন্ত্রে) দর্শন করেন—"অহিংসিত চক্ষুর দ্বারা তোমাকে দর্শন করেতেছি!"[২০] তিনি ইহার দ্বারা এই বলেন যে, 'অপীড়িত চক্ষুর দ্বারা তোমাকে দর্শন করিতেছি।'—"তুমি অগ্নির জিহ্বা!" (যাজ্ঞিকেরা) যখন ইহা (আজ্য) অগ্নিতে হোম করেন, তখন অগ্নির জিহ্বাসমূহ উত্থিত হয়, তিনি তজ্জন্য বলেন—"তুমি অগ্নির জিহ্বা!"—"তুমি দেবগণের উত্তম আহ্বানকারী!"[২১] তিনি ইহার দ্বারা এই বলেন যে,—'তুমি দেবগণের জন্য উত্তম (আহ্বান কর)!'—"তুমি প্রত্যেক যাগ স্থানের (অথবা অগ্নির তেজের) ও প্রত্যেক যজুর্মন্ত্রের জন্য হও!" 'তুমি আমার সমস্ত যজ্ঞের জন্য হও'—ইহাই তিনি ইহার দ্বারা বলেন।

২০। অনন্তর তিনি (আগ্নীধ্র) আজ্য গ্রহণ করিয়া পূর্ব্বদিকে গমন করেন।[২২] যাঁহার হবিসমূহ (ঋত্বিকেরা) আহবনীয় অগ্নিতে পাক করেন,[২৩] তাঁহার পক্ষে তিনি তাহা (গলাইবার জন্য) আহবনীয় অগ্নিতে চড়ান, কেননা, তিনি ইচ্ছা করেন যে, "আমার সমগ্র যজ্ঞ[২৪] আহবনীয়ে পক্ক হইবে।" তিনি যে (ঐ আজ্যকে) প্রথমে উহাতে (ঐ গার্হপত্য অগ্নিতে) চড়ান, তাহার কারণ

২০। বা. স. ১. ৩০. ৪।

২১। মূল "সুহূ;" সায়ণ বলেন, ইহার অর্থ—যাহাকে সুন্দররূপে হোম করা যায়—"সুষ্ঠু হূয়মানত্বাৎ সুহূঃ।" মহীধরের মতে আরও এক অর্থ হইতে পারে—যাহা দ্বারা দেবতাকে হোম করা যায়। তাৎপর্য্যার্থ মূল ব্রাহ্মণেও উক্ত হইয়াছে। তৈত্তিরীয়-সংহিতায় ঐ স্থানে "সুভূঃ" পাঠ দেখা যায়। মূল ব্রাহ্মণ তাৎপর্য্যার্থ প্রকাশ করিতে গিয়া তৈত্তিরীয়ের পাঠকেই লক্ষ্য করিয়াছেন বলিয়া বোধ হয়।

২২। আগ্নীধ্র আজ্যস্থালীকে অগ্নি হইতে উত্তর দিকে (বা স. ১. ৩০ ও মন্ত্রে) নামাইয়া ও যজমান-পত্নীর অগ্রে স্থাপন করিয়া 'হে পত্নী, আজ্য দর্শন কর' বলিয়া তাঁহাকে আদেশ করেন। পত্নী তদনুসারে আজ্য দর্শন করিলে অগ্নীধ্র ঐ আজ্যকে গ্রহণ করিয়া অগ্নির পূর্ব্ব দিকে গমন করেন। এখানে ইহাই কথিত হইয়াছে।

২৩। গার্হপত্য ও আহবনীয়ের যে কোনটিতে হবি পাক করা যাইতে পারে; ১.১.২ ২৩ দ্রষ্টব্য।

২৪। অর্থাৎ যজ্ঞসাধন হবি।

এই যে, তাঁহাকে ইহা পত্নীকে দেখাইতে হইবে ;[২৫] কেননা, ইহা ঠিক হয় না যে, পত্নীকে দেখাইব এই মনে করিয়া তিনি ঐ আজ্যকে অর্দ্ধেক কার্য্যের মধ্যে (আহবনীয়ের) পশ্চিম দিকে লইয়া যাইবেন ; আবার পত্নীকে যদি তাহা না দেখান, তবে যজ্ঞ হইতে তাঁহাকে বিযুক্ত করিয়া ফেলেন ; কিন্তু সেরূপ করিলে (অর্থাৎ প্রথমে গার্হপত্যে চড়াইলে) তাঁহাকে যজ্ঞ হইতে বিযুক্ত করেন না। অতএব সঙ্গে সঙ্গেই (অর্থাৎ তাঁহার নিকটেই, গার্হপত্য অগ্নিতে সেই আজ্য) গলাইয়া ও পত্নীকে তাহা দেখাইয়া পূর্ব্বদিকে লইয়া যান। যাঁহার পত্নী থাকেন না,[২৬] তাঁহার পক্ষে তিনি তাহা (আজ্য) প্রথমেই আহবনীয় অগ্নিতে চড়ান, ও পরে তাহা হইতে গ্রহণ করিয়া বেদিমধ্যে স্থাপন করেন।

২১। তৎসম্বন্ধে উক্ত হইয়া থাকে—'বেদির মধ্যে তাহা স্থাপন করিও না ; কারণ, ইহা (আজ্য) হইতেই তাঁহারা দেবপত্নীগণের যাগ করিয়া থাকেন,[২৭] (কিন্তু সেই আজ্যকে বেদির মধ্যে স্থাপন করিলে) তিনি দেবপত্নীগণকে তাঁহাদের স্বামী (দেবগণের) সভা হইতে বহিষ্কৃতই করিয়া দেন,[২৮] এবং ইহার

২৫। আহবনীয় ও গার্হপত্য উভয় অগ্নিতেই হবি পাক করা যাইতে পারে। ইহার মধ্যে যদি গার্হপত্যে পাক করা যায়, তবে কোন গোলমাল বা অসুবিধা নাই, কেননা এ পক্ষে আজ্যকেও গলাইবার জন্য গার্হপত্যেই চড়াইতে হইবে, এবং তৎসমীপে উপবিষ্ট যজমান-পত্নী অনায়াসেই তাহা দেখিতে পারেন। কিন্তু যদি আহবনীয়ে পাক করা যায়, তবে গার্হপত্য-সমীপে উপবিষ্ট যজমান-পত্নীর ঐ আজ্য দর্শন ঘটিয়া উঠে না, কেননা যজমান-পত্নী এক স্থানে ও আজ্য আর এক স্থানে থাকে। যদি যজমান-পত্নীকে দেখাইবার জন্য সংস্কারের মধ্যেই আজ্যকে আহবনীয় হইতে পশ্চিম দিকে যজমান-পত্নীর নিকট আনয়ন করা হয়, তবে সংস্কারের ব্যাঘাত হয়। এই জন্য প্রথমে গার্হপত্যে চড়াইয়া ও যজমান-পত্নীকে তাহা দেখাইয়া তাহার পরে আহবনীয়ে চড়াইতে হয়।

২৬। অর্থাৎ রজোদর্শনাদি দোষে উপস্থিত না থাকিলে—সায়ণ।

২৭। "দেবানাং পত্নীঃ সংযাজয়ন্তি ;" প ত্নী সং যা জ নামে চারিটি যাগ আছে, ইহাতে সো ম, ত্ব ষ্টা, দে ব প ত্নী-গণ ও গৃ হ প তি-অগ্নিকে আজ্য দ্বারা যাগ করিতে হয়। পরে (১,৭.৩) ইহা আলোচিত হইয়াছে।

২৮। "অবসভাঃ করোতি ;" সায়ণ ইহার অর্থ করেন—"অবগতজনসমূহাঃ করোতি ;" কেননা, যজ্ঞীয় দেবগণ বেদিতেই অবস্থান করেন। Eggeling বলেন—মূল ব্রাহ্মণে (১. ২. ৬. ৮.) লিখিত হইয়াছে যে; দেবগণ বেদির চা রি দি কে থাকেন ; অতএব বেদির ম ধ্যে আজ্য স্থাপন করিলে অধ্বর্য্য দেবপত্নীগণকে তাঁহাদের স্বামীর নিকট হইতে তফাৎ করিয়া দেন।

(যজমানের) পত্নীও (স্বকীয়) পুরুষ হইতে অন্যত্র গমন করেন।' যাজ্ঞবল্ক্য তদ্বিষয়ে বলিয়াছেন—'পত্নীর সম্বন্ধে যাহা আদিষ্ট হইয়াছে হউক ! কে সে কথা আদর করিবে যে, পত্নী (স্বকীয়) পুরুষ হইতে অন্যত্র গমন করিবেন, বা যেরূপ আছেন, সেইরূপ থাকিবেন ?' তিনি মনে করেন—বেদি যেমন যজ্ঞ, আজ্যও তেমনি যজ্ঞ ;[২৯] অতএব আমি যজ্ঞ হইতে যজ্ঞ নির্ম্মাণ করিব ;' তজ্জন্য তিনি বেদির মধ্যে আজ্যকে স্থাপন করেন।

২২। প্রোক্ষণী-জলের উপর দুইখানি পবিত্র থাকে,[৩০] তিনি তাহা হইতে সেই দুইখানি গ্রহণ করিয়া তাহাদের দ্বারা আজ্যকে উৎপবন[৩১] করেন ; উৎপবনের (সেই) একই (বিধি) অনুকূল।[৩২] তিনি ইহতে আজ্যকে মেধ্যেই করেন।

২৩। তিনি (তাহা এই মন্ত্রে) উৎপবন করেন—"সবিতার প্রেরণায় অচ্ছিদ্র পবিত্রের দ্বারা ও সূর্য্যের রশ্মিসমূহের দ্বারা তোমাকে উৎপবন করিতেছি ?" সেই ঐ (বিধিই এখানে) অনুকূল।[৩২]

২৪। অনন্তর তিনি আজ্যলিপ্ত পবিত্র দুই খানির দ্বারা প্রোক্ষণীজল-সমূহকে (এই মন্ত্রে) উৎপবন করেন—"সবিতার প্রেরণায় অচ্ছিদ্র পবিত্রের দ্বারা ও সূর্য্যের রশ্মিসমূহের দ্বারা তোমাদিগকে উৎপবন করিতেছি !" সেই ঐ (বিধিই) এখানে অনুকূল।[৩২]

২৫। তিনি আজ্যলিপ্ত পবিত্র-দ্বয়ের দ্বারা প্রোক্ষণী-জলকে উৎপবন করিয়া (সেই) জলের মধ্যে দুগ্ধকে স্থাপন করেন,[৩৩] ও তাহার দ্বারা জলের মধ্যে এই দুগ্ধ হিতকর হয় ; কেননা, ইহা (মেঘ) যখন বর্ষণ করে, তাহার পর ঔষধিসমূহ জাত হয়, ওষধিসমূহ ভক্ষণ করিয়া ও জল পান করিয়া (পশুগণের)

২৯। অর্থাৎ যজ্ঞের সাধন।

৩০। ১.০১, ৩. ১—৩ দ্রষ্টব্য।

৩১। ১. ১. ৩. ৩. উৎপবন শব্দের টীকা দেখ।

৩২। ১. ১. ৩. ৬ দ্রষ্টব্য।

৩৩। আজ্য দুগ্ধ হইতে হয়, অতএব আজ্য জলের মধ্যে থাকিলে আজ্যের কারণ দুগ্ধও তাহাতে থাকিল।

এই (দুগ্ধরূপ) রস সংস্কৃত হয়, সেই জন্য রসেরই সমগ্রতার নিমিত্ত (তিনি তাহা করিয়া থাকেন)।

২৬। অনন্তর তিনি (অধ্বর্য্যু) আজ্য দর্শন করেন। তৎসম্বন্ধে কেহ কেহ যজমানকে তাহা দেখাইয়া থাকেন। সে বিষয়ে যাজ্ঞবল্ক্য বলেন—'তাঁহারা (যজমানেরা) স্বয়ং কেন অধ্বর্য্যু না হন ? যে স্থানে প্রচুর আশীঃ প্রার্থনা করা হয়, সে স্থানে কেন তাঁহারা স্বয়ং (হোতা হইয়া সেই মন্ত্রকে) উচ্চারণ না করেন ? কেন তাঁহাদের এই স্থানেই (কেবল আজ্য দর্শনেই) শ্রদ্ধা উপস্থিত হয় ? ঋত্বিগ্‌গণ যজ্ঞে যে-কোন আশীঃ প্রার্থনা করেন, তাহা যজমানের হইয়া থাকে।' অতএব অধ্বর্য্যুই তাহা দর্শন করিবেন।

২৭। তিনি দর্শন করেন, কেননা চক্ষু সত্যই ; চক্ষু সত্য বলিয়াই, এখন যদি দুইজন লোক পরস্পর বিবাদ করিতে করিতে আগমন করে, (ও বলে)— 'আমি দেখিয়াছি' ও 'আমি জানিয়াছি', তবে যে ব্যক্তি বলিবে—'আমি দেখিয়াছি,' আমরা তাহাকেই শ্রদ্ধা করিব। অতএব তিনি ইহাতে (অর্থাৎ দর্শন করিয়া) সত্য দ্বারাই তাহা সমৃদ্ধ করেন।

২৮। তিনি (তাহা এই মন্ত্রে) দর্শন করেন—"তুমি তেজ, তুমি নির্ম্মল (অথবা শুক্র), তুমি অমৃত !" [৩৪] এই মন্ত্রটি সত্যই, কেননা ইহা (আজ্য) তেজই, ইহা নির্ম্মলই, এবং ইহা অমৃতই। অতএব তিনি ইহাতে সত্য দ্বারাই তাহা সমৃদ্ধ করেন।

পঞ্চম ব্রাহ্মণ

[১ যজ্ঞ পুরুষস্বরূপ, তাহার যুক্তি ;—২ যজ্ঞরূপ পুরুষের পাত্ররূপ অঙ্গ নির্দ্দেশ, ধ্রুবা-নামক পাত্র তাহার মধ্যভাগ ; ৩ ধ্রুব যজ্ঞের প্রাণ-স্বরূপ, তাহার যুক্তি ;—৪ ধ্রুবাস্থিত আজ্য সর্ব্বসাধারণ, তদ্বিষয়ে যুক্তি ;—৫ ধ্রুব পবন-স্বরূপ বলিয়া স্রুক্‌সমূহে সঞ্চরণ করে ;—৬ যজ্ঞ দেব, ঋতু ও ছন্দোগণের জন্য করা হয়, যজ্ঞিয় হবির দেবতার নাম নির্দ্দেশে গ্রহণ, সোম ও পুরোডাশ-

৩৪। বা. স. ১ ৩১. ১। অমৃত শব্দের সায়ণ অর্থ করেন—"যাগাদিদ্বারা অমরণ সাধন ;" মহীধর বলেন—"অমৃতমসি বিনাশরহিতমসি. বহুদিবসাবস্থানেঽপ্যোদনাদিবৎ পর্য্যুষিতত্বাদি-দোষাভাবাদবিনাশিত্বম্।

স্বরূপ হবি দেবগণের জন্য ;—৭ ঋতু ও ছন্দসমূহের জন্য দেবতার নাম অনির্দ্দেশেই আজ্যের গ্রহণ ;—৮ স্রুব দ্বারা জুহূতে গৃহীত আজ্য ঋতুগণের জন্য, এই আজ্য-গ্রহণে দেবতার নাম নির্দ্দেশ না করিবার যুক্তি ;—৯ উপভৃতে গৃহীত আজ্য ছন্দসমূহের জন্য ;—১০ ধ্রুবাস্থ আজ্য সমস্ত দেবতার জন্য বলিয়া বিশেষ দেবতার নামে তাহা নির্দ্দেশ করিতে পারা যায় না ;—১১-১২ জুহূতে চারিবার ও উপভৃতে আটবার আজ্য গ্রহণ করিবার যুক্তি ;—১৩ স্রুব পূর্ণ করিয়া জুহূতে এবং অর্দ্ধপূর্ণ স্রুবে উপভৃতে আজ্যগ্রহণ ;—১৪ জুহূতে চারিবার ও উপভৃতে আটবার আজ্যগ্রহণ করিবার ফল, জুহূতে ও উপভৃতে গৃহীত আজ্যের জুহূর দ্বারাই হোম ;—১৫ উপভৃতে গৃহীত আজ্যের জুহূর দ্বারা হোম বিধেয় নহে—এই মতান্তরের উল্লেখপূর্ব্বক খণ্ডন ও সমর্থন ;—১৬ ধ্রুবাস্থিত আজ্য যে সর্ব্বযজ্ঞ-সাধারণ তাহার দৃঢ়তর রূপে প্রতিপাদন ;—১৭ আজ্য গ্রহণের মন্ত্র ও ব্যাখ্যা ;—প্রতি পাত্রে এক একবার যজুর্মন্ত্র পাঠ ও অপরাপর বার মৌনাবলম্বনে আজ্য গ্রহণ, মতান্তরে প্রতি পাত্রে তিন তিন বার ঐ মন্ত্র পাঠে আজ্য গ্রহণ, তাহার খণ্ডন।]

১। যজ্ঞ পুরুষই ; পুরুষ যজ্ঞকে বিস্তৃত করে বলিয়া ইহা পুরুষ ; পুরুষ যে পরিমাণ হইয়া থাকে, ইহা বিস্তার্য্যমাণ হইয়া সেই পরিমাণই বিহিত হয় ; সেইজন্য যজ্ঞ পুরুষ।

২। এই জুহূ ও উপভৃৎ তাহার অঙ্গ, এবং ধ্রুবা তাহার আত্মাই (মধ্য-দেহ)।[১] (লোকে) আত্মা হইতেই এই সমস্ত অঙ্গ জাত হইয়া থাকে, সেইজন্য (যজ্ঞ বিধিতেও) ধ্রুবা হইতে সমগ্র যজ্ঞ উৎপন্ন হয়।

৩। স্রুব (তাহার) প্রাণই।[৩] এই প্রাণ (বায়ু) সমস্ত অঙ্গে অনুক্রমে সঞ্চরণ করিয়া থাকে, সেইজন্য (এখানেও) স্রুব স্রুক্‌সমূহে সঞ্চরণ করে।

৪। ঐ দ্যুলোকই তাহার জুহূ, এই অন্তরিক্ষ উপভৃৎ, এবং ইহাই (পৃথিবী) ধ্রুবা। ইহা (পৃথিবী) হইতেই এই সমস্ত লোক জাত হইয়া থাকে, সেইজন্য (এখানেও) ধ্রুবা হইতে সমগ্র যজ্ঞ উৎপন্ন হয়।

১। জুহূ, উপভৃৎ ও ধ্রুবা—যজ্ঞিয় পাত্র, লক্ষণ পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। যজ্ঞরূপ পুরুষের জুহূ দক্ষিণ হস্ত, উপভৃৎ বাম হস্ত, ও ধ্রুবা মধ্যদেহ বলিয়া কল্পিত হয় ;—"জুহূর্দক্ষিণো হস্ত উপভৃৎ সব্য আত্মা ধ্রুবা"—তৈ. ব্রা. ৩. ৩. ১।

২। কেননা ধ্রুবাস্থিত আজ্য সমস্ত যাগেই সাধারণ ভাবে ব্যবহৃত হয়।

৩। জুহূ প্রভৃতি স্রুক্-পাত্রে স্রুব-নামক পাত্র তত্তৎ কার্য্যের জন্য সঞ্চরণ করে, অর্থাৎ সেই সমস্ত পাত্রে স্রুবকে লইয়া যাইতে হয় ; স্রুবের সঞ্চরণ ক্ষমতা সমর্থনের জন্য এখানে তাহার প্রাণশালিত্ব প্রতিপাদন করা হইতেছে।

৫। এই যাহা বহিতেছে (পবন), ইহাই ধ্রুব। ইহা (পবন) এই সমস্ত লোকে প্রবাহিত হয়, তজ্জন্য (এখানেও) ধ্রুব সমস্ত স্রুকে অনুক্রমে সঞ্চরণ করে।

৬। এই সেই 'বিস্তার্য্যমাণ' (ক্রিয়মাণ) যজ্ঞ দেবগণের জন্য, ঋতুগণের জন্য, ও ছন্দসমূহের জন্য বিস্তারিত হয়।[৪] যজ্ঞে যে হবি থাকে—যথা রাজা (দীপ্যমান) সোম ও পুরোডাশ, তাহা দেবগণের জন্য। তিনি তৎসমুদয় (এইরূপে দেবতার নাম) নির্দ্দেশ করিয়া গ্রহণ করেন—"অমুকের জন্য প্রিয় তোমাকে গ্রহণ করিতেছি!"[৫] এইরূপেই ইহা ইহাঁদের হয়।

৭। আর যে সকল আজ্য গ্রহণ করা হয়, তৎসমুদয় ঋতুদের জন্য ও ছন্দসমূহের জন্য গৃহীত হইয়া থাকে। তিনি তৎসমুদয়কে (দেবতা বিশেষের নামে) নির্দ্দেশ না করিয়া আজ্যেরই রূপে গ্রহণ করেন।[৬] তিনি তাহা জুহূতে চারিবার ও উপভৃতে আটবার গ্রহণ করেন।

৮। তিনি যাহা (স্রুবের) দ্বারা জুহূতে চারিবার গ্রহণ করেন, তাহা ঋতুগণের জন্য গ্রহণ করিয়া থাকেন; কেননা, তিনি তাহা প্র যা জ-সমূহের জন্য গ্রহণ করেন, এবং ঋতুগণই প্র যা জ-সমূহ। তিনি অপুনরুক্তির[৭] জন্য তৎসমুদয়কে (দেবতা-বিশেষের নামে) নির্দ্দেশ না করিয়া আজ্যেরই রূপে গ্রহণ করেন; কেননা, তিনি যদি "বসন্তের জন্য তোমাকে (গ্রহণ করিতেছি)," "গ্রীষ্মের জন্য তোমাকে (গ্রহণ করিতেছি)"—বলিয়া এইরূপে গ্রহণ করেন, তবে পুনরুক্তি

৪। ঋতু বসন্তাদি; মূলযাগের পূর্ব্বানুষ্ঠেয় প্র যা জ-নামক পাঁচটি আহুতি আছে, বসন্তাদি ঋতু ইহাদেরই দেবতা; ১. ৪. ৪. ১ দ্রষ্টব্য। ছন্দঃ গায়ত্র্যাদি; মূল যাগের শেষে, অ নু যা জ-নামক কয়েকটি আজ্যাহুতি বিহিত আছে; গায়ত্র্যাদি সেই অ নু যা জে র ই দেবতা। ১. ৬. ৪. ১ ইত্যাদি দ্রষ্টব্য।

৫। বা. স. ১. ১০. ২—৩; ব্রাহ্মণ ১. ১. ২, ১৭—১৮।

৬। ১. ১. ৫. ২২ দ্রষ্টব্য।

৭। "অজামিতায়ৈ;" অর্থাৎ জামিতার অভাবের জন্য; 'জামি' শব্দের অর্থ 'এক;' যাস্ক-নিরুক্ত ৪. ৩. ৪; নিরুক্তের বৃত্তিকার লিখিয়াছেন তাহার অর্থ 'পুনরুক্ত;' একদিনে সমান মন্ত্রে সমান কার্য্য নিষিদ্ধ (ঐ. ব্রা. ৩. ৫. ৩); অতএব এখানে প্রত্যেকের জন্য এক মন্ত্রে আজ্য গ্রহণ করিলে পুনরুক্তি করা হইবে। দ্রষ্টব্য:—১. ৪. ৪. ৮; ১. ১. ২. ১৮।

করেন। তজ্জন্য (দেবতাবিশেষের নামে) নির্দ্দেশ না করিয়া আজ্যেরই রূপে গ্রহণ করেন।

৯। তিনি যে আটবার উপভৃতে গ্রহণ করেন, তাহা ছন্দসমূহের জন্য গ্রহণ করিয়া থাকেন; কেননা, তিনি তাহা অনুযাজগণের জন্য গ্রহণ করেন, এবং ছন্দসমূহই অনুযাজগণ। তিনি অপুনরুক্তির জন্য তাহা (দেবতার নামে) নির্দ্দেশ না করিয়া আজ্যেরই রূপে গ্রহণ করেন। তিনি যদি "গায়ত্রীর জন্য তোমাকে (গ্রহণ করিতেছি)," "ত্রিষ্টুভের জন্য তোমাকে (গ্রহণ করিতেছি)"—বলিয়া এইরূপে গ্রহণ করেন, তবে পুনরুক্তি করেন। তজ্জন্য তিনি (দেবতাবিশেষের নাম) নির্দ্দেশ না করিয়া আজ্যেরই স্বরূপে তাহা গ্রহণ করেন।

১০। আর যে তিনি চারিবার ধ্রুবাতে গ্রহণ করেন, তাহা সমগ্র যজ্ঞের জন্য গ্রহণ করিয়া থাকেন। তিনি তাহা (দেবতার নামে) নির্দ্দেশ না করিয়া আজ্যেরই রূপে গ্রহণ করেন; কেননা, তিনি কাহার জন্য নির্দ্দেশ করিয়া গ্রহণ করিবেন? কারণ, তিনি তাহা (ধ্রুবাস্থিত আজ্যকে) সমস্ত দেবতার জন্য ভাগ করিয়া গ্রহণ করিয়া থাকেন। অতএব (দেবতাবিশেষের নামে) নির্দ্দেশ না করিয়া তিনি আজ্যেরই নামে গ্রহণ করেন।

১১। যজমানেরই ভাগ জুহূ, এবং যে ব্যক্তি ইঁহাকে (যজমানকে) অরাতির ন্যায় আচরণ করে, তাহার ভাগ উপভৃৎ।[৮] ভোক্তারই ভাগ জুহূ, এবং ভোজ্যের ভাগ উপভৃৎ; ভোক্তাই জুহূ, এবং ভোজ্য উপভৃৎ। তিনি চারিবার জুহূতে এবং আটবার উপভৃতে গ্রহণ করেন।[৯]

১২। তিনি যে জুহূতে চারিবার (আজ্য) গ্রহণ করেন, ইহাতে ভোক্তাকে পরিমিততর ও অল্পতর করিয়া থাকেন; এবং আটবার যে উপভৃতে গ্রহণ করেন, তাহাতে ভোজ্যকে অপরিমিততর ও বহুতর করিয়া থাকেন; কেননা, যেখানে ভোক্তা অল্পতর ও ভোজ্য বহুতর, তাহাই সমৃদ্ধ হয়।

৮। "যজমানদেবত্যা বৈ জুহূঃ, ভ্রাতৃব্যদেবত্যোপভৃৎ"—তৈ. ব্রা. ৩. ৩. ৫. ৪।

৯। সায়ণ বলেন—জুহূতে চারিবার এবং উপভৃতে যে আটবার আজ্য গ্রহণ করিতে হয়, তাহারই উপপত্তির জন্য এই কণ্ডিকার অবতারণা।

১৩। তিনি চারিবার জুহূতে গ্রহণ করিবার জন্য বহুতর আজ্য গ্রহণ করেন, এবং উপভৃতে আটবার গ্রহণ করিবার জন্য অল্পতর আজ্য গ্রহণ করিয়া থাকেন।[১০]

১৪। তিনি যে জুহূতে চারিবার গ্রহণ করিতে বহুতর আজ্য গ্রহণ করেন, তাহাতে তিনি ভোক্তাকেই পরিমিততর ও অল্পতর করিয়া তাহাতে বীর্য্য ও বল স্থাপন করেন;[১১] এবং উপভৃতে আটবার গ্রহণ করিতে যে অল্পতর আজ্য গ্রহণ করেন, তাহাতে তিনি ভোজ্যকেই অপরিমিততর ও বহু করিয়া তাহা বীর্য্যরহিত ও অবলবত্তর করেন। (যেহেতু ভোজ্য বীর্য্যরহিত হয়), সেইজন্য রাজা অসীম প্রজা পাইয়াও একখানি মাত্র ঘরের দ্বারাই তাহাদিগকে জয় করেন, এবং যাহা যাহা যেরূপ কামনা করেন, তাহা তাহাই সেইরূপ প্রাপ্ত হন। তিনি (অধ্বর্য্যু) জুহূতে যে অধিকতর আজ্য গ্রহণ করেন, তাহা সেই বীর্য্যেই (গ্রহণ করিয়া থাকেন)। তিনি যাহা (আজ্য) জুহূতে গ্রহণ করেন, তাহা জুহূ দ্বারাই হোম করেন; এবং যাহা উপভৃতে গ্রহণ করেন, তাহাও জুহূর দ্বারাই হোম করেন।

১৫। তৎসম্বন্ধে কেহ কেহ বলিয়া থাকেন—'যদি উপভৃতের দ্বারা হোম না করে, তবে তাহা কিজন্য উপভৃতের দ্বারা গ্রহণ করিবে?' (তাহার উত্তর এই—) 'তিনি যদি উপভৃতের দ্বারা হোম করেন, তাহা হইলে এই প্রজাগণ (রাজার নিকট হইতে) পৃথক্ই হইয়া পড়িবে, এবং ভোক্তাও হইবে না, ভোজ্যও হইবে না; আর যদি তিনি জুহূরই দ্বারা আনয়নপূর্ব্বক তাহা হোম করেন, তবে, এই প্রজাগণ রাজাকে ('ক্ষত্রিয়') কর প্রদান করে। আর যে তিনি তাহা উপভৃতে গ্রহণ করেন, তাহাতে রাজার বশে থাকায় প্রজার ('বৈশ্য') নিকট পশুসমূহ উপস্থিত হয়। আর যে তিনি জুহূ দ্বারাই আনয়নপূর্ব্বক হোম করেন, তাহাতে রাজা যখনই কামনা করেন,

১০। অর্থাৎ জুহূতে আজ্য গ্রহণ করিবার সময় স্রুব পূর্ণ করিবে, এবং উপভৃতে গ্রহণ করিবার সময় স্রুব অর্দ্ধপূর্ণ করিয়া গ্রহণ করিবে—সায়ণ।

১১। ভোগ্য বস্তু অপেক্ষা ভোক্তা অল্প হওয়ায় ঐ প্রভূততর ভোজ্যে ভোক্তার বীর্য্য ও বল স্থাপিত করা হয়—সায়ণ।

তখনই প্রজাকে বলেন—'তোমার যাহা (ধন) অন্যত্র নিহিত আছে, তাহা আনয়ন কর!' এবং (এইরূপে) তাহাকে জয় করেন, ও যাহা যাহা যেরূপ কামনা করেন, এই বীর্য্যেরই দ্বারা তাহা তাহা সেইরূপ সেবা করেন।

১৬। ঐ[১২] সেই সমস্ত আজ্য ছন্দসমূহের জন্য গৃহীত হয়। তিনি যে চারিবার জুহূতে গ্রহণ করিয়া থাকেন, তাহা গায়ত্রীর জন্য গ্রহণ করেন; আর যে আটবার উপভৃতে গ্রহণ করিয়া থাকেন, তাহা ত্রিষ্টুপ্ ও জগতীর জন্য গ্রহণ করেন, এবং চারিবার যে ধ্রুবাতে গ্রহণ করিয়া থাকেন, তাহা অনুষ্টুভের জন্য গ্রহণ করেন। বাক্যই অনুষ্টুপ্, এবং বাক্য হইতেই এই সমস্ত উৎপন্ন হয়, তজ্জন্য ধ্রুবা হইতেই সমগ্র যজ্ঞ উৎপন্ন হইয়া থাকে;—ইহাই (পৃথিবী) অনুষ্টুপ্, এবং ইহা হইতেই এই সমস্ত উৎপন্ন হয়, তজ্জন্য ধ্রুবা হইতেই সমস্ত যজ্ঞ উৎপন্ন হইয়া থাকে।[১৩]

১৭। তিনি (স্রুবের দ্বারা এই মন্ত্রে আজ্য) গ্রহণ করেন—"তুমি দেবগণের প্রিয় ধাম!" আজ্যই দেবগণের প্রিয়তম ধাম, এবং তজ্জন্যই তিনি বলেন—"তুমি দেবগণের প্রিয় ধাম!"[১৪]—'তুমি অনভিভূত দেবযাগের উপায়!'[১৪] আজ্য বজ্র (-স্বরূপ) বলিয়া তিনি বলেন—"তুমি অনভিভূত দেবযাগের উপায়!"

১২। ধ্রুবাস্থিত আজ্য সমস্ত যজ্ঞে ব্যবহৃত হয়, ইহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে (১. ২. ৫. ১০); জুহূপ্রভৃতি-স্থিত আজ্যকে প্রকারান্তরে বর্ণনা করিয়া ধ্রুবাস্থিত আজ্যের সর্ব্বযজ্ঞ-সাধারণত্ব দৃঢ়তর-রূপে প্রতিপাদন করা যাইতেছে।

১৩। এস্থানে ছন্দসমূহের চরণের সংখ্যাগত সাদৃশ্য গ্রহণ করিয়া বলা হইয়াছে যে, অমুক পাত্রে এতবার আজ্য গ্রহণ করিলে তাহা অমুক ছন্দের জন্য হইবে। গায়ত্রী আট অক্ষরের পাদত্রয়-বিশিষ্ট হইলেও, ছয় অক্ষরের হিসাবে তাহারও চারি পাদ হইয়া থাকে; এই জন্য বলা হইয়াছে যে, জুহূতে যে চারিবার আজ্য গ্রহণ করা যায় তাহা গায়ত্রীর জন্য। অন্যত্রও এইরূপ বুঝিতে হইবে। ত্রিষ্টুপ্ ও জগতীর একত্র মিলিত পাদ-সংখ্যা আট। অনুষ্টুপের পাদ-সংখ্যা চারি।

১৪। "ধামনামসি প্রিয়ং দেবানাং"—বা. স. ১. ৩১. ৪। ধাম শব্দের অর্থ তেজ (নিরুক্ত, ৯. ৩. ২)। ঘৃত ব্যবহারে তেজ হয়, এজন্য তেজহেতু ঘৃতও এখানে তেজ (ধাম) বলিয়া উক্ত হইতেছে—সায়ণ। মহীধর বলেন—ধাম অর্থে এখানেও স্থান। মন্ত্রস্থিত 'নাম'-শব্দের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন যে, আজ্যকে দেখিয়া তাহা পান করিবার জন্য সকলে নত হয়, এইজন্য তাহা 'নাম'।

১৮। তিনি এই (পূর্ব্বোক্ত) যজুর্মন্ত্রের দ্বারা একবার, ও মৌনাবলম্বনে তিনবার জুহূতে (আজ্য) গ্রহণ করেন; এই যজুর্মন্ত্রের দ্বারা একবার ও মৌনাবলম্বনে সাতবার উপভৃতে গ্রহণ করেন; এবং এই যজুর্মন্ত্র দ্বারা একবার ও মৌনাবলম্বনে তিনবার ধ্রুবাতে গ্রহণ করেন। তদ্বিষয়ে কেহ কেহ বলিয়াছেন— 'তিন-তিন বারই যজুর্মন্ত্রের দ্বারা গ্রহণ করিবে, কেননা, যজ্ঞ ত্রিরাবৃত্ত।' কিন্তু সেখানে এক-এক বারই (গ্রহণ করা হয়), এবং ইহাতেও তিনবার গ্রহণ করা

ষষ্ঠ ব্রাহ্মণ

[১ প্রোক্ষণী-জল গ্রহণপূর্ব্বক অধ্বর্য্যু-কর্ত্তৃক কাষ্ঠের প্রোক্ষণ ও তাহার মন্ত্র;—২ বেদি প্রোক্ষণ ও তাহার মন্ত্র;—৩ বর্হিব প্রোক্ষণ ও মন্ত্র;—৪ অবশিষ্ট প্রোক্ষণী-জলের দ্বারা বর্হিগুলির মূল ভিজান ও তাহার উপকার;—৫ প্রস্তর-নামক দর্ভমুষ্টির গ্রহণ ও যজ্ঞরূপ বিষ্ণুর কেশচূড়া-রূপে তাহার বর্ণন;—৫ বর্হিবন্ধন রজ্জুর মোচন, তাহার ফল, বেদির দক্ষিণ শ্রোণিতে ঐ রজ্জুর স্থাপন, দর্ভ দ্বারা আচ্ছাদন, লৌকিক দৃষ্টান্তে তাহার সমর্থন;—৭ বেদির উপরে বর্হির আস্তরণ;—৮ আস্তরণের দ্বারা দেবপ্রভৃতির মধ্য-স্থিত স্ত্রীরূপা বেদিকে অনগ্নাবস্থায় রাখা হয়;—৯ বেদিতে বর্হির আস্তরণের দ্বারা পৃথিবীতে ওষধিসমূহকে প্রতিষ্ঠিত করা হয়;—১০ পূর্ব্বপ্রচলিত মতোল্লেখে বহুল বর্হির আস্তরণ, আস্তরণ করিবার দ্বিবিধ প্রণালী ও তাহাতে যুক্তি;—১১ আস্তরণ করিবার মন্ত্র;—১২ আহবনীয় অগ্নির সন্ধুক্ষণ, সন্ধুক্ষণসময়ে তাহার উপরিভাগে প্রস্তর ধারণ করিবার প্রয়োজন;—১২ ১৩ অগ্নির চারিদিকে পরিধি কাষ্ঠের স্থাপন, তদ্বিষয়ক আখ্যায়িকা;—১৭ পতিত হবির স্পর্শ ও তাহার মন্ত্র;—১৮ কেহ কেহ ইধ্ম হইতেই পরিধি-কাষ্ঠ গ্রহণ করেন. ঐ মতের খণ্ডন ও পৃথক্ পরিধির নিয়মে যুক্তি;—১৯ পরিধিসমূহ পলাশকাষ্ঠের হওয়া আবশ্যক, তদ্বিষয়ে যুক্তি;—২০ পলাশকাষ্ঠের না পাওয়া গেলে নামনির্দ্দেশপূর্ব্বক অপর কাষ্ঠসমূহের বিধান।]

১। অধ্বর্য্যু প্রোক্ষণী-জল গ্রহণ করেন ও (তাহার দ্বারা এই মন্ত্রে), প্রথমে ইধ্মকে[১] প্রোক্ষণ করেন—"তুমি কৃষ্ণ মৃগ, এবং কঠিন বৃক্ষ-স্থিত; অগ্নির প্রিয়

১৫। স্থানত্রয়ে এক-এক বার করিয়া গ্রহণ করিলেও মোটের উপর তিন বার গ্রহণ করা হয়।

১। অগ্নিকে সমুদ্দীপ্ত করে বলিয়া কাষ্ঠের নাম ইধ্ম। কুড়ি খানি কাষ্ঠ একত্র করিলে তাহাকে ইধ্ম বলা হয়; "ইধ্মো বিংশতিকাষ্ঠকঃ"—কাত্যায়ন-পরিশিষ্ট।

তোমাকে আমি প্রোক্ষণ করিতেছি !"[২] তিনি তাহা ইহার দ্বারা অগ্নির জন্য মেধ্যই করেন।

২। অনন্তর তিনি (এই মন্ত্রে) বেদি প্রোক্ষণ করেন—"তুমি, বেদি, বর্হির (আচ্ছাদন কুশের) প্রিয় তোমাকে আমি প্রোক্ষণ করিতেছি !"[৩] তিনি ইহার দ্বারা তাহা বর্হির জন্য মেধ্যই করেন।

৩। অনন্তর তিনি (আগ্নীধ্র) ইঁহাকে (অধ্বর্য্যুকে) বর্হি প্রদান করেন। ইনি তাহার (বন্ধন রজ্জুর) গ্রন্থি পূর্ব্বভাগে করিয়া (বেদিতে) স্থাপন করেন ও (এই মন্ত্রে) প্রোক্ষণ করেন—"তুমি বর্হি, স্রুক্‌সমূহের প্রিয় তোমাকে আমি প্রোক্ষণ করিতেছি !"[৪] ইহার দ্বারা তিনি তাহা স্রুক্‌সমূহের জন্য মেধ্যই করেন।

৪। অনন্তর যে প্রোক্ষণী-জল অবশিষ্ট থাকে, তিনি তাহা (বর্হিস্বরূপ) ওষধিসমূহের মূলে (এই মন্ত্রে) লইয়া যান (অর্থাৎ ঢালিয়া দেন)—"তুমি অদিতির আর্দ্রত্বসম্পাদক !"[৫] এই পৃথিবীই অদিতি, এবং তিনি ইহার দ্বারা ইহারই ওষধিসমূহের মূলগুলিকে আর্দ্র করেন। (এইরূপে বর্হিস্বরূপ) এই (ওষধি-) সমূহ আর্দ্রমূল হইয়া থাকে; তজ্জন্য যদিও সেগুলি শুষ্কাগ্র হয়, তথাপি তাহাদের মূলসমূহ আর্দ্রই থাকে।

২। "কৃষ্ণোঽস্যাখরেষ্ঠঃ"—বা. স. ২. ১. ১...। 'আখরেষ্ঠ' শব্দের অর্থ মহীধর দুই প্রকার করিয়াছেন, এক প্রকার অনুবাদে লিখিত হইয়াছে; অন্য প্রকার এই—"খং স্বর্গং দদাতীতি খর আহবনীয়ঃ, তত্র আ সমন্তাৎ তিষ্ঠতীতি আখরেষ্ঠঃ— ;" অগ্নি যেস্থানে স্থাপিত হয় তাহার নাম খর; অতএব কাষ্ঠ খরের চারিদিকে থাকে বলিয়া তাহাকে 'আখরেষ্ঠ' বলা যাইতে পারে। 'কৃষ্ণ'-শব্দের আদি স্বর এখানে উদাত্ত, এজন্য তাহার অর্থ কৃষ্ণমৃগী। কোন সময়ে যজ্ঞ দেবগণের নিকট হইতে অপক্রান্ত হইয়া নিজেকে গোপন রাখিবার জন্য কৃষ্ণমৃগের রূপ ধারণপূর্ব্বক বনে যজ্ঞিয় তরুর মধ্যে প্রবেশ করিয়া কোন কঠিন বৃক্ষের নিকট ছিল—ইহাই অবলম্বন করিয়া ঐরূপ বলা হইয়াছে—মহীধর। ১. ১. ৪. ১ দ্রষ্টব্য।

৩। বা. স. ২. ১. ২।

৪। বা. স. ২. ১. ৩।

৫। বা. স. ২. ২. ১।

৫। অনন্তর তিনি গ্রন্থি মোচন করিয়া পূর্ব্বভাগেঃ (এই মন্ত্রে) প্র স্ত র৺ গ্রহণ করেন—"তুমি বিষ্ণুর কেশচূড়া ('স্তুপঃ') !"[৮] যজ্ঞই বিষ্ণু, এবং ইহাই (প্র স্ত র) তাঁহার শিখা—কেশচূড়া, অতএব তিনি ইহা (প্রস্তর) দ্বারা তাঁহাতে (যজ্ঞরূপ বিষ্ণুতে) ইহাই (শিখাকেই) স্থাপন করেন। তিনি তাহা পূর্ব্বভাগে গ্রহণ করেন; কেননা, এই কেশচূড়া (লোকের) পূর্ব্বভাগে হইয়া থাকে; তজ্জন্য তিনি তাহার পূর্ব্বভাগ গ্রহণ করেন।

৬। পরে তিনি (বর্হির) বন্ধন-রজ্জুকে মোচন করেন, কেননা, ইহার (যজমানের) স্ত্রী তাহাতে পূর্ণাবয়বই (অপত্য) প্রসব করেন; তিনি তজ্জন্যই বন্ধন-রজ্জুকে মোচন করিয়া থাকেন। তিনি তাহা (বেদির) দক্ষিণ শ্রোণিতে স্থাপন করেন; কেননা, ইহা তাঁহার (যজমানের) নীবিই (অর্থাৎ বসন-গ্রন্থি স্বরূপই); এবং নীবি দক্ষিণ ভাগেই থাকে; তজ্জন্য তিনি তাহা দক্ষিণ শ্রোণিতে স্থাপন করেন। তিনি আবার উপরে (দর্ভের দ্বারা) তাহা আচ্ছাদিত করিয়া দেন, কেননা, এই (মনুষ্যগণের) নীবি উপরে আচ্ছাদিত থাকে; তজ্জন্য তিনি আবার উপরে তাহা আচ্ছাদিত করিয়া দেন।

৭। অনন্তর তিনি (বেদির উপরে) বর্হি আস্তরণ করেন (বিছাইয়া দেন) কেননা, প্রস্তর (যজ্ঞের) কেশ-চূড়া এবং অপর বর্হি ইহার (কেশচূড়ার) নীচে স্থিত (শ্মশ্রুপ্রভৃতি) লোমরাজি; তিনি তাহা দ্বারা ইহাতে (যজ্ঞে)

৬। কাত্যায়ন শ্রৌতসূত্রের কর্কভাষ্যে ও যাজ্ঞিকদেবের পদ্ধতিতে লিখিত হইয়াছে যে, বর্হির পূর্ব্বভাগ হইতে তাহা গ্রহণ করিবে, কিন্তু মূল আলোচনায় অনুবাদোক্ত ভাবই ভাল বোধ হয়।

৭। প্রকৃতি-নামক ইষ্টিতে চারিটি দর্ভমুষ্টির প্রয়োজন হয়, ইহার মধ্যে একটি সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। চারিটি দর্ভমুষ্টির মধ্যে তিনটি বেদিতে আস্তরণ করিবার এবং হবি ও পাত্রসমূহের স্থাপন করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। এই তিন দর্ভমুষ্টির নাম ব র্হিঃ। অপর বৃহৎ দর্ভমুষ্টির নাম প্র স্ত র। যে বেদিতে জুহূকে স্থাপন করা হয়, প্রস্তরকেও সেই বেদিতে বি ধৃ তি-নামক দর্ভদ্বয়ের উপরে পূর্ব্বাগ্রে স্থাপন করা যায়। কাত্যায়ন শ্রৌতসূত্রে (৫. ১. ২৬) প্রস্তরের লক্ষণ উক্ত হইয়াছে, তাহার অর্থ এইরূপ—পুষ্পিত দর্ভমঞ্জরীসমূহকে যদি বন্ধন করিয়া বর্হির নিকটে স্থাপন করা যায়, তবে তাহারই নাম প্র স্ত র। "প্রস্তরো দর্ভমুষ্টিরূপ"—ইতি বেদদীপ।

৮। বা. স. ২. ২. ২।

সেই সমস্তই (লোম) স্থাপন করিয়া থাকেন; এবং সেই জন্যই বর্হি আস্তরণ করেন।

৮। বেদি (স্ত্রীং) স্ত্রীলোকই, এবং তাঁহার চারিদিকে দেবগণ, ও এই যে শ্রুতবেদ ও অনূচান (অধীতসাঙ্গবেদ) ব্রাহ্মণগণ (ঋত্বিক্),—তাঁহারা উপবিষ্ট থাকেন; সেই সমস্ত উপবিষ্ট লোকের মধ্যে তিনি ইহাকে (বেদিকে) (আস্তরণের দ্বারা) অনগ্না করেন। তিনি সেই জন্য বর্হি আস্তরণ করিয়া থাকেন।

৯। বেদি যে পরিমাণ, পৃথিবী সেই পরিমাণ; এবং বর্হি ওষধিসমূহ (-স্বরূপ); সেই জন্য তিনি তাহা (আস্তরণ) দ্বারা পৃথিবীতে ওষধিসমূহ স্থাপন করিয়া থাকেন, এবং সেই-এই ওষধিসমূহ এই পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি তজ্জন্য বর্হি আস্তরণ করেন।

১০। তদ্বিষয়ে তাঁহারা বলেন—'বহু পরিমাণ (বর্হি) আস্তরণ করিবে, কেননা, ইহার (পৃথিবীর) যে স্থানেই বহুলতম ওষধি থাকে, সেই স্থানই আশ্রয়নীয়তম; তজ্জন্য বহু পরিমাণে আস্তরণ করিবে।' তাহা (বহুল আস্তরণ করার ফল) তাহার আহরণ-কর্ত্তারই (যজমানেরই) হইয়া থাকে। তিনি ত্রিগুণ আস্তরণ করেন, কেননা, যজ্ঞ ত্রিগুণ। অথবা (বর্হির অগ্র) উঠাইয়া উঠাইয়া আস্তরণ করিবে,[১০] কেননা, ঋষি বলিয়াছেন—"তাঁহারা বর্হিকে পরস্পর সংসক্ত করিয়া আস্তরণ করেন।"[১১] তিনি (বর্হিসমূহের) মূলকে (অগ্র দ্বারা) নীচে করিয়া আস্তরণ করেন, কেননা, এই পৃথিবীতে এই

৯। এখানে তিন মুষ্টি বর্হি আস্তরণ করিতে হইবে; প্রথম মুষ্টিকে বেদির পূর্ব্বভাগে আস্তরণ করিয়া দ্বিতীয় মুষ্টিকে বেদির মধ্যভাগে পূর্ব্ব মুষ্টির সহিত সম্বদ্ধ রাখিয়া আস্তরণ করিতে হইবে; এইরূপ তৃতীয় মুষ্টিকে দ্বিতীয় মুষ্টির সহিত সম্বদ্ধ রাখিয়া বেদির পশ্চার্দ্ধে আস্তরণ করিতে হইবে। কাঃ শ্রৌ. ২. ৭. ২২—২৬।

১০। অর্থাৎ প্রথম মুষ্টিকে বেদির পশ্চার্দ্ধে স্থাপন করিয়া তাহার অগ্রভাগ উঠাইয়া তাহার নীচে দ্বিতীয় মুষ্টির মূল স্থাপন করিয়া বেদির মধ্যভাগে তাহা স্থাপন করিবে, এইরূপ দ্বিতীয় মুষ্টির অগ্র তুলিয়া ও তাহার নীচে তৃতীয় মুষ্টির মূল স্থাপন করিয়া বেদির পূর্ব্বার্দ্ধে তাহাকে আস্তরণ করিবে। কা. শ্রৌ. ২. ২. ২৭।

১১। ঋ. স. ৮. ৪৫. ১।

ওষধিসমূহ নীচমূল হইয়া প্রতিষ্ঠিত থাকে। তিনি তজ্জন্য মূল নীচে করিয়া আস্তরণ করেন।

১১। তিনি (এই মন্ত্রে) আস্তরণ করেন—"ঊর্ণায় ন্যায় মৃদুতর ও দেবগণের উত্তম উপবেশন স্থান তোমাকে আস্তরণ করিতেছি!"[১২] তিনি যে বলেন—"ঊর্ণায় ন্যায় মৃদুতর তোমাকে," তাহাতে ইহাই বলেন যে, 'দেবগণের উত্তম (তোমাকে);' তিনি যে বলেন—"দেবগণের উত্তম উপবেশনের স্থান," তাহাতে ইহাই বলেন যে, '(তাহা) সুখে উপবেশন করিবার যোগ্য।'

১২। অনন্তর তিনি অগ্নিকে সম্পন্ন (অর্থাৎ হবির্দহনে সমর্থ, প্রবল) করেন।[১৩] আহবনীয় যজ্ঞের মস্তকই, কেননা, মস্তক (শরীরের) পূর্ব্বার্দ্ধ; অতএব তাহাকে তিনি যজ্ঞের পূর্ব্বার্দ্ধই সম্পন্ন করেন।[১৪] তিনি (আহবনীয় অগ্নির) অত্যন্ত সন্নিকৃষ্ট উপরিভাগে প্র স্ত র ধারণ করিয়া (অগ্নিকে) সম্পন্ন করেন, কেননা, প্র স্ত র এই কেশচূড়া (-স্বরূপ), এবং তিনি ইহা দ্বারা (তাদৃশ প্রস্তর ধারণ দ্বারা) তাহাতে (যজ্ঞে) ইহাই (কেশচূড়াই) স্থাপন করেন। তজ্জন্য তিনি অত্যন্ত সন্নিকৃষ্ট উপরিভাগে প্র স্ত র ধারণ করিয়া (অগ্নিকে) সম্পন্ন করেন।

১৩। অনন্তর তিনি প রি ধি-সমূহকে[১৫] (অগ্নির) চারিদিকে স্থাপন

১২। বা. স. ২. ২. ৩।

১৩। আহবনীয় অগ্নিকেই প্রবল করিতে হয়, এবং তাহাই এখানে প্রতিপাদিত হইতেছে। এই অগ্নি প্রবল করিতে হইলে পূর্ব্বোক্ত ইধ্ম হইতে একখানি কাষ্ঠ গ্রহণ করিয়া তাহা দ্বারা অগ্নিকে সন্ধুক্ষণ করিতে হয়। কেহ কেহ বলেন ঐ কাষ্ঠ অগ্নিতে প্রক্ষেপ করিয়া, আবার কেহ কেহ বলেন ঐ কাষ্ঠ দ্বারা অগ্নিকে সঞ্চালিত করিয়া সন্ধুক্ষণ বিধেয়। কা. শ্রৌ. ২. ৭. ২৯, যাজ্ঞিকদেবের পদ্ধতি।

১৪। আহবনীয় অগ্নি বেদির একধারে পূর্ব্বভাগে থাকে বলিয়া তাহাকে যজ্ঞের পূর্ব্বার্দ্ধ বা মস্তক-স্বরূপ কল্পনা করা হয়।

১৫। পলাশ, বিকঙ্কত (বঁইচি), কাশ্মরী (গাম্ভার) বিল্ব, খদির, ও উডুম্বর, এই সকলের অন্যতম বৃক্ষের বজমানের বাহুপ্রমাণ আর্দ্র কাষ্ঠের নাম প রি ধি। ইহা তিনখানি বা চারিখানি হইতে পারে, এবং সমস্তগুলিই একজাতীয় কাষ্ঠের হওয়া আবশ্যক। ১. ২. ৬. ১৯-২০; কা. শ্রৌ. ২. ৮. ১; কর্ম্মপ্রদীপ ২. ৪. ১২।

করেন। অগ্রে দেবগণ যখন হোতৃকর্ম্ম করিবার জন্য অগ্নিকে বরণ করেন, তখন তিনি বলিয়াছিলেন—'আমার উৎসাহ হইতেছে না যে, আমি আপনাদের হোতা হই, বা আপনাদের হব্য বহন করি। আপনারা পূর্ব্বে তিন জনকে বরণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা চলিয়া গিয়াছেন।[১৩] তাঁহাদিগকে আমার নিকটে আনিয়া উপস্থিত করুন, তবে আমি উৎসাহ করিতে পারি যে, আমি আপনাদের হোতা হইব, বা আপনাদের হব্য বহন করিব।' 'তাহাই হউক' এই বলিয়া তাঁহারা (দেবগণ) তাঁহাদিগকে ইহার নিকটে আনিয়া উপস্থিত করেন; এবং তাঁহারাই এই প রি ধি-সমূহ।

১৪। তিনি (অগ্নি) বলিয়াছিলেন—'বজ্র (-রূপ) বষট্কার তাঁহাদিগকে পীড়িত করিয়াছিল, বজ্র বষট্কার হইতে আমি ভীত হইতেছি; যাহাতে বজ্র বষট্কার আমাকে পীড়িত না করে, (এইরূপে) ইহাদেরই (পরিধিসমূহ) দ্বারা আমাকে বেষ্টিত করুন, তাহা হইলে বজ্র বষট্কার আমাকে পীড়িত করিবে না।' 'তাহাই হউক' বলিয়া তাঁহারা (দেবগণ) তাঁহাকে ইহাদের দ্বারা বেষ্টিত করিয়াছিলেন, এবং বজ্র বষট্কার তাঁহাকে পীড়িত করে নাই। অতএব তিনি যে ইহাদের দ্বারা (অগ্নিকে) বেষ্টিত করেন, তাহাতে অগ্নির বর্ম্ম বন্ধনই করিয়া থাকেন।

১৫। তাঁহারা (সেই পূর্ব্বোক্ত অপর তিন অগ্নি) বলিয়াছিলেন—'এই যজ্ঞে যদি আমাদিগকে যুক্ত করেন, তবে, যজ্ঞে আমাদেরও ভাগ হউক!'

১৬। দেবগণ বলিলেন—'তাহাই হউক; যাহা পরিধির বাহিরে পড়িবে, তাহা আপনাদিগকে হুত হইবে; আর যাহা (ঋত্বিগ্গণ) আপনাদের অত্যন্ত নিকট উপরিভাগে হোম করিবেন, তাহা আপনাদিগকে তৃপ্ত করিবে; এবং যাহা তাঁহারা অগ্নিতে হোম করিবেন, তাহা আপনাদিগকে তৃপ্ত করিবে।' এইরূপে যাহা তাঁহারা অগ্নিতে হোম করেন, তাহা ইহাদিগকে (অগ্নিত্রয়কে) তৃপ্ত করে, এবং যাহা তাঁহারা ইহাদের অত্যন্ত নিকট উপরিভাগে হোম করেন, তাহা ইহাদিগকে তৃপ্ত করে; আর যাহা পরিধির বাহিরে পতিত হয়, তাহা ইহাদিগকে হুত হয়। তজ্জন্য যাহা কিছু (আজ্য) পতিত হয়, তাহাতে

১৩। ১, ২, ১, ১।

অপরাধ হয় না, কেননা, তাঁহারা (অগ্নিত্রয়) এই পৃথিবীতে প্রবেশ করিয়াছেন; এবং যাহা কিছু পতিত হয়, তৎসমুদয় ইহাতেই (পৃথিবীতেই) প্রতিষ্ঠিত।

১৭। তিনি পতিত (হবিকে এই মন্ত্রে) স্পর্শ করেন—"ভূপতিকে প্রদত্ত ('স্বাহা')! ভুবনপতিকে প্রদত্ত! ভূতগণের পতিকে প্রদত্ত!"[১৭] ভূপতি, ভুবনপতি, ও ভূতগণের পতি—এই সমুদয় সেই সকল (পূর্ব্বকথিত) অগ্নির নাম। যেমন বষট্‌কারের দ্বারা (হবি) হুত হয়, সেইরূপ তাহা দ্বারা (ঐ নামোল্লেখের দ্বারা) ইহার (যজমানের) এই সমস্ত (হবি) অগ্নিতে হুত হয়।

১৮। তদ্বিষয়ে[১৮] কেহ কেহ ইধ্ম হইতেই এই পরিধিসমূহ গ্রহণ করিয়া চারিদিকে স্থাপন করেন; কিন্তু তাহা সেরূপ করিবে না, কেননা, তিনি যে সকল (পরিধিকে) ইধ্ম হইতে গ্রহণ করিয়া চারিদিকে স্থাপন করেন, তৎসমুদয় তাঁহার পক্ষে অনুপযুক্ত হয়, কারণ, ইধ্ম (অগ্নিতে) নিহিত করিবার জন্য করা হইয়া থাকে। যাহার (যে যজমানের) সম্বন্ধে তাঁহারা (অধ্বর্য্যুগণ) অপর (অর্থাৎ ইধ্ম হইতে ভিন্ন) পরিধি আহরণ করেন, তাঁহারই পরিধি উপযুক্ত হয়; তজ্জন্য অপর পরিধিই আহরণ করিবে।

১৯। তৎসমুদয় (পরিধি) পলাশ-জাতই হইবে; কেননা, পলাশ ব্রহ্মই, এবং ব্রহ্ম অগ্নি; তজ্জন্য অগ্নিসমূহ পলাশ-জাতই হইবে।

২০। তিনি যদি পলাশ-জাত (পরিধিসমূহ) না পান, তবে, তাহারা বিকঙ্কত (বঁইচি)-জাত হইবে; যদি বিকঙ্কতজাত না পান, তবে, কাশ্মরী (গাম্ভারী)-জাত হইবে; যদি কাশ্মরী-জাত না পান, তবে বিল্ব-জাত, বা খদির-জাত, বা উডুম্বর-জাত হইবে। এই সমস্ত বৃক্ষই যজ্ঞিয়; তজ্জন্য (পরিধিসমূহ) এই সমস্তেরই হইয়া থাকে।

১৭। 'স্বাহা' শব্দ দেবতার উদ্দেশ্যে দান করাকে বুঝায়। মন্ত্র বা. স. ২. ২. ৩।

১৮। পরিধি-বিষয়ে।

তৃতীয় প্রপাঠক

প্রথম ব্রাহ্মণ

[১ পরিধি-কাষ্ঠ আর্দ্র হইবে ;—২-৪ মধ্যম, দক্ষিণ ও উত্তর পরিধির স্থাপন এবং তাহার মন্ত্র ;—৫-৬ আহবনীয় অগ্নিতে সমিৎ-নিক্ষেপ, তাহার প্রণালী ও ঐ মন্ত্র ;—৭ অগ্নিতে দ্বিতীয় সমিৎ নিক্ষেপের প্রয়োজন ;—৮ দ্বিতীয় সমিৎ নিক্ষেপের পর জপনীয় মন্ত্র ;—৯ তৃতীয় সমিৎ নিক্ষেপ করিবার প্রয়োজন ;—১০ বিধৃতিনামক তৃণদ্বয়ের স্থাপন ও তাহার মন্ত্র ;—১১ বিধৃতিদ্বয়ের উপরে প্রস্তর স্থাপন ;—১২-১৩ বাম হস্তের দ্বারা তাহা চাপিয়া ধরা, তাহার মন্ত্র, জুহূগ্রহণ পর্য্যন্ত প্রস্তর বাম হাতে চাপিয়া রাখা ও তাহার প্রয়োজন ;—১৪ জুহূ, ধ্রুবা ও উপভৃতের গ্রহণ-মন্ত্র ও তাহার ব্যাখ্যা ;—১৫ জুহূকে প্রস্তরের উপরে ও অপর স্রুক্‌সমূহকে তাহার নীচে স্থাপন করার বিধি ও যুক্তি ;—১৬ পুরোডাশাদি হবি স্পর্শ করিবার মন্ত্র ও তাহার ব্যাখ্যা ।]

১। সেই সমুদয় (পরিধি) আর্দ্রই হইবে ; কেননা, ইহাই (আর্দ্রত্ব) তাহাদের জীবন, ইহাতে তাহারা তেজোযুক্ত, ও ইহাতে তাহারা বীর্য্যযুক্ত হইয়া থাকে। অতএব তাহারা আর্দ্র হইবে।

২। তিনি প্রথমে মধ্যম পরিধিকেই (আহবনীয়ের পশ্চিম দিকে এই মন্ত্রে) পরিস্থাপিত করেন—"বিশ্বের অহিংসায় জন্য গন্ধর্ব্ব বিশ্বাবসু[১] তোমাকে পরিস্থাপিত করুন ! তুমি যজমানের পরিধি,[২] তুমি অগ্নি,[৩] তুমি স্তুতির যোগ্য এবং স্তুত !"[৪]

৩। অনন্তর তিনি (এই মন্ত্রে) দক্ষিণ (পরিধিকে) পরিস্থাপিত করেন—"তুমি বিশ্বের অহিংসার জন্য ইন্দ্রের দক্ষিণ বাহু, তুমি যজমানের পরিধি, তুমি অগ্নি, তুমি স্তুতির যোগ্য এবং স্তুত !"[৫]

১। বিশ্ববসু গন্ধর্ব্বের নাম ঋগ্বেদেও পাওয়া যায় ; ১০. ৮৪. ২১ ইত্যাদি ; ১০. ১৩৯. ৪ ; মূল ব্রাহ্মণ ১৪. ৭. ৫. ১৮। গন্ধর্ব্ব অর্থে সূর্য্যরশ্মিকেও বুঝায়, নিরুক্ত ২. ২. ২ ।

২। অর্থাৎ পরিবেষ্টক।

৩। ১. ২. ৬. ১৩।

৪। বা. স. ২. ৩. ১।

৫। বা. স. ২. ৩. ২।

৪। অনন্তর তিনি (এই মন্ত্রে) উত্তর (পরিধিকে) স্থাপন করেন—"বিশ্বের অহিংসার জন্য মিত্র ও বরুণ ধ্রুব ধর্ম্মের দ্বারা উত্তর দিকে তোমাকে পরিস্থাপিত করুন! তুমি যজমানের পরিধি, তুমি অগ্নি, তুমি স্তুতির যোগ্য এবং স্তুত!"[৬] তাহারা অগ্নি বলিয়াই তিনি বলিয়া থাকেন—"তুমি স্তুতির যোগ্য এবং স্তুত!"

৫। পরে তিনি (আহবনীয় অগ্নিতে) সমিৎ প্রক্ষেপ করেন।[৭] তিনি প্রথমে (ইহা দ্বারা) মধ্যম পরিধিকেই স্পর্শ করেন, এবং তাহাতে ইহাদিগকে (পরিধিরূপ অগ্নিত্রয়কে) সমুদ্দীপ্ত করিয়া থাকেন; এবং পরে তিনি তাহা (সেই সমিৎকে) অগ্নিতে নিক্ষেপ করেন, ও তাহা দ্বারা প্রত্যক্ষ অগ্নিকে সমুদ্দীপ্ত করিয়া থাকেন।

৬। তিনি তাহা এই গায়ত্রী (-ছন্দোযুক্ত মন্ত্র) দ্বারা নিক্ষেপ করিয়া থাকেন—"হে কবি,[৮] হে অগ্নি, দ্যুতিমান্ বৃহৎ ও বীতিহোত্র[৯] তোমাকে যজ্ঞে সমুদ্দীপ্ত করিতেছি!"[১০] তিনি ইহাতে গায়ত্রীকেই সমুদ্দীপ্ত করেন, সেই গায়ত্রী সমুদ্দীপ্ত হইয়া অপর ছন্দসমূহকে সমুদ্দীপ্ত করেন, এবং ছন্দসমূহ সমুদ্দীপ্ত হইয়া দেবগণের জন্য যজ্ঞ বহন করে।

৭। তিনি যে দ্বিতীয় সমিৎকে নিক্ষেপ করেন, তাহাতে বসন্তকে সমুদ্দীপ্ত করিয়া থাকেন, বসন্ত সমুদ্দীপ্ত হইয়া অন্য ঋতুসমূহকে সমুদ্দীপ্ত করে, এবং ঋতু-সমূহ সমুদ্দীপ্ত হইয়া প্রজাসমূহকে উৎপাদন করে ও ওষধিসমূহকে পক্ক করে।

৬। বা. স. ২. ৩. ৩।

৭। বায়ুকোণ হইতে আরম্ভ করিয়া অগ্নিকোণ পর্য্যন্ত অবিচ্ছিন্ন ধারায় আজ্যদ্বারা হোম করিতে হয়, ইহার নাম পূ র্ব্বা ঘা র; ধারা যেখানে সমাপ্ত হয় সেখানে সমিৎ প্রক্ষেপ বিধেয়। এইরূপ নৈর্ঋত দিক্ হইতে ঈশান দিক্ পর্য্যন্ত যে অবিচ্ছিন্ন হোম, তাহার নাম উ ত্ত রা ঘা র; ইহা যেখানে শেষ হয়, দ্বিতীয় সমিৎ সেই স্থানে প্রক্ষেপ করিতে হয় (৭ম কণ্ডিকা দেখ)।

৮। অর্থাৎ মেধাবী, নিঘণ্টু ৩. ১৫; ক্রান্তদর্শী, নিরুক্ত ১২. ১৩।

৯। সমৃদ্ধির জন্য যাহাতে হোম করা যায়; অথবা হেতুকর্ম্ম করিবার জন্য যাহার অভিলাষ—মহীধর।

১০। বা: স. ২.৪.১।

তিনি তাহা (এই মন্ত্রে) নিক্ষেপ করেন—"তুমি সমুদ্দীপক ('সমিৎ') !"[১১] কেননা, বসন্ত সমুদ্দীপকই।

৮। তিনি (দ্বিতীয় সমিৎ) নিক্ষেপ করিয়া (এই মন্ত্র) জপ করেন—[১২] "সূর্য্য তোমাকে যে-কোন হিংসা হইতে পূর্ব্বদিকে রক্ষা করুন !"[১৩] রক্ষার জন্যই পরিধিগুলি সমন্ত (তিন) দিকে থাকে, এবং ইহাতে (তাদৃশ মন্ত্র জপে) তিনি পূর্ব্ব দিকে সূর্য্যকেই রক্ষক করেন ; কেননা, তিনি ভয় করেন যে, পাছে নাশক রক্ষোগণ পূর্ব্বদিকে আসিয়া উপস্থিত হয় ; এবং সূর্য্যই রক্ষোগণের অপহন্তা।

৯। তিনি যে ঐ[১৫] তৃতীয় সমিৎকে অ নু যা জে (অর্থাৎ অ নু যা জে র প্রাক্‌কালে)[১৬] নিক্ষেপ করেন, তাহাতে ব্রাহ্মণকেই (যজমানকেই) সমুদ্দীপ্ত করিয়া থাকেন, এবং ব্রাহ্মণ সমুদ্দীপ্ত হইয়া দেবগণের যজ্ঞ বহন করেন।

১০। অনন্তর তিনি (বর্হি দ্বারা) আচ্ছাদিত বেদিতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, ও দুইখানি তৃণ[১৭] গ্রহণ করিয়া (পূর্ব্বাগ্র আস্তৃত বর্হির উপরে এই মন্ত্রে) তির্য্যগ্-ভাবে স্থাপন করেন—"তোমরা দুইখানি সবিতার বাহুদ্বয় !"[১৮] প্রস্তর

১১। বা. স. ২.৫.১।

১২। আহবনীয় অগ্নির পূর্ব্ব ভিন্ন অপর তিনদিকে পরিধিত্রয় থাকে, এবং তাহারাই ঐ তিনদিকে সেই অগ্নিকে রক্ষা করে ; পূর্ব্বদিকে ফাঁক থাকায় সেখানে সূর্য্যকে রক্ষক বলা গিয়াছে। পরবর্ত্তী ব্রাহ্মণবাক্যে ইহা আরও স্পষ্ট হইবে।

১৩। বা, স, ২, ৫, ২।

১৪। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে ইহা স্পষ্ট লিখিত হইয়াছে—"পরিধীন্ পরিদধাতি রক্ষসোঽপহত্যৈ, সংস্পর্শয়তি রক্ষসামনবচরায়, ন পুরস্তাৎ পরিদধাতি আদিত্যো হ্যেবোদ্যন্ পুরস্তাদ্ রক্ষাংস্যপহন্তি—৩, ৩, ৭।

১৫। প্রথম ও দ্বিতীয় সমিৎ নিক্ষেপ করিয়া অনেক পরে অনুযাজের সময় তৃতীয় খানি নিক্ষেপ করিবার জন্য রাখিয়া দিতে হয়। এই জন্য দূরার্থবাচী 'ঐ' শব্দ প্রয়োগ করা হইয়াছে।

১৬। ১.৬.৪.৩।

১৭। এই তৃণ আস্তৃত বর্হি হইতে লইতে হয়, অথবা অপর কোন তৃণ লইলেও চলে। এই তৃণ দুইখানির নাম বি ধৃ তি ; বি ধৃ তি-দ্বয় সমান ও গর্ভযুক্ত হওয়া আবশ্যক ; আশ্ব. শ্রৌ. ২. ৯. ১২ ; দীর্ঘে ইহা আরত্নিপ্রমাণ হইয়া থাকে ; "অরত্নিমাত্রে বিধৃতী করোতীতি শ্রুতে"—কা. শ্রৌ ২. ৮. ৫, কর্কভাষ্য।

১৮। বা. স. ২. ৫, ৩।

(যজ্ঞের) কেশচূড়াই এবং তিনি এই তির্য্যগ্‌ভাবে স্থিত (তৃণদ্বয়কে) ইহার (যজ্ঞের) ভ্রূদ্বয়ই স্থাপন করেন; এবং সেই জন্য (লোকের) ভ্রূদ্বয় তির্য্যক্ হইয়া থাকে। প্রস্তর ক্ষত্রিয়-(স্বরূপ)ই, এবং অপর বর্হি প্রজা-সমূহ (-স্বরূপ), (এবং ঐ যে তৃণদ্বয় স্থাপিত হয়), তাহা ক্ষত্রিয় ও প্রজাগণের পৃথক্‌করণের নিমিত্ত;[১৯] সেই জন্য তিনি (ঐ তৃণদ্বয়কে) তির্য্যগ্‌ভাবে স্থাপন করেন, এবং তন্নিমিত্তই তাহাদের নাম বি ধৃ তি।

১১। তিনি তাহায় (বিধৃতিদ্বয়ের) উপরে (এই মন্ত্রে) প্র স্ত র কে আস্তৃত করেন—"ঊর্ণার ন্যায় মৃদুতর ও দেবগণের উত্তম উপবেশনের স্থান তোমাকে আস্তৃত করিতেছি!"[২০] তিনি যে বলেন "ঊর্ণার ন্যায় মৃদুতর তোমাকে," তাহাতে ইহাই বলেন যে, 'দেবগণের সম্বন্ধে উত্তম (তোমাকে);' আর যে বলেন—"দেবগণের উত্তম উপবেশন স্থান," তাহাতে ইহাই বলেন যে, '(তাহা) সুখে উপবেশনের যোগ্য।'

১২। তিনি তাহা (এই মন্ত্রে, বামহস্তের দ্বারা) অভিনিহিত করেন[২১]— "বসুগণ, রুদ্রগণ ও আদিত্যগণ তোমাতে উপবেশন করুন!" দেবগণ এই তিনটিই, যথা—বসুগণ, রুদ্রগণ ও আদিত্যগণ; এবং তিনি তাহাতে (ঐ মন্ত্রে) ইহাই বলেন যে, 'এই দেবগণ তোমাতে উপবেশন করুন।' (প্রস্তর) বাম হস্তদ্বারা অভিনিহিত হইয়াই থাকে—

১৩। আর তিনি দক্ষিণ (হস্তের) দ্বারা এই ভয়ে জুহূ গ্রহণ করেন যে, পাছে নাশক রক্ষোগণ আসিয়া প্রথমে তাহাতে প্রবেশ করে, কেননা, ব্রাহ্মণ রক্ষোগণের অপহন্তা। তজ্জন্য (প্রস্তর) বামহস্ত দ্বারা অভিনিহিত হইয়া থাকে।

১৪। এবং তিনি দক্ষিণ (হস্তের) দ্বারা (এই মন্ত্রে) জুহূ গ্রহণ করেন—

১৯। "ক্ষত্রস্য চৈব বিশশ্চ বিধৃত্যৈ"—"বিধৃত্যৈ বিধিধং ধরণায়…ইতরথা হি প্রস্তরবর্হিষোঃ সাঙ্কর্য্যাৎ ক্ষত্রিয়বৈশ্যয়োরপি সাঙ্কর্য্যং স্যাৎ"—সায়ণ। বিধৃতি অর্থাৎ বিবিধরূপে বিভাগ করিয়া ধারণ, যাহাতে প্রস্তর ও বর্হি একত্র সংসৃষ্ট না হইয়া পরস্পর পৃথক্ থাকিতে পারে।

২০। বা. স. ২. ৫. ৪।

২১। অর্থাৎ প্রস্তরাভিমুখে হস্তকে তদুপরি স্থাপন করেন।

"তুমি ঘৃতপূর্ণা,[২২] এবং নামে জুহূ!", কেননা, তাহা ঘৃতপূর্ণাই এবং নামে জুহূই ;[২৩]—"সেই তুমি প্রিয় ধামের (অর্থাৎ আজ্যের) সহিত প্রিয় (প্রস্তর-রূপ) আসনে উপবেশন কর!" "তুমি ঘৃতপূর্ণা ও নামে উপভৃৎ!"—(এই মন্ত্রে) তিনি উপভৃৎকে গ্রহণ করেন, কেননা, তাহা ঘৃতপূর্ণাই এবং নামে উপভৃতই ;[২৪]—"সেই তুমি প্রিয় ধামের সহিত প্রিয় আসনে উপবেশন কর!" "তুমি ঘৃতপূর্ণা ও নামে ধ্রুবা!"—(এই মন্ত্রে) তিনি ধ্রুবাকে গ্রহণ করেন, কেননা, তাহা ঘৃতপূর্ণাই এবং নামে ধ্রুবাই ;[২৫]—"সেই তুমি প্রিয় ধামের সহিত প্রিয় আসনে উপবেশন কর!"[২৬] অপর যাহা কিছু (পুরোডাশাদি) হবি থাকে, তিনি তাহা (এই মন্ত্রে) প্রস্তরের উপরে স্থাপন করেন—"তুমি প্রিয় ধামের সহিত প্রিয় আসনে উপবেশন কর!"

১৫। তিনি জুহূকে (প্রস্তরের) উপরে, এবং অপর স্রুক্সমূহকে (অর্থাৎ ধ্রুবা ও উপভৃৎকে) নীচে স্থাপন করেন, কেননা, জুহূ ক্ষত্রিয়স্বরূপই, ও অপর স্রুক্সমূহ প্রজাস্বরূপ ; এবং তিনি তাহা দ্বারা ক্ষত্রিয়কেই প্রজা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ করেন। সেই জন্য এই প্রজাসমূহ নীচে থাকিয়া উপরি আসীন ক্ষত্রিয়কে উপাসনা করিয়া থাকে। তিনি এই নিমিত্ত জুহূকে উপরে ও অপর স্রুক্সমূহকে নীচে স্থাপন করেন।

১৬। তিনি (এই মন্ত্রে পুরোডাশাদি হবিকে) স্পর্শ করেন—"তাহারা[২৭] ধ্রুব (স্থির) হইয়া উপবেশন করিয়াছে!"[২৮] কেননা, তাহারা ধ্রুব হইয়াই উপবেশন

২২। "ঘৃতাচী ;" "ঘৃতং অঞ্চতি প্রাপ্নোতীতি ঘৃতাচী ঘৃতপূর্ণা"—মহীধর। জুহূ, ধ্রুবা ও উপভৃতে ঘৃত ধারণ করা হয় বলিয়া এ স্থলে সমস্ত পাত্রকে 'ঘৃতাচী' বলা হইয়াছে।

২৩। "হূয়তে অনয়া ইতি জুহূঃ"—ইহাতে হোম করা যায় বলিয়া ইহার নাম জুহূ।

২৪। "উপ সমীপে স্থিত্বা বিভর্ত্তি আজ্যং ধারয়তীত্যুপভৃৎ"—নিকটে থাকিয়া আজ্য ধারণ করে বলিয়া তাহার নাম উপভৃৎ।

২৫। হোমের জন্য যজ্ঞে জুহূ ও উপভৃতের যেমন সঞ্চালন আবশ্যক, ধ্রুবার সেরূপ নহে, তাহা স্থির হইয়া থাকে এই জন্য ইহার নাম ধ্রুবা।

২৬। উল্লিখিত মন্ত্র সমুদায় বা, স, ২, ৬, ১—৪।

২৭। অর্থাৎ জুহূ প্রভৃতি।

২৮। বা, স, ২, ৬, ৫।

করিয়াছে ;—"সত্যের ('ঋত') স্থানে ('যোনি') !" যজ্ঞই সত্যের স্থান, এবং যজ্ঞেই তাহারা উপবেশন করিয়াছে ;—"হে বিষ্ণু, তাহাদিগকে রক্ষা কর, যজ্ঞকে রক্ষা কর, ও যজ্ঞপতিকে রক্ষা কর !" তিনি (যজ্ঞপতি শব্দে) যজমানকেই বলিয়া থাকেন ;—"যজ্ঞের নেতা আমাকে রক্ষা কর !" তিনি ইহা দ্বারা নিজেকে যজ্ঞ হইতে বিযুক্ত করেন না। যজ্ঞই বিষ্ণু ; অতএব, তিনি যে এই সমস্ত রক্ষার নিমিত্ত করেন,[২৯] তাহা যজ্ঞেরই জন্য করিয়া থাকেন। তিনি তজ্জন্য বলেন—"হে বিষ্ণু, তাহাদিগকে রক্ষা কর !"[৩০]

দ্বিতীয় ব্রাহ্মণ।

[১ ইধ্ম ও সামিধেনী শব্দের অর্থ নির্ব্বচন ;—২ সামিধেনী উচ্চারণ করিবার জন্য অধ্বর্য্যুর হোতাকে প্রার্থনা ;—৩ ঐ প্রার্থনাবাক্যে সম্বোধনবাচী হোতৃশব্দনিবেশ করা উচিত নহে ;—৪ আগ্নেয় সামিধেনীসমূহের উচ্চারণ ও তাহার ফল ;—৫ একাদশ সামিধেনীর আদি ও অন্তকে তিন-তিন বার উচ্চারণ করায় মোট পঞ্চদশটি সম্পন্ন হয়, এবং তাহার ফল ;—৮-৯ সামিধেনীর পঞ্চদশ সংখ্যারই প্রকারান্তরে স্তুতি ;—১০ ইষ্টির জন্য পঞ্চদশ সামিধেনীর উচ্চারণ, অনুচ্চস্বরে দেবতার যাগ ও তাহার কারণ ;—১১ কাহারো মতে দর্শপূর্ণমাসে একবিংশতি সামিধেনী পড়িবার নিয়ম ও তাহার সমর্থন ;—১২ শ্রীসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষেই ঐ একবিংশতি সামিধেনী পঠনীয়, হোতৃগণ যেরূপ হইবার জন্য সামিধেনী পাঠ করিবেন, তিনি ইচ্ছা না করিলেও সেইরূপ উৎকৃষ্ট বা নিকৃষ্ট হইতে হইবে,—ইহা বিচার মাত্র, তদনুসারে একবিংশতি সামিধেনী পাঠ করিবে না ;—১৩ শ্বাস ত্যাগ না করিয়া প্রথম ও অন্তিম সামিধেনীকে তিন-তিন বার করিয়া পড়িবার প্রয়োজন ;—১৪ যথাশক্তি শ্বাস ত্যাগ করিয়া উচ্চারণ করা নিন্দনীয় ;—১৫ যদি কেহ এই যথাশক্তি উচ্চারণ ইচ্ছা না করেন, তবে তিনি এক নিশ্বাসে এক-একটি করিয়া ঋক্ উচ্চারণ করিতে পারেন, এবং তাহাতেও সমগ্র ফল লাভ হয় ;—১৬ ঋক্‌সমূহের পরস্পর সংযুক্ত ও অবিচ্ছিন্ন ভাবে উচ্চারণ করিবার নিয়ম।]

১। অধ্বর্য্যু ইন্ধন কাষ্ঠের (ইধ্ম) দ্বারা অগ্নিকে সন্দীপ্ত (সম্ + √ইন্ধ্) করেন বলিয়া তাহার নাম ইধ্ম ; এবং হোতা অগ্নিসন্দীপক (সা মি ধে নী)

২৯। "পরিদদাতি ;" ইহার যৌগিক অর্থ এখানে দুর্লভ ; সায়ণ ইহা ছাড়িয়া গিয়াছেন।

৩০। মন্ত্র সমুদায় বা, স, ২, ৬, ৫।

মন্ত্রসমূহের[1] দ্বারা অগ্নিকে সন্দীপ্ত (সম্+√ইন্ধ্) করেন বলিয়া তাহাদের নাম সা মি ধে নী।

২। তিনি (অধ্বর্য্যু, হোতাকে) বলেন—'সন্দীপ্যমান অগ্নিকে লক্ষ্য করিয়া আপনি (সামিধেনীসমূহ) উচ্চারণ করুন,' কেননা, তিনি সন্দীপ্যমান অগ্নিকে লক্ষ্য করিয়া তাহা উচ্চারণ করিয়া থাকেন।

৩। তদ্বিষয়ে কেহ কেহ বলেন—'হে হোতা, সন্দীপ্যমান অগ্নিকে লক্ষ্য করিয়া (সামিধেনীসমূহ) উচ্চারণ করুন।' কিন্তু তাহা সেরূপ বলিবে না, কারণ, (বরণের) পূর্ব্বে তিনি হোতা থাকেন না, যখন তাঁহাকে বরণ করা হয়,[2] তাহার পর হোতা হইয়া থাকেন; তজ্জন্য 'সন্দীপ্যমান অগ্নিকে লক্ষ্য করিয়া উচ্চারণ করুন'—ইহাই বলিতে হইবে।

৪। তিনি আগ্নেয় (সামিধেনী-রূপ) মন্ত্রসমূহ উচ্চারণ করেন, ও তাহাতে স্বকীয় দেবতা দ্বারাই ইহাকে (অগ্নিকে) সন্দীপ্ত করিয়া থাকেন। তিনি গায়ত্রী-ছন্দোযুক্ত মন্ত্রসমূহকে উচ্চারণ করেন, কেননা, অগ্নির ছন্দ গায়ত্রীই, এবং (এইরূপে) তিনি তাহাতে স্বকীয় ছন্দের দ্বারাই ইহাকে সন্দীপ্ত করিয়া থাকেন। গায়ত্রী বীর্য্য(-স্বরূপ), গায়ত্রী ব্রহ্ম (-স্বরূপ),[3] অতএব তিনি ইহাতে বীর্য্যেরই দ্বারা ইহাকে সন্দীপ্ত করিয়া থাকেন।

৫। তিনি একাদশ (সামিধেনী) উচ্চারণ করেন, কেননা, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ একাদশাক্ষর। গায়ত্রী ব্রাহ্মণ ও ত্রিষ্টুপ্ ক্ষত্রিয়, অতএব তিনি ইহাতে এই উভয়েরই বীর্য্যের দ্বারা ইহাকে (অগ্নিকে) সন্দীপ্ত করিয়া থাকেন। তজ্জন্য তিনি একাদশ (সামিধেনী) উচ্চারণ করেন।

৬। তিনি প্রথম (সামিধেনীকে) তিনবার, এবং শেষ (সামিধেনীকে) তিনবার উচ্চারণ করেন, কেননা, যজ্ঞসমূহের প্রারম্ভ ত্রিগুণ, এবং পরিসমাপ্তি ত্রিগুণ। তজ্জন্য তিনি প্রথমকে তিনবার ও শেষকে তিনবার উচ্চারণ করেন।

১। "প্র বো বাজা..." ইত্যাদি ঋক্; মূল ব্রাহ্মণ ১. ৩. ৩. ১—৯; তৈ. স. ২. ৫. ৭. ২; তৈ. ব্রা. ৩. ৫. ২. ১—১২।

২। ইহা পরে উক্ত হইবে; ১. ৪. ২. ৫।

৩। ব্রহ্মশব্দে এখানে ব্রাহ্মণ জাতি বুঝিতে হইবে—সায়ণ।

৭। (এইরূপে) সেই সামিধেনীসমূহ পঞ্চদশটি সম্পন্ন হয়। পঞ্চদশ (মন্ত্রাত্মক স্তোম) বজ্রই, এবং বজ্র (শব্দের তাৎপর্য্যার্থ) বীর্য্য, অতএব তিনি ইহাতে সামিধেনীসমূহকে বীর্য্যরূপেই সম্পন্ন করেন; এই জন্য, যখন এই সমস্ত সামিধেনীকে উচ্চারণ করা হয়, তখন, তিনি যে ব্যক্তিকে দ্বেষ করিয়া থাকেন, তাহাকে (পায়ের) অঙ্গুষ্ঠদ্বয়ের দ্বারা (এই বলিয়া) পীড়িত করিবেন[৪] —'এই আমি অমুককে (শত্রুকে) পীড়া দিতেছি;' ইহাতে তিনি তাহাকে বজ্রেরই দ্বারা পীড়িত করেন।

৮। অর্দ্ধমাসের রাত্রি পঞ্চদশটিই হইয়া থাকে; এবং অর্দ্ধমাস-অর্দ্ধমাস রূপেই সংবৎসর আগমন করে; অতএব তিনি তাহাতে সেই সমস্ত রাত্রি পাইয়া থাকেন।[৫]

৯। পঞ্চদশটি গায়ত্রীর (অর্থাৎ সেই ছন্দোবদ্ধ মন্ত্রের) অক্ষর সংখ্যা তিন শত ষাট্ (৩৬০),[৬] এবং সংবৎসরের দিনসংখ্যাও তিন শত ষাট্ (৩৬০); অতএব তিনি তাহা দ্বারা সেই দিনসমূহকে প্রাপ্ত হন, সংবৎসরকে প্রাপ্ত হন।

১০। তিনি ইষ্টির[৭] জন্য সপ্তদশ সামিধেনী উচ্চারণ করিবেন; কেননা, তিনি যে দেবতাকে ইষ্টি অর্পণ করেন, তাঁহার যাগ অনুচ্চস্বরে ('উপাংশু') করিয়া থাকেন। সংবৎসরের মাস বারটি, ও ঋতু পাঁচটি;[৮] এবং ইহাই

৪। এস্থানে পায়ের অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা ভূমিকে পীড়িত করিতে হয়; কা. শ্রৌ. ৩. ১. ৭; তুল:— তৈ. স. ১. ৬. ৬. ৩।

৫। সামিধেনী পূর্ব্বোক্ত প্রকারে পঞ্চদশটি হওয়ায়, ইহার দ্বারা তাহারই উৎকর্ষ মাত্র প্রতিপাদিত হইতেছে যে, ইহাতে তিনি সংবৎসরের সমস্ত রাত্রি প্রাপ্ত হন।

৬। গায়ত্রী ছন্দ ৮ অক্ষরের পাদের তিন পাদবিশিষ্ট, অতএব এক একটিতে ২৪ অক্ষর থাকায় পনরটিতে (২৪ × ১৫=৩৬০) তিনি শত ষাট্ অক্ষর হয়।

৭। ইষ্টি-শব্দে এখানে কাম্যেষ্টি বুঝিতে হইবে। কামনাবিশেষের পূরণের জন্য দর্শ-পূর্ণমাসের আদর্শে এই ইষ্টি করা হয়, এজন্যই ইহাকে প্র কৃ তি দর্শ-পূর্ণমাস যাগের বি কৃ তি বলা হয়।

৮। অন্যত্র ছয় ঋতু বলা গিয়াছে—১. ২. ৩. ১২—১৩; এখানে হেমন্ত ও শিশিরকে একত্র ধরিয়া পাঁচ ঋতু বলা হইয়াছে (ঐ. ব্রা. ১. ১. ১১)।

(দ্বাদশ মাস ও পঞ্চ ঋতু-যুক্ত সংবৎসর) সপ্তদশাত্মক প্রজাপতি ;[৯] কেননা, স ক ল ই ('সর্ব্বং') প্রজাপতি ; এবং সেইজন্য, তিনি যে কামনা করিয়া ইষ্টি অর্পণ করেন, সেই কামনাকে স ক লে র ই দ্বারা অবিকল ভাবে সাধন করিতে পারেন। তিনি অনুচ্চস্বরে দেবতার যাগ করেন, কেননা, অনুচ্চস্বর অনিরুক্ত (অস্পষ্ট), এবং স ক ল ও অনিরুক্ত ;[১০] তজ্জন্য, তিনি যে কামনার নিমিত্ত ইষ্টি অর্পণ করেন, সেই কামনাকে স ক লে র ই দ্বারা অবিকল ভাবে সাধন করিয়া থাকেন ; এবং ইহা ইষ্টির ধর্ম্ম।

১১। তাঁহারা বলিয়া থাকেন—'দর্শ ও পূর্ণমাসে একবিংশতি সামিধেনী উচ্চারণ করিবে। সংবৎসরের মাস দ্বাদশটি, ও ঋতু পাঁচটি, এবং তিন লোক,—ইহাতে বিংশতি হয় ; এবং যিনি তাপ দিতেছেন (সূর্য্য), তিনিই একবিংশ ;—তিনিই সেই-এই গতি, এবং তিনিই এই প্রতিষ্ঠা ; (যজমান) তাহা দ্বারা এই গতি,—এই প্রতিষ্ঠাকে প্রাপ্ত হন। তজ্জন্য একবিংশতি সামিধেনী উচ্চারণ করিবে।'

১২। তিনি এই সমস্ত (সামিধেনীকে) প্রাপ্তশ্রী ব্যক্তির পক্ষেই উচ্চারণ করিবেন। যিনি ইচ্ছা করিবেন যে, 'আমি উৎকৃষ্ট ('শ্রেয়ান্') হইব না, বা নিকৃষ্ট ('পাপীয়ান্') হইব না, তিনি সেইরূপই হইয়া থাকেন,—যেরূপ হইবার জন্য তাঁহারা (হোতৃগণ, তাহা) উচ্চারণ করেন ;—অর্থাৎ যিনি ইহা এইরূপ জানেন ও যাঁহার জন্য তাঁহারা এই সমস্ত (সামিধেনীকে) উচ্চারণ করেন, তিনি উৎকৃষ্ট বা নিকৃষ্ট হইবেন। কিন্তু ইহা ("যিনি ইচ্ছা করিবেন

৯। পাঁচ ঋতু ও বার মাস থাকায় সংবৎসর সপ্তদশাত্মক, প্রজাপতিও মন্ত্রে সপ্তদশ অক্ষর থাকায় সপ্তদশাত্মক, যথা—"আশ্রাবয়েতি চতুরক্ষরং, অস্তু শ্রৌষড়িতি চতুরক্ষরং, যজেতি দ্ব্যক্ষরং, যে যজামহ ইতি পঞ্চাক্ষরং, দ্ব্যক্ষরো বষট্‌কারঃ, এষ বৈ সপ্তদশ প্রজাপতিঃ"—তৈ. স. ১. ৫. ১১। এই সাদৃশ্য হেতু সংবৎসরকে প্রজাপতিস্বরূপ বলা হইয়াছে। তুল :—১. ২. ৩. ১২।

১০। সায়ণ বলেন—"উপাংশু উচ্চারণ পার্শ্বস্থ কোন পদার্থবিশেষের প্রত্যায়ক হয় না বলিয়া তাহা অনিরুক্ত ; যাহা অনিরুক্ত, তাহা বিশেষ করিয়া কাহারও নির্বচন করিতে পারে না বলিয়া তাহা সর্ব্বাত্মক।"

যে,…” ইত্যাদির দ্বারা যাহা উক্ত হইল তাহা.) কেবল মীমাংসাই, এই সমস্ত (একবিংশতি সামিধেনীকে) উচ্চারণ করিবে না।[১১]

১৩। তিনি শ্বাসত্যাগ না করিয়া তিনবার প্রথম ও তিনবার অন্তিম (ঋক্‌কে) উচ্চারণ করিবেন; কেননা, এই লোক তিনটিই; তিনি তাহা দ্বারা এই তিন লোককেই বিস্তৃত (অথবা পরস্পর সংযুক্ত) করেন এবং এই তিন লোককেই আনন্দিত করেন। মনুষ্যে এই তিন প্রাণ (প্রাণ, অপান ও ব্যান) থাকে; তিনি তাহা দ্বারা ইহাকেই (এই প্রাণকেই) ইহাতে (যজমানরূপ মনুষ্যে) অবিচ্ছেদে বিস্তৃত (অথবা সংযুক্ত) করিয়া রাখেন। এবং এইরূপেই উচ্চারণ করিতে হয়।

১৪। তাঁহার (হোতার) যতক্ষণ পর্য্যন্ত (অবিচ্ছেদে শ্বাসত্যাগ না করিয়া উচ্চারণ করিবার) শক্তি থাকে, তিনি ততক্ষণই (শ্বাস ত্যাগ না করিয়া) উচ্চারণ করিবার ইচ্ছা করিবেন;[১২] কিন্তু ইহার নিন্দা আছে; এই নিন্দা যে, তিনি (হোতা) শ্বাস অপরিত্যাগে উচ্চারণ করিতে ইচ্ছা করিয়া (ঋকের) মধ্যে শ্বাস পরিত্যাগ করিয়া ফেলিবেন এবং সেই কার্য্য শিথিল হইয়া যাইবে।

১৫। তিনি যদি ইহা (যথাশক্তি উচ্চারণ) ইচ্ছা না করেন, তবে শ্বাস পরিত্যাগ না করিয়া এক-একটি (ঋকই) উচ্চারণ করিবেন; তিনি এক-একটি দ্বারাই এই সমস্ত (তিন) লোককে বিস্তৃত (অথবা সংযুক্ত) করেন, এক-একটি দ্বারাই এই সমস্ত (তিন) লোককে আনন্দিত করেন। আর যে তিনি প্রাণকে (যজমানের মধ্যে অবিচ্ছেদে সংযুক্ত করিয়া) রাখেন, তাহার কারণ এই যে,

১১। এখানে মূল পাঠ গোলমাল ধরণের; “তা হৈতা গতশ্রেয়েবাহ্নুব্রয়াদ্। য শ্রৈয়ান্‌ৎস্যান্ন পাপীয়ানিতি যাদৃশায়ৈব স তেঽন্বাহুস্তাদৃঙ্ বা হৈব ভবতি পাপীয়ান্ বা যস্ত্বেবং বিদুষ এতা অন্বাহুঃ সো এষা মীমাংসৈব নত্বেবৈতা অনূচ্যন্তে।” কাণ্বশাখার পাঠ সংক্ষিপ্ত হইলেও বেশ পরিষ্কার; যথা—‘তদেতদ্ গতশ্রীরেব কুর্বীত ন হ শ্রেয়ান্ ন পাপীয়ান্ ভবতি যস্ত্বেবমন্বাহুঃ সৈষা মীমাংসৈব নত্বনূচ্যন্তে।”

১২। “শক্ত্যানুরূপমেবানুচ্ছ্বসনং. শক্ত্যভাবে হি ঋঙ্মধ্যেঽবসানে বোচ্ছ্বাসে নাস্তি দোষ ইত্যভিপ্রায়ঃ”—সায়ণঃ।

গায়ত্রীই প্রাণ;[১৩] "তিনি সমগ্র গায়ত্রীকে উচ্চারণ করিয়া সমগ্র প্রাণকে (তাহাতে সংযুক্ত করিয়া) রাখেন। অতএব শ্বাস পরিত্যাগ না করিয়া এক-একটিই উচ্চারণ করিবে।

১৬। তিনি সেই সমস্ত (ঋক্‌কে) অবিচ্ছেদে ও পরস্পর-সংযুক্ত ভাবে উচ্চারণ করিবেন। তিনি ইহাতে সংবৎসরেরই অহোরাত্রসমূহকে পরস্পর-সম্বদ্ধ করিয়া থাকেন, এবং পরস্পর-সম্বদ্ধ ও অবিচ্ছিন্ন হইয়াই সংবৎসরের এই অহোরাত্র সমুদয় আবর্ত্তন করিতেছে। তিনি ইহাতে দ্বেষকারী শত্রুকে উপস্থিত হইতে দেন না; যদি তিনি (সেই সমুদয় ঋক্‌কে) পরস্পর-অসংযুক্ত ভাবে উচ্চারণ করেন, তাহা হইলে, সেই শত্রু উপস্থিত হইয়া পড়ে।[১৪] তজ্জন্য তিনি (ঋক্‌সমূহকে) পরস্পর-সংযুক্ত ও অবিচ্ছিন্ন ভাবে উচ্চারণ করেন।

তৃতীয় ব্রাহ্মণ।

[১ সামিধেনীসমূহ উচ্চারণের পূর্ব্বে হিং-শব্দ উচ্চারণ আবশ্যক, যজ্ঞ সামরহিত হয় না, হিঙ্কার প্রণবসহকৃত হইয়া সামের রূপ ধারণ করে;—২ ঐ হিং-শব্দ উচ্চারণ করিবার কারণান্তর;—৩ হিংশব্দ অনুচ্চস্বরে উচ্চারণীয়. উচ্চস্বরে উচ্চারণের দোষ;—৪ 'আ' ও 'প্র' শব্দের সহিত ঋক-সমূহের উচ্চারণ ও তাহার ফল;—৫-৬ ঐ দুই শব্দ উচ্চারণ করিবার অপর কারণদ্বয়;—৭ সামিধেনীদ্বয় উল্লেখ করিয়া ঐ দুই শব্দের সদ্ভাব প্রদর্শন;—৮ উল্লিখিত দুইটি সামিধেনীতেই 'প্র'-শব্দের অর্থ প্রতিপাদিত হয়—এই মত খণ্ডন করিয়া উভয়ের পার্থক্য সমর্থন;—৯ প্রথম সামিধেনীর কতকগুলি পদের ব্যাখ্যা;—১০ বি দে হ(ঘ) দেশের অধিপতি রাজা মা থ ব এবং তাঁহার পুরোহিত গো ত ম কে লইয়া অগ্নিবিষয়ক আখ্যায়িকাবিশেষের প্রস্তাবনা;—১১-১৪ ঐ আখ্যায়িকা. স দা নী রা (ক র তো য়া) নদীর উল্লেখ, পুরাকালের ব্রাহ্মণেরা ঐ নদী পার হইতেন না;—১৫ তাহার পর ঐ

১৩। গায়ত্রী ত্রিপাদ, এবং প্রাণবায়ুও প্রাণ, অপান ও ব্যানরূপ বৃত্তিভেদে ত্রিবিধ; গায়ত্রী ও প্রাণের এইরূপ ত্রিত্বসংখ্যারূপ সাদৃশ্য থাকায় প্রাণকে গায়ত্রীরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। সামিধেনীরূপ ঋক্‌সমূহ ত্রিপাদ বলিয়া তাহাদের এক-একটির উচ্চারণেও লোকত্রয়কে বিস্তৃত করা হয়।—সায়ণ।

১৪। শত্রু ছিদ্রান্বেষী, পরস্পর-অসংযুক্ত ভাবে ঋক্ উচ্চারণ করিলে সেই ফাঁক পাইয়া সে উপস্থিত হইতে পারে, অবিচ্ছেদে সংযুক্ত ভাবে উচ্চারণ করিলে সেই ফাঁক আর পায় না।

নদীর পূর্ব্বভাগে ব্রাহ্মণ-বসতি, পূর্ব্বে তাহা ক্ষেত্রের নিতান্ত অযোগ্য, ও জলপ্রচুর ছিল ;—১৬ এখন তাহা ক্ষেত্রযোগ্য, সেখানে ব্রাহ্মণগণের যজ্ঞানুষ্ঠান. গ্রীষ্মের সময়েও ঐ নদীর প্রবলভাব থাকে ও তাহার জল শীতল ;—১৭ ঐ নদীর পূর্ব্বভাগে মা থ বে র বাসভূমি নির্দ্দেশ ; ঐ নদী বি দে হ ও কো স লে র সীমা, এবং ঐ দেশদ্বয়ের নাম মা থ ব (অর্থাৎ মা থ ব তাহাদের রাজা বলিয়া প্রসিদ্ধ) ; —১৮-১৯ বি দে ঘ সেই সময়ে গো ত ম কে কেন উত্তর দেন নাই, তদ্বিষয়ে প্রশ্ন ও উত্তর ;—২০ সামিধেনীসমূহে ঘৃত শব্দ থাকায় তাহা অগ্নির সন্দীপক হয় ;—২১ পূর্ব্বোক্ত প্রথম সামিধেনীর অবশিষ্ট অংশের ব্যাখ্যা ;—২২-২৩ ঐ সামিধেনীস্থিত 'বীতয়ে' পদ ব্যাখ্যার জন্য আখ্যায়িকা—পূর্ব্বে ভূলোক দ্যুলোকাদি পরস্পর সংসৃষ্ট ছিল, পরে দেবগণ তাহা পৃথক্ পৃথক্ করেন ;—২৪ সামিধেনীর অবশিষ্ট অংশের ব্যাখ্যা,—২৫ তৃতীয় সামিধেনীর ব্যাখ্যা ;—২৬-২৭ চতুর্থ সামিধেনীর ব্যাখ্যা ;—২৮-২৯ পঞ্চম সামিধেনীর ব্যাখ্যা ও ষষ্ঠ সামিধেনীর প্রথমাংশের ব্যাখ্যা ;—৩০-৩১ ঐ সামিধেনীর অপরাংশের ব্যাখ্যা ;—৩২ সপ্তম সামিধেনীর ব্যাখ্যা ;—৩৩ 'বর্ষণকারী ('বৃষণ')'-পদযুক্ত ঋক্ত্রয় অগ্নিদেবতার হইলেও তাহা ইন্দ্রদেবতার হইয়া থাকে ;—৩৪-৩৫ অষ্টম সামিধেনীর ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে আখ্যায়িকা-বিশেষের উল্লেখ ;—৩৬ উক্ত মন্ত্রে অষ্টাক্ষরবিশিষ্ট গায়ত্রী থাকায় তাহা অষ্টম সামিধেনীরূপে পাঠ্য ;—৩৭ কেহ কেহ ঐ অষ্টম সামিধেনীর পূর্ব্বে ধায্যা-নামক দুইটি ঋক্‌কে উচ্চারণ করিয়া থাকেন,—এই মত খণ্ডন করিয়া অষ্টম সামিধেনীর পর ধায্যাদ্বয় উচ্চারণের ব্যবস্থা ;—৩৮ নবম সামিধেনীর ব্যাখ্যা ,—দশম সামিধেনী উচ্চারণ করিবার পূর্ব্বে অনুযাজের সমিৎ ভিন্ন সমস্ত ইন্ধনের অগ্নিতে নিক্ষেপ, তাহার অন্যথা করিলে দোষ ;—৩৯ নবম সামিধিনীর অবশিষ্ট অংশের ব্যাখা, দশম সামিধেনীর ব্যাখ্যা ;—৪০ নবম, দশম ও একাদশ সামিধেনীতে অধ্বর শব্দ থাকায় তাহার ফল, অধ্বর-শব্দের তাৎপর্য্যার্থ প্রসঙ্গে ক্ষুদ্র আখ্যায়িকাবিশেষ।]

১। তিনি 'হিং' (শব্দ) উচ্চারণ করিয়া (ঋক্‌সমূহকে) উচ্চারণ করেন। তাঁহারা বলিয়া থাকেন যে, 'সামরহিত যজ্ঞ হয় না, এবং 'হিং'-(শব্দ) না করিয়া সাম গান করা যায় না।' তিনি যে 'হিং' করেন, তাহাতে হিঙ্কারের (অর্থাৎ হিং-শব্দের) রূপ করা হইয়া থাকে, এবং তাহা প্রণবের (ওঁ) দ্বারাই সামের রূপ প্রাপ্ত হয়। তাঁহার 'ওঁ, ওঁ'-উচ্চারণের দ্বারা এই সমগ্র যজ্ঞই সামবান্ হয়।"[১]

২। তিনি যে 'হিং'-শব্দ উচ্চারণ করেন, (তাহার অপর কারণ এই

১। সাম উচ্চারণে 'হিং' ও 'ওঁ' শব্দ থাকা চাইই ; দ্রষ্টব্য—২.২.২.১১...। "সমাপ্য সামিধেনীরুপাংশু ॥ হিং৩ ইতি হিঙ্কৃত্য ভূর্ভুবঃ স্বরোমিতি জপতি ॥" আশ্ব. শ্রৌ. ১.২.২-৩।

যে),—হিঙ্কার প্রাণই ; 'হিঙ্কার প্রাণই,'[২] সেই জন্য নাসিকাদ্বয় বদ্ধ করিলে হিংশব্দ উচ্চারণ করিতে পারা যায় না। তিনি বাক্যের দ্বারা ঋক্ উচ্চারণ করেন ; এবং বাক্য ('বাচ্,' স্ত্রীং) ও প্রাণ (পুং) একটী মিথুন (-স্বরূপ); অতএব তিনি তাহা দ্বারা সামিধেনীসমূহের অগ্রে এক উৎপাদক[৩] মিথুন (সৃষ্টি) করিয়া থাকেন। তিনি সেই জন্যই হিং করিয়া উচ্চারণ করেন।

৩। তিনি 'হিং'-শব্দকে অনুচ্চস্বরে উচ্চারণ করেন। আর যদি তিনি 'হিং'-শব্দকে উচ্চস্বরে উচ্চারণ করেন, তবে তাহা বাক্য দ্বারাই সম্পাদিত করিয়া ফেলেন ;[৪] সেই জন্য তিনি 'হিং'-শব্দকে অনুচ্চস্বরে উচ্চারণ করিয়া থাকেন।

৪। তিনি 'আ' ও 'প্র' শব্দের সহিত (ঋক্সমূহকে) উচ্চারণ করেন ;[৫] এবং তাহা দ্বারা গায়ত্রীকেই অভিমুখী ও পরাঙ্মুখী[৬] করিয়া যোগ করেন ; তাহা পরাঙ্মুখী হইয়া দেবগণের যজ্ঞ বহন করে, এবং অভিমুখী হইয়া মনুষ্যগণকে রক্ষা করে। তিনি এই জন্যই 'আ' ও 'প্র' শব্দের সহিত উচ্চারণ করেন।

৫। তিনি যে 'আ' ও 'প্র' শব্দের সহিত (ঋক্সমূহকে) উচ্চারণ করেন, (তাহার অপর কারণ এই যে), 'প্র' (শব্দে) প্রাণ, ও 'আ' (শব্দে) উদান ; অতএব তিনি তাহা দ্বারা (যজমানের) প্রাণ ও উদানকেই ধারণ করেন। সেই জন্য তিনি 'আ' ও 'প্র' শব্দের সহিত উচ্চারণ করেন।

২। সা. ছা. ব্রা. ১. ৭. ১।

৩। অর্থাৎ যজমানের পুত্র পৌত্রাদির উৎপত্তির নিমিত্তভূত।

৪। "অথ যদুচ্চৈর্হিঙ্কুর্য্যাদ্ অন্তরদেব কুর্য্যাদ্বাচমেব ;" সায়ণ, এখানে লিখিয়াছেন—"উচ্চৈর্হিঙ্কারস্যোচ্চারণে হি সোঽপি বাচৈব নির্বর্ত্তেত ইতি তদাত্মক এব স্যান্নতু প্রাণাত্মকঃ; তথাচ মিথুনসম্পত্তির্ন স্যাৎ।" ইহাই অনুসরণ করিয়া ভাবমাত্র এখানে অনুবাদ করা হইয়াছে।

৫। অর্থাৎ 'আঙ্' ও 'প্র' উপসর্গ-যুক্ত ঋক্সমূহকে উচ্চারণ করিবেন। যথা প্রথম সামিধেনী—"প্র বো রাজা...," এখানে 'প্র' শব্দ রহিয়াছে ; দ্বিতীয় সামিধেনী—"অগ্ন আ যাহি বীতয়ে...," এখানে 'আ' শব্দ আছে।

৬। 'অভিমুখী ও পরাঙ্মুখী,' ইহাদের মূল যথাক্রমে "অর্বাচী" ও "পরাচী"। সায়ণ ইহাদের অর্থ তাহাই লিখিয়াছেন। 'আঙ্' উপসর্গের অর্থ আভিমুখ্য, অর্থাৎ নিজের দিক্, ভিতর,

৬। তিনি যে 'আ' ও 'প্র' শব্দের সহিত উচ্চারণ করেন, (তাহার আরও কারণ এই যে), 'প্র' অর্থাৎ সামনে রেত সেচন করা হয়, এবং 'আ' অর্থাৎ অভিমুখে—নিজের দিকে (সন্তান) জাত হয় ; 'প্র' অর্থাৎ সামনে (বন-প্রান্তর প্রভৃতিতে) পশুগণ (চরিবার জন্য) গমন করে ('বিতিষ্ঠন্তে'), 'আ' অর্থাৎ অভিমুখে—নিজের দিকে তাহারা ফিরিয়া আসে ; এবং এই সমস্তই (বস্তু) সামনের দিকে ও নিজের দিকে (যথাক্রমে গমন ও আগমন করে)। তিনি সেই জন্যই 'প্র' ও 'আ' শব্দের সহিত উচ্চারণ করেন।

৭। তিনি উচ্চারণ করেন—"তোমাদের অন্নসমূহ ও অর্দ্ধমাসসমূহ প্রবৃত্ত হইয়াছে !"[৭] ইহাতে 'প্র' (শব্দ প্রাপ্ত) হওয়া যায়, এবং (দ্বিতীয় সামিধেনীতে), "হে অগ্নি, বিস্তারের (বা হবি ভক্ষণের) জন্য আগমন করুন !"[৮]—ইহা দ্বারা 'আ' (শব্দ প্রাপ্ত) হওয়া যায়।

৮। তদ্বিষয়ে কেহ কেহ বলেন—'এই উভয় (মন্ত্রই) 'প্র' (শব্দের অর্থ)

নিজের গ্রামাদিতে কেহ আসিলে সেখানে 'আগত' শব্দ আমরা ব্যবহার করিয়া থাকি। 'প্র' উপসর্গের অর্থ ইহার ঠিক বিপরীত, নিজের সামনে বহির্দিক্ ; কেহ নিজের গ্রামাদি হইতে চলিয়া গেলে আমরা 'প্রয়াত'-'প্রস্থিত' ইত্যাদি ব্যবহার করি। নিরুক্তে (১.১.৩) আছে—"আঙ্ ইত্যর্বাগর্থে, প্রপরেত্যস্য প্রাতিলোম্যং।" মূল ব্রাহ্মণে 'আ' 'প্র' এই দুই উপসর্গের অর্থ প্রকাশ করিবার জন্য "অর্বাচী" ও "পরাচী" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। গায়ত্রী "অর্বাচী" অভিমুখী অর্থাৎ নিজের দিকে থাকিয়া ইহলোকস্থ মনুষ্যগণকে রক্ষা করে, এবং তাহাই "পরাচী" অর্থাৎ তদ্বিপরীতমুখী হইয়া উপরিস্থিত দ্যুলোকবর্ত্তী দেবগণের যজ্ঞ বহন করে। "পরাচী" শব্দের অর্থ যে সায়ণ 'পরাঙ্মুখী' লিখিয়াছেন, ইহারও তাহাই তাৎপর্য্য—"দেবযজনাগ্নিষ্ক্রম্য পরাচী পরাঙ্মুখী অনিবর্ত্তমানৈব গায়ত্রী দ্যুলোকং প্রতি…।"

৬। "অপত্যরূপেণ জায়মানস্য অভিমুখমাবর্ত্তনাৎ"—সায়ণঃ।

৭। "প্র বো বাজা অভিদ্যব…;" ইহা প্রথম সামিধেনীর প্রথম পাদ ; তৈ. ব্রা. ৩. ৫. ২. ১ ; মূল ব্রাহ্মণের পরবর্ত্তী ৯ম, কণ্ডিকায় ইহা ব্যাখ্যাত হইয়াছে ; তৈত্তিরীয় সংহিতাতেও (২. ৫. ৭. ২—৩) ইহার ব্যাখ্যা আছে। সায়ণাচার্য্য তদনুসারে সেখানে ব্যাখ্যা করিয়াছেন :—"হে দেবগণ, তোমাদের ঋত্বিক্ ও যজমানগণ প্রবৃত্ত হইয়াছেন, এবং মাস, অর্দ্ধমাস ও হবির্ভাগশালী দেবসমূহ ঘৃতপ্রদানকারিণী গাভীর সহিত প্রবৃত্ত হউন।" তৈত্তিরীয়সংহিতায় ঐ স্থানে বাজ-শব্দের অর্থ অন্ন লিখিত হইয়াছে।

৮। "অগ্ন আয়াহি বীতয়ে…"—তৈ. ব্রা. ৩. ৫. ২. ২ ; ঋ. স. ৬. ১৬. ১০।

সম্পাদন করে।'[৯] কিন্তু তাহা অতিবিজ্ঞান-জনিত (বলিতে হইবে)। (বস্তুতঃ) "তোমাদের অন্নসমূহ ও অর্দ্ধমাসসমূহ প্রবৃত্ত হইতেছে।"—ইহাতে 'প্র' (শব্দ), এবং "হে অগ্নি, বিস্তারের জন্য আগমন করুন!" ইহাতে 'আ' (শব্দ) প্রাপ্ত হওয়া যায়।

৯। তিনি উচ্চারণ করেন—"তোমাদের অন্নসমূহ ও অর্দ্ধমাসসমূহ প্রবৃত্ত হইতেছে!"—ইহাতে 'প্র' (শব্দ প্রাপ্ত) হওয়া যায়। (ঐ মন্ত্রের মধ্যে যে তিনি) 'বাজ'-শব্দ[১০] (উচ্চারণ করেন, সেই) 'বাজ'-শব্দ অন্নকেই (বুঝায়); অতএব অন্নকেই লক্ষ্য করিয়া তিনি তাহা উচ্চারণ করেন। (ঐ মন্ত্রের মধ্যে যে) 'অভিদ্যবঃ' শব্দ আছে, (সেই) 'অভিদ্যবঃ' শব্দ অর্দ্ধমাসসমূহকেই (বুঝাইয়া থাকে); অতএব তিনি অর্দ্ধমাসসমূহকেই লক্ষ্য করিয়া তাহা উচ্চারণ করেন। (আর যে ঐ মন্ত্রে) 'হবিষ্মন্তঃ' শব্দ (দেখা যায়), সেই 'হবিষ্মন্তঃ' শব্দ পশুসমূহকে বুঝায়; অতএব তিনি পশুগণকেই লক্ষ্য করিয়া তাহা উচ্চারণ করিয়া থাকেন।

১০। তিনি (সেই মন্ত্রে) "ঘৃতপূর্ণার দ্বারা"—(এই বাক্যাংশটি উচ্চারণ করেন)। বিদেঘ (বিদেঘ-দেশের রাজা)[১১] মাথব[১২] বৈশ্বানর অগ্নিকে মুখে ধারণ করিয়াছিলেন। রাহূগণ (রহূগণ-পুত্র) গোতম ঋষি তাঁহার পুরোহিত ছিলেন। পাছে বৈশ্বানর অগ্নি আমার মুখ হইতে বাহির হইয়া যায় এই ভয়ে তিনি (পুরোহিতের দ্বারা) আহূয়মান হইয়াও তাঁহাকে উত্তর প্রদান করেন নাই।

৯। "অগ্ন আয়াহি...," অর্থাৎ "অগ্নি, আগমন করুন" এই মন্ত্রে যে অগ্নিকে নিজের অভিমুখে আগমন করিতে বলা হয়, সেই অভিমুখাগমন স্বর্গবাসী দেবগণের সম্মুখে গমন ভিন্ন আর কিছুই নহে; অতএব 'আ' উপসর্গ থাকিলেও তাহা 'প্র' উপসর্গেরই অর্থ প্রকাশ করে।—সায়ণ

১০। মূল মন্ত্র লক্ষণীয়—"প্র বো বাজা অভিদ্যবঃ। হবিষ্মন্তো ঘৃতাচ্যা। দেবান্ জিগাতি সুম্নয়ুঃ॥"

১১। শতপথ ব্রাহ্মণের অন্যত্র সমস্ত স্থলেই বিদেহ শব্দই পাওয়া যায় (১.৪.১.১৭; ১৪.৬.১১.৬; ৭.২.৩১)।

১২। Weber ও সামশ্রমী মহাশয় যে সকল পুঁথির সাহায্যে মূল ব্রাহ্মণ প্রকাশিত করেন; তাহার সর্বত্রই মাথব পাঠ আছে; কিন্তু সায়ণাচার্য্য মাধব পাঠ করিয়া তাহার অর্থ করিয়াছেন মধুর পুত্র।

১১। তিনি (ঋষি গোতম) তখন ঋক্‌সমূহের দ্বারা তাঁহাকে আহ্বান করিতে আরম্ভ করিলেন—"হে মেধাবিন্ ('কবে') অগ্নি, যাঁহার হোম দ্বারা সমৃদ্ধি লাভ হইয়া থাকে (অথবা যিনি হোমস্থানে দেবগণকে আহ্বান করেন), সেই দ্যুতিমান্ মহান্ আপনাকে আমরা যজ্ঞে সন্দীপ্ত করিতেছি !"[১৩] —বি দে ঘ ![১৪]

১২। তিনি (বি দে ঘ) প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন না। (ঋষি বলিলেন)—"হে অগ্নি, আপনার দীপ্যমান বিশুদ্ধ রশ্মিসমূহ উত্থিত হইতেছে, আপনার শিখাসমূহ ও জ্যোতিসমূহ উত্থিত হইতেছে !"[১৫]—বি দে ঘ-অ-অ !'

১৩। তিনি উত্তর প্রদান করিলেন না। (ঋষি বলিলেন)—"হে ঘৃতক্ষরণশালিন্, আমরা সেই আপনাকে প্রার্থনা করিতেছি !"[১৬] তিনি এই মাত্র বলিলেন, এবং ইহার মধ্যে তাঁহার ঘৃত শব্দ উচ্চারণ করাতেই বৈশ্বানর অগ্নি (রাজার) মুখ হইতে জ্বলিয়া উঠিল, তিনি তাহা ধারণ করিতে পারিলেন না। সেই (অগ্নি) তাঁহার মুখ হইতে নির্গত হইয়া এই পৃথিবীতে পতিত হইল।

১৪। বি দে ঘ মা থ ব সেই সময়ে স র স্ব তী তে (অর্থাৎ সরস্বতী নদীর তীরে) ছিলেন।[১৭] সেই (অগ্নি) ঐ স্থান হইতে পূর্ব্বাভিমুখে এই পৃথিবীকে দগ্ধ করিতে করিতে গমন করিয়াছিল, এবং রা হু গ ণ গো ত ম ও বি দে ঘ মা থ ব সেই দহনপ্রবৃত্ত (অগ্নির) পশ্চাৎ অনুসরণ করিয়াছিলেন। সেই (অগ্নি) এই সমস্ত নদীকে বিদগ্ধ করিয়া ফেলে,[১৮] কিন্তু স দা নী রা[১৯] (নামে

১৩। বা. স. ২. ৪. ১; ঋ. স. ৫. ২৬. ৩।

১৪। এই সমস্ত ঋকের দ্বারা বি দে ঘে র মুখগত অগ্নিকে স্তব করিয়া তিনি বস্তুত তাঁহাকেই আহ্বান করিয়াছিলেন—সায়ণ; মন্ত্রের শেষে সেই জন্য তাঁহাকে সম্বোধন করা হইয়াছে।

১৫। তৈ. স. ১. ৩. ৪. ২৮; ঋ. স. ৮. ৪৪. ১৬।

১৬। ঋ. স. ৫. ২৬. ২।

১৭। সায়ণ বলেন—তিনি তাপশান্তির জন্য সরস্বতী নদীর মধ্যে নিমগ্ন হইয়া ছিলেন।

১৮। মূল "অতিদদাহ;" এই সমস্ত নদীকে অতিক্রম করিয়া দগ্ধ করিয়াছিল—এ অর্থও হইতে পারে, এবং ইহাই সঙ্গততর বোধ হয়। অনুবাদ সায়ণানুসারে।

১৯। সায়ণ বলেন—স দা নী রা র অপর নাম ক র তো য়া; অমরকোষেও (১. ১০. ৩৩) ইহা আছে।

যে নদী, যাহা) উত্তর পর্ব্বত হইতে প্রবাহিত হইতেছে, কেবল ইহাকেই বিদগ্ধ করিতে পারে নাই। 'বৈশ্বানর অগ্নি ইহাকে বিদগ্ধ করে নাই'—এই মনে করিয়া ব্রাহ্মণগণ পুরা কালে তাহা (ঐ নদী) পার হইতেন না।

১৫। তাহার পর এখন (তাহার) পূর্ব্বভাগে বহু ব্রাহ্মণ রহিয়াছেন। (সেই সময়ে) ঐ স্থান ক্ষেত্রের নিতান্ত অযোগ্য ও জলপ্লুব ছিল, কেননা, বৈশ্বানর অগ্নি তাহার স্বাদ গ্রহণ করেন নাই।

১৬। কিন্তু এখন তাহা বেশ ক্ষেত্রযোগ্যই হইয়াছে, কারণ, ব্রাহ্মণগণ নিশ্চয়ই যজ্ঞের দ্বারা অগ্নিকে ইহার আস্বাদন করাইয়াছিলেন। সেই (নদী) নিদাঘের চরম ভাগেও যেন সংকুপিত হইয়া উঠে; বৈশ্বানর অগ্নি বিদগ্ধ করে নাই বলিয়া তাহা ততখানি শীতল!

১৭। (তখন) বি দে ঘ মা থ ব বলিলেন—'আমি কোথায় থাকিব?' তিনি (অগ্নি) উত্তর করিলেন—'ইহারই (এই নদীর) পূর্ব্ব দিকে তোমার (বাস-) ভূমি হইবে।' সেই এই (স দা নী রা নদী) এখনও কো স ল ও বি দে হ দেশের সীমা হইয়া রহিয়াছে; এবং তাহারা মা থ ব (বলিয়া প্রসিদ্ধ)।[১৮]

১৮। অনন্তর রা হু গ ণ গো ত ম (রাজাকে) বলিলেন—'আপনি আহুত হইয়া আমাদিগকে উত্তর প্রদান করেন নাই কেন?' তিনি বলিলেন—'আমার মুখে (তখন) বৈশ্বানর অগ্নি ছিলেন; পাছে তিনি আমার মুখ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া যান—এই ভয়ে আমি উত্তর প্রদান করি নাই।'

১৮। এই আখ্যায়িকাটি বিশেষ আলোচনার যোগ্য। Prof. Weber প্রমুখ পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ইহা অনুসরণ করিয়া আর্য্যগণের ভারতবর্ষে ক্রমান্বয়ে তিনবার উপনিবেশ স্থাপনের কথা বলিয়া থাকেন। আর্য্যগণ প্রথম পঞ্চনদ প্রদেশে সরস্বতীর তীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিলেন, তাহার পর সরস্বতীর তীর হইতে (৪র্থ কণ্ডিকা) মা থ ব ও তাঁহার পুরোহিত গো ত মে র নেতৃত্বে স দা নী রা অর্থাৎ ক র তো য় র তীর পর্য্যন্ত (বর্ত্তমান বগুড়া নগর এই নদীর উপরেই অবস্থিত) আগমন করেন; এবং তাহার পর সেই নদীরও পূর্ব্ব ভাগে তাঁহারা অবস্থিতি করেন। বি দে হ ও কো স ল জনপদ বোধ হয় সেই সময়ে এক নৃপতির অধীন ছিল, এবং সেই নৃপতি মা থ ব, এই জন্য ঐ দুই জনপদকেও মা থ ব বলা হইত; এবং ক র তো য়া পর্যন্ত ঐ রাজ্য বিস্তৃত হইয়াছিল। Prof. Weber মনে করেন ব্রাহ্মণোক্ত অগ্নিদাহ-শব্দ আর্য্যগণের দেশ আক্রমণের ফল স্বরূপ ধ্বংসকে বুঝাইতেছে। প্রাকৃত ভাষায় ঘ স্থানে হ বহু স্থানেই দেখা যায়, যেমন লঘু=লহু, সেই জন্য বি দে ঘ হইতে পরে বি দে হ হইয়া আসিবে, মনে করা যাইতে পারে।

১৯। 'কিন্তু তাহা কিরূপে হইল?'—'আপনি যখনই "হে ঘৃতক্ষরণ-শালিন্ আমরা (তোমাকে) প্রার্থনা করিয়াছি!"—এই বাক্য উচ্চারণ করিলেন, তখনই ঘৃত (শব্দ) কীর্ত্তনে বৈশ্বানর অগ্নি মুখ হইতে উজ্জ্বলিত হইয়া উঠিলেন, আমি তাঁহাকে ধারণ করিতে পারিলাম না; তিনি আমার মুখ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া পড়িলেন।'

২০। সামিধেনীসমূহে যে ঘৃত (শব্দ)-যুক্ত (পদ) থাকে, তাহা তাহার (অগ্নির) সন্দীপকই হয়;[১৯] তিনি তাহা দ্বারা ইহাকে (অগ্নিকে) সন্দীপ্তই করেন, ও ইহার বীর্য্য সম্পাদন করিয়া থাকেন।

২১। (তিনি) সেইজন্য (ঐ মন্ত্রে) 'ঘৃতযুক্ত (স্রুকের) দ্বারা'—(এই পদটি উচ্চারণ করিয়া থাকেন)।—"তিনি সুখেচ্ছু হইয়া দেবগণের নিকটে গমন করিতেছেন!" 'সুখেচ্ছু' (শব্দে এখানে) যজমানই, কেননা, তিনি দেবগণকে জয় করিতে ইচ্ছা করেন, কারণ, তিনি দেবগণের নিকটে গমন করিতে ইচ্ছা করেন; তিনি সেই জন্য বলিয়া থাকেন—"তিনি সুখেচ্ছু হইয়া দেবগণের নিকটে গমন করিতেছেন!" এই যে ঋক্‌টি অগ্নি দেবতার (বলিয়া এখানে উচ্চারিত হইতেছে), তাহা অনিরুক্ত (অনির্দ্দিষ্ট); এবং স ক ল ও অনিরুক্ত; তিনি এইরূপে স ক লে র দ্বারাই (এই কার্য্য) প্রাপ্ত হন।

২২। (তিনি দ্বিতীয় সামিধেনী উচ্চারণ করেন)—"হে অগ্নি, বিস্তারের জন্য আগমন করুন!" তিনি যে বলেন "বিস্তারের জন্য", (তাহার তাৎপর্য্য এই)—পূর্ব্বে এই সমস্ত লোক (ভূলোক দ্যুলোক ইত্যাদি) পরস্পর অধিকতর সন্নিকৃষ্ট হইয়াছিল, এবং দ্যুলোককে (তখন হস্ত দ্বারা) এইরূপে[২০] স্পর্শ করিতে পারা যাইত।

২৩। দেবগণ (তখন) কামনা করিলেন যে, 'এই সমস্ত লোক কিরূপে অধিকতর বিপ্রকৃষ্ট হইতে পারে, এবং কিরূপে আমাদের এই (স্থান) বিস্তীর্ণতর হইতে পারে।' (অনন্তর) তাঁহারা 'বী ত য়ে'[২১] ('বিস্তারের জন্য') এই তিন

১৯। তুল:—তৈ. স. ২. ৫. ৮. ৫।

২০। হস্তের অভিনয় করিয়া দেখাইয়া দেওয়া হইতেছে যে, 'এইরূপ'।

২১। অর্থাৎ বি+ইতয়ে, ইতি (√ই+তি); বিদূরে গমনের জন্য।

অক্ষরের দ্বারাই এই (লোক-সমূহকে বি-নীত (অর্থাৎ বিশ্লিষ্ট) করিলেন; এবং তাহাতেই এই সমস্ত লোক বিদূরস্থিত হইয়াছে; ও তাহা হইতেই দেবগণের (স্থান) বিস্তীর্ণতর হয়। যিনি ইহা এইরূপ জানেন ও যাহার জন্য (ঋত্বিগ্‌গণ) 'বিস্তারের জন্য' ('বীতয়ে') এই (পদযুক্ত ঋক্) উচ্চারণ করেন, তাঁহার (স্থান) বিস্তীর্ণতর হয়।

২৪। তিনি বলেন—"হবিপ্রদানকারীর জন্য বলিতে বলিতে!" 'হবি-প্রদানকারী' (শব্দে) যজমানই (বুঝিতে হইবে); অতএব 'যজমানের জন্য বলিতে বলিতে'—ইহাই তিনি তাহা দ্বারা বলিয়া থাকেন।—"আপনি হোতা হইয়া বর্হিতে উপবেশন করুন!" অগ্নিই হোতা, এবং এই (ভূ) লোক বর্হিঃ; অতএব তিনি ইহা দ্বারা এই লোকেই অগ্নিকে স্থাপন করেন, এবং সেই-এই অগ্নি এই লোকে স্থাপিত হইয়া থাকেন; এবং এই লোককেই লক্ষ্য করিয়া এইটি (ঋক্) উচ্চারিত হয়। যিনি ইহা এইরূপ জানেন, ও যাঁহার জন্য (ঋত্বিক্‌গণ) এই (ঋক্) উচ্চারণ করেন, তিনি ইহা দ্বারা এই লোককেই জয় করিয়া থাকেন।

২৫। (তিনি তৃতীয় সামিধেনী উচ্চারণ করেন)—"হে অঙ্গিরাঃ; সেই-আপনাকে সমিৎসমূহের দ্বারা!"[২২] অঙ্গিরোগণ সমিৎসমূহের দ্বারা ইঁহাকে সন্দীপ্ত করিয়াছিলেন।[২৩] (তিনি বলেন)—'হে অঙ্গিরাঃ,' কেননা, অগ্নি অঙ্গিরাই।[২৪]—"ঘৃতের দ্বারা আমরা বর্দ্ধিত করিতেছি!" (ইহার মধ্যে) সেই (ঘৃত) পদটি অগ্নিসন্দীপন-বিষয়ক; তিনি ইহার দ্বারা ইঁহাকে (অগ্নিকে) সন্দীপ্ত করিয়া থাকেন, ও ইহার বীর্য্য সম্পাদন করেন।

২৬।—"হে তরুণতম, বৃহদ্‌ভাবে দীপ্ত হউন!"—তিনি সন্দীপ্ত হইয়া বৃহদ্‌ভাবে দীপ্তি পাইয়া থাকেন। তিনি বলেন—"হে তরুণতম," কারণ, অগ্নি তরুণতমই;[২৫] তিনি সেইজন্যই বলেন—"হে তরুণতম।" এই

২২। তৈ. ব্রা. ৩. ৫. ২. ৩; তৈ. স. ২. ৫. ৮. ১—১১।

২৩। ঐ. ব্রা. ৬. ৫. ৮—৯ ইহার বর্ণনা আছে।

২৪। দ্রষ্টব্য:—ঋ. স. ১. ৩১. ১; অগ্নি অঙ্গিরোগণের মধ্যে প্রথম।

২৫। 'তরুণতম'-শব্দের মূলপাঠ 'যবিষ্ঠ,' ইহার অর্থ 'কনিষ্ঠ; হইতে পারে, কেননা এই বর্ত্তমান অগ্নি চতুর্থ, ইহার পূর্ব্বে আর তিন অগ্নি ছিলেন। ১. ২. ১. ১; ২. ৬. ১৩।

লোককেই অর্থাৎ অন্তরিক্ষ লোককেই লক্ষ্য করিয়া এইটি (ঋক্) উচ্চারিত হয়; সেই জন্য অগ্নিদেবতার জন্য উচ্চারিত এই (ঋক্‌টি) অনিরুক্ত (অনির্দ্দিষ্ট), কেননা, এই (অন্তরিক্ষ) লোক অনিরুক্ত। যিনি ইহা এইরূপ জানেন, ও যাঁহার জন্য তাঁহারা (ঋত্বিকেরা) এই (ঋক্‌কে) উচ্চারণ করেন, তিনি ইহার দ্বারা এই (অন্তরিক্ষ) লোককে জয় করেন।

২৭। (তিনি চতুর্থ সামিধেনী উচ্চারণ করেন)—"সেই (আপনি) আমাদের জন্য বিস্তীর্ণ ও শ্রবণযোগ্য (স্থান)!" ঐ স্থানই বিস্তীর্ণ, যেখানে দেবগণ (বাস করেন); এবং এই স্থানই শ্রবণযোগ্য, যেখানে দেবগণ (বাস করেন)।—"হে দেব, (আমাদের) অভিমুখে প্রকাশিত করুন!" "হে দেব, (আমাদের) অভিমুখে প্রকাশিত করুন!"—ইহা দ্বারা তিনি এই বলেন যে, 'আমাদিগকে এখানে লইয়া যান!'

২৮।—"হে অগ্নি, বৃহৎ ও সুবীর্য্য (স্থান)!" ঐ (স্থান) বৃহৎ, যেখানে দেবগণ (বাস করেন); এবং এই (স্থান) সুবীর্য্য, যেখানে দেবগণ (বাস করেন)। এই লোককেই লক্ষ্য করিয়া এইটি (ঋক্) উচ্চারিত হইয়াছে। অতএব যিনি ইহা এইরূপ জানেন, ও যাঁহার জন্য তাঁহারা ইহা (এই ঋক্‌কে) উচ্চারণ করেন, তিনি ইহা দ্বারা এই লোককেই—এই দ্যুলোককেই জয় করেন।

২৯। তিনি (পঞ্চম সামিধেনী) উচ্চারণ করেন—"(আপনি) স্তবার্হ ও নমস্য!" কেননা, এই (অগ্নি) স্তবার্হই ও নমস্যই;—"তিমির তিরস্কার করিয়া (আপনি) দৃষ্ট হইয়া থাকেন!" কেননা, ইনি (অগ্নি) সন্দীপ্ত হইয়া তিমিরসমূহ তিরস্কৃত করিয়া দৃষ্ট হন;—"প্রার্থিতবর্ষণকারী অগ্নি সন্দীপ্ত হইতেছেন!" কেননা, তিনি সন্দীপ্তই হন ও প্রার্থিতবর্ষণকারী।

(তিনি ষষ্ঠ সামিধেনী উচ্চারণ করেন)—"(প্রার্থিত-) বর্ষণকারী অগ্নি সন্দীপ্ত হইতেছেন!" কেননা, তিনি সন্দীপ্তই হন।

৩০। "অশ্বের ন্যায় দেবগণের বাহন!" কেননা, ইনি অশ্ব হইয়াই দেবগণের জন্য যজ্ঞ বহন করেন। এই ঋকের মধ্যে যে 'ন' (ন্যায়) পদ আছে, তাহার অর্থ 'ওম্' (অঙ্গীকারবাচী সত্যই); তিনি সেইজন্য বলেন—"অশ্বের ন্যায় দেবগণের বাহন।"

৩১। "হবিঃশালিগণ তাঁহাকে স্তুতি করেন!" কেননা, হবিঃশালী মনুষ্যগণ তাঁহাকে স্তুতি করিয়া থাকেন; তিনি সেই জন্য বলেন—"হবিঃশালিগণ তাঁহাকে স্তুতি করেন।"

৩২। (তিনি সপ্তম সামিধেনীকে উচ্চারণ করেন)—"হে বর্ষণকারিন্, আমরা বর্ষণ করিয়া বর্ষণকারী আপনাকে সন্দীপ্ত করিতেছি!"[২৬] কেননা, তাঁহারা ইঁহাকে সন্দীপ্তই করিয়া থাকেন;—"হে অগ্নি; বৃহদ্ভাবে দীপ্যমান (আপনাকে)!" কেননা, ইনি সন্দীপ্ত হইয়া বৃহদ্ভাবে দীপ্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

৩৩। তিনি 'বর্ষণকারী' ('বৃষন্') শব্দ-যুক্ত এই তিনটি[২৭] ঋক্‌কে উচ্চারণ করেন। এই সমস্ত সামিধেনীই অগ্নি দেবতার হইয়া থাকে; কিন্তু ইন্দ্রই যজ্ঞের দেবতা, এবং ইন্দ্র বর্ষণকারী, তজ্জন্য, ইঁহার (যজমানের) এই সমস্ত সামিধেনী ইন্দ্রের হয়। তিনি সেই জন্য 'বর্ষণকারী' শব্দ-যুক্ত ঋকৃত্রয়কে উচ্চারণ করেন।

৩৪। তিনি (অষ্টম সামিধেনীকে) উচ্চারণ করেন—"আমরা অগ্নিকে দূত (-রূপে) বরণ করিতেছি।" দেব ও অসুরগণ উভয়েই প্রজাপতির অপত্য; তাঁহারা (কোন সময়ে) পরস্পর স্পর্দ্ধা করিয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহারা যখন পরস্পরে স্পর্দ্ধা করিতেছেন, সেই সময়ে গায়ত্রী তাঁহাদের মধ্যে (আসিয়া) দাঁড়াইয়াছিলেন। ঐ যে গায়ত্রী (তাঁহাদের মধ্যে গিয়া দাঁড়াইয়া) ছিলেন, তিনি এই পৃথিবীই, এবং ইনিই (পৃথিবীই) তাঁহাদের মধ্যে দাঁড়াইয়াছিলেন।[২৮]

২৬। অনুবাদের 'বর্ষণকারিন্' ইত্যাদি স্থলে মূলে 'বৃষন্' শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। ঐ শব্দের অর্থ নানা স্থানে নানারূপ করা হইয়া থাকে, কোন কোন স্থলে তাহা ইন্দ্রকে, বা রেতসেচনকারী পুরুষকে, বা বৃষকে, বা যুবককে বুঝাইয়া থাকে; আবার কোন কোন স্থলে কাম বা অভিলষিত বস্তুর বর্ষণকারী-অর্থেও ব্যবহৃত হয়। 'বর্ষণকারী আমরা' এস্থলে সায়ণ বলেন—"আহুতিবৃষ্টিং কুর্ব্বন্তো বয়ম্।" তৈ. স. ২. ৫. ৮।

২৭। ২৯ কণ্ডিকায় "(আপনি) স্তবার্হ ইত্যাদি;" "(প্রার্থিত) বর্ষণকারী ইত্যাদি;" ও ৩২ কণ্ডিকায় "হে বর্ষণকারিন্ ইত্যাদি।"

২৮। "মেরুর অগ্রভাগে অমরাবতী নগর, দেবগণ সেখানে বাস করেন; এবং মেরুর অধোভাগে ইরামুখ নামক নগর, সেখানে অসুরগণ থাকেন; তাহার মধ্যে পৃথিবী বর্ত্তমান।"—সায়ণ।

তাঁহারা উভয়েই জানিতে পারিয়াছিলেন যে, আমাদের মধ্যে যাঁহাদের নিকটে ইনি সমাগত হইবেন, তাঁহারাই সমর্থ (বা বিজয়ী), এবং অপরেরা পরাভূত হইবেন। তাঁহারা (তখন) উভয়েই তাঁহাকে গুপ্তভাবে আমন্ত্রণ করেন। অগ্নিই দেবগণের দূত হইয়াছিলেন, এবং অসুরগণের হইয়াছিলেন স হ র ক্ষা নামে একজন অসুর-রক্ষঃ। তিনি (গায়ত্রী, তখন) অগ্নির দিকেই গমন করিয়াছিলেন; এবং সেইজন্যই তিনি বলিয়া থাকেন—"অগ্নিকে আমরা দূত (-রূপে) বরণ করিতেছি !" কেননা, তিনি দেবগণের দূত ছিলেন।—"হোতা ও বিশ্ববেদীকে ("হোতারং বিশ্ববেদসম্") !"

৩৫। তদ্বিষয়ে কেহ কেহ উচ্চারণ করেন—"যিনি হোতা ও বিশ্ববেদী ("হোতা যো বিশ্ববেদসঃ") !"[২৯] কেননা, (তিনি ভয় করেন যে, "হোতারং বিশ্ববেদসম্" উচ্চারণ করিলে) 'পাছে নিজেকেই নিষিদ্ধ করিয়া ফেলিব।'[৩০] কিন্তু তাহা সেরূপ করিবে না, কেননা, তাঁহারা ("হোতা যো বিশ্ববেদসঃ" এই উচ্চারণ করিয়া সেই মন্ত্রে আর্ষ পাঠ-ত্যাগে) মানবীয় (পাঠ স্বীকার) করিয়া থাকেন; এবং যাহা কিছু মানবীয়, তাহা যজ্ঞের অসমৃদ্ধিকর; 'পাছে কিছু যজ্ঞের অসমৃদ্ধিকর করিয়া ফেলিব' এই ভয়ে (তিনি তাহা সেরূপ করিবেন না)। সেইজন্য ঋকের দ্বারা যেরূপ (পাঠ) উক্ত হইয়াছে—"হোতারং বিশ্ববেদসং", তিনি তাহাই উচ্চারণ করিবেন। তিনি বলেন—"এই যজ্ঞের সুসম্পাদক !" কেননা, এই যে অগ্নি তিনিই যজ্ঞের সুসম্পাদক; সেই জন্য তিনি বলিয়া থাকেন—"এই যজ্ঞের সুসম্পাদক !" তিনি (গায়ত্রী বা পৃথিবী) দেবগণের নিকট সমাগত হইয়াছিলেন, এবং তাহাতে দেবগণ সমর্থ ও অসুরগণ পরাভূত হন। যিনি ইহা এইরূপ জানেন ও যাঁহার জন্য তাঁহারা (ঋত্বিগগণ) ইহা উচ্চারণ করেন, তিনি নিজে সমর্থ ও তাঁহার শত্রুগণ পরাভূত হন।

৩৬। তিনি তাহাই (পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রকেই) অষ্টম (সামিধেনী-রূপে) উচ্চারণ করিবেন; কেননা, তাহা গায়ত্রী, এবং গায়ত্রী মূলত (প্রতিপাদে) অষ্টাক্ষরই হইয়া থাকে। তজ্জন্য তিনি অষ্টম (সামিধেনীরূপে তাহা) উচ্চারণ করিবেন।

২৯। অর্থাৎ "হোতারং বিশ্ববেদসং" না বলিয়া "হোতা যো বিশ্ববেদসঃ" বলিয়া থাকেন।

৩০। "হোতারং বিশ্ববেদসং" উচ্চারণে "হোতা+অরং" এই বোধও হইতে পারে; এবং তাহা হইলে "অরং" শব্দেরই রূপান্তর 'অলং' শব্দ এখানে নিষেধার্থক বলিয়া গৃহীত হইতে পারে।

৩৭। তৎসম্বন্ধে কেহ কেহ (অষ্টম সামিধেনীর) পূর্ব্বে ধা য্যা-নামক[৩১] মন্ত্রদ্বয়কে এই বলিয়া স্থাপন করেন যে, 'ধা য্যা-দ্বয় অন্ন (-স্বরূপ), এবং আমরা এই ভোজনীয় অন্নকে মুখে স্থাপন করিয়া থাকি।' কিন্তু তাহা সেরূপ করিবে না, কেননা, যিনি (পূর্ব্বোক্ত অষ্টম সামিধেনীর পূর্ব্বে ঐ) ধায্যাদ্বয়কে স্থাপন করেন, তাঁহার ইহা (অষ্টম সামিধেনী) অসমর্থ হইয়া পড়ে (অর্থাৎ স্থানচ্যুত হইয়া যায়), কেননা, তাহা হইলে ইহা দশম বা একাদশ[৩২] হইয়া থাকে; কিন্তু তাঁহারা যাঁহার জন্য ইহাকে অষ্টম (-রূপে) উচ্চারণ করেন, তাঁহারই তাহা সমর্থ হয়। অতএব ধায্যাদ্বয়কে (নবমের) পরে স্থাপন করিবে।

৩৮। (তিনি নবম সামিধেনীকে উচ্চারণ করেন)—"অধ্বরে সন্দীপ্যমান," অধ্বর (শব্দে) যজ্ঞ, অতএব 'যজ্ঞে সন্দীপ্যমান'—ইহাই তিনি তাহা দ্বারা বলিয়া থাকেন;—"স্তবার্হ পাবক অগ্নি," কেননা, ইনি স্তবার্হই ও পাবকই (অর্থাৎ শুদ্ধিবিধায়কই); "তিনি শোচিষ্কেশ[৩৩], তাঁহাকে আমরা প্রার্থনা করি!" কেননা, সন্দীপ্ত হইলে ইহার (জ্বালারূপ) কেশসমূহ দীপ্তি পাইতে থাকে। তিনি "হে অরাধিত অগ্নি, আপনি সন্দীপ্ত!"—ইহার (অর্থাৎ এই দশম সামিধেনী উচ্চারণ করিবার) পূর্ব্বে (অনুযাজের) সমিৎ ভিন্ন[৩৪] সমস্ত ইধ্মকে (অগ্নিতে) নিক্ষেপ করেন, কেননা, এই সময়ে হোতা (অগ্নিসন্দীপন) পরিসমাপ্ত করিয়া ফেলেন, (অনুযাজের জন্য) সমিদ্ ভিন্ন ইধ্মের যাহা কিছু অতিরিক্ত হয়, তাহা অতিরিক্তই (তাহার আর ব্যবহার হয় না); যজ্ঞের যাহা অতিরিক্ত হয় তাহা (যজমানের) দ্বেষকারী শত্রুকে লক্ষ্য করিয়াই অতিরিক্ত হইয়া থাকে; অতএব (দশম সামিধেনীর) পূর্ব্বেই (অনুযাজের) সমিৎ ভিন্ন সমস্ত ইন্ধনকে (অগ্নিতে) নিক্ষেপ করিবে।

৩১। যে মন্ত্রদ্বারা অগ্নিতে সমিৎ নিহিত করা যায়, তাহার নাম ধা্যা; পাণিনি ৩. ১. ১২৯ ঋগ্বেদের ৩. ২৭. ৫-৬ মন্ত্রদ্বয়কে ধা্যা বলা হয়।

৩২। "সমিধ্যমানবতী-সমিদ্ধবতোর্মধ্যে হি ধায্যে প্রক্ষেপ্তব্যে, সা চ সমিধ্যমানবতী সামিধেনীনাং পাঞ্চদশ্যে নবমী, সা চ সাপ্তদশ্যে উৎকর্ষাদ্ একাদশী সম্পাদ্যতে"—সায়ণ।

৩৩। রশ্মিসমূহ যাঁহার কেশের ন্যায় দেখায় তিনি শোচিষ্কেশ।

৩৪। দ্রষ্টব্য :—১.৬. ৪. ৩।

৩৯। (তিনি বলেন)—"হে উত্তম অধ্বর-নিষ্পাদক, আপনি দেবগণের যাগ করুন!" অধ্বর (শব্দে) যজ্ঞ, অতএব 'হে উত্তম যজ্ঞকারিন্, দেবগণের যাগ করুন!'—ইহাই তিনি তাহা দ্বারা বলিয়া থাকেন;—"যেহেতু আপনি হব্যবাহী!" কেননা; এই অগ্নি হব্যবহন করিয়া থাকেন;" তিনি সেই জন্য বলেন "যেহেতু আপনি হব্যবাহী!"

(তিনি অন্তিম সামিধেনীকে উচ্চারণ করেন—) "তোমরা প্রবর্ত্তমান যজ্ঞে (অধ্বরে) অগ্নির হোম কর, পরিচর্য্যা কর, ও (সেই) হব্যবাহীকে প্রার্থনা কর!" তিনি ইহার দ্বারা (ঋত্বিগ্‌গণকে) এই বলিয়া প্রেরণ করেন যে, 'আপনারা হোম করুন, যাগ করুন!' 'আপনারা যে (যাগ হোমাদি রূপ) কামনার জন্য (অগ্নিকে) সন্দীপ্ত করিয়াছেন তাহা এখন করুন!'—ইহাই তিনি তাহা দ্বারা বলিয়া থাকেন।—"প্রবর্ত্তমান অধ্বরে অগ্নিকে;" অধ্বর (শব্দে) যজ্ঞই; 'অতএব প্রবর্ত্তমান যজ্ঞে অগ্নিকে'—ইহাই তিনি তাহা দ্বারা বলেন। তিনি বলেন—"হব্যবাহীকে প্রার্থনা কর," কেননা এই অগ্নি হব্য বহন করিয়াই থাকেন। তিনি সেই জন্যই বলেন—"হব্যবাহীকে প্রার্থনা কর!"

৪০। তিনি 'অধ্বর' (পদ) যুক্ত এই তিনটি (নবম, দশম ও একাদশ) ঋক্‌কে উচ্চারণ করেন। দেবগণ যখন যজ্ঞের দ্বারা যাগ করিতেছিলেন, তখন শত্রু অসুরগণ তাঁহাদিগকে হিংসা করিতে ইচ্ছা করিয়াছিল, কিন্তু তাহারা হিংসা করিতে ইচ্ছা করিলেও হিংসা করিতে পারে নাই, প্রত্যুত পরাভূতই হইয়াছিল; এই জন্যই যজ্ঞের নাম অ ধ্ব র (অর্থাৎ হিংসারহিত)। যিনি ইহা এইরূপ জানেন, এবং যাঁহার জন্য তাঁহারা (ঋত্বিগ্‌গণ) অধ্বর (শব্দ)-যুক্ত ঋক্‌ত্রয় উচ্চারণ করেন, তাঁহার হিংসা-ইচ্ছাকারী শত্রু পরাভব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সোম যাগ ('সৌম্য অধ্বর') দ্বারা লোকে যাহা জয় (অর্থাৎ লাভ) করিয়া থাকে, তিনি (যজমান, দর্শপূর্ণমাস যজ্ঞের দ্বারাও) তাহা জয় করিতে পারেন।[৩৫]

৩৫। অধ্বর-শব্দ দ্বারা সোমযাগকেই বুঝাইয়া থাকে; এখানে দর্শপূর্ণমাস যাগে অধ্বর-শব্দযুক্ত মন্ত্র পাঠ করায় সোমযাগসদৃশই ইহার ফল হইয়া থাকে—ইহাই মূল ব্রাহ্মণের তাৎপর্য্য।

চতুর্থ ব্রাহ্মণ।

[১ বক্ষ্যমাণ মন্ত্র উচ্চারণের প্রশংসা, তাহাতে অগ্নির বীর্য্য সম্পাদন করা হয় ;—২-৩ অগ্নিকে যজমানের স্বগোত্রীয় পূর্ব্ববর্ত্তী ঋষিগণের অপত্যরূপে হোতৃত্বে বরণ ও তাহার মন্ত্র (নি গ দ-রূপ প্র ব র-মন্ত্র) ;—৪ বরণ সময়ে যজমানের উপরিতন পুরুষবর্গের ক্রমান্বয়ে পূর্ব্ব ও পর-ভাবে উল্লেখ;—৫-১৫ নি বি ৎ নামে প্রসিদ্ধ একাদশটি অগ্নিপ্রশংসাসূচক মন্ত্রের উল্লেখ পূর্ব্বক ব্যাখ্যা ;—১৬-১৭ আ বা হ ন নি গ দ নামক মন্ত্রোচ্চারণে অগ্নিকে তত্তৎদেবতা আনয়নের জন্য প্রার্থনা ;—১৮ অ নু বা ক্যা অর্থাৎ দেবতাস্মরণার্থক পূর্ব্বোক্ত সামিধেনী প্রভৃতি মন্ত্রকে দাঁড়াইয়া পড়িবার বিধি ;—১৯ যা জ্যা অর্থাৎ হবিপ্রদানার্থক মন্ত্রকে উপবিষ্ট হইয়া পাঠ করিবার নিয়ম।]

১। পূর্ব্বে দেবগণ অগ্নিকে হোতৃত্বরূপ গুরুতম কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, এবং 'আপনি আমাদের এই হবি বহন করুন' এই বলিয়া তাঁহাকে নিয়োগ করিয়া (এইরূপে) তাঁহার স্তুতি করিয়াছিলেন—'আপনি বীর্য্যবান্, আপনি ইহার সমর্থ!' যেমন আজ কাল (লোকেরা) জ্ঞাতিবর্গের মধ্যে যাঁহাকে কোন গুরুতর কার্য্যে নিয়োগ করে, তাঁহাকে 'আপনি বীর্য্যবান্, আপনি ইহার সমর্থ!'—এই বলিয়া তাঁহার স্তুতি করিয়া থাকে, ও তাহা দ্বারা তাঁহাকে বীর্য্যে স্থাপন করে, তাঁহারাও (দেবগণ) সেইরূপ তাহা দ্বারা তাঁহাকে (অগ্নিকে) বীর্য্যে স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি ইহার পর যাহা কিছু উচ্চারণ করেন, তাহা দ্বারা ইহার (অগ্নিকে) স্তবই করেন, ও ইহাকে বীর্য্যে স্থাপন করিয়া থাকেন।

২। (তিনি বলেন)—"হে ব্রাহ্মণ, হে ভারত, হে অগ্নি, আপনি মহান্!" অগ্নি ব্রহ্ম বলিয়া তিনি 'হে ব্রাহ্মণ' বলিয়া থাকেন ; (তিনি যে বলেন)—"হে ভারত," তাহার কারণ এই যে, ইনি (অগ্নি) দেবগণের হব্য ধারণ করেন ('ভরতি') ; তাঁহারা সেই জন্য বলিয়া থাকেন, 'অগ্নি ভরত'। অথবা ইনি প্রাণ হইয়া এই সমস্ত প্রজাকে পোষণ করেন ('বিভর্ত্তি') বলিয়া তিনি 'হে ভারত' বলিয়া থাকেন।

৩। অনন্তর তিনি (যজমানের পূর্ব্ববর্ত্তী প্রধান প্রধান) ঋষির অপত্যরূপে (অগ্নিকে হোতৃত্বে) বরণ করেন।[১] ইহার প্রয়োজন এই যে, তিনি তাঁহাকে

১। অব্যবহিত দ্বিতীয় কণ্ডিকায় উক্ত মন্ত্রটি নি গ দ মন্ত্রের অন্তর্গত। অন্যের প্রত্যয়ের জন্য প্রযুক্ত মন্ত্রের নাম নি গ দ ;—"পরপ্রত্যায়নার্থা মন্ত্রা নিগদাঃ"—মাধবাচার্য্য, জৈমিনীয়ন্যায়মালা-

ইহা দ্বারা ঋষি ও দেবগণের নিকটে (এই বলিয়া) বিজ্ঞাপিত করেন যে, 'যিনি যজ্ঞে উপস্থিত হইয়াছেন, তিনি মহাবীর্য্য!' তিনি সেই জন্য ঋষির অপত্যরূপে (তাঁহাকে) বরণ করিয়া থাকেন।

৪। তিনি (যজমানের পূর্ব্বপুরুষবংশের) পূর্ব্ব হইতে নীচে বরণ করেন (অর্থাৎ গোত্রপ্রবর্ত্তক সর্ব্বপূর্ব্ববর্ত্তী ঋষি হইতে আরম্ভ করিয়া অধস্তন ঋষিগণের অপত্যরূপে অগ্নিকে বরণ করেন); কেননা, পূর্ব্ব হইতেই অধস্তন প্রজাসমূহ জাত হয়; তিনি তাহা দ্বারা জ্যেষ্ঠত্বের অধিপতিকে ইহাঁর (যজমানের) নিমিত্ত প্রসন্ন করিয়া থাকেন; কেননা, পিতাই আগে, তাহার পর পুত্র, এবং তাহার পর পৌত্র হয়। তিনি সেই জন্য পূর্ব্ব হইতে নীচে বরণ করেন।

৫। তিনি (তাঁহাকে) ঋষির অপত্য বলিবার পর বলেন—"আপনি দেবগণের দ্বারা সন্দীপিত, মনুর দ্বারা সন্দীপিত!"[৩] কেননা, পূর্ব্বে দেবগণ

বিস্তর. ২. ১. ১৩; "প্রক্ষোণীরাসাদয়," "ইমং বর্হিরূপসাদয়" ইত্যাদি মন্ত্র নি গ দে র অন্তর্গত। প্রকৃত স্থলে এই মন্ত্রটি নি গ দ হইলেও প্র ব র মন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত। যে মন্ত্রের দ্বারা স্বগোত্রীয় পূর্ব্ববর্ত্তী প্রধান ঋষির অপত্যস্বরূপে অগ্নিকে হোতৃত্বে বরণ করা হয়, সেই মন্ত্রের নাম প্র ব র মন্ত্র। এই বরণ করিতে যে মন্ত্রের প্রয়োজন, তাহাই দ্বিতীয় কণ্ডিকায় উক্ত হইয়াছে; এখন তৃতীয় কণ্ডিকায় এই স্থানে, ঋষির অপত্যরূপে যে অগ্নিকে বরণ করিতে হইবে, তাহাই উক্ত হইতেছে। যেমন, যদি কোন ভৃগুগোত্রীয় ব্যক্তির জন্য অগ্নিকে বরণ করিতে হয়, তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত দ্বিতীয় কণ্ডিকার মন্ত্র উচ্চারণ করিবার পর, ভৃগুগোত্রের ঋষি বলিয়া প্রসিদ্ধ পাঁচজনের অপত্যরূপে এই কয়টি শব্দ উচ্চারণ করিতে হইবে—ভা র্গ ব, চ্যা ব ন, আ প্ন বা ন, ঔ র্ব্ব ও জা ম দ গ্ন্য।[২] এই পদ কয়টি সম্বোধনান্ত হইবে; এবং ইহারা সমস্তই অগ্নির বিশেষণ। এইরূপ ভ র দ্বা জ গোত্রীয়ের পক্ষে বরণ করিতে হইলে ঐ গোত্রে প্রসিদ্ধ ভ র দ্বা জ, অ ঙ্গি রা ও বৃ হ স্প তি, এই তিন জন ঋষির অপত্যরূপে অগ্নিকে ঐ মন্ত্রের সহিত সম্বোধন করিয়া বলিতে হইবে—ভা র দ্বা জ, অ ঙ্গি র স, বা র্হ-স্পত্য। অন্যত্রও এইরূপ। বিশেষ বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্যঃ—তৈ. স. ২. ৫. ৮. ৭; ৯. ১ (মূল ও সায়ণ ভাষ্য); আশ্ব. শ্রৌ. ১২ (উত্তরার্দ্ধ ৬. কলিকাতা সং). ১০. ৬ (গর্গনারায়ণভাষ্য); আপ. শ্রৌ. ২.১৫. ৫, ১৬. ১৪; কা. শ্রৌ. ৩. ২. ১।

২। যেমন ভৃ গু গোত্রের পূর্ব্ববর্ত্তী ভৃ গু, তদপত্য চ্য ব ন, তদপত্য অ প্ন বা ন, তদপত্য ঔ র্ব্ব, তদপত্য জ ম দ গ্নি এবং ইহার অপত্য যজমান; অতএব প্রথমে ভা র্গ ব তাহার পর চা ব ন, ও তাহার পর আ প্ন বা ন প্রভৃতি উল্লেখ করিতে হইবে।

৩। এখন হইতে বক্ষ্যমাণ একাদশটি মন্ত্র নি বি ৎ নামে প্রসিদ্ধ। এই সকল মন্ত্র তৈত্তিরীয়

ইহাকে সন্দীপিত করিয়াছিলেন; তিনি সেই জন্য বলেন "দেবগণের দ্বারা সন্দীপিত।"—"মনুর দ্বারা সন্দীপিত;" কেননা পূর্ব্বে মনু ইহাকে সন্দীপিত করিয়াছিলেন; তিনি সেই জন্য বলিয়া থাকেন "মনুর দ্বারা সন্দীপিত।"

৬। "ঋষিগণের দ্বারা স্তুত;" কেননা, পূর্ব্বে ঋষিগণ ইহাকে স্তুতি করিয়াছিলেন; তিনি সেই জন্য বলিয়া থাকেন "ঋষিগণের দ্বারা স্তুত।"

৭। "মেধাবিগণের দ্বারা সন্তোষিত;" কেননা, ঋষিগণই মেধাবী, এবং পূর্ব্বে তাঁহারা ইহাকে সন্তোষিত করিয়াছিলেন; তিনি সেই জন্য বলিয়া থাকেন "মেধাবিগণের দ্বারা সন্তোষিত।"

৮। "কবিগণের প্রশংসিত;" কেননা, ঋষিগণই কবি, এবং পূর্ব্বে তাঁহারা ইহাকে প্রশংসা করিয়াছিলে; তিনি সেই জন্য বলিয়া থাকেন "কবিগণের প্রশংসিত।"

৯। "ব্রহ্ম (অর্থাৎ মন্ত্র) দ্বারা তীক্ষ্ণীকৃত;" কেননা, তিনি বস্তুতই ব্রহ্ম দ্বারা তীক্ষ্ণীকৃত।—"ঘৃতাহুতিশালী;" কেননা, তিনি বস্তুতই ঘৃতাহুতিশালী।

১০। "যজ্ঞসমূহের নেতা, ও যাগসমূহের রথী (অর্থাৎ বহনকারী);" কেননা, যে সমস্ত পাকযজ্ঞ ও অপর যজ্ঞসমূহ আছে, তৎসমুদায়কেই তাঁহারা ইহার দ্বারা প্রণীত করিয়া থাকেন; তিনি সেই জন্য বলেন "যজ্ঞসমূহের নেতা।"

১১। "যাগসমূহের রথী;" কেননা, ইনিই রথ হইয়া দেবগণের জন্য যজ্ঞবহন করেন; তিনি সেই জন্য বলেন "যাগসমূহের রথী।"

১২। "অনতিক্রান্ত হোতা, ও তরণকারী হব্যবাহী;" কেননা, রক্ষোগণ ইহাকে অতিক্রম করিতে পারে না; তিনি সেইজন্য বলেন "অনতিক্রান্ত হোতা;"—"তরণকারী হব্যবাহী;" কেননা, ইনি সমস্ত পাপকেই তরণ (অর্থাৎ অতিক্রম) করেন; তিনি সেই জন্য বলিয়া থাকেন "তরণকারী হব্যবাহী।"

ব্রাহ্মণে (৩. ৫. ৩) ও সংহিতায় (২. ৫. ৯) বিহিত হইয়াছে; মূল ব্রাহ্মণেও ক্রমশ সেইগুলি ব্যাখ্যাত হইতেছে।

১৩। "বদনরূপ[৪] পাত্র, দেবগণের জুহূ (-সদৃশ) ;" কেননা, এই অগ্নি দেবগণের পাত্রই ; এবং সেইজন্য সমস্ত দেবগণের উদ্দেশে তাঁহারা অগ্নিতে হোম করিয়া থাকেন, কারণ, ইনি দেবগণের পাত্রই। যিনি ইহা এইরূপ জানেন, তিনি যাহার পাত্র ইচ্ছা করেন তাহারই পাত্র পাইয়া থাকেন।

১৪। "দেবগণের পানসাধন চমস ;" কেননা, চমসভূত ইহার দ্বারাই দেবগণ পান করিয়া থাকেন ; তিনি সেইজন্য বলেন "দেবগণের পানসাধন চমস'।"

১৫। 'হে অগ্নি, চক্রের নেমি যেমন অর (অর্থাৎ তির্য্যগ্‌ভাবে স্থিত কাষ্ঠখণ্ড)-সমূহকে পরিব্যাপ্ত করিয়া থাকে, আপনি সেইরূপ দেবগণকে পরিব্যাপ্ত করেন ;" 'নেমি যেমন সমস্ত দিকে অরসমূহকে ব্যাপ্ত করে, আপনিও সেইরূপ সমস্ত দিকে দেবসমূহকে পরিব্যাপ্ত করেন'—ইহাই তিনি তাহার দ্বারা বলিয়া থাকেন।

১৬। তিনি বলেন—"যজমানের জন্য দেবগণকে আনয়ন করুন!" এই যজ্ঞের উদ্দেশে দেবগণকে আনয়ন করিবার জন্য তিনি ইহা বলিয়া থাকেন।—"হে অগ্নি; অগ্নিকে আনয়ন করুন!" তিনি ইহা আগ্নেয় আজ্য ভাগের নিমিত্ত, অগ্নিকে আনয়ন করিবার জন্য বলেন।—"সোমকে আনয়ন করুন!" তিনি ইহা সোমের আজ্যভাগের নিমিত্ত সোমকে আনয়ন করিবার জন্য বলেন।—"অগ্নিকে আনয়ন করুন!" এই যে উভয় স্থানেই (দর্শ ও পূর্ণমাসে) অপরিবর্জ্জনীয় আগ্নেয় পুরোডাশ, তিনি ইহারই নিমিত্ত অগ্নিকে আনয়ন করিবার জন্য তাহা বলিয়া থাকেন।

৪। আস্পাত্রং ;" "আস্যরূপং পাত্রম্" ইতি সায়ণ ; ইনি তৈত্তিরীয় সংহিতার ভাষ্যে (২.৫.৯.৩) ঐ শব্দের অর্থ লিখিয়াছেন:—"লোহপাত্রবদ্ দৃঢ়ম্।" যেমন লোকেরা পাত্রস্থিত কোন দ্রব্যকে ব্যবহার করে, সেই প্রকার অগ্নিরূপ পাত্রস্থিত সোমাদি দ্রব্য দেবগণ ব্যবহার করিয়া থাকেন, ইহাই ঐ পদের তাৎপর্য্য।

১৭। অনন্তর দেবগণের ক্রমানুসারে (তিনি তাঁহাদের আবাহন করিয়া থাকেন)।[৬] তিনি বলেন—"ঘৃতপায়ী দেবগণকে আনয়ন করুন!" তিনি ইহাতে প্র যা জ ও অ নু যা জ (অর্থাৎ পূর্ব্ব ও পরে অনুষ্ঠেয় যাগ)-সমূহকে আনয়ন করিবার জন্য বলেন ; কেননা প্র যা জ ও অ নু যা জ-সমূহই ঘৃতপায়ী দেবগণ (বলিয়া প্রসিদ্ধ)।[৭]—"হোতৃকর্ম্মের জন্য অগ্নিকে আনয়ন করুন!" তিনি ইহা হোতৃকর্ম্মের নিমিত্ত অগ্নিকে আনয়ন করিবার জন্য বলিয়া থাকেন।—"স্বকীয় মহিমাকে আনয়ন করুন!" তিনি ইহা স্বকীয় মহিমা আনয়নের জন্য বলেন ; বাক্যই ইঁহার স্বকীয় মহিমা, অতএব বাক্যকেই আনয়নের জন্য তিনি তাহা বলিয়া থাকেন।[৮]—"হে জাতবেদা, (দেবগণকে) আনয়ন করুন, এবং শোভন যাগের দ্বারা (তাঁহাদিগের) যাগ করুন!" তিনি যে-সকল দেবতা আনয়ন করিবার জন্য বলেন, সেই সকলকেই লক্ষ্য করিয়া বলেন যে, 'ইঁহাদিগকে আনয়ন করুন, ও অনুক্রমে যাগ করুন;' "শোভন যাগের দ্বারা যাগ করুন" বলিয়া তিনি তাহাই বলিয়া থাকেন।

১৮। তিনি (অ নু বা ক্যা[৯] অর্থাৎ দেবতাস্মরণার্থক মন্ত্রসমূহকে) দাঁড়াইয়া উচ্চারণ করেন ; কেননা, তিনি (যাহা) উচ্চারণ করেন, (সেই)

৬। পূর্ব্বে হবির্নির্বপনের সময় যে সকল দেবতার উল্লেখ করা গিয়াছিল, যথাক্রমে তাহাদেরই আবাহন করিতে হয় ; যথা—"অগ্নীষোমাবাবহ ;" অগ্নি ও সোমকে আবাহন কর, ইত্যাদি রূপে।

৭। প্র যা জ অ নু যা জ শব্দে তৎসম্বন্ধী দেবতাকে বুঝিতে হইবে।

৮। সায়ণ ইহার ব্যাখ্যায় (তৈ. স. ২. ৬. ৯) বলিয়াছেন—'আবাহনবিষয়াণামুক্তানাং দেবানাং যো যস্য দেবস্য স্বকীয়ো মহিমা সামর্থ্যাতিশয়স্তং মহিমানমাবহ। অত্র হবির্ভুজ এব দেবানভিপ্রেত্য স্বং মহিমানমিত্যুচ্যতে নত্বাবাহনকর্ত্তুরগ্নের্মহিমানং তস্যাবাহনবিষয়ত্বাভাবাৎ।"

৯। যাগের পূর্ব্বে দেবতাকে অনুকূল করিবার জন্য যে মন্ত্র উচ্চারণ করা হয়, তাহার নাম পু রো হ নু বা ক্যা, বা অ নু বা ক্যা ; আর যে, মন্ত্রে যাগ বা হবিপ্রদান করা যায়, তাহার নাম যা জ্যা। "পুরোঽনুবাক্যা দেবতাস্মরণার্থা, যাজ্যা চ হবিঃসম্প্রদানার্থা," কা শ্রৌ. বৃত্তি ১. ৮. ৯ ; কা শ্রৌ. ১. ২. ৫ ; তুলঃ—তৈ. স ২. ৬. ২. ৩. সায়ণভাষ্য। পূর্ব্বোক্ত সামিধেনী প্রভৃতি সমস্ত মন্ত্রই দাঁড়াইয়া পাঠ করিতে হইবে।

অ নু বা ক্যা (শব্দে) ঐ (দ্যুলোক বুঝায়) ; তজ্জন্য তিনি এইরূপ হইয়া উহাকেই (দ্যুলোককেই) উচ্চারণ করিয়া থাকেন। অতএব তিনি (তাহা) দাঁড়াইয়া উচ্চারণ করেন।

১৯। তিনি যা জ্যা (অর্থাৎ হবিঃপ্রদানার্থক মন্ত্র) উপবিষ্ট হইয়া পাঠ করেন ; কেননা যা জ্যা (শব্দে) এই (পৃথিবী বুঝায়) ; সেই জন্য কেহ দাঁড়াইয়া যা জ্যা পাঠ করে না ; কেননা ইহাই (এই পৃথিবীই) যা জ্যা, এবং তিনি এইরূপ হইয়া ইহাকেই (এই পৃথিবীকেই) পাঠ করিয়া থাকেন। তিনি সেইজন্য উপবিষ্ট হইয়া যা জ্যা পাঠ করেন।

পঞ্চম ব্রাহ্মণ

[১ সামিধেনী দ্বারা সন্দীপ্ত অগ্নি অপর অগ্নি অপেক্ষা তেজস্বী ;—২ সামিধেনী উচ্চারণকারী ব্রাহ্মণও ঐরূপ তেজস্বী হইয়া থাকেন ;—৩-১০ পূর্ব্বোদাহৃত সামিধেনীসমূহের দ্বারা বস্তুত প্রাণ-অপান প্রভৃতিই সন্দীপ্ত হয়, ইত্যাদি রূপে তাহাদের প্রশংসা ;—৪-৫ বাক্যই স্রুবাহ ;—৬ মনই মনস্বিগণকে প্রধানভাবে বহন করে ;—৭ চক্ষু অত্যন্ত দ্যুতিবিশিষ্ট ;—৮ শরীরের মধ্যবর্ত্তী মধ্যম প্রাণবায়ুর বর্ণনা ;—৯ শিশ্ন লোককে জ্বালায় ;—১০ অপান বায়ু ;—১১-২২ সামিধেনী-সমূহ উচ্চারণ করিবার সময় যদি কোন ব্যক্তি হোতাকে শাপ প্রদান করে বা মুখভঙ্গী করে, তবে হোতা প্রত্যুত্তরে প্রতি-সামিধেনীতে তাহাকেও শাপ প্রদান করেন—ইহারই বিবরণ।]

১। যে অগ্নি সামিধেনীসমূহের দ্বারা সন্দীপ্ত হয়, তাহা অপর অগ্নি অপেক্ষা অধিকতরভাবে তাপ প্রদান করে, কেননা, তাহা (তখন) অপরিভবনীয় ও অস্পর্শনীয় হইয়া উঠে।

২। সেই অগ্নি যেমন সামিধেনীসমূহের দ্বারা সন্দীপ্ত হইয়া তাপ প্রদান করে, যে ব্রাহ্মণ (ঋত্বিক্) জানিয়া সামিধেনীসমূহকে উচ্চারণ করেন, তিনিও সেইরূপ তাপ প্রদান করিয়া থাকেন, কেননা, তিনি (তখন তাহা দ্বারা) অপরিভবনীয় ও অস্পর্শনীয় হইয়া উঠেন।

৩। তিনি উচ্চারণ করেন—"প্র বঃ ;"[১] কেননা, প্রাণ (শব্দ) 'প্র'-যুক্ত ; অতএব তিনি ইহা (প্রথম সামিধেনী) দ্বারা প্রাণকেই সন্দীপ্ত

১। ইহা প্রথম সামিধেনীর আদাক্ষরদ্বয় ; ১. ৩. ৩-৭. দ্রষ্টব্য।

করিয়া থাকেন। (তিনি দ্বিতীয় সামিধেনীতে উচ্চারণ করেন)—"হে অগ্নি, বিস্তারের জন্য আগমন কর!" অপানই এইরূপ[২] হইয়া থাকে, অতএব তিনি ইহার দ্বারা অপানকেই সন্দীপ্ত করেন। (তিনি তৃতীয় সামীধেনীতে উচ্চারণ করেন)—"হে তরুণতম, বৃহদ্ভাবে দীপ্ত হও!" উদানই বৃহদ্দীপ্তিশালী,[৩] অতএব তিনি ইহাদ্বারা উদানকেই দীপ্ত করিয়া থাকেন।

৪। (তিনি চতুর্থ সামিধেনীতে বলেন)—"সেই তুমি আমাদিগের জন্য বিস্তার্ণ-শ্রবণার্হ;" শ্রোত্রই বিস্তীর্ণ-শ্রবণার্হ, কেননা, (লোকে) শ্রোত্র দ্বারাই বিপুল-বিস্তীর্ণ ভাবে শুনিয়া থাকে; অতএব তিনি ইহার দ্বারা শ্রোত্রকেই সন্দীপ্ত করিয়া থাকেন।

৫। (তিনি পঞ্চম সামিধেনীতে বলেন)—"সেই স্তবার্হ ও নমস্য;" বাক্যই স্তবার্হ, কেননা, বাক্যই এই সমস্তকে স্তব করে, এবং বাক্য দ্বারাই এই সমস্ত স্তুত হইয়া থাকে; অতএব তিনি ইহা দ্বারা বাক্যকেই সন্দীপ্ত করিয়া থাকেন।

৬। (তিনি ষষ্ঠ সামিধেনীতে বলেন)—"অশ্বের ন্যায় দেবগণের বাহন;" মনই দেবগণের বাহন, কেননা, মনই মনস্বী লোককে প্রানভাবে অতিশয় বহন করিয়া থাকে; অতএব তিনি ইহার দ্বারা মনকেই সন্দীপ্ত করেন।

৭। (তিনি সপ্তম সামিধেনীতে বলেন)—"হে বৃহদ্ভাবে দ্যোতমান অগ্নি;" চক্ষুই অত্যন্ত দ্যুতি পায়, অতএব তিনি ইহার দ্বারা চক্ষুকেই সন্দীপ্ত করিয়া থাকেন।

৮। (তিনি অষ্টম সামিধেনীতে বলেন)—"আমরা অগ্নিকে দূত (-রূপে) বরণ করিতেছি;" এই যে (শরীরে) মধ্যম প্রাণ[৪] রহিয়াছে, তাহাকেই

২। "বহির্নির্গতস্য বায়োরাত্মাভিমুখী বৃত্তির্হ্যপানঃ, অত আগমনবিশিষ্টত্বাৎ অপান আকারোপসর্গবান্"—সায়ণ।

৩। "উদানবায়ুরপি দেহস্যোৎক্ষেপণাদ্ অধিকতেজোযুক্তঃ"—সায়ণ। ব্রাহ্মণকার এখানে "বৃহচ্ছোচা" এই পদটিকে একটি সমস্ত পদ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন।

৪। প্রাণাপানাদি পঞ্চ বৃত্তির আশ্রয়ভূত ক্রিয়াশক্তিস্বরূপ দেহমধ্যস্থিত বায়ু।

তিনি ইহার দ্বারা সন্দীপ্ত করিয়া থাকেন। সমস্ত প্রাণের মধ্যে ইহাই মধ্যস্থ;[৫] ইহা হইতেই কয়েকটি প্রাণ উর্দ্ধাভিমুখে, এবং ইহা হইতেই আর কয়েকটি প্রাণ অবাঙ্মুখে বিচরণ করে; কেননা ইহা মধ্যস্থিত। যিনি ইহাকে প্রাণসমূহের মধ্যে মধ্যস্থিত বলিয়া জানেন, তাঁহারা তাঁহাকে মধ্যস্থিত বলিয়া মনে করেন।

৯। (তিনি নবম সামিধেনীতে বলেন,—"সেই জ্বালারূপ-কেশ-যুক্তকে আমরা প্রার্থনা করি!" শিশ্নই জ্বালারূপ কেশযুক্ত, কেননা, শিশ্ন শিশ্নশালী ব্যক্তিকে প্রভূত রূপে জ্বালায়; অতএব তিনি ইহার দ্বারা শিশ্নকেই সন্দীপ্ত করেন।

১০। (তিনি দশম সামিধেনীতে বলেন)—"হে আরাধিত অগ্নি, আপনি সন্দীপ্ত!" এই যে অবাঙ্মুখ প্রাণ (অর্থাৎ অপান) রহিয়াছে, তাহাকেই তিনি ইহার দ্বারা সন্দীপ্ত করেন;—"তোমরা ইহার হোম কর; ইহাকে পরিচর্য্যা কর!" তিনি ইহার দ্বারা নখ হইতে লোম পর্য্যন্ত সমস্ত দেহকে সন্দীপ্ত করেন।

১১। প্রথম সামিধেনী উচ্চারণ করিবার সময় যদি সেই (শত্রু) ব্যক্তি ইহাকে (হোতাকে) শাপ প্রদান করে,[৬] তবে তিনি প্রত্যুত্তররূপে বলিবেন—'তুমি ইহার দ্বারা নিজের প্রাণকেই অগ্নিতে নিহিত করিলে, তুমি নিজের প্রাণের নিমিত্ত পীড়া প্রাপ্ত হইবে!' ইহা সেইরূপই হইয়া থাকে।

১২। যদি সে দ্বিতীয় (সামিধেনী) উচ্চারণ করিবার সময় শাপ প্রদান করে, তবে তিনি প্রত্যুত্তররূপে তাহাকে বলিবেন—'তুমি ইহাতে

৫। "সা হৈষান্তস্থা প্রাণানাম্;" সায়ণ ইহার ব্যাখ্যায় বলেন—"অগ্নিকে দূতরূপে বরণ করি"—এই সামিধেনীই প্রাণাপানাদিরূপে-সংস্তুত অপর ঋক্‌সমূহের মধ্যে মধ্যমপ্রাণরূপে অবস্থিত।

৬। "অনুব্যাহরেৎ;" সায়ণ এখানে লিখিয়াছেন—"অনুব্যাহারঃ শাপ ইতি হি ধূর্ত্তস্বামী ভাষ্যকারঃ।" কিন্তু বোধ হয় তাহার অর্থ এখানে মুখভঙ্গী করা, বা তাঁহার উচ্চারণ করিবার পর বিকৃত স্বরে আবার তাহাই উচ্চারণ করা। অন্যত্রও এইরূপ বুঝিতে হইবে।

নিজের অপানকেই অগ্নিতে নিহিত করিলে, তুমি নিজের অপানের নিমিত্ত পীড়া প্রাপ্ত হইবে!' ইহা সেইরূপই হইয়া থাকে।

১৩। যদি সে তৃতীয় (সামিধেনী) উচ্চারণ করিবার সময় শাপ প্রদান করে, তবে তিনি প্রত্যুত্তররূপে তাহাকে বলিবেন—'তুমি ইহাতে নিজের উদানকেই অগ্নিতে নিহিত করিলে, তুমি নিজের উদানের নিমিত্ত পীড়া প্রাপ্ত হইবে!' ইহা সেইরূপই হইয়া থাকে।

১৪। যদি সে চতুর্থ (সামিধেনী) উচ্চারণ করিবার সময় শাপ প্রদান করে, তবে তিনি প্রত্যুত্তররূপে তাহাকে বলিবেন—'তুমি ইহাতে নিজের শ্রোত্রকেই অগ্নিতে নিহিত করিলে, তুমি নিজের শ্রোত্র নিমিত্ত পীড়া প্রাপ্ত হইবে—বধির হইবে!' ইহা সেইরূপই হইয়া থাকে।

১৫। যদি সে পঞ্চম (সামিধেনী) উচ্চারণ করিবার সময় শাপ প্রদান করে, তবে তিনি প্রত্যুত্তররূপে তাহাকে বলিবেন—'তুমি ইহাতে নিজের বাক্যকেই অগ্নিতে নিহিত করিলে, তুমি নিজের বাক্যের নিমিত্ত পীড়া প্রাপ্ত হইবে—মূক হইবে!' ইহা সেইরূপই হইয়া থাকে।

১৬। যদি সে ষষ্ঠ (সামিধেনী) উচ্চারণ করিবার সময় শাপ প্রদান করে, তবে তিনি প্রত্যুত্তররূপে তাহাকে বলিবেন—'তুমি ইহাতে নিজের মনকেই অগ্নিতে নিহিত করিলে, তুমি নিজের মনের নিমিত্ত পীড়া প্রাপ্ত হইবে—মনের বিপরিলোপের দ্বারা গৃহীত হইয়া নিতান্ত মূঢ় হইয়া বিচরণ করিবে!' ইহা সেইরূপই হইয়া থাকে।

১৭। যদি সে সপ্তম (সামিধেনী) উচ্চারণ করিবার সময় শাপ প্রদান করে, তবে তিনি প্রত্যুত্তররূপে তাহাকে বলিবেন—'তুমি ইহাতে নিজের চক্ষুকেই অগ্নিতে নিহিত করিলে, তুমি নিজের চক্ষুর নিমিত্ত পীড়া প্রাপ্ত হইবে—অন্ধ হইবে!' ইহা সেইরূপই হইয়া থাকে।

১৮। যদি সে অষ্টম (সামিধেনী) উচ্চারণ করিবার সময় শাপ প্রদান করে, তবে তিনি প্রত্যুত্তররূপে তাহাকে বলিবেন—'তুমি ইহাতে নিজের মধ্যম প্রাণকেই অগ্নিতে নিহিত করিলে, তুমি ইহাতে নিজের মধ্যম প্রাণের জন্য পীড়া প্রাপ্ত হইবে—ঊর্দ্ধশ্বাস করিয়া মৃত হইবে!' ইহা সেইরূপই হইয়া থাকে।

১৯। যদি সে নবম (সামিধেনী) উচ্চারণ করিবার সময় শাপ প্রদান করে, তবে তিনি প্রত্যুত্তররূপে তাহাকে বলিবেন—'তুমি ইহাতে নিজের শিশ্নকেই অগ্নিতে নিহিত করিলে, তুমি নিজের শিশ্নের নিমিত্ত পীড়া প্রাপ্ত হইবে—ক্লীব হইবে!' ইহা সেইরূপই হইয়া থাকে।

২০। যদি সে দশম (সামিধেনী) উচ্চারণ করিবার সময় শাপ প্রদান করে, তবে তিনি প্রত্যুত্তররূপে তাহাকে বলিবেন—'তুমি ইহাতে নিজের অবাঙ্মুখ প্রাণকেই অগ্নিতে নিহিত করিলে, তুমি নিজের অবাঙ্মুখ প্রাণের জন্য পীড়া প্রাপ্ত হইবে,—(মল-) বদ্ধ হইয়া মৃত হইবে!' ইহা সেইরূপই হইয়া থাকে।

২১। যদি সে একাদশ (সামিধেনী) উচ্চারণ করিবার সময় শাপ প্রদান করে, তবে তিনি তাহাকে প্রত্যুত্তররূপ বলিবেন—'তুমি নিজের সমস্তই অগ্নিতে নিহিত করিলে, তুমি নিজের সমস্তের জন্যই পীড়া প্রাপ্ত হইবে, সত্বরে ঐ (পর) লোকে গমন করিবে!' ইহা সেইরূপই হইয়া থাকে।

২২। যেমন কেহ সামিধেনীসমূহের দ্বারা সন্দীপ্ত অগ্নির নিকটে গমন করিয়া অত্যন্ত পীড়া প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ, সামিধেনী-সমূহের বিজ্ঞাতা উচ্চারণকারী ব্রাহ্মণকে শাপ প্রদান করিয়া সেও অত্যন্ত পীড়া প্রাপ্ত হয়।

ষষ্ঠ ব্রাহ্মণ

[১ মন ও বাক্যের উদ্দেশে আ ঘা র নামক প্রথম আহুতি প্রদান করিবার কারণ;—২ তাদৃশ আহুতি প্রদানে তাহারা প্রীত হইয়া দেবগণের যজ্ঞ বহন করে;—৩-৪ মন ও বাক্যের নিমিত্ত প্রদেয় আ ঘা র দ্বয়ের যথাক্রমে স্রুব ও স্রুকের দ্বারা প্রদান, এবং তাহার কারণ;—৫-৬ মন ও বাক্যের আ ঘা র দ্বয় যথাক্রমে মৌনাবলম্বনে ও মন্ত্রোচ্চারণে বিধেয়;—৭ মন ও বাক্যের আ ঘা র দ্বয় যথাক্রমে বসিয়া ও দাঁড়াইয়া করিবার কারণ;—৮ (আ ই ব নী য়ে র) দক্ষিণ দিকে থাকিয়া তাহা করিবার বিধান;—৯-১১ যজ্ঞের মূল স্বরূপ আ ঘা র স্রুবের দ্বারা ও মৌনাবলম্বনে, এবং যজ্ঞের শীর্ষস্বরূপ আ ঘা র স্রুকের দ্বারা ও মন্ত্রোচ্চারণে বিধেয়,—১২ তাহাদের যথাক্রমে উপবিষ্ট ও দণ্ডায়মান হইয়া নিক্ষেপ করিবার কারণ;—১৩ অগ্নিসম্মার্জ্জনের জন্য আগ্নীধ্রকে প্রবর্ত্তন, পূর্ব্ব আ ঘা রে র দ্বারা অগ্নিকে পরবর্ত্তী যজ্ঞের কার্য্যের জন্য সন্দীপ্ত করিয়া সমর্থ করা;—১৪ অগ্নিসম্মার্জ্জন;—১৫ ঐ মন্ত্র ও ব্যাখ্যা, লৌকিক দৃষ্টান্তে ঐ সম্মার্জ্জনের উপযোগিতা প্রদর্শন।]

১। 'আমরা সন্দীপ্ত অগ্নিতে দেবগণের জন্য হোম করিব' এই মনে করিয়া তাঁহারা সেই-এই (আ হ ব নী য়) অগ্নিকে সন্দীপ্ত করিয়াছিলেন। তিনি ইহাতে মন ও বাক্যের জন্য এই প্রথম আহুতিদ্বয়[১] হোম করেন, কেননা, মন ও বাক্যই (পরস্পর) সংযুক্ত হইয়া দেবগণের জন্য যজ্ঞকে বহন করে।

২। তিনি অনুচ্চস্বরে (মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া) যাহা করেন, তাহা দ্বারা মন দেবগণের জন্য যজ্ঞকে বহন করে; আর যাহা তিনি স্পষ্টভাবে (উচ্চারিত মন্ত্ররূপ) বাক্যের দ্বারা করিয়া থাকেন, তাহা দ্বারা বাক্য দেবগণের জন্য যজ্ঞকে বহন করে। এই-সেই (আহুতিরূপ কার্য্য) দুইটি করা হইয়া থাকে, এবং তিনি ইহার দ্বারা এই দুইটিকে (অর্থাৎ মন ও বাক্যকে) এই মনে করিয়া সন্তর্পিত করেন যে, 'ইহারা তৃপ্ত ও প্রীত হইয়া দেবগণের জন্য যজ্ঞ বহন করিবে।'

৩। তিনি যাহা (ঘৃতধারাকে) মনের জন্য প্রক্ষেপ করেন, তাহা স্রুবের দ্বারা প্রক্ষেপ করিয়া থাকেন; কেননা, মন পুরুষ। ('বৃষা,' বীজসেককারী পুরুষ), ও পুরুষই স্রুব।

৪। তিনি যাহা বাক্যের ('বাচ্' স্ত্রীং) জন্য প্রক্ষেপ করেন, তাহা স্রুকের দ্বারা প্রক্ষেপ করিয়া থাকেন; কেননা, বাক্য স্ত্রী, এবং স্ত্রীই স্রুক্ (স্ত্রীং)।

৫। তিনি যাহা মনের জন্য প্রক্ষেপ করেন, তাহা মৌনাবলম্বনে প্রক্ষেপ করিয়া থাকেন,—'স্বাহা' শব্দও উচ্চারণ করেন না; কেননা, মন অনিরুক্ত (অর্থাৎ অকৃতনির্ব্বচন, অস্পষ্ট, যাহাকে ঠিক করিয়া বলা যায় না) ও মৌনাবলম্বনও অনিরুক্ত।

৬। তিনি যাহা বাক্যের জন্য প্রক্ষেপ করেন, তাহা মন্ত্রদ্বারা প্রক্ষেপ করিয়া থাকেন; কেননা, বাক্য নিরুক্ত ও মন্ত্রও নিরুক্ত।

৭। তিনি যাহা মনের জন্য প্রক্ষেপ করেন, তাহা উপবিষ্ট হইয়া এবং যাহা বাক্যের জন্য প্রক্ষেপ করেন, তাহা দাঁড়াইয়া প্রক্ষেপ করিয়া থাকেন।

১। ইহাদের নাম আ ঘা র। প্রজ্বলিত বহ্নির এক দেশ হইতে অপর দেশ পর্য্যন্ত অবিচ্ছিন্ন ঘৃতধারা প্রক্ষেপের নাম আ ঘা র।

মন ও বাক্য সংযুক্ত হইয়া দেবগণের জন্য যজ্ঞ বহন করে। (শকটাদির যুগদণ্ডে) সংযুক্ত (পশু-) দ্বয়ের যেটি অপেক্ষাকৃত হ্রস্ব হয়, (উভয় পশুর সমান উচ্চতা রক্ষা করিবার জন্য) তাহারা (লোকেরা) তাহার (স্কন্ধের উপর) স্কন্ধদারু[২] (স্থাপন) করিয়া থাকেন। মন হইতে বাক্য হ্রস্বতর, কেননা, মন অপরিমিততর ও বাক্য পরিমিততর ;[৩] অতএব তিনি ইহার দ্বারা বাক্যেরই স্কন্ধদারু করিয়া থাকেন, এবং তাহারা উভয়ে সমান ভাবে যুক্ত হইয়া দেবগণের জন্য যজ্ঞ বহন করে। তিনি সেই জন্য দণ্ডায়মান হইয়া বাক্যের নিমিত্ত (ঘৃতধারা) প্রক্ষেপ করিয়া থাকেন।

৮। দেবগণ যজ্ঞ বিস্তার করিতেছিলেন। (সেই সময়ে) তাঁহারা অসুর ও রাক্ষসগণের আক্রমণ হইতে ভীত হইয়া (আ হ ব নী য়ে র) দক্ষিণ ভাগে উন্নত হইয়া ছিলেন ; কেননা বীর্য্য উন্নতসদৃশই হইয়া থাকে ; সেই জন্য তিনি দক্ষিণ দিকে দণ্ডায়মান হইয়া (ঘৃতধারা) প্রক্ষেপ করেন। তিনি (অগ্নির) উভয় দিকে (উত্তর ও দক্ষিণে) প্রক্ষেপ করেন বলিয়া মন ও বাক্য সমান হইলেও পৃথকের ন্যায় হইয়া থাকে, কেননা, (ঘৃতধারা-) প্রক্ষেপদ্বয়ের একটি যজ্ঞের শীর্ষ ও অপরটি তাহার মূল।

৯। যাহা যজ্ঞের মূল, তাহা তিনি স্রুবের দ্বারা, এবং যাহা যজ্ঞের শীর্ষ, তাহা তিনি স্রুকের দ্বারা প্রক্ষেপ করেন।

১০। যজ্ঞের যাহা মূল, তাহা তিনি মৌনাবলম্বনে প্রক্ষেপ করেন ; কেননা, এই (বৃক্ষাদির) মূল মৌনাবলম্বনের (নিঃশব্দতার) সদৃশ ; কারণ, বাক্য এখানে শব্দিত হয় না।[৪]

১১। যাহা যজ্ঞের শীর্ষ, তাহা তিনি মন্ত্রোচ্চারণে প্রক্ষেপ করেন ; কেননা, বাক্যই মন্ত্র, এবং এই বাক্য শীর্ষ হইতেই শব্দিত হইয়া থাকে।

২। "উপবহং ;" "বহঃ স্কন্ধপ্রদেশঃ, তস্যোপরিশ্লিষ্টমৌন্নত্যকরং দারুময়ং পীঠাদিকং লৌকিকাঃ স্তু"—সায়ণ।

৩। অর্থাৎ মন অপরিমিততর বহু বিষয় গ্রহণ করে, ও বাক্য পরিমিততর অল্প বিষয়কে গ্রহণ করে।

৪। অর্থাৎ এখানে কোন শব্দব্যাপার নাই।

১২। যাহা যজ্ঞের মূল তিনি তাহা উপবিষ্ট হইয়া প্রক্ষেপ করিয়া থাকেন, কেননা, এই (বৃক্ষাদির) মূল উপবিষ্টের ন্যায়; আর যাহা যজ্ঞের শীর্ষ, তিনি তাহা দণ্ডায়মান হইয়া প্রক্ষেপ করেন, কেননা, এই শীর্ষ উত্থিতের ন্যায় হইয়া থাকে।

১৩। তিনি পূর্ব্ব (আ ঘা র অর্থাৎ ঘৃতধারা) প্রক্ষেপ করিয়া (আগ্নীধ্রকে) বলেন—'হে আগ্নীধ্র, অগ্নিকে (আ হ ব নী য়) সম্মার্জ্জন করুন!' যেমন (শকট বহনের পূর্ব্বে বৃষের স্কন্ধের) উপরে যুগকাষ্ঠ যোজন করা হয়, তিনি যে পূর্ব্ব ঘৃতধারাকে প্রক্ষেপ করেন, তাহাও সেইরূপ;[৫] কেননা, তাহারা (লোকেরা) যুগকাষ্ঠ যোজনা করিবার পর (রজ্জুর দ্বারা বৃষকে) বন্ধন করিয়া থাকে।

১৪। অনন্তর তিনি (আগ্নীধ্র, ইন্ধনকাষ্ঠ-) বন্ধনে প্রযুক্ত তৃণসমূহ দ্বারা[৬] অগ্নিকে সম্মার্জ্জন করেন, ও তাহা দ্বারা ইহাকে (হবির্বহনের জন্য) যুক্তই করিয়া থাকেন, কেননা, তিনি মনে করেন যে, 'ইহা যুক্ত হইয়া দেবগণের জন্য হবি বহন করিবে;' তিনি সেই জন্যই সম্মার্জ্জন করিয়া থাকেন। তিনি পরিক্রম করিতে করিতে সম্মার্জ্জন করেন, কেননা, পরিক্রম করিতে করিতেই তাহারা (লোকেরা) যোজনীয় (অশ্বাদি পশুকে) যুক্ত করিয়া থাকে। তিনি (পরিধিত্রয়ের এক একটিতে) তিন-তিনবার করিয়া মার্জ্জন করেন, কেননা, যজ্ঞ ত্রিগুণিত।

১৫। তিনি (এই মন্ত্রে) সম্মার্জ্জন করেন "হে অন্নজেতা অগ্নি, অন্নের উদ্দেশে গমনকারী ও অন্নজয়কারী তোমাকে আমি সম্মার্জ্জন করিতেছি!"[৭] তিনি ইহাতে এই বলেন যে, 'তুমি যজ্ঞ বহন করিবে, তুমি যজ্ঞার্হ, আমি তোমাকে সম্মার্জ্জন করিতেছি।' অনন্তর (পরিধিত্রয়ানুসারে সম্মার্জ্জন করিবার পর) তিনি মৌনাবলম্বনে (অগ্নির) উপরিভাগে তিনবার (সম্মার্জ্জন করেন); কেননা, যেমন (শকটে পশুকে) যোগ করিয়া লোকে 'চল! বহন কর!'

৫। অর্থাৎ সেই ঘৃতধারার দ্বারা সন্দীপ্ত হইয়া অগ্নি যজ্ঞোচিত কার্য্যের জন্য সমর্থ হইতে পারে।

৬। কা. শ্রৌ ৩, ১. ১২-১৩; ঐ তৃণসমূহের বৈদিক নাম ই ধ্ম সং ন হ ন।

৭। বা. স ২. ৭. ১।

বলিয়া তাহাকে চালন করে, তিনিও সেইরূপ ইহা দ্বারা 'চল! দেবগণের জন্য যজ্ঞ বহন কর!' এই বলিয়া তাহাকে কশা দ্বারা প্রেরণ করেন; সেই জন্য তিনি উপরিভাগে মৌনাবলম্বনে তিনবার (সম্মার্জ্জন করিয়া থাকেন)। অতএব (ঘৃতধারাদ্বয়ের প্রক্ষেপের) মধ্যে এই (সম্মার্জ্জনরূপ) কর্ম্ম করা হয় বলিয়াই এই মন ও বাক্য সমান (অর্থাৎ সমানাশ্রয়) হইয়াও ভিন্নের ন্যায় হইয়া থাকে।

চতুর্থ প্রপাঠক

প্রথম ব্রাহ্মণ

[১ পরবর্ত্তী ঘৃতধারা নিক্ষেপের জন্য অঞ্জলিবন্ধন, তাহার মন্ত্র, সমন্ত্রক স্রুক্-দ্বয়ের গ্রহণ;—২-৩ ঐ মন্ত্র, ইন্দ্রকর্ত্তৃক দক্ষিণদিকে অবস্থিত নাশক-প্রজা ও অসুরগণের তাড়না;—৪ ঐ মন্ত্র, অগ্নি দেবগণের হোতা ও দূত;—৫ বেদির পশ্চাদ্ভাগে প্রত্যাবর্ত্তন-পূর্ব্বক জুহূস্থিত আজ্যের ধ্রুবাস্থিত আজ্যের সহিত সম্মিশ্রণ, তাহার তাৎপর্য্যব্যাখ্যা, গ্রামাদির শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে গ্রামাদির শীর্ষ বলা হয়;—৬ জুহূস্থিত আজ্যের উপভৃতের আজ্যের সহিত সম্মিশ্রণে দোষ—যজমানের শত্রুকেই তাহা হইলে শ্রীসম্পন্ন করা হয়;—৭ ঐ মিশ্রণের মন্ত্র;—৮ মন ও বাক্যের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ ইহা লইয়া তাহাদের পরস্পর বিবাদ;—৯-১০ মন ও বাক্য উভয়েরই নিজ-নিজ শ্রেষ্ঠত্ব-প্রতিপাদন;—১১ বিবাদ নিষ্পত্তির জন্য তাহাদের প্র জা প তি র নিকট গমন, ও তাঁহার দ্বারা বাক্যের নিকৃষ্টত্ব কথন;—১২ স্ত্রীরূপ বাক্যের (বাচ্) তাহা শ্রবণে গর্ভপাত, ও প্র জা প তি র হব্য বহন করিবে না—অর্থাৎ সেই অর্থ প্রকাশ করিবে না বলিয়া তাঁহার নিকট তাহার সেই কথার প্রকাশ, প্র জা-প তি র কার্য্য এই জন্যই অনুচ্চস্বরে হয়;—১৩ বাক্যের সেই রেতকে ধারণ করিয়া দেবগণের পাত্রে স্থাপন, তাহা হইতে অ ত্রি র উৎপত্তি, রজস্বলা স্ত্রীর সহিত সম্ভাষণে পাপ।]

১। তিনি স্রুকের দ্বারা পরবর্ত্তী ঘৃতধারা প্রক্ষেপ করিবার জন্য (জুহূ ও উপভৃতের) পূর্ব্বভাগে (এই মন্ত্রে) অঞ্জলি বন্ধন করেন—দেবগণকে নমস্কার! পিতৃগণকে স্বধা!"[১] তিনি ঋত্বিক্-কার্য্য করিবার জন্য ইহা দ্বারা দেবগণ ও পিতৃগণকে প্রসন্ন করিয়া থাকেন। তিনি (এই মন্ত্রে) স্রুক্দ্বয়কে (জুহূ ও উপভৃৎকে) গ্রহণ করেন—"তোমরা উভয়ে সুনিয়ত (অর্থাৎ সুস্থির)

১। বা, স, ২. ৭, ২; "স্বধা" শব্দের অর্থ পিতৃগণের উদ্দেশ্যে দেয়দ্রব্যের দান, অতএব এখানে তাহার ভাবার্থ এই যে—'আপনাদিগকে দেবদ্রব্য দান করিব'।

হও !"[২] 'তোমরা আমার নিকটে সুপূরণীয় হও, তোমাদিগকে যেন আমি পূর্ণ করিতে পারি !' ইহাই তিনি তাহা দ্বারা বলিয়া থাকেন।—"যাহাতে ক্ষরিত হইয়া না পড়ে, এইরূপ ভাবে অদ্য দেবগণের জন্য অন্ন ধারণ করিব।"[৩] 'অবিক্ষুব্ধভাবে অদ্য দেবগণের জন্য যজ্ঞ করিব' ইহাই তিনি তাহার দ্বারা বলিয়া থাকেন।

২।—"হে বিষ্ণু, পদদ্বারা তোমাকে অবজ্ঞা পূর্ব্বক অতিক্রম করিব না !"[৩] যজ্ঞই বিষ্ণু, অতএব তিনি ইহা দ্বারা "তোমাকে অবজ্ঞা পূর্ব্বক অতিক্রম করিব না" বলিয়া তাহাকেই প্রসন্ন করিয়া থাকেন।—"হে অগ্নি, আমি তোমার ধনযুক্ত ছায়ার নিকটে গমন করিয়া থাকিব !" 'আমি তোমার উত্তম ছায়ার নিকট গমন করিয়া থাকিব' ইহাই তিনি তাহার দ্বারা বলিয়া থাকেন।

৩।—"তুমি বিষ্ণুর স্থান !"[৩] যজ্ঞই বিষ্ণু, এবং তাহারই নিকট তিনি থাকেন ; এইজন্য তিনি বলিয়া থাকেন "তুমি বিষ্ণুর স্থান !"—"ইন্দ্র এই স্থানে বীরকর্ম্ম করিয়াছিলেন ;" কেননা, ইন্দ্র এই স্থানে দাঁড়াইয়া দক্ষিণ দিকে অবস্থিত নাশক প্রজা ও অসুরগণকে তাড়িত করিয়াছিলেন। তিনি সেইজন্যই বলেন "ইন্দ্র এই স্থানে বীরকর্ম্ম করিয়াছিলেন। —"অধ্বর উন্নত হইয়া প্রবৃত্ত হইয়াছিল ;" অধ্বর (শব্দে) যজ্ঞ, অতএব 'যজ্ঞ উন্নত হইয়া প্রবৃত্ত হইয়াছিল' ইহাই তিনি তাহা দ্বারা বলেন।

৪।—"হে অগ্নি, তুমি হোতৃকর্ম্ম ও দূতকর্ম্ম জান !"[৪] অগ্নি দেবগণের হোতা ও দূত এই উভয়ই, অতএব, 'যাহা তুমি দেবগণের সম্বন্ধে (গ্রহণ করিয়াছ), সেই এই উভয় (কার্য্যকে) তুমি জান' ইহাই তিনি তাহা দ্বারা বলিয়া থাকেন।—"দ্যুলোক ও পৃথিবী তোমাকে রক্ষা করুক, এবং দ্যুলোক ও পৃথিবীকে তুমি রক্ষা কর !" এখানে কিছু অস্পষ্টার্থের ন্যায় নাই।— "ইন্দ্র আজ্যরূপ হবির দ্বারা দেবগণের শোভন যাগকারী ("স্বিষ্টকৃৎ") হউন, স্বাহা !" ইন্দ্রই যজ্ঞের দেবতা, এইজন্য তিনি বলিয়া থাকেন

২। বা. স. ২. ৭, ৩।

৩। বা স. ২, ৮. ১-৩।

৪। বা. স. ২. ৮. ৪ ; ৯. ১ ; ইহাতে দ্বিতীয় ঘৃতধার নিক্ষেপ করা হয়।

"ইন্দ্র আজ্য দ্বারা ··· ।" তিনি বাক্যের জন্য এই ঘৃতধারা প্রক্ষেপ করিয়া থাকেন; এবং তাঁহারা বলেন যে, ইন্দ্র বাক্য (-স্বরূপ), তিনি সেইজন্য বলিয়া থাকেন "হে ইন্দ্র, আজ্য দ্বারা ··· ।"

৫। অনন্তর তিনি স্রুক্-দ্বয়কে পরস্পর সংস্পৃষ্ট না করিয়া (বেদির পশ্চাতে) প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক (জুহূস্থিত আজ্যকে জুহূদ্বারাই) ধ্রুবার (আজ্যের) সহিত মিশ্রিত করেন। উত্তর (দ্বিতীয়) ঘৃতধারা যজ্ঞের শীর্ষ, এবং ধ্রুবা তাহার দেহ, অতএব তিনি তাহা দ্বারা দেহেতেই শীর্ষকে প্রতিষ্ঠাপিত করেন। উত্তর ঘৃতধারা যজ্ঞের শীর্ষই, এবং শীর্ষ শ্রীস্বরূপই ; শীর্ষ যে শ্রীস্বরূপ তাহা প্রসিদ্ধ, সেইজন্য যে ব্যক্তি গ্রামাদির[৬] শ্রেষ্ঠ হয়, লোকেরা তাহাকে বলিয়া থাকে যে, 'ঐ ব্যক্তি অমুক গ্রামাদির শীর্ষ।'

৬। যজমানই ধ্রুবার পশ্চাতে অবস্থান করেন, এবং যে ব্যক্তি তাঁহার প্রতি শত্রুর ন্যায় আচরণ করে সে উপভৃতের পশ্চাতে। তিনি যদি (জুহূস্থিত আজ্যকে) উপভৃতের (আজ্যের) সহিত মিশ্রিত করেন, তবে যে ব্যক্তি যজমানের প্রতি অরাতির ন্যায় আচরণ করে, তাহাতেই তিনি শ্রীকে স্থাপিত করিয়া ফেলেন; কিন্তু তাহাতে (অর্থাৎ ধ্রুবার আজ্যের সহিত মিশ্রিত করিয়া) তিনি যজমানেই শ্রীকে স্থাপিত করিয়া থাকেন।

৭। তিনি (এই মন্ত্রে) মিশ্রিত করেন—"জ্যোতির সহিত জ্যোতি সম্মিলিত (হউক)!" এক স্রুকে অবস্থিত আজ্য জ্যোতি, এবং অপর স্রুকে অবস্থিত আজ্যও জ্যোতি ; সেই উভয় জ্যোতি তাহার দ্বারা একত্র সম্মিলিত হয়, এবং সেইজন্যই তিনি এইরূপ মিশ্রিত করিয়া থাকেন।

৮। মন ও বাক্যের 'আমি উত্তম! আমি! উত্তম' করিয়া এক বিবাদ হয়। মন ও বাক্য উভয়েই বলিয়াছিল যে, 'আমি উত্তম !'

৯। তৎপ্রসঙ্গে মন (বাক্যকে) বলিয়াছিল—'আমিই তোমা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর, কেমনা, আমি যদি (বিষয়ে) গমন না করি, তবে তুমি কিছুই

৫। ১. ৩. ৬. ১ দ্রষ্টব্য।

৬। "অর্দ্ধস্য ;" "দেশভাগস্য গ্রামাদেঃ"—সায়ণ।

বলিতে পার না। অতএব তুমি আমার কৃতানুকারী ও অনুগামী বলিয়া আমিই তোমা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর।'

১০। অনন্তর বাক্য বলিল—'আমিই তোমা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর; কেননা, তুমি যাহা জান, আমিই তাহা বিশেষরূপে জানাইয়া দিই—সম্যক্‌রূপে জানাইয়া দিই।'

১১। তাঁহারা প্রজাপতির নিকটে প্রশ্ন করিবার জন্য গমন করে। প্রজাপতি মনেরই অনুকূলভাবে বলিলেন—'মনই তোমা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর, কেননা, মনেরই তুমি কৃতানুকারী ও অনুগামী; নিকৃষ্টতর ব্যক্তিই উৎকৃষ্টতরের কৃতানুকারী ও অনুগামী হইয়া থাকে।'

১২। (প্রজাপতিদ্বারা এইরূপে) পরাজিত উক্ত হইয়া বাক্য ('বাক্', স্ত্রীং) ভগ্নবীর্য্য হইয়া পড়িল, ও তাহার গর্ভপাত হইল। বাক্য প্রজাপতিকে বলিল—'আপনি আমাকে পরাজিত কহিয়াছেন, আপনার জন্য আমি হব্যবাহিনী হইব না।' এইজন্য যজ্ঞে যাহা কিছু প্রজাপতির জন্য করা হয়, তাহা অনুচ্চস্বরেই করা হইয়া থাকে; কেননা, বাক্য প্রজাপতির জন্য অহব্যবাহী হইয়াছিল।

১৩। দেবগণ তখন সেই (বাক্যের গর্ভসম্বন্ধীয়) রেতকে চর্ম্মে বা অপর যে-কোন (এক পাত্রে) ধারণ করেন। তাঁহারা জিজ্ঞাসা করেন—'এখানে ('অত্র') ইহা (রেত) কিরূপ?'[৮] এবং তাহা হইতে অত্রি সম্ভূত হন। সেই জন্যই 'আত্রেয়ী' (অর্থাৎ রজস্বলা) স্ত্রীর সহিত (সম্ভাষণ করিয়া) লোক পাপযুক্ত হয়;[৯] কেননা, বাগ্‌দেবতারূপ এই স্ত্রী হইতেই ইহারা (লোকেরা) সম্ভূত হইয়াছে।

৮। "'অত্র' অস্মিন্ পাত্রে কিং 'আং' এতৎ প্রসিদ্ধং রেতঃ কিম্ভূতং"—সায়ণ।

৯। "তস্মান্মলবদ্‌বাসসা ন সংবদেত ন সহাসীত"—তৈ. স. ২. ৫. ১, ৫; এস্থানে অতি-বিস্তৃত ভাবে রজস্বলা ধর্ম্ম উক্ত হইয়াছে। বশিষ্ঠসংহিতাদিতে উক্ত রজস্বলা-ধর্ম্মের ইহাই মূল।

দ্বিতীয় ব্রাহ্মণ

[১ দৈবহোতার বরণ নিমিত্ত অধ্বর্য্যুর আহ্বান ;—২ আহ্বান সময়ে ইন্ধনকাষ্ঠ-বন্ধনের দর্ভসূত্র গ্রহণ ;—৩ মতান্তরে কুশাস্তীর্ণ বেদি হইতে কুশ গ্রহণপূর্ব্বক আহ্বান, তাহাতে যুক্তি, ঐ মতের খণ্ডনপূর্ব্বক পূর্ব্বমতের স্থাপন ,—৪ পূর্ব্বে দৈব হোতা অগ্নির বরণ ;—৫ বরণের মন্ত্রোচ্চারণ দ্বারা অগ্নি ও দেবগণের অপরাধভঞ্জন ;—৬ ৮ বরণমন্ত্রের ব্যাখ্যা, মনুই প্রথমে যাগ করেন, এবং তদনুকরণে লোকেরা করিতেছে ;—৯-১০ আর্ষেয় হোতৃবরণ ও তাহার প্রণালী ;—১১-১২ ঐ মন্ত্র ;—১৩ মনুষ্য হোতার বরণ ,—১৪ বৃত হোতার জপ দ্বারা দেবগণের সাহায্য প্রার্থন ;—১৫-১৬ ঐ জপের মন্ত্র ও তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা, সবিতা দেবগণের অনুজ্ঞাতা ;—১৭ ঐ মন্ত্র, বসু-রুদ্র ও আদিত্য—এই তিন দেবগণ ;—১৮-২০ ঐ মন্ত্র ও ব্যাখ্যা ;—২১ অধ্বর্য্যুকর্ত্তৃক আগ্নীধ্রের স্পর্শ ,—২২ অধ্বর্য্যুর সেই সময় জপনীয় মন্ত্র ;—২৩ হো তৃ ষ দ ন অর্থাৎ হোতার উপবেশন স্থানে তাঁহার প্রত্যাবর্ত্তন, তত্রত্য তৃণের নিক্ষেপ, তাহার মন্ত্র, অসুরগণের হোতার নাম প রা ব সু ;—২৪ দেবগণের হোতার নাম অ র্বা ব সু ;—২৫ জপনীয় মন্ত্র, মন্ত্রবিশেষ উচ্চারণে তাঁহার উত্তর দিকে সরিয়া যাওয়া ,—২৬ অগ্নিকে দর্শন করিয়া মন্ত্রজপ, মন্ত্রব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে প্রভুর নিকটে পাচকের আজ্ঞা প্রার্থনার উল্লেখ ।]

১। তিনি (অধ্বর্য্যু) প্র ব র (অর্থাৎ হোতার বরণ)-নিমিত্ত আহ্বান করেন। তিনি যে প্র ব র-নিমিত্ত আহ্বান করেন, (তাহার কারণ এই যে,) আহ্বান যজ্ঞই, (এবং তিনি ইচ্ছা করেন যে,) 'যজ্ঞকে বলিয়া তাহার পর হোতাকে বরণ করিব।' তিনি সেইজন্য প্র ব র-নিমিত্ত আহ্বান করিয়া থাকেন।

২। তিনি ইন্ধনবন্ধনের দর্ভসূত্রসমূহই গ্রহণ করিয়া আহ্বান করেন, কেননা, যদি অধ্বর্য্যু যজ্ঞকে গ্রহণ না করিয়া আহ্বান করেন, তবে তিনি হয় কম্পিত হন, বা অপর কোন পীড়া প্রাপ্ত হইতে পারেন।

৩। তৎসম্বন্ধে কেহ কেহ আস্তীর্ণ বেদির কুশ ('বর্হিঃ') গ্রহণপূর্ব্বক আহ্বান করিয়া থাকেন, অথবা ইন্ধনকাষ্ঠের এক খণ্ড ছেদন করিয়া গ্রহণ-পূর্ব্বক আহ্বান করেন ; তাঁহারা বলেন—'ইহা (কুশ বা কাষ্ঠখণ্ড) কিছু নিশ্চয়ই যজ্ঞের (অঙ্গ), এবং এই যজ্ঞকেই গ্রহণ করিয়া আমরা আহ্বান করিয়া থাকি।' কিন্তু তাহা সেরূপ করিবে না, কারণ, যে সকলের দ্বারা

ইন্ধনকাষ্ঠকে বন্ধন করা যায়, ও অগ্নিকে তাঁহারা সম্মার্জ্জন করিয়া থাকেন,[১] ইহাই যজ্ঞের কিঞ্চিৎ (অঙ্গ বলিয়া গণ্য হইতে পারে); এবং তাহাকেই গ্রহণ করিয়া তিনি আহ্বান করেন। সেইজন্য তিনি ইন্ধনকাষ্ঠ-বন্ধনের দর্ভসূত্রকেই গ্রহণ করিয়া আহ্বান করিবেন।

৪। তিনি আহ্বান করিয়া, যিনি দেবগণের হোতা তাঁহাকেই অর্থাৎ অগ্নিকেই অগ্রে বরণ করেন, এবং তাহা দ্বারা অগ্নি ও দেবগণকে প্রসন্ন করেন; তিনি যে প্রথমে অগ্নিকে বরণ করেন, তাহাতে অগ্নিকে প্রসন্ন করেন; এবং যিনি দেবগণের হোতা, তাঁহাকেই তিনি অগ্রে বরণ করেন বলিয়া দেবগণকে প্রসন্ন করিয়া থাকেন।

৫। তিনি বলেন—"অগ্নিদেব দেবসম্বন্ধীয় হোতা;" কেননা অগ্নি দেবগণের হোতা; তিনি সেইজন্য বলিয়া থাকেন "অগ্নিদেব দেবসম্বন্ধীয় হোতা।" তিনি ইহা দ্বারা অগ্নি ও দেবগণকে প্রসন্ন করিয়া থাকেন; তিনি যে অগ্রে অগ্নিকে বলেন, তাহাতে অগ্নিকে প্রসন্ন করেন; এবং যিনি দেবগণের হোতা তাঁহাকে অগ্রে বলিয়া দেবগণকে প্রসন্ন করিয়া থাকেন।

৬।—"(সেই) বিদ্বান্ ও বিজ্ঞ দেবগণের যাগ করুন;" এই যে অগ্নি, ইনি দেবগণকে অনুরূপে জানেন; অতএব 'সেই অনুরূপে জ্ঞানশালী দেবগণকে অনুক্রমে যাগ করুন' ইহাই তিনি তাহা দ্বারা বলিয়া থাকেন।

৭।—"মনুর ন্যায় ভরতের ন্যায়;" মনুই প্রথমে যজ্ঞের দ্বারা যাগ করেন, এবং তাহা অনুকরণ করিয়া এই সমস্ত লোক যাগ করিতেছে; তিনি সেইজন্য বলেন "মনুর ন্যায়;" অথবা, তাঁহারা বলেন (যে, ঐ বাক্যের অর্থ) 'মনুর যজ্ঞে;' তিনি সেইজন্যই বলিয়া থাকেন—"মনুর ন্যায়।"[২]

৮।—"ভরতের ন্যায়," ইনি দেবগণের জন্য হব্য ধারণ করেন ('ভরতি') বলিয়া তাঁহারা অগ্নিকে ভরত বলেন; অথবা, ইনিই প্রাণ-স্বরূপ হইয়া এই

১। কা. শ্রৌ. ৩. ১. ১৩।

২। পূর্ব্ব পক্ষের অর্থ—মনু যেমন যজ্ঞ দ্বারা যাগ করিয়াছিল, সেইরূপ যাগ করিতে হইবে; পর পক্ষের অর্থ—মনুর যজ্ঞে যেমন যাগ করা হইয়াছিল, সেইরূপ করিতে হইবে।

সমস্ত লোককে পোষণ করেন ('বিভর্ত্তি') ; সেই জন্যই তিনি বলিয়া থাকেন "ভরতের ন্যায় ।"

৯। অনন্তর তিনি (পূর্ব্ববর্ত্তী প্রধান প্রধান) ঋষির অপত্যরূপে (অগ্নিকে হোতৃত্বে) বরণ করেন ; তিনি তাঁহাকে ইহা দ্বারা ঋষিগণ ও দেবগণের নিকটে (এই বলিয়া) বিজ্ঞাপিত করেন যে, 'যিনি যজ্ঞে উপস্থিত হইয়াছেন, তিনি মহাবীর্য্য ;' তিনি সেই জন্য ঋষির অপত্যরূপে (তাঁহাকে) বরণ করেন ।

১০। তিনি (যজমানের পূর্ব্বপুরুষ বংশের) পূর্ব্ব হইতে নীচে বরণ করেন (অর্থাৎ গোত্র প্রবর্ত্তক সর্ব্বপূর্ব্ববর্ত্তী ঋষি হইতে আরম্ভ করিয়া অধস্তন ঋষিগণের অপত্যরূপে অগ্নিকে বরণ করেন) ; কেননা পূর্ব্ব হইতেই অধস্তন প্রজাসমূহ জাত হয় ; তিনি ইহার দ্বারা জ্যেষ্ঠত্বের অধিপতিকে ইহার (যজমানের) জন্য প্রসন্ন করিয়া থাকেন ; কেননা পিতাই আগে, তাহার পর পুত্র,এবং তাহার পর পৌত্র হয় । তিনি সেইজন্য পূর্ব্ব হইতে নীচে বরণ করেন ।

১১। তিনি (অগ্নির) ঋষির অপত্য বলিবার পরে বলেন—"ব্রহ্মের ন্যায়" কেননা, ব্রহ্ম অগ্নি ; এবং তিনি সেইজন্য বলেন "ব্রহ্মের ন্যায় ;"—"এখানে বহন করুন," কেননা, তিনি যে সকল দেবতাকে এখানে বহন করিবার জন্য বলেন, তাহাদিগকেই লক্ষ্য করিয়া বলিয়া থাকেন "এখানে বহন করুন ।"

১২।—"ব্রাহ্মণগণ এই যজ্ঞের রক্ষক," কেননা, এই ব্রাহ্মণগণই যজ্ঞের রক্ষক হইয়া থাকেন ; যাঁহারা সাঙ্গবেদাধ্যায়ী তাঁহারাই ইহা (যজ্ঞ) বিস্তার করেন, ও তাঁহারা ইহা উৎপাদন করেন ; অতএব তিনি তাহার দ্বারা (ঐ মন্ত্র পাঠ দ্বারা) তাঁহাদিগকে প্রসন্ন করিয়া থাকেন । তিনি সেই জন্য বলেন "ব্রাহ্মণগণ এই যজ্ঞের রক্ষক ।"

১৩। "অমুক মনুষ্য," এই বলিয়া তিনি মনুষ্য হোতাকে বরণ করেন ; তিনি ইহার পূর্ব্বে হোতা থাকেন না, এখন হোতা হন ।

১৪। সেই বৃত হোতা জপ করেন ; তিনি (ইহাতে) দেবতাগণের নিকট গমন করেন (অর্থাৎ সাহায্য প্রার্থনা করেন), যাহাতে দেবগণের জন্য বষট্-কার করিতে পারেন, ও দেবগণের জন্য হব্য বহন করিতে পারেন, এবং যাহাতে তিনি বিচলিত না হন ; তিনি এই প্রকারেই দেবতাগণের নিকট গমন করেন ।

১৫। তিনি সেখানে (এই মন্ত্র) জপ করেন্—"হে দেব সবিতা, তাঁহারা ইহার দ্বারা (আমার বরণের দ্বারা) তোমাকেই বরণ করিতেছেন !" তিনি ইহার দ্বারা অনুজ্ঞার জন্য সবিতার নিকটে গমন করেন, কেননা, তিনি দেবগণের অনুজ্ঞাতা।—"হোতৃকর্ম্মের জন্য অগ্নিকে," তিনি ইহা দ্বারা অগ্নি ও দেবতাগণকে প্রসন্ন করিয়া থাকেন ; তিনি যে প্রথমে "অগ্নিকে" বলেন, তাহাতে অগ্নিকে প্রসন্ন করেন ; এবং প্রথমে যে বলেন "যিনি দেবগণের হোতা তাহাকে," ইহার দ্বারা দেবগণকে প্রসন্ন করেন।

১৬।—"পিতা বৈশ্বানরের[৩] সহিত," সংবৎসরই পিতা বৈশ্বানর, (এবং সংবৎসর অর্থে) প্রজাপতি, অতএব তিনি ইহা দ্বারা সংবৎসররূপ প্রজাপতিকেই প্রসন্ন করিয়া থাকেন।—"হে অগ্নি, হে পুষা, ও হে বৃহস্পতি, উচ্চারণ কর ও যাগ কর !" তিনি (অ নু বা ক্যা-সমূহ) উচ্চারণ করিবেন ও (যা জ্যা-সমূহ দ্বারা) যাগ করিবেন, এইজন্য তাহা দ্বারা সেই সকল দেবতাকে (এই বলিয়া) প্রসন্ন করেন যে, "তোমরা উচ্চারণ কর, তোমরা যাগ কর !"

১৭।—"আমরা বসুগণের দানে ও রুদ্রগণের মহত্ত্বে অবস্থান করিব, এবং অবিনাশের জন্য অনপরাধী হইয়া আদিত্যগণের প্রিয় হইব !" বসুগণ, রুদ্রগণ ও আদিত্যগণ, এই তিনটিই দেবগণ (অর্থাৎ দেবশ্রেণী) আছে ; 'ইঁহাদেরই রক্ষণে আমরা থাকিব' ইহাই তিনি তাহা দ্বারা বলিয়া থাকেন।

১৮।—"অদ্য দেবগণের প্রিয় বাক্য উচ্চারণ করিব !" 'দেবগণের জন্য যাহা প্রিয়, আজ তাহা উচ্চারণ করিব' ইহাই তিনি তাহার দ্বারা বলেন ; কেননা, যিনি দেবগণের জন্য প্রিয় উচ্চারণ করেন, (তাঁহার) তাহা সমৃদ্ধ হইয়া থাকে।

১৯।—"ব্রহ্মগণের প্রিয়," 'ব্রাহ্মণগণের যাহা প্রিয় আজ তাহা আমি উচ্চারণ করিব' ইহাই তিনি তাহা দ্বারা উচ্চারণ করিয়া থাকেন ; কেননা, যিনি ব্রাহ্মণগণের জন্য প্রিয় উচ্চারণ করেন, (তাঁহার) তাহা সমৃদ্ধ হইয়া থাকে।

২০।—"নরাশংসের প্রিয়," নর (শব্দের অর্থ) প্রজাই, অতএব তিনি তাহা সমস্ত প্রজার জন্য বলিয়া থাকেন ; তাহাতে ইহা সমৃদ্ধ হয়, এবং যিনি (সেই

৩। পিতা=পালক ; বৈশ্বানর=বিশ্বনর-সম্বন্ধীয়।

প্রিয় বাক্য) জানেন, বা যিনি জানেন না, তাঁহার সম্বন্ধে লোকেরা বলিয়া থাকে —ইনি 'উত্তম উচ্চারণ করিয়াছেন! ইনি উত্তম উচ্চারণ করিয়াছেন!' —"আজ হোতার বরণে যাহা কিছু কুটিল চক্ষুকে (অতিক্রম করিয়া) ভ্রষ্ট হইয়া থাকে, বিশেষদর্শী ও উৎপন্ন পদার্থের জ্ঞাতা ("জাতবেদাঃ") অগ্নি তাহা সমাহিত করুন!" 'যেমন, পূর্ব্বে তাঁহারা যে সকল অগ্নিকে হোতৃকর্ম্মের জন্য বরণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা চলিয়া গিয়াছিলেন (এবং আপনিই সেখানে ছিলেন)[৪], সেইরূপ, বরণের নিমিত্ত এখানে যাহা বিনষ্ট হইয়া থাকে, তাহা আপনি বর্দ্ধিত করুন!'—ইহাই তিনি তাহা দ্বারা বলিয়া থাকেন, এবং সেইরূপই তাঁহার তাহা পুনর্ব্বার বর্দ্ধিত হয়।

২১। অনন্তর তিনি অধ্বর্য্যু ও আগ্নীধ্রকে স্পর্শ করেন; কেননা, অধ্বর্য্যু মন, এবং হোতা বাক্য; অতএব তিনি তাহা দ্বারা মন ও বাক্যকেই সম্মিলিত করেন।

২২। তিনি সে সময়ে জপ করেন—"ছয়টি বিশাল (পদার্থ) আমাকে পাপ হইতে রক্ষা করুক—অগ্নি, পৃথিবী, জল, অন্ন, দিবা ও রাত্রি!" 'এই সকল দেবতা আমাকে পীড়া হইতে রক্ষা করুন,' ইহাই তিনি তাহা দ্বারা বলিয়া থাকেন; কেননা, এই সকল দেবতা যাহাকে রক্ষা করিবেন, তাহার ভ্রংশ হয় না।

২৩। অনন্তর তিনি হোতার উপবেশনস্থানের (হো তৃ ষ দ ন)[৫] নিকটে প্রত্যাবর্ত্তন করেন ও হোতার উপবেশনস্থান হইতে একখানি তৃণ "প রা ব সু[৬] নিরস্ত!" (এই মন্ত্রে) নিক্ষেপ করেন। প রা ব সু নামে অসুরগণের এক হোতা আছেন, তাঁহাকেই তিনি ইহা দ্বারা হোতার উপবেশনস্থান হইতে নিরস্ত করিয়া থাকেন।

২৩। অনন্তর তিনি (এই মন্ত্রে) হোতার উপবেশনস্থানে উপবেশন করেন, "আমি অ র্ব্বা ব সু র উপবেশন স্থানে উপবেশন করিতেছি!" অ র্ব্বা ব সু[৭]

৪। দ্রষ্টব্য ১. ২. ১. ১। ৫। বেদির উত্তর শ্রোণিদেশ।

৬। "পরাগতং বসু ধনং যস্মাৎ স তথোক্তঃ (প রা ব সুঃ)"—সায়ণ; দ্রঃ—শা. শ্রৌ. ১ ৬. ৬; প রা গ্ ব সু. কৌষী. ৩.১৩৭।

৭। "অর্বা অর্বাক্ অভিমুখং বসু ধনং যস্য স তথোক্তঃ (অ র্ব্বা ব সুঃ)"—সায়ণ। বাজসনেয়িসংহিতায় (১৫-১৯) অ র্ব্বা গ্ ব সু আছে। দ্রষ্টব্য—৮, ৩. ৬. ২০।

নামে দেবগণের এক হোতা আছেন, তিনি ইহা দ্বারা তাঁহারই উপবেশন-স্থানে উপবেশন করিয়া থাকেন।

২৫। তিনি সেখানে জপ করেন—"হে বিশ্বকর্ম্মন্, তুমি শরীরের রক্ষক!" "তোমরা (উভয় অগ্নি) আমাকে অধিক দগ্ধ করিও না, আমাকে হিংসা করিও না! এই লোক তোমাদের;"—তিনি (এই মন্ত্রে) উত্তর দিকে সরিয়া যান; তিনি আহবনীয় ও গার্হপত্যের মধ্যে থাকেন বলিয়া তাঁহাদের উভয়কে (এই মন্ত্রে) প্রসন্ন করেন যে, 'তোমারা আমাকে অধিক দগ্ধ করিও না, আমাকে হিংসা করিও না!' এবং সেইরূপে তাহারাও তাঁহাকে হিংসা করে না।

২৬। অনন্তর তিনি অগ্নিকে দেখিতে দেখিতে জপ করেন—"হে বিশ্বদেবগণ, আমি হোতৃরূপে বৃত হইয়া উপবেশনপূর্ব্বক যেরূপে ও যাহা চিন্তা করিব, আপনারা তাহা আমাকে উপদেশ করুন! (যজ্ঞ-সম্বন্ধে) আমার (কর্ত্তব্য) অংশকে বলিয়া দিন, এবং যেরূপে ও যে পথে আপনাদের হব্য বহন করিব তাহাও বলিয়া দিন।"[৬] যেমন, যাঁহাদের জন্য (অন্নাদি) পাক করা যায়, (পাচক) তাঁহাদিগকে বলিয়া থাকে যে, 'যেরূপে পাক করিব ও যেরূপে পরিবেষণ করিব, তাহা আমাকে আজ্ঞা করুন,' তিনিও সেই প্রকার ইহার দ্বারা দেবগণের নিকটে অনুশাসন ইচ্ছা করেন যে, 'আমাকে অনুশাসন করুন' যাহাতে আমি যথাক্রমে ব ষ ট্ কা র করিতে পারি, ও যথাক্রমে হব্য বহন করিতে পারি।' সেইজন্যই তিনি এইরূপ জপ করিয়া থাকেন।

৬। ঋ. স. ১০. ৫২. ১।

তৃতীয় ব্রাহ্মণ

[১ হোতা মন্ত্রবিশেষের দ্বারা অধ্বর্য্যুকে দিয়া স্রুক্‌পাত্র গ্রহণ করান, ঐ মন্ত্রবিশেষ স্রু গা দা প ন-নি গ দ নামে প্রসিদ্ধ, এই মন্ত্রকে নয় ভাগে বিভক্ত করিয়া তাহার তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা (ইহা পরবর্ত্তী কণ্ডিকাতেও করা হইয়াছে);—২ একটি মাত্র স্রুক্‌পাত্র গ্রহণ করিবার তাৎপর্য্য;—৩ মনুষ্যগণ স্তবার্হ, পিতৃগণ নমস্য, ও দেবগণ যজ্ঞার্হ;—৩ যজ্ঞে অনুপ্রবিষ্ট ও অননুপ্রবিষ্ট বস্তু, অননুপ্রবিষ্ট বস্তুর পরাভব;—৫ পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রের নয় ভাগে উচ্চারণ ও তাহার প্রয়োজনীয়তা;—৬ বক্ষ্যমাণ অধ্বর্য্যুকর্ত্তৃক আহ্বান (আ শ্রা ব ণ) ও আগ্নীধ্রকর্ত্তৃক প্রত্যুত্তর প্রদানের (প্র ত্যা শ্রা ব ণ) অর্থ নির্ণয়ের জন্য আখ্যায়িকা, দেবগণকে পরিত্যাগ করিয়া যজ্ঞের প্রয়াণ, ও আহ্বান করায় প্রত্যাগমন;—৭ আ শ্রা ব ণ ও প্র ত্যা শ্রা ব ণে র তাৎপর্য্য কথন, লৌকিক দৃষ্টান্তে ঋত্বিগ্‌গণের পরস্পরের নিকট যজ্ঞকে সমর্পণ; ৮—১১ ঋত্বিগ্‌গণের অপ্রাসঙ্গিক বাক্য কথনের নিষেধ;—১২-১৪ সোমযাগ-সম্বন্ধে বাক্‌সংযমের নিয়ম;—১৫ বাক্‌সংযম না করিলে কার্য্য বিশৃঙ্খল হইয়া যজমানের অনিষ্ট উৎপাদন করে, ঋত্বিকেরা পরস্পর জানিয়া শুনিয়া কাজ করিলে তাহা সমৃদ্ধ হয়;—১৬ বাক্‌সংযমের নিয়মান্তর্গত বাক্য পাঁচটি ও তাহার প্রশংসা;—১৭-২০ ঐ কয়েকটি বাক্যেরই নানারূপ প্রশংসা, প্রসঙ্গক্রমে গোদোহনের পরিপাটী।]

১। (হোতা বলেন)—"হোতা অগ্নি অগ্নির হোতৃকর্ম্ম জানুন,"[১]—'হোতা অগ্নি ইহা জানুন' ইহাই তিনি তাহার দ্বারা বলিয়া থাকেন; তিনি বলেন "অগ্নির হোতৃকর্ম্ম", কেননা, হোতৃকর্ম্ম তাঁহারই।—"সুরক্ষককে জানুন", সুরক্ষক যজ্ঞই, অতএব 'যজ্ঞকে জানুন' ইহাই তিনি তাহা দ্বারা বলেন।—"হে যজমান, দেবতা তোমার সম্বন্ধে সদ্ভাবে রহিয়াছেন", 'হে যজমান, দেবতা তোমার সম্বন্ধে সদ্ভাবে রহিয়াছেন, কেননা, তোমার হোতা অগ্নি' ইহাই তিনি তাহার দ্বারা বলেন।—"হে অধ্বর্য্যু, ঘৃতপূর্ণ স্রুক্‌পাত্রকে গ্রহণ কর", তিনি ইহাতে অধ্বর্য্যুকে অনুজ্ঞা প্রদান করেন। তিনি যে একটিমাত্র (স্রুকের কথা) বলেন, (তাহার কারণ এই):—

২। যজমানই জুহূর অনুকূল; এবং যে ব্যক্তি তাঁহার সহিত শত্রুর ন্যায় আচরণ করে, সে উপভৃতের অনুকূল। অতএব তিনি যদি দুইটি (স্রুকের

১। এই মন্ত্রের দ্বারা হোতা অধ্বর্য্যুকে দিয়া স্রুক্‌পাত্র গ্রহণ করান, এই জন্য এই মন্ত্রটির নাম স্রু গা দা প ন-নি গ দ; ইহাকে নয়ভাগে বিভক্ত করিয়া ক্রমশ এখানে ব্যাখ্যাত হইতেছে।

কথা) বলেন, তবে যজমানের দ্বেষকারী শত্রুকে প্রতিকূল ভাবে উত্থিত করিয়া ফেলেন। ভোক্তাই জুহূর অনুকূল, এবং উপভৃতের[১] অনুকূল ভোজ্য; অতএব তিনি যদি দুইটি (স্রুকের কথা) বলেন, তাহা হইলে ভোজ্যকে ইঁহার প্রতিকূলে উত্থিত করেন।

৩। (তিনি বলেন)—"যাহা দেবগণকে ইচ্ছা করে, এবং যাহাকে বিশ্ব (দেব)-সমূহ প্রার্থনা করেন, (সেই স্রুক্‌কে)", তিনি যে বলেন—"যাহা দেবগণকে ইচ্ছা করে, এবং যাহাকে বিশ্ব (দেব)-সমূহ প্রার্থনা করেন", তাহাতে ইহার স্তুতি ও পূজাই করিয়া থাকেন। "আমরা স্তবার্হ দেবগণকে স্তব করি, নমস্যগণকে নমস্কার করি, ও যজ্ঞিয় (অর্থাৎ যাগার্হ)-গণকে যাগ করি!" (ইঁহার অর্থ এই যে), যে সকল দেব স্তবের যোগ্য তাঁহাদিগকে আমরা স্তব করি, যাঁহারা নমস্য তাঁহাদিগকে আমরা নমস্কার করি, এবং যাঁহারা যজ্ঞার্হ তাঁহাদিগকে আমরা যাগ করি। মনুষ্যেরাই স্তবার্হ, পিতৃগণ নমস্য, ও দেবগণ যজ্ঞার্হ।

৪। যে সকল প্রজা যজ্ঞে অনুপ্রবিষ্ট হয় নাই তাহারা পরাভূতই; কিন্তু এইরূপে যে সকল প্রজা পরাভূত হয় নাই তাহারা যজ্ঞে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া থাকে, (যথা)—মনুষ্যগণকে অনুসরণ করিয়া পশুসমূহ, এবং দেবগণকে অনুসরণ করিয়া পক্ষিসমূহ, ওষধিসমূহ ও বনস্পতিসমূহ; এবং এইরূপ যাহা কিছু থাকে তৎসমস্তই যজ্ঞে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া থাকে।

৫। ঐ সেই উচ্চারণগুলি (ব্যাহৃতি)[২] নয়টি হইয়া থাকে, কেননা, এই শরীরে প্রাণ[৩] নয়টি; এবং তিনি তাহা দ্বারা ইঁহাতে (যজমানে) এই সকল (প্রাণকে) স্থাপিত করিয়া থাকেন। সেই জন্যই উচ্চারণগুলি নয়টি হয়।

৬। যজ্ঞ দেবগণের নিকট হইতে চলিয়া যায়। তখন দেবগণ (এই বলিয়া) তাহাকে অনুনয় পূর্ব্বক আহ্বান করিয়াছিলেন—'আমাদের কথা শ্রবণ কর ('আ শৃণু')! প্রত্যাবর্ত্তন কর!' 'তাহাই হউক' এই বলিয়া সে

২। প্রথম কণ্ডিকা প্রভৃতিতে উক্ত—"হোতা অগ্নি অগ্নির হোতৃকর্ম্ম জানুন" ইত্যাদি; ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী প্রথম টিপ্পনী দ্রষ্টব্য।

৩। দেহস্থিত এক বায়ু মস্তকের সপ্ত ছিদ্রে ও তদধোভাগে দুই ছিদ্রে সঞ্চরণ করে বলিয়া বৃত্তিভেদে নয় প্রাণ বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে।

দেবগণের নিকট প্রত্যাবর্ত্তন করিল। সে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে তাহা দ্বারা দেবগণ যাগ করিলেন ও যাগ করিয়া এই দেবত্ব প্রাপ্ত হইলেন।[৪]

৭। তিনি (অধ্বর্য্যু) যে আহ্বান করেন ("আশ্রাবয়তি"), তাহাতে যজ্ঞকেই (এই বলিয়া) আমন্ত্রণ করেন—'আমাদের কথা শ্রবণ কর! প্রত্যাবর্ত্তন কর!' আর তিনি (আগ্নীধ্র) যে প্রত্যুত্তর প্রদান করেন ("প্রত্যাশ্রাবয়তি"), তাহাতে 'তাহাই হউক'—এই বলিয়া যজ্ঞ প্রত্যাবর্ত্তন করে; এবং সে প্রত্যাবৃত্ত হইলে বীজস্বরূপ[৫] তাহা দ্বারা ঋত্বিগ্‌গণ যজমানের অপেক্ষা না করিয়া (স্বস্ব-সমীপে অবস্থিত যজ্ঞকে) পরস্পর পরস্পরকে প্রদানপূর্ব্বক অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন; যেমন লোকেরা কোন পূর্ণ পাত্র পরস্পরকে প্রদান করিয়া সঞ্চরণ করেন,[৬] ঋত্বিকেরাও এইরূপ পরস্পরকে (যজ্ঞ) প্রদান করিয়া অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। তাঁহারা ইহাকে বাক্য দ্বারাই প্রদান করিয়া অনুষ্ঠান করেন, কেননা, বাক্যই যজ্ঞ (-সাধন), এবং বাক্য বীজ (মূলস্বরূপ)। সেইজন্য তাঁহারা ইহার দ্বারাই প্রদান করিয়া অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন।

৮। অধ্বর্য্যু 'উচ্চারণ কর' এইমাত্র (হোতাকে) বলিয়া (প্রকৃত বিষয়ের) অনুপযোগী কথা বলিবেন না, এবং হোতাও অনুপযোগী কথা বলিবেন না। অধ্বর্য্যু যে আহ্বান করেন, তাহাতে যজ্ঞ আগ্নীধ্রের নিকট উপগত হয়।

৯। আগ্নীধ্র প্রত্যুত্তরপ্রদানপর্য্যন্ত অনুপযোগী কথা বলিবেন না; তিনি যে প্রত্যুত্তর প্রদান করেন, তাহাতে যজ্ঞ পুনর্ব্বার অধ্বর্য্যুর নিকটে উপগত হইয়া থাকে।

১০। অধ্বর্য্যু 'যজ' ('যাজ্যা পাঠ করুন!') এই বলা পর্য্যন্ত অনুপযোগী কথা বলিবেন না; 'যজ' বলিয়া অধ্বর্য্যু হোতাকে যজ্ঞ প্রদান করেন।

৪। বক্ষ্যমাণ অধ্বর্য্যুকর্ত্তৃক আ শ্রা ব ণ (আহ্বান) ও আগ্নীধ্রকর্ত্তৃক প্র ত্যা শ্রা ব ণ (প্রত্যুত্তর) শব্দের মৌলিক অর্থ নির্ণয়ের জন্য এই আখ্যায়িকার প্রস্তাবনা। "ও শ্রাবয়" এই বাক্যের নাম আ শ্রা ব ণ; এবং "অস্তু শ্রৌষট্"—এই বাক্যের নাম প্র ত্যা শ্রা ব ণ।

৫। বীজস্বরূপ যজ্ঞ হইতে ফল উৎপন্ন হয়—সায়ণ।

৬। গৃহস্থিত কোন বৃহৎ পাত্র পূর্ণ করিবার সময় যেমন জলপূর্ণ ঘটাদি পূরণকারী-লোকগণের হস্তে সঞ্চরণ করিয়া থাকে, সেইরূপ।—সায়ণ।

১১। হোতা ব ষ ট্ কা র উচ্চারণ পর্য্যন্ত অনুপযোগী কথা বলিবেন না। তিনি বষট্কারের দ্বারা যোনিতে রেতের ন্যায় ইহাকে (যজ্ঞকে) অগ্নিতে নিক্ষেপ করেন; অগ্নি যজ্ঞের যোনি, কেননা, ইহা তাহা হইতে জাত হয়। ইহা হবির্যজ্ঞ বিষয়ে (নিয়ম)। আর সোমযাগ-সম্বন্ধে—

১২। অধ্বর্য্যু গ্র হ (তন্নামক পাত্র) গ্রহণ করিয়া উ পা ক র ণ[৭] উচ্চারণ পর্য্যন্ত অনুপযোগী কথা বলিবেন না। 'নিকটে আগমন করুন' এই (উপাকরণ) বলিয়াই অধ্বর্য্যু উদ্গাতৃগণকে যজ্ঞ সম্প্রদান করিয়া থাকেন।

১৩। উদ্গাতৃগণ (উচ্চারণীয় ঋকৃত্রয়ের) অন্তিম (ঋক্) উচ্চারণ পর্য্যন্ত অনুপযোগী কথা বলিবেন না। 'এই (ঋক্) অন্তিম' এই বলিয়াই উদ্গাতৃগণ হোতাকে যজ্ঞ সম্প্রদান করেন।

১৪। হোতা বষট্কার উচ্চারণ পর্য্যন্ত অনুপযোগী কথা বলিবেন না; তিনি বষট্কারের দ্বারা যোনিতে রেতের ন্যায় অগ্নিতে তাহা (যজ্ঞ) নিক্ষেপ করিয়া থাকেন, কেননা, অগ্নিই যজ্ঞের যোনি, কারণ, তাহা হইতেই ইহা (যজ্ঞ) জাত হইয়া থাকে।

১৫। যজ্ঞ যাঁহার নিকটে উপস্থিত হয় তিনি যদি অনুপযোগী কথা বলেন, তবে লোকে যেমন পূর্ণ পাত্রকে উল্টাইয়া ফেলে তিনিও সেইরূপ যজমানকে প্রতিকূলভাবে নিক্ষিপ্ত করেন। আর যেখানে ঋত্বিগ্গণ পরস্পর জানিয়া-শুনিয়া যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেন সেখানে সমস্তই সম্পন্ন হয়, এবং (কাহারো) মোহ হয় না। অতএব যজ্ঞকে এইরূপেই পোষণ করা উচিত।

১৬। সেই বাক্য সমূহ পাঁচটি, যথা—(১) "আপনি শ্রবণ করান!" (২) "তাহাই হউক, শ্রবণ করুন!" (৩) "যাজ্যা মন্ত্র পাঠ করুন!" (৪) "আমরা যাজ্যা পাঠ করিতেছি!" ও (৫) "হবি দান করা যাইতেছে!"[৮] যজ্ঞ

৭ "উপাকরণং নাম হোতারং প্রতি প্রৈষোক্তিঃ"—সায়ণ; তৈ.স.১.৩.১৩ ভাষ্য; যে বাক্য দ্বারা অধ্বর্য্যু হোতাকে কার্য্যে প্রেরণ করেন তাহার নাম উ পা ক র ণ।

৮। (১) "আপনি শ্রবণ করান ("ও শ্রাবয়")"—ইহা দ্বারা অধ্বর্য্যু আগ্নীধ্রকে ইহাই বলেন যে, যে দেবতাকে হবি প্রদান করা যাইবে, তাহাকে শ্রবণ করান যে, আপনাকে এই হবি প্রদত্ত হইতেছে; (২) "তাহাই হউক, শ্রবণ করুন ("অস্তু শ্রৌষট্")"—এই দ্বিতীয় বাক্য দ্বারা আগ্নীধ্র অধ্বর্য্যুর কথার উত্তর দিয়া দেবতার অভিমুখে বলেন যে, অপনাকে হবি দান করা যাইতেছে—শ্রবণ

পঞ্চ-অবয়ববিশিষ্ট, পশু পঞ্চ-অবয়ববিশিষ্ট এবং সংবৎসরের ঋতু পঞ্চ; ইহা একটি যজ্ঞের পরিমাণ এবং ইহা তাহার সম্পৎ।[৯]

১৭। তাহাদের (সেই বাক্যগুলির) অক্ষর সপ্তদশটি;[১০] প্রজাপতি সপ্তদশ-অবয়ববিশিষ্ট, এবং প্রজাপতি (শব্দের অর্থ) যজ্ঞ; অতএব ইহা একটি যজ্ঞের পরিমাণ, এবং ইহা তাহার সম্পৎ।

১৮। "ও শ্রাবয়" এই বলিয়া দেবগণ পূর্ব্বদিগ্‌বাহী বায়ুকে সৃষ্টি করেন; "অস্তু শ্রৌষট্" এই বলিয়া তাঁহারা মেঘসমূহকে সর্ব্বত্র সঞ্চারিত করিয়াছিলেন; "যজ" এই বলিয়া তাঁহারা বিদ্যুৎকে সঞ্চালিত করিয়াছিলেন; এবং "যে যজামহে" এই বলিয়া তাঁহারা বজ্রকে (অথবা মেঘগর্জনকে[১১]) সঞ্চালিত করিয়াছিলেন, ও বষট্‌কারের দ্বারা বর্ষণ করাইয়াছিলেন।

করুন; (৩) "যাজ্যা পাঠ করুন ("যজ")"—ইহা দ্বারা অধ্বর্য্যু হোতাকে ঐ মন্ত্র পাঠ করিতে প্রবর্ত্তিত করেন; (৪) "আমরা যাজ্যা পাঠ করিতেছি ("যে যজামহে")"—এই চতুর্থ বাক্যের দ্বারা হোতা অধ্বর্য্যুকে বলেন যে, আপনি যাহাদিগকে প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন, সেই আমরা যাজ্যা পাঠ করিতেছি; (৫) "হবি দান করা হইতেছে ("বৌষট্")"—ইহা হোতৃপাঠ্য যাজ্যার ("যে যজামহে সমিধঃ সমিধো অগ্ন আজ্যস্য ব্যন্তু বৌষট্") শেষ পদ। সায়ণ 'বষট্'-শব্দের অর্থ লিখিয়াছেন—"হবির্দীয়ত ইতি তস্য শব্দস্যার্থঃ;" তৈ. স. ভাষ্য। তৈ. সংহিতায় (১.৬.১১) এই সকল মন্ত্র পঠিত হইয়াছে. এবং সায়ণও তাহা বিস্তৃত রূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন; তদনুসারেই এই বিবরণ লিখিত হইল।

৯। যজ্ঞের পঞ্চ অবয়ব, যথা—"ধানাঃ করম্ভঃ পরিবাপঃ পুরোডাশঃ পয়স্যেতি এষ বৈ যজ্ঞো হবিষ্পংক্তিঃ"—ঐ. ব্রা. ২.৩.৬; "যজ্ঞস্য প্রাংক্তত্বমিতি ধানাঃ করম্ভঃ পরিবাপঃ পুরোডাশঃ পয়স্যা তেন পংক্তিরাপাতে"—তৈ. স. ৬.৫.১১.৫; "ভৃষ্টা যবা ধানাঃ, আজ্যসংযুক্তাঃ সক্তবঃ করম্ভঃ, ব্রীহিজন্যা লাজাঃ পরিবাপাঃ, পিষ্টবিকারঃ পুরোডাশঃ, ক্ষীরবিকারঃ পয়স্যা"—সায়ণ, তৈ. স. ১.৪.২৮ ভাষ্য; ধানা=ভৃষ্ট যব (বা তণ্ডুল, খুদি? 'ভৃষ্টা যবতণ্ডুলা ধানাঃ"—ঐ ব্রা. ২.৩.৬, সায়ণভাষ্য; দ্রঃ—"...কপালে অধিশ্রিত্য তণ্ডুলানোপ্য ধানাঃ করোতি...;" আপ. শ্রৌ. ১২.৪.৯—১৪), করম্ভ=আজ্য মিশ্রিত ছাতু, পরিবাপ=লাজ (খৈ), পুরোডাশ=ব্রীহি বা যবের পিষ্টক, পয়স্যা=ক্ষীরবিকার (ছানা?)।

১০। "ও শ্রাবয়েতি চতুরক্ষরং. অস্তু শ্রৌষড়িতি চতুরক্ষরং, যজেতি দ্ব্যক্ষরং, যে যজামহ ইতি পঞ্চাক্ষরং, দ্ব্যক্ষরো বষট্‌কারঃ"—তৈ. স. ১. ৬.১১.১।

১১। মূল "স্তনয়িত্নু"; সায়ণ বলেন—ঐ শব্দ মেঘবাচী হইলেও পূর্ব্বে মেঘের উল্লেখ থাকায় এখানে কেবল গর্জনমাত্র প্রকাশ করিতেছে ("স্তননমাত্রং প্রতীয়তে")।

১৯। তিনি (যজমান) যদি বৃষ্টিকাম হন, বা কোন ইষ্টির[১২] দ্বারা যাগ করেন, অথবা দর্শ-পূর্ণমাসেই বলেন যে, আমি বৃষ্টি কামনা করি, তাহা হইলে, তিনি সেখানে অধ্বর্য্যুকে বলিবেন—'আপনি পূর্ব্ব বায়ু ও বিদ্যুৎকে মনে ধ্যান করুন!' আগ্নীধ্রকে বলিবেন—'আপনি মেঘসমূহকে মনে ধ্যান করুন!' হোতাকে বলিবেন—'আপনি বজ্র (বা মেঘগর্জনকে) ও বর্ষণকে মনে ধ্যান করুন!' এবং ব্রহ্মাকে বলিবেন—'আপনি এই সমস্তকে মনে ধ্যান করুন!' কেননা, ঋত্বিক্‌করা যেখানে এইরূপে পরস্পর জানিয়া-শুনিয়া যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেন, সেখানে বর্ষণ হইয়াই থাকে।

২০। "ও শ্রাবয়" এই বলিয়া দেবগণ (ধেনুরূপা) বিরাট্‌কে[১৩] অভিমুখে আহ্বান করিয়াছিলেন; "অস্তু শ্রৌষট্" এই বলিয়া বৎসকে (বন্ধন মুক্ত করিয়া) নিকটে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন; "যজ" বলিয়া (বাছুরের মুখকে পালানের নিকটে) উঠাইয়াছিলেন; "যে যজামহে" বলিয়া (দোহনের জন্য) নিকটে গমন করিয়াছিলেন; এবং বষট্‌কারের দ্বারাই বিরাট্‌কে দোহন করিয়াছিলেন। ইহাই (অর্থাৎ এই পৃথিবীই) বিরাট্, এবং এই দোহন ইহারই। যে ব্যক্তি বিরাটের এই দোহনকে জানেন, এই বিরাট্ তাঁহার সমস্ত কামনাকে এইরূপেই পূর্ণ করিয়া থাকে।

চতুর্থ ব্রাহ্মণ

[১ পঞ্চ ঋতুর উল্লেখে বক্ষ্যমাণ প্র যা জ নামক যাগের পঞ্চ সংখ্যার প্রশংসা;—২-৩ প্র যা জ-শব্দের ব্যুৎপত্তি প্রদর্শনের জন্য দেবাসুরবিষয়ক আখ্যায়িকা, প্র জ য়- শব্দ প্রযাজের অর্থ প্রকাশ করে;—৪ প্রযাজসমূহে আজ্যরূপ হবির ব্যবহার, আজ্যের বজ্ররূপত্ব প্রতিপাদন;—৫ আজ্য সংবৎসরের নিজের দুগ্ধস্বরূপ বলিয়া প্রযাজসমূহে আজ্যের বিধান;—৬ অধ্বর্য্যু যে স্থানে দাঁড়াইয়া প্রযাজসমূহের জন্য আহ্বান করেন, সেস্থান হইতে সরিয়া যাইবেন না. অগ্নির অতিসম্মুখে গিয়া আহুতি প্রদান;—৭ অগ্নি। অতিসম্মুখেই আহুতি প্রদান করিবার বিধি খণ্ডন করিয়া অগ্নির যে স্থান

১২। অর্থাৎ কা ম্যে ষ্টি,—কোন কাম্য বস্তু লাভের জন্য যাগ।

১৩। "চরুপুরোডাশাদিনা বিশেষেণ রাজত ইতি বিরাট্ বেদ্যাত্মিকা পৃথিবী (বা.স.১৩.৪৩), সা ধেনুত্বেন প্রকল্প্যতে"—সায়ণ।

সন্দীপ্ততর থাকে তাহাতেই আহুতি প্রদানের ব্যবস্থা ;—৮ যাজ্যা-পাঠের নিমিত্ত অধ্বর্য্যুর হোতাকে আহ্বান, তাহার দ্বারা ঋতুসমূহকে সন্দীপ্ত করা, পুনরুক্তিদোষ নিবারণের জন্য 'যাজ্যা পাঠ করুন' কেবল এইমাত্র বলিয়া অধ্বর্য্যুর অপর যাজ্যাসমূহ-পাঠের প্রবর্ত্তন ;—৯ সমিৎসমূহের উদ্দেশে যাজ্যাপাঠ, সমিৎসমূহের বসন্তরূপতা ; ৩--১০ তনূনপাতের উদ্দেশে যাজ্যাপাঠ, তনূনপাৎ গ্রীষ্ম-স্বরূপ ;—১১ ইড়্-সমূহের উদ্দেশে যাজ্যাপাঠ, ইড়্-সমূহ বর্ষাস্বরূপ, ক্ষুদ্র সরীসৃপেরা গ্রীষ্ম ও হেমন্তে ক্ষীণ হইয়া বর্ষায় অন্ন অন্বেষণ করে ;—১২ বর্হির উদ্দেশে যাজ্যাপাঠ, বর্হি শরৎস্বরূপ, ওষধিসমূহ গ্রীষ্ম ও হেমন্তে ক্ষীণ হইয়া বর্ষায় বাড়িয়া শরতে বর্হি (দর্ভ-কুশ)-রূপে বিস্তীর্ণ হয় ;—১৩ যাজ্যাপাঠে 'স্বাহা ! স্বাহা !' উচ্চারণ. স্বাহা যজ্ঞের অন্ত ও হেমন্ত ঋতুর অন্ত ;—১৪ হেমন্তের পর বসন্তের উৎপত্তি ,—১৫ মন্ত্রে অপুনরুক্তির জন্য নিয়মবিশেষ ;—১৬ চতুর্থ প্রযাজে বর্হির উদ্দেশে উপভৃৎ হইতে জুহূতে আজ্য আনয়ন, বর্হি ও আজ্য যথাক্রমে প্রজা ও রেতের স্বরূপ—এই বর্ণনায় উক্ত বিধির প্রশংসা ;—১৭ সংগ্রামে যাহার নিকটে মিত্র আসিয়া যোগ দেয় তাহারই জয় লাভ হয়—এই দৃষ্টান্তে উক্ত বিধির প্রশংসা ;—১৮ ঐ বিধি দ্বারা যজমানের শত্রু তাঁহাকে উপহার দিতে বাধ্য হয় ;—১৯ পূর্ব্বোক্ত আজ্য-আনয়নে জুহূ ও উপভৃতের পরস্পর স্পর্শ নিষিদ্ধ ;—জুহূকে উপভৃতের উপরে ধারণ, ইহার দ্বারা যজমানকে শত্রুর উপরে স্থাপন করা হয় ;—২১ যজ্ঞ সংস্থাপন সম্বন্ধে দেব ও অসুরঘটিত আখ্যায়িকা ;—২২ অন্তিম প্রযাজে স্বাহাকার দ্বারা যজ্ঞসংস্থাপন, অগ্নি ও সোমের আজ্যভাগ-স্থাপন ;—২৩ অন্যান্য দেবতার আজ্যভাগ-স্থাপন, প্রযাজ ও অনুযাজ-সমূহের স্থাপন, স্বিষ্টকৃৎ (অর্থাৎ উত্তম যাগকারী) অগ্নির স্থাপন, স্বাহাকার দ্বারা যজ্ঞ সংস্থাপন করিলে পরে কিছু ত্রুটি হইলেও তাহা গ্রাহ্য হয় না, বষট্কার প্রভৃতির সঙ্গে সঙ্গে যজ্ঞ নিঃসার (দুর্ব্বল-ক্ষীণ) হইয়া পড়িয়াছিল ;—২৪ দেবগণ তাহার প্রতীকার কামনা করিয়া পুনর্ব্বার তাহাকে বর্দ্ধিত করিতে ইচ্ছা করেন ;—২৫ অনন্তর তাঁহারা জুহূতে অবশিষ্ট আজ্য দ্বারা হবিকে সিক্ত করেন ও হবিসমূহ তাহাতে বর্দ্ধিত হইয়া উঠে, কেননা আজ্য কখন নিঃসার হয় না, হবি হইতে কিছু গ্রহণ করিলে আবার তাহা আজ্যসিক্ত করিতে হয়, স্বিষ্টকৃৎ-হোমের পর আর তাহা করিবার প্রয়োজন থাকে না]

১। ঋতুসমূহই প্র যা জ (পূর্ব্বযাগ), সেই জন্য তাহারা পাঁচটি হইয়া থাকে, কেননা ঋতু পাঁচটি।

২। দেবগণ ও অসুরগণ উভয়েই প্রজাপতির অপত্য ; তাঁহারা এই যজ্ঞের নিমিত্ত পরস্পর স্পর্দ্ধা করিয়াছিলেন, (কেননা, সেই যজ্ঞ) সংবৎসর ও প্রজাপতি (-স্বরূপ, এবং প্রজাপতি-স্বরূপ বলিয়া তাঁহাদের) পিতা। (তাঁহারা বলিয়াছিলেন)—"ইনি আমাদের হইবেন ! ইনি আমাদের হইবেন !'

৩। অনন্তর দেবগণ অর্চ্চনা করিতে করিতে শ্রান্ত হইয়া বিচরণ করিতে লাগিলেন, এবং এই প্র যা জ-সমূহকে দেখিতে পাইলেন। তাঁহারা সেই সকলের

দ্বারা যাগ করিলেন, ও ঋতুসমূহ(-রূপ) সংবৎসরকে প্রকৃষ্টরূপে জয় করিলেন, এবং ঋতুসমূহ (-রূপ) সংবৎসর হইতে শত্রুগণকে অন্তর্হিত করিয়া দিলেন; সেইজন্য তাহারা প্র জ য় (প্রকৃষ্টজয়সাধন, "প্রজয়াঃ"), এবং প্র জ য়-সমূহই প্র যা জ।[১] ইনি (যজমান) সেইরূপই ইহাদের দ্বারা ঋতুসমূহ (-রূপ) সংবৎসরকে প্রকৃষ্টরূপে জয় করেন, এবং ঋতুসমূহ (-রূপ) সংবৎসর হইতে শত্রুগণকে অন্তর্হিত করেন। তিনি সেইজন্য প্রযাজসমূহ দ্বারা যাগ করিয়া থাকেন।

৪। সেই (প্রযাজ-) সমূহের হবি আজ্য; কেননা, আজ্য বজ্রই, এবং দেবগণ এই বজ্র (-রূপ) আজ্যের দ্বারাই ঋতুসমূহ (-রূপ) সংবৎসরকে প্রকৃষ্টরূপে জয় করিয়াছিলেন, এবং ঋতুসমূহ (-রূপ) সংবৎসর হইতে শত্রুদিগকে অন্তর্হিত করিয়া দিয়াছিলেন। ইনি (যজমান) সেই প্রকারই এই বজ্র (-রূপ) আজ্যের দ্বারা ঋতুসমূহ (-রূপ) সংবৎসরকে প্রকৃষ্টরূপে জয় করেন, ও ঋতুসমূহ (-রূপ) সংবৎসর হইতে শত্রুসমূহকে অন্তর্হিত করেন। সেইজন্য তাহাদের হবি আজ্য হইয়া থাকে।

৫। আজ্য সংবৎসরের স্বকীয় দুগ্ধ;[২] এইজন্য দেবগণ ইহাকে (সংবৎসরকে) ইহার স্বকীয় দুগ্ধের দ্বারাই গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং ইনি (যজমান) সেইরূপই ইহাকে ইহার স্বকীয় দুগ্ধের দ্বারা গ্রহণ করেন। সেই জন্য তাহাদের হবি আজ্য হইয়া থাকে।

৬। তিনি (অধ্বর্য্যু) যেখানে দাঁড়াইয়া প্রযাজসমূহের জন্য আহ্বান করেন, সেস্থান হইতে সরিয়া যাইবেন না। যিনি প্রযাজসমূহের দ্বারা যাগ করেন, তিনি (তাহার দ্বারা) সংগ্রামকেই সন্নিহিত করিয়া থাকেন, এবং (সংগ্রামে) উদ্যত ব্যক্তিদ্বয়ের মধ্যে যে ব্যক্তি পরাজিত হয়, সেই সরিয়া চলিয়া যায়, কিন্তু যে ব্যক্তি জয়লাভ করে সে আরও সম্মুখের দিকে গিয়া থাকে। অতএব

১। কিন্তু বস্তুত প্র যা জে র (প্র + √যজ্) সহিত প্র জ য়ে র (প্র + √জি) কোন সম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া যায় না।

২। "গোমহিষ্যাদীনাং সংবৎসরপর্য্যন্তং প্রায়েণ দোহ্যত্বং;" "পয়ঃকার্য্যত্বাদ্ আজ্যমপি পয়ঃ"—সায়ণ। এখানে 'স্বকীয়' শব্দের তাৎপর্য্য এই যে, তাহা প্রতিনিয়ত থাকেই।

তিনি (অগ্নির) সম্মুখতর-সম্মুখতর ভাবে গমন করিয়া সম্মুখতর-সম্মুখতর ভাবে আহুতিসমুদয় হোম করিবেন।

৭। কিন্তু তাহা সেরূপ করিবে না। তিনি যে স্থানে দাঁড়াইয়া প্রযাজ-সমূহের জন্য আহ্বান করেন সেই স্থান হইতেই সরিয়া যাইবেন না, এবং যে স্থানে (অগ্নিকে) সন্দীপ্ততর মনে করেন সেই স্থানেই আহুতিসমুদয় হোম করিবেন; কেননা, সন্দীপ্ত স্থানে হোমের দ্বারাই আহুতিসমুদয় সমৃদ্ধ হইয়া থাকে।

৮। তিনি (অধ্বর্য্যু) আহ্বান করিয়া (আগ্নীধ্রের প্রত্যুত্তর পাইলে হোতাকে) বলেন—'সমিৎসমূহের উদ্দেশে যাজ্যা পাঠ করুন!' তিনি ইহার দ্বারা বসন্তকে সন্দীপ্ত করিয়া থাকেন, সেই বসন্ত সন্দীপ্ত হইয়া অপর ঋতু-সমূহকে সন্দীপ্ত করে, এবং ঋতুসমূহ সন্দীপ্ত হইয়া প্রজাসমূহকে উৎপাদন করে ও ওষধিসমূহকে পক্ব করে। (যেহেতু বসন্তকে সন্দীপ্ত করায় অপর ঋতু-সমূহ সন্দীপ্ত হইয়া প্রজাসমূহকে উৎপাদন ও ওষধিসমূহকে পক্ব করে,) সেই জন্যই তিনি অপর ঋতুসমূহকে (পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রের মধ্যে) প্রকাশ করিয়া থাকেন। তিনি ঐক্য অর্থাৎ পুনরুক্তির নিবারণের জন্য 'যাজ্যা পাঠ করুন' এইমাত্র বলিয়া পরবর্ত্তী (যাজ্যাপাঠ-) সমুদয়কে প্রবর্ত্তিত করেন; কেননা, তিনি যদি বলেন—'ত নূ ন পা তে র উদ্দেশে যাজ্যা পাঠ করুন!' 'ই ড়ে র উদ্দেশে যাজ্যা পাঠ করুন!' তাহা হইলে পুনরুক্ত করেন। অতএব, 'যাজ্যা পাঠ করুন!' 'যাজ্যা পাঠ করুন!' এই মাত্র বলিয়াই তিনি পরবর্ত্তীগুলিকে প্রবর্ত্তিত করেন।

৯। তিনি (হোতা) সমিৎসমূহের উদ্দেশে যাজ্যা পাঠ করেন। বসন্তই সমিৎ, সেই জন্য দেবগণ বসন্তকেই গ্রহণ করিয়াছিলেন, ও বসন্ত হইতে শত্রুগণকে অন্তর্হিত করিয়াছিলেন। ইনি (যজমান) ইহাতে বসন্তকেই গ্রহণ করেন, ও বসন্ত হইতে শত্রুগণকে অন্তর্হিত করেন; এবং সেই জন্যই তিনি সমিৎসমূহের উদ্দেশে যাজ্যা পাঠ করিয়া থাকেন।

৬। "অবৃঞ্জত;"—"স্বৈর্দ্ধতাৎ অসুরেভ্যঃ তং বর্জ্জিতমকুর্ব্বন্;" "বৃংক্তে;"—"বর্জয়তি সপত্নেভ্য ইত্যর্থঃ"—সায়ণ। কিন্তু তুলনীয়ঃ—"অথাস্য সর্ব্বং সংবৃংক্তে"; এই মূলের ব্যাখ্যায় সায়ণ বলিতেছেন—"সর্ব্বং সংবৃংক্তে বর্জ্জয়তি স্বয়ং তৎ প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ—১. ৪. ৫. ১৬।

১০। অনন্তর তিনি ত নূ ন পা তে র[৪] উদ্দেশে যাজ্যা পাঠ করেন। গ্রীষ্মই তনূনপাৎ, কেননা গ্রীষ্মই এই প্রজাসমূহের তনুকে তপ্ত করে, সেই জন্য দেবগণ গ্রীষ্মকেই স্বীকার করিয়াছিলেন ও গ্রীষ্ম হইতে শত্রুগণকে অন্তর্হিত করিয়াছিলেন; এবং সেই জন্যই তিনি তনূনপাতের উদ্দেশে যাজ্যা পাঠ করিয়া থাকেন।

১১। অনন্তর তিনি ই ড়্[৪]-সমূহের উদ্দেশে যাজ্যা পাঠ করেন। বর্ষাই ই ড়্; বর্ষা এই নিমিত্ত ই ড়্ যে, এই যে (কৃকলাস প্রভৃতি) ক্ষুদ্র সরীসৃপ, ইহারা গ্রীষ্ম ও হেমন্তে ক্ষীণ হইয়া বর্ষায় প্রশংসিত ("ঈড়িত") অন্ন ইচ্ছা করিয়া বিচরণ করে; সেই জন্য বর্ষা ই ড়্। দেবগণ বর্ষাকেই গ্রহণ করিয়াছিলেন ও বর্ষা হইতে শত্রুগণকে অন্তর্হিত করিয়াছিলেন; ইনি ইহাতে বর্ষাকেই গ্রহণ করেন ও বর্ষা হইতে শত্রুগণকে অন্তর্হিত করেন; এবং সেই জন্যই তিনি ই ড়্-সমূহের উদ্দেশে যাজ্যা পাঠ করিয়া থাকেন।

১২। অনন্তর তিনি ব র্হি র[৫] উদ্দেশে যাজ্যা পাঠ করেন। শরৎই বর্হি; শরৎ এই জন্য বর্হি যে, যে সমস্ত ওষধি গ্রীষ্ম ও হেমন্তে ক্ষীণ হয়, তৎসমুদয় বর্ষায় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় ও শরতে বর্হিরূপে আস্তীর্ণ হইয়া থাকে; তজ্জন্য শরৎ বর্হি। দেবগণ তখন শরৎকেই গ্রহণ করিয়াছিলেন; ইনি শরৎকেই গ্রহণ করেন ও শরৎ হইতে শত্রুগণকে অন্তর্হিত করেন; এবং সেই জন্যই তিনি বর্হির উদ্দেশে যাজ্যা পাঠ করিয়া থাকেন।

৪। ত নূ ন পা ত শব্দের অর্থ আজ্য বা অগ্নি; যাস্ক ঐ শব্দের যথাক্রমে উক্ত অর্থদ্বয় অনুসারে ব্যুৎপত্তি দেখাইয়াছেন—"গৌরত্র তনূরুচ্যতে, তত্তা অস্যাং ভাগঃ, তস্যাং পয়ো জায়তে, পয়সঃ আজ্যং জায়তে;...আপোঽত্র তন্বঃ উচ্যন্তে, তত্তা অন্তরিক্ষে, তত ওষধিবনস্পতয়ো জায়ন্তে, ওষধিবনস্পতিভ্য এষ জায়তে"—নিরুক্ত ৮. ১. ২; উভয় স্থলেই ত নূ ন পা ত শব্দের অন্তর্গত 'নপাত' শব্দের অর্থ নপ্তা বা পৌত্র বলিয়া যাস্ক ধরিয়া লইয়াছেন। তুলঃ—"প্রাণো বৈ তনূনপাৎ স হি তন্বঃ পাতি"—ঐ. ব্রা. ২. ১. ৪।

৪। "ইড়ঃ;" ই ড়্ শব্দের অর্থ যাহাকে স্তুতি করা যায় (√ঈড়্), বা ইচ্ছা করা যায় (√ইষ্), অর্থাৎ অন্ন; অথবা যাহাকে সন্দীপ্ত করা যায় (√ইন্ধ্), অর্থাৎ অগ্নি; "অন্নং বা ইলঃ"—ঐ. ব্রা. ২, ১. ৪; দ্রষ্টব্য—নিরুক্ত ৮. ২. ৪।

৫। বর্হি-শব্দের অর্থ বেদি আচ্ছাদনের দর্ভ; দ্রঃ—"পশবো বৈ বর্হিঃ"—ঐ ব্রা. ২. ১. ৪; দ্রঃ—নিরুক্ত, ৮. ২. ৫। পূর্ব্বোক্ত সমিৎ, তনূনপাৎ প্রভৃতি শব্দের অর্থ মূল গ্রন্থেরই পরবর্ত্তী ব্রাহ্মণে (১. ৪. ৫) আলোচিত হইয়াছে।

১৩। অনন্তর তিনি "স্বাহা! স্বাহা!"[৬] উচ্চারণে যাজ্যা পাঠ করিয়া থাকেন। স্বাহাকার যজ্ঞের অন্ত, এবং হেমন্ত ঋতুসমূহের অন্ত, কেননা বসন্ত হইতে ইহা অপর ভাগে অবস্থিত;[৭] সেই জন্য দেবগণ (যজ্ঞের) অন্ত (অর্থাৎ স্বাহাকার) দ্বারা (ঋতুসমূহের) অন্তকে (অর্থাৎ হেমন্তকে) গ্রহণ করিয়াছিলেন, ও (যজ্ঞের) অন্ত দ্বারা (ঋতুসমূহের) অন্ত হইতে শত্রুগণকে অন্তর্হিত করিয়াছিলেন। সেই জন্যই তিনি "স্বাহা! স্বাহা!" উচ্চারণে যাজ্যা পাঠ করিয়া থাকেন।

১৪। (হেমন্ত যে বসন্তের অপর ভাগে হয়,) তাহা সেইরূপই, কেননা, বসন্তই হেমন্তের পর প্রাণ প্রাপ্ত হয়, কারণ ইহা তাহা হইতেই পুনর্ব্বার জাত হইয়া থাকে; এবং যে ব্যক্তি ইহা এইরূপ জানেন তিনিও এই লোকে পুনর্ব্বার জাত হইয়া থাকেন।

১৫। তিনি অপুনরুক্তির জন্য "তাঁহারা গ্রহণ করুন!" ও "তিনি গ্রহণ করুন!"[৮] এই বলিয়া যাজ্যা পাঠ করেন; তিনি যদি "তাঁহারা গ্রহণ করুন! তাঁহারা গ্রহণ করুন!" বলিয়া বা "তিনি গ্রহণ করুন! তিনি গ্রহণ করুন!" বলিয়া যাজ্যা পাঠ করেন, তবে পুনরুক্তি করিয়া ফেলেন। "তাঁহারা গ্রহণ করুন!" (ইহা দ্বারা) স্ত্রীই (প্রকাশিত হয়), এবং "তিনি গ্রহণ করুন!" (ইহাতে)

৬। "স্বাহাগ্নিং, স্বাহা সোমং, স্বাহাগ্নিং, স্বাহা প্রজাপতিং, স্বাহাগ্নীষোমৌ, স্বাহেন্দ্রাগ্নী ......" ইত্যাদি; তৈ. ব্রা. ৩, ৫, ৫, ৫।

পূর্ব্বোক্ত সমিৎ, তনূনপাৎ, ইড় ও বর্হি যাগের মন্ত্র যথাক্রমে এই:—"সমিধো অগ্ন আজ্যস্য বিয়ন্তু (ব্যন্তু)"—তৈ. ব্রা. ৩, ৫, ৫, ১; "তনূনপাদগ্ন আজ্যস্য বেতু"—ঐ ৩. ৫. ৫. ২: "ইড়ো অগ্ন আজ্যস্য বিয়ন্তু"—ঐ ৬. ৫. ৫. ৩; "বর্হিরগ্ন আজ্যস্য বেতু"—ঐ ৩. ৫, ৫. ৪।

৭। বসন্ত, গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ ও হেমন্ত (শিশির বা শীত হেমন্তেরই অন্তর্গত) এই পঞ্চ ঋতুর এক ভাগে বসন্ত ও অপর ভাগে হেমন্ত।

৮। ৬ সংখ্যক টীকাতে সমিৎ-যাগ প্রভৃতির যে মন্ত্রসমূহ উদাহৃত হইয়াছে, তাহাদের শেষে কোন কোন স্থলে 'ব্যন্তু' ও কোন কোন স্থলে 'বেতু' পদ আছে; তাহাই লক্ষ্য করিয়া এ স্থলে এই সকল কথা বলা হইতেছে। তনূনপাৎ ও বর্হি একবচনান্ত বলিয়া সে স্থলে 'বেতু' (অর্থাৎ 'তিনি গ্রহণ করুন') লিখিত হইয়াছে, এবং সমিৎ প্রভৃতি বহুবচনান্ত বলিয়া সেখানে 'ব্যন্তু' (অর্থাৎ 'তাঁহারা গ্রহণ করুন') বলা গিয়াছে।

যুবা (প্রকাশিত হইয়া থাকে);[৯] অতএব ইহার দ্বারা এক উৎপাদক মিথুনই করা হয়। সেই জন্য তিনি 'তাঁহারা' গ্রহণ করুন!" ও "তিনি গ্রহণ করুন"— এই বলিয়া যাজ্যা পাঠ করিয়া থাকেন।

১৬। অনন্তর তিনি বর্হির উদ্দেশে চতুর্থ প্রযাজে (উপভৃৎ হইতে জুহূতে আজ্য) আনয়ন করেন। বর্হি প্রজাসমূহ (-স্বরূপ), এবং আজ্য রেত (-স্বরূপ) অতএব তাহা দ্বারা প্রজাসমূহেই রেত সিক্ত হয় ও সেই সিক্ত রেতের দ্বারা প্রজাসমূহ পুনঃ পুনঃ আবর্ত্তন জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। সেই জন্য তিনি বর্হির উদ্দেশে চতুর্থ প্রযাজে (আজ্য) আনয়ন করেন।

১৭। যিনি প্রযাজসমূহের দ্বারা যাগ করেন, তিনি (তাহা দ্বারা) সংগ্রামকেই সন্নিহিত করিয়া থাকেন; (সংগ্রামে) উদ্যত ব্যক্তিদ্বয়ের মধ্যে যাহার নিকট মিত্র আগমন করে, সেইই জয়লাভ করে; অতএব এখানেও উপভৃতের নিকট হইতে একটি মিত্র জুহূর নিকটে আগমন করে ও তাহা দ্বারা তিনি জয়লাভ করিয়া থাকেন। এইজন্য তিনি বর্হির উদ্দেশে চতুর্থ প্রযাজে (উপভৃৎ হইতে জুহূতে আজ্য) আনয়ন করেন।

১৮। যজমানই জুহূর অনুকূল, এবং যে ব্যক্তি ইঁহার সহিত অরাতির ন্যায় আচরণ করে সে উপভৃতের অনুকূল; অতএব তিনি ইহা দ্বারা দ্বেষকারী শত্রুকে যজমানের নিকট বলি প্রদান করাইয়া থাকেন; ভোক্তাই জুহূর অনুকূল ও উপভৃতের অনুকূল জুহূ, তিনি ইহা দ্বারা ভোজ্যকেই ভোক্তার নিকট বলি প্রদান করাইয়া থাকেন। এই জন্য তিনি চতুর্থ প্রযাজে উপভৃৎ হইতে জুহূতে আজ্য আনয়ন করেন।

১৯। তিনি (জুহূ ও উপভৃৎকে পরস্পরের দ্বারা) স্পর্শ না করিয়া (আজ্য) আনয়ন করেন; আর যদি তিনি (তাহাদিগকে ঐ রূপে) স্পর্শ করেন, তবে তিনি যজমানকে (তাঁহার) দ্বেষকারী শত্রু দ্বারা স্পর্শ করেন ও ভোক্তাকে ভোজ্যের দ্বারা স্পর্শ করিয়া থাকেন। অতএব তিনি স্পর্শ না করিয়া (আজ্য) আনয়ন করেন।

৯। সায়ণ এস্থলে বলেন—"একস্য পুংসো জায়াবহুত্বসম্ভবেঽপি স্ত্রিয়াস্ত্বেক এব পতিরিতি নিয়মাৎ ব্যক্তবেতু ইতি যোষা-বৃষাণৌ।"

২০। অনন্তর তিনি জুহূকে (উপভৃতের) উপরিস্থিত করিয়া ধারণ করেন; তিনি ইহা দ্বারা যজমানকেই দ্বেষকারী শত্রুর উপরে ধারণ করিয়া থাকেন; সেই জন্য তিনি জুহূকে (উপভৃতের) উপরিস্থিত করিয়া ধারণ করেন।

২১। দেবগণ বলিয়াছিলেন—'অহো! আমরা বিজয় লাভ করিয়াছি! এখন আমরা সমগ্র যজ্ঞকে সংস্থাপিত করিব; অসুর ও রক্ষোগণ যদি আমাদিগকে আক্রমণ করে, তবে (এখন) আমাদের যজ্ঞ সংস্থিত হইয়াই থাকিবে!'

২২। তাঁহারা অন্তিম প্রযাজে স্বাহাকার দ্বারাই সমগ্র যজ্ঞকে সংস্থাপিত করিয়াছিলেন। "অগ্নিকে স্বাহা!" এই বলিয়া তাঁহারা অগ্নির আজ্য-ভাগকে সংস্থাপিত করিয়াছিলেন; "সোমকে স্বাহা!" এই বলিয়া তাঁহারা সোমের আজ্য-ভাগকে সংস্থাপিত করিয়াছিলেন; এবং (দ্বিতীয় বার) "অগ্নিকে স্বাহা!" বলিয়া তাঁহারা সেই আগ্নেয় পুরোডাশকে সংস্থাপিত করিয়াছিলেন, যাহা উভয় স্থানেই (অর্থাৎ দর্শ ও পূর্ণমাসে) অপরিত্যক্ত হয়।

২৩। অনন্তর তাঁহারা (অন্যান্য) দেবতাসমূহের অনুক্রমে (যজ্ঞকে স্থাপন করেন)। "আজ্যপ দেবগণকে স্বাহা।" এই বলিয়া তাঁহারা প্রযাজ ও অনুযাজ-সমূহকে সংস্থাপিত করেন; কেননা, প্রযাজ ও অনুযাজ-সমূহই আজ্যপ দেবগণ (স্বরূপ)।[১০] "সেবনকারী অগ্নি আজ্য গ্রহণ করুন!"[১১] এই বলিয়া তাঁহারা

১০। সোমপ ও অসোমপ ভেদে দেবগণ দুই প্রকার; তেত্রিশটি সোমপ ও তেত্রিশটি অসোমপ। সোমপ দেবগণকে সোমের দ্বারা ও অসোমপ দেবগণকে পশু দ্বারা প্রীত করিতে হয়। নিম্নলিখিত একাদশ প্রযাজ ও অনুযাজ-দেবগণ অসোমপ, পশু দ্বারা ইহাদিগকে প্রীত করিতে হয়, (ঐ. ব্রা. ২. ২. ৮ দ্রষ্টব্য)।

কিন্তু প্রযাজ ও অনুযাজ-দেবগণের আজ্য দ্বারাও যাগ করার কথা অন্যত্রও পাওয়া যায়:— "আজ্যেন প্রযাজা ইজ্যন্তে;" "পৃষদাজ্যেনানুযাজাঃ":—তৈ. ব্রা. ৬. ৩. ১১. ১৫। পৃষদাজ্য শব্দের অর্থ দধিমিশ্রিত আজ্য।

প্রযাজ দেবতা একাদশটি:—"সমিধঃ তনূনপাৎ নরাশংসো বা, ইলঃ, বর্হিঃ, দুরঃ, উষাসানক্তা, দৈব্যা হোতারা, তিস্রো দেবাঃ (ইড়া, সরস্বতী, ভারতী), ত্বষ্টা, বনস্পতিঃ, স্বাহাকৃতয়ঃ"—ঐ. ব্রা. ২. ১. ৪; তৈ. ব্রা. ৩. ৬. ৩। দ্রঃ—নিরুক্ত, ৮. ২. ৩; নিঘণ্টু, ৫. ২. ২—১৩।

অনুযাজ দেবতা একাদশটি:—"বর্হিঃ, দ্বারঃ, উষাসানক্তা, জোষ্ট্রী, উর্জাহুতী, দৈব্যা হোতারা, তিস্রো দেবাঃ, নরাশংসঃ, বনস্পতিঃ, বর্হিঃ, স্বিষ্টকৃৎ।" তৈ. ব্রা. ৩. ৬. ১৩-১৪।

১১। তৈ. ব্রা. ৩. ৫. ৬. ২।

স্বিষ্টকৃৎ (অর্থাৎ শোভনযাগকারী) অগ্নিকেই সংস্থাপিত করিয়াছিলেন, কেননা, অগ্নিই স্বিষ্টকৃৎ। দেবগণ এই যজ্ঞকে যেরূপে সংস্থাপিত করিয়াছিলেন, এখনও তাহা সেইরূপেই সংস্থাপিত হয়। এইজন্য (যাগে) যতগুলি হবি থাকে, তদনুসারে তিনি অন্তিম প্রযাজে "স্বাহা! স্বাহা!" বলিয়াই যাগ করেন ও তাহা দ্বারা সমগ্র যজ্ঞকে বিজিত করিয়াই সংস্থাপন করেন। এই হেতু ইহার পর যজ্ঞে যদি কিছু প্রতিকূল অনুষ্ঠান করা হয়, তবে তাহা আদরণীয় নহে (অর্থাৎ তাহার সমাধানের জন্য কোন চিন্তার প্রয়োজন নাই); তিনি জানিবেন যে, 'আমার যজ্ঞ সম্যক্‌ভাবে স্থিত হইয়া রহিয়াছে।' এই সেই যজ্ঞ বষট্‌কার, হোম ও স্বাহাকারের সঙ্গে-সঙ্গে নিঃসার (দুর্ব্বল-জীর্ণ) হইয়া পড়িয়াছিল।

২৪। (তখন) সেই দেবগণ কামনা করিয়াছিলেন যে, 'কিরূপে আমরা এই যজ্ঞকে পুনর্ব্বার আপ্যায়িত (অর্থাৎ বর্দ্ধিত) করিব, ও সেই অনিঃসারের দ্বারা অনিঃসার (কার্য্য) অনুষ্ঠান করিব।'

২৫। (অনন্তর) জুহূতে যে আজ্য অবশিষ্ট ছিল ও যাহা দ্বারা তাঁহারা যজ্ঞকে সংস্থাপিত করিয়াছিলেন, তাহারই দ্বারা পূর্ব্বের ন্যায় (চরু বা পুরোডাশ-রূপ) হবিসমূহকে অবসিক্ত করিয়াছিলেন ও তাহাতে পুনর্ব্বার তাহাদিগকে আপ্যায়িত ও অনিঃসার করিয়াছিলেন, কেননা, আজ্য অনিঃসার থাকে। সেইজন্য তিনি অন্তিম প্রযাজের যাগ করিয়া হবিসমূহকে অবসিক্ত করেন, ও তাহার দ্বারা পুনর্ব্বার ইহাদিগকে আপ্যায়িত ও অনিঃসার করেন, কেননা, আজ্য অনিঃসার থাকে। এইজন্য তিনি যে-কোন হবি হইতে কিছু কাটিয়া গ্রহণ করেন, পুনর্ব্বার তাহা অবসিক্ত করেন, এবং তাহার দ্বারা স্বিষ্টকৃতের উদ্দেশেই তাহা আপ্যায়িত ও অনিঃসার করিয়া থাকেন। কিন্তু যখন তিনি স্বিষ্টকৃতের জন্যই কাটিয়া গ্রহণ করেন, তাহার পর আর অবসিক্ত করেন না, কেননা, তাহার পর অগ্নিতে আর কোন আহুতি হোম করিবার জন্য তাঁহার থাকে না।

পঞ্চম ব্রাহ্মণ

[পঞ্চ প্রযাজের প্রকারান্তরে প্রশংসা :—প্রাণ-বায়ুই সমিৎ;—২ রেতই তনূনপাৎ;—৩ প্রজাসমূহই ইড়্;—৪ প্রাচুর্যই বর্হি;—৫ ও হেমন্ত ঋতুই স্বাহাকার, হেমন্ত বর্ণনা, হেমন্ত সমস্তকে বশীভূত করিয়া রাখে;—৬-১৬ দেব ও অসুর ঘটিত আখ্যায়িকা, দণ্ড ও ধনুর সাহায্যে যুদ্ধ করিয়া কাহারো জয়লাভ না হওয়ায় উত্তর-প্রত্যুত্তররূপ বাক্য দ্বারাই জয়লাভ হইবে বলিয়া তাঁহাদের নিশ্চয়, দেবগণের পক্ষে ইন্দ্র এক একটি কথা বলিতে লাগিলেন, আর অসুরেরাও উত্তর স্বরূপে এক-একটি বলিতে লাগিল, শেষে অসুরগণের পরাজয় ও দেবগণের বিজয়, যজমানের দ্বেষকারী শত্রুর পরাভব ও নিজের জয় উদ্দেশে দেব ও অসুরগণের বাক্যাবলীকে প্রযাজসমূহে প্রয়োগ করিবার নিয়ম।]

১। তিনি সমিৎসমূহের উদ্দেশে যাজ্যা পাঠ করেন। প্রাণ (বায়ু) সমূহই সমিৎ, এবং তিনি ইহা দ্বারা প্রাণসমূহকেই সন্দীপ্ত করিয়া থাকেন; কেননা, এই লোক (যজমান) প্রাণসমূহের দ্বারা সন্দীপ্ত; এইজন্য, যদি তিনি (যজমান) জরাদি সন্তাপযুক্ত হন তাহা হইলে তিনি (অধ্বর্যু) তাঁহাকে '(নিজেকে) স্পর্শ করুন' এই কথা বলিবেন; তিনি যদি উষ্ণ হইয়া থাকেন তবে তিনি তাহাই মনে করিবেন, কেননা, তিনি তখন সন্দীপ্ত হইয়া থাকেন; আর যদি তিনি শীতল হইয়া থাকেন তবে আর (তাঁহার উষ্ণতা) মনে করিবেন না।[১] তিনি ইহার দ্বারা ইহাতে (যজমানে) প্রাণসমূহকেই স্থাপিত করেন, এবং সেইজন্যই সমিৎসমূহের উদ্দেশে যাজ্যা পাঠ করেন।

২। অনন্তর তিনি তনূনপাতের উদ্দেশে যাজ্যা পাঠ করিয়া থাকেন। রেতই তনূনপাৎ, অতএব তিনি ইহাতে রেতই সেচন করেন, এবং সেইজন্য তনূনপাতের উদ্দেশে যাজ্যা পাঠ করেন।

৩। অনন্তর তিনি ইড়ের উদ্দেশে যাজ্যা পাঠ করেন। প্রজাসমূহই ইড়্, কেননা, যখন রেত সিক্ত হইয়া (জীবরূপে) উৎপন্ন হয়, তখন তাহা প্রশংসিত

১। মূল "স যদুষ্ণঃ স্যাদেব তাবচ্ছংসেত সমিদ্ধো হি স তাবদ্ভবতি, যদ্যু শীতঃ স্যান্নাশংসেত;" সায়ণাচার্যের মতে ইহার অনুবাদ এইরূপ হয়:—'যদি তিনি উষ্ণ হইয়া থাকেন, তবে তাহাই (অর্থাৎ ইহার উপতাপ শান্ত হউক—ইহাই) তিনি প্রার্থনা করিবেন, আর যদি শীতল হইয়া থাকেন তবে প্রার্থনা করিবেন না।'

("ঈড়িতং") অন্ন ইচ্ছা করিতে করিতে বিচরণ করে। তিনি ইহার দ্বারা তাহাই (অর্থাৎ রেতকেই জীবরূপে) উৎপাদন করেন, এবং সেইজন্য ইড়ের উদ্দেশে যাজ্যা পাঠ করেন।

৪। অনন্তর তিনি বর্হির উদ্দেশে যাজ্যা পাঠ করেন। প্রাচুর্য্যই বর্হি; অতএব তিনি ইহাতে প্রাচুর্য্যকেই উৎপাদন করেন, এবং সেইজন্য বর্হির উদ্দেশে যাজ্যা পাঠ করিয়া থাকেন।

৫। অনন্তর তিনি "স্বাহা! স্বাহা!" বলিয়া যাজ্যা পাঠ করেন। ঋতুগণের মধ্যে হেমন্তই স্বাহাকার (-স্বরূপ); কেননা, হেমন্ত এই প্রজাসমূহকে নিজের বশীভূত করিয়া রাখে,[২] এবং সেইজন্য হেমন্তে ওষধিসমূহ ম্লান হয়, বনস্পতিসমূহের পত্রনিচয় নিপতিত হয়, পক্ষিসমূহ যেন অধিকতরভাবে স্থির হইয়া থাকে ও অধিকতর নীচে উড়িয়া বেড়ায়, এবং নিকৃষ্ট ব্যক্তির লোমসমূহ যেন (শীতপ্রভাবে) নিপতিত হইয়া যায়; কেননা, হেমন্ত এই সমস্ত প্রজাকে নিজের বশীভূত করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি ইহা এইরূপ জানেন, তিনি যে (ভূমি-) ভাগে[৩] থাকেন তাহাকেই শ্রী ও শ্রেষ্ঠ অন্নের জন্য নিজের করিয়া তোলেন।

৬। দেব ও অসুরগণ উভয়েই প্রজাপতির অপত্য; তাঁহারা পরস্পর স্পর্দ্ধা করিয়াছিলেন। দণ্ড ও ধনুসমূহের দ্বারা তাঁহারা বিজয়লাভ করিতে পারেন নাই। বিজয়লাভ করিতে না পারিয়া (অসুরগণ) বলিয়াছিলেন— 'অহো! আমরা বাক্‌রূপ মন্ত্রের ("ব্রহ্ম") দ্বারা বিজয়লাভ করিতে ইচ্ছা করি। আমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি উচ্চারিত বাক্যকে একটি মিথুনের দ্বারা[৪] অনুসরণ

২। 'হেমন্তে যেমন প্রজাগণের পীড়া হয় অপর ঋতুতে সেরূপ হয় না,' (—সায়ণ), এইজন্য হিম যেন সকলকে নিজের বশে রাখে। তুল:—হেমন্তঃ হিমবান্, হিমং পুনঃ হন্তের্বা হিনোতের্বা,"—নিরুক্ত, ৪। ৪. ৬।

৩। "অর্দ্ধে;" "অর্দ্ধভাগে দেশে"—সায়ণ; শ্রীযুক্ত সত্যব্রত সামশ্রমী বলেন—ভূলোকের উপরিতন বা অধস্তন ভাগে।

৪। অর্থাৎ প্রথমে যে পুংলিঙ্গান্ত শব্দ উচ্চারিত হইবে, তাহার উত্তররূপে স্ত্রীলিঙ্গান্ত শব্দ উচ্চারণ করিয়া ঐ উভয় স্ত্রীলিঙ্গ ও পুংলিঙ্গ শব্দের একটি মিথুন রূপ সম্পাদন করিয়া সেই বাক্যকে অনুসরণ করিতে হইবে।

করিতে না পারিবেন, তিনি সমস্ত পরাজয় প্রাপ্ত হইবেন, এবং অপর সকলে (অর্থাৎ অপর পক্ষ) সমস্ত জয় প্রাপ্ত হইবেন।' দেবগণ বলিলেন—'তাহাই হউক!' (অনন্তর) দেবগণ ইন্দ্রকে বলিলেন—'আপনি বলুন!'

৭। সেই ইন্দ্র বলিলেন—'আমার এক (পুং)!' অন্যেরা বলিলেন—'আমাদের এক, (স্ত্রীং, "একা") !' এবং ইহাতে তাঁহারা মিথুনকেই প্রাপ্ত হইলেন, কেননা, এক (পুং, "একঃ") ও একে (স্ত্রীং, "একা") মিথুন হয়।

৮। ইন্দ্র বলিলেন—'আমার দুই (পুং, "দ্বৌ")!' অন্যেরা বলিলেন—'আমাদের দুই (স্ত্রীং, "দ্বে")!' এবং ইহাতে তাঁহারা মিথুনকেই প্রাপ্ত হইলেন, কেননা, দুই (পুং, "দ্বৌ") ও দুইতে (স্ত্রীং, "দ্বে") মিথুন হয়।

৯। ইন্দ্র বলিলেন—'আমার তিন (পুং, "ত্রয়ঃ")!' অন্যেরা বলিলেন—'আমাদের তিন (স্ত্রীং, "তিস্রঃ")!' এবং ইহাতে তাঁহারা মিথুনকেই প্রাপ্ত হইলেন, কেননা, তিন (পুং "ত্রয়ঃ") ও তিনে (স্ত্রীং, "তিস্রঃ") মিথুন হয়।

১০। ইন্দ্র বলিলেন—'আমার চার (পুং, "চত্বারঃ")!' অন্যেরা বলি-লেন—"আমাদের চার (স্ত্রীং, "চতস্রঃ")!' এবং ইহাতে তাঁহারা মিথুনই প্রাপ্ত হইলেন, কেননা চার (পুং, "চত্বারঃ") ও চারে (স্ত্রীং, "চতস্রঃ") মিথুন হয়।

১১। ইন্দ্র বলিলেন—'আমার পাঁচ ("পঞ্চ")!' তখন অন্যেরা আর মিথুনকে পাইলেন না, কেননা ইহার (চারের) পর আর মিথুন নাই, কারণ উভয়ই (পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ) পাঁচ পাঁচ ("পঞ্চ পঞ্চ") হইয়া থাকে।* তাহার পর অসুরগণ সমস্ত পরাজিত হইলেন, ও দেবগণ অসুরগণের সমস্ত বস্তুই জয় করিলেন, ও শত্রু অসুরগণকে সমস্ত বস্তু হইতেই ভাগরহিত করিলেন।

১২। অতএব প্রথম প্রযাজ যাগ করা হইলে তিনি বলিবেন—'আমার এক ("একঃ")! এবং যাহাকে আমি দ্বেষ করি তাহার এক ("একা")!'

---

*। সংস্কৃতে এক হইতে চারি পর্য্যন্ত সংখ্যাবাচক শব্দের পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গে পৃথক্ পৃথক্ রূপ আছে, কিন্তু তাহার পর সেরূপ নহে; পঞ্চ শব্দের পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ উভয় স্থানেই প্রথমা বিভক্তিতে 'পঞ্চ' পদ হয়, এই জন্য অসুরেরা ইন্দ্রের উচ্চারিত পঞ্চ শব্দের পৃথক্ আর কোন স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ উত্তর-রূপে উচ্চারণ করিতে পারিলেন না।

তিনি যদি দ্বেষ না করেন, তবে বলিবেন—'যে আমাদিগকে দ্বেষ করে ও যাহাকে আমরা দ্বেষ করি!'

১৩। তিনি দ্বিতীয় প্রযাজে বলিবেন—'আমার দুই ("দ্বৌ")! এবং যে আমাকে দ্বেষ করে ও যাহাকে আমরা দ্বেষ করি তাহার দুই ("দ্বৌ")!'

১৪। তিনি তৃতীয় প্রযাজে বলিবেন—'আমার তিন ("ত্রয়ঃ")! এবং যে আমাদিগকে দ্বেষ করে ও যাহাকে আমরা দ্বেষ করি তাহার তিন ("তিস্রঃ")!'

১৫। তিনি চতুর্থ প্রযাজে বলিবেন—'আমার চার ("চত্বারঃ")!' এবং যে আমাকে দ্বেষ করে ও যাহাকে আমরা দ্বেষ করি তাহারা চার ("চতস্রঃ")!'

১৬। তিনি পঞ্চম প্রযাজে বলিবেন—'আমার পাঁচ ("পঞ্চ")! এবং যে ব্যক্তি আমাদিগকে দ্বেষ করে ও যাহাকে আমরা দ্বেষ করি তাহার কিছুই নহে!' কেননা সেখানে 'পাঁচ পাঁচ' ("পঞ্চ পঞ্চ") হওয়ায় সে (শত্রু) পরাভব প্রাপ্ত হয়। এবং যে ব্যক্তি ইহা এইরূপ জানেন, তিনি ইহার সমস্ত প্রাপ্ত হন ও সমস্ত বস্তু হইতে শত্রুগণকে ভাগরহিত করেন।

ষষ্ঠ ব্রাহ্মণ

[১ আখ্যায়িকা—ঋতুগণের যজ্ঞে ভাগ পাইবার ইচ্ছা ও তাহার জন্য প্রার্থনা;—২ দেবগণ তাহা অনুমোদন না করায় ঋতুসমূহের অসুরগণের নিকট আগমন;—৩ ঋতুপ্রভাবে অসুরগণের সমৃদ্ধিবৃদ্ধি,—৪ তাহা দেখিয়া দেবগণের স্বকৃত অপরাধের অনুভব ও প্রতীকার চিন্তা;—৫ যজ্ঞে ঋতুসমূহেরই উদ্দেশে প্রথমে যাজ্যা পাঠের ব্যবস্থা,—৬ যজ্ঞে প্রথমস্থানাধিকারী অগ্নির তদ্বিষয়ে আপত্তি ও তাহার সমাধান;—৮ ঋতুগণকে যজ্ঞে ভাগ দেওয়া হইবে বলিয়া অগ্নির ঋতুগণকে সংবাদ প্রদান;—৮ তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়া ঋতুগণের নিজ ভাগের মধ্যে অগ্নিকেও ভাগ প্রদান;—৯ প্রযাজসমূহকে শেষে আহ্বান করা হইলেও প্রথমে তাহাদের জন্য কেন যাজ্যা পাঠ করা হয়—এই আপত্তির সমাধান;—১০—১২ আদি মধ্য ও অবসানে আজ্যভাগ, প্রধানহবি ও স্বিষ্টকৃৎ নামক যে যাগ করা হয়, তাহার দেবতা অগ্নি—ইহাই প্রতিপাদনের জন্য দেববিষয়ক আখ্যায়িকা;—১৩—১৫ প্রকৃত স্থলে ঐ যাগত্রয় বিধানের ফলকীর্তন; ১৬—১৭ যজ্ঞের পূর্ব্বে, মধ্যে ও অন্তে যদি কেহ যজমানকে নিন্দা করে, তবে তাঁহার প্রতি যজমানের অভিশাপ প্রদান;—১৯ প্রযাজ দ্বারা জয় লাভ করিলে সংবৎসরকে জয় করা হয়;—২০ প্রজাপতি আজ্যের দেবতা বলিয়া তাঁহার উৎকর্ষ প্রতিপাদন, প্রজাপতি শব্দে এখানে যজমান বুঝিতে হইবে;—২১ হবিতে আজ্য মাখাইয়া হোম করিবার বিধান ও তাহার ফল।]

১। ঋতুসমূহ দেবগণের মধ্যে যজ্ঞে ভাগ পাইতে ইচ্ছা করিয়াছিল, এবং বলিয়াছিল—'আমাদিগকে যজ্ঞে ভাগযুক্ত করুন! যজ্ঞ হইতে আমাদিগকে ব্যবহিত করিবেন না, যজ্ঞের ভাগ আমাদেরও হউক!'

২। দেবগণ (কিন্তু) তাহা অনুজ্ঞাত করিলেন না; দেবগণ অনুজ্ঞাত না করায় সেই ঋতুসমূহ দেবগণের অপ্রিয় দ্বেষকারী শত্রু অসুরগণের নিকট চলিয়া আসে।

৩। তাহারা ইঁহাদের (অসুরগণের) সেই সমৃদ্ধি প্রবর্দ্ধিত করিয়া দিয়াছিল,—যাহা দেবগণ শুনিতে লাগিলেন; (এমন কি) পূর্ব্বেরা (অর্থাৎ দেবগণ) যখন কর্ষণ ও বপন করিতেছিলেন, অপরেরা (অসুরেরা) তখন (শস্য সমূহকে) কাটিতেছিলেন ও মাড়িতেছিলেন, এবং কর্ষণ না করিলেও (ইঁহাদের) ওষধিসমূহ পরিপক্ক হইয়া উঠিয়াছিল।

৪। দেবগণের (মনে) তাহাতে অপরাধ (বুদ্ধি উদিত) হইল: (তাঁহারা পরস্পর বলিলেন)—'ইহা অতি অল্পতর (সামান্য) যে, এই জন্য (অর্থাৎ ঋতুগণের প্রত্যাখ্যানের জন্য) দ্বেষকারী (অসুরগণ) দ্বেষকারীর (দেবগণের) প্রতি শত্রুতা আচরণ করিবে; কিন্তু আপনারা এইটুকু মাত্র চিন্তা করুন যে, ইহার পর হইতে ইহা যেন অন্য প্রকার হইতে পারে।'

৫। তাঁহারা বলিলেন—'ঋতুসমূহকেই আমরা আমন্ত্রণ করিব!' 'কি প্রকারে?' 'যজ্ঞে প্রথমেই আমরা ইহাদিগের যাজ্যা পাঠ করিব!'

৬। সেই অগ্নি (তখন) বলিলেন—'আর আমার যে আপনারা প্রথমে যাগ করিয়া থাকেন, আমি থাকিব কোথায়!' তাঁহারা বলিলেন—'আমরা আপনাকে স্থান হইতে চ্যুত করিব না!' এইজন্য তাঁহারা যখন ঋতুসমূহকে আহ্বান করেন, তখন অগ্নিকে স্থানচ্যুত করেন নাই; সেই হেতু অগ্নি অচ্যুত হইয়াছেন। যে ব্যক্তি এই অগ্নিকে এইরূপে অচ্যুত বলিয়া জানেন, তিনি যে স্থানে থাকেন সে স্থান হইতে চ্যুত হন না।

৭। সেই দেবগণ অগ্নিকে বলিলেন—'গমন করুন! আপনিই (ঋতুগণকে) আমন্ত্রণ করুন!' অগ্নি গমন করিয়া বলিলেন—'ঋতুগণ, দেবগণের মধ্যে যজ্ঞে তোমাদের ভাগ আছে আমি জানিয়াছি।' তাহারা বলিল—'আপনি আমাদের কিরূপ (ভাগ) জানিয়াছেন?' তিনি বলিলেন—'তাঁহারা যজ্ঞে প্রথমেই তোমাদের যাজ্যা পাঠ করিবেন।'

৮। ঋতুসমূহ অগ্নিকে বলিল—'আপনি যজ্ঞে দেবগণের মধ্যে আমাদের ভাগকে জানিয়াছেন, অতএব আমরা আপনাকে আমাদের মধ্যে ভাগযুক্ত করিব।' অতএব অগ্নি ঋতুগণের মধ্যে ভাগ প্রাপ্ত হইয়াছেন; এবং তাহা (এই প্রযাজ-মন্ত্রসমূহে প্রকাশিত হইয়াছে)—"হে অগ্নি, সমিৎসমূহ...!"[১] "হে অগ্নি, তনূনপাৎ...!" "হে অগ্নি, ইড়্সমূহ...!" "হে অগ্নি, বর্হি...!" "অগ্নিকে স্বাহা!" যিনি এই অগ্নিকে এইরূপে ঋতুগণের মধ্যে ভাগপ্রাপ্ত বলিয়া জানেন, তিনি, 'আমি ইঁহার সমান' এই বলিয়া কোন পুরুষের দ্বারা অনুষ্ঠিত পুণ্যকর্ম্মে ভাগপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন; কেননা, অগ্নিশালী তাঁহার জন্য অগ্নিশালী ঋতুগণ ওষধি ও অন্যান্য এই সমস্তকেই পরিপক্ক করিয়া দেয়।

৯। তদ্বিষয়ে কেহ কেহ বলেন—'প্রযাজসমূহকে তাঁহারা শেষে আবাহন করেন;[২] অতএব কি জন্য ইহাদিগের উদ্দেশে প্রথমে যাজ্যা পাঠ করিয়া থাকেন?' কারণ, তাঁহারা ইহাদিগকে যজ্ঞে শেষে বিহিত করিয়াছিলেন, এবং বলিয়াছিলেন যে, 'তোমাদিগের উদ্দেশে প্রথমে যাজ্যা পাঠ করিব।' সেইজন্য তাঁহারা শেষে আবাহন করেন ও প্রথমে যাজ্যা পাঠ করিয়া থাকেন।

১০। দেবগণ চতুর্থ প্রযাজের দ্বারা যজ্ঞকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ও পঞ্চমের দ্বারা সংস্থাপিত (সমাপ্ত) করিয়াছিলেন; এবং ইহার পর যজ্ঞের যাহা (অর্থাৎ যে আজ্যভাগ) অসংস্থিত (অবশিষ্ট) ছিল, তাহা দ্বারা তাঁহারা স্বর্গলোককেই লাভ করিয়াছিলেন।

১১। তাঁহারা স্বর্গলোকে গমন করিতে করিতে অসুর ও রক্ষসমূহের আক্রমণ হইতে ভীত হইয়াছিলেন। (এইজন্য) তাঁহারা রক্ষোঘ্ন ও রক্ষোগণের বিতাড়ক অগ্নিকে সম্মুখ দিকে করিয়াছিলেন, রক্ষোঘ্ন ও রক্ষোগণের বিতাড়ক অগ্নিকে মধ্যে করিয়াছিলেন, এবং রক্ষোঘ্ন ও রক্ষোগণের বিতাড়ক অগ্নিকে পশ্চাতে করিয়াছিলেন।

১২। অসুর ও রক্ষোগণ যদি ইঁহাদিগকে সম্মুখে আক্রমণ করিতে ইচ্ছা করিত, তবে রক্ষোগণের বিনাশক ও বিতাড়ক অগ্নি তাহাদিগকে বিতাড়িত

১। প্রাগুক্ত ১. ৪. ৪. ১৩ স্থলে ৫ টীকা দ্রষ্টব্য।

২। ১. ৩. ৪. ১৬—১৭ দ্রষ্টব্য।

করিতেন ; যদি তাহারা মধ্যে আক্রমণ করিতে ইচ্ছা করিত, তবে রক্ষোগণের বিনাশক ও বিতাড়ক অগ্নি তাহাদিগকে বিতাড়িত করিতেন ; এবং যদি তাহারা পশ্চাতে আক্রমণ করিতে ইচ্ছা করিত, তবে রক্ষোগণের বিনাশক ও বিতাড়ক অগ্নি তাহাদিগকে বিতাড়িত করিতেন। অতএব এইরূপ সর্ব্বদিকে অগ্নির দ্বারা রক্ষ্যমাণ হইয়া তাঁহারা স্বর্গলোক লাভ করিয়াছিলেন।

১৩। ইনি (যজমান) এখানে সেইরূপেই চতুর্থ প্রযাজের দ্বারা যজ্ঞকে প্রাপ্ত হন, পঞ্চমের দ্বারা তাহাকে সংস্থাপিত (সমাপ্ত) করেন, এবং ইহার পর যাহা অসংস্থিত (অবশিষ্ট) থাকে, তাহাতে স্বর্গলোক লাভ করিয়া থাকেন।

১৪। তিনি যে আগ্নেয় আজ্যভাগের উদ্দেশে যাজ্যা পাঠ করেন, তাহা দ্বারা রক্ষোগণের বিনাশক ও বিতাড়ক অগ্নিকেই সম্মুখে স্থাপন করেন ; অনন্তর যখন আগ্নেয় পুরোডাশ (প্রদত্ত) হয়, তখন তাহাতে রক্ষোগণের বিনাশক ও বিতাড়ক অগ্নিকেই মধ্যে করিয়া থাকেন ; তাহার পর তিনি যে স্বিষ্টকৃৎ অগ্নির উদ্দেশে যাজ্যা পাঠ করেন, ইহাতে রক্ষোগণের বিনাশক ও বিতাড়ক অগ্নিকেই পশ্চাতে করেন।

১৫। অসুর ও রক্ষোগণ যদি ইঁহাকে (যজমানকে) সম্মুখে আক্রমণ করিতে ইচ্ছা করে, তবে রক্ষোগণের বিনাশক ও বিতাড়ক অগ্নিই তাহাদিগকে বিতাড়িত করেন ; যদি তাহারা মধ্যে আক্রমণ করিতে ইচ্ছা করে, তবে রক্ষোগণের বিনাশক ও বিতাড়ক অগ্নিই তাহাদিগকে বিতাড়িত করেন ; আর যদি পশ্চাতে আক্রমণ করিতে ইচ্ছা করে, তবে রক্ষোগণের বিনাশক ও বিতাড়ক অগ্নিই তাহাদিগকে বিতাড়িত করেন ; তিনি এইরূপ সর্ব্বদিকে অগ্নিসমূহের দ্বারা রক্ষ্যমাণ হইয়া স্বর্গলোক লাভ করেন।

১৬। যদি কেহ তাঁহাকে যজ্ঞের পূর্ব্বে (কালে বা স্থানে) নিন্দা করে, তবে তিনি তাহাকে বলিবেন—'তুমি মুখ্য পীড়া প্রাপ্ত হইবে ! অন্ধ বা বধির হইবে !' কেননা, এই সমস্ত পীড়াই মুখ্য। (তাহার তাহা) সেইরূপই হইবে।

মধ্যে ... য...
...ব্যাহরেৎ";—"বৈকল্যবিষয়ং বাক্যং ব্রূয়াৎ"—ইতি সায়ণ।
'আপনি আমাদের ... ন অর্থ এখানে মুখমণ্ডলীয় হইতে পারে ; সায়ণ বলেন তাহার অর্থ শ্রেষ্ঠ—
; যজ্ঞে প্রথমেই তোমাকে ...ণীং আর্ত্তিমপেক্ষ্য এতাসাং মুখ্যত্বং।"

১৭। যদি সে যজ্ঞের মধ্যে নিন্দা করে, তবে তিনি তাহাকে বলিবেন—'তুমি প্রজাহীন ও পশুহীন হইবে!' কেননা, প্রজা ও পশু (গৃহস্থের) মধ্য (-স্থানস্বরূপ)। (তাহার তাহা) সেইরূপই হইবে।

১৮। যদি সে যজ্ঞের শেষে নিন্দা করে, তবে তিনি তাহাকে বলিবেন—'তুমি অপ্রতিষ্ঠিত দরিদ্র হইয়া শীঘ্র ঐ লোকে (অর্থাৎ পরলোকে) যাইবে!' (তাহার তাহা) সেইরূপই হইবে। অতএব কেহ নিন্দাকারী হইবে না। যে ব্যক্তি ইহা এইরূপ জানেন তিনি উৎকৃষ্ট হন (নিন্দার্হ হন না।)

১৯। তিনি প্রযাজসমূহের দ্বারা সংবৎসরকেই জয় করেন। যে ব্যক্তি ইহার (সংবৎসরের) দ্বারসমূহকে জানেন, তিনিই ইহাকে জয় করেন; কেননা, তিনি যাহাদের মধ্যভাগ না জানেন সেই সমস্ত গৃহের দ্বারা কি করিবেন? তাহারা (প্রযাজসমূহ) যেমন ইহার (অর্থাৎ যজ্ঞের) দ্বার, সেইরূপ বসন্তই ইহার (সংবৎসরের) দ্বার, এবং হেমন্তও (ইহার) দ্বার। তিনি এই সংবৎসররূপ স্বর্গলোকে গমন করেন; কেননা, সংবৎসরই 'সমস্ত', ও 'সমস্তই' অক্ষয়ার্হ; এবং তাঁহার ইহাতে অক্ষয়ার্হ সুকৃত ও অক্ষয়ার্হ লোক হইয়া থাকে।

২০। তৎসম্বন্ধে কেহ কেহ বলেন—'আজ্যসমূহ কোন দেবতার?' তিনি বলিবেন 'প্রজাপতির;' কেননা, প্রজাপতি অনিরুক্ত (অনিশ্চিত), এবং আজ্যসমূহও অনিরুক্ত; অর্থাৎ তৎসমূহের দেবতা যজমান, কারণ যজমান নিজের যজ্ঞে প্রজাপতি, যেহেতু ইহার (যজমানের) দ্বারা উক্ত হইয়া ঋত্বিকগণ তাহা (যজ্ঞ) বিস্তার করেন ও উৎপাদন করেন।

২১। তিনি (অধ্বর্যু) হবিতে (অর্থাৎ পুরোডাশে) আজ্য মাখাইয়া ও তাহা হইতে দুইবার কিছু কাটিয়া লইয়া তদুপরি আজ্য সেচন করেন, এবং এই আজ্যমিশ্রিত আহুতি হোম করা হয়; এবং ইহা সেইরূপে মিশ্রিত হইয়া যজমানের দ্বারাই হুত হয়। যে ব্যক্তি ইহা এইরূপ জানেন, তিনি যদি দূরে থাকিয়া যাগ করেন, অথবা নিকটে থাকিয়া যাগ করেন, তবে নিকটে থাকিয়া যেরূপ যাগ করা হয়, তাঁহারও সেইরূপ যাগ করা হইয়া থাকে; এবং যিনি ইহা এইরূপ জানেন, তিনি যদি অনেক পাপ করেন তবুও যজ্ঞ হইতে বহির্ভূত হন না।

৫। দ্রষ্টব্য ১. ৪. ৪. ৩।

পঞ্চম প্রপাঠক

প্রথম ব্রাহ্মণ

[১ আখ্যায়িকা—দেবগণের যজ্ঞদ্বারা জয়লাভ, বিজিত স্বর্গে মনুষ্যগণ কিরূপে আরোহণ করিতে না পারিবে তদ্বিষয়ে দেবগণের চিন্তা, যজ্ঞের সমস্ত সার দোহন করিয়া ও যূপের দ্বারা তাহা আচ্ছাদিত করিয়া দেবগণের তিরোভাব, যূপ শব্দের অর্থ নির্বচন ; ঋষিগণকর্তৃক ঐ ঘটনার শ্রবণ ;—২ তাহা শ্রবণ করিয়া ঋষিগণের যজ্ঞ-অন্বেষণ ;—৩ অর্চনা ও শ্রম-পূর্ব্বক তাঁহাদের পরিভ্রমণ, শ্রমের দ্বারাই দেবগণের জয়লাভ, ঋষিগণেরও তদনুসরণ, কূর্ম্মরূপে পলায়নকারী পুরোডাশের সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ ;—৪ অশ্বিপ্রভৃতির জন্য তাহাকে থামিবার অনুরোধ করিলেও তাহা না থামিয়া যাইতে আরম্ভ করিলে অগ্নির নাম করিয়া অনুরোধ করায় তাহা থামিয়া যায়, এবং অগ্নিতেই তাহার সমগ্র অংশের আহুতি প্রদান, অনন্তর যজ্ঞ ঋষিগণের রুচিকর হয়, এবং তাঁহারা তাহার অনুষ্ঠান করেন ;—৫ পুরোডাশ-শব্দের অর্থ নির্বচন, দর্শ ও পূর্ণমাস উভয় স্থানেই আগ্নেয় পুরোডাশের অপরিত্যাজ্যতা ;—৬ পূর্ণমাসসম্বন্ধীয় হবির দেবতা অগ্নি ও সোম, এবং অমাবাস্যাসম্বন্ধীয় হবির দেবতা ইন্দ্র ও অগ্নি, দর্শ ও পূর্ণমাসের পূর্ব্বে আগ্নেয় পুরোডাশের আবশ্যকতা ;—৭ আগ্নেয় পুরোডাশের ফলশ্রুতি, অগ্নিতেই হোম করিবার নিয়ম ও তৎসম্বন্ধে যুক্তি ;—৮ অগ্নি সমস্তদেবতাস্বরূপ ;—৯ অগ্নি দেবগণের মধ্যে অধিকতর সত্য ;—১০ অগ্নি দেবগণের মধ্যে মৃদুহৃদয়তম ;—১১ অগ্নি দেবগণের মধ্যে অধিকতর নিকটবর্ত্তী ;—১২ মূল দর্শ-পূর্ণমাস হইতে পৃথক্ কোন ইষ্টি করিতে হইলে সপ্তদশ সামিধেনী পাঠের নিয়ম, অনুচ্চস্বরে যাগের বিধি, যাজ্যা ও অনুবাক্যায় মূর্দ্ধ-শব্দ থাকিবে, আজ্যভাগদ্বয় ইন্দ্রের হইবে, এবং স্বিষ্টকৃতের যাজ্যা ও পুরোঽনুবাক্যা বিরাট্-ছন্দের হইবে।]

১। এই যে দেবগণের (স্বর্গ) জয় (দেখা যাইতেছে), তাহা তাঁহারা যজ্ঞের দ্বারাই জয় করিয়াছিলেন। তাঁহারা বলিয়াছিলেন—'কি প্রকারে ইহা (স্বর্গ) মনুষ্যগণের 'অনারোহণীয় হইতে পারে ?' (অনন্তর) মধুকরসমূহ যেমন নিঃশেষে মধুপান করিয়া থাকে, তাঁহারাও সেই প্রকার যজ্ঞের রস পান করিয়া, তাহা দোহন করিয়া ও যূপের দ্বারা তাহা আচ্ছাদিত করিয়া তিরোহিত হইলেন। তাঁহারা ইহার দ্বারা যজ্ঞকে আচ্ছাদিত করিয়াছিলেন ("অযোপয়ন্") বলিয়া ইহার নাম যূপ হইয়াছে।[১] এবং ঋষিগণ শুনিতে পাইয়াছিলেন—

১। ঐতরেয় ব্রাহ্মণেও এইরূপ আখ্যায়িকা ও ঠিক এইরূপ যূপ-শব্দের অর্থ নির্ব্বচন আছে—"যজ্ঞেন বৈ দেবা......যদ্ যূপেনৈবাযোপয়ন্ তদ্ যূপস্য যূপত্বং"—২.১.১।

২। ‘এই যে দেবগণের (স্বর্গ) জয় (দেখা যাইতেছে), তাহা তাঁহারা যজ্ঞের দ্বারাই জয় করিয়াছিলেন। তাঁহারা বলিয়াছিলেন—‘কি প্রকারে ইহা মনুষ্যগণের অনারোহণীয় হইতে পারে?’ (অনন্তর) মধুকরসমূহ যেমন নিঃশেষে মধুপান করিয়া থাকে, তাঁহারাও সেই প্রকার যজ্ঞের রস পান করিয়া, তাহা দোহন করিয়া, ও যূপের দ্বারা তাহা আচ্ছাদিত করিয়া তিরোহিত হইলেন।’ (ইহা শুনিয়া) তাঁহারা (ঋষিগণ) তাহাকে (যজ্ঞকে) অন্বেষণ করিতে আরম্ভ করিলেন।

৩। তাঁহারা (তাহার) অর্চ্চনা করিতে করিতে ও পরিশ্রম করিতে করিতে সঞ্চরণ করিতে লাগিলেন; কেননা দেবগণের যাহা জয়যোগ্য ছিল, তাহা তাঁহারা শ্রম দ্বারাই জয় করিয়াছিলেন, এবং ঋষিগণও (তাহাই করিয়াছিলেন)। (তাহার অন্বেষণে) দেবগণই তাঁহাদের রুচি উৎপাদন করিয়াছিলেন, অথবা তাঁহারা নিজেই (এই বলিয়া অন্বেষণ করিতে) আরম্ভ করিয়াছিলেন যে,—‘আসুন! আমরা সেই স্থানে গমন করিব, যে স্থান হইতে দেবগণ স্বর্গলোক লাভ করিয়াছেন!’ পরে তাঁহারা ‘রুচিকর কি? রুচিকর কি?’ এই বলিয়া ভ্রমণ করিতে লাগিলেন ও কূর্ম্ম হইয়া[২] পলায়নকারী পুরোডাশের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন; তাঁহারা মনে করিলেন যে, ‘ইহাই যজ্ঞ!’

৪। তাঁহারা বলিলেন—‘অশ্বিদ্বয়ের জন্য থাম! সরস্বতীর জন্য থাম! ইন্দ্রের জন্য থাম!’ কিন্তু তাহা পলাইতেই লাগিল। (তাঁহারা বলিলেন—) ‘অগ্নির জন্য থাম!’ এবং ইহাতে তাহা থামিয়া গেল। তাহা অগ্নির জন্য থামিয়াছিল বলিয়া তাঁহারা তাহা গ্রহণপূর্ব্বক অগ্নিতেই সমস্তটা হোম করিয়াছিলেন; কেননা, তাহা দেবগণের আহুতি। অনন্তর যজ্ঞ ইহাদের (ঋষিগণের) রুচিকর হইয়াছিল; এবং তাঁহারা ইহাকে সৃষ্টি করিয়া বিস্তৃত করিয়াছিলেন। এই যজ্ঞ পূর্ব্ব-পর-ভাবে[৩] উপদিষ্ট হইয়া থাকে; পিতাই ব্রহ্মচারী পুত্রকে (ইহা উপদেশ করিয়া থাকেন)।

২। পুরোডাশের আকৃতি কূর্ম্মের ন্যায় হইয়া থাকে, এবং তাহার পরিমাণ অশ্বের খুরের ন্যায় হয়, অথবা কার্য্যপযোগিরূপে ইচ্ছামত পরিমাণও করা যায়;—“অতুঙ্গমপূপাকৃতিং কূর্ম্মস্যেব প্রতিকৃতিম্ অশ্বশফমাত্রং করোতি। যাবন্তং বা মন্যতে।” আপ. শ্রৌ. ১. ২৫. ৪-৫.।

৩। অর্থাৎ পূর্ব্ববর্ত্তী পুরুষ পরবর্ত্তী পুরুষকে বলিবেন, এই ক্রমে।

৫। যাহা (পুরোডাশ) ইহাদিগের নিকটে যজ্ঞকে রুচিকর করিয়াছিল, তাহা সেই (যাগ-) সময়ে ইহাদিগকে পূ র্বে (ফল) দা ন করিয়াছিল ("পুরাঽদাশয়ৎ") বলিয়া পু রো দা শ হইয়াছে, এবং পু রো দা শ ই পু রো ডা শ (বলিয়া প্রসিদ্ধ)। এবং এই অষ্ট কপাল দ্বারা সংস্কৃত আগ্নেয় পুরোডাশ উভয় স্থানেই (অর্থাৎ দর্শ ও পূর্ণমাসে) অপরিত্যাজ্য হইয়া থাকে।

৬। তাহা (আগ্নেয় পুরোডাশ) পূর্ণমাস-সম্বন্ধীয় নহে, এবং অমাবস্যা-সম্বন্ধীয়ও নহে ; কেননা, অগ্নীষোমীয়ই (অর্থাৎ অগ্নি ও সোম দেবতার পুরোডাশই) পূর্ণমাস-সম্বন্ধীয় এবং সা ন্না য্য[4] অমাবস্যা-সম্বন্ধীয় হবি।[5] ইহা (আগ্নের পুরোডাশ) যজ্ঞস্বরূপ[6] হইয়াই উভয় স্থানে সম্পাদিত হয়, এবং যেহেতু ইহা ভয় করে যে, 'পাছে আমি যজ্ঞ হইতে চলিয়া যাই', সেইজন্য ইহাকে পূর্ণমাসের ও অমাবাস্যের পূর্ব্বে করা হইয়া থাকে ; এবং ইহাই সেই কারণ যাহাতে তাহাকে এই সময়ে করা হয়।

৭। যদি কেহ ইহার (অধ্বর্য্যুর) নিকটে আসিয়া উপস্থিত হয় ও বলে —'আপনি আমাকে ইষ্টির দ্বারা যোগ করান!' তাহা হইলে তিনি ইহার দ্বারাই (আগ্নেয় ইষ্টির দ্বারাই) যাগ করাইবেন। ঋষিগণ যে কামনা করিয়া ইহা (অষ্টকপালসংস্কৃত আগ্নেয় পুরোডাশ) হোম করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সেই কামনা সমৃদ্ধ হইয়াছিল ; এবং যে কামনা করিয়া (যজমান) এই যজ্ঞের দ্বারা যাগ করেন, তাঁহার সেই কামনাই সমৃদ্ধ হয়। যে-কোন দেবতার জন্য হবি গ্রহণ করা যায়, তাহা তাঁহারা তাঁহার (সেই দেবতার) উদ্দেশে অগ্নিতেই হোম করিয়া থাকেন ; এবং তিনি যদি তাহা অগ্নিতেই হোম করিবেন, তবে কি জন্য অপর দেবতার নিমিত্ত উল্লেখ করিবেন ? অতএব তিনি অগ্নিরই নিমিত্ত (উল্লেখ করেন)।

৪। সম্যক্ নীয়তে ইতি সান্নায্যং হবিঃ; "পায্যসান্নায্যনিকায্যধায্যা পানহবির্নিবাসসামিধেনীষু"—পাণিনি, ৩. ১. ১২৯ ; "সান্নায্যং দধিদুগ্ধরূপং হবিঃ—"কা. শ্রৌ. ৪.২.১৭ সূত্রবৃত্তিতে যাজ্ঞিক দেব। দ্রষ্টব্য—১. ৫. ৩. ৯।

৫। পূর্ণমাসীয়-হবির দেবতা অগ্নি ও সোম, এবং অমাবস্যার হবির দেবতা ইন্দ্র ও অগ্নি ; ১. ৭. ১. ২.—৩।

৬। অর্থাৎ যজ্ঞের সাধন।

৮। অগ্নিই সমস্ত দেবতা (-স্বরূপ), কেননা, অগ্নিতেই তাঁহারা সমস্ত দেবতার উদ্দেশে হোম করিয়া থাকেন; কারণ, তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে সমস্ত দেবতার নিকটে উপস্থিত হওয়ার ন্যায় হয়; অতএব তিনি অগ্নিরই উদ্দেশে (হোম উল্লেখ করিবেন)।

৯। অগ্নিই দেবগণের মধ্যে 'অধিকতম সত্য;' অতএব তিনি যাঁহাকে অধিকতম সত্য মনে করিবেন, তাঁহার নিকট উপস্থিত হইবেন। সেই জন্য তিনি অগ্নিরই উদ্দেশে (হোম উল্লেখ করিবেন।)

১০। অগ্নিই দেবগণের মধ্যে মৃদুহৃদয়তম; অতএব তিনি যাঁহাকে মৃদুহৃদয়তম বলিয়া জানিবেন, তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইবেন। সেইজন্য তিনি অগ্নিরই উদ্দেশে (হোম উল্লেখ করিবে)।

১১। অগ্নিই দেবগণের মধ্যে অধিকতম নিকটবর্ত্তী; অতএব তিনি উপসরণীয় (অর্থাৎ আশ্রয়ণীয়) গণের মধ্যে যাঁহাকে অধিকতম নিকটবর্ত্তী মনে করিবেন, তাঁহারই নিকটে উপস্থিত হইবেন। সেই জন্য তিনি অগ্নিরই উদ্দেশ্যে (হোম উল্লেখ করিবে)।

১২। তিনি যদি কামনাবিশেষের পূরণের জন্য (দর্শ ও পূর্ণমাস হইতে পৃথক্ কোন) ইষ্টি করেন, তবে সপ্তদশ সামিধেনী উচ্চারণ করিবেন ও অনুচ্চস্বরে যাগ করিবেন; কেননা তাহা ইষ্টির লক্ষণ।[৮] যাজ্যা ও অনুবাক্যা 'মূর্দ্ধন্'-শব্দযুক্ত হইবে;[৯] আজ্যভাগদ্বয় বৃত্রঘ্নের (ইন্দ্রের) জন্য হইবে, এবং সংযাজ্যাদ্বয়[১০] বিরাট্ ছন্দোযুক্ত হইবে।

। "অদ্ধাতমাম্;" সায়ণ অর্থ করিয়াছেন—"অতিশয়েন প্রত্যক্ষফলপ্রদম্;" Eggeling অনুবাদ করিয়াছেন—'safest;' নির্ঘণ্টুতে 'অদ্ধা' শব্দ সত্য-নামের মধ্যে পঠিত হইয়াছে, ৩.১০.৪।

৮। ৩. ৩. ৫. ১০ দ্রষ্টব্য।

৯। "অগ্নির্মূর্দ্ধা দিবঃ......;"—বা. স. ৩. ১২; ১৩ ১৪; "ভুবো যজ্ঞস্য...দিবি মূর্দ্ধানন্দাধিষে...;"—ঐ. ১৩. ১৪।

১০। অর্থাৎ স্বিষ্টকৃতের যাজ্যা ও পুরোঽনুবাক্যা (দ্রষ্টব্য—ঐ. ব্রা. ১.১.৫)—এই মন্ত্রদ্বয় যথাক্রমে ঋ. স. ৭,১.৩ (তৈ. স. ৪. ৬. ৫. ১১), ও ঋ. স. ৭. ১. ১৮ (তৈ. স. ৪. ৩. ১৩, ২১)।

দ্বিতীয় ব্রাহ্মণ

[ইন্দ্র ও বৃত্রাসুর ঘটিত আখ্যায়িকা—ত্বষ্টার বি শ্ব রূ প নামক পুত্রের উৎপত্তি, তাহার তিন মাথা ও ছয় চোখ ;—২ সেই তিন মুখে ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্যেরভোজন, ইন্দ্রকর্ত্তৃক তাহার শিরশ্ছেদন ;—৩-৫ তাহার ছিন্ন মস্তকত্রয় হইতে কপিঞ্জল কলবিঙ্ক ও তিত্তির পক্ষীর উৎপত্তি ;—৬ ত্বষ্টার ক্রোধ ও ইন্দ্ররহিত সোম আহরণ ;—৭ ইন্দ্র নিজেকে সোম হইতে বহিষ্কৃত দেখিয়া জোর করিয়া তাহা পান করেন; সেই সোম পান করিয়া ইন্দ্রের পীড়া ও নাসিকা প্রভৃতি দিয়া সোমের নির্গমণ, সৌ ত্রা ম ণি ইষ্টির উৎপত্তি, দেবগণ কর্ত্তৃক ইন্দ্রের চিকিৎসা ;—৮ ত্বষ্টার তাহাতে ক্রোধ, এবং যজ্ঞ নষ্ট করিয়া অবশিষ্ট সোম মন্ত্রপূত করিয়া নিক্ষেপ ও তাহা হইতে এক পুরুষের উৎপত্তি ;—৯ তাহারই নাম বৃ ত্র, এবং এই নাম হইবার কারণ, সে পাদহীন ছিল বলিয়া তাহার নাম অ হি, এবং দ নু ও দ না যু পিতা-মাতার ন্যায় তাহাকে গ্রহণ করায় তাহার নাম দা ন ব ;—১০ ভুল মন্ত্র পড়িয়া ত্বষ্টা সোম ত্যাগ করিয়াছিলেন, হইতে বিপরীত অর্থ প্রতীত হওয়ায় ইন্দ্রই বৃত্রকে বধ করিলেন ;—১১ বৃত্রের শরীর বৃদ্ধির বর্ণনা ;—১২ দেবপ্রভৃতির তাহাকে অন্নপ্রদান; ১৩ অগ্নি ও সোম বৃত্রের নিকট ছিলেন, ইন্দ্র নিজের লোক বলিয়া তাঁহাদিগকে নিজের নিকটে আসিতে অনুরোধ করেন ;—১৪ ইন্দ্রের পক্ষে আসিলে তাঁহাদের কি লাভ হইবে ইহা প্রশ্ন করায় ইন্দ্র তাঁহাদিগকে অগ্নীষোমীয় পুরোডাশ প্রদান করিলেন ;—১৫ অগ্নি ও সোম ফিরিয়া আসায় সমস্ত দেবগণ ইন্দ্রের পক্ষে আসিলেন ;—১৬ ইন্দ্রকর্ত্তৃক আহত হইয়া বৃত্র সঙ্কুচিত হইয়া শুইয়া পড়িল ও ইন্দ্র তাহাকে বধ করিবার জন্য উদ্যত হইলেন ;—১৭ বৃত্রের প্রার্থনা অনুসারে ইন্দ্র তাহাকে দ্বিধা করিয়া তাহার দীপ্ত ও সৌম্য অংশের দ্বারা চন্দ্রমাকে, এবং অসুরহিতকর অংশের দ্বারা জীবগণের উদর নির্ম্মাণ করিলেন ;—১৮ যে সকল দেবতা অগ্নি ও সোমের অনুসরণ করিয়াছিলেন অগ্নি ও সোমের নিকটে তাঁহাদের যজ্ঞভাগ প্রার্থনা ;—১৯ অগ্নি ও সোমের তাহাতে কি লাভ হইবে এই প্রশ্নে দেবগণ উত্তর করিলেন যে, তাঁহাদের উদ্দেশে কেহ হবি প্রদান করিলে তাহার পূর্ব্বে অগ্নি ও সোম আজ্যভাগ প্রাপ্ত হইবেন ;—২০ সমস্তদেবতার উদ্দেশে অগ্নিতে হোম, অগ্নি সর্ব্বদেবস্বরূপ ;—২১ সমস্ত দেবতার উদ্দেশে সোমহোম, সোম সর্ব্বদেবস্বরূপ ;—২২ সমস্ত দেবতা ইন্দ্রের অধীন, ইন্দ্র সর্ব্বদেব-স্বরূপ ;—২৩ আর্দ্র ও শুষ্ক এই দুয়ের মধ্যে আর্দ্র সোমের জন্য ও শুষ্ক অগ্নির জন্য, আজ্যভাগ উপাংশু, ও পুরোডাশ এই সকলেরই দেবতা অগ্নি ও সোম ইহারই প্রশংসা প্রতিপাদন ;—২৪ সূর্য্য ও চন্দ্র, দিবা ও রাত্রি, এবং শুক্লপক্ষ ও কৃষ্ণপক্ষ ইহারা যথাক্রমে অগ্নি ও সোমের বিভূতি ;—২৫ কেহ কেহ বলেন—আজ্যভাগদ্বয়ের দ্বারা সূর্য্য ও চন্দ্র, উপাংশুযাজের দ্বারা দিবা ও রাত্রি, এবং পুরোডাশের দ্বারা শুক্ল ও কৃষ্ণ পক্ষের প্রাপ্তি ;—২৬ আ সু রি বলেন আজ্যভাগাদির দ্বারা পূর্ব্বোক্ত সূর্য্যচন্দ্রাদির কোন দুই-দুইটি পাওয়া যায় ;—২৭ আজ্যভাগ, উপাংশুযাজ ও পুরোডাশ এই সকলেরই অগ্নি-সোম-রূপ এক দেবতা হওয়ায় কেহ কেহ এখানে পুনরাবৃত্তি দোষ হয় বলিয়া মনে করেন, তাহাদের দেবতা এক হইলেও আজ্যভাগাদি বিভিন্ন বিভিন্ন দ্রব্য হেতু, তাহাদের বিভিন্ন-বিভিন্ন মন্ত্রহেতু ও বিভিন্ন-বিভিন্ন

রূপে মন্ত্রোচ্চারণের প্রণালীহেতু পুনরাবৃত্তি দোষ হয় না;—২৮ উপাংশুযাজের ফল;—২৯-৩০ আজ্যভাগ ও উপাংশুযাজের পুনরাবৃত্তি দোষ পরিহার করিয়া তাহাদের প্রশংসা বিধান;—৩১ পূর্ণমাস যাগে উপবাসের পূর্ব্বে অধিকতর ভোজন নিষেধ;—৩২ উভয়দিন পূর্ণিমা থাকিলে, পূর্ব্বদিনেই উপবাস;—৩৩ পূর্ব্বমত খণ্ডন করিয়া পরদিনেই উপবাসবিধি,—৩৪ পরদিন উপবাসবিধি খণ্ডন করিয়া পূর্ব্বদিন-উপবাস-বিধিরই সমর্থন;—৩৫-৩৭ ঐ সমর্থন প্রসঙ্গে প্রজাপতিঘটিত আখ্যায়িকা-বিশেষের অবতারণা; প্রজাসৃষ্টি করিয়া সংবৎসররূপ প্রজাপতির অহোরাত্রাদিরূপ সন্ধিস্থানসমূহের শিথিলতা ও দেবগণের চিকিৎসা করিয়া তাহার আরোগ্য সম্পাদন;—৩৮ আজ্যভাগদ্বয় যাগের চক্ষু-স্বরূপ বলিয়া হবির পূর্ব্বে তাহা প্রদান করিবার বিধান;—৩৯ অগ্নি ও সোমের আজ্যভাগ অগ্নির কোন স্থানে দিতে হইবে তৎসম্বন্ধে মতবিশেষ উল্লেখ করিয়া অগ্নির যেস্থান সন্দীপ্ততর থাকিবে সেই স্থানে তাহা প্রদান করিবার বিধি;—৪০ চক্ষুস্বরূপ আজ্যভাগদ্বয়ের যাজ্যা ও অনুবাক্যার বিহিতপ্রকারে উচ্চারণের ফল;—৪১ আজ্যভাগ-রূপ চক্ষুদ্বয় অগ্নি ও সোমের শুক্ল ও কৃষ্ণরূপ পাইয়া থাকে।]

১। ত্বষ্টার একটি তিন মস্তক ও ছয় লোচন-বিশিষ্ট পুত্র হইয়াছিল। তাহার মুখ তিনটিই ছিল। সে এতাদৃশরূপযুক্ত ছিল বলিয়া তাহার নাম হইয়াছিল বি শ্ব রূ প।

২। তাহার একটি মুখ ছিল সোমপানের জন্য, একটি ছিল সুরাপানের জন্য, এবং আর একটি ছিল অন্যান্য বস্তু ভোজনের জন্য। ইন্দ্র তাহার প্রতি দ্বেষ করেন, ও তাহার সেই সমস্ত মস্তক কাটিয়া ফেলেন।

৩। (তাহার) যাহা (অর্থাৎ যে মুখ) সোমপানের ছিল, তাহা হইতে ক পি ঞ্জ ল[১] (-নামক বিহঙ্গ) উৎপন্ন হইয়াছিল, এবং সেই জন্যই তাহা পিঙ্গল বর্ণের ন্যায় হইয়াছে, কেননা, রাজা সোম পিঙ্গল।

৪। যাহা সুরাপানের জন্য ছিল, তাহা হইতে ক ল বি ঙ্ক[২] উৎপন্ন হইয়াছিল, এবং সেইজন্য তাহা যেন অভিমত্তের[৩] ন্যায় ডাকিয়া থাকে, কেননা লোকে সুরাপান করিয়া অভিমত্তের ন্যায় কথা বলে।

১। কেহ কেহ বলেন—কপিঞ্জল শব্দে চাতক বুঝায়; কেহ কেহ বলেন—গৌর-তিত্তির; আবার কেহ কেহ বলেন—কপিল তিত্তির; শব্দকল্পদ্রুম দ্রষ্টব্য। Eggeling বলেন—Francoline partridge.

২। চটক, চড়ুই।

৩। "অভিমাদ্যৎক ইব;" অভিমত্ত ব্যক্তি যেমন স্খলিত স্বরে কথা বলে সেইরূপ (?)। সায়ণ ইহার ব্যাখ্যা করেন নাই। Eggeling লিখিয়াছেন—'stammering'.

৫। আর যাহা অন্যান্য ভোজনের জন্য ছিল, তাহা হইতে তি ত্তি রি হইয়াছিল; এবং সেইজন্য তাহা অনেকবিধরূপযুক্ত হইয়াছে; কেননা, ইহার পক্ষসমূহে কোন কোন স্থানে যেন ঘৃতবিন্দুসমূহ এবং কোন কোন স্থানে যেন মধুবিন্দুসমূহ ক্ষরিত হইয়াছে (দেখিয়া বোধ হয়); কারণ, সে (বিশ্বরূপ) তাহা দ্বারা (সেই মুখের দ্বারা) এইরূপই (অর্থাৎ বিবিধ প্রকার) ভোজন গ্রহণ করিয়াছিল।

৬। ত্বষ্টা (ইহাতে) ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিলেন। 'সে আমার পুত্রকে বহুরূপে বধ করিয়াছে!' এই বলিয়া তিনি ইন্দ্ররহিত সোম (রস) আহরণ করিলেন; এবং এই সোম যেমন ইন্দ্ররহিত হইয়া উৎপাদিত হইল, (প্রদানের সময়েও) তাহা সেইরূপ (অর্থাৎ ইন্দ্ররহিত) হইয়া রহিল।

৭। ইন্দ্র দেখিলেন যে, 'ইহারা আমাকে সোম হইতে বহিষ্কৃত করিতেছে!' তখন বলবত্তর ব্যক্তি যেমন দুর্ব্বলতরের (নিকট হইতে বলপূর্ব্বক গ্রহণ করে) তিনিও সেইরূপ আহূত না হইয়াই, দ্রোণ কলশে[৪] যে শুক্র (অর্থাৎ নির্ম্মল সোম রস) ছিল, তাহা পান করিয়া ফেলিলেন। তাহা (অর্থাৎ সেই পীত সোম) ইঁহাকে (ইন্দ্রকে) পীড়িত করিতে লাগিল; ইহা তাঁহার (নাসিকা প্রভৃতি) প্রাণ (বায়ু)-সমূহের (ছিদ্র পথ) হইতে চারিদিকে নির্গত হইতে লাগিল; কেবল মুখ হইতেই ইহা নির্গত হয় নাই, আর সমস্ত প্রাণেরই (ছিদ্র পথ) হইতে নির্গত হইয়াছিল; এবং তাহা হইতেই সৌ ত্রা ম ণি নামক ইষ্টি (নিষ্পন্ন হইয়াছে), ও তাহাতেই উক্ত হইয়াছে যে, দেবগণ ইঁহাকে (ইন্দ্রকে) কি প্রকারে চিকিৎসা করিয়াছিলেন।[৫]

৪। দ্রোণ অর্থাৎ দ্রুমময়, বিকঙ্কতকাষ্ঠনির্ম্মিত কলশাকার পাত্র, ইহাতে সোম রাখা হয়।

৫। দ্রষ্টব্য—৫, ৪, ৬, ২. ইত্যাদি; এস্থলে পুনর্ব্বার এই আখ্যায়িকা লিখিত হইয়াছে এবং তাদৃশ ইন্দ্রের চিকিৎসার প্রণালীও বর্ণিত আছে। সৌ ত্রা ম ণি শব্দের ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে সেখানে লিখিত হইয়াছে—"তে দেবা অব্রুবন্—সুত্রাতং বতৈনমত্রাসতামিতি তস্মাৎ সৌত্রামণী নাম—(ঐ ১২);—অশ্বিদ্বয় ইঁহাকে অর্থাৎ ইন্দ্রকে সুন্দররূপে ইহার দ্বারা রক্ষা করিয়াছিলেন—এইজন্য ইহার

৮। ত্বষ্টা তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন ও বলিলেন—'সে আহূত না হইয়াই সোম ভক্ষণ করিয়া ফেলিল!' তিনি তখন নিজেই যজ্ঞ নষ্ট করিয়া দিলেন, ও দ্রোণ-কলশে যে ধবল (সোম) অবশিষ্ট ছিল তাহা এই বলিয়া (অগ্নিতে) ঢালিয়া ফেলিলেন—'ইন্দ্র-শত্রু হইয়া বর্দ্ধিত হও!' ইহা অগ্নিকে প্রাপ্ত হইয়াই (পুরুষরূপে) উৎপন্ন হইল; কেহ কেহ বলেন যে, (অগ্নিস্পর্শ না করিয়া) মধ্য স্থলেই তাহা (পুরুষরূপে) উৎপন্ন হইয়াছিল। তাহা অগ্নি ও সোম, এবং সমস্ত বিদ্যা, সমস্ত যশ, সমস্ত ভোজনীয় অন্ন ও সমস্ত শ্রীকে লক্ষ্য করিয়া সম্ভূত হইয়াছিল।[৬]

৯। সে (ঐরূপে) বর্ত্তমান হইয়া সম্ভূত হইয়াছিল বলিয়া তাহার নাম বৃত্র;[৭] এবং পাদহীন হইয়া সম্ভূত হইয়াছিল বলিয়া তাহার নাম অহি[৮] হইয়াছিল। দনু ও দনায়ু[৯] পিতা-মাতার ন্যায় তাহাকে গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া তাহার নাম দানব।

নাম সৌত্রামণী হইয়াছে। এই আখ্যায়িকা তৈত্তিরীয় সংহিতাতেও (২. ৪. ১২. ১; ২. ৫. ১) আছে, এবং পরবর্ত্তী পুরাণসমূহে বিবিধরূপে প্রপঞ্চিত হইয়াছে।

৬। "অভিসম্বভূব;" সায়ণ বলেন—"অভিব্যাপ্নুবন্ ভক্ষয়ন্ সম্বভূব," "অভিলক্ষ্য ভক্ষয়ন্ সম্বভূব।"

৭। দ্রষ্টব্য—"বৃত্রো বৃণাতের্বা বর্ত্ততের্বা বর্দ্ধতের্বা—'যদবৃণোৎ তদ্ বৃত্রস্য বৃত্রত্বমিতি' বিজ্ঞায়তে, 'যদবর্ত্তত তদ্ বৃত্রস্য বৃত্রত্বমিতি' বিজ্ঞায়তে, 'যদবর্দ্ধত তদ্ বৃত্রস্য বৃত্রত্বমিতি' বিজ্ঞায়তে"—নিরুক্ত, ২, ৫. ৩; তৈ স, ২. ৫. ২. ১। নৈরুক্তেরা বলেন 'বৃত্র' শব্দের অর্থ মেঘ, এবং ইন্দ্র শব্দের অর্থ বায়ু; মেঘ ও বায়ুর পরস্পর সংঘর্ষে যে বৃষ্টি হয় তাহাই ইন্দ্র ও বৃত্রের যুদ্ধ;—"তৎ কো বৃত্রঃ? মেঘ ইতি নৈরুক্তাঃ, ত্বাষ্ট্রোঽসুর ইতৈতিহাসিকাঃ; অপাঞ্চ জ্যোতিষশ্চ মিশ্রীভাবকর্ম্মণো বর্ষকর্ম জায়তে, তত্রোপমার্থেন যুদ্ধবর্ণা ভবন্তি"—ঐ ২।

৮। অহি-শব্দের অর্থও মেঘ হয়, নিঘণ্টুতে ইহা মেঘ-পর্য্যায়ে পঠিত হইয়াছে, যাস্ক ইহার ব্যুৎপত্তি লিখিয়াছেন—"অহিরয়নাদ্ এত্যন্তরিক্ষে; অয়মপীতরোঽহিঃ (সর্পঃ) এতস্মাদেব, নির্হ্রসিতোপসর্গ আহন্তীতি"—নিরুক্ত, ২. ৫. ৩;" নিঘণ্টু, ১, ১০। অদ্রি, গ্রাবা, গোত্র, পর্ব্বত, গিরি, উপল ও অশ্ম শব্দ নৈরুক্তগণের মতে বৃত্র বা মেঘকেই বুঝায়। অতএব ইহার দ্বারা ইন্দ্রের পর্ব্বতপক্ষ-চ্ছেদন আখ্যায়িকারও সমাধান করিতে পারা যায়। নিঘণ্টু ১, ১০।

৯। কাণ্বশাখায় এস্থলে দানবী পাঠ আছে।

১০। যেহেতু তিনি (ত্বষ্টা) বলিয়াছিলেন যে, 'ইন্দ্র-শত্রু হইয়া বর্দ্ধিত হও!'[১০] সেইজন্য ইন্দ্রই তাঁহাকে (বৃত্রকে) বধ করিলেন; আর যদি তিনি নিশ্চয় করিয়া[১১] বলিতেন যে, 'ইন্দ্রের শত্রু হইয়া বর্দ্ধিত হও!' তবে সেইই ইন্দ্রকে বধ করিত।

১১। তিনি বলিয়াছিলেন যে, 'বর্দ্ধিত হও!' তজ্জন্য সে উভয়পার্শ্বে এক শরগতি পর্য্যন্ত স্থান বর্দ্ধিত হইয়াছিল, এবং সম্মুখে (ও পশ্চাতেও[১২]) এক শরগতি পর্য্যন্ত স্থান বর্দ্ধিত হইয়াছিল। সে (শরীরের বৃদ্ধির দ্বারা) পূর্ব্ব ও অপর উভয় সমুদ্রকেই হীন করিয়াছিল; এবং সে যেমন যেমন (বর্দ্ধিত) হইয়াছিল তেমন তেমনই অন্ন ভোজন করিয়াছিল।

১০। ইহার মূল—"ইন্দ্রশত্রুর্বর্দ্ধস্ব;" ইন্দ্র-শত্রু পদে তৎপুরুষ ও বহুব্রীহি উভয় সমাসই হইতে পারে; তৎপুরুষ সমাস হইলে অর্থ হইবে—ইন্দ্রের শত্রু (ইন্দ্রস্য শত্রুঃ), এবং ইহাই ত্বষ্টার অভিপ্রেত অর্থ ছিল; শত্রু-শব্দের অর্থ শাতয়িতা বা বধকারী, অতএব ইন্দ্র-শত্রু শব্দের অর্থ ইন্দ্রের বধকারী ইহাই মনে করিয়া ত্বষ্টা ঐ শব্দ প্রয়োগ করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি যে তৎপুরুষ সমাস মনে করিয়া ইহা প্রয়োগ করিয়াছিলেন তাঁহাতে ইন্দ্র-শত্রু পদটি অন্তোদাত্তস্বর করিয়া উচ্চারণ করা উচিত ছিল, অথবা সমাস না করিয়াই পৃথক ভাবে, (ইন্দ্রস্য শত্রুঃ, ইন্দ্রের শত্রু,—এইরূপে) প্রয়োগ করা উচিত ছিল; কিন্তু তিনি তাহা না করিয়া 'ইন্দ্রশত্রুঃ' এই পদটিকে ভ্রমক্রমে আদিতে উদাত্ত স্বর করিয়া উচ্চারণ করেন, ইহাতে তৎপুরুষ সমাস না হইয়া বহুব্রীহি সমাস হইয়া পড়িল ('বহুব্রীহৌ প্রকৃত্যা পূর্ব্বপদম্"—পাণিনি, ৬. ২. ১; ৬, ১, ২২০; ২২৩)। এবং তাহার অর্থ হইল—'ইন্দ্র যাহার বধকারী সেই তুমি বর্দ্ধিত হও!' (ইন্দ্রঃ শত্রুঃ শাতয়িতা অস্যেতি)। অতএব ইন্দ্রই বৃত্রকে বধ করিলেন। এই জন্যই ব্যাকরণ-মহাভাষ্যকার পস্পশায় বলিয়াছেন :—

"দুষ্টঃ শব্দঃ স্বরতো বর্ণতো বা
মিথ্যাপ্রযুক্তো ন তমর্থমাহ।
স বাগ্‌বজ্রো যজমানং হিনস্তি
যথেন্দ্রশত্রুঃ স্বরতোঽপরাধাৎ॥"

১১। "শশ্বৎ;" সায়ণভাষ্যে যদিও এ শব্দটি পৃথক রূপে ব্যাখ্যাত হয় নাই, তথাপি সে স্থানের ব্যাখ্যা পর্য্যালোচনা করিলে "নিশ্চিতমেব" কথাটি ঐ শব্দেরই ব্যাখ্যারূপে প্রযুক্ত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়।

১২। "স ইষুমাত্রমিষুমাত্রং বিষ্বঙ্ঙবর্ধত"—তৈ. স. ২. ৫. ২. ২।

১২। দেবগণ পূর্ব্বাহ্ণে, মনুষ্যগণ মধ্যাহ্নে এবং পিতৃগণ অপরাহ্ণে তাহাকে ভোজন প্রদান করিতেন।

১৩। ইন্দ্র সেইরূপে (বৃত্রের শরীর বৃদ্ধি হেতু দূরে নিক্ষিপ্ত) ক্ষিপ্ত হইয়া বিচরণ করিতে করিতে অগ্নি ও সোমকে আমন্ত্রণ করিলেন—'হে অগ্নি ও সোম, আপনারা দুইজন আমার এবং আমিও আপনাদের, এ (বৃত্র) ত আপনাদের কেহ নহে, আপনারা আমার এ কোন দস্যুকে বর্দ্ধিত করিতেছেন? আপনারা আমার নিকটে আগমন করুন!'

১৪। তাঁহারা বলিলেন—'তাহা হইলে আমাদের কি (লাভ) হইবে?' তিনি তখন একাদশ কপালের দ্বারা সংস্কৃত অগ্নি ও সোম-সম্বন্ধীয় পুরোডাশকে তাঁহাদিগকে প্রদান করিলেন; এবং সেই জন্যই এই অগ্নীষোমীয় পুরোডাশ একাদশ কপালের দ্বারা সংস্কৃত হইয়া থাকে।

১৫। তাঁহারা (অগ্নি ও সোম) ইঁহার (ইন্দ্রের) নিকট ফিরিয়া আসিলেন এবং তাঁহাদের পশ্চাৎ সমস্ত দেবগণ, সমস্ত বিদ্যা, সমস্ত যশ, সমস্ত ভোজনীয় অন্ন এবং সমস্ত শ্রী গমন করিল। এবং ইন্দ্র এখন যাহা হইয়াছেন, তাহা তিনি তাহার দ্বারা (অগ্নি ও সোমকে তাদৃশ পুরোডাশ প্রদানের দ্বারা) যাগ করিয়াই হইয়াছিলেন। এবং ইহাই পূর্ণমাসীয় হবির নিয়ামক। অতএব যে ব্যক্তি ইহা এইরূপ জানিয়া পূর্ণমাসীয় হবির দ্বারা যাগ করেন, তিনি এই শ্রীকেই প্রাপ্ত হন, তাঁহার এইরূপই যশ হইয়া থাকে, এবং তিনি এইরূপই অন্নভোজনকারী হইতে পারেন।

১৬। অনন্তর, যেমন কোন চর্ম্মময় পাত্রের ('দৃতি') অভ্যন্তরস্থিত দ্রব পদার্থকে বাহির করিয়া লইলে তাহা সঙ্কুচিত হইয়া যায়, বৃত্রও সেইরূপ আহত হইয়া সঙ্কুচিত শরীরে শুইয়া পড়িল; যেমন চর্ম্ম পাত্র ('ভস্ত্রা')[১৩] হইতে শক্তু (ছাতু) ঝাড়িয়া লইলে তাহা সঙ্কুচিত হয়, সেও সেইরূপ সঙ্কুচিত হইয়া শুইয়া পড়িল; এবং তাহাকে বধ করিবার জন্য ইন্দ্র তদভিমুখে ধাবিত হইলেন।

১৩। এস্থান আলোচনা করিলে স্পষ্টই বুঝা যাইবে, দ্রব পদার্থ রাখিবার চর্ম্মপাত্রের নাম দৃতি, এবং কঠিন পদার্থ রাখিবার চর্ম্মপাত্রের নাম ভস্ত্রা।

১৭। সে বলিল—'আমাকে প্রহার করিও না ! আমি যাহা ছিলাম তাহা এখন তুমিই হইয়াছ। তুমি আমাকে বিদীর্ণ কর, আমি যেন এ অবস্থায় (একেবারে) নিঃশেষ হইয়া না যাই !' তিনি বলিলেন—'(তবে) তুমি আমার অন্ন হও।' সে বলিল—'তাহাই হউক !' (তদনুসারে) তিনি তাহাকে দুই ভাগে বিদীর্ণ করিলেন; এবং তাহার যাহা (যে অঙ্গ) দীপ্ত ও সৌম্য[১৪] ছিল, তিনি তাহার দ্বারা চন্দ্রমাকে করিলেন এবং যাহা অসুর-হিতকর ছিল, তাহা এই সমস্ত লোকে উদর-রূপে স্থাপন করিলেন; সেই জন্যই (যখন কোনো লোক অধিকতর ভোজন করে, তখন) লোকেরা বলিয়া থাকে—'বৃত্রই সে সময়ে অন্নভোজনকারী ছিল, এবং বৃত্রই এখন (সেইরূপ) হইয়াছে !' কেননা, শুক্লপক্ষে এই যে উহা (ঐ চন্দ্র) পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হয়, তাহা এই লোক হইতেই আপ্যায়িত (বর্দ্ধিত) হইয়া থাকে,[১৫] এবং এই যে লোকসমূহ ভোজন ইচ্ছা করে, তাহা তাহারা এই উদর-রূপ বৃত্রেরই বলি প্রদান করে। যে ব্যক্তি এই বৃত্রকে এইরূপে অন্নভোজনকারী বলিয়া জানেন, তিনি নিশ্চয়ই অন্ন-ভোজনকারী হইয়া থাকেন।

১৮। যে সমস্ত দেবতা অগ্নি ও সোমের অনুগমন করিয়াছিলেন, তাঁহারা বলিয়াছিলেন—'হে অগ্নি ও সোম, আমাদের মধ্যে আপনারা দুইজন (যজ্ঞে) প্রভূত ভাগ প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং আপনাদেরই ইহা রহিয়াছে; আপনারা আপনাদের মধ্যে আমাদিগকেও ভাগ প্রদান করুন !'

১৯। তাঁহারা দুই জন বলিলেন—'তাহাতে আমাদের কি (লাভ) হইবে ?' তাঁহারা উত্তর করিলেন—'তাঁহারা (যাগকারীরা) যে-কোন দেবতার উদ্দেশে হবি প্রদান করিবেন, তাহার প্রথমে আপনাদিগকে আজ্য দ্বারা যাগ করিবেন !' সেই জন্য তাঁহারা যে-কোন দেবতাকে হবি প্রদান করেন, তাহার প্রথমে অগ্নি ও সোমকে আজ্য-ভাগ প্রদান করিয়া যাগ করিয়া থাকেন। ইহা সোম-যাগ ('অধ্বর') ও পশু (-যাগে) হয় না, কেননা তাঁহারা বলিয়াছেন—'যে কোন দেবতার উদ্দেশে তাঁহারা (হ বি) প্রদান করেন।'

১৪। প্রিয়তম "সৌম্যং শ্রেষ্ঠমিতি"—সায়ণ ; সোম-সম্ভব (?)।

১৫। দ্রষ্টব্য—১. ৫. ৩. ১৫.।

২০। সেই অগ্নি বলিলেন—'তাঁহারা তোমাদের সকলের উদ্দেশে আমাতেই হোম করুন, এবং আমাতে যাহা থাকে তাহাতে আমি তোমাদিগকে ভাগ প্রদান করিব।' সেই জন্যই সমস্ত দেবের উদ্দেশে তাঁহারা অগ্নিতে হোম করিয়া থাকেন; এবং সেই জন্যই বলেন যে, অগ্নি সমস্ত দেবতা (-স্বরূপ)।

২১। অনন্তর সোম বলিলেন—'তোমাদের সকলের উদ্দেশে তাঁহারা আমাকেই হোম করুন; এবং আমার যাহা থাকে, তাহাতে আমি তোমাদিগকে ভাগ প্রদান করিব।' সেইজন্য তাঁহারা সমস্ত দেবের উদ্দেশে সোমকে হোম করিয়া থাকেন, এবং সেই জন্যই তাঁহারা বলেন যে, সোম সমস্ত দেবতা (-স্বরূপ)।

২২। আর যেহেতু সমস্ত দেবগণ ইন্দ্রের অধীনে অবস্থান করেন, সেই জন্য তাঁহারা বলেন যে, ইন্দ্র সমস্ত দেবতা (-স্বরূপ), এবং দেবগণের মধ্যে ইন্দ্র শ্রেষ্ঠ।[১৬] এইরূপে দেবগণ তিন প্রকারে[১৭] এক-একটি দেবতার জন্য হইয়াছিলেন। এবং যে ব্যক্তি ইহা এইরূপ জানেন, তিনি একরূপেই স্বকীয় (লোক) গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হন।

২৩। দুইই আছে, (ইহার) তৃতীয় নাই; যথা—আর্দ্র ও শুষ্ক; এবং যাহা শুষ্ক তাহা অগ্নির জন্য, ও যাহা আর্দ্র তাহা সোমের জন্য।[১৮] যদি এই দুইই থাকে, তবে এতগুলি (কার্য্য) করা হয় কেন? —আজ্যভাগদ্বয় অগ্নি ও সোমের, উপাংশু (অনুচ্চস্বরযুক্ত) যাগদ্বয় অগ্নি ও সোমের, এবং পুরোডাশ অগ্নি ও সোমের;—অতএব যখন একটিমাত্র দ্বারা তিনি সমস্তকে প্রাপ্ত হন, তবে কি জন্য এতগুলি করা হয়? (ইহার উত্তর এই—) অগ্নি ও সোমেরই (সূর্য্যচন্দ্রাদিরূপে) এতগুলি বিভূতি-উৎপত্তি।

২৪। সূর্য্যই অগ্নিসম্বন্ধীয়, ও চন্দ্রমা সোমসম্বন্ধীয়; দিবা অগ্নিসম্বন্ধীয়, ও রাত্রি সোমসম্বন্ধীয়; এবং যে অর্দ্ধ মাস পরিপূর্ণতাপ্রাপ্ত হয় (অর্থাৎ শুক্ল) তাহা অগ্নিসম্বন্ধীয়, ও যাহা (যে অর্দ্ধমাস) অপক্ষীণ হয় (অর্থাৎ কৃষ্ণ) তাহা সোমসম্বন্ধীয়।

১৬। তুলঃ—১. ৫. ২. ১৫।

১৭। অর্থাৎ অগ্নি, সোম ও ইন্দ্র-রূপে।

১৮। 'ব্রহ্মবাদিগণ এস্থানে প্রশ্ন করিয়া থাকেন'—সায়ণ

২৫। 'তিনি আজ্যভাগদ্বয়ের দ্বারাই সূর্য্য ও চন্দ্রকে প্রাপ্ত হন, উপাংশু যাগের দ্বারা অহোরাত্রকে প্রাপ্ত হন এবং পুরোডাশেরই দ্বারা অর্দ্ধমাসদ্বয়কে প্রাপ্ত হন'—ইহা কেহ কেহ বলিয়া থাকেন।

২৬। (কিন্তু) তদ্বিষয়ে আ সু রি বলিয়াছেন—'তিনি আজ্যভাগেরই দ্বারা (পূর্ব্বোক্ত পদার্থের[১৯]) যে-কোন দুইটি প্রাপ্ত হন, উপাংশুযাগের দ্বারা যে কোন দুইটি প্রাপ্ত হন, এবং পুরোডাশের দ্বারা যে-কোন দুইটি প্রাপ্ত হন। তিনি মনে করেন যে, 'আমি সমস্ত প্রাপ্ত হইয়াছি, আমি সমস্ত জয় করিয়াছি! আমি সমস্ত দ্বারা বৃত্রকে বধ করিব! আমি সমস্ত দ্বারা দ্বেষকারী শত্রুকে বধ করিব!' এবং সেই জন্যই এখানে এতগুলি (কার্য্য) করা হইয়া থাকে।'

২৭। তৎসম্বন্ধে কেহ কেহ বলেন—'এই পুনরাবৃত্তিকরা হয় কেন?—অগ্নি ও সোমের উদ্দেশে যে আজ্যভাগ (প্রদান করা হয়), এবং অগ্নি ও সোমেরই উদ্দেশে যে পুরোডাশ (প্রদান করা হয়), ইহা অব্যবহিত হওয়ায় পুনরাবৃত্তি হইয়া থাকে।'[২০] (তাহার উত্তর এই—প্রথমতঃ,) এই প্রকারে ইহা পুনরাবৃত্তি হয় না:—আজ্যের কার্য্য অপর এবং পুরোডাশের কার্য্য অপর; অতএব ইহারা পরস্পর অন্য। (দ্বিতীয়তঃ, আজ্যভাগ প্রদানের সময়) তিনি একটি ঋক্‌কে[২১] অনুবাক্যারূপে উচ্চারণ করিয়া 'জুষাণ' ('প্রীতিযুক্ত', পদ-যুক্ত মন্ত্রের[২২] দ্বারা যাগ করেন; এবং (পুরোডাশের সময়ে) ঋক্‌মন্ত্র[২৩] অনুবাক্যা-রূপে উচ্চারণ করিয়া

১৯। চন্দ্র-সূর্য্য, অহো রাত্র, ও শুক্ল-কৃষ্ণ পক্ষ; পূর্ব্বোক্ত ২৪ ও ২৫ কণ্ডিকা দ্রষ্টব্য।

২০। আজ্যভাগ, উপাংশুযাজ ও পুরোডাশ এই যাগত্রয়ের দ্রব্য দুইটি মাত্র, আজ্য ও পুরোডাশ। এই উভয় দ্রব্যের দেবতা অভিন্ন হওয়ায়, অর্থাৎ উভয়েরই দেবতা অগ্নি ও সোম হওয়ায় পুনরাবৃত্তি দোষ হইয়াছে বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন, ইহাই এস্থানে ত্রিবিধ যুক্তি দ্বারা খণ্ডন করা যাইতেছে; ১ম, দ্রব্যভেদ, অর্থাৎ পুরোডাশ ভিন্ন ও আজ্য ভিন্ন পদার্থ; ২য়, মন্ত্রভেদ, উভয়ই ভিন্ন ভিন্ন মন্ত্রে প্রদত্ত হইয়া থাকে; এবং ৩য়, ধর্ম্মভেদ, উভয়ই ভিন্ন-ভিন্নরূপে প্রদত্ত হইয়া থাকে। অতএব দেবতা এক হইলেও এই সব কারণে তাহার পুনরাবৃত্তি হয় নাই।

২১। ঋ. স. ৬. ১৬. ৩৪; বা. স. ৩৩. ৯।

২২। তৈ. ব্রা. ৩. ৫. ৬. ১-২।

২৩। ঋ. স ১. ৯৩ ২; ১. ৯৩. ৯; তৈ. ব্রা ৩. ৫ ৭. ৪ (ক)।

ঋকের দ্বারাই[২৪] যাগ করিয়া থাকেন। অতএব ইহারা পরস্পর অন্য অন্য। এ প্রকারেও পুনরাবৃত্তি হয় না;—তিনি আজ্যের (প্রদানে) অনুচ্চস্বরে, এবং পুরোডাশের (প্রদানে) উচ্চৈঃস্বরে যাগ করিয়া থাকেন, এবং এই যে অনুচ্চস্বর ইহা প্রজাপতির প্রকার,[২৫] সেই জন্য তিনি তাঁহার (প্রজাপতির) নিমিত্ত (তদুচিত) অনুষ্টুপ্‌ছন্দোযুক্ত অনুবাক্যাকে[২৬] উচ্চারণ করেন, কারণ বাক্যই অনুষ্টুপ ও বাক্যই প্রজাপতি।

২৮। দেবগণ এই উপাংশুযাজের দ্বারা অসুরগণের মধ্যে যাহাকে যাহাকে ইচ্ছা করিয়াছিলেন তাহাকেই পার্শ্ববর্ত্তী হইয়া বজ্ররূপ বষট্‌কারের দ্বারা বধ করিয়াছিলেন; এবং সেই প্রকারেই ইনি এই উপাংশুযাজের দ্বারা পাপ দ্বেষকারী শত্রুকে পার্শ্ববর্ত্তী হইয়া বজ্ররূপ বষট্‌কারের দ্বারা বধ করিয়া থাকেন। এবং এই জন্যই তিনি উপাংশুযাজের অনুষ্ঠান করেন।

২৯। তিনি (আজ্যভাগ প্রদানের সময়) একটি ঋক্‌কে অনুবাক্যারূপে উচ্চারণ করিয়া 'জুষাণ' ('প্রীতিযুক্ত') পদযুক্ত মন্ত্রের দ্বারা যাগ করেন;[২৭] এবং তাহার ফলে জীবসমূহ এক দিকে (অর্থাৎ উপর ও নীচের মধ্যে এক চোয়ালে) দন্তবিশিষ্ট হইয়া উৎপন্ন হয়; কেননা ঋক্ (-অর্থে) অস্থিই, এবং অস্থিই দন্ত; অতএব ইহা (এই কার্য্য) এক দিকেই অস্থি করিয়া থাকে।

৩০। অনন্তর তিনি (পুরোডাশ প্রদানের সময়) ঋক্‌কে অনুবাক্যারূপে উচ্চারণ করিয়া ঋকের দ্বারা যাগ করেন;[২৮] এবং তাহার ফলে এই জীবগণ উভয়দিকে দন্তবিশিষ্ট হইয়া উৎপন্ন হয়; কেননা, ঋক্ (-অর্থে) অস্থিই, এবং অস্থিই দন্ত; অতএব ইহা উভয় দিকেই অস্থি করিয়া থাকে। এই জীবসমূহ

২৪। ঋ. স. ১. ৯৩. ৫-৬; তৈ. ব্রা. ৩. ৫. ৭. ৪ (খ)।

২৫। অনুচ্চস্বর (উপাংশু) অনিরুক্ত—অনিশ্চিত, এবং প্রজাপতিও অনিরুক্ত—অনিশ্চিত; দ্রষ্টব্য ১. ১. ১. ১৩; ঐ ২০ সংখ্যক টীকা), এই নিমিত্ত অনুচ্চস্বর প্রজাপতির প্রকার।

২৬। পূর্ব্বোক্ত ঋ. স. ১. ৯৩. ২।

২৭। পূর্ব্বোক্ত ২৭ কণ্ডিকা ও তত্রত্য ২১ ও ২২ সংখ্যক টিপ্পনী দ্রষ্টব্য।

২৮। " " " ২৩ সংখ্যক "

দুই প্রকার, যথা—এক দিকে দন্তবিশিষ্ট ও উভয় দিকে দন্তবিশিষ্ট।[২৯] যিনি অগ্নি ও সোমের এইরূপে উৎপত্তি[৩০] জানিয়া যাগ করেন, তিনি প্রজা ও পশু-সমূহের দ্বারা সমৃদ্ধ ('বহু') হইয়া থাকেন।

৩১। তিনি (যজমান) পৌর্ণমাস যাগে উপবাস করিবার জন্য (আহার করিয়া) অধিকতর ভাবে তৃপ্ত হইবেন না; কেননা, তিনি ইহা দ্বারা অসুর সম্বন্ধীয় উদরকে,[৩১] এবং প্রাতঃকালে আহুতিসমূহের দ্বারা দেবসম্বন্ধীয় উদরকে সঙ্কুচিত করেন। পৌর্ণমাস যাগের বিধি এই :—

৩২। তিনি সেই (প্রথম পূর্ণিমার[৩২]) সময়েই এই বলিয়া উপবাস[৩৩]

২৯। দ্রষ্টব্য :—"তস্মাদশ্বা অজায়ন্ত যে কেচোভয়াদতঃ।
গাবো হ জজ্ঞিরে তস্মাৎ তস্মাজ্জাতা অজাবয়ঃ॥" ঋ. স. ১০. ৯০.১০।
"উভয়াদতঃ ঊর্দ্ধাধোভাগয়োরুভয়োর্দন্তযুক্তাঃ"—সায়ণ; অশ্ব, অশ্বতর ও গর্দ্দভ প্রভৃতির দুই সারি দাঁত থাকে; গরু, ভেড়া ও ছাগল প্রভৃতির এক সারি; তৈ. স. ২. ২. ৬. ৩; ৫. ১. ২. ৬; অথ. স. ৫. ১৯. ২; ৩১. ৩।

৩০। ২৪ কণ্ডিকা দ্রষ্টব্য।

৩১। ১৭ কণ্ডিকা দ্রষ্টব্য। দ্রঃ—"পৌর্ণমাসায়োপবৎস্যন্তৌ নাতিসুহিতৌ ভবতঃ," আপ. শ্রৌ. ৪.২.৪।

৩২। পূর্ণিমা যদি মোটে এক দিনেই থাকে, তবে সেই দিনেই উপবাস হইবে, এবং যাগ হইবে তাহার পরদিন অর্থাৎ কৃষ্ণ প্রতিপদের দিন। দর্শ যাগ সম্বন্ধেও এইরূপ; অমাবস্যা একদিন মাত্র থাকিলে সেই দিন উপবাস করিয়া তাহার পরদিন অর্থাৎ শুক্লপ্রতিপদের দিন যাগ হইবে। এই জন্য গোভিলগৃহ্যসূত্রে বিহিত হইয়াছে—"পক্ষান্তা উপবস্তব্যাঃ পক্ষাদয়োঽভিযষ্টব্যাঃ;" "আমাবাস্যেন হবিষা পূর্ব্বপক্ষমভিযজতে, পৌর্ণমাসেনাপরপক্ষম্;" ১. ৫. ৫-৬। যদি উভয়দিনে পূর্ণিমা বা অমাবস্যা থাকে তবে কোন দিন উপবাস করিবে, তৎসম্বন্ধে মতভেদ আছে; কেহ কেহ বলেন, পর পূর্ণিমাতে উপবাস বিধেয়। তাহাই এখানে মীমাংসা করা যাইতেছে; এবং তাহার সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে পূর্ব্বা পূর্ণিমাতেই উপবাস করিতে হইবে (৩৪ কণ্ডিকা দেখ)। পৈ ঙ্গি র মতেও পূর্ব্ব পূর্ণিমাতেই করিতে হয়, কিন্তু কৌ ষী ত কি বলেন যে, পরপূর্ণিমাতেই করিতে হইবে; (ঐ. ব্রা. ৭. ২. ১০); দ্রষ্টব্য—শা. শ্রৌ. ১.৩.৭; কা. শ্রৌ. ৫. ১০. ১। কখন কখন পূর্ব্ব দিন আর উপবাসাদি না করিয়াই একবারে পরদিন যাগ করিতে পারা যায়; আপ. শ্রৌ. ১. ১৪. ১৮; কা. শ্রৌ. ২.১.১৬-১৭। বলা বাহুল্য এই উভয় পূর্ণিমার প্রথমটি চতুর্দ্দশী-যুক্ত ও পরেরটি প্রতিপদ-যুক্ত, ইহাদের যথাক্রমে নাম অ নু ম তি ও রা কা। ঐরূপ অমাবস্যা দ্বয়ের নাম যথাক্রমে সি নী বা লী ও কু হূ; ঐ. ব্রা. ৭. ২. ১০।

৩৩। এতাদৃশ স্থানে উ প বা স শব্দের অর্থাদি বিশেষ পর্য্যালোচনার যোগ্য। এখানে

করিবেন—'সম্প্রতি আমি বৃত্রকে বধ করিব ! সম্প্রতি আমি দ্বেষকারী শত্রুকে বধ করিব !'

তাহার অর্থ অনশন নহে। পূর্ব্বে (১. ১. ১. ১১) বলা হইয়াছে যে, যজমান ও তাঁহার পত্নী ব্রত গ্রহণ করিয়া অগ্নির আগারে গিয়া শয়ন করিবেন,—প্রভাতে যে অগ্নির তাঁহারা যাগ করিবেন তাহার নি ক ট সংযত হইয়া নিয়ম গ্রহণ করিয়া বা'স (উপ+ √বস্) করেন বলিয়া তাহা হইতেই তাদৃশ নিয়মপূর্ব্বক অবস্থিতিকেই উ প বা স শব্দ বুঝাইতেছে। অনশনকে যে বুঝা যাইতেছে না, তাহা সর্ব্বত্রই প্রতীয়মান হয়, কেননা, সেই দিন ব্রতোপযোগী দ্রব্যের আহার করার ব্যবস্থা পাওয়া যায় (১. ১. ১. ৯—১০)। অথবা সেদিন তাঁহারা তাদৃশ নিয়ম পূর্ব্বক অবস্থান করিলে দেবগণ তাঁহাদের নিকট আগমন করেন (১. ১. ১. ৭), ইহা হইতেও ঐ উ প বা স হইতে পারে (তুলঃ— উ প ব স থ)। এতাদৃশ স্থানে যে ইহার অর্থ অনশন নহে তাহা পূর্ব্বোক্তরূপে প্রাচীন শাস্ত্রদর্শীরা বলিয়া গিয়াছেন, যথা—"এতৎ কৃত্বোপবসতি" এই আপস্তম্বশ্রৌতসূত্রের (১. ১৪. ১৬) ভাষ্যকার রুদ্রদত্ত বলিতেছেন—"যো যাগার্থেঽগ্নিসমীপে নিয়মবিশিষ্টো বাস উপবাসঃ।"।"উপোষ্য পৌর্ণমাসেন হবিষা যজেত," এই শাঙ্খায়ন শ্রৌতসূত্রের (১. ৩. ১) ভাষ্যকার বরদত্তসুত আ ন র্ত্তী য় বলিতেছেন— "বক্ষ্যতি পত্নীযজমানৌ ব্রত্যমশ্নীয়াতামিত্যাদি ;" দ্রষ্টব্য—৪. ১. ১। (অন্যান্য শ্রৌতসূত্রেও ইহার বিধি আছে, বাহুল্যভয়ে উদ্ধৃত হইতেছে না)। "পূর্ব্বাং পৌর্ণমাসীমুত্তরাং বোপবসেৎ"— এই কাত্যায়নশ্রৌতসূত্রের (২. ১. ১) ভাষ্যকার ক র্ক বলিতেছেন—"...স চায়মুপবাসশব্দঃ নিয়তদ্রব্যকালপরিমাণেঽপ্যশনে উপলভ্যতে, যথা—চান্দ্রায়ণমুপবসেদিতি। অতো যমনিয়ম-বিষয়তোপবাসশব্দস্য।" "উপবসেদিত্যনেন অত্র অনশনং ন বিধীয়তে ; কুতঃ ? 'অপরাহ্নে ব্রতোপায়নমশ্নীত' ইত্যনেন (২. ১. ১০) বিরোধাৎ। কিং তর্হি ? চান্দ্রায়ণমুপবসতি ইত্যাদৌ নিয়তদ্রব্যকালপরিমাণবদশন-সত্যবদন-ক্রোধলোভাদিবর্জ্জনাদি-যম-নিয়মকারিণ্যপি উপবসতীত্যস্য প্রয়োগস্য দৃষ্টত্বাৎ অত্রাপি পূর্ব্বাপরবিরোধপরিহারায় স এবার্থোঽবসীয়তে"—ইতি তত্রৈব যাজ্ঞিকদেবঃ। "তদাহুর্দর্শপূর্ণমাসয়োরুপবসতি"—ঐতরেয় ব্রাহ্মণের (৭. ২. ১০) এই অংশের ভাষ্যে সায়ণাচার্য্য বলিয়াছেন—"যাগরূপং ব্রতং নিশ্চিত্য গার্হপত্যাদ্যগ্নিসমীপে' যো বাসঃ স উপবাসঃ। যদ্বা দেবা অস্যাপি যজ্ঞে সমীপে বসন্তীতি এতদীয়োঽনুষ্ঠানসঙ্কল্প উপবাসঃ।...অতএব শাখান্তরে শ্রূয়তে— 'উপাস্মিন্ শ্বো যক্ষ্যমাণে দেবতা বসন্তি (তৈ. স. ১. ৬. ৭. ৩ ; তুলঃ—শত.প. ১. ১. ১. ৭) ;'... যদ্বা গ্রাম্যাশনপরিত্যাগ উপবাসঃ, তৎ পরিত্যজ্য আরণ্যাশনরূপং নিয়মং স্বীকুর্য্যাৎ...(দ্রঃ—তৈ. স. ১. ৬. ৭. ৩)।" অতএব ইহা দ্বারা বুঝা যাইতে পারে যে, উ প বা স শব্দের সৃষ্টি কিরূপে কি অর্থে হইয়াছিল। ইহা হইতেই স্মৃতি শাস্ত্রের এই বচনটি হইয়াছে ঃ—"উপাবৃত্তস্য পাপেভ্যো যস্তু বাসো গুণৈঃ সহ। উপবাসঃ স বিজ্ঞেয়ঃ ন শরীরবিশোষণম্ ॥" ইহা, গোভিলগৃহ্যসূত্রভাষ্যে (১. ৫. ২) শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ততর্কালঙ্কার-ধৃত পাঠ ; শব্দকল্পদ্রুমে চতুর্থ চরণের পাঠ—"সর্ব্বভোগ-বিবর্জ্জিতঃ। ইহা হইতেই ক্রমে বঙ্গবিধবার নিরম্বু একাদশীর সূত্রপাত হইয়াছে কি ?

৩৩। তিনি পর (পূর্ণিমাতেই) উপবাস করিবেন। যিনি সেই (পূর্ব্ব পূর্ণিমার) সময়েই উপবাস করেন, তিনি যেন (অপর কাহারো সহিত) সম্মিলিত হন; এবং নিশ্চয় থাকে না যে, ইনি তাহাকে অভিভব করিবেন, বা সে ইহাকে অভিভব করিবে। আর যিনি পর (পূর্ণিমায়) উপবাস করেন; তিনি, যেমন কেহ কোন পরাঙ্মুখ পলায়মান প্রতীকারাসমর্থ (শত্রুকে) চূর্ণ করিয়া ফেলে, সেইরূপ হইয়া থাকেন; যিনি পর (পূর্ণিমার) উপবাস করেন তিনি এইরূপেই একদিকে আঘাতকারী হন।

৩৪। তিনি সেই (প্রথম পূর্ণিমার) সময়েই উপবাস করিবেন; কেননা, যেমন কেহ অন্যকর্তৃক হত ব্যক্তিকে সম্পেষণ করে, যিনি পর (পূর্ণিমাতে) উপবাস করেন, তিনি সেইরূপই করিয়া থাকেন;—যাহা অন্যের দ্বারা কৃত হইয়াছে তিনি তাহাই করেন, এবং অন্যের দ্বারা যাহা অধ্যবসিত হইয়াছে তাহাই অধ্যবসায় করেন। অতএব তিনি সেই (প্রথম পূর্ণিমার) সময়েই উপবাস করিবেন।

৩৫। প্রজাসমূহ সৃষ্টি করিবার পর প্রজাপতির (শরীর-) সন্ধিসমূহ বিস্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। সংবৎসরই প্রজাপতি, এবং তাঁহার সন্ধিসমূহ এই সকল, যথা—দিবা ও রাত্রির সন্ধি (অর্থাৎ প্রাতঃসন্ধ্যা ও সায়ংসন্ধ্যা), পৌর্ণমাসী ও অমাবাস্যা, এবং ঋতুসমূহের আরম্ভ।

৩৬। তিনি সেই বিস্রস্ত সন্ধিসমূহের দ্বারা সম্মিলিত হইতে পারিতেছিলেন না, (অনন্তর) দেবগণ হ বি র্য জ্ঞ দ্বারা তাঁহার চিকিৎসা করিলেন;—তাঁহারা অগ্নিহোত্রের দ্বারা অহোরাত্রের সম্মিলন-রূপ সন্ধির চিকিৎসা করিলেন ও তাহা সংযুক্ত করিয়া দিলেন, পৌর্ণমাস ও অমাবাস্যা (অর্থাৎ দর্শ) যাগের দ্বারা পৌর্ণমাসী ও অমাবস্যা-রূপ সন্ধির চিকিৎসা করিলেন ও তাহা সংযুক্ত করিয়া দিলেন, এবং চাতুর্মাস্য-সমূহের দ্বারাই ঋতুর প্রারম্ভ রূপ সন্ধিকে চিকিৎসা করিলেন ও তাহা সংযুক্ত করিয়া দিলেন।

৩৭। প্রজাপতির উদ্দেশে এই যে ভোজনীয় অন্ন (প্রদত্ত হয়) তিনি সেই ভোজনীয় অন্ন লক্ষ্য করিয়া সংযুক্ত সন্ধিসমূহের দ্বারা উত্থিত হইলেন। যে ব্যক্তি এইরূপ জানিয়া সেই (প্রথম পূর্ণিমার) সময়েই উপবাস করেন, তিনি প্রজাপতির সন্ধির চিকিৎসা করেন এবং প্রজাপতি তাঁহাকে রক্ষা

করেন ; যিনি এইরূপ জানিয়া সেই (প্রথম পূর্ণিমার) সময়েই উপবাস করেন তিনি এইরূপেই (প্রজাপতির ন্যায়) অন্নভোজী হইয়া থাকেন। অতএব তিনি সেই (প্রথম পূর্ণিমার) সময়েই উপবাস করিবেন।

৩৮। (অগ্নি ও সোম-সম্বন্ধীয়) আজ্য-ভাগদ্বয় যজ্ঞের চক্ষুই ; এইজন্য তিনি ইহা (হবির) পূর্ব্বে হোম করেন, কেননা, চক্ষুদ্বয় পূর্ব্বভাগেই থাকে। অতএব তিনি ইহাতে চক্ষুদ্বয়কে পূর্ব্বভাগে স্থাপন করিয়া থাকেন ; এবং সেই জন্যই (জীবগণের) এই চক্ষুদ্বয় পূর্ব্বভাগে থাকে।

৩৯। কেহ কেহ আগ্নেয় আজ্যভাগকে (আহবনীয় অগ্নির) উত্তর-পূর্ব্বদিকে ও সৌম্য (অর্থাৎ সোমসম্বন্ধীয়) আজ্যভাগকে দক্ষিণ-পূর্ব্বদিকে হোম করিয়া থাকেন, এবং বলেন যে,—'এই আমরা (মস্তকের) পূর্ব্বভাগে চক্ষুদ্বয় স্থাপন করিতেছি।' কিন্তু তাহা যেন বিজ্ঞানহীন ; কেননা, হবিসমূহই যজ্ঞের দেহ ('আত্মা') ; অতএব তিনি হবিসমূহের পূর্ব্বে যাহা কিছু হোম করেন, তাহাতেই চক্ষুদ্বয়কে পূর্ব্বভাগে স্থাপন করিয়া থাকেন। তিনি (অগ্নির) যে স্থানকে সন্দীপ্ততম বলিয়া মনে করিবেন, সেই স্থানে আহুতিসমূহ হোম করিবেন ; কেননা সন্দীপ্ত স্থানে হোমের দ্বারাই আহুতিসমুদয় সমৃদ্ধ হইয়া থাকে।[৩৪]

৪০। তিনি ঋক্‌কে অনুবাক্যা-রূপে উচ্চারণ করিয়া 'জুষাণ' ('প্রীতিযুক্ত হইয়া') পদযুক্ত মন্ত্রে যাগ করেন, তাহাতেই অস্থিহীন চক্ষুদ্বয় অস্থিতে (অর্থাৎ অস্থিময় দ্রব্যে) আশ্লিষ্ট হইয়া থাকে। আর যদি তিনি অনুবাক্যা-রূপে ঋক্ উচ্চারণ করিয়া ঋকের দ্বারা যাগ করেন, তবে তিনি অস্থিই করেন চক্ষু নহে।[৩৫]

৪১। তাহারা দুইটি (চক্ষু)[৩৬] অগ্নি ও সোমেরই রূপ (স্বভাব) পাইয়া থাকে ; (চক্ষুর মধ্যে) যাহা শুক্ল তাহা অগ্নিসম্বন্ধীয়, এবং যাহা কৃষ্ণ তাহা সোমসম্বন্ধীয় ; কিংবা যদি অন্যথা হয়, তবে যাহা কৃষ্ণ তাহা অগ্নিসম্বন্ধীয়, এবং যাহা শুক্ল তাহা সোমসম্বন্ধীয় ; যাহা দর্শন করে তাহা আগ্নেয় রূপ,

৩৪। কা. শ্রৌ. ৩. ৩. ২০—২২।

৩৫। "ঋগ্‌যজুষয়োঃ কঠিনমৃদুত্বাৎ সাম্যাদস্থ্যনস্থ্যাত্মতা"—সায়ণ। পূর্ব্ববর্ত্তী ২৯ কণ্ডিকা দ্রষ্টব্য।

৩৬। 'প্রত্যেকেই'—সায়ণ।

কেননা, যে দর্শন করে তাহার অক্ষিদ্বয় শুক্কের ন্যায় হয়, এবং আগ্নেয় রূপও শুক্কের ন্যায় হয় ; আর যাহা নিদ্রা যায় ('স্বপিতি') তাহা সোমসম্বন্ধীয় রূপ, কেননা, সুপ্ত ব্যক্তির অক্ষিদ্বয় আর্দ্রের ন্যায় হয়, এবং সোমও আর্দ্রের ন্যায়। যিনি এই আজ্যভাগদ্বয়কে এইরূপ চক্ষু বলিয়া জানেন, তিনি জরা (অর্থাৎ বার্দ্ধক্য) পর্য্যন্ত এই লোকে চক্ষুষ্মান্ থাকেন, এবং ঐ (পর-) লোকেও সচক্ষু হইয়া সম্ভূত হন।

তৃতীয় ব্রাহ্মণ

[১ অমাবাস্যাসম্বন্ধীয় হবি বিধানের জন্য আখ্যায়িকা—বৃত্রকে প্রহার করিয়া নিজেকে দুর্ব্বল বোধে লুক্কায়িত হইয়া ইন্দ্রের দূরে পলায়ন, দেবগণ জানিলেন বৃত্র মরিয়াছে ও ইন্দ্র পলায়ন করিয়াছে ;—২ অগ্নিপ্রভৃতি-কর্ত্তৃক ইন্দ্রের অন্বেষণ, অগ্নির ইন্দ্রকে প্রাপ্ত হওয়া, ইন্দ্রের সহিত অগ্নির সেই রাত্রি অবস্থিতি ;—৩ অমাবস্যা শব্দের ব্যুৎপত্তির সূচনা, একত্রাবস্থিত ইন্দ্র ও অগ্নির উদ্দেশে দেবগণের ঐন্দ্রাগ্ন হবিঃ প্রদান, তদনুসারে এখনও অমাবস্যায় ঐ হবি দেওয়া হয় ;—৪ ইন্দ্র কৃশ হওয়ায় পুরোডাশ তাঁহার প্রীতিপ্রদ হইবে না. অতএব যাহা প্রীতিপ্রদ হইতে পারে তাহাই করা হউক, দেবগণকর্ত্তৃক ইন্দ্রের এই প্রার্থনা স্বীকার ;—৫ সোমই ইন্দ্রের প্রীতিপ্রদ হইবে বলিয়া দেবগণের সোমসম্পাদন, রাজা সোম দেবগণের অন্ন এবং চন্দ্র-স্বরূপ, অমাবস্যার দিন চন্দ্রের পৃথিবীতে আসিয়া জল ও ওষধির মধ্যে প্রবেশ, অমাবস্যা-শব্দের ব্যুৎপত্তি ;—৬ গাভীসমূহ জল ও ওষধি সেবন করায় তন্মধ্যে প্রবিষ্ট সোমকেও তাহারা সংগ্রহ করে, ও তাহা দুগ্ধরূপে পরিণত হয়, এই দুগ্ধরূপে পরিণত সোমকে দধিরূপে জমাইয়া ইন্দ্রকে প্রদান ;—৭ ইন্দ্রের তাহা প্রীতিপ্রদ হইলেও পেটে জীর্ণ হইতেছিল না বলিয়া জাল দেওয়া দুগ্ধ প্রদান এবং তাহাতেই সোমকে তাঁহার উদরে স্থাপন ;—৮ দধি ও দুগ্ধ (শৃত) এক হইলেও ঐ পৃথক নাম হইবার কারণ ;—৯ তাহা পান করিয়া ইন্দ্রের বৃদ্ধি ও স্বাস্থ্যলাভ, ইন্দ্রকে দধিদুগ্ধরূপ সান্নায্য প্রদানকারীর ফল ;—১০ কাহারো কাহারো মতে যাঁহারা সোমযাজী নহেন, তাঁহারা সান্নায্য প্রদান করিতে পারেন না, তদ্বিষয়ে যুক্তি ;—১১ এই মতের খণ্ডন ও তাহার যুক্তি ;—১২ পূর্ণমাস ও অমাবাস্যা-সম্বন্ধীয় হবির প্রশংসা ;—১৩ চন্দ্র বৃত্র-স্বরূপ, তাহাতে যুক্তি ; ইহার জ্ঞানের ফল ;—১৪ কেহ কেহ অমাবাস্যা যাগের জন্য (তিথিদ্বৈধ স্থলে) চতুর্দ্দশীযুক্ত অমাবস্যায় উপবাস করেন, তাহার যুক্তি, এই মত খণ্ডন ;—১৫ তাহার যুক্তি ;—১৭ চন্দ্র দেবগণের

অপরিক্ষীণ অন্ন, ইহা জানিলে ইহলোকে অপরিক্ষীণে অন্নলাভ ও পরলোকে অক্ষয় পুণ্য লাভ হয় ;—১৭ প্রকারান্তরে তাহারই বর্ণনা ;—১৮-১৯ সূর্য্য ও চন্দ্রের যথাক্রমে ইন্দ্র ও বৃত্র-রূপে বর্ণনা, সূর্য্যকর্ত্তৃক চন্দ্রের গ্রাস ;—২০ সূর্য্যকর্ত্তৃক চন্দ্রের নিঃশেষ রূপে পান ও পরিত্যাগ, চন্দ্রের পশ্চিম দিকে আবার উদয়, পুনর্ব্বার বৃদ্ধি ;—২১ কেহ কেহ মহেন্দ্রের নামে সান্নায্য অর্পণ করেন, তদ্বিষয়ে যুক্তি, ইহা খণ্ডন করিয়া ইন্দ্রের নামে সান্নায্য দিবার ব্যবস্থা ও যুক্তি।]

১। ইন্দ্র যখন বৃত্রের প্রতি বজ্র প্রহার করেন, তখন তিনি নিজেকে অবলবত্তর করিয়া ও 'তাহাকে (বুঝি) মারিতে পারি নাই'—(এই চিন্তায়) ভীত হইয়া লুক্কায়িত হন, এবং দূর হইতে দূরতর স্থানে চলিয়া যান। দেবগণ জানিতে পারিয়াছিলেন যে, বৃত্র হত হইয়াছে, এবং ইন্দ্র লুক্কায়িত হইয়াছে।

২। দেবতাগণের মধ্যে অগ্নি, ঋষিগণের মধ্যে হিরণ্যস্তূপ,[১] ও ছন্দ-সমূহের মধ্যে বৃহতী তাঁহাকে অন্বেষণ করিবার জন্য আরম্ভ করিয়াছিলেন। এবং অগ্নি তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ও সেই (দিন ও) রাত্রি তাঁহার সহিত বাস করিয়াছিলেন ; কারণ, তিনি দেবগণের বসু,[২] কেননা, তিনি ইহাদের বীর।

৩। দেবগণ বলিলেন—'আজ আমাদের বসু (ইন্দ্র)—যিনি প্রোষিত হইয়াছেন—(অগ্নির) সহিত ('অমা') বাস করিতেছেন ;[৩] এবং লোকে যেমন একসঙ্গে সমাগত জ্ঞাতিদ্বয় বা বন্ধু ('সখি')-দ্বয়ের জন্য সমান (অর্থাৎ একইরূপ) অন্ন বা ছাগ পাক করিয়া থাকে, এবং তাহা মনুষ্যসম্বন্ধীয় হবি হয়, দেবগণেরও এইরূপ এবং সেই দুই জনকে (ইন্দ্র ও অগ্নিকে) তাঁহারা দ্বাদশটি কপালের দ্বারা সংস্কৃত ইন্দ্র ও অগ্নি-সম্বন্ধীয় পুরোডাশ-রূপ সমান হবি প্রদান করিয়াছিলেন ; এবং সেইজন্য (ইদানীং) ইন্দ্র ও অগ্নি-সম্বন্ধীয় দ্বাদশকপাল-সংস্কৃত পুরোডাশ হইয়া থাকে।

১। হিরণ্যস্তূপ ঋগ্বেদের ১.৩২—৩৫ ও ৯. ৪ ; ৬৯ সূক্তের দ্রষ্টা ; ইনি অঙ্গিরার বংশসম্ভূত।

২। বসু অর্থাৎ ধনস্বরূপ, অথবা তিনি দেবগণকে বাস করান বলিয়া তাঁহার নাম বসু—সায়ণ। তুল :—নিরুক্ত ১২. ৪. ৭।

৩। এখানে অমাবাস্যা শব্দের ব্যুৎপত্তিও সূচিত হইয়াছে—অমা + √বস্। পরবর্ত্তী ৫ কণ্ডিকা দ্রষ্টব্য।

৪। ইন্দ্র বলিলেন—'আমি যখন বৃত্রের প্রতি বজ্র প্রহার করি, তখন আমি বিস্মিত হইয়াছিলাম, আমি কৃশ হইয়া পড়িয়াছি ; ইহা (এই পুরোডাশরূপ হবি) আমাকে প্রীতি প্রদান করিতেছে না, যাহা আমাকে প্রীতি প্রদান করিতে পারে, আমার জন্য তাহাই করুন !' দেবগণ বলিলেন—'তাহাই হইবে !'

৫। দেবগণ বলিলেন—'সোম ভিন্ন অপর কিছু ইঁহাকে প্রীতি প্রদান করিতে পারিবে না ; অতএব আমরা ইঁহার জন্য সোমই সম্পাদন করি !' এই বলিয়া তাঁহারা তাঁহার জন্য সোম সম্পাদন করিলেন। এই দেবগণের অন্ন রাজা সোম চন্দ্রমাই ; ইহা (চন্দ্রমা) যেদিন রাত্রিতে পূর্ব্ব ও পশ্চিম দিকে (অর্থাৎ পূর্ণ অমাবস্যায়) দৃষ্ট হয় না, সেইদিন এই লোকে (পৃথিবীতে) আগমন করে, ও এখানে জল ও ওষধিসমূহের মধ্যে প্রবেশ করে। ইহা দেবগণের ধন ('বসু'), কেননা, ইহা তাঁহাদের অন্ন। ইহা (চন্দ্র) এই রাত্রি এখানে এক সঙ্গে ('অমা') বাস করে বলিয়া ইহার নাম অ মা বা স্যা।

৬। তাঁহারা তাহাকে (জল ও ওষধিতে প্রবিষ্ট সোমকে) গাভীসমূহের দ্বারা নানারূপে সংগ্রহ করাইয়া সম্পাদন করিয়াছিলেন ;—তাহারা (গাভীরা) যে ওষধিসমূহ ভক্ষণ করে তাহাতে ওষধিসমূহ হইতে, এবং তাহারা যে জল পান করে তাহাতে জল হইতে (তাহাকে সংগ্রহ করে)।[৪] তাঁহারা তাহা এই প্রকারে সম্পাদন করিয়া এবং জমাইয়া (অর্থাৎ দধি করিয়া) ও তীব্র করিয়া তাঁহাকে (ইন্দ্রকে) প্রদান করিয়াছিলেন।

৭। তিনি বলিলেন 'ইহা আমার প্রীতিপ্রদ হইয়াছে, কিন্তু ইহা আমাতে থাকিতেছে না ;[৫] অতএব যাহাতে ইহা আমাতে থাকে সেইরূপ চিন্তা করুন।' তাঁহারা পক্ক (অর্থাৎ জ্বাল দেওয়া) দুগ্ধ দ্বারাই ইহা তাঁহাতে স্থাপিত করিয়াছিলেন।[৬]

৪। গাভীর দ্বারা ভক্ষিত ওষধি ও পীত জল দুগ্ধরূপে পরিণত হয়, অতএব এই দুগ্ধে ওষধি ও জলের অংশ থাকায় তৎপ্রবিষ্ট সোমেরও অংশ থাকিল এবং এইরূপে গাভীদ্বারা সোম সংগৃহীত হইল।

৫। "শ্রয়তে" ; শ্রিত হইতেছে না, অর্থাৎ স্বাস্থ্যকর হইতেছে না।

৬। পক্ক, ইহার মূল 'শৃত' ; ইহা √শ্রা হইতে হইয়াছে। এস্থলে 'শ্রিত' (√শ্রি+ক্ত) ও 'শৃত' (√শ্রা+ক্ত) এই উভয়ের বর্ণগত সাদৃশ্য ধরিয়া অভেদ করা গিয়াছে।

৮। তাহা একরূপ হইলেও—দুগ্ধ হইলেও, এবং ইন্দ্রেরই হইলেও, তাঁহারা পৃথক্-পৃথক্ বলিয়া থাকেন ; তিনি (ইন্দ্র) যে বলিয়াছিলেন 'ইহা আমার প্রীতিপ্রদ হইয়াছে ('ধিনোতি') সেইজন্য ইহার নাম দ ধি ; আর যে তাঁহার জ্বাল দেওয়া দুগ্ধেরই ('শৃত') দ্বারা ইহাকে স্থাপিত করিয়াছিলেন ('অশ্রয়ন্' সেইজন্য ইহা শৃ ত।

৯। সোম যেমন বর্দ্ধিত হয়, তিনিও (ইন্দ্রও) সেইরূপ (দধিদুগ্ধরূপ সোমের দ্বারা) বর্দ্ধিত হইয়াছিলেন ও ব্যাধিজনিত (শরীরের) পীতিমাকে নষ্ট

এ স্থানে তৈত্তিরীয় সংহিতায় (২.৫.৩) এতদ্বিষয়ক আখ্যায়িকাটি আলোচ্য ; যথা—'বৃত্রকে ব করিবার পর ইন্দ্রের ইন্দ্রিয় ও বীর্য্য পৃথিবীতে চলিয়া যায় ও ওষধি-লতা-গুল্ম-রূপে পরিণত হয় ইন্দ্র এই সংবাদ প্রজাপতিকে প্রদান করিলে তিনি পশুসমূহকে বলিলেন যে, তোমরা ইন্দ্রের নিকট তাঁহার ইন্দ্রিয় ও বীর্য্যকে লইয়া যাও। পশুরা তাহা ওষধিপ্রভৃতির নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়া নিজের শরীরে রক্ষা করে, ও (দুগ্ধরূপে) তাহা দোহন করিয়া দিয়া ইন্দ্রের নিকটে সম্যক্‌ভাবে লইয়া যায় ("সমনয়ন্")। (এই জন্যই সান্নায্যের নাম সা ন্না য্য হইয়াছে)। কিন্তু ইন্দ্র প্রজাপতিকে বলিলেন যে, ইহা আমাতে থাকিতেছে না ; তখন তিনি (পাচকগণকে) বলিলেন ইহা শৃত করিয়া অর্থাৎ পক্ব করিয়া (জ্বাল দিয়া) দাও। তাঁহারা তখন তাহাই করিয়া দিলেন এবং তাহাতেই ইন্দ্রের ইন্দ্রিয় ও বীর্য্য তাঁহাতে স্থিত হইল। (এই জন্য জ্বাল দেওয়া ঐ দুগ্ধের না শৃ ত হইয়াছে, কেননা তাহা ই ন্দ্র শ্রি ত হইয়াছিল)। ইন্দ্র আবার প্রজাপতিকে বলিলেন 'ইহ আমার প্রীতিপ্রদ হইতেছে না', এবং প্রজাপতি (দধিকারকগণকে) বলিলেন 'ইহার জন্য তবে দধি কর।' তাঁহারা দধিই করিলেন। (এবং ইহা ইন্দ্রকে প্রীত করিয়াছিল ["অধিনোৎ"] বলিয়া ইহার নাম দধি হইয়াছে)।'

কি কি জিনিস দিয়া ঐ দুধকে দধি করিতে পারা যায়, তাহাও এই স্থানে লিখিত হইয়াছে আবার বিশেষ বিশেষ দেবতার জন্য বিশেষ বিশেষ দ্রব্যে করিতে হয় ; যথা পূতিক (পুঁই) ও পর্ণক (পলাশ-খণ্ড) দ্বারা করিলে সোমের প্রিয় হয় ; প্রৌঢ বদর ফলের দ্বারা রাক্ষসের জন্য হয় তণ্ডুলের দ্বারা বৈশ্বদেবের জন্য, এবং ঈষদম্ল তক্রের দ্বারা ইন্দ্রের প্রীতির জন্য হয়। ১. ৫. ৪. ১৮ ৩১ টীকা দ্রষ্টব্য।

তৈত্তিরীয় সংহিতায় প্রথমে শৃত এবং তাহার পরে দধির উল্লেখ পাওয়া গেল, কিন্তু আমাদে ব্রাহ্মণে পূর্ব্বে দধিরই কথা বলা হইয়াছে। এই জন্যই তৈত্তিরীয় সংহিতায় (২. ৫. ৩) এ সম্বন্ধে ক্ষুদ্র একটি বিচারও দেখিতে পাওয়া যায়।

করিয়াছিলেন।[৪] এবং অমাবাস্যাসম্বন্ধীয় কার্য্যের ইহাই অনুকূল (বিধি)। যে ব্যক্তি ইহা এইরূপ জানিয়া (ইন্দ্রের নিকটে দধি ও দুগ্ধরূপ সান্নায্য নামক হবি) লইয়া যান, তিনি এইরূপই প্রজা ও পশুসমূহে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হন, এবং পাপকে বিনষ্ট করেন। অতএব (তাদৃশ সান্নায্য) লইয়া যাইবে।

১০। তৎসম্বন্ধে (কেহ কেহ) বলিয়া থাকেন—'অসোমযাজী (সান্ন্যায্য) লইয়া যাইবেন না (অর্থাৎ প্রদান করিবেন না); কেননা, ইহা (অর্থাৎ সান্নায্য-আহুতি পরম্পরা-সম্বন্ধে) সোমেরই আহুতি ; এবং ইহা (সোমাহুতি) অসোম-যাজীর সম্পন্ন হয় নাই। অতএব অসোমযাজী লইয়া যাইবেন না।

১১। 'কিন্তু তিনি তাহা লইয়া যাইবেনই ; কেননা, আমরা ত ইহার মধ্যে শ্রবণ করিয়াছি, (ইন্দ্র বলিয়াছেন—) 'সোমের দ্বারা আমার যাগ কর, পরে এই বৃদ্ধিসাধন (সান্নায্য) সম্পাদন করিবে !' 'ইহা আমার প্রীতিপ্রদ হইতেছে না, যাহা প্রীতিপ্রদ হইতে পারে তাহা কর !' এবং সেইজন্যই তাঁহারা এই বৃদ্ধিসাধন (সান্নায্য) সম্পাদন করিয়াছিলেন। অতএব অসোমযাজীও তাহা লইয়া যাইবেন।

১২। পৌর্ণমাস (হবি) বৃত্রঘ্নেরই ; কেননা, ইন্দ্র ইহার দ্বারা বৃত্রকে বধ করিয়াছিলেন ; আর এই যে অমাবাস্যাসম্বন্ধীয় (হবি), ইহা বৃত্রবধেরই স্বরূপ ; কেননা, বৃত্রকে বধ করিবার পর ইহার (ইন্দ্রের) জন্য তাঁহারা এই বৃদ্ধি-সাধন (সান্নায্য) করিয়াছিলেন)

১৩। সেই যে পৌর্ণমাস (হবি), ইহাই বৃত্রঘ্নের ; এবং এই যে চন্দ্রমা, ইহাই বৃত্র ;[৮] ইহা যখন এই (অমাবাস্যা) রাত্রিতে পূর্ব্বদিকেও দৃষ্ট হয় না এবং পশ্চিম দিকেও দৃষ্ট হয় না, তখন (ইন্দ্র) ইহাকে ইহার (হবির) দ্বারা সমগ্ররূপে ক্ষয় করেন, ইহার কিছুই অবশিষ্ট রাখেন না। যে ব্যক্তি ইহা এইরূপ জানেন, [পা]পকে বিনষ্ট করেন—পাপের কিছুই অবশিষ্ট রাখেন না।

৪। গাভীর দ্বারা ভক্ষি[ত] ... ও জলের অংশ থাকায় তৎপ্রবি[ষ্ট] ... হইল।

... [অ]নুবাদ এইরূপ দাঁড়ায়—'সোম যেমন বর্দ্ধিত হয় (পূর্ব্বোক্ত দধি- ...

৫। "শ্রয়তে" ; শ্রিত হইতেছে ... প্রাপ্ত হইয়াছিল, ও (তাহা পানকারিগণের) প্রীতিমা নষ্ট ...

৬। প[া]ক, ইহার মূল "শৃত" ; ই ...

... (√শ্রা+ক্ত) এই উভয়ের বর্ণগত ...

১৪। এ স্থলে কেহ কেহ (চন্দ্রকে) দর্শন করিয়া (অর্থাৎ চতুর্দ্দশীযুক্ত অমাবাস্যায়) উপবাস করিয়া থাকেন; (তাঁহারা বলেন যে,) —'আগামিকল্য (চন্দ্র) উদিত হইবে না, কিন্তু উহাই দেবগণের অবিক্ষীণ অন্ন; অতএব ইহার (চন্দ্রক্ষয়ের) পরেই আমরা এস্থান হইতে (তাঁহাদিগকে আগামিকল্য হবি) প্রদান করিব।'—তখনই তাহাকে সমৃদ্ধ বলা যায়, যখন পূর্ব্ব অন্ন ক্ষীণ না হইতেই অপর অন্ন আসিয়া উপস্থিত হয়; এবং তিনি (তাহাতে) বহু অন্নশালীই হইয়া থাকেন।' (কিন্তু তাহা হইতে পারে না, কেননা,) তিনি তখন সোমের দ্বারা যাগ করেন না, দুধের দ্বারা যাগ করেন, এবং উহাই (দ্যুলোকে গমন করিয়া) রাজা সোম হয়।[১]

১৫। যেমন (সোমরূপ চন্দ্রের ওষধি ও জলে প্রবেশ করিবার) পূর্ব্বে (অর্থাৎ অমাবাস্যার পূর্ব্ব দিবসে, গাভীসমূহ তাদৃশচন্দ্রপ্রবেশরহিত) কেবল ওষধিসমূহ ভক্ষণ করে ও কেবল জলসমূহ পান করে এবং কেবলই দুগ্ধ প্রদান করে, (সোম বা চন্দ্র-যুক্ত দুগ্ধ প্রদান করে না), তাহাও (অর্থাৎ চতুর্দ্দশীতে উপবাস করিয়া পরদিন সোমহীন কেবল দুগ্ধ দ্বারা যাগ করাও) সেইরূপ। এই যে দেবগণের অন্ন রাজা সোম ইহা চন্দ্রমা; ইনি যখন এই (অমাবাস্যা-) রাত্রিতে পূর্ব্বদিকে দৃষ্ট হন না এবং পশ্চিম দিকেও দৃষ্ট হন না, তখন এই লোকে (পৃথিবীতে) আগমন করেন, ও এখানে জল ও ওষধিসমূহের মধ্যে প্রবেশ করেন। সেইজন্য তিনি (দুগ্ধদ্বারা যাগকারী) ইঁহাকে জল ও ওষধিসমূহ হইতে সঞ্চয় করিয়া আহুতিসমূহের দ্বারা পুনর্ব্বার উৎপাদিত করেন, এবং তিনি আহুতিসমূহ হইতে জাত হইয়া (আকাশের) পশ্চিম দিকে দৃষ্ট হইয়া থাকেন।

১৬। তাহা (চন্দ্র) দেবগণের অপরিক্ষীণ ভোজনীয় অন্ন হইয়াই পরিভ্রমণ করে; এবং যে ব্যক্তি ইহা এইরূপ জানেন, তাঁহার এই লোকে অপরিক্ষীণ অন্ন ও ঐ (পর-) লোকে অক্ষয়াই সুকৃত হইয়া থাকে।

১। অমাবাস্যার দিন চন্দ্ররূপ সোম ওষধি ও জলের মধ্যে থাকে (পূর্ব্ববর্ত্তী ৫ম কণ্ডিকা), অতএব যে ব্যক্তি চতুর্দ্দশীর দিন উপবাস করিয়া পরদিন অমাবাস্যায় যাগ করিবেন, তাঁহাকে কেবল দুগ্ধের দ্বারা যাগ করিতে হইবে, তাহাতে সোম দিতে পারা যাইবে না, এবং তাহা হইলে দেবগণেরও তাহা প্রিয় হইবে না। পরবর্ত্তী ১৫ কণ্ডিকা দ্রষ্টব্য।

১৭। এই (অমাবাস্যা-) রাত্রিতে ভোজনীয় অন্ন (চন্দ্র) দেবগণের নিকট হইতে প্রচ্যুত হয়, ও এই লোকে আগমন করে। সেই দেবগণ (তখন) ইচ্ছা করিয়াছিলেন—'কি প্রকারে ইহা পুনর্ব্বার আমাদের নিকটে আগমন করিবে! কি প্রকারে ইহা আমাদের নিকট হইতে পরাঙ্মুখ হইয়া বিনষ্ট হইয়া না যাইবে!' এইজন্য যাঁহারা (সান্নায্য) লইয়া যান (অর্থাৎ প্রদান করেন), তাঁহারা তাঁহাদের নিকট আশা করেন যে—'ইঁহারাই সঞ্চয় করিয়া আমাদিগকে প্রদান করিবেন।' যে ব্যক্তি ইহা এইরূপ জানেন, তাঁহার নিকটে তাঁহার স্বজন ও অপর নীচ জনেরা আশা করিয়া থাকে; কেননা, যিনি শ্রেষ্ঠত্ব প্রাপ্ত হন, লোকেরা তাঁহার নিকটে আশা করিয়া থাকে।

১৮। এই যিনি (সূর্য্য) তাপ প্রদান করিতেছেন, ইনিই ইন্দ্র; এবং চন্দ্রমাই বৃত্র। তিনি (সূর্য্যরূপ ইন্দ্র) যেন ইঁহার (বৃত্ররূপ চন্দ্রের) জন্ম-শত্রুর ন্যায়, এইজন্য তিনি (তাদৃশ চন্দ্র) যদিও (অমাবাস্যার) পূর্ব্বে অত্যন্ত দূরে উদিত হইয়াছিলেন, তথাপি এই (অমাবাস্যার) রাত্রিতে ইঁহার নিকটে নীচে আগমন করেন,[১০] ও ইঁহার বিবৃত (মুখের মধ্যে) প্রবেশ করেন।

১৯। (সূর্য্য) অমাবাস্যার দিন পূর্ব্বদিকে তাঁহাকে গ্রাস করিয়া উদিত হন, এবং সেইজন্য তিনি (সেই অমাবাস্যার রাত্রিতে) পূর্ব্বদিকে দৃষ্ট হন না, এবং পশ্চিম দিকেও দৃষ্ট হন না। যে ব্যক্তি ইহা এইরূপে জানেন, তিনি দ্বেষকারী শত্রুকে গ্রাস করেন, এবং (তাঁহার সম্বন্ধে লোকেরা) বলিয়া থাকে যে—'ইনিই কেবল আছেন, ইঁহার শত্রুগণ নাই!'[১১]

২০। তিনি (সূর্য্য) তাঁহাকে (চন্দ্রকে) নিঃশেষরূপে পান করিয়া নিক্ষেপ করিয়া দেন; এবং তিনি (চন্দ্র, এইরূপ) পীত হইয়া পশ্চিম দিকে দৃষ্ট হইয়া থাকেন ও পুনর্ব্বার বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে আরম্ভ করেন। তিনি তাঁহারই ভোজনীয় অন্নের জন্য পুনর্ব্বার বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হন; এবং যে ব্যক্তি ইহা এইরূপ জানেন, তাঁহার দ্বেষকারী শত্রু বাণিজ্য বা অপর কিছুরও দ্বারা যদি সমৃদ্ধ হয়, তবে তাঁহারই ভোজনীয় অন্নের জন্য সমৃদ্ধ হইয়া থাকে।

১০। 'স্নাপ্লাবতে', আক্ষরিক অনুবাদ—'(তাঁহার) নীচে ভাসিয়া বেড়ায়।'

১১। সূর্য্যকর্তৃক চন্দ্রের এই গ্রাসের সহিত গ্রহণ সময়ে রাহুকর্তৃক চন্দ্রসূর্য্যের গ্রাস বিষয়ক প্রবাদ তুলনীয়।

২১। কেহ কেহ তাহা (পূর্ব্বোক্ত সান্নায্য) ম হে ন্দ্রে র (নামে) করিয়া থাকেন; (তাঁহারা বলেন—) 'এই ইন্দ্রই পূর্ব্বে বৃত্রকে বধ করিয়া,—লোক যেমন বিজয়লাভ করিয়া মহারাজ হয়,—সেইরূপ ম হে ন্দ্র হইয়াছেন। অতএব মহেন্দ্রের (নামে সান্নায্য করিবে)।' কিন্তু তাহা ইন্দ্রেরই (নামে) করিবে; কেননা, বৃত্রের বধের পূর্ব্বে তিনি ইন্দ্রই ছিলেন, এবং ইন্দ্র বৃত্রকে বধ করিয়াছেন; অতএব ইন্দ্রের (নামে) করিবে।

চতুর্থ ব্রাহ্মণ

[১ দর্শযাগে দধির প্রয়োজন হয়, এই দধি কিরূপে প্রস্তুত করিতে হইবে তদ্বিষয়ক আখ্যায়িকা, পলাশশাখার দ্বারা গাভীত্রয়ের নিকট হইতে তাহাদের বৎসকে বিযুক্ত করা, পলাশবৃক্ষের উৎপত্তি-কথা, পলাশশাখা দ্বারা বিযুক্ত করিবার তাৎপর্য্য;—২ পলাশশাখা ছেদন করিবার মন্ত্র, তাহার তাৎপর্য্য; ৩ মাতার সহিত সংযুক্ত করিয়া বৎসসমূহের স্পর্শ, তাহার মন্ত্র ও তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা, এ স্থানে মতান্তরে বিহিত মন্ত্রের পাঠ নিষেধ করিয়া পূর্ব্ব মন্ত্র পাঠেরই ব্যবস্থা;—৪-৭ বৎস হইতে বিযুক্ত করিয়া গাভীর স্পর্শ, তাহার মন্ত্র ও ব্যাখ্যা; —৮ আহবনীয় বা গার্হপত্য অগ্নির আগারের পূর্ব্বভাগে সেই পলাশশাখার স্থাপন, তাহার মন্ত্র;—৯ তাহাতে পবিত্র বন্ধন ও তাহার মন্ত্র;—১০ সেই রাত্রিতে যবাগূর দ্বারা অগ্নিহোত্র হোম, তাহার যুক্তি, অগ্নিহোত্র হোমের সমস্ত সান্নায্যের জন্য অধ্বর্য্যুকর্ত্তৃক পাত্র আনয়ন, গোদোহনের উদ্দেশে বাছুরের নিকটে গাভীকে ছাড়িয়া দিবার জন্য দোহনকারীর প্রতি অধ্বর্য্যুর আদেশ, ও তাহার অনুষ্ঠান;—১১ অধ্বর্য্যুর পাত্র গ্রহণ, তাহার মন্ত্র;—১২ সেই পাত্র বা স্থালীতে পূর্ব্বাগ্র বা উত্তরাগ্র করিয়া পবিত্র স্থাপন, দেবগণের পূর্ব্ব দিক্, মনুষ্যগণের উত্তর দিক্, পবিত্রকে উত্তরাগ্র করিয়া স্থাপন করারই সমর্থন;—১৩ পবিত্র স্থাপন দ্বারা দুগ্ধকে পবিত্র করা হয়, পবিত্রের উত্তরাগ্রভাবে স্থাপনেরই সমর্থন;—১৪ স্থাপনের মন্ত্র ও ব্যাখ্যা;—১৫ গাভীত্রয়ের দোহন পর্য্যন্ত অধ্বর্য্যুর বাক্‌সংযম;—১৬ গোদোহনকারীর দুগ্ধ দোহন করিয়া পাত্রে ঢালিয়া দিবার সময় অধ্বর্য্যুর তাহা লক্ষ্য করিয়া মন্ত্রজপ, তাহাতে দুগ্ধকে সংস্কৃত করা হয়;—১৭ গোদোহনকারীকে ক্রমান্বয়ে 'কোন কোন গাভী দোহন করা হইল' এই বলিয়া অধ্বর্য্যুর প্রশ্ন। ও গোদোহনকারী উত্তর প্রদান করিলে অধ্বর্য্যুকর্ত্তৃক এক একটি গাভীর বিশেষ বিশেষ নাম প্রকাশ ও তাহার উদ্দেশ্য, তিনটি গাভী দোহন করিবার প্রয়োজন;—১৮ যে পাত্রে দুগ্ধ দোহন করা হয়, তাহাতে কিঞ্চিৎ জল দিয়া নাড়িয়া চাড়িয়া আবার তাহা দুগ্ধে ঢালিয়া দেওয়া, তাহার প্রয়োজন, ঐ দুগ্ধ জ্বাল দিয়া

পরে দধি জমান;—১৯ দধি জমাইবার মন্ত্র ও তাহার ব্যাখ্যা;—২০ তদুপরি জলযুক্ত পাত্রের স্থাপনপূর্ব্বক তাহা আচ্ছাদন ও তাহার উদ্দেশ্য;—২১ আচ্ছাদন করিবার মন্ত্র।]

১। তিনি (অধ্বর্য্যু) পর্ণ-(পলাশ-) শাখার দ্বারা বৎস সকলকে (গাভী-সমূহের নিকট হইতে) অপসারিত করেন।[১] গায়ত্রী যখন (শ্যেনপক্ষীর রূপে)[২] সোমকে লক্ষ্য করিয়া ধাবিত হইয়াছিলেন, ও তাহা আহরণ করিতেছিলেন, তখন এক পদহীন ব্যক্তি তাঁহার দিকে প্রয়াস করিয়া গায়ত্রী বা রাজা সোমের পর্ণ (পাখা বা পাতা) ছেদন করিয়া দিয়াছিল, এবং তাহাই পতিত হইয়া পর্ণ হইয়াছিল, ও সেইজন্যই তাহার নাম পর্ণ।[৩] (তিনি মনে করেন—) 'ইহাতে যে সোমের দীপ্ত (অংশ) ছিল এখানেও তাহা হইবে', এবং সেইজন্য পর্ণ-শাখার দ্বারা বৎসসমূহকে অপসারিত করিয়া থাকেন।

২। তিনি (এই মন্ত্রে) তাহা (পলাশশাখা) ছেদন করেন—"অভীষ্টের জন্য তোমাকে (ছেদন করিতেছি)! রসের জন্য তোমাকে ছেদন

১। কাত্যায়ন এ স্থলে বিকল্পে পলাশ ও শমী উভয় বৃক্ষেরই শাখার ব্যবস্থা করিয়াছেন (কা. শ্রৌ. ৩. ২. ১); আপস্তম্বও এইরূপ বলিয়াছেন (আপ. শ্রৌ. ১. ১. ৮)। এই শাখা কিরূপ হওয়া দরকার, এবং কোন কোন ফলের জন্য কি কি প্রকার আবশ্যক আপস্তম্ব তাহা লিখিয়াছেন (ঐ, ১. ১. ৮—১০)। দ্রষ্টব্য—বৌ. শ্রৌ. ১।১, ৬—৯ পং; তৈ. ব্রা. ৩. ২. ১।

২। দ্রঃ—"যচ্ছেনো ভূত্বা দিবঃ সোমমাহরৎ"—১. ৬. ৪. ১০।

৩। তৈত্তিরীয় সংহিতায় (৩. ৫. ৭. ১) এ সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে—'সোম এখান হইতে তৃতীয় দ্যুলোকে ছিল, গায়ত্রী তাহা আহরণ করেন এবং তাহার (সোমের) একটি পর্ণ অর্থাৎ পাতা ছিন্ন হইয়া যায়, এবং তাহাই (ভূমিতে পতিত হইয়া) পলাশ (পর্ণ) বৃক্ষ হয়। এই সোম-আহরণ-বিষয়ক আখ্যায়িকা তৈত্তিরীয়সংহিতায় অন্যত্র (৬. ১. ৬) বিশেষরূপে বর্ণিত হইয়াছে। দ্রষ্টব্য—সায়ণভাষ্য তৈ. স. ১. ২. ৪। ঋগ্বেদে (৪. ২৭. ৩) এ সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে যে, শ্যেন যখন সোমহরণ-সময়ে দ্যুলোক হইতে নীচমুখে শব্দ করিয়াছিল, তখন কৃশানু-নামক এক ব্যক্তি (সোমপালক) তাহার প্রতি শর নিক্ষেপ করে। সায়ণ ঐ ঋকের ভাষ্যে এক ব্রাহ্মণ-বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহার অর্থ এই—'সোমপাল কৃশানু তাহার বাম চরণের নখ ছেদন করিয়াছিল।'

করিতেছি!"[৪] তিনি যে বলেন—"অভীষ্টের জন্য তোমাকে," তাহা বৃষ্টির জন্য বলিয়া থাকেন; আর যে বলেন—"রসের জন্য তোমাকে," তাহা, বৃষ্টি হইলে যে বলকর রস জাত হয়, তাহার জন্য বলিয়া থাকেন।

৩। অনন্তর তিনি বৎসসমূহকে (তাহাদের) মাতার সহিত সংযুক্ত করেন, এবং (এই মন্ত্রে প্রত্যেক) বৎসকে স্পর্শ করেন—"তোমরা বায়ু (গমনকারী)!"[৫] এই যাহা প্রবাহিত হইতেছে ইহাই বায়ু; (এখানে) এই যাহা বৃষ্টি হয়, তৎসমস্তকেই ইহা (বায়ু) প্রবর্দ্ধিত করে; এবং ইহাই ইহাদিগকে (গাভীসমূহকে) প্রবর্দ্ধিত করিয়া থাকে; এবং সেই জন্যই তিনি বলিয়া থাকেন—"তোমরা বায়ু!" কেহ কেহ এখানে (এই মন্ত্র পাঠ করিতে) বলেন—"তোমরা আগমন কর!"[৬] কিন্তু তাহা সেরূপ বলিবে না, কেননা, তাহাতে (যজমানের নিকট) দ্বিতীয় (অর্থাৎ শত্রু) আসিয়া উপস্থিত হয়।

৪। অনন্তর তিনি (বৎসগণের) মাতৃসমূহের মধ্যে একটিকে বৎস হইতে পৃথক্ করিয়া (এই মন্ত্রে) স্পর্শ করেন—"দেব সবিতা তোমাদিগকে প্রস্থাপিত করুন!"[৭] সবিতাই দেবগণের প্রেরক, (এবং তিনি মনে করেন যে), 'তাহারা সবিতার দ্বারা প্রেরিত হইয়া যজ্ঞ সম্পাদন করিবে;' এই জন্যই তিনি বলেন—"সবিতা তোমাদিগকে প্রস্থাপিত করুন!"

৫। "—শ্রেষ্ঠতম কর্ম্মের জন্য!"[৮] যজ্ঞই শ্রেষ্ঠতম কর্ম্ম, অতএব তিনি যজ্ঞের জন্যই বলিয়া থাকেন—"শ্রেষ্ঠতম কর্ম্মের জন্য!"

৪। বা. স. ১. ১. ১-২। মহীধরভাষ্য ও তৈ. স. ১. ১. ১. ২ ভাস্কর ও সায়ণ-ভাষ্য দ্রষ্টব্য।

৫। বা. স. ১. ১. ২।

৬। তৈ. স. ১. ১. ১. ৩; তৈ. ব্রা. ৩ ২. ১। ঐ উভয় মন্ত্রের মূল—"বায়বঃস্থোপায়বঃ স্থঃ;" সায়ণ ব্যাখ্যা করেন—'(হে বৎসসমূহ, তোমরা তৃণ ভক্ষণের জন্য প্রথমে মা'র নিকট হইতে অরণ্যে) গমন কর. (আবার সন্ধ্যার সময় যজমানের গৃহে) আগমন কর!' মহীধর ও ভাস্করাচার্য্য, বলেন—'(মা'র নিকট হইতে এখন) গমন কর, (আবার দোহন করিবার সময়) আগমন কর!' বাজসনেয়ি-সংহিতায় দ্বিতীয় মন্ত্রটি নাই।

৭। বা. স. ১. ১. ৩।

৮। বা. স. ১. ১. ৩।

৬। "হে অহ্ননীয়সমূহ, ইন্দ্রের ভাগকে তোমরা বর্দ্ধিত কর!"[৯] ঐ-যেমন তিনি হবিগ্রহণের জন্য দেবতার নাম উল্লেখ করেন,[১০] সেইরূপই "হে অহ্ননীয়সমূহ, ইন্দ্রের ভাগকে তোমরা বর্দ্ধিত কর!"—বলিয়া (এখানে) দেবতার নামোল্লেখ করিয়া থাকেন।

৭। "উত্তমবৎসযুক্ত, নীরোগ ও ক্ষয়ব্যাধিহীন তোমাদিগকে!"[১১] এখানে কোন অস্পষ্টার্থের ন্যায় নাই;[১২]—"চোর ও অশুভাভিলাষী ব্যক্তি যেন (আক্রমণ করিতে) সমর্থ না হয়!"[১৩] তিনি ইহা দ্বারা এই বলেন যে, 'নাশক-জীব ও রক্ষোগণ যেন তোমাদিকে (আক্রমণ করিতে) সমর্থ না হয়।' "—তোমরা এই গো-স্বামীর নিকট বহু হইয়া ধ্রুব হইয়া থাক!"[১৪] তিনি ইহার দ্বারা বলেন যে, 'তোমরা চলিয়া যাইও না, যজমানের নিকট বহু হইয়া থাক।'

৮। অনন্তর তিনি আহবনীয়-আগার বা গার্হপত্য-আগারের পূর্ব্বভাগে সেই শাখাকে (এই মন্ত্রে) স্থাপিত করেন—"যজমানের পশুসমূহ রক্ষা কর!"[১৫] তিনি এই মন্ত্রের দ্বারাই তাহাকে 'যজমানের পশুসমূহ রক্ষা করিবার জন্য প্রদান করেন।

৯। তিনি তাহাতে (এই মন্ত্রে) একখানি প বি ত্র (কুশখণ্ডদ্বয়)[১৬] বন্ধন করেন—"তুমি বসুর পবিত্র!"[১৭] যজ্ঞই বসু, এবং সেইজন্যই তিনি বলেন—"তুমি বসুর পবিত্র!"

৯। ইন্দ্রকে সান্নাষ্য অর্পণ করিতে হইবে, এবং এই সান্নায্য দধি ও দুগ্ধ-রূপ; ইন্দ্রের জন্য অবধ্য গোসমূহ দুগ্ধ বর্দ্ধিত করুক—ইহাই এখানে বিবক্ষিত। মন্ত্র—বা. স. ১. ১. ৪।

১০। দ্রষ্টব্য—১. ১. ২. ১৭।

১১। বা. স. ১. ১. ৪।

১২। ১. ১. ১. ৫; ২ পৃষ্ঠ, ৫ টীকা দ্রষ্টব্য।

১৩। বা. স. ১. ১. ৪।

১৪। বা. স. ১. ১. ৪।

১৫। বা. স. ১. ১. ৫।

১৬। দ্রষ্টব্য—১. ১. ৩. ১; ১ টীকা; ২১ পৃষ্ঠা। পবিত্র তিনখানি কুশেও হইয়া থাকে; কা. শ্রৌ. ৪. ২. ১৫, ১৬; কেহ কেহ প্রাদেশপ্রমাণ কুশত্রয়কে তিন বার আবর্ত্তন করিয়া নয় গুণ করেন; কেহ কেহ বা কুশত্রয়কে রজ্জুর আকার করিয়া, কেহ কেহ বা বেণীর আকার করিয়া পবিত্র করেন।

১৭। বা. স. ১. ২. ১।

১০　তিনি এই রাত্রি য বা গূ[18] দ্বারা অগ্নিহোত্র হোম করিবেন ; (তিনি সান্নায্যের জন্য সেই রাত্রিতে) যে দুগ্ধ (দোহন করেন), ঐ (দুগ্ধরূপ) হবি দেবতা (বিশেষের) নিমিত্ত নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে ; অতএব তিনি যদি হোম করেন, তবে, অন্য দেবতার হবি গ্রহণ করিয়া যেমন অন্য দেবতার হোম করা হয়, তাহাও সেইরূপ হইয়া থাকে। অতএব তিনি এই রাত্রি যবাগূর দ্বারাই অগ্নিহোত্র হোম করিবেন। তিনি যখন অগ্নিহোত্র হোম করিতে আরম্ভ করেন, তখন (অধ্বর্য্যু দ্বারা পাক করিবার স্থানে সান্ন্যায্যের জন্য) পাত্র ('উখা', স্থালী) উপস্থাপিত হইয়া থাকে, এবং তিনি (অধ্বর্য্যু, দোহনকারীকে)[19] বলেন—'(গাভীকে বাছুরের) নিকট ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে, বল !' সে যখন বলিবে—'ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে !' (তখন—)

১১। তিনি (এই মন্ত্রে) পাত্র গ্রহণ করেন—"তুমি দ্যুলোক ! তুমি পৃথিবী !"[20] তিনি যে বলেন—"তুমি দ্যুলোক ! তুমি পৃথিবী !" তাহা দ্বারা ইহার উপস্তুতি ও পূজাই করিয়া থাকেন।—"তুমি মাতরিশ্বার[21] পাত্র ('ঘর্ম্ম') !" তিনি ইহার দ্বারা তাহাকে যজ্ঞই (অর্থাৎ যজ্ঞসাধনই) করিয়া থাকেন, এবং (সোমযাগে) যেমন (প্রবর্গ্য-) পাত্র ('ঘর্ম্ম') স্থাপন করিতে হয়, সেইরূপ স্থাপন করিয়া থাকেন।[22]—"তুমি বিশ্বধারণকারী, তুমি পরম তেজের দ্বারা দৃঢ় হও, বক্র হইয়া পড়িও না !" তিনি ইহার দ্বারা ইহাকে দৃঢ়ই করেন।—

১৮। মণ্ড বা মাড় না গালিয়া পাতলা ভাত ; ইহা চাউল অপেক্ষা ছয় গুণ অধিক জলে পাক করিতে হয় ; বঙ্গের কোন কোন স্থানে ইহাকে 'যাউ' বলে। কেহ কেহ বলেন জলে তণ্ডুল-চূর্ণ দিয়া (চাউল দিয়া নহে) পাতলা করিয়া ইহা পাক করিতে হয় ; ইহা পেয় দ্রব্য। দ্রষ্টব্য—"তণ্ডুলশিথিলপক্কা যবাগূরিতি কর্কঃ ; যবাগূর্বিরলদ্রবা ইত্যপরে ; যবাগূরল্পতণ্ডুলচূর্ণমিশ্রং দ্রবরূপমন্নম্ ইতি স্মৃতিচন্দ্রিকাকারঃ ; পেয়া যবাগূরিতি ধূর্ত্তস্বামিনঃ"—যাজ্ঞিকদেব পদ্ধতি (কা. শ্রৌ. ৪. ২.)। "অন্নং পঞ্চগুণে সাধ্যং বিলেপী চ চতুর্গুণে। মণ্ডশ্চতুর্দ্দশগুণে যবাগূঃ ষড়্ গুণেঽম্ভসি॥"

১৯। কাত্যায়ন বলেন, দোহনকারী শূদ্রভিন্ন হওয়া আবশ্যক ; কা. শ্রৌ. ৪.২.২২।

২০। বা. স. ১.২.২।

২১। বায়ু বা আদিত্য—সায়ণ ; দ্রষ্টব্য—নিরুক্ত ৭.৭৪।

২২। দ্রঃ—১.১.৬.৭ ; ৪ টীকা।

"তোমার যজ্ঞপতি যেন বক্র হইয়া না পড়ে!" যজমানই যজ্ঞপতি, অতএব তিনি ইহা দ্বারা যজমানেরই জন্য বিনাশের অভাব প্রার্থনা করিয়া থাকেন।

১২। অনন্তর তিনি (সেই স্থালী বা পাত্রে) পবিত্র স্থাপন করেন; তিনি তাহা পূর্ব্বাগ্র করিয়া স্থাপন করিবেন, কেননা, দেবগণের দিক্ পূর্ব্ব; অথবা উত্তরাগ্র করিয়া (স্থাপন করিবেন), কেননা, উত্তর দিক্ই মনুষ্যগণের; এবং এই যাহা (বায়ু) বহিতেছে, ইহাই পবিত্র, এবং ইহা এই সমস্ত লোকে তির্য্যক্‌ভাবে অনুক্রমে বহিয়া থাকে; সেইজন্য তিনি উত্তরাগ্র করিয়া স্থাপন করিবেন।

১৩। তাঁহারা যেমন ঐ (সোমযাগের) সময়ে রাজা সোমকে পবিত্রের দ্বারা সম্পূত করেন, এইরূপই এখানে (পবিত্রের দ্বারা দুগ্ধকে) সম্পূত করেন; তাঁহারা (সোমযাগে) যাহা দ্বারা রাজা সোমকে সম্পূত করেন সেই পবিত্র উত্তরাগ্র হইয়া থাকে, এজন্য (এখানেও) তিনি তাহা উত্তরাগ্র করিয়া স্থাপন করিবেন।

১৪। তিনি তাহা (এই মন্ত্রে) স্থাপন করেন—"তুমি বসুর পবিত্র!"[২৩] যজ্ঞই বসু; এই জন্য তিনি বলেন—"তুমি বসুর পবিত্র!"—"(তুমি) শতধার, সহস্রধার!" তিনি যে বলেন—"(তুমি) শতধার, সহস্রধার!" তাহাতে ইহাকে উপস্তুত ও পূজিতই করেন।

১৫। অনন্তর তিনি (গাভী-) ত্রয়ের দোহন পর্য্যন্ত বাক্‌সংযম করেন, কেননা, বাক্ই যজ্ঞ, এবং তিনি মনে করেন যে, 'অবিক্ষুব্ধ হইয়া যজ্ঞ করিব!'[২৪]

১৬। (সেই গাভীত্রয়ের দোহনকারী যখন দোহনপাত্র হইতে স্থালীতে) তাহা (অর্থাৎ সেই দুগ্ধ) আনয়ন করে (ঢালিয়া দেয়), তিনি (তখন এই মন্ত্রে) তাহা অভিমন্ত্রিত করেন—"দেব সবিতা বসুর সুপবিত্রতাসাধক শতধার পবিত্রের দ্বারা তোমাকে পূত করুন!"[২৫] তাঁহারা যেমন সেখানে

২৩। বা. স. ১.৩.১।

২৪। ১.১.২.২ দ্রষ্টব্য।

২৫। বা. স. ১.৩.২।

(সোমযোগে) রাজা সোমকে পবিত্রের দ্বারা সম্পূত করেন, এখানেও সেইরূপ (দুগ্ধকে) সম্পূত করিয়া থাকেন।

১৭। অনন্তর তিনি (গাভীত্রয়ের দোহনকারীকে) বলেন—"তুমি কোনটি দোহন করিলে?"[২৬] (সে উত্তর করে)—'অমুকটি;' তিনি বলেন—"সে বিশ্বায়ু (বিশ্বের আয়ুঃ-সম্পাদিকা)।"[২৭] অনন্তর তিনি দ্বিতীয়টির সম্বন্ধে প্রশ্ন করেন—'কোনটিকে দোহন করিলে?' (সে উত্তর করে)—'অমুকটিকে;' তিনি বলেন—"সে বিশ্বকর্ম্মা (বিশ্বকর্ম্ম-সাধিকা)।[২৮] অনন্তর তিনি তৃতীয়টির সম্বন্ধে প্রশ্ন করেন—"কোনটিকে দোহন করিলে?" (সে উত্তর করে)—'অমুকটিকে;' তিনি বলেন—"সে বিশ্বধায়া (বিশ্বপোষণকারিণী)।"[২৯] তিনি যে (এইরূপ) প্রশ্ন করেন, তাহা দ্বারা ইহাদিগের মধ্যে বীর্য্যকেই স্থাপিত করেন। তিনি তিনটি (গাভী) দোহন করেন, কেননা, এই লোক তিনটিই; এবং তিনি ইহা দ্বারা এই সমস্ত লোক হইতেই (দুগ্ধকে) সঞ্চিত করিয়া থাকেন। অতঃপর তিনি যথেচ্ছ কথা বলিতে পারেন।

১৮। অনন্তর তিনি শেষ (গাভীটিকে) দোহন করাইয়া, যে (কাষ্ঠময়) পাত্রের দ্বারা দোহন করান, তাহাতে জলবিন্দুধারা ঢালিয়া ও কিঞ্চিৎ সঞ্চালিত করিয়া তাহা স্থালীস্থিত (দুগ্ধে) ঢালিয়া দেন;[৩০] কেননা, তিনি মনে করেন যে, 'এখানে (অর্থাৎ দুগ্ধদোহনপাত্রে লাগিয়া) যাহা ছাড়া পড়িয়াছিল, তাহাও ইহাতে থাকিবে,' এবং তাহা রসেরই সমগ্রতার জন্য হয়; কারণ, যখন বৃষ্টি হয়, তখন তাহার পর ওষধিসমূহ জাত হয়; এবং (তাহারা) ওষধিসমূহ ভক্ষণ

২৬। বা. স. ১. ৩. ৩।

২৭। অর্থাৎ তাহার ঐ নাম; বা. স. ১.৪.১।

২৮। বা. স. ১. ৪. ২।

২৯। বা. স. ১. ৪. ৩।

৩০। প্রকৃত ব্রাহ্মণে এস্থলে কোন মন্ত্রপাঠের বিধান না থাকিলেও, সূত্রে তাহা বিহিত হইয়াছে, এবং সেই মন্ত্রটি তৈত্তিরীয় সংহিতায় (১. ১.৩. ১) দেখা যায়। কা. শ্রৌ. ৪. ২. ৩২।

করিলে ও জল পান করিলে, তাহার পর এই রস উৎপন্ন হয়; অতএব (দুগ্ধদোহন পাত্রে জল ঢালিয়া সেই জল দুগ্ধের সহিত যোগ করিলে) তাহা রসেরই সমগ্রতার জন্য হইয়া থাকে। তিনি তাহা (অগ্নির উপর হইতে) নামাইয়া (দধিরূপে) জমান ;[৩১] তিনি ইহাতে তাহাকে তীব্রই করেন, এবং সেই জন্যই (অগ্নির উপর হইতে) তাহা নামাইয়া জমাইয়া লন।

১৯। তিনি তাহা (এই মন্ত্রে দধিরূপে) জমাইয়া লন—"ইন্দ্রের ভাগ (-স্বরূপ) তোমাকে আমি সোমের দ্বারা জমাইতেছি !"[৩২] তিনি যেমন ঐ স্থানে[৩৩] হবি গ্রহণ করিবার জন্য দেবতার নামোল্লেখ করেন, এখানেও সেইরূপ "ইন্দ্রের ভাগ তোমাকে আমি সোমের দ্বারা জমাইতেছি" এই বলিয়া দেবতার নামোল্লেখ করেন, এবং তাহাতে ইহা দেবগণের জন্য স্বাদু করিয়া থাকেন।

২০। অনন্তর তিনি ঊর্দ্ধমুখ জলযুক্ত পাত্রের[৩৪] দ্বারা তাহা (এই ভয়ে) আচ্ছাদন করেন যে, পাছে নাশক-জীব ও রক্ষোগণ ইহাকে উপরে স্পর্শ করে; জল বজ্রই,[৩৫] অতএব তিনি, তাহাতে বজ্রেরই দ্বারা নাশক-জীব ও রক্ষোগণকে এস্থান হইতে বিতাড়িত করেন; এবং সেই জন্যই ঊর্দ্ধমুখ জলযুক্ত পাত্রের দ্বারা তাহা আচ্ছাদন করিয়া থাকেন।

২১। তিনি তাহা (এই মন্ত্রে) আচ্ছাদন করেন—"হে বিষ্ণু, হব্য রক্ষা করুন !"[৩৬] যজ্ঞই বিষ্ণু, অতএব তিনি ইহাতে হবিকে রক্ষা করিবার জন্য

৩১। ১. ৫. ৩. ৬; টীকা ৬ দ্রষ্টব্য। পূর্ব্বদিন অগ্নিহোত্র হোম করিয়া যে দধি অবশিষ্ট থাকে, সেই দধি দুগ্ধের মধ্যে দিয়া জমাইতে হয়। কেহ কেহ বলেন পূর্ব্বদিনে সায়ংকালে যে হোম করা হইয়াছিল তদবশিষ্ট দধি দরকার, কেহ কেহ বলেন প্রাতঃকালের হোমের অবশিষ্ট দধি দরকার, কেহ কেহ বা ঐ উভয় হোমেরই অবশিষ্ট দধির ব্যবস্থা দেন। হোমের পর স্থালীতে যে দধি অবশিষ্ট থাকে তাহাই গ্রহণীয়, স্রুকে যাহা লগ্ন থাকে তাহা গ্রহণীয় নহে। দধি না থাকিলে অপর দ্রব্য দ্বারা জমাইতে হয়। কা. শ্রৌ. ৪. ২. ৩১; যাজ্ঞিকদেব-প্রভৃতির ব্যাখ্যা।

৩২। বা. স. ১. ৪. ৪।

৩৩। ১. ১. ২. ১৮।

৩৪। এই পাত্র মৃন্ময় হইলে চলিবে না; কা শ্রৌ. ৪. ২. ৩৪; তৈ. স. ৩. ২. ৩. ১১।

৩৫। ১. ১. ১. ১৭।

৩৬। বা. স. ১. ৪. ৫।

যজ্ঞকেই প্রদান করিয়া থাকেন; এবং সেই জন্যই বলেন—"হে বিষ্ণু; হব্য রক্ষা করুন!"

পঞ্চম ব্রাহ্মণ

[১ মানুষ জন্মিবার সময়েই দেবগণ, ঋষিগণ, পিতৃগণ ও মনুষ্যগণের নিকট ঋণ লইয়া জন্ম গ্রহণ করে;—২ তিনি দেবগণের ঋণ করেন বলিয়াই তাঁহাদের যাগ ও হোম করেন,—৩ ঋষিগণের নিকট ঋণ করায় অধ্যয়ন করিতে হয়;—৪ পিতৃগণের নিকট ঋণ করায় তাঁহাকে সন্ততি কামনা করিতে হয়;—৫ মনুষ্যগণের নিকটে ঋণ করায় তাঁহাকে অতিথি সৎকার করিতে হয়, পূর্ব্বোক্ত চতুর্ব্বিধ কার্য্য অনুষ্ঠান করিলে লোক কৃতকর্ম্মা হয়, তাহার সমস্ত জয় করা হয়;—৬ হবিকে কাটিয়া খণ্ডিত করিয়া তবে হোম করিতে হয়, এই খণ্ডিত করার নাম অ ব দা ন;—৭ হবিকে চারি খণ্ড করিতে হয়, তাহার যুক্তি, তাহা পঞ্চখণ্ডিত করার কোন প্রয়োজন নাই;—৮ মতান্তরে তাহা পঞ্চখণ্ডিতই হইয়া থাকে, তদ্বিষয়ে যুক্তি, কুরু ও পঞ্চাল দেশে হবি চতুঃখণ্ডিত হয়;—৯ খণ্ডন করিবার পরিমাণ, বেশী পরিমাণ খণ্ডন না করিয়া উপযুক্ত পরিমাণ খণ্ডন করা কর্ত্তব্য—১০ হবি খণ্ডিত করিবার পূর্ব্বে ও পরে তাহাতে ঘৃত লেপন, সোমাহুতি ও আজ্যাহুতি ভেদে আহুতি দুইটি মাত্র, অতএব হবির্যজ্ঞে হবিতে ঘৃত লেপন করিয়া তিনি তাহাকে আজ্যাহুতিস্বরূপ করেন;—১১ অনুবাক্যা দ্যুলোকস্বরূপ, যাজ্যা পৃথিবীস্বরূপ, ও বষট্‌কার সূর্য্যস্বরূপ, বষট্‌কাররূপ পুরুষ ও অনুবাক্যা-যাজ্যা-রূপ স্ত্রী দ্বারা মিথুনবিশেষের উৎপত্তি ও তাহার ফল;—অনুবাক্যা ও যাজ্যার পরে বষট্‌কার করিবার নিয়ম, বষট্‌কারের সঙ্গেই অথবা অব্যবহিত পরে হোমের বিধান—১৩ বষট্‌কার দেবগণের পাত্রস্বরূপ; বষট্‌কারের পূর্ব্বে হোম করায় দোষ; ১৪—বষট্‌কারের পূর্ব্বে ও পরে হোম করিবার ফলাফল;—১৫-১৬ যাজ্যা ও অনুবাক্যার অন্যতর উচ্চারণ দ্বারা দ্যুলোক ও পৃথিবীর উচ্চারণ করা হয়;—১৭ বিলম্বিত-গম্ভীর-স্বরে অনুবাক্যার উচ্চারণ এবং ক্ষিপ্র-ত্বরিতভাবে যাজ্যার উচ্চারণ, গম্ভীরস্বর বৃহৎ-নামক সামের ও ত্বরিতস্বর রথন্তর-নামক সামের রূপ, অনুবাক্যা দ্বারা যজনীয় দেবগণকে আহ্বান করা হয় ও যাজ্যা দ্বারা তাঁহাদিগকে হবি প্রদান করা যায়, 'আহ্বান করিতেছি'—ইত্যাদি বাক্য অনুবাক্যা-স্বরূপ, এবং 'গ্রহণ কর' ইত্যাদি বাক্য যাজ্যার স্বরূপ,—১৮ ১৯ অনুবাক্যা ও যাজ্যার অপর লক্ষণ;—২০ অনুবাক্যা ও যাজ্যারই বিশেষ বিশেষ ধর্ম্ম কথন;—২১ বষট্‌কার শব্দের অর্থনির্ব্বচন;—২২-২৪ দেব-অসুর-ঘটিত আখ্যায়িকা, তাহারা উভয়ে প্রজাপত্য, পিতা প্রজাপতির নিকট হইতে দেবগণ শুক্লপক্ষ ও অসুরগণ কৃষ্ণপক্ষ প্রাপ্ত হন, পরে দেবগণ অসুরগণের ঐ কৃষ্ণপক্ষকেও অপহরণ করেন, তাহা অপহরণ করিয়া দেবগণ তাহাদের সমস্তই অপহরণ করিয়াছিলেন;—২৫ ঐ পক্ষদ্বয়ের নামান্তর ও তাহার অর্থ;—২৬ তদ্বিষয়ে মতান্তর প্রদর্শন, কতকগুলি শব্দের অর্থকথন।]

১। যে ব্যক্তি আছেন (অর্থাৎ জীবন ধারণ করিয়া আছেন), তিনি জন্ম গ্রহণ করিবার সময়েই দেবগণ, ঋষিগণ, পিতৃগণ, ও মনুষ্যগণের নিকটে ঋণ (করিয়া) জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকেন।[১]

২। যেহেতু তাঁহাকে যাগ করিতেই হইবে, সেই জন্য তিনি দেবগণের নিকটে ঋণ (করিয়া) জন্ম গ্রহণ করেন ; এবং তিনি যে ইঁহাদের উদ্দেশে যাগ করেন, ও ইঁহাদের উদ্দেশে হোম করেন, তাহা ইঁহাদের উদ্দেশে সেইজন্যই করিয়া থাকেন।

৩। যেহেতু তাঁহাকে (বেদ) অধ্যয়ন করিতেই হইবে, সেই জন্য তিনি ঋষিগণের নিকটে ঋণ (করিয়া) জন্ম গ্রহণ করেন ; এবং সেইজন্যই তিনি তাহা ইঁহাদের উদ্দেশে করিয়া থাকেন ; কেননা, যিনি (বেদ) অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহাকে তাঁহারা 'ঋষিগণের নিধিরক্ষক' বলিয়া থাকেন।

৪। যেহেতু তাঁহাকে প্রজা (অর্থাৎ সন্ততি) ইচ্ছা করিতেই হইবে, সেই জন্য তিনি পিতৃগণের নিকটে ঋণ (করিয়া) জন্ম গ্রহণ করেন ; এবং সেইজন্যই এই যে ইঁহাদের বিস্তৃত ও অব্যবচ্ছিন্ন সন্ততি, তাহা তিনি ইঁহাদের জন্যই করিয়া থাকেন।

৫। আর যেহেতু তাঁহাকে (গৃহে অতিথিকে) বাস করাইতেই হইবে, সেইজন্য তিনি মনুষ্যগণের নিকটে ঋণ (করিয়া) জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন ; সেইজন্য তিনি যে ইঁহাদিগকে (গৃহে) বাস করান, এবং ইঁহাদিগকে যে ভোজন প্রদান করেন, তাহা ইঁহাদিগের জন্যই করিয়া থাকেন। যিনি এই সমস্ত (কার্য্য) করেন, তিনি কৃতকর্ম্মা ; তাঁহার সমস্ত পাওয়া হয় এবং সমস্ত জয় করা হয়।

৬। তিনি দেবগণের নিকট ঋণ (করিয়া) জন্ম গ্রহণ করেন, এইজন্য, তিনি যে যাগ করেন, তাহা তাঁহাদিগকে প্রদান করেন ('অবদয়তে'), এবং

১০। দ্রষ্টব্য—"জায়মানো বৈ ব্রাহ্মণস্ত্রিভির্ঋণবান্ জায়তে, ব্রহ্মচর্য্যেণ ঋষিভ্যো যজ্ঞেন দেবেভ্যঃ প্রজয়া পিতৃভ্যঃ, এষ বা অনৃণো যঃ পুত্রী যজ্বা ব্রহ্মচারিবাসী"—তৈ স. ৬. ৩. ১০. ১৩ ; তুলঃ—"পঞ্চৈব মহাযজ্ঞাঃ তান্যেব মহাসত্রাণি, ভূতযজ্ঞো মনুষ্যযজ্ঞো পিতৃযজ্ঞো দেবযজ্ঞো ব্রহ্মযজ্ঞ ইতি" ;—১১. ৩. ৮. ১০০।

অগ্নিতে যে হোম করেন, তাহা তাঁহাদিগকে প্রদান করেন; সেই জন্যই যাহা কিছু তাঁহারা অগ্নিতে হোম করেন, তাহার নাম অ ব দা ন।[২]

৭। তাহা (হবি) চতুঃখণ্ডিত হইয়া থাকে; কারণ, (প্রথম) এই অনুবাক্যা, তাহার পর যাজ্যা, তাহার পর বষট্‌কার, এবং তাহার পর যে দেবতার জন্য হবি সম্পন্ন হয় সেই দেবতা চতুর্থ; কেননা, দেবতাবৃন্দ এইরূপেই অবদানসমূহ (অর্থাৎ হবিখণ্ডসমূহ) পাইয়া থাকেন, অথবা অবদানসমূহই দেবতাকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যদি (হবি পঞ্চখণ্ডিত হয়, তবে,) সেই পঞ্চম অবদান অতিরিক্ত হইয়া পড়ে, কেননা, তিনি কাহার জন্য তাহা খণ্ডিত করিবেন? সেই জন্য তাহা চতুঃখণ্ডিতই হইয়া থাকে।

৮। অথবা তাহা পঞ্চখণ্ডিতই হইয়া থাকে; কেননা, যজ্ঞ পঞ্চ-অবয়ব-বিশিষ্ট,[৩] পশু পঞ্চ-অবয়ব-বিশিষ্ট,[৪] এবং সংবৎসরের ঋতু পঞ্চ;[৫] এবং পঞ্চখণ্ডিত হবির ইহাই সম্পৎ। যে ব্যক্তি ইহা এইরূপ জানেন এবং যাঁহার হবি পঞ্চখণ্ডিত হয়, তিনি প্রজা ও পশুসমূহের দ্বারা বহু হইয়া উঠেন।[৬] কিন্তু চতুঃখণ্ডিত (হবিই) কু রু ও প ঞ্চা লে র মধ্যে প্রজ্ঞাত রহিয়াছে; অতএব তাহা চতুঃখণ্ডিত হইয়া থাকে।

৯। তিনি (পুরোডাশরূপ হবির) উপযুক্ত পরিমাণমত[৭] খণ্ডিত করিবেন; কেননা, তিনি যদি মহৎ পরিমাণ খণ্ডিত করেন, তবে তাহা মানবীয় হইয়া পড়ে, এবং যাহা মানবীয় তাহা যজ্ঞের অসমৃদ্ধির জন্য হয়। তিনি মনে ভয় করেন

২। এস্থানে বুঝা যাইতেছে যে, অ ব দা ন শব্দটি অব + √দয় হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে, কিন্তু বস্তুত তাহা নহে; ইহা অব + √দো (অবখণ্ডনে) হইতে নিষ্পন্ন। তাহা হইলে অ ব দা ন শব্দের আসল অর্থ—'যাহা খণ্ডিত করিয়া অর্থাৎ হবি-বিশেষের যে অংশকে কাটিয়া লইয়া তাহা দ্বারা হোম করা যায়।'

৩। ১ ১. ২. ১৬; ৩৭ টীকা, ১৭ পৃঃ। দ্রষ্টব্য—ঐ. ব্রা ২. ৩. ৬।

৪। দ্রঃ—১. ২. ১. ৭-৮।

৫। দ্রঃ—১.৩.২.১০—১১। হেমন্ত ও শিশিরকে অভিন্ন ধরিয়া পাঁচ ঋতু গণনা করা হয়।

৬। যাঁহাদের প্রবর জ ম দ গ্নি, তাঁহাদের সম্বন্ধে এই নিয়ম; কা. শ্রৌ. ১. ৯. ৩-৪-৫।

৭। অর্থাৎ অঙ্গুষ্ঠপর্ব্ব-পরিমাণ; কা. শ্রৌ. ১. ৯. ৬।

যে, 'পাছে যজ্ঞে অসমৃদ্ধিকর করিয়া ফেলি,' সেইজন্য উপযুক্ত পরিমাণই খণ্ডিত করিবেন।

১০। তিনি (পুরোডাশরূপ হবিকে) আজ্য দ্বারা উপলিপ্ত করিয়া ও (সেই) হবি হইতে দুইবার (দুই অংশ) খণ্ডিত করিয়া তাহার উপরে ঘৃত অভিষেচন করেন।[৮] দুইটি মাত্র আহুতি আছে; এক সোমাহুতি ও এক আজ্যাহুতি। তাহার মধ্যে এই যে সোমাহুতি, ইহা অন্যনিরপেক্ষ, এবং হবির্যজ্ঞ ও পশুযজ্ঞ আজ্যাহুতিস্বরূপ;[৯] অতএব তিনি ইহা দ্বারা (পুরোডাশ-খণ্ডনের আদি ও অন্তে তাহাতে আজ্য প্রদান করিয়া) ইহাকে (পুরোডাশকে) আজ্যই করিয়া থাকেন। এবং সেই জন্যই উভয় স্থলে (আদি ও অন্তে) আজ্য (প্রদান করিতে) হয়। আজ্যই দেবগণের প্রিয়; অতএব ইহার দ্বারা তিনি তাহাকে দেবগণের জন্য প্রিয়ই করিয়া থাকেন। এবং সেই জন্যই তাহা উভয় স্থলে হয়।

১১। অনুবাক্যা (স্ত্রীং) ঐ (দ্যৌ-স্বরূপ), এবং যাজ্যা (স্ত্রীং) এই (পৃথিবী-স্বরূপ);[১০] ইহারা দুইটি অঙ্গনা, এবং ইহাদের মিথুন আছে ও বষট্কারই

৮। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, হবি চতুঃখণ্ডিত হয়, কি প্রকারে ইহা সেইরূপ হইতে পারে, এখানে তাহাই উক্ত হইতেছে—পুরোডাশের দুই অংশ খণ্ডিত করিয়া লওয়া হয়, এই দুইখণ্ড; এবং পুরোডাশ খণ্ডিত করিবার পূর্ব্বে ও পরে ঘৃত খণ্ডিত করিতে হয়, অর্থাৎ ধ্রুবাস্থিত আজ্যকে স্রুবের দ্বারা লইয়া জুহূতে রাখিতে হয়, অতএব এই দুইখণ্ড; সমষ্টিতে চারিখণ্ড; এবং এইরূপেই হবি চতুঃখণ্ডিত হইয়া থাকে। যাহাদের হবি চতুঃখণ্ডিত বা যাহাদের পঞ্চখণ্ডিত হয়, তাহাদের সম্বন্ধে পুরোডাশের কোন কোন স্থান হইতে খণ্ডন করিতে হয়, তজ্জন্য কা. শ্রৌ. ১. ৯. ৬ দ্রষ্টব্য।

৯। অর্থাৎ সোম নিজেই আহুতিস্বরূপ বলিয়া তাহার আর আজ্যের অপেক্ষা থাকে না। কিন্তু হবির্যজ্ঞ ও পশুযজ্ঞ তাদৃশ নহে বলিয়া তাহাতে আজ্য প্রদান করিয়া আজ্যাহুতিরূপে তাহাদিগকে পরিণত করিতে হইবে, কেননা, আহুতি দুইটি মাত্র, সোমাহুতি ও আজ্যাহুতি, ইহা ভিন্ন আর আহুতি হইতে পারে না।

১০। অগ্রে ১৭শ কণ্ডিকায় বলা হইবে যে, অনুবাক্যা দ্বারা দেবতাকে আহ্বান করা হয়, এবং যাজ্যা দ্বারা হবি প্রদান করা হয়; আহ্বাতব্য দেবতাগণ দ্যুলোকে থাকেন, এবং হবিপ্রদান এই পৃথিবী লোকে হইয়া থাকে বলিয়া তাহাদের উভয়কে যথাক্রমে দ্যুলোক ও ভূলোক বলিয়া বর্ণন করা যাইতেছে।

(পুং, সেই মিথুন সম্পূর্ণ করে)। এই যিনি (সূর্য্য) তাপ প্রদান করিতেছেন, ইনিই বষট্কার ; ইনি যখন উদিত হন, তখন ইনি উহাকে (ঐ দ্যোকে) অভিগমন করেন, এবং যখন অস্তগমন করেন, তখন ইহাকে (এই পৃথিবীকে) অভিগমন করেন ; অতএব ইহাদের উভয়ের দ্বারা এই যাহা উৎপাদিত হইয়াছে, তাহা তাহারা এই যুবকের দ্বারাই উৎপাদন করিয়াছে।

১২। তিনি অনুবাক্যা উচ্চারণ করিয়া ও যাজ্যা পাঠ করিয়া তাহার পশ্চাৎ বষট্কার উচ্চারণ করেন ; কেননা, যুবক পশ্চাৎ দিক্ হইতে আসিয়া স্ত্রীকে অভিগমন করিয়া থাকে ; অতএব তিনি ইহার দ্বারা তাহাদের উভয়কে (যাজ্যা ও অনুবাক্যা-রূপ স্ত্রীকে) অগ্রে করিয়া যুবক বষট্কারের দ্বারা অভিগমন করান, সেইজন্য বষট্কারের সঙ্গেই অথবা বষট্কারের (অব্যবহিত) পরেই তিনি হোম করিবেন।[১১]

১৩। এই বষট্কার দেবগণের পাত্রস্বরূপই, এবং যেমন কেহ পাত্র উদ্ধৃত করিয়া তাহার পর তাহাতে (কোন খাদ্য বস্তু) প্রদান করে, তাহাও সেইরূপ।[১২] আর যদি তিনি বষট্কারের পূর্ব্বেই হোম করেন, তবে তাহা, খাদ্য ভূমিতে নীচে পড়িলে যেরূপ হয়, সেইরূপ (বিনষ্ট) হইয়া থাকে। অতএব তিনি বষট্কারের সঙ্গেই অথবা বষট্কারের (অব্যবহিত) পরেই হোম করিবেন।

১৪। (এবং তাহা হইলে), যোনিতে যেরূপ রেত সেচন করা হয়, তাহাও সেইরূপ হইয়া থাকে। আর যদি বষট্কারের পূর্ব্বে তিনি হোম করেন, তবে, রেত অযোনিতে সিক্ত হইলে যেরূপ হয়, তাহাও সেইরূপ (বিনষ্ট) হইয়া থাকে। সেইজন্য তিনি বষট্কারের সঙ্গেই, অথবা বষট্কারের (অব্যবহিত) পরেই হোম করিবেন।

১৫। ঐ (দ্যুলোকই) অনুবাক্যা, এবং এই (পৃথিবী) যাজ্যা। ইহা (পৃথিবী) গায়ত্রী, এবং উহা (দ্যুলোক) ত্রিষ্টুপ্। তিনি যে গায়ত্রী উচ্চারণ করেন, তাহাতে ঐ (দ্যুলোককে) উচ্চারণ করিয়া থাকেন,

---

১১। অর্থাৎ বষট্কারের পূর্ব্বে যেন হোম না হয়।

১২। অর্থাৎ বষট্কার উচ্চারণ করিবার পর হোমও সেইরূপ।

কেননা, উহাই (ঐ দ্যুলোকই) অনুবাক্যা ; এবং তিনি তাহাতে ইহাকেও (পৃথিবীকেও) উচ্চারণ করেন; কেননা, ইহাই (পৃথিবীই) গায়ত্রী।[১৩]

১৬। অনন্তর তিনি যে ত্রিষ্টুপের দ্বারা যাগ করেন,[১৪] তাহাতে ইহার দ্বারাই (পৃথিবীর দ্বারাই) যাগ করিয়া থাকেন ; কেননা, ইহাই (পৃথিবীই) যাজ্যা। (অতএব) তিনি উহার (দ্যুলোকের) পরেই বষট্‌কার করেন, কেননা, উহাই (দ্যুলোক) ত্রিষ্টুপ্। তিনি তাহা দ্বারা (অর্থাৎ অনুবাক্যাকে গায়ত্রী-যুক্ত, এবং যাজ্যাকে ত্রিষ্টুপ্-যুক্ত করিয়া) ইহাদের উভয়কে (পৃথিবী ও দ্যুলোককে) সংযুক্ত করেন। এবং সেই জন্যই ইহারা উভয়ে এক সঙ্গে ভোজন করিয়া থাকে ;[১৫] এবং ইহাদের (সেই) সহ-সম্ভোগ অনুসরণ করিয়া প্রজাসমূহ সম্ভোগ করে।

১৭। তিনি বিলম্বিতের ন্যায় (অর্থাৎ গম্ভীরস্বর)[১৬] হইয়া অনুবাক্যাকে উচ্চারণ করিবেন ; অনুবাক্যা উহাই (দ্যুলোকই), এবং বৃ হ ৎ (সামও) উহা (দ্যুলোক), অতএব তাহা (বিলম্বিত-ভাব গম্ভীরত্ব) বৃ হ ৎ (সামেরই) রূপ। তিনি যাজ্যার নিমিত্ত (অর্থাৎ তাহা পাঠ করিবার জন্য) ক্ষিপ্র হইয়া ত্বরাযুক্ত হইবেন ; যাজ্যা ইহাই (পৃথিবীই), এবং র থ ন্ত র (সামও) ইহা (পৃথিবী); অতএব তাহা (ত্বরিতভাবে উচ্চারণ) র থ ন্ত র (সামেরই) রূপ।[১৭]

১৩। অনুবাক্যা=দ্যুলোক, যাজ্যা=পৃথিবী ; পৃথিবী=গায়ত্রী, দ্যুলোক=ত্রিষ্টুপ্ ; অনুবাক্যা গায়ত্রী ছন্দের এবং যাজ্যা ত্রিষ্টুপ্ ছন্দের। এইযুক্তি অবলম্বনে এখানে ইহাদের অভেদ প্রতিপাদিত হইয়াছে; এবং বলা হইতেছে যে, গায়ত্রী-ছন্দোযুক্ত অনুবাক্যার উচ্চারণে দ্যুলোক ও পৃথিবী উভয়েরই উচ্চারণ করা হয় ; অতএব অনুবাক্যা গায়ত্রী-ছন্দোযুক্ত হওয়াই উচিত।

১৪। এস্থানেও পূর্ব্বের ন্যায় প্রতিপাদন করা হইতেছে যে, যাজ্যা ত্রিষ্টুপ্-যুক্ত হওয়া উচিত।

১৫। "দ্যাবাপৃথিবীভ্যাং স্বাহা"—এই বলিয়া একত্র আহুতি প্রদান করা হয়। দ্রষ্টব্য— ঐ. ব্রা. ১. ৩. ৫; তৈ. ব্রা. ২. ১. ৭. ১ ; ৮. ২।

১৬। "আম্বিয়ন্নিব"; সায়ণ বলেন—"বর্ণানালোড়য়ন্নিব শনৈঃ...অম্বিতির্গত্যর্থঃ।" তুলঃ— "পর্য্যঙ্খয়্যাতে"—ঋ. স. ১০. ১৬. ৭।

১৭। সামবেদ-সংহিতার কয়েকটি সামের বিশেষ বিশেষ নাম আছে, যথা—বৃ হ ৎ, র থ ন্ত র, বৈ রূ প, বৈ রা জ, শা ক র, ও রৈ ব ত। ইহাদের মধ্যে বৃ হ ৎ ও র থ ন্ত র সামই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ (ঐ. ব্রা. ৪. ২. ৩; ৪, ৬ ("ত্বামিদ্ধি হবামহে সাতৌ বাজস্য কারবঃ ;"— 'হে ইন্দ্র, স্তুতিকারক আমরা

তিনি অনুবাক্যা দ্বারা (যজনীয় দেবগণকে) আহ্বান করেন, এবং যাজ্যা দ্বারা (তাঁহাদিগকে হবি) প্রদান করেন। অতএব 'আমি আহ্বান করিতেছি!' 'আমরা আহ্বান করিতেছি!' 'আগমন কর!' 'এই বর্হিতে উপবেশন কর!'—এই সকল অনুবাক্যার রূপ, কেননা, তিনি তাহার দ্বারা আহ্বান করেন। তিনি যাজ্যা দ্বারা প্রদান করেন, এইজন্য 'গ্রহণ কর!' 'হবি সেবন কর!' 'হবি আস্বাদন কর ('আবৃষায়স্ব')!' 'ভোজন কর!' 'পান কর!' 'সম্মুখে!'—এই সকল যাজ্যার রূপ, কেননা, তিনি তাহার দ্বারা প্রদান করেন।

১৮। যাহার (অর্থাৎ যে মন্ত্রের) পুরোভাগে (যজনীয় দেবতার নামরূপ) লক্ষণ থাকে, তাহা অনুবাক্যা হইবে; এবং উহাই (ঐ দ্যুলোকই) অনুবাক্যা, কেননা, উহার নীচে লক্ষণ-স্বরূপ চন্দ্র, নক্ষত্র ও সূর্য্য রহিয়াছে।[১৮]

১৯। আর যাহার উপরিভাগে (শেষে, দেবতার নামরূপ) লক্ষণ থাকে, তাহা যাজ্যা হইবে;[১৯] এবং ইহাই (এই পৃথিবীই) যাজ্যা, কেননা, ইহার উপরিভাগে লক্ষণস্বরূপ ওষধিসমূহ, বনস্পতিসমূহ, জল, অগ্নি ও এই প্রজাসমূহ রহিয়াছে।

২০। সেই অনুবাক্যাই সমৃদ্ধ হইয়া থাকে,—যাহার প্রথম পদে তিনি দেবতাকে উচ্চারণ করেন; এবং সেই যাজ্যাই সমৃদ্ধ, যাহার শেষ পদে

অন্নের সংবিভাগে তোমাকেই আহ্বান করিয়াছি ..." —এই ঋক্‌মন্ত্রে (ঋ° স. ৬. ৪৬. ১) উৎপন্ন সাম বৃহৎসাম নামে প্রসিদ্ধ (সা. সং. ১. ৩. ১. ৫. ১.;—২. ২. ১. ১২. ১); এবং "অভি ত্বা শূর নোনুমোঽদুগ্ধা ইব ধেনবঃ··· ;"—"হে শূর ইন্দ্র, অদুগ্ধ ধেনুসমূহের ন্যায় আমরা তোমাকে অতিশয় স্তব করিতেছি...;" এই ঋক্ (ঋ. স. ৮. ৩২. ২২) মন্ত্র হইতে উৎপন্ন সাম র থ ন্ত র বলিয়া প্রসিদ্ধ (সা. স. ১. ৩. ১. ৫. ১ ;—২. ১. ১১ ৩১)। দ্রষ্টব্য—তৈ. স. ৭. ১. ১. ৪।

১৮। মন্ত্র যে স্থান হইতে আরম্ভ হয় তাহাই তাহার অগ্রভাগ বা অধোভাগ, এবং যেখানে তাহা শেষ হয় তাহাই তাহার পরভাগ বা উপরিভাগ। মন্ত্রের অগ্রভাগ বা অধোভাগে যেমন দেবতার নাম-রূপ লক্ষণ থাকে, দ্যুলোকেরও অধোভাগে চন্দ্রপ্রভৃতি তাহার সেইরূপ লক্ষণ। অনুবাক্যার অগ্রে দেবতার নাম থাকে; যথা অগ্নির অনুবাক্যা—"অগ্নির্মূর্দ্ধা দিবঃ ককুৎ···," ঋ. স. ৮. ৪৪. ১৬; ইন্দ্র ও অগ্নির অনুবাক্যা যথা—"ইন্দ্রাগ্নী অবসা গতিং···" ঐ, ৭. ৯৯. ৭; ইত্যাদি।

১৯। যাজ্যার শেষ ভাগে দেবতার নাম থাকে; অগ্নির যাজ্যা যথা—"ভুবো যজ্ঞস্য রজসশ্চ নেতা ···অগ্নে চকৃষে হব্যবাহং," ঋ. স. ১০. ৮. ৬; ইন্দ্র ও অগ্নির যাজ্যা যথা—"গীর্ভির্বিপ্র প্রমতিমিচ্ছমানঃ ··· ইন্দ্রাগ্নী···," ঐ, ৭. ৯৩. ৪; ইত্যাদি।

দেবতার (উচ্চারণের) পর তিনি বষট্‌কার করিতে পারেন ; কেননা, দেবতাই ঋকের বীর্য্য ; অতএব তিনি ইহাতে (অর্থাৎ, অনুবাক্যা ও যাজ্যার দ্বারা) উভয় দিকেই বীর্য্যের দ্বারা হবি পরিগৃহীত করিয়া, যে দেবতার জন্য তাহা (অভিপ্রেত) হয়, তাঁহাকে প্রদান করিয়া থাকেন।

২১। তিনি 'বৌ ক্‌ ('—এই শব্দ উচ্চারণ) করেন ; কেননা, বাক্‌ই বষট্‌কার, এবং রেতঃস্বরূপ'; অতএব তিনি ইহাতে রেতই সেচন করেন। তিনি ষ ট্‌ ('—এই শব্দ উচ্চারণ করেন) ; ঋতুই ষট্‌ 'হইয়া থাকে,[20] অতএব তাহা দ্বারা ঋতুসমূহেই রেত সেচন করা হয়, এবং ঋতুসমূহ সেই সিক্ত রেতকে দিয়া এই প্রজাসমূহ উৎপাদন করাইয়া থাকে ; তিনি সেইজন্যই এইরূপে বষট্‌কার করিয়া থাকেন।

২২। দেবগণ ও অসুরগণ ইঁহারা উভয়েই প্রজাপতির পুত্র ; তাঁহারা পিতা প্রজাপতির নিকট হইতে পৈতৃকধনস্বরূপ এই অর্দ্ধমাসদ্বয় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ; যাহা আপূর্য্যমাণ হয় (অর্থাৎ শুক্লপক্ষ) তাহা দেবগণ, এবং যাহা অপক্ষীয়মাণ হয় (অর্থাৎ কৃষ্ণপক্ষ) তাহা অসুরগণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

২৩। দেবগণ কামনা করিয়াছিলেন যে, 'অসুরগণের এই যে (ভাগ) রহিয়াছে, ইহাও আমরা কি প্রকারে অপহরণ করিব !'[21] তাঁহারা অর্চ্চনা ও শ্রম করিতে করিতে বিচরণ করিতে লাগিলেন, এবং দর্শ ও পূর্ণমাস-স্বরূপ হবির্যজ্ঞকে দর্শন করিলেন ; তাঁহারা তাহা দ্বারা যাগ করিলেন ও তাহা দ্বারা যাগ করিয়া ইহাও অপহরণ করিলেন—

২৪। যাহা অসুরগণের ছিল। এই দুইটি (পক্ষ) যখন পরিভ্রমণ করে, তখন মাস হয়, এবং মাসে মাসে সংবৎসর হয়। সমস্তই সংবৎসর ; অতএব দেবগণ তাহা দ্বারা অসুরগণের সমস্তই অপহরণ করিয়াছিলেন,[22] সমস্ত হইতে

২০। দ্রষ্টব্য—তৈ. ব্রা. ৩.১.৬। এখানে 'বষট্‌' শব্দের কাল্পনিক ব্যুৎপত্তি প্রদর্শিত হইতেছে যে, বৌক্‌+ষট্‌ হইতে বৌ ষ ট্‌ হইয়াছে। বৌ ষ ট্‌ ও ব ষ ট্‌ অভিন্ন ; "বৌষড়িতি বষট্‌কারঃ"—আশ্ব শ্রৌ. ১. ৫. ১৫।

২১। "সংবৃঞ্জীমহি ;" সায়ণ অর্থ করিয়াছেন—"অপহরেমাহি।"

২২। "সমবৃঞ্জত ;" "স্বাধীনং কৃতবন্তঃ"—ইতি সায়ণ।

শত্রু অসুরগণকে বঞ্চিত করিয়াছিলেন। যে ব্যক্তি ইহা এইরূপ জানেন, তিনি শত্রুগণের সমস্তই অপহরণ করেন এবং সমস্ত হইতে শত্রুগণকে বঞ্চিত করেন।

২৫। যাহা (যে অর্দ্ধমাস) দেবগণের ছিল, তাহা য বা (বলিয়া অভিহিত হয়), কেননা, দেবগণ তাহা দ্বারা যুক্ত হইয়াছিলেন ('আযুবত', √যু); আর যাহা অসুরগণের ছিল, তাহা অ য বা, কেননা, অসুরগণ তাহা দ্বারা যুক্ত হয় নাই।

২৬। অথবা, কেহ কেহ অন্যরূপে বলিয়া থাকেন—'যাহা দেবগণের ছিল, তাহা অ য বা, কেননা, অসুরগণ তাহা দ্বারা যুক্ত হইতে পারেন নাই; আর যাহা অসুরগণের ছিল, তাহা য বা, কেননা, দেবগণ তাহা দ্বারা যুক্ত হইয়াছিলেন।' স হ্ব দিনকে, স গ রা রাত্রিকে, য ব্য-সমূহ মাসসমূহকে, ও সু মে ক সংবৎসরকে (বুঝাইয়া থাকে); এই যে সু মে ক, ইহা স্বে ক ই।[২৩] য বা ও অ য বা (বস্তুত) য বা (বলিয়া গৃহীত হয়), অতএব ইহাদের মধ্যে যাহার সহিত হোতা (সম্বদ্ধ) হন, (তাঁহার) সেই (কার্য্যকে) তাঁহারা য বা গ্নি-হো ত্র বলিয়া থাকেন।

ষষ্ঠ প্রপাঠক

প্রথম ব্রাহ্মণ

[১ আখ্যায়িকা—দেবগণের দ্যুলোকে উত্থান ও পশুপতিকে পরিত্যাগ,—২—৩ দেবগণ যাহাতে দ্যুলোকে গিয়াছিলেন তাঁহাদিগকে তাহা অনুষ্ঠান করিতে দেখিয়া পশুপতির ক্ষোভ ও স্বিষ্টকৃৎ-যাগের সময় (অস্ত্রধারণ করিয়া যজ্ঞবেদির) উত্তরদিকে গিয়া উপস্থিতি;—৪ পশুপতির নিকটে

২৩। তৈত্তিরীয় সংহিতায় (৪. ৪. ৭. ২৩-২৯) উক্ত হইয়াছে—"যাবা অযাবা এবা ঊমাঃ সন্ন: সগরঃ সুমেকুঃ।" সায়ণ ঐ স্থানের ব্যাখ্যায় বলেন—প্রথম ছয়টি শব্দ বসন্তাদি ঋতুকে বুঝায়; আর সু মে ক শব্দের অর্থ সংবৎসর। মূল ব্রাহ্মণে উক্ত হইয়াছে সু মে ক=স্বে ক; সায়ণ স্বে ক শব্দের (সু+এ ক, এই ব্যুৎপত্তি দেখাইয়া) সংবৎসরই অর্থ করিয়াছেন। স্বেক, বা সু+এ ক হইতে সু মে ক হইলে একটি মকারের আগম হইয়াছে বলিতে হইবে; তুলঃ—পালি, হায়তি+এব=হায়তিমেব, কসা+ইব কসামিব…; পালিপ্রকাশ ২.§৮।

দেবগণকর্তৃক অস্ত্রনিক্ষেপের নিষেধ প্রার্থনা, তাঁহার কথামত দেবগণকর্তৃক তাঁহার যজ্ঞিয় অংশের ব্যবস্থা, পশুপতির অস্ত্রসংহরণ;—৫ পশুপতিকে কোন আহুতি দেওয়া হইবে তদ্বিষয়ে দেবগণের চিন্তা;—৬ হবিসমূহকে আজ্য দ্বারা অভিষেচনপ্রভৃতি করিবার জন্য দেবগণের অধ্বর্যুর নিকটে প্রার্থনা—৭ অধ্বর্যুকর্তৃক তাহার অনুষ্ঠান, স্বি ষ্ট কৃ ৎ সর্ব্বত্রই যজ্ঞে ভাগপ্রাপ্ত হন;—৮ স্বি ষ্ট কৃ ৎ কে অগ্নির নামে হোম করিতে হয়, দেশবিশেষে অগ্নির ভিন্ন-ভিন্ন নাম, সমস্ত নামের মধ্যে 'অগ্নি' নামই শ্রেষ্ঠ;—৯ অগ্নির স্বি ষ্ট কৃ ৎ নাম হইবার কারণ;—১০ তত্তন্মন্ত্র-উচ্চারণে স্বিষ্টকৃৎ-অগ্নি এবং অন্যান্য দেবতা ও হবির উল্লেখ;—১১ অপর সমস্ত দেবতার উল্লেখ;—১২ কেহ কেহ মন্ত্রে পদবিশেষের পূর্ব্বে দেবতার নামোল্লেখ করেন—এই মতের খণ্ডন; ১৩-১৫ কতগুলি মন্ত্রের ব্যাখ্যা; ১৬ যাজ্যা ও অনুবাক্যা পরস্পর যোগ্যতম হইবার কারণ;—১৭ যাজ্যা ও অনুবাক্যা ত্রিষ্টুপ্ ছন্দের হওয়ার কারণ;—১৮ অথবা তাহা অনুষ্টুপ্ছন্দের হইবে, তাহার যুক্তি;—১৯ ভা ল্ল বে য়ে র মত উল্লেখ করিয়া তাহার অনাদরণীয়তা-প্রদর্শন, যজ্ঞে বিরুদ্ধ (বা ক্রমহীন) অনুষ্ঠান পরিবর্জ্জনীয়;—২০ স্বিষ্টকৃৎ অগ্নির হবির উত্তর ভাগ খণ্ডিত করিয়া তাহা অগ্নির উভয় দিকে হোম করিতে হয়, উত্তর দিক্ স্বিষ্ট-কৃতের;—২১ অপর সমস্ত আহুতি অপেক্ষা অগ্নির সম্মুখ ভাগে তাহার আহুতি, তাহার যুক্তি, অন্যান্য আহুতির সহিত ইহাকে সংসৃষ্ট করিলে দোষ;—২২ গার্হপত্যের পূর্ব্বদিকে আহবনীয়ের অবস্থাপন ও তাহার যুক্তি;—২৩ ঐ অগ্নির তাহা হইতে আট পা তফাতে স্থাপন;—২৪ এগার পা তফাতে স্থাপন-বিধি;—২৫ বার পা তফাতে স্থাপনবিধি, পরিমাণের বিশেষ কোন নিয়ম নাই, যেখানে উপযুক্ত বিবেচিত হইবে সেখানেই স্থাপন করিতে পারা যায়, আট পা'র কম তফাতেও স্থাপন করিতে পারা যায়;—২৬ আহবনীয়ে হবি পাক করিবার অনুকূলে যুক্তি;—২৭ গার্হপত্যে পাক করিবার অনুকূলে যুক্তি, দু এর মধ্যে যে স্থানে ইচ্ছা সে স্থানেই পাক করিতে পারা যায়;—২৮ যজ্ঞের চারি দিকে কুশবেষ্টন করিলে যজ্ঞ অনগ্ন হয়, ব্রাহ্মণের ভোজনে যজ্ঞ তৃপ্ত হয়।]

১। দেবগণ যজ্ঞের দ্বারা দ্যুলোকে উত্থিত হইয়াছিলেন, কিন্তু এই যে দেব পশুগণের প্রভু, তিনি এখানে পরিত্যক্ত হইয়াছিলেন; সেই জন্য তাঁহারা তাঁহাকে বা স্ত ব্য বলিয়া থাকেন, কেননা, তিনি বা স্তু তে (যজ্ঞভূমিতে)[১] পরিত্যক্ত হইয়াছিলেন।

২। দেবগণ যাহার দ্বারা দ্যুলোকে উত্থিত হইয়াছিলেন, তাঁহারা তাহার দ্বারা অর্চ্চনা করিতে করিতে ও শ্রম করিতে করিতে বিচরণ করিতে-ছিলেন, এবং এই যে দেব পশুগণের প্রভু,—যিনি এখানে পরিত্যক্ত হইয়াছিলেন,—

১। অথবা 'যজ্ঞভাগের নিকট হইতে;' দ্রষ্টব্য—৭ম কণ্ডিকা।

৩। তিনি (তাহা) দেখিতে পাইলেন, (এবং বলিলেন—) 'আমি পরিত্যক্ত হইয়াছি, আমাকে ইঁহারা যজ্ঞ হইতে বহিষ্কৃত করিয়াছেন!' অনন্তর তিনি উত্থিত হইলেন ও উদ্যত (অস্ত্র ধারণ করিয়া) উত্তর দিকে গিয়া উপস্থিত হইলেন; (এবং যখন ইহা ঘটিয়াছিল তখন) তাহা স্বি ষ্টকৃ তে র সময় ছিল।

৪। দেবগণ বলিলেন—'নিক্ষেপ করিবেন না!'[৩] তিনি বলিলেন—'(তবে) আমাকে যজ্ঞ হইতে বহিষ্কৃত করিবেন না! আমার আহুতি কল্পিত করুন!' তাঁহারা বলিলেন—'তাহাই হইবে!' তিনি (সেই অস্ত্র) সংহৃত করিলেন,[৪] আর ক্ষেপণ করিলেন না, এবং কাহাকেও হিংসাও করিলেন না।

৫। তাঁহারা (পরস্পর) বলিলেন—'আমাদের জন্য যে পরিমাণ হবি গৃহীত হইয়াছিল, তাহার সমস্তই হোম করা হইয়াছে; অতএব আপনারা চিন্তা করুন যাহাতে আমরা ইঁহার জন্য আহুতি কল্পিত করিতে পারি!'

৬ তাঁহারা অধ্বর্য্যুকে বলিলেন—'যথাক্রমে হবিসমূহকে (আজ্য দ্বারা) অভিষিক্ত করুন, এবং (অতিরিক্ত আর) একটি খণ্ডের ('অবদান') জন্য পুনর্ব্বার ইহাকে (আজ্য দ্বারা) বর্দ্ধিত করুন ও (তাহা দ্বারা ইহাকে) অনিঃসার করুন, এবং তাহার পর এক-একটি খণ্ড খণ্ডিত করুন।'

৭। অধ্বর্য্যু যথাক্রমে হবিসমূহকে (আজ্য দ্বারা) অভিষিক্ত করিলেন, ও একটি (অতিরিক্ত) খণ্ডের জন্য পুনর্ব্বার তাহা আজ্য দ্বারা বর্দ্ধিত করিলেন ও অনিঃসার করিলেন, এবং তাহার পর এক-একটি খণ্ড খণ্ডিত করিলেন। সেই জন্য তাঁহারা (তাঁহাকে—পশুপতিকে) বা স্ত ব্য বলিয়া থাকেন, কেননা, হবিসমূহ হুত হইলে যাহা (অবশিষ্ট) থাকে তাহা বা স্ত। অতএব যে কোন দেবতার জন্য হবি গৃহীত হয়, সর্ব্বত্রই স্বি ষ্ট কৃ ৎ ভাগ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, কেননা, দেবগণ ইঁহাকে সর্ব্বত্রই ভাগ প্রদান করিয়াছিলেন।

২। মূল "আয়তয়া;" স্পষ্টই বুঝা যায় ইহা একটি বিশেষণ পদ, ইহার বিশেষ্য 'হেতি' শব্দ কল্পনা করিতে পারা যায়; অথবা 'তনু' শব্দও ধরিলে হয়, তাহা হইলে অর্থ হইবে—'বিস্তৃত শরীরের দ্বারা;" See J. Eggeling's note 2, p.200.

৩। মূল—"মা বিস্রক্ষীঃ;" সায়ণ অর্থ করিয়াছেন—"যজ্ঞং বিস্পষ্টং মা কার্ষীঃ।"

৪। "সমবৃহৎ;" সায়ণ বলেন—"যজ্ঞং ঊর্দ্ধং প্রাপয়ৎ।"

৮। 'অগ্নিকে (হুত হইতেছে)', এই বলিয়া তাহা করা হয়, কেননা, সেই দেব অগ্নিই; এবং এই সমস্ত নাম তাঁহার—শ র্ব, যথা প্রাচ্যগণ বলিয়া থাকেন; ভ ব, যথা বা হী ক-গণ বলিয়া থাকেন; প শু প তি ('পশূনাং পতিঃ'), রু দ্র ও অ গ্নি।[৫] তাঁহার আর সমস্ত নাম অশান্ত এবং অ গ্নি এইটিই শান্ততম। এই জন্য 'অগ্নিকে (হোম করা হইতেছে), স্বি ষ্ট কৃ ৎ কে (হোম করা হইতেছে)' এই বলিয়া তাহা করা হয়।

৯। তাঁহারা (দেবগণ) বলিলেন—'আপনি ঐ স্থানে[৬] থাকিতে আমরা যাহা যাগ করিয়াছি, যাহাতে তাহা ভালরূপে যাগ করা হয় ('স্বিষ্টং'), আপনি তাহা করুন!' তিনি তাঁহাদের জন্য তাহা ভালরূপে যাগ করিয়াছিলেন, এবং সেই নিমিত্ত বলা হয়—'স্বি ষ্ট কৃ ৎ কে।'

১০। তিনি (হোতা) অনুবাক্যা[৭] উচ্চারণ করিয়া, (প্রযাজ ও আজ্যভাগ প্রভৃতিতে) যে সকল (দেবতার যাগ করা হইয়াছে, তাঁহাদিগকে) ও স্বিষ্টকৃৎ অগ্নিকে (এইরূপে) উল্লেখ করেন—"অগ্নি অগ্নির প্রিয় হবিখণ্ডসমূহ যাগ করিয়াছেন!" তিনি ইহা দ্বারা আগ্নেয় আজ্যভাগকে বলিয়া থাকেন;[৮]—"তিনি সোমের প্রিয় হবিখণ্ডসমূহ যাগ করিয়াছেন!" ইহাতে তিনি সোম দেবতার আজ্যভাগকে বলিয়া থাকেন;—"তিনি অগ্নির প্রিয় হবিখণ্ডসমূহ যাগ করিয়াছেন!"[৯] ইহাতে তিনি সেই আগ্নেয় পুরোডাশকে বলিয়া থাকেন,—যাহা উভয় স্থানেই (দর্শ ও পূর্ণমাসে) অপরিবর্জ্জনীয়।

১১। অনন্তর তিনি যথাক্রমে সমস্ত দেবতার (উল্লেখ করেন)—"তিনি আজ্যপ দেবগণের প্রিয় হবিখণ্ডসমূহ যাগ করিয়াছেন!" তিনি ইহাতে প্রযাজ ও অনুযাজ-সমূহকে বলেন, কেননা, প্রযাজ ও অনুযাজ-সমূহই আজ্যপ দেবগণ।

৫। এ স্থানে অগ্নিকে রুদ্রের সহিত অভিন্ন বলা হইয়াছে; পশুপতি শিবের কথাও এখানে লক্ষণীয়, তিনি উত্তর দিকে (তুল: কৈলাস) অভ্যুত্থিত হইয়াছিলেন (৩, ও ২০, কণ্ডিকা)। দ্রষ্টব্য ৬. ১. ৩. ১০-১২; Muir's Original Sanskrit Texts, IV. pp. 328. 329 seq.

৬। 'আহুতির আধারভূত আহবনীয় দেশে'—সায়ণ।

৭। স্বিষ্টকৃৎ-অনুবাক্যা—ঋ. স. ১০. ২. ১; আশ্ব. শ্রৌ. ১. ৬. ২।

৮। দ্রঃ—১. ৩. ৪. ১৬-১৭।

৯। এই ও বক্ষ্যমাণ মন্ত্রগুলির জন্য দ্রষ্টব্য—বা. স. ২১. ৪৭।

—"তিনি হোতা অগ্নির প্রিয় হবিখণ্ডসমূহ যাগ করিবেন!" ইহা দ্বারা তিনি হোতা অগ্নিকে বলিয়া থাকেন এবং সেই জন্যই দেবগণ ইহার এই আহুতি কল্পনা করিয়া তাহার পর ইহার (এই মন্ত্রের) দ্বারা তাঁহাকে অধিকতর প্রসন্ন করিয়াছিলেন ও এই প্রিয় হবিখণ্ডের নিকটে[১০] আহ্বান করিয়াছিলেন। তিনি সেই নিমিত্ত এই প্রকার উল্লেখ করিয়া[১১] থাকেন।

১২। এস্থানে কেহ কেহ 'যাগ করিয়াছেন ('অযাট্')' এই পদের পূর্ব্বে দেবতার নাম করিয়া থাকেন, যথা—'অগ্নির (প্রিয় হবিখণ্ডসমূহ) যাগ করিয়াছেন!' 'সোমের (প্রিয় হবিখণ্ডসমূহ) যাগ করিয়াছেন!'[১২] কিন্তু তাহা করিবে না, কেননা, যাঁহারা "যাগ করিয়াছেন' এই পদের পূর্ব্বে দেবতার নাম করেন, তাঁহারা যজ্ঞে বিরুদ্ধ (অথবা বিহিত ক্রমের বিপরীত, 'বিলোম') করিয়া থাকেন; কারণ, তিনি উচ্চারণ করিবার সময় প্রথমে 'যাগ করিয়াছেন' এই পদকেই উচ্চারণ করিয়া থাকেন।[১৩] অতএব 'যাগ করিয়াছেন' এই পদকেই তিনি পূর্ব্বে করিবেন।

১৩। (হোতা বলেন)—"তিনি নিজের মহিমাকে যাগ করিবেন!" তিনি যেখানে দেবগণকে ঐ আহ্বান করেন,[১৪] সেখানেও তিনি তাহা নিজের মহিমাকে আবাহন করেন; কিন্তু (ইহার) পূর্ব্বে (তাঁহার) নিজের মহিমাকে কিছুই (যাগ) করা হয় না, এবং সেইজন্যই তিনি এখানে তাহাকে তর্পিত করিয়া থাকেন; তিনি সেইরূপেই (যজমানের) অনিষ্ফলতার জন্য আবাহিত হন। এবং সেই জন্যই তিনি বলেন—"তিনি নিজের মহিমাকে যাগ করেন!"

১০। এ স্থানে ও ইহার পূর্ব্বে যে 'হবিখণ্ড' পদ লিখিত হইয়াছে, তাহার মূল "ধাম;" মহীধর এ স্থলে তাহার অর্থ করিয়াছেন 'অবদান' (বা. স. ২১. ৪৭)।

১১। "সম্পশ্যতি;" "সংস্মরেৎ সম্ভূয়ানুবদেৎ"—ইতি সায়ণ; ১০ কণ্ডিকা।

১২। পূর্ব্বোক্ত দশমাদি কণ্ডিকায় যে সকল মন্ত্র বলা হইয়াছে, তাহার আদিতে 'অযাট্' পদ ছিল, যথা—"অযাড়গ্নিঃ..", কেহ কেহ বলেন যে, অগ্রে দেবতার নাম দিতে হইবে, যথা—"অগ্নেরযাট্," ইত্যাদি। এই দ্বিতীয় মত এখানে দূষিত হইতেছে।

১৩। যাগ করাই শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রথমে তাহারই উল্লেখ কর্ত্তব্য;—"স্বিষ্টীকরণস্যৈব অভ্যর্হিতত্বেন প্রথমনির্দ্দেষ্টব্যত্বাৎ"—সায়ণ।

১৪। দ্রঃ—১. ৩. ৪. ১৭।

১৪।—"সকাম যাগশীলগণ যাগ করুন!" প্রজাসমূহই সকাম, অতএব তিনি ইহাতে ইহাদিগকেই যাগশীল করেন, এবং এই প্রজাসমূহ যাগ করিতে আরম্ভ করিয়া অর্চনা ও শ্রম করিতে করিতে বিচরণ করে।

১৫।—"সেই জাতবেদা যজ্ঞসমূহ (সম্পাদন করুন,[১৫]) ও হবি সেবন করুন!" তিনি ইহাদ্বারা যজ্ঞেরই সমৃদ্ধি প্রার্থনা করেন, কেননা, দেবগণ যে হবি সেবন করেন, তাহাতে তিনি মহৎ জয়লাভ করিতে পারেন। এবং তিনি সেই জন্য বলেন—"হবি সেবন করুন!"

১৬। এস্থলে যাজ্যা ও অনুবাক্যা যে (পরস্পর) যোগ্যতম হয়, তাহার কারণ এই যে, স্বিষ্টকৃৎ (যাগ) তৃতীয় সবন (-স্থানীয়), এবং তৃতীয় সবন বিশ্বদেবসম্বন্ধীয়।[১৬] "হে তরুণতম, তুমি অভিলাষযুক্ত দেবগণকে অত্যন্ত প্রীত কর!"[১৭] ইহা অনুবাক্যার বিশ্বদেবসম্বন্ধীয় রূপ। "হে যজ্ঞের হোমকারী অগ্নি, তুমি যখন আজ মনুষ্যগণের নিকট (আগমন কর)!"[১৮] ইহা যাজ্যার বিশ্বদেবসম্বন্ধীয় রূপ।[১৯] ইহারা দুইটি (যাজ্যা ও অনুবাক্যা) এইরূপ

১৫। মূল সংহিতায় (২১.৪৭) এখানে "কৃণোতু" পদ আছে, কিন্তু ব্রাহ্মণে তাহা ধৃত হয় নাই।

১৬। সোমযোগে তিনটি স ব ন বা সোম-অভিষব হয়, প্রাতে, মধ্যাহ্নে ও সন্ধ্যায়; ইহাদিগকে যথাক্রমে প্রা তঃ স ব ন, মা ধ্য ন্দি ন স ব ন, ও তৃ তী য় স ব ন বলা হয়। "অগ্নয়ে বসুভ্যঃ প্রাতঃসবনে,...ইন্দ্রায় রুদ্রেভ্যো মধ্যন্দিনে,...বিশ্বেভ্যো দেবেভ্য আদিত্যেভ্যস্তৃতীয়সবনে"—ঐ. ব্রা. ৩. ২. ১। স্বিষ্টকৃৎ যাগ সব শেষে হয়, এবং তৃতীয় সবনও সব শেষে হয়, এই সাম্য ধরিয়া তাহাদের অভেদ কল্পনা; আরও একটি সাম্য আছে, যথা, তৃতীয় সবন যেমন বৈশ্বদেব, ইহারাও সেইরূপ বৈশ্বদেব।

১৭। "পিপ্রীহি দেবান্ উশতো যবিষ্ঠ...;" ঋ. স. ১০. ২. ১; তৈ. স. ৪. ৩. ১৩. ১৩।

১৮। "অগ্নে যদদ্য বিশো অধ্বরস্য হোতঃ...;" ঋ. স. ৬. ১৫. ১৪; তৈ. স. ৪. ৩.১৩.১৪।

১৯। সায়ণ বলেন—উল্লিখিত অনুবাক্যার "দেবান্" এই বহুবচনান্ত পদের দ্বারা তাহাকে 'বৈশ্বদেব' বলিয়া জানিতে হইবে; এবং যাজ্যায় "বিশঃ" এই বহুবচনান্ত পদ তাহাকে 'বৈশ্বদেব' বলিয়া সূচিত করিয়া দিতেছে। তিনি কিন্তু ঋক্ ও যজুঃ উভয় সংহিতাতেই "বিশঃ" শব্দটির অর্থ 'মনুষ্যস্য' ধরিয়া একবচনে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, কিন্তু শতপথে লিখিয়াছেন—"'বিশঃ' ইতি বহুবচনলিঙ্গাৎ।"

হয় বলিয়াই তৃতীয়সবনস্বরূপ হইয়া থাকে। এবং সেইজন্যই এ স্থলে এই যাজ্যা ও অনুবাক্যা (পরস্পর) যোগ্যতম হয়।

১৭। তাহারা দুইটি (যাজ্যা ও অনুবাক্যা) ত্রিষ্টুপ্ (ছন্দের) হয়; কেননা, স্বিষ্টকৃৎ (যজ্ঞের) অবশিষ্ট,[20] ও যাহা অবশিষ্ট তাহা অবীর্য্য, এবং ত্রিষ্টুপ্ শক্তিস্বরূপ,[21] বীর্য্যস্বরূপ; অতএব তিনি ইহাতে অবশিষ্ট স্বিষ্টকৃতে শক্তিকেই বীর্য্যকেই স্থাপন করেন। এবং সেই জন্যই তাহারা দুইটি ত্রিষ্টুপ্ (ছন্দের) হয়।

১৮। অথবা তাহারা উভয়ে অনুষ্টুপ্ (ছন্দের) হয়; কেননা, অনুষ্টুপ্ অবশিষ্ট,[22] এবং স্বিষ্টকৃৎও অবশিষ্ট, অতএব তিনি অবশিষ্টেই অবশিষ্ট স্থাপিত করেন; সেই অবশিষ্ট অভিবর্দ্ধনশীল, অতএব যিনি ইহা এইরূপ বলেন ও যাঁহার (এইরূপ) অনুষ্টুপ্‌দ্বয় হয়, তিনি অভিবৃদ্ধি লাভ করিয়া থাকেন।

১৯। এস্থলে ভা ল্ল বে য় অনুবাক্যাকে অনুষ্টুপ্ (ছন্দের) এবং যাজ্যাকে ত্রিষ্টুপ্ (ছন্দের) করিয়াছিলেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন—'আমি এই উভয়েরই (লাভ) পরিগ্রহ করিতেছি;' কিন্তু তিনি রথ হইতে পতিত হইয়াছিলেন, এবং পতিত হইয়া বাহুকে বিস্রস্ত (ভগ্ন) করিয়া ফেলিয়াছিলেন। তিনি বিচার করিলেন—'আমি কিছু করিয়া থাকিব যাহাতে ইহা ঘটিয়াছে', এবং মনে করিলেন 'যজ্ঞে আমি বিরুদ্ধ (অথবা ক্রমহীন) অনুষ্ঠান

২০। "বাস্তু;" পূর্ব্বোক্ত ৭ম কণ্ডিকা দ্রষ্টব্য। কোন দ্রব্যের ব্যবহারের পর যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহার আর সেরূপ বীর্য্য থাকে না, এবং স্বিষ্টকৃৎও ঐরূপ।

২১। "ইন্দ্রিয়ং;" ইন্দ্রিয় শব্দে বীর্য্য বুঝায়। ইহার অক্ষরার্থ 'ইন্দ্রসম্বন্ধী' ধরিতে পারা যায়। ইন্দ্রের উদ্দেশে ঋগ্বেদে যে সকল মন্ত্র পঠিত হইয়াছে, তাহারা প্রায় সমস্তই ত্রিষ্টুপ্ ছন্দের। তৈত্তিরীয় সংহিতায় আছে, প্রজাপতি নিজের বাহু ও বক্ষঃস্থল হইতে ইন্দ্র, ক্ষত্রিয় ও ত্রিষ্টুপ্ প্রভৃতিকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন, এইজন্য ঐ সকল পদার্থ বীর্য্যযুক্ত হইয়াছিল, কেননা বাহু ও বক্ষোরূপ বীর্য্যস্থান হইতে তাহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন—"তস্মাৎ তে বীর্য্যবন্তো বীর্য্যাদ্ধ্যসৃজ্যন্ত," তৈ. স. ১. ১. ১. ৭। সায়ণ বলেন ইন্দ্রের সহিত ঐরূপে উৎপন্ন হইয়াছিল বলিয়া ত্রিষ্টুপ্‌কে 'ইন্দ্রিয়' বলা হয়।

২২। সায়ণ বলেন, সোমাভিষবে গায়ত্রীপ্রভৃতি যে তিনটি ছন্দঃ ব্যবহৃত হয়, অনুষ্টুপ্ তাহার মধ্যে নহে, অতএব তাহা হইতে অতিরিক্ত—অবশিষ্ট।

করিয়াছি।' অতএব যজ্ঞে বিরুদ্ধ (অথবা ক্রমহীন) অনুষ্ঠান করিবে না। তাহারা উভয়ে সমান ছন্দেরই হইবে—উভয়েই অনুষ্টুপ্, বা উভয়েই ত্রিষ্টুপ্ (ছন্দের) হইবে।

২০। তিনি (স্বিষ্টকৃৎ অগ্নির জন্য হবির) উত্তর ভাগ হইতে (এক অংশ) খণ্ডিত করেন, এবং তাহা (অগ্নির) উত্তর ভাগে হোম করেন,[২৩] কেননা, এই (স্বিষ্টকৃৎ) দেবের এই (উত্তর) দিক্। অতএব তিনি উত্তর ভাগ হইতে খণ্ডিত করিয়া উত্তর ভাগে হোম করেন; কারণ, তিনি এই (উত্তর) দিকেই উপস্থিত হইয়াছিলেন ও সেই স্থানেই তাঁহাকে তাঁহারা শান্ত করিয়াছিলেন।[২৪] এই জন্য তিনি উত্তর ভাগ হইতে খণ্ডিত করিয়া উত্তর ভাগে হোম করেন।

২১। তিনি তাহা অপর সমস্ত আহুতি অপেক্ষা সম্মুখভাগে[২৫] হোম করেন। অপর সমস্ত আহুতিকে অনুসরণ করিয়া পশুসমূহ উৎপন্ন হয়,[২৬] এবং স্বিষ্টকৃৎ (যাগ) রুদ্রসম্বন্ধীয়;[২৭] তিনি যদি তাহা অপর সমস্ত আহুতির সহিত সংসৃষ্ট করেন, তাহা হইলে পশুসমূহকে রুদ্রসম্বন্ধী (শক্তি) দ্বারা যুক্ত করিয়া ফেলেন; এবং তাহাতে (যজমানের) গৃহ ও পশুসমূহ নিকটে ম্রিয়মাণ হইয়া পড়ে। অতএব অপর সমস্ত আহুতি অপেক্ষা সম্মুখভাগে তিনি তাহা হোম করেন।

২২। যাহার দ্বারা তখন দেবগণ দ্যুলোকে উত্থিত হইয়াছিলেন, সেই যজ্ঞ এই আহবনীয়;[২৮] আর এখানে যিনি পরিত্যক্ত হইয়াছিলেন, তিনি গার্হপত্য। এইজন্য তাঁহারা ইহাকে (আহবনীয় অগ্নিকে) গার্হপত্য হইতে পূর্ব্ব দিকে লইয়া যান।

২৩। হবি যতগুলি হইবে তাহাদের প্রত্যেকেরই উত্তর ভাগ হইতে খণ্ডন করিতে হইবে। কা. শ্রৌ. ৩. ৩. ২৬-২৭।

২৪। পূর্ব্ববর্ত্তী ৩য় কণ্ডিকা দ্রষ্টব্য।

২৫। ঠিক তাহাদেরই স্থানে হোম নিষেধ।

২৬। ঐ সমস্ত আহুতির ফল পশুলাভ।

২৭। ৮ম কণ্ডিকায় অগ্নির সহিত রুদ্রের অভেদ প্রতিপাদিত হইয়াছে।

২৮। আহবনীয় যজ্ঞসাধন বলিয়া সাধ্য-সাধনের অভেদে আহবনীয়ই যজ্ঞ

২৩। তিনি (অধ্বর্য্যু) তাহা আট পা[২৯] তফাতে স্থাপন করিবেন; কেননা, গায়ত্রী অষ্টাক্ষরা ; তিনি ইহাতে গায়ত্রী দ্বারাই দ্যুলোকে উত্থিত হন।

২৪। তিনি তাহা এগার পা তফাতে স্থাপন করিবেন, কেননা ত্রিষ্টুপ্ একাদশাক্ষর, তিনি ইহাতে ত্রিষ্টুপেরই দ্বারা দ্যুলোকে উত্থিত হন।

২৫। তিনি বার পা তফাতে স্থাপন করিবেন, কেননা জগতী দ্বাদশাক্ষরা ; তিনি ইহাতে জগতীরই দ্বারা দ্যুলোকে উত্থিত হন। এখানে কোন (নির্দ্দিষ্ট) পরিমাণ নাই ; তিনি মনে যে স্থানেই (উপযুক্ত) বিবেচনা করিবেন, সেই স্থানেই স্থাপন করিবেন। তিনি যদি (আট পা অপেক্ষা) অল্প পরিমাণও পূর্ব্বদিকে (সেই অগ্নিকে) লইয়া যান, তবে তাহা দ্বারাই দ্যুলোকে উত্থিত হইয়া থাকেন।

২৬। এস্থলে কেহ কেহ বলিয়াছেন—'তাঁহারা আহবনীয়ে হবিসমূহ পাক করিবেন ; কেননা, দেবগণ ইহা হইতেই দ্যুলোকে উত্থিত হইয়াছিলেন, ও ইহা দ্বারাই তাঁহার অর্চ্চনা ও শ্রম করিতে করিতে বিচরণ করিয়াছিলেন ; (অতএব) তাহাতেই আমরা হবিসমূহ পাক করিব, তাহাতেই আমরা যজ্ঞ বিস্তার করিব। যদি তাঁহারা গার্হপত্যে পাক করেন, তাহা হইলে হবিসমূহের অপস্খলন হয়। আহবনীয় যজ্ঞ (অর্থাৎ যজ্ঞসাধন), এবং যজ্ঞেই আমরা যজ্ঞকে বিস্তার করিব।'

২৭। অথবা তাঁহারা গার্হপত্যেই পাক করেন ; কেননা, ইহা (আহবনীয়) আ হ ব নী য় ই (অর্থাৎ হোমার্হই), এবং ইহা (আহবনীয়) সেজন্য নহে যে, তাঁহারা ইহাতে অপক্ক (বস্তু) পাক করিবেন, কিন্তু ইহা সেই জন্য যে, তাঁহারা ইহাতে পক্ক (বস্তু) হোম করিবেন। অতএব তিনি যেরূপ ইচ্ছা করেন সেইরূপই করিবেন।

২৮। সেই যজ্ঞ বলিয়াছিল— আমি নগ্নতা হেতু ভীত হইতেছি। 'তোমার অনগ্নতা কি ?' 'তাঁহারা (কুশসমূহের দ্বারা) চারিদিকে আমাকে পরিবেষ্টন করিবেন।' সেইজন্য তাঁহারা অগ্নিকে চারিদিকে পরিবেষ্টন করিয়া থাকেন।[৩০] 'আমি তৃষ্ণাহেতু ভীত হইতেছি।' 'তোমার তৃপ্তি কি ?' 'ব্রাহ্মণের

২৯। "বিক্রম ;" এক পা, বা এক পদক্ষেপ।

৩০। ১. ১. ১. ২২ ; ৩২ টীকা দ্রষ্টব্য।

তৃপ্তি হইলে আমি তৃপ্ত হই।' অতএব যজ্ঞ সম্পন্ন হইলে তিনি (যজমানকে) বলিবেন যে, ব্রাহ্মণকে তৃপ্ত করিতে হইবে; তিনি ইহাতে যজ্ঞকেই তৃপ্ত করিয়া থাকেন।

দ্বিতীয় ব্রাহ্মণ।

[১ প্রজাপতির দুহিতৃগমন-বিষয়ক আখ্যায়িকা;—২ দেবগণের তাহাতে অসন্তোষ;—৩ রুদ্রকর্তৃক প্রজাপতির তাড়না, প্রজাপতির অর্দ্ধেক রেতের ভূমিতে পতন;—৪ দেবগণ ঐ রেত নষ্ট হইতে দেন নাই, দেবগণের ক্রোধ শান্ত হইলে তাঁহাদের দ্বারা আহুত প্রজাপতির চিকিৎসা, সেই প্রজাপতি যজ্ঞস্বরূপ;—৫ সেই প্রজাপতি বা যজ্ঞের ছিন্ন অংশ যাহাতে বৃথা না হইয়া আহুতি-বিশেষ হয় তদ্বিষয়ে দেবগণের চিন্তা;—৬ ভ গ দেবতাকে তাহা প্রদান করা হয়, তাহা দেখিয়া ভ গে র অন্ধ হওয়া;—৭ পূ ষা কে তাহা প্রদান করায় তিনি ভক্ষণ করিতে আরম্ভ করিলে তাঁহার সমস্ত দাঁত পড়িয়া যায়, এবং এইরূপে দন্তহীন হওয়ায় তাঁহাকে পিষ্ট চরু দেওয়া হয়;—৮ দেবগণ তাহা বৃহস্পতিকে প্রদান করায় তিনি তাহা সবিতার আজ্ঞায় ভক্ষণ করেন ও তাহাতে তাঁহার কোন পীড়া হয় নাই, ভ গ প্রভৃতিকে যাহা প্রদান করা হইয়াছিল, তাহার নাম মূলত প্রা শি ত্র;—৯ জল-আচমন, জল শান্তিস্বরূপ, পশুস্বরূপ ইঁ ড়া র ছেদন;—১০-১১ প্রা শি ত্র ছেদন করিবার প্রণালী;—১২ ছিন্ন প্রা শি ত্র কে যেরূপে ব্রহ্মার নিকটে লইয়া যাইতে হইবে তাহার নির্দ্দেশ;—১৩ তাহা গ্রহণ করিবার মন্ত্র;—১৪ তাহার ব্যাখ্যা;—১৫ ব্রহ্মকর্তৃক তাহার ভোজনের মন্ত্র;—১৬ দন্ত দ্বারা তাহা ভক্ষণ করার নিষেধ;—১৭ জল আচমনের পাত্র প্রক্ষালন;—১৮ ব্রহ্মার নিকটে ব্র হ্ম ভা গ লইয়া যাওয়া, তাহার ফল;—১৯ ব্রহ্মার বাক্‌সংযম ও তাহার প্রয়োজন;—২০ মানবীয় বাক্য উচ্চারণ করিলে তিনি বিষ্ণুদেবতাসম্বন্ধীয় ঋক্ বা যজুঃ জপ করিবেন;—২১-২২ ব্রহ্মার মন্ত্রবিশেষ পাঠ।]

১। প্রজাপতি নিজের দুহিতা দ্যৌ বা উষাকে লক্ষ্য করিয়া চিন্তা করিয়াছিলেন যে, 'আমি ইহার দ্বারা মিথুনবান্ হইব!' এবং (এই চিন্তা করিয়া তাহাতে) তিনি সঙ্গত হইয়াছিলেন।[১]

১। এই আখ্যায়িকাটি বৈদিক সাহিত্যের বহু স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। ঋগ্বেদেও ইহার উল্লেখ আছে। দ্রষ্টব্য—ঐ. ব্রা. ৩. ৩. ৯; তা. ব্রা. ৮. ২. ১০; ঋ. স. ১০. ৬১. ৫-৭; See Muir's Original Sanskrit Text, IV. p. 45; I. p. 107.

২। দেবগণের নিকটে তাহা অপরাধ (বলিয়া বিবেচিত) হইয়াছিল; তাঁহারা বলিয়াছিলেন—'যিনি নিজের দুহিতার প্রতি—আমাদের ভগিনীর প্রতি এইরূপ (ব্যবহার) করেন, (তিনি অপরাধী)!'

৩। সেই দেবগণ বলিলেন—'এই যে দেব পশুগণের ঈশ্বর, যিনি নিজের দুহিতার প্রতি—আমাদের ভগিনীর প্রতি এইরূপ (ব্যবহার) করিতেছেন, ইনি মর্য্যাদা অতিক্রম করিয়া বিচরণ করিতেছেন। ইহাঁকে তাড়না কর!' রুদ্র (বাণ)[২] আকর্ষণ করিয়া তাঁহাকে তাড়না করিলেন, এবং তাঁহার অর্দ্ধেক রেত স্খলিত হইয়া পড়িল। ইহা এইরূপই হইয়াছিল।

৪। এইজন্য ঋষির দ্বারা ইহা উক্ত হইয়াছে—"পিতা যখন সঙ্গত হইয়া নিজের দুহিতাকে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন ও পৃথিবীতে রেত নিক্ষেপ করিয়াছিলেন।"[৩] এই স্তুতি ('উক্থ') আ গ্নি মা রু ত (বলিয়া প্রসিদ্ধ)।[৪] দেবগণ ঐ রেতকে যেরূপে (পুনর্ব্বার) উৎপাদিত করেন, তাহা তাহাতে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।[৫] সেই দেবগণের ক্রোধ যখন অপগত হইল, তখন তাঁহারা প্রজাপতির চিকিৎসা করিলেন, এবং সেই শল্যকে কাটিয়া ফেলিলেন। সেই প্রজাপতি যজ্ঞই।

৫। তাঁহারা (পরস্পর) বলিলেন—"আপনারা চিন্তা করিয়া দেখুন যাহাতে ইহা (অর্থাৎ বাণের দ্বারা যজ্ঞের যাহা ছিন্ন হইয়া গিয়াছে, তাহা) বৃথা না হয়, যাহাতে ইহা একটি ক্ষুদ্রতর আহুতি হইতে পারে।

২। ২. ১. ২. ৯. দ্রষ্টব্য।

৩। "তখন সুকর্ম্মা দেবগণ ব্রহ্মকে উৎপাদন করিয়া তাঁহাকে যজ্ঞবাস্তুর স্বামী ও রক্ষক করিয়াছিলেন"— ঋ. স. ১০. ৬১. ৭।

৪। সোম যাগের তৃতীয় সবনে শ স্ত্র নামক স্তুতিগুলির মধ্যে ইহা অন্যতম; ইহার মধ্যে একটী সূক্ত বৈশ্বানর অগ্নির ("বৈশ্বানরায় পৃথু পাজসে বিপঃ..." ঋ. স. ৩. ৩), একটি মরুদ্গণের ("প্রত্বক্ষসঃ প্রতবসঃ... ঋ. স. ১. ৮৭), এবং একটি জাতবেদার ("প্রতব্যসীম্...;"— ঋ. স. ১. ১৪৩.)। ঐ. ব্রা. ৩. ৩. ১৮-১৯; আশ্ব. শ্রৌ ৫. ২০. ৬।

৫। তৃতীয় টীকা দ্রষ্টব্য।

৬। তাঁহারা বলিলেন—'(যজ্ঞভূমির দক্ষিণ দিকে আসীন ভগের নিকটে ইহা লইয়া চলুন, ভগ ইহা ভোজন করিবেন, এবং এইরূপে ইহা যথাবিধি হুত হইবে।' তাঁহারা তাহা দক্ষিণ দিকে আসীন ভগের নিকট লইয়া গেলেন; ভগ তাহা দর্শন করিলেন, এবং তাঁহার চক্ষুদ্বয়কে তাহা নির্দগ্ধ করিল।[৬] ইহা সেইরূপই হইয়াছিল, এবং সেইজন্য তাঁহারা বলিয়া থাকেন যে, ভগ অন্ধ।

৭। তাঁহারা বলিলেন—'ইহা এখনও শান্ত হয় নাই, ইহাকে পূষার নিকটে লইয়া চলুন!' তাঁহারা তাহা পূষার নিকটে লইয়া গেলেন। পূষা তাহা ভক্ষণ করিলেন এবং তাহা তাঁহার দন্তসমূহকে আঘাত করিয়া ফেলিল। ইহা সেইরূপই হইয়াছিল, এবং সেই জন্যই তাঁহারা বলিয়া থাকেন, পূষা অদন্তক। অতএব তাঁহারা পূষার জন্য যে চরু করেন, তাহা প্রপিষ্ট (তণ্ডুলের) দ্বারা করিয়া থাকেন,—যেমন অদন্তকের জন্য করা হয়, সেইরূপ।

৮। তাঁহারা বলিলেন—'ইহা এখনও শান্ত হয় নাই, বৃহস্পতির নিকট ইহা লইয়া চলুন!' তাঁহারা তাহা বৃহস্পতির নিকট লইয়া গেলেন। বৃহস্পতি আজ্ঞার জন্য সবিতার নিকট ধাবিত হইলেন, কেননা, সবিতাই দেবগণের

৬। শ্রীমদ্ভাগবতে (৪র্থ স্কন্ধ, ৫ম অধ্যায়) দক্ষযজ্ঞ বিনাশে বীরভদ্রকর্ত্তৃক ভগের চক্ষু উৎপাটন দ্রষ্টব্য—"ভগস্য নেত্রে ভগবান্ পাতিতস্য রুষা ভুবি। উজ্জহার সদস্থোঽক্ষ্ণা যঃ শপন্তমসূসূচৎ॥" পূষার দন্ত ভগ্ন করারও কথা এ স্থলে উক্ত আছে। বায়ু ও কালিকাপুরাণেও ইহা আছে। See Wilson's Visnu Purana. p. 61. এই দক্ষযজ্ঞের বৈদিক মূল গোপথব্রাহ্মণে দেখিতে পাওয়া যায়। সেখানে তাহার উপক্রম এইরূপ—"প্রজাপতির্বৈ রুদ্রং যজ্ঞান্নিরভজৎ। সোঽকাময়ত মেয়মস্মা আকূতিঃ সমৃদ্ধির্যো মা যজ্ঞান্নিরমাক্ষীদিতি। সো যজ্ঞমভ্যযম্যাবিধ্য তদাবিদ্ধং নিরকৃন্তৎ...."—গো. ব্রা. উত্তরভাগ, ১. ২; ৯০ পৃষ্ঠা।

মূল শতপথে ইহার যেরূপ আখ্যায়িকা চলিয়াছে, গোপথেও সেরূপ; গোপথেও ভগের চক্ষু পড়া, ও পূষার দাঁত ভাঙ্গার কথা আছে। শতপথ অপেক্ষা গোপথের আখ্যায়িকাটি একটু বড়, এবং অন্যান্য আরও দেবতার বিপত্তির কথা সেখানে বলা হইয়াছে। প্রসঙ্গ কিন্তু উভয় ব্রাহ্মণেরই একরূপ। দ্রষ্টব্য কৌষীতকী ব্রাহ্মণ ৬. ১০; এস্থলেও প্রকৃত আখ্যায়িকা কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তনে উক্ত হইয়াছে। ঈজিপ্টেও এইরূপ একটি পুরাতন আখ্যায়িকা পাওয়া যায়; See Rajendra Lal Mitra's Introduction to the Gopatha Brahmana, p. 35.

প্রেরয়িতা। তিনি বলিলেন,—'ইহাতে আমায় আজ্ঞা করুন!' প্রেরয়িতা সবিতা তাহার জন্য তাঁহাকে আজ্ঞা প্রদান করিলেন; এবং সবিতার আজ্ঞায় তাঁহাকে তাহা আর হিংসা করিতে পারে নাই। তাহার পর ইহা শান্ত হইয়া গিয়াছিল। অতএব ইহা মূলত প্রা শি ত্র ই।[৭]

৯। তিনি যে প্রাশিত্র ছেদন করেন, তাহাতে তাহাই বহিষ্কৃত করিয়া থাকেন—যাহা সেখানে যজ্ঞের আবিদ্ধ হইয়াছিল, এবং যাহা রুদ্রের ছিল। অনন্তর তিনি জল আচমন করেন, কেননা, জল শান্তি; সেই জন্য তিনি জলের দ্বারা শান্তি করেন।[৮] অনন্তর তিনি পশু (-স্বরূপ) ই ড়া কে ছেদন করেন।[৯]

১০। তিনি (পুরোডাশ হইতে) যে-পরিমাণ হউক (প্রাশিত্র) ছেদন করেন, এবং তাহাতে (সেই) শল্য ('শল্ল') প্রচ্যুত হইয়া যায়; অতএব তিনি যে পরিমাণ হয়[১০] ছেদন করিবেন; এবং তাহার উপরি বা নীচ ইহার অন্যতর দিকে ঘৃত প্রদান করিবেন; ইহাতে যাহা শক্ত থাকে তাহা কোমল হয় ও ক্ষরিত হয়। তিনি সেইজন্য নীচ ও উপর ইহার অন্যতর দিকে প্রদান করিবেন।

১১। তিনি আজ্য উপলিপ্ত করিয়া হবি হইতে দুইবার ছেদন করিবার পর তাহার উপরে আজ্য অভিষেচন করেন; কেননা, যজ্ঞ হইতে ছেদন করিলে যেরূপ হয়, ইহাতে সেইরূপই হইয়া থাকে।

৭। হুতাবশিষ্ট যে হবির্ভাগ ব্রহ্মাকে প্রদান করা যায়, তাহার নাম প্রা শি ত্র। প্রাশিতা অর্থাৎ ভক্ষণকর্ত্তার (ব্রহ্মার) ইহা—এই অর্থে প্রাশিত্র পদ হয়। প্রকৃত স্থলে প্রাশিতা বৃহস্পতি; এবং তাঁহার জন্য তাহা হইয়াছিল বলিয়া তাহাকে প্রাশিত্র বলা হইতেছে। এইজন্যই হরিস্বামী লিখিয়াছেন—"প্রাশিতা প্রাপ্তোঽস্যেতি প্রাশিত্রম্।"

৮। অর্থাৎ রুদ্রের সংস্পর্শে যে অনিষ্ট হইতে পারে, তিনি জলের দ্বারাই তাহা শান্ত করেন। দ্রঃ—১. ৬. ১. ২১। বক্ষ্যমাণ ইড়া পশুস্বরূপ বলিয়া রুদ্রের নিকট হইতে তাহা রক্ষা করিতে হইবে বলিয়া তিনি জল আচমন করিয়াই ঐ বিপৎ অতিক্রম করেন। দ্রষ্টব্য ১. ৬. ৩. ১২; ঐ. ব্রা. ২. ৪. ৬; তৈ. স. ২. ৬. ৭. ৩।

৯। হুতাবিশিষ্ট হবির্ভাগ বিশেষ; ইহা রাখিবার জন্য যে পাত্র ব্যবহৃত হয় তাহাকে ইড়া-পাত্র বলে। ইড়াপাত্র অশ্বত্থকাষ্ঠনির্ম্মিত, বিস্তারে চারি অঙ্গুলি, এবং দৈর্ঘ্য একপা পরিমাণ গর্ত্তযুক্ত, চারি অঙ্গুলি দীর্ঘ একটি দণ্ড ইহাতে সংলগ্ন থাকে।

১০। কাত্যায়ন বলেন যব-পরিমাণ, বা পিপ্পল-পরিমাণ; কা. শ্রৌ. ৩. ৪. ১।

১২। তিনি তাহা (আহবনীয় অগ্নির) পূর্ব্বদিক দিয়া (ব্রহ্মার নিকট) লইয়া যাইবেন না, (যদিও) কেহ কেহ পূর্ব্বদিক দিয়া লইয়া গিয়া থাকেন। কারণ, পশ্চাদ্দিকে অবস্থিত পশুসমূহ পূর্ব্বভাগে যজমানের নিকট উপস্থিত হয়; এবং তিনি যদি পূর্ব্বদিক্ দিয়া লইয়া যান, তবে পশুসমূহকে রুদ্রের (শক্তির) সহিত যুক্ত করেন, এবং তাহাতে ইহার (যজমানের) গৃহ ও পশুসমূহ ম্রিয়মাণ হইয়া পড়ে।[১১] অতএব তিনি তির্য্যক্ (পথেই)[১২] গমন করিবেন; এবং তাহাতেই পশুসমূহকে রুদ্রের (শক্তির) সহিত যুক্ত করেন না। তিনি তির্য্যক্ভাবেই ইহা বহিষ্কৃত করেন।[১৩]

১৩। তিনি (ব্রহ্মা) তাহা (এই মন্ত্রে) গ্রহণ করেন—"দেব সবিতার প্রেরণায় অশ্বিদ্বয়ের বাহুযুগলের দ্বারা ও পূষার হস্ত দ্বারা তোমাকে গ্রহণ করিতেছি!"[১৪]

১৪। ঐ বৃহস্পতি যেমন আদেশের জন্য সবিতার নিকট ধাবিত হইয়াছিলেন,—কেননা সবিতা দেবগণের প্রেরয়িতা,—এবং বলিয়াছিলেন যে, 'আমাকে আদেশ করুন!' এবং প্রেরয়িতা সবিতা তাঁহাকে আদেশ করিয়াছিলেন, ও সেইজন্য সবিতার দ্বারা আদিষ্ট তাঁহাকে তাহা হিংসা করিতে পারে নাই;[১৫] সেইরূপই ইনি আদেশের জন্য সবিতারই নিকট ধাবিত হন, কেননা সবিতাই দেবগণের প্রেরয়িতা; এবং তিনি বলিয়াছিলেন—'আমাকে আদেশ করুন!' প্রেরয়িতা সবিতা তাঁহাকে আদেশ করেন, এবং সেইজন্য সবিতা দ্বারা আদিষ্ট তাঁহাকে তাহা হিংসা করিতে পারে না।

১১। দ্রঃ—১. ৬. ২. ২১।

১২। অর্থাৎ অধ্বর্য্যু সঞ্চর দিয়া, যে পথ দিয়া হোমের জন্য গমনাগমন করা হয়।

১৩। দ্রঃ—৯ম কণ্ডিকা।

১৪। বা. স. ২. ১১. ২-৩। কাত্যায়ন (২. ২. ১৫) বলেন—ব্রহ্মা তাহা গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে "মিত্রের চক্ষুর দ্বারা তোমাকে দর্শন করিতেছি..." ইত্যাদি মন্ত্রের দ্বারা তাহা দর্শন করিবেন। বা. স. কাণ্বশাখা, ২. ৩. ৪; তৈ. স. ১. ১. ৪১।

১৫। দ্রঃ—৮ম কণ্ডিকা।

১৫। তিনি তাহা (এই মন্ত্রে) ভোজন করেন—"অগ্নির মুখের দ্বারা তোমাকে ভোজন করিতেছি!"[১৬] অগ্নিকে কিছুই হিংসা করেনা, এবং সেইরূপ ইহাকেও ইহা হিংসা করে না।

১৬। তিনি তাহা এই ভয়ে দন্তসমূহের দ্বারা খাইবেন না যে,[১৭] 'পাছে এই রুদ্রের (শক্তি) আমাকে হিংসা করিয়া ফেলে।' অতএব তিনি দন্তসমূহের দ্বারা খাইবেন না।

১৭। অনন্তর তিনি জল আচমন করেন; কেননা, জল, শান্তি; তিনি শান্তিস্বরূপ জলের দ্বারা তাহা শান্ত করেন। তাহার পর তিনি পাত্র পরিক্ষালন করিলে—[১৮]

১৮। তাঁহারা তাঁহার নিকট ব্র হ্ম ভা গ[১৯] লইয়া যান। ব্রহ্মা যজ্ঞের দক্ষিণ দিকে অভিরক্ষক হইয়া উপবেশন করেন; তিনি এই ভাগকে জানিয়া সেখানে উপবেশন করিয়া থাকেন। তাঁহারা যে তাঁহার নিকটে প্রাশিত্র লইয়া গিয়াছিলেন, তাহা তিনি (পূর্ব্বেই) ভক্ষণ করিয়াছেন, এবং তাহার পর যে, তাঁহারা তাঁহার নিকট ব্রহ্মভাগ লইয়া যান, তাহাতে তিনি ভাগবান্ হইয়া থাকেন, এবং যজ্ঞের যাহা কিছু অসম্পন্ন থাকে, তিনি তাহা অভিরক্ষিত করেন; সেই জন্যই তাঁহারা তাঁহার নিকট ব্রহ্মভাগ লইয়া যান।

১৯। 'ব্রহ্মন্, আমি প্রস্থান করিব?'—(অধ্বর্য্যুর) এই বচন পর্য্যন্ত তিনি বাক্‌সংযমী হইয়া থাকিবেন।[২০] যাঁহারা (ঋত্বিকেরা) যজ্ঞের মধ্যে পাক-যজ্ঞার্হ ইড়া (হোম) করেন, তাঁহারা যজ্ঞকে বিচ্ছিন্ন ও ক্ষত করেন;

১৬। বা. স. ২. ২. ৪।

১৭। মন্ত্র বা. স. ২. ১১. ৩।

১৮। কাত্যায়ন (২. ২. ২০) বলেন—পাত্র প্রক্ষালন করিয়া ব্রহ্মা ("যা অপ্স্বন্তর্দেবতা..." ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা, বা. স. কাণ্বশাখা, ২. ৩. ৫) নাভি স্পর্শ করিবেন।

১৯। প্রাশিত্রের ন্যায় ইহাও ব্রহ্মাকে অর্পিত হয়, এইজন্য ব্রহ্মার ভাগ বলিয়া ইহার নাম ব্র হ্ম-ভা গ। ইহা আগ্নেয় পুরোডাশ হইতেই কাটিয়া লইতে হয়।

২০। দ্রঃ—১. ১. ৪. ৯।

ব্রহ্মা ঋত্বিগ্‌গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক, অতএব ব্রহ্মা (সেই যজ্ঞকে) সমাহিত করেন। কিন্তু তিনি যদি পুনঃ পুনঃ কথা বলেন, তবে সমাহিত করিতে পারেন না। তিনি সেই জন্যই বাক্‌সংযমী হন।

২০। তিনি যদি পূর্ব্বে মানবীয় বাক্য উচ্চারণ করেন; তাহা হইলে বৈষ্ণব (বিষ্ণুদেবতা প্রকাশক) ঋক্ বা যজু জপ করিবেন; কেননা, যজ্ঞই বিষ্ণু; অতএব তিনি তাহা দ্বারা পুনর্ব্বার যজ্ঞকে আরম্ভ করেন; ইহাই তাঁহার প্রায়শ্চিত্ত।

২১। তিনি (অধ্বর্যু) যখন বলেন—'হে ব্রহ্মন্, আমি প্রস্থান করিব কি?' তখন ব্রহ্মা (এই মন্ত্র) জপ করেন—"হে দেব সবিতা, তাঁহারা এই যজ্ঞকে আপনার জন্য বলিয়াছেন—,"[২১] তিনি ইহা দ্বারা প্রেরণার জন্য সবিতার নিকটে উপস্থিত হন, কেননা, তিনি (সবিতা) দেবগণের প্রেরক;—"এবং ব্রহ্মা বৃহস্পতির জন্য," কেননা, বৃহস্পতিই দেবগণের ব্রহ্মা; অতএব যিনি দেবগণের ব্রহ্মা হন, তাঁহার জন্যই তিনি তাহা বলেন; এবং সেই জন্যই বলিয়া থাকেন—"ব্রহ্মা বৃহস্পতির জন্য;"—"অতএব যজ্ঞকে রক্ষা করুন, অতএব যজ্ঞপতিকে (রক্ষা করুন), অতএব আমাকে রক্ষা করুন!" এখানে অস্পষ্টার্থের ন্যায় কিছু নাই।

২২।—"চঞ্চল মন আজ্য দ্বারা প্রীত হউক!"[২২] এই সমস্ত মনের দ্বারাই প্রাপ্ত হওয়া যায়, সেইজন্য তিনি এই সমস্তকে মনেরই দ্বারা প্রাপ্ত হন:— "বৃহস্পতি এই যজ্ঞকে বিস্তারিত করুন! তিনি এই যজ্ঞকে অক্ষত করিয়া সমাহিত করুন!"—যাহা বিনষ্ট হইয়া থাকে, তিনি তাহা ইহা দ্বারা সমাহিত করেন।—"বিশ্বদেবগণ এখানে আনন্দিত হউন!"—বিশ্বদেবগণ অর্থে সমস্ত, অতএব তিনি সমস্তেরই দ্বারা ইহাকে সমাহিত করেন। তিনি যদি ইচ্ছা করেন, তবে 'প্রস্থান করুন' বলিবেন, আর যদি ইচ্ছা করেন, ইহার আদর না করিলেও পারেন (অর্থাৎ তাহা উচ্চারণ না করিলেও পারেন)।

২১। বা. স. ২. ১২।
২২। বা. স. ২. ১৩।

তৃতীয় ব্রাহ্মণ

[১-৬ (বৈবস্বত) মনু ও জলপ্লাবন-বিষয়ক প্রসিদ্ধ আখ্যায়িকা ;—৭ মনুর প্রজাকামনা, পাক যজ্ঞের দ্বারা যাগ, ঘৃত ক্ষরণ করিতে করিতে একটি স্ত্রীলোকের উৎপত্তি, মিত্র ও বরুণের তাঁহার সহিত সম্মিলন ;—৮ তাঁহাকে নিজের দুহিতা করিবার জন্য মিত্র ও বরুণের অনুরোধ, মনুর নিকটে তাঁহার গমন ;—৯ তিনি যে মনুর দুহিতা, তাহা তিনি তাঁহাকে বুঝাইয়া দেন, তাঁহাকে যজ্ঞে ব্যবহার করিলে ফল প্রাপ্তির উল্লেখ, মনুকর্ত্তৃক তাঁহার যজ্ঞোব্যবহার ;—১০ মনু প্রজাকাম হইয়া তাঁহার দ্বারা যাগ করেন ও তাহাতে মনুর জাতি বলিয়া প্রসিদ্ধ জাতির উৎপত্তি ;—১১ সেই স্ত্রী বস্তুত ইড়া (তন্নামক হবিবিশেষ) ভিন্ন আর কিছু নহে, ইড়া দ্বারা যাগের ফল কীর্ত্তন ;—১২ ইড়া পঞ্চ-খণ্ডিত করিবার যুক্তি ;—১৩ ইড়াখণ্ডনের পর যজমানের জন্য পুরোডাশের পূর্ব্বার্দ্ধ ছেদন ও স্থানবিশেষে তাহার স্থাপন, হোতাকে তাহা প্রদান করিয়া দক্ষিণ দিকে আগমন ;—১৪ ইড়া হইতে গৃহীত আজ্য দ্বারা হোতার দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠের শেষ পর্ব্বের লেপন, এবং হোতার তাহার দ্বারা ওষ্ঠ লেপন, তাহার মন্ত্র ;—১৫ হোতার দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠের মধ্যম পর্ব্বকে আজ্যদ্বারা লিপ্ত করার পর হোতৃকর্ত্তৃক তাহা দ্বারা নিজের ওষ্ঠদ্বয় লেপন ও তাহার মন্ত্র ;—১৬ তাহার তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা ;—১৭ অবান্তর ইড়ার খণ্ডন ;—১৮ ইড়ার স্তুতিপ্রতিপাদক কতকগুলি মন্ত্রকে অনুচ্চস্বরে উচ্চারণ করিবার প্রয়োজন ;—১৯-২৩ঐ মন্ত্রের উল্লেখ পূর্ব্বক তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা ;—২৪ ২৭ উচ্চস্বরে উচ্চারণীয় মন্ত্রের উল্লেখপূর্ব্বক তাৎপর্য্যব্যাখ্যা ;—২৮ ঐ মন্ত্র-ব্যাখ্যা, বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা যজ্ঞ রক্ষা করিতে পারেন ;—২৯ ঐ মন্ত্রব্যাখ্যা, দ্যৌ ও পৃথিবী সকলের পূর্ব্বে উৎপন্ন, দেবগণ ইহাদের পুত্র, উক্তমন্ত্রে যজমানের নাম উল্লেখ না করিয়াই আশীঃপ্রার্থনা, নাম উল্লেখ না করিবার উদ্দেশ্য,—৩০ ঐ মন্ত্র ব্যাখ্যা ও তাহাতে যজমানের জীবনপ্রার্থনা ;—৩১-৩৬ যজমানের অন্যান্য আশীঃপ্রার্থনা ;—৩৭ পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রেরই অনুবৃত্তি, তাহার তাৎপর্য্যব্যাখ্যা ;—৩৮ যজমান ও ঋত্বিগ্‌গণের ইড়াভক্ষণবিধি এবং তাহার উদ্দেশ্য ;—৩৯ তৎসম্বন্ধেই অন্যান্য কথা ও পাঁচ জনের ইড়াভক্ষণ-ব্যবস্থা ;—৪০ পুরোডাশকে চারিভাগ করিয়া অধ্বর্য্যুর বর্হির উপর স্থাপন ;—৪১ অধ্বর্য্যুকর্ত্তৃক আগ্নীধ্রকে ষ ড ব ত্ত হবি প্রদান ও আগ্নীধ্রের তাহা ভক্ষণ ও তাহার কারণ নির্দ্দেশ ;—৪২ যজমানের জপনীয় মন্ত্র বিশেষ ;—৪৩ ঋত্বিগ্‌গণের পবিত্র দ্বারা নিজেকে মার্জ্জন ও তাহার প্রয়োজনকথন ;—৪৪ অধ্বর্য্যুকর্ত্তৃক ঐ পবিত্রদ্বয়ের প্র স্ত রে র উপরি পরিত্যাগ।]

১। যেমন হস্তদ্বয়ের শৌচের জন্য তাঁহারা (জল) আনয়ন করেন, সেইরূপ তাঁহারা প্রাতঃকালে মনুর নিকটে শৌচসম্পাদক (অর্থাৎ যাহা দ্বারা হস্তপদাদি প্রক্ষালন করিয়া শৌচ বা শুদ্ধি সম্পাদন করা হয়) জল আনয়ন করিয়া-

ছিলেন। শৌচ করিতে করিতে তাঁহার হস্তদ্বয়ের মধ্যে একটি মৎস্য আসিয়া উপস্থিত হয়।[1]

২। ইহা তাঁহাকে বলিল—'আপনি আমাকে ধারণ করুন, আমি আপনাকে উদ্ধার করিব!' 'কাহা হইতে আমাকে উদ্ধার করিবে?' 'জল-প্রবাহ এই সমস্ত প্রজাকে বহিয়া লইয়া যাইবে, তাহা হইতে আপনাকে উদ্ধার করিব!' 'কি প্রকারে তোমার ধারণ হইতে পারে?'

৩। সে বলিল—'যে পর্য্যন্ত আমরা ক্ষুদ্র থাকিব, সে পর্য্যন্ত আমাদের অনেকরূপে বিনাশ হয়; মৎস্যই মৎস্যকে গিলিয়া থাকে। আপনি আমাকে প্রথমে কুম্ভীর (কুঁড়ার) মধ্যে ধারণ করিবেন। আমি তাহা অতিক্রম করিয়া বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে, একটি খাত খনন করিয়া তাহাতে ধারণ করিবেন। আমি তাহা অতিক্রম করিয়া বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে সমুদ্রের মধ্যে আমাকে লইয়া যাইবেন, তখন আমি সমস্ত বিনাশের অতীত হইতে পারিব।'

৪। সে শীঘ্রই মহামৎস্য ('ঝষ') হইয়া উঠিয়াছিল; কেনমা, সে বৃহত্তম ভাবে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। (সে বলিল)—'এত বৎসরে সেই প্রবাহ আসিয়া উপস্থিত হইবে। আপনি তখন নৌকা প্রস্তুত করিয়া আমার উপাসনা করিবেন, এবং প্রবাহ উত্থিত হইলে নৌকা আশ্রয় করিবেন, আমি তাহা হইতে আপনাকে উদ্ধার করিব!'

৫। তিনি তাঁহাকে এইরূপে ধারণ করিয়া সমুদ্রের মধ্যে লইয়া গিয়াছিলেন, এবং সে যে বৎসর নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছিল, সেই বৎসরে নৌকা প্রস্তুত করিয়া তাহার উপাসনা করিয়াছিলেন, এবং সেই প্রবাহ উত্থিত হইলে নৌকা আশ্রয় করিয়াছিলেন। সেই মৎস্য তাঁহার নিকটে ভাসিতে লাগিল, এবং তিনি তাহার শৃঙ্গে নৌকার রজ্জু বন্ধন করিলেন, ও তাহা দ্বারা উত্তর গিরির[2] উপরে গমন করিলেন।

[1]। এই আখ্যায়িকাটি অতি প্রসিদ্ধ। মহাভারতের বৈবস্বত মনুর আখ্যায়িকার ইহাই মূল। মহাভারত, বনপর্ব্ব, ১৮৭ অধ্যায়; মৎস্যপুরাণ, মনুবিষ্ণুসংবাদ ১. ১; ভাগবত, ৮. ২৪। বাইবেলের জলপ্লাবন তুলনীয়।

[2]। "উত্তরং গিরিম্;" "হিমবন্তম্" ইতি হরিস্বামী; মহাভারতেও হিমবান্ পর্ব্বতের কথা বলা

৬। সে বলিল—'আমি আপনাকে উদ্ধার করিয়াছি। আপনি বৃক্ষে নৌকা বন্ধন করুন, পর্ব্বতোপরি বর্ত্তমান আপনাকে যেন জল অন্তশ্ছিন্ন করিতে না পারে। জল যত-যত নীচে নামিয়া যাইবে, আপনিও তত তাহা অনুসরণ করিয়া নামিবেন।' তিনি তদনুসরণে তত-তত নামিয়াছিলেন, এবং সেই জন্যই উত্তর গিরির নাম ম নু র অ ব ত র ণ।[৩] প্রবাহ সমস্ত প্রজাকেই বহিয়া লইয়া গিয়াছিল, কেবল এক মনুই অবশিষ্ট ছিলেন।

৭। তিনি প্রজা কামনা করিয়া অর্চ্চনা ও শ্রম করিতে করিতে বিচরণ করিতেছিলেন। তিনি সেই সময়ে পাকযজ্ঞের দ্বারা যাগ করিয়াছিলেন; তিনি ঘৃত, দধি, দধির মাৎ ('মস্তু') ও ছানা ('আমিক্ষা') জলে হোম করিয়াছিলেন। অনন্তর সংবৎসরের মধ্যে একটি স্ত্রী সম্ভূত হন; তিনি (ঘৃত) ক্ষরণ করিতে করিতে[৪] উত্থিত হইয়াছিলেন, তাঁহার পদচিহ্নে ঘৃত সঞ্চিত হইয়াছিল। এবং মিত্র ও বরুণ তাঁহার সহিত মিলিত হইয়াছিলেন।

৮। তাঁহারা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'তুমি কে?' তিনি বলিলেন—'মনুর দুহিতা।' তাঁহারা বলিলেন—'তুমি বল যে, তুমি আমাদের (দুহিতা)।' তিনি বলিলেন—'না; যিনি আমাকে জন্ম প্রদান করিয়াছেন, আমি তাঁহারই।' তাঁহারা তাঁহাতে ভাগ ইচ্ছা করিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি তাহা স্বীকার করিয়াছিলেন কি স্বীকার করেন নাই, তাঁহাদিগকে অতিক্রম করিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন। তিনি মনুর নিকটে আসিয়া উপস্থিত হন।

৯। মনু তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'তুমি কে?' 'আপনার দুহিতা।' 'ভগবতি, তুমি কিরূপে আমার দুহিতা?' 'আপনি যে জলে ঐ সমস্ত আহুতি হোম করিয়াছিলেন, যথা—ঘৃত, দধি, দধির মাৎ ও ছানা, তাহা হইতেই আপনি আমাকে উৎপাদন করিয়াছেন। আমি আশীঃস্বরূপা, সেই আমাকে

হইয়াছে;—"ততো হিমবতঃ শৃঙ্গং যৎপরং ভরতর্ষভ। তত্রাকর্ষৎ ততো নাবং স মৎস্যঃ কুরুনন্দন॥" বনপর্ব্ব, ১৮৭. ৪৭-৪৮।

৩। "মনোরবসর্পণম্;" মহাভারতে তাহার নাম "নৌবন্ধন" উক্ত হইয়াছে; ১৮৭. ৫০। তুলঃ—"যত্র নাবপ্রভ্রংশনং যত্র হিমবতঃ শিরঃ"—অথর্ব্বেদ ১৯. ৩৯. ৮।

৪। "পিব দমানেব;" "পাকধর্ম্মাশ্মিকা ইব…, পিব ক্ষরণে, ঘৃতপ্রভবত্বাৎ ঘৃতং স্রবন্তী;"—ইতি হরিস্বামী। "becoming quite solid"—Eggeling.

আপনি যজ্ঞে ব্যবহার করুন। আপনি যদি আমাকে যজ্ঞে ব্যবহার করেন, তবে, প্রজা ও পশুসমূহে আপনি বহু হইয়া উঠিবেন, আপনি আমার দ্বারা যে আশীঃ প্রার্থনা করিবেন, আপনার তাহা সমস্তই সমৃদ্ধ হইবে।' তিনি তাঁহাকে যজ্ঞের মধ্যে ব্যবহার করিয়াছিলেন, কেননা; যাহা প্রযাজ ও অনুযাজের মধ্যে হয়, তাহা যজ্ঞের মধ্য।

১০। তিনি প্রজাকাম হইয়া তাহা দ্বারা অর্চনা ও শ্রম করিতে করিতে বিচরণ করিতে লাগিলেন; এবং তাহা দ্বারা এই জাতিকে উৎপাদন করিলেন,—যাহা মনুর জাতি (বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে)। তিনি ইহা দ্বারা যে কোন আশীঃ প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তৎসমুদয়ই ইহার সমৃদ্ধ হইয়াছিল।

১১। তিনি (মনুর দুহিতা) মূলত ইড়া।[৫] যে ব্যক্তি ইহা এইরূপ জানিয়া ইড়া দ্বারা অনুষ্ঠান করেন, তিনি সেই জাতিকে উৎপাদন করেন,—যাহা মনু উৎপাদন করিয়াছিলেন; তিনি ইহা দ্বারা যে আশীঃ প্রার্থনা করেন, তাঁহার তাহা সমস্তই সমৃদ্ধ হয়।

১২। তাহা (ইড়া) পঞ্চ খণ্ডিত হয়; কেননা, পশুসমূহই ইড়া,[৬] এবং পশুসমূহ পঞ্চাবয়ববিশিষ্ট;[৭] অতএব তাহা পঞ্চ খণ্ডিত হয়।

১৩। তিনি ইড়াকে সম্যক্ খণ্ডিত করিয়া ও পুরোডাশের পূর্ব্বার্দ্ধকে (যজমানের জন্য) ভগ্ন করিয়া ধ্রুবার অগ্রে (বর্হির উপরে) ইহাকে (পুরোডাশের পূর্ব্বার্দ্ধকে) স্থাপন করেন, এবং হোতাকে তাহা (ইড়া) প্রদান করিয়া দক্ষিণদিকে গমন করেন।

৫। ইড়াপাত্রী নামক যজ্ঞিয় পাত্রে খণ্ডিত পুরোডাশাদি হবির্দ্রব্যের নাম ইড়া। ইড়াপাত্রী বা ইড়াপাত্র অশ্বত্থকাষ্ঠনির্ম্মিত ও চারি অঙ্গুলি বিস্তারযুক্ত; ইহার মধ্যস্থলে এক পাণিপরিমাণ গর্ত্ত থাকে, এবং চারি অঙ্গুলি দীর্ঘ একটি দণ্ড ইহাতে সংলগ্ন করা হয়। ইহাতে ইড়া স্থাপন করা হয় বলিয়া সেই নামেই এই পাত্র প্রসিদ্ধ হইয়াছে।

৬। পশুজাত ঘৃত হইতে ইড়া উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া ইড়াকে এখানে পশুর সহিত অভিন্ন কল্পনা করা হইয়াছে। তৈ. স. ২. ৬. ৭. ৩; ঐ. ব্রা. ২. ৪. ৬।

৭। দ্রঃ—১. ৪. ৩. ১৬; পশুর চারি পা, ও এক মস্তক, এই পঞ্চ অবয়ব; অথবা লোম, ত্বক্, মাংস অস্থি, ও মজ্জা, এই পঞ্চ অবয়ব। সায়ণ।

১৪। তিনি হোতার এই স্থানে[৮] (ইড়া হইতে স্রুব দ্বারা গৃহীত আজ্য দ্বারা) লিপ্ত করেন, এবং হোতা তাহা দ্বারা (এই মন্ত্রে) ওষ্ঠদ্বয় লিপ্ত করেন—"তুমি মনের পতির দ্বারা হুত, আমি তোমাকে অন্নের ও প্রাণের জন্য ভোজন করিতেছি!"

১৫। তিনি হোতার এই স্থানে[৯] লিপ্ত করেন, এবং হোতা তাহা দ্বারা (এই মন্ত্রে) ওষ্ঠদ্বয় লিপ্ত করেন;—"তুমি বাক্যের পতির দ্বারা হুত, আমি তোমাকে বল ও উদানের জন্য ভোজন করিতেছি।"

১৬। সেই সময়ে মনু ভীত হইয়াছিলেন যে, 'এই যে পাকযজ্ঞার্হ ইড়া, ইহা আমার যজ্ঞের অন্যতম (অংশ); এখানে রক্ষোগণ যেন আমার যজ্ঞকে নষ্ট করিতে না পারে।' তিনি ইহা দ্বারা (অর্থাৎ ইড়া হইতে গৃহীত ও ওষ্ঠদ্বয়ে লিপ্ত আজ্য দ্বারা) 'রক্ষোগণের (আসিবার) পূর্ব্বে! রক্ষোগণের (আসিবার) পূর্ব্বে!' এই বলিয়া (নিরুপদ্রব স্থানে) তাহা (অর্থাৎ ইড়াকে) লইয়া গিয়াছিলেন। ইনি সেই প্রকারেই 'রক্ষোগণের (আসিবার) পূর্ব্বে! রক্ষোগণের আসিবার পূর্ব্বে!' এই বলিয়া (নিরুপদ্রব স্থানে) তাহা লইয়া যান। 'পাছে অনুপহূত ইহাকে (ইড়াকে) ভোজন করিয়া ফেলি' এই ভয়ে যদিও তিনি (আপাতত) ইহাকে প্রত্যক্ষ ভোজন করেন না, তথাপি, তিনি যে ইহা ওষ্ঠদ্বয়ে লিপ্ত করেন, তাহাতে (নিরুপদ্রব স্থানে) ইহাকে লইয়া যান।

১৭। অনন্তর তিনি হোতার হস্তে (অ বা ন্ত রে ড়া কে)[১০] খণ্ডিত করেন। (সেইরূপে) সংখণ্ডিত করিয়াই তিনি তাহাকে (ইড়াকে) প্রত্যক্ষত হোতাতে আশ্রয় গ্রহণ করান; এবং হোতাও, নিজেতে তাহা আশ্রিত থাকায়, যজমানের জন্য আশীঃ প্রার্থনা করেন। তিনি সেইজন্যই হোতার হস্তে (তাহা) খণ্ডিত করেন।

৮। অর্থাৎ দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠের শেষ পর্ব্বকে। ৯ম টীকা দ্রষ্টব্য।

৯। অর্থাৎ দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠের মধ্যম পর্ব্বকে। কা. শ্রৌ. ৩. ৪. ৯; আশ্ব. শ্রৌ. ১. ৭. ১।

১০। প্রধান ইড়ারই যে অংশ হোতার হস্তে পঞ্চ খণ্ডিত করা হয়, তাহার নাম অ বা ন্ত রে ড়া। "অন্তা ইতি ইড়ায়াঃ…যা হস্তেঽবদীয়তে সা অ বা ন্ত রে ড়া"—আশ্ব. শ্রৌ. ১. ৭. ৩, গর্গনারায়ণ-বৃত্তি; কা শ্রৌ. ৩. ৪. ১০।

১৮। অনন্তর, তিনি অনুচ্চস্বরে (ইড়াকে) সমীপে আহ্বান করেন।[১১] সেই সময়ে মনু ভীত হইয়াছিলেন যে, 'এই যে পাকযজ্ঞার্হ ইড়া, ইহা আমার যজ্ঞের অন্যতম (অংশ)। এখানে রক্ষোগণ যেন আমার যজ্ঞকে নষ্ট না করে।' তিনি ইহাতে 'রক্ষোগণের (আসিবার) পূর্ব্বে ! রক্ষোগণের (আসিবার) পূর্ব্বে !' এই বলিয়া অনুচ্চস্বরে তাঁহাকে (ইড়াকে) আহ্বান করিয়াছিলেন। ইনি (হোতা) সেই প্রকারেই 'রক্ষোগণের (আসিবার) পূর্ব্বে ! রক্ষোগণের (আসিবার) পূর্ব্বে !' বলিয়া ইহাকে (ইড়াকে) অনুচ্চস্বরে সমীপে আহ্বান করেন।

১৯। তিনি (অনুচ্চস্বরে) সমীপে আহ্বান করেন—"র থ ন্ত র (সাম) পৃথিবীর সহিত সমীপে আহূত হইয়াছে; পৃথিবীর সহিত রথন্তর আমাকে সমীপে আহ্বান করুক ! অন্তরিক্ষের সহিত বা ম দে ব্য (সাম) সমীপে আহূত হইয়াছে; অন্তরিক্ষের সহিত বামদেব্য আমাকে সমীপে আহ্বান করুক ! দ্যুলোকের সহিত বৃ হ ৎ (সাম) সমীপে আহূত হইয়াছে; দ্যুলোকের সহিত বৃহৎ আমাকে সমীপে আহ্বান করুক !" তিনি ইহাকেই (ইড়াকেই) সমীপে আহ্বান করিয়া এই সমস্ত লোক ও এই সমস্ত সামকে সমীপে আহ্বান করিয়া থাকেন।

২০।—"বৃষের সহিত গাভীসমূহ সমীপে আহূত হইয়াছে !"[১২]—পশুসমূহই ইড়া; সেইজন্য তিনি ইহাকে (ইড়াকে) পরোক্ষভাবে সমীপে আহ্বান করেন।

১১। ইড়ার স্তুতিপ্রতিপাদক কতকগুলি মন্ত্র আছে। ইহার মধ্যে কতকগুলিকে অনুচ্চস্বরে (উপাংশু) জপ করিতে হয়, এবং আর কতকগুলিকে উচ্চস্বরে পাঠ করিতে হয়; ইহা হোতার কার্য্য, এবং এই কার্য্যের বৈদিক নাম ই ড়ো প হ্বা ন। হোতা যখন ঐ কার্য্য করেন, তখন যজমান ও ঋত্বিগ্‌গণ ইড়াকে (বা মতান্তরে হোতাকে) স্পর্শ করিয়া থাকেন। কা. শ্রৌ. ৩. ৪. ১১-১২। ই ড়ো প হ্বা নে র বাক্যগুলি তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে (৩. ৫. ৮) ও আশ্ব. শ্রৌ. সূত্রে (১. ৭. ৭.) পঠিত হইয়াছে; এবং তৈত্তিরীয়সংহিতায় (২. ৬. ৭) ও মূল ব্রাহ্মণের অনন্তরবর্ত্তী কণ্ডিকা-সমূহে তৎসমুদয় ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

'আহ্বান করেন' ইহার মূল "উপহ্বয়তে"; হরিস্বামী ইহার অর্থে বলেন—"উপপূর্ব্বো হ্বয়তি-রভ্যনুজ্ঞায়াং বর্ত্ততে, উপাংশ্বনুজ্ঞানীতে ইত্যর্থঃ।" তৈত্তিরীয়সংহিতাভাষ্যে (২. ৬. ৭) সায়ণ "উপহূত" শব্দের অর্থ লিখিয়াছেন—"উপহূতং সমীপে যথা তিষ্ঠতি তথাহ্বানং কৃতং।"

১২। 'বৃষের সহিত গাভীসমূহ আমাকে সমীপে আহ্বান করুক !'—এই অংশ এখানে পূর্ণ

তিনি যে বলেন—"বৃষের সহিত," তাহাতে তিনি ইহাকে সমিথুন করিয়াই সমীপে আহ্বান করেন।

২১।—"সপ্ত হোতার দ্বারা (ইড়া) সমীপে আহূত হইয়াছে!"[১৩]—তিনি ইহাতে সপ্ত হোতার[১৪] দ্বারা (সম্পাদিত) সোমযাগ দ্বারা ইহাকে সমীপে আহ্বান করিয়া থাকেন।

২২।—"উত্তরণকারিণী ইড়া সমীপে আহূত হইয়াছে!"—তিনি ইহাতে প্রত্যক্ষ ভাবেই ইহাকে সমীপে আহ্বান করিয়া থাকেন। ইহা (ইড়া) সমস্ত পাপকে উত্তরণ করে, এইজন্য তিনি বলিয়া থাকেন "উত্তরণকারিণী।"

২৩।—"সখা খাদ্য ("ভক্ষ")[১৫] সমীপে আহূত হইয়াছে!"—প্রাণই সখা খাদ্য; অতএব তিনি ইহার দ্বারা প্রাণকেই সমীপে আহ্বান করেন। "হে ক্[১৬] সমীপে আহূত হইয়াছে!"[১৭]—তিনি ইহা দ্বারা (ইড়ার) শরীরকেই সমীপে আহ্বান করেন, তিনি ইহার দ্বারা সমগ্র (ইড়াকে) আহ্বান করেন।

২৪। অনন্তর তিনি (উচ্চ স্বরে) গ্রহণ করেন (অর্থাৎ উচ্চস্বরে বলেন)—"ইড়া সমীপে আহূত! সমীপে আহূত ইড়া! ইড়া আমাদিগকে সমীপে আহূত করুক!" তিনি যে বলেন—"ইড়া সমীপে, আহূত," তাহাতে সমীপাহূত

করিয়া লইতে হইবে; তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে এইরূপই আছে—"উপ মা ধেনুঃ সহর্ষভা হ্বয়তাম্," পরবর্ত্তী বাক্যগুলিতেও এইরূপ বুঝিতে হইবে।

১৩। "উপহূতা সপ্তহোত্রা;" কাণ্বশাখা ও তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণের পাঠ—"উপহূতা সপ্তহোত্রাঃ;" আশ্ব. শ্রৌ. সূত্রে (১. ৭. ৭) আছে—"উপহূতা দিব্যাঃ সপ্ত হোতারঃ।"

১৪। সপ্ত হোতা যথা—হোতা, প্রশাস্তা, ব্রাহ্মণাচ্ছংশী, পোতা, নেষ্টা, আগ্নীধ্র ও অচ্ছাবাক।

১৫। "সখা খাদ্য" অর্থে এখানে সোমপান উপলক্ষিত হইতেছে; তৈত্তিরীয় সংহিতায় লিখিত হইয়াছে—"উপহূতো ভক্ষঃ সখেত্যাহ সোমপীথমেবোপহ্বয়তে।"

১৬। এস্থানে কাণ্বশাখার পাঠ "হরিক্;" কৃষ্ণযজুর্ব্বেদে লিখিত হইয়াছে—"হো;" তৈত্তিরীয় সংহিতায় ইহার তাৎপর্য্যার্থ আত্মা বা দেহ উক্ত হইয়াছে—"উপহূতাং৩ হো ইত্যাহ, আত্মানমেবোপহ্বয়তে।"—তৈ. স. ১. ৬. ৭।

১৭। এই পর্য্যন্ত মন্ত্র অর্থাৎ ই ড়ো প হ্বা ন উপাংশু বা অনুচ্চ স্বরে জপ করিতে হয়; ইহার পরবর্ত্তী মন্ত্র উচ্চৈঃস্বরে পঠনীয়।

৩২। তিনি ইহা দ্বারা পরোক্ষভাবে ইঁহার জন্য পশুসমূহকেই প্রার্থনা করিয়া থাকেন; কেননা, যাঁহার পশুসমূহ থাকে, সেই পূর্ব্বে যাগ করিয়া তাহার পর আবার যাগ করে।

৩৩।—"(তিনি) প্রচুর হবি (সম্পাদন) করিবার জন্য উপহূত।" তিনি ইহাতে পরোক্ষভাবে ইঁহার জন্য জীবনই (অথবা জীবনৌষধিই) প্রার্থনা করেন; কেননা, লোকে জীবিত থাকিয়া পূর্ব্বে যাগ করিয়া তাহার পর ভূয়োভূয় হবি (সম্পাদন) করিয়া থাকে।

৩৪। তিনি ইহাতে পরোক্ষভাবে ইঁহার জন্য প্রজাকেই প্রার্থনা করিয়া থাকেন; কেননা, যাহার প্রজা থাকে, সে নিজে এক হইলেও (তাহার) প্রজা দ্বারা হবি দশগুণ করা হয়; অতএব প্রজা (-অর্থে) প্রচুর হবিঃসম্পাদন।

৩৫। তিনি ইহাতে পরোক্ষভাবে ইঁহার জন্য পশুসমূহকেই প্রার্থনা করেন; কেননা, যাহার পশুসমূহ থাকে, সেই পূর্ব্বে যাগ করিয়া অনন্তর ভূয়োভূয়ই হবি সম্পাদন করিতে পারে।

৩৬। ইহাই আশীঃ—'আমি জীবিত থাকিব, আমার প্রজা হইবে, আমি শ্রী প্রাপ্ত হইব!" তিনি যে পশুসমূহকে প্রার্থনা করেন, তাহাতে শ্রীকে প্রার্থনা করিয়া থাকেন, কেননা, পশুসমূহই শ্রী; অতএব এই দুই আশীর্ব্বাদের দ্বারা সমস্ত প্রাপ্ত হওয়া যায়; সেইজন্য এখানে এই দুইটি আশীঃ করা হইয়া থাকে।

৩৭।—"দেবগণ আমার এই হবিকে সেবন করুন!"—(এই বলিবার জন্য যজমান) "সেস্থানে (দর্শপূর্ণমাস কর্ম্মে) উপহূত।"[২২] তিনি ইহার দ্বারা যজ্ঞেরই সমৃদ্ধি প্রার্থনা করেন। দেবগণ যে হবি সেবন করেন, তিনি তাহা দ্বারা মহৎ (বস্তু) জয় করিয়া থাকেন; এবং সেইজন্যই তিনি বলেন—"(তাঁহারা) সেবন করুন!"

৩৮। তাঁহারা (যজমান ও ঋত্বিগ্‌গণ) তাহা (ইড়া) ভোজনই করেন, অগ্নিতে হোম করেন না; কেননা, পশুসমূহই ইড়া, এবং তাঁহারা ভয়

২২। "ইদং প্রবর্ত্তমানং মদীয়ং হবির্দেবা জুষন্তামিতি বক্তুং তস্মিন্ দর্শপূর্ণমাসকর্ম্মণি যজমান "—তৈ. স. ভাষ্য (২. ৬. ৭.) সায়ণ।

করেন যে, 'পাছে আমরা পশুসমূহকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়া ফেলি।' সেইজন্য তাঁহারা অগ্নিতে হোম করেন না।

৩৯। তাহা হোতায়, যজমানে ও অধ্বর্য্যুতে[২৩] প্রাণসমূহে হুত হয়। পুরোডাশের যাহা পূর্ব্বার্দ্ধ, তিনি তাহা ভগ্ন করিয়া ধ্রুবার অগ্রে স্থাপন করেন। যজমানই ধ্রুবা; অতএব তাহা যজমানেরই দ্বারা ভক্ষিত হয়। 'পাছে যজ্ঞ অসম্পূর্ণ থাকিতে ভোজন করি'—এই মনে করিয়া তিনি যদিও প্রত্যক্ষ ভক্ষণ করেন না, তথাপি তাহাতে ইঁহার তাহা ভক্ষণ করা হয়। সকলে (ইড়া) ভক্ষণ করেন; কেননা তিনি মনে করেন যে, 'আমার (ইড়া) সকলে হুত হইবে।' (তাঁহারা) পাঁচ জন ভক্ষণ করেন; কেননা, পশুসমূহই ইড়া, এবং পশুসমূহ পঞ্চাবয়বযুক্ত। সেইজন্য পঞ্চ জন ভক্ষণ করেন।

৪০। অনন্তর তিনি (হোতা) যখন (উচ্চস্বরে) গ্রহণ করেন,[২৪] তখন তিনি (অধ্বর্য্যু) পুরোডাশকে[২৫] চতুর্দ্ধা (বিভক্ত) করিয়া[২৬] বর্হির উপর স্থাপন করেন। তাহা (অর্থাৎ পুরোডাশকে চারিভাগ করিয়া স্থাপন) পিতৃগণের ভাগের জন্য হইয়া থাকে; কেননা, অবান্তর দিক্ চারিটি, এবং অবান্তর দিক্-সমূহই পিতৃগণ। সেইজন্য তিনি পুরোডাশকে চতুর্দ্ধা করিয়া বর্হির উপর স্থাপন করেন।

৪১। তিনি (হোতা) যখন বলেন—"দ্যৌ ও পৃথিবী উপহূত," তিনি (অধ্বর্য্যু) তখন আগ্নীধ্রকে (ষ ড় ব ত্ত)[২৭] সমর্পণ করেন, এবং আগ্নীধ্র তাহা (এই মন্ত্রে) ভক্ষণ করেন—"পৃথিবী মাতা উপহূত হইয়াছেন, পৃথিবী

২৩। হরিস্বামী বলেন—এখানে ব্রহ্মা ও আগ্নীধ্রও বিবক্ষিত, কেননা ইঁহাদিগকে লইয়াই ইহার পরে পাঁচ জনের কথা বলা হইয়াছে।

২৪। ২৪ কণ্ডিকা দ্রষ্টব্য।

২৫। আগ্নেয় পুরডাশকে।

২৬। ক্যাত্যায়ন শ্রৌতসূত্রে পুরোডাশ ভাগ করিবার এই মন্ত্রটি লিখিত হইয়াছে:—ব্রধ্ন পিন্বস্বায়ুর্মে ধুক্ষ্ব প্রজাং মে ধুক্ষ্ব পশূন্ মে ধুক্ষ্ব..." ইত্যাদি। দ্রষ্টব্য—শাং শ্রৌ. ৪. ৯. ২; আপ. শ্রৌ. ৪. ১০. ৯; ১১. ৩।

২৭। ইড়া উপহূত হইলে অধ্বর্য্যু আগ্নীধ্রের হস্তে ইড়ার যে অংশবিশেষ প্রদান করেন, তাহার নাম ষ ড় ব ত্ত।

মাতা আমাকে উপহূত করুন! আগ্নীধ্রকর্ম্ম-হেতু (আমি) অগ্নি (-স্বরূপ); (অগ্নিস্বরূপ আমাতে ইহা) শোভনরূপে হূত হউক ('স্বাহা')! পিতা দ্যৌ ('দ্যৌস্পিতা') উপহূত হইয়াছেন, পিতা দ্যৌ আমাকে উপহূত করুন! আগ্নীধ্র-কর্ম্মহেতু আমি অগ্নি (-স্বরূপ); (অগ্নি-স্বরূপ আমাতে ইহা) শোভন ভাবে হূত হউক!"[২৮] এই আগ্নীধ্র দ্যৌ ও পৃথিবী (-স্বরূপ); সেইজন্য তিনি (ষ ড় ব ত্ত কে) এইরূপে ভক্ষণ করেন।

৪২। আর যখন তিনি (হোতা) আশীঃ প্রার্থনা করেন, তিনি (যজমান) তখন (এইমন্ত্র) জপ করেন—"ইন্দ্র আমাতে এই ইন্দ্রিয়কে (ইন্দ্র-শক্তিকে) স্থাপন করুন! ধন ও ধনশালিগণ আমাদিগকে সেবা করুক! আমাদের আশীর্ব্বাদসমূহ হউক! আমাদের আশীর্ব্বাদসমূহ সত্য হউক!"[২৯] ইহা আশীর্ব্বাদ সমূহেরই স্বীকার; অতএব ঋত্বিগ্‌গণ এখানে যজমানের জন্য যে সকল আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করেন, তিনি ইহার দ্বারা সেই সকলকেই স্বীকার করিয়া নিজের করেন।

৪৩। অনন্তর তাঁহারা প বি ত্র-দ্বয় (অথবা পবিত্রদ্বয়স্থিত জল) দ্বারা (নিজেকে) মার্জ্জন করেন; কেননা, তাহারা মনে করেন যে, 'আমরা এই পাকযজ্ঞাই ইড়ার দ্বারা অনুষ্ঠান করিয়াছি, ইহার পর যজ্ঞের যাহা অসম্পূর্ণ আছে, তাহা আমরা পবিত্র দ্বারা পূত হইয়া সম্পাদন করিব;' তাঁহারা সেইজন্য পবিত্র (বা পবিত্রস্থিত জল) দ্বারা নিজেকে মার্জ্জন করেন।[৩০]

৪৪। তিনি (অধ্বর্য্যু) সেই পবিত্র দুইখানিকে প্র স্ত রে র উপর ত্যাগ করেন। যজমানই প্র স্ত র (-স্বরূপ), এবং প্রাণ ও উদান পবিত্রদ্বয়-(-স্বরূপ); অতএব তিনি তাহা দ্বারা যজমানে প্রাণ ও উদানকে স্থাপন করেন; তিনি সেই জন্যই প্র স্ত রে র উপর পবিত্রদ্বয় ত্যাগ করিয়া থাকেন।[৩১]

২৮। বা. স. ২. ১০. ২; ১১. ১।

২৯। বা. স. ২. ১০. ১।

৩০। কাত্যায়ন (কা. শ্রৌ. ৩. ৪. ২৪) বলেন মার্জ্জনসময়ে এই মন্ত্রটি উচ্চারণীয়—"ওষধি ও জলসমূহ আমাদের সম্বন্ধে সুমিত্রভূত হউক; এবং যে ব্যক্তি আমাদিগকে দ্বেষ করে, ও যাহাকে আমরা দ্বেষ করি, তাহার সম্বন্ধে অমিত্রভূত হউক;"—বা. স. ৬. ২২. ৩।

৩১। কাণ্বশাখায় এ কণ্ডিকা নাই।

চতুর্থ ব্রাহ্মণ

[১—অ নু যা জ যাগের অগ্নিকে প্রবল করিবার নিমিত্ত আহবনীয় অগ্নি হইতে দুইখানি জ্বলন্ত সমিধের অপসারণ ;—২ ঐ অপসারিত কাষ্ঠদ্বয়ের দ্বারা পুনর্ব্বার সংস্পর্শ করিয়া অগ্নিকে প্রবল করা ;—৩ আগ্নীধ্রকর্তৃক পূর্ব্বরক্ষিত সমিধের অগ্নিতে নিক্ষেপ ;—৪ হোতৃকর্তৃক সমিধের অনুমন্ত্রণ, ঐ মন্ত্র, হোতা সেই কর্ম্ম না জানিলে নিজে যজমানই তাহা করিবেন ;—৫ সমুজ্জ্বল করিবার উদ্দেশে অগ্নির মার্জ্জন, এক-একটি পরিধিতে তিন-তিন বার না করিয়া এক-একবার সম্মার্জ্জন করিবার কারণ-নির্দ্দেশ ;—৬ সম্মার্জ্জন করিবার মন্ত্র, মন্ত্রগত পদবিশেষের ব্যাখ্যা ;—৭ অ নু যা জনামক যাগের আরম্ভ, অ নু যা জ শব্দের ব্যুৎপত্তিপ্রদর্শন ;—৮—৯ অনুযাজের স্তুতির জন্য অর্থবাদ ;—১০অনুযাজ-সমূহের মধ্যে প্রথমে বর্হির যাগ, তাহার যুক্তি. গায়ত্রী কনিষ্ঠ ছন্দ বলিয়া প্রথম হইতে পারে না, গায়ত্রীর শ্যেনরূপে দ্যুলোক হইতে সোম-আনয়ন ;—১১ জগতী ছন্দকে প্রথম করিবার যুক্তি ও জগতী-শব্দের ব্যুৎপত্তি ;—১২ ন রা শং সে র যাগ, নরাশংস-শব্দের ব্যুৎপত্তি ও অর্থ ;—১৩ শেষে অগ্নির যাগ, এবং কারণপ্রদর্শন ;—১৪ যাজ্যা পাঠ করিবার জন্য অধ্বর্য্যুকর্তৃক হোতার প্রার্থনা, হোতার 'দেব'-শব্দোল্লেখে তাহা পাঠ করিবার যুক্তি ;—১৫-১৬ অনুযাজের দেবতা বর্হি, নরাশংস ও অগ্নি, তাহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, তৎসম্বন্ধেই এখানে বিচার করা যাইতেছে যে, সর্ব্বত্র দেবতারই উদ্দেশে বষট্কার উচ্চারণ ও হোম করা হইয়া থাকে, কিন্তু অনুযাজসমূহে প্রসিদ্ধ কোন দেবতা নাই, সেইজন্য মন্ত্রগত পদদ্বয় ব্যাখ্যা করিয়া দেখান হইতেছে যে, ইহাতে ইন্দ্র ও অগ্নি প্রসিদ্ধ দেবতা আছে, এবং দেবতারই উদ্দেশে বষট্কার ও হোম করা সিদ্ধ হয় ; —১৭ অনুযাজের পর আজ্য দ্বারা হোম করিলে শত্রু বশীভূত হয়।]

১। তাঁহারা (যজমান ও ঋত্বিগ্‌গণ) অ নু যা জ-সমূহের জন্য এই দুইখানি জ্বলন্ত কাষ্ঠ (আহবনীয় হইতে) অপবাহিত করেন। এই সময়ে অগ্নি গতবীর্য্যের ন্যায় হইয়া পড়ে, কেননা, তাহাকে দেবগণের যজ্ঞ বহন করিতে হইয়াছিল ; এবং যেহেতু তাঁহারা মনে করেন যে, 'আমরা অগতবীর্য্য (অগ্নিতে) অ নু যা জ-সমূহ সম্পাদন করিব, সেইজন্য তাঁহারা এই দুই খানি জলন্ত কাষ্ঠ অপবাহিত করেন।

২। তাঁহারা (ঐ কাষ্ঠ দুইখানিকে) পুনর্ব্বার (ঐ অগ্নির সহিত) সংসৃষ্ট করেন, ও তাহা দ্বারা পুনর্ব্বার অগ্নিকে বর্দ্ধিত ও অগতবীর্য্য করেন ; কেননা, তাঁহারা মনে করেন যে, 'ইহার পর যজ্ঞের যাহা কিছু অসম্পূর্ণ আছে,

তাহা আমরা অগতবীর্য্য (অগ্নিতে) সম্পাদন করিব।' তাঁহারা সেই জন্যই পুনর্ব্বার সংস্পৃষ্ট করেন।

৩। অনন্তর তিনি (আগ্নীধ্র) সমিৎ[১] নিক্ষেপ করেন। তিনি ইহা দ্বারা ইহাকে (অগ্নিকে) সন্দীপ্তই করেন ; কেননা, তাঁহারা মনে করেন যে, 'ইহার পর যজ্ঞের যাহা অসম্পূর্ণ আছে, তাহা আমরা সন্দীপ্ত (অগ্নিতে) সম্পাদন করিব।' তিনি সেইজন্য সমিৎ নিক্ষেপ করেন।

৪। হোতা তাহা (সেই সমিৎকে, এই মন্ত্রে) অনুমন্ত্রিত করেন—"হে অগ্নি, ইহা তোমার সমিৎ ; তুমি ইহার দ্বারা বর্দ্ধিত ও আপ্যায়িত হও, এবং আমরাও বর্দ্ধিত ও আপ্যায়িত হই।"[২] তখন যেমন তিনি সন্দীপ্যমান (অগ্নিকে লক্ষ্য করিয়া) উচ্চারণ করিয়াছিলেন, এখনও সেইরূপ করেন। ইহা হোতার কর্ম্ম ; কিন্তু যজমান যদি মনে করেন যে, হোতা তাহা জানেন না, তবে, তিনি স্বয়ংই তাহা অনুমন্ত্রিত করিবেন।

৫। অনন্তর তিনি (আগ্নীধ্র) অগ্নিকে সম্মার্জ্জন করেন। তিনি ইহা দ্বারা তাহাকে (হবির্বহনের জন্য) যুক্ত করেন ; কেননা, তিনি মনে করেন যে, 'ইহার পর যজ্ঞের যাহা অসম্পূর্ণ আছে, তাহা ইহা যুক্ত হইয়া দেবগণের নিকটে বহন করিবে।' তিনি সেইজন্য সম্মার্জ্জন করেন।[৩] তিনি (পরিধি ত্রয়ের এক-একটিতে) এক-একবার করিয়া সম্মার্জ্জন করেন ; কেননা, তিনি অগ্রে দেবগণের জন্য তিন-তিনবার করিয়া মার্জ্জনা করিয়া থাকেন ;[৪] 'দেবগণের জন্য যেমন করা হইয়াছিল, পাছে আমি সেইরূপ করিয়া ফেলি'—ইহাই তিনি মনে করেন, এবং সেইজন্যই এক-একবার সম্মার্জ্জন করেন—অপুনরুক্তির নিমিত্ত ; তিনি যদি তিনবার করিয়া পূর্ব্বে ও তিনবার করিয়া পরে সম্মার্জ্জন করেন, তবে পুনরুক্তি করিয়া ফেলেন। সেইজন্য তিনি এক-একবার করিয়া সম্মার্জ্জন করেন।

১। অনুযাজের জন্য যে সমিৎ পূর্ব্বে রক্ষিত হইয়াছিল, ইহা সেই সমিৎ ; দ্রষ্টব্য ১. ৩. ৩. ৩৮।

২। বা. স. ২. ১৪. ১।

৩। সম্মার্জ্জন করার উদ্দেশ্য অগ্নিকে উজ্জ্বল করা।

৪। দ্রষ্টব্য—১. ৩, ৬. ১৪।

৬। তিনি (এই মন্ত্রে) সম্মার্জ্জন করেন—"হে অন্নজয়কারী অগ্নি, তুমি অন্নের উদ্দেশে গমন করিয়াছিলে, এতাদৃশ অন্নজয়কারী তোমাকে সম্মার্জ্জন করিতেছি!"[৫] তিনি অগ্রে বলিয়াছিলেন—"(অন্নের উদ্দেশে) তুমি গমন করিবে, এতাদৃশ তোমাকে ('সরিষ্যন্তং')," কেননা, তখন তাহা গমন করিবে বলিয়া থাকে; আর এখানে তিনি বলেন—"(অন্নের উদ্দেশে) তুমি গমন করিয়াছিলে, এতাদৃশ তোমাকে ('সস্থবাংসং')," কেননা, তাহা এখানে গমন করিবার পরে থাকে, তিনি সেইজন্য বলেন—"তুমি গমন করিয়াছিলে, এতাদৃশ তোমাকে।"

৭। অনন্তর তিনি অনুযাজ-সমূহ অনুষ্ঠান করেন। তিনি এই যজ্ঞের দ্বারা যে সকল দেবতাকে আহ্বান করেন, এবং যে সকল দেবতার জন্য ইহা সম্পাদিত হয়, তাঁহাদের সকলেরই তখন যাগ করা হইয়া থাকে; অতএব যেহেতু সেই সমস্ত দেবতার যাগ হইয়া যাইবার পর পশ্চাতে তিনি (আর একবার) যাগ করেন, সেইজন্য ইহাদের নাম অনুযাজ।

৮। তিনি যে অনুযাজ-সমূহ অনুষ্ঠান করেন, (তাহার কারণ এই) —ছন্দোগণই অনুযাজসমূহ,[৬] এবং পশুসমূহই দেববৃন্দের ছন্দোগণ; অতএব পশুসমূহ যেমন (যানাদিতে) যুক্ত হইয়া মনুষ্যগণের (ভার) বহন করে, ছন্দোগণও সেইরূপ যুক্ত হইয়া দেবগণের যজ্ঞ বহন করে। যে স্থানে ছন্দোগণ দেবসমূহকে সন্তর্পিত করিয়াছিল, এবং দেবসমূহও ছন্দোগণকে সন্তর্পিত করিয়াছিল, তাহা তখন হইয়াছিল,—যখন ইহার পূর্ব্বে ছন্দোগণ যুক্ত হইয়া দেবসমূহের যজ্ঞ বহন করিয়াছিল এবং যখন তাহারা (তাহা দ্বারা) ইঁহাদিগকে সন্তর্পিত করিয়াছিল।

৯। তিনি যে অনুযাজসমূহ অনুষ্ঠান করেন, (তাহার অপর কারণ এই) —ছন্দোগণই অনুযাজসমূহ; অতএব তিনি ইহার দ্বারা ছন্দোগণকেই সন্তর্পিত করেন, এবং সেইজন্যই অনুযাজসমূহ অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। অতএব তিনি যে বাহন দ্বারা ধাবিত হইবেন তাহাকে বিমুক্ত করিয়া বলিবেন—

৫। বা. স. ২. ১৪. ২-৩।

৬। দ্রঃ—১. ৩, ৬. ১৭; বা. স. ২. ৭. ১; কা. শ্রৌ. ৩. ১. ১৩; ৩. ৫, ৩-৪।

৭। দ্রষ্টব্য :—১. ২. ৫. ৮-৯।

'ইহাকে (জল) পান করাও, ইহাকে তৃপ্ত কর!' ইহাই বাহনের প্রসন্নতা-সম্পাদক।

১০। তিনি প্রথমে ব র্হি কে যাগ করেন। গায়ত্রী (অক্ষরসংখ্যায়) কনিষ্ঠ ছন্দ হইলেও ছন্দোগণের মধ্যে প্রথমরূপে যুক্ত হয়,[৮] এবং তাহা বীর্য্য-হেতু; কেননা, তাহা শ্যেন হইয়া দ্যুলোক হইতে সোম আহরণ করিয়াছিল। তাঁহারা ইহা অযথাযথ[৯] বিবেচনা করেন যে, গায়ত্রী কনিষ্ঠ ছন্দ হইলেও ছন্দোগণের মধ্যে প্রথমরূপে যুক্ত হয়। অনন্তর দেবগণ এই অনুযাজসমূহে ছন্দোগণকে (এই ভয়ে) যথাযথরূপে কল্পিত করিয়াছেন যে,[১০] পাছে নিকৃষ্ট প্রশংসনীয়তর হইয়া পড়ে।[১১]

১১। তিনি প্রথমে ব র্হি কে যাগ করেন। এই লোকই বর্হি, এবং ওষধিসমূহও বর্হি; অতএব তিনি ইহার দ্বারা লোকেই ওষধিসমূহ স্থাপন করেন, এবং এই ওষধিসমূহ এই লোকে প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে। এই সমস্ত জগৎ ইহার (এই বর্হিযাগ জগতী-ছন্দের) মধ্যে রহিয়াছে; সেইজন্য ইহা জগতী, এবং এই নিমিত্তই তাঁহারা ইহাকে প্রথম করিয়াছিলেন।

১২। অনন্তর তিনি দ্বিতীয়স্থানে ন রা শং স কে যাগ করেন। অন্তরিক্ষই নরাশংস; নর (-শব্দে) প্রজা, এই প্রজাসমূহ অন্তরিক্ষ লক্ষ্য করিয়া অত্যন্ত কথা বলিতে বলিতে বিচরণ করিয়া থাকে, এবং সে (অর্থাৎ ঐ নর) যখন কথা কহে ('বদতি'), তাঁহারা তখন বলিয়া থাকেন যে, সে বলিতেছে ('শংসতি');[২] সেই জন্য ন রা শং স (-শব্দে) অন্তরিক্ষ,[১২] এবং অন্তরিক্ষই ত্রিষ্টুপ্;[১৩] অতএব তাঁহারা ত্রিষ্টুপ্‌কে দ্বিতীয় স্থানে করিয়াছিলেন।

৮। দ্রঃ—১. ৩. ১. ৬।

৯। দ্রঃ—১. ৫.৩. ১।

১০। 'জগতী গায়ত্রী অপেক্ষা অক্ষরপরিমাণে বেশী বলিয়া দেবগণ জগতীকেই প্রথম করেন। পরবর্তী কণ্ডিকা দ্রষ্টব্য।

১১। "পাপবস্যসং;" "পাপং জ্যেষ্ঠাপেক্ষয়া কনিষ্ঠং, তৎ পাপকমেব, বস্যসং প্রশস্ততরং,"—হরিস্বামী।

১২। "নরাঃ প্রজাঃ শংসন্তি বদন্ত্যস্মিন্নিতি অন্তরিক্ষং নরাশংসঃ"—হরিস্বামী।

১৩। "মধ্যমত্বাদ্ একাদশভাগত্বাচ্চ—দশ দিশঃ আত্মনৈকাদশ, রুদ্রসম্বন্ধাদ্ বা"—হরিস্বামী; ত্রিষ্টুপ্ যেমন প্রধানভূত তিন ছন্দের (জগতী, ত্রিষ্টুপ্ ও গায়ত্রীর) মধ্যবর্তী, অন্তরিক্ষও সেইরূপ

১৩। তাহার পর শেষ অগ্নি। গায়ত্রীই অগ্নি; সেইজন্য তিনি গায়ত্রীকে শেষে (যাগ) করিয়া থাকেন। এইরূপে যথাযথ ভাবে বিহিত হওয়ায় ছন্দসমূহ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল; এবং সেই জন্যই তাহাতে নিকৃষ্ট প্রশস্ততর হয় নাই।

১৪। অধ্বর্য্যু (হোতাকে) বলেন—'আপনি দেবগণকে যাগ করুন (অর্থাৎ দেবগণের উদ্দেশে যাজ্যা পাঠ করুন)!' এবং হোতা সর্ব্বত্র (অনুযাজত্রয়ে) 'দেবকে দেবকে!'—এই বলিয়া (যাজ্যা পাঠ করিতে আরম্ভ করিয়া থাকেন)। ছন্দসমূহই দেবগণের দেবস্বরূপ হইয়া থাকে, কেননা, ইহাদের পশুসমূহ আছে, এবং পশুসমূহ গৃহ ও প্রতিষ্ঠা-স্বরূপ, এবং ছন্দগণই হইতেছে অনুযাজসমূহ।[১৪] সেইজন্যই অধ্বর্য্যু বলেন 'দেবগণকে যাগ করুন', এবং হোতা সর্ব্বত্র 'দেবকে দেবকে!' (বলিয়া যাজ্যা পাঠ আরম্ভ করেন)।

১৫। তিনি বলেন—"(দেব বর্হি, বা দেব নরাশংস) ধনসেবনকারী (অথবা ধনদানকারী) ও ধনধারণকারীর জন্য...।"[১৫] দেবতারই উদ্দেশে

পৃথিবী ও দ্যুলোকের মধ্যবর্ত্তী; ত্রিষ্টুপের যেমন একাদশ অক্ষরের পাদ, অন্তরিক্ষেরও সেইরূপ দশদিক্ ও স্বয়ং এক—এই একাদশ সংখ্যার যোগ আছে, অথবা ত্রিষ্টুপ্ ও অন্তরিক্ষ উভয়ই মধ্যস্থানবর্ত্তী রুদ্রের সহিত সম্বদ্ধ; এই সাদৃশ্য অবলম্বন করিয়া অন্তরিক্ষকে ত্রিষ্টুপ্ বলা হইয়াছে।

১৪। এস্থানে প্রদর্শিত হেতুসমূহ আমি স্পষ্ট বুঝিতে পারি নাই। মূল এই:—"দেবানাং বৈ দেবাঃ সন্তি ছন্দাংস্যেব পশবোহ্যেষাং গৃহা হি পশবঃ প্রতিষ্ঠা হি গৃহাশ্ছন্দাংসি বা অনুযাজাস্তস্মাদ্ দেবান্...।" ভাষ্যকার বলেন—অনুযাজে ব র্হি, ন রা শং স, ও অগ্নি এই তিন দেবতা। যাজ্যা পাঠ করিবার সময় হোতার বর্হিপ্রভৃতি বলিয়াই পাঠ করা উচিত, তাহা না করিয়া দেব-শব্দ উচ্চারণ করিবার কারণ কি? এই কারণ যে, অনুযাজসমূহের দেবতা হইতেছে ছন্দোগণ, এবং ছন্দোগণই দেবগণের দেবস্বরূপ। দেবগণ পরোক্ষপ্রিয়, তাই (বর্হিপ্রভৃতি অপেক্ষা) দেব-শব্দই প্রশস্ততর। ইহার পর তিনি এইরূপে মূলের ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"ইত্যেতমর্থং 'দেবানাং বৈ দেবাঃ সন্তি' ইত্যাদিনা প্রদর্শয়তি। 'পশবো হি' ইতি দেবত্বোপপত্তিঃ। পশূনাঞ্চ সাক্ষাদ্ দেবত্বমসিদ্ধমিতি 'গৃহা হি পশবঃ' ইত্যাহ। গৃহভোগাঃ পশুমত এবেতি 'গৃহাঃ পশবঃ'। গৃহাণামপ্যসিদ্ধং দেবত্বমিতি 'প্রতিষ্ঠা হি গৃহাঃ' ইত্যাহ। প্রতিষ্ঠন্ত্যস্মিন্নিতি প্রতিষ্ঠা শরণং গতিরিত্যর্থ। যশ্চ যস্য শরণং গতিরভ্যস্তোপকারী স তস্য দেব ইতি প্রসিদ্ধম্।"

১৫। "বসুবনে বসুধেয়স্য;" বা. স. ২২. ৪৮; ২৮. ১২; মহীধর ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"ধনলাভের জন্য ও ধননিধানেরজন্য;" তৈ. ব্রা. ৩. ৫. ৯.; তৈ. স. ২. ৯. ৬—এই স্থানে সায়ণ ব্যাখ্যা

(হোতৃকর্তৃক) বষট্‌কার উচ্চারণ করা হয়, কিন্তু এই অনুযাজসমূহে (স্বনাম-প্রসিদ্ধ) দেবতা নাই। তিনি যে বলেন—"দেব বর্হি," ইহাতে না আছে অগ্নি, না আছে ইন্দ্র, না আছে সোম ; তিনি যে বলেন—"দেব নরাশংস," তাহাতেও (দেবতাত্বপ্রতিপাদক) কিছু নাই ; এখানে যে (তৃতীয় অনুযাজে) অগ্নি আছেন, তাহাও ত মূলত গায়ত্রী।[১৬]

১৮। তিনি যে বলেন—"ধনসেবনকারী ও ধনধারণকারীর জন্য," (তাহার কারণ এই যে), অগ্নিই ধনসেবনকারী ও ইন্দ্র ধনধারণকারী ; এবং ইন্দ্র ও অগ্নিই ছন্দসমূহের দেবতা ; এইরূপে ইহার দ্বারা দেবতার উদ্দেশেই বষট্‌কার উচ্চারণ করা হয় ও দেবতাকে হোম করা হয়।

১৭। অনন্তর তিনি শেষ অনুযাজের যাগ করিয়া (জুহূসংলগ্ন ও উপভৃৎ-স্থিত অবশিষ্ট আজ্য) আনয়নপূর্ব্বক (অগ্নিতে পশ্চিম হইতে পূর্ব্বদিকে অবিচ্ছেদ-ধারায়) হোম করেন। এই সমস্ত অনুযাজ প্রযাজসমূহের (অনুবর্ত্তী) ; এইজন্য যেমন ঐ[১৭] প্রযাজসমূহে তিনি দ্বেষকারী শত্রুকে যজমানের নিকটে কর প্রদান করান, ভোজনকারীর নিকটে ভোজ্য বস্তুকে কর প্রদান করান, অনুযাজেও এই প্রকার কর প্রদান করাইয়া থাকেন।

করিয়াছেন—'(যজমানের) ধনপ্রাপ্তির জন্য (আজ্যরূপ) ধন (সেবন করুন)।' অনুবাদে হরিস্বামীকে অনুসরণ করা হইয়াছে। হরিস্বামী 'বসুবনে' পদটিকে সম্বোধনরূপে ধরিয়াছেন, কিন্তু তাহা সঙ্গত বোধ হয় না।

১৬। দ্রঃ—১৩শ কণ্ডিকা।

১৭। দ্রঃ—১, ৪, ৪, ১৮।

সপ্তম প্রপাঠক

প্রথম ব্রাহ্মণ

[১. জুহূ ও উপভৃতের স্বস্থান হইতে পৃথক্‌করণ, তাহার মন্ত্র প্রদর্শিত বিধি যজমানের পক্ষে ;—২ ঐ কাজ অধ্বর্য্যু করিলে পূর্ব্বোক্ত মন্ত্র কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তনে পাঠ করিতে হয়, পূর্ণমাস যাগেই অগ্নি ও সোম-পদযুক্ত মন্ত্র পাঠ করিতে হয় ;—৩ অমাবস্যায় অগ্নি ও সোম-স্থলে ইন্দ্র ও অগ্নি বলিতে হয় ;—৪ স্বয়ং যজমান ঐ কার্য্য না করিয়া যদি অধ্বর্য্যু করেন তবে মন্ত্রে যজমান-শব্দ প্রয়োগ করিয়া বলিতে হয় ;—৫ জুহূ ও উৎপভৃৎকে পৃথক্ করিবার ফল ;—৬ প্রসঙ্গক্রমে মূল পুরুষ হইতে তৃতীয় ও চতুর্থ পুরুষে বিবাহের উল্লেখ ;—৭ জুহূ (অর্থাৎ তাহাতে স্থিত ঘৃত) দ্বারা প রি ধি সমূহের লেপন ও তাহাতে যুক্তি ;—৮ ঐ মন্ত্র ;—৯ অধ্বর্য্যুকর্ত্তৃক আগ্নীধ্রের আহ্বান ;—১০ হোতার প্রৈ ষ অর্থাৎ প্রেরণা-সূচক মন্ত্রদ্বয় ;—১১ প্র স্ত রে র গ্রহণপূর্ব্বক নির্দ্দিষ্ট স্থানে স্থাপন ;—১২ বৃষ্টি কামনা করিলে প্রস্তর-গ্রহণে পাঠনীয় মন্ত্র ও তাহার ব্যাখ্যা, বৃষ্টি বায়ুর প্রভাবাধীন ;—১৩ প্রস্তরের অগ্র মধ্য ও মূলে যথাক্রমে জুহূ উপভৃৎ ও ধ্রুবার আজ্য লিপ্ত করা ;—১৪ ঐ লেপনমন্ত্র, প্রস্তরকে আহবনীয়-সমীপে লইয়া যাইবার মন্ত্র ;—১৫ ঐ মন্ত্র ,—১৬ তাহা হইতে একখানি তৃণগ্রহণ, তাহার তাৎপর্য্য ;—১৭ গৃহীত তৃণের আহবনীয়ে নিক্ষেপ, তাহার তাৎপর্য্য ;—১৮ তাহা পূর্ব্বাগ্র বা উত্তরাগ্র করিয়া নিক্ষেপ করিতে হয়, অঙ্গুলি দ্বারা তাহার উপক্ষেপণ, কাষ্ঠ দ্বারা তাহা করায় দোষ, কাষ্ঠ দ্বারা শব বহন করা হয় ;—১৯ তৃণনিক্ষেপ মৌনাবলম্বনে কর্ত্তব্য, তৃণনিক্ষেপের পর নিজেকে স্পর্শ করা, তাহার উদ্দেশ্য ;—২০ শং যু বা ক নামক মন্ত্র-পাঠের জন্য আগ্নীধ্র ও অধ্বর্য্যুর উত্তর-প্রত্যুত্তর ;—২১ শংযুবাক পাঠ করিবার জন্য অধ্বর্য্যুকর্ত্তৃক হোতার প্রেরণা ;—২২ আহবনীয়ে পরিধিসমূহের নিক্ষেপ, তাহার মন্ত্র ;—২৩ সং স্র ব হোমের জন্য জুহূ ও উপভৃতের একসঙ্গে গ্রহণ ;—২৪ একসঙ্গে গ্রহণ করিবার যুক্তি ;—২৫ তাহা গ্রহণ করিবার মন্ত্র ও তাহার ব্যাখ্যা ;—২৬ যে যজমানের হবি শকট হইতে গৃহীত হয় তাঁহার সম্বন্ধে জুহূ ও উপভৃতের শকটের যুগপ্রান্তে স্থাপন, আর যাঁহার পাত্র হইতে গৃহীত হয়, তাঁহার সম্বন্ধে স্ফ্য-এর উপরে স্থাপন ;—২৭ স্রুগ্‌দ্বয়ের স্তুতি ও স্থাপনের মন্ত্র।]

১। তিনি (এই মন্ত্রে) স্রুগ্‌দ্বয়কে (অর্থাৎ জুহূ ও উপভৃৎকে) পরস্পর বিপরীত দিকে প্রেরণ করেন[১]—"অগ্নি ও সোমের বিজয় অনুসরণে আমি বিজয় লাভ করিয়াছি! (পুরোডাশাদি যজ্ঞিয়) অন্নের অভ্যনুজ্ঞায় আমি

১। "ব্যূহতি ;" "ব্যূহনং পরস্পরবিপরীতত্বেনাপনোদনং"—মহীধর, বা. স. ২. ১৫ ভাষ্য।

নিজেকে উৎসাহিত করিতেছি !"[২] তিনি (অধ্বর্য্যু, বাম হস্তে বেদ গ্রহণ করিয়া) দক্ষিণ হস্তে জুহূকে (প্রস্তরের) পূর্ব্বদিকে (এই মন্ত্রে) প্রেরণ করেন—"যে আমাদিগকে দ্বেষ করে ও যাহাকে আমরা দ্বেষ করি, অগ্নি ও সোম তাহাকে অপনোদন করুন ! (যজ্ঞিয়) অন্নের অভ্যনুজ্ঞায় আমি ইহাকে দূরীভূত করিতেছি !"[৩] তিনি (দক্ষিণ হস্তে বেদ গ্রহণ করিয়া) উপভৃৎকে বাম হস্তের দ্বারা (বেদির বহির্দেশে) পশ্চিম দিকে প্রেরণ করেন।[৪]—যদি স্বয়ং যজমান (ইহা করেন, তবেই এই বিধি)।

২। আর যদি অধ্বর্য্যু (তাহা করেন, তবে তিনি বলেন)—"অগ্নি ও সোমের বিজয় অনুসরণে এই যজমান বিজয় প্রাপ্ত হউন ! আমি (যজ্ঞিয়) অন্নের অভ্যনুজ্ঞায় ইঁহাকে উৎসাহিত করিতেছি !"—"যে আমাদিগকে দ্বেষ করে ও যাহাকে আমরা দ্বেষ করি, অগ্নি ও সোম তাহাকে অপনোদন করুন ! (যজ্ঞিয়) অন্নের অভ্যনুজ্ঞায় আমি ইহাকে দূরীভূত করিতেছি !" ইহা পৌর্ণমাসীতে (করিতে হয়), কেননা, পৌর্ণমাস হবি অগ্নি ও সোমের জন্য হইয়া থাকে।

৩। আর অমাবস্যায় (তিনি বলেন)—"ইন্দ্র ও অগ্নির বিজয় অনুসরণ করিয়া আমি বিজয় লাভ করিয়াছি ! অন্নের অভ্যনুজ্ঞায় আমি আমাকে উৎসাহিত করিতেছি !"—"যে আমাদিগকে দ্বেষ করে ও যাহাকে আমরা দ্বেষ করি, ইন্দ্র ও অগ্নি তাহাকে অপনোদন করুন ! অন্নের অভ্যনুজ্ঞায় আমি ইহাকে দূরীভূত করিতেছি !"—যদি স্বয়ং যজমান (ইহা করেন, তবেই এই বিধি)।

৪। আর যদি অধ্বর্য্যু (করেন, তবে তিনি এই বলেন)—"ইন্দ্র ও অগ্নির বিজয় অনুসরণে এই যজমান বিজয় প্রাপ্ত হউন ! আমি অন্নের অভ্যনুজ্ঞায় ইঁহাকে উৎসাহিত করিতেছি !"—"যে আমাদিগকে দ্বেষ করে, ও যাহাকে আমরা দ্বেষ করি, ইন্দ্র ও অগ্নি তাহাকে অপনোদন করুন ! অন্নের অভ্যনুজ্ঞায়

২। বা. স. ২.১৫. ১।

৩। বা. স. ২. ১৫. ২ ; কা. শ্রৌ. ৩. ৫. ১৯।

৪। জুহূ ও উপভৃতের এই পৃথক্‌করণের তাৎপর্য্যব্যাখ্যাসম্বন্ধে তুলনীয় :—তৈ. স. ৩. ৩. ৯

আমি ইহাকে দূরীভূত করিতেছি!" ইহা অমাবাস্যায় হইয়া থাকে; কেননা, অমাবাস্যাসম্বন্ধী হবি ইন্দ্র ও অগ্নির হয়। তিনি এইরূপেই (জুহূ ও উপভৃৎকে) দেবতানুসারে পৃথক্ করিয়া থাকেন। তিনি যে এইরূপে পৃথক করেন, (তাহার কারণ এই) :—

৫। যজমানই জুহূর পশ্চাতে, এবং যে ইঁহাকে অরাতির ন্যায় আচরণ করে, সে উপভৃতের পশ্চাতে অবস্থান করে; তিনি ইহা দ্বারা যজমানকে পূর্ব্ব দিকে লইয়া যান, এবং যে ইঁহাকে অরাতির ন্যায় আচরণ করে, তাহাকে পশ্চিম দিকে দূরীভূত করেন। ভোক্তাই জুহূর পশ্চাতে এবং ভোজ্য উপভৃতের পশ্চাতে থাকে ; তিনি ইহা দ্বারা ভোক্তাকেই পূর্ব্ব দিকে লইয়া যান, এবং ভোজ্যকে পশ্চিম দিকে দূরীভূত করেন।

৬। তাহা (অর্থাৎ ভোক্তা ও ভোজ্যের পৃথক্করণ) সমান (অভিন্ন—এক) কর্ম্মেই অভিব্যক্ত হইয়া থাকে ; সেইজন্য সমান পুরুষ হইতেই ভোক্তা (ভর্ত্তা) ও ভোজ্য (ভার্য্যা) জাত হয় ; কেননা, 'আমরা এই (মূল পুরুষ হইতে) চতুর্থ বা তৃতীয় পুরুষে সঙ্গত হইয়া থাকি'—এই বলিয়া অভিজাতগণ ব্যবহারপূর্ব্বক আনন্দিত হন। এবং ইহা (অর্থাৎ জুহূ ও উপভৃতের পৃথক্করণ) হইতেই তাহা (তৃতীয় বা চতুর্থ পুরুষে বিবাহ) হইয়াছে।

৫। "জাত্যাঃ ;" মনু (১০. ৫) বলিয়াছেন—

"সর্ব্ববর্ণেষু তুল্যাসু পত্নীষক্ষতযোনিষু।
আনুলোম্যেন সম্ভূতা জাত্যা জ্ঞেয়াস্ত এব তু॥"

৬। হিন্দু সমাজে ইহা অতি প্রসিদ্ধ ও মনু প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্র দ্বারা সুবিহিত যে, পিতৃপক্ষে সপ্তম ও মাতৃপক্ষে পঞ্চম পুরুষের মধ্যে বিবাহ করিতে হয় না। এস্থানে ব্রাহ্মণে তৃতীয় বা চতুর্থ পুরুষেও বিবাহের কথা উক্ত হইয়াছে। মাতুলকন্যা মাতৃপক্ষে তৃতীয় পুরুষের মধ্যে। মনু প্রভৃতিতে (১১. ১৭২) মাতুলকন্যাবিবাহের নিষেধ আছে। দাক্ষিণাত্যগণ মাতুলকন্যাকেও বিবাহ করিয়া থাকেন, এবং শিষ্টসমাজে ইহা গর্হিত হইলেও দাক্ষিণাত্যগণ ইহার শাস্ত্রীয়তা প্রতিপাদন করিতে নিরস্ত হন না। ভাট্টভাষাপ্রকাশকার মীমাংসক নারায়ণতীর্থ মাতুলকন্যাবিবাহের সমর্থনের জন্য এক শ্রুতিও উদ্ধৃত করিয়াছেন (ঋ. স. ৫ অষ্টক. ৪ অ. ২২ ব. ৬ ঋ ; ভাট্টভাষাপ্রকাশ, ১ম অধ্যায়, ৭ পৃঃ কাশীসংস্করণ), কিন্তু অত্রত্য ব্রাহ্মণ-বচন ধরেন নাই। হরিস্বামীও ইহা

৭। অনন্তর তিনি (অধ্বর্য্যু) জুহূ (অর্থাৎ তল্লগ্ন ঘৃত) দ্বারা প রি ধি-সমূহকে লিপ্ত করেন। যাহা দ্বারা তিনি দেবগণের হোম করিয়াছেন ও যাহা দ্বারা যজ্ঞকে সম্পূর্ণ করিয়াছেন, তাহা দ্বারাই তিনি ইহাতে প রি ধি-সমূহকে প্রীত করেন। তিনি সেই জন্য প রি ধি-সমূহকে লেপন করিয়া থাকেন।

৮। তিনি (এই মন্ত্রে) লিপ্ত করেন—"তোমাকে বসুগণের জন্য! তোমাকে রুদ্রগণের জন্য! তোমাকে আদিত্যগণের জন্য!"[৭]

৯। তিনি (মধ্যম) পরিধি স্পর্শ করিয়া (আগ্নীধ্রকে) আহ্বান করেন;[৮] এবং ইহাতে পরিধিসমূহেরই জন্য আহ্বান করিয়া থাকেন। আহ্বানই যজ্ঞ; অতএব তিনি ইহাতে যজ্ঞেরই দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে পরিধি-সমূহকে প্রীত করিয়া থাকেন। তিনি সেইজন্য পরিধি স্পর্শ করিয়া আহ্বান করেন।

১০। তিনি আহ্বান করিয়া (এবং প্রত্যুত্তর প্রাপ্ত হইয়া হোতাকে) বলেন—"দৈব হোতৃগণ প্রেরিত হইয়াছেন—," এই যে পরিধিসমূহ, ইহারাই দৈব হোতা, কেননা, ইহারা অগ্নি।[৯] তিনি যে বলেন "দৈব হোতৃগণ প্রেরিত ('ইষিত')," ইহাতে এই বলেন যে, 'দেবগণকে ইচ্ছা করা হইয়াছে ('ইষ্ট')।'—"ফলকথনের জন্য ("ভদ্রবাচ্যায়"),[১০] কেননা, ইহাতে স্বয়ং দেব-

ধরিয়াছেন। নির্ণয়সিন্ধুকারও এবিষয়ে একটী মন্ত্র (ঋ. স. ১০. ১০. ৫) উদ্ধৃত করেন। দ্রষ্টব্য—"মাতুলস্য সুতাং কেচিৎ পিতৃস্বস্রাদিকাম্। বিবহন্তি কচিদ্দেশে সঙ্কোচ্যাপি সপিণ্ডতাম্"।—ইতি নির্ণয়সিন্ধুধৃত শাতাতপ। হরিস্বামী বলেন—চতুর্থ পুরুষে বিবাহ সৌরাষ্ট্রে এবং তৃতীয় পুরুষে বিবাহ দাক্ষিণাত্যে প্রচলিত।

৭। বা. স. ২. ১৬. ১৩। প্রথমে মধ্যম, তাহার পর দক্ষিণ, ও তাহার পর উত্তর পরিধিকে লিপ্ত করিতে হয়, এবং ঐ মন্ত্রত্রয় যথাক্রমে পঠনীয়; কা. শ্রৌ. ৩. ৫. ২৪।

৮। অধ্বর্য্যু আগ্নীধ্রকে 'ও শ্রাবয়' বলিয়া আহ্বান করেন, এবং আগ্নীধ্র 'অস্তু শ্রৌষট্' বলিয়া উত্তর দেন। দ্রঃ—১. ৪.৩. ১৮-২০।

৯। দ্রঃ—১. ২. ১. ১।

১০। সায়ণ তৈত্তিরীয় সংহিতায় (১. ১. ১৩, ১ম ভাগ, ২৩৩ পৃঃ) ঐ শব্দের ব্যাখ্যা লিখিয়াছেন—"ভদ্রং ফলং তস্য বাচ্যং বচনং।"

গণ ইহাঁর জন্য উদ্‌যুক্ত হন, তাঁহারা উত্তম ('সাধু') কথা বলেন; এবং উত্তম কার্য্য করেন; তিনি সেইজন্যই বলেন—"ফলকথনের জন্য।"—"মানবীয় (হোতা) সূক্তকথনের জন্য ('সূক্তবাকায়') প্রেরিত।"[১১] তিনি ইহার দ্বারা মানবীয় হোতাকে সূক্ত কথনের জন্য আজ্ঞা করেন।

১১। অনন্তর তিনি প্র স্ত র গ্রহণ করেন।[১২] যজমানই প্রস্তর, অতএব যেখানে ইহাঁর যজ্ঞ গিয়াছে, তিনি সেইখানেই যজমানকে স্বাধীন[১৩] করেন; ইহার যজ্ঞ দেবলোকেই গমন করিয়াছে, অতএব তিনি ইহাতে যজমানকে দেবলোকেই লইয়া যান।

১২। তিনি যদি বৃষ্টি কামনা করেন, তবে (তাহা এই মন্ত্রে) গ্রহণ করিবেন—"দ্যৌ ও পৃথিবী একমত হউক (বা সম্যক্ অবগত হউক)!"[১৪] কেননা, যখন দ্যৌ ও পৃথিবী একমত হয়, তখন বৃষ্টি হয়; তিনি সেই জন্যই বলেন "দ্যৌ ও পৃথিবী একমত হউক!"—"মিত্র ও বরুণ বৃষ্টি দ্বারা তোমাকে রক্ষা করুন!" তিনি ইহার দ্বারা এই বলেন যে, 'যিনি বৃষ্টির ঈশ্বর, তিনি তোমাকে বৃষ্টি দ্বারা রক্ষা করুন!' এই যাহা (বায়ু) বহিতেছে, ইহাই বৃষ্টির ঈশ্বর। ইহা (বায়ু) যেন একটি হইয়া প্রবাহিত হয়, (কিন্তু) ইহা পুরুষের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া পূর্ব্বগামী ও পশ্চাদ্‌গামী হয়, এবং ইহারা দুইটিই প্রাণ ও উদান, এবং প্রাণ-উদানই মিত্র ও বরুণ; অতএব তিনি তাহা দ্বারা এই বলেন

১১। "ইদং দ্যাবাপৃথিবী ভদ্রমভূৎ...," তৈ. ব্রা. ৩. ৫. ১০; দ্র:—১. ৭. ২. ৪। সায়ণ "সূক্তবাকায়" শব্দের অর্থ তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে (৩. ৬. ১৫) অন্যরূপ করিয়াছেন—"সূক্তস্য বাক্যো বচনং যস্য সোহয়ং দেবঃ সূক্তবাকঃ (অগ্নিঃ) তস্মৈ।" তিনি অন্যত্র (তৈ. স. ১. ১. ১৩) লিখিয়াছেন—"ইদং দ্যাবাপৃথিবী ভদ্রমভূদিত্যাদ্যনুবাকঃ সূক্তং, তস্য বাক্যো বচনং।" এই মন্ত্রের নাম সূ ক্ত বা ক প্রৈষ। পরবর্ত্তী ব্রাহ্মণ ১ম প্রভৃতি কণ্ডিকা দ্রষ্টব্য।

১২। যে স্থান হইতে বি ধৃ তি-দ্বয় গৃহীত হইয়াছিল (দ্র:—১. ৩. ১. ১০) প্র স্ত র কে গ্রহণ করিয়া সেই স্থানে রাখিতে হইবে (তাহার মন্ত্র বা. স. ২. ১৬. ৪) এবং তাহার অগ্রভাগ জুহূতে, মধ্যভাগ উপভৃতে, এবং মূল ধ্রুবায় ঘৃতে মাখাইতে হইবে। কা. শ্রৌ ৩. ৬. ৩. ৪। দ্রষ্টব্য—১৩শ কণ্ডিকা।

১৩। "স্বগা;" "স্বগা অব্যয়মেতৎ স্বস্থানগামিবচনং, স্বস্থানগামিনং করোতীত্যর্থঃ"—ইতি হরিস্বামী; "স্বগা স্বাধীনম্"—ইতি সায়ণ (তৈ. স. ১. ৪. ৪৪. ২)।

১৪। বা. স. ২. ১৬. ৪; কা. শ্রৌ. ৩. ৬. ২।

যে, 'বিনি বৃষ্টির ঈশ্বর, তিনিই তোমাকে বৃষ্টি দ্বারা রক্ষা করুন!' তিনি ইহার দ্বারাই তাহা গ্রহণ করিবেন, কেননা, (তাহা হইলে) যখনই কোন সময়ে বৃষ্টি হয়, তাহা শুভপ্রদ হইয়া থাকে। তিনি তাহা (প্রস্তরকে) লিপ্ত করেন, এবং তাহার দ্বারা (এই মনে করিয়া) আহুতিই প্রস্তুত করিয়া থাকেন যে, 'ইহা আহুতি হইয়া দেবলোকে গমন করুক।'[১৫]

১৩। তিনি (প্রস্তরের) অগ্রকে জুহূতে,[১৬] মধ্যকে উপভৃতে, এবং মূলকে ধ্রুবায় লিপ্ত করেন; কেননা, জুহূ অগ্রের ন্যায়, উপভৃৎ মধ্যের ন্যায়, এবং ধ্রুবা মূলের ন্যায়।[১৭]

১৪। তিনি (এই মন্ত্রে) লেপন করেন—"(দেবগণ ঘৃত-) লিপ্ত বিহঙ্গকে লেহন করিয়া ভোজন করুন!"[১৮] তিনি ইহা দ্বারা এতাদৃশ তাহাকে (প্রস্তরকে অর্থাৎ যজমানকে) বিহঙ্গ করিয়া এই মনুষ্যলোক হইতে দেবলোকে উত্থাপিত করেন। তিনি ইহাকে দুইবার (আহবনীয়ের দিকে) নীচু ভাবে[১৯] লইয়া যান।

১৫। ইহা অর্থাৎ প্রস্তর; পূর্ব্বে এবং পরে (১১শ, ১৪শ কণ্ডিকায়) যজমানকেই প্রস্তর-স্বরূপ বলা হইয়াছে, অতএব যজমানেরই দেবলোক গমন এখানে প্রার্থিত হইতেছে। দ্রষ্টব্য—১১শ কণ্ডিকা।

১৬। অর্থাৎ জুহূস্থিত ঘৃত দ্বারা, অন্যত্রও এইরূপ। কা. শ্রৌ. ৩. ৬. ৫. ৭।

১৭। হরিস্বামী এপ্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—"জুহূ অগ্রের ন্যায়, কেননা, ইহা উপভৃৎকে ত্যাগ করিয়া আহবনীয়পর্য্যন্ত যায়; উপভৃৎ মধ্যের ন্যায়, কেননা, ইহাও বেদির যজতি-স্থানপর্য্যন্ত যায়; এবং ধ্রুবা মূলের ন্যায়, কেননা, ইহা কোথাও চলিত হয় না।"

১৮। বা. স. ২. ১৬. ৫; মূল এই—"ব্যন্ত বয়োঽক্তং রিহাণাঃ;" হরিস্বামী ব্যাখ্যা করিয়াছেন —'যাহাদিগকে ইহা হোম করা হইবে, সেই দেবগণ বিহঙ্গভূত এই প্রস্তরকে ভোজন করুন। প্রস্তর এই জন্যই বিহঙ্গম যে, ইহা আহবনীয় বা দ্যুলোকে গমন করে।' মহীধর বলেন—'ঘৃতলিপ্ত প্রস্তর লেহন করিতে করিতে পক্ষিরূপপ্রাপ্ত গায়ত্রীপ্রভৃতি ছন্দ (প্রস্তরকে গ্রহণ করিয়া) গমন করুক।' সায়ণ বলেন (তৈ. স. ১. ১. ১৩. ১)—'বিহঙ্গসমূহ আজ্যলিপ্ত প্রস্তরাগ্র লেহন করিতে করিতে গমন করুক।' তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে (৩. ৩. ৯) উক্ত হইয়াছে—"বিয়ন্তু বয় ইত্যাহ। বয় এবৈনং কৃত্বা সুবর্গং লোকং গময়তি;"—"তিনি 'বিয়ন্তু বয়ঃ' বলেন, কেননা ইহাকে বিহঙ্গ করিয়া স্বর্গলোকে লইয়া যায়।' মূল ব্রাহ্মণের অব্যবহিত পরবর্ত্তী বাক্যই শেষের ব্যাখ্যাকে সমর্থন করিতেছে।

১৯। অর্থাৎ ভূমিসংলগ্নের ন্যায় করিয়া, এই কার্য্যের বৈদিক নাম প্র স্ত র প্র হ র ণ।

তিনি যে নীচুভাবে লইয়া যাইবেন, (তাহার কারণ এই—) যজমানই, প্রস্তর, এবং তিনি ইহার দ্বারা তাঁহাকে এই প্রতিষ্ঠা (দৃঢ় আশ্রয়) হইতে উত্থিত করেন না ; এবং এই স্থানে বৃষ্টিকে নিয়ত করিয়া থাকেন।

১৫। তিনি (এই মন্ত্রে) লইয়া যান—"ম রু দ্গ ণে র চিত্রবর্ণ (অশ্বা-) সমূহের নিকট গমন কর !"[২০] তিনি যে বলেন, "মরুদ্গণের চিত্রবর্ণ (অশ্বা-) সমূহের নিকট গমন কর !" তাহাতে এই বলেন যে, 'তুমি দেবলোকে গমন কর।'—"তুমি অভিলষণীয় ধেনু হইয়া দ্যুলোকে গমন কর, এবং সেখান হইতে আমাদের জন্য বৃষ্টি আবাহন কর !"[২১] ইহাই (অর্থাৎ এই পৃথিবীই) অভিলষণীয় ধেনু ; কেননা, যাহা মূলযুক্ত ও মূলহীন ভোজনীয় অন্ন আছে, তাহা ইহাতেই প্রতিষ্ঠিত, অতএব ইহাই অভিলষণীয় ধেনু ; 'তুমি ইহা হইয়া দ্যুলোকে যাও'—ইহাই তিনি তাহা দ্বারা বলিয়া থাকেন। তিনি বলেন—"তাহা হইতে আমাদের জন্য বৃষ্টি আবাহন কর !" কেননা, বৃষ্টি হইতেই বলকর রস ও (লোকসমূহের) সমৃদ্ধি জাত হইয়া থাকে ; তিনি সেইজন্যই বলেন "তাহা হইতে আমাদিগের বৃষ্টি আবাহন কর !"

১৬। অনন্তর তিনি (তাহা হইতে) একখানি তৃণ টানিয়া গ্রহণ করেন। যজমানই প্রস্তর ; অতএব তিনি যদি সমস্ত প্রস্তরকে (আহবনীয় অগ্নিতে) নিক্ষেপ করেন, তাহা হইলে যজমান সত্বরেই ঐ (পর-) লোকে গমন করেন, কিন্তু সেইরূপ করিলে যজমান দীর্ঘকাল জীবিত থাকেন ; এবং যতদিন এখানে ইহার মানবীয় আয়ু থাকে, তাহার জন্যই তিনি ইহা টানিয়া লইয়া থাকেন।

২০। বা. স. ২. ১৬. ৬ ; কা. শ্রৌ. ৩. ৬. ৮ ; এস্থলে আবহনীয়সমীপে আনীত প্রস্তর হইতে এক খানি তৃণ টানিয়া লইয়া তাহা পূর্ব্বাগ্র বা উত্তরাগ্র করিয়া আহবনীয় অগ্নিতে ফেলিয়া দিতে হয়। ১৭শ ও ১৮শ কণ্ডিকা দ্রষ্টব্য।

২১। বা. স, ২. ১৬. ৬ ; "বশা পৃশ্নির্ভূত্বা দিবং গচ্ছ ততো নো বৃষ্টিমাবহেতি ;" পৃশ্নি-শব্দে দ্যৌ ও আদিত্যকে বুঝায়, নিরুক্ত ২. ৪. ২ ; মহীধর ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"অল্পতনুর্গৌঃ ;" তিনি, পরবর্ত্তী ব্রাহ্মণ অনুসারে ঐ শব্দের অর্থান্তর পৃথিবী বলিয়াছেন ; Eggeling বলিয়াছেন spotted cow ; পৃশ্নি-শব্দের অক্ষরার্থ 'সংস্পৃষ্ট ;' সায়ণ ঋগ্‌ভাষ্যে (১. ১৬০. ৩) তাহার অর্থ করিয়াছেন 'শুক্লবর্ণ,' অন্যত্র (১০. ১৮৯. ১) বলিয়াছেন 'প্রাপ্ততেজঃ ;' অমর কোষে (২. ৬. ৪৮) তাহার অর্থ লিখিত হইয়াছে "অল্পতনু"।

১৭। তিনি তাহা মুহূর্ত্তকাল ধারণ করিয়া তাহার পর (আহবনীয় অগ্নিতে) নিক্ষেপ করেন;[২২] যেখানে ইহার (প্রস্তরের) অপর আত্মা (বা দেহ) গিয়াছে,[২৩] তিনি ইহা দ্বারা ইহাকে সেইখানেই গমন করান। তিনি যদি তাহা বহন করিয়া লইয়া না যান, তাহা হইলে যজমানকে (ঐ) লোক হইতে বহির্ভূত করিয়া দেন, আর সেই রকমে যজমানকে (ঐ) লোক হইতে বহির্ভূত করিয়া দেন না।

১৮। তিনি ইহাকে পূর্ব্বাগ্র করিয়া (আহবনীয় অগ্নিতে) নিক্ষেপ করেন, কেননা, দেবগণের দিক্ পূর্ব্ব; অথবা তিনি তাহা উত্তরাগ্র করিয়া (নিক্ষেপ করিবেন), কেননা, উত্তরই মনুষ্যগণের দিক্। তাঁহারা ইহা অঙ্গুলিসমূহের দ্বারা উপক্ষিপ্ত করিবেন, দারুসমূহের দ্বারা নহে; কেননা, তাঁহারা দারুসমূহের দ্বারা কেবল শবকে লইয়া যান; 'লোকে যেমন কোন শবকে লইয়া যায়, পাছে আমরা সেইরূপ করিয়া ফেলি'—এই মনে করেন বলিয়া তাঁহারা অঙ্গুলিসমূহেরই দ্বারা উপক্ষিপ্ত করিবেন, কাষ্ঠসমূহের দ্বারা নহে। হোতা যখন সূক্ত বাক উচ্চারণ করেন—

১৯। আগ্নীধ্র তাহার পর (অধ্বর্য্যুকে) বলেন—'(প্রস্তর হইতে গৃহীত তৃণখানিকে আহবনীয়ে) নিক্ষেপ করুন!'[২৪] তিনি ইহাতে এই বলিয়া থাকেন যে, 'যেখানে ইহার অপর আত্মা গিয়াছে, ইহাকে সেই স্থানেই গমন করান!' তিনি (অধ্বর্য্যু) তাহা মৌনাবলম্বনে নিক্ষেপ করিয়া "হে অগ্নি, আপনি চক্ষুপালক, আপনি আমার চক্ষুকে পালন করুন!"[২৫] এই বলিয়া নিজেকে[২৬] স্পর্শ করেন। তিনি ইহা দ্বারা (প্রস্তরের) অনুসরণে নিজেকেও (অগ্নিতে) নিক্ষেপ করেন না।

২২। দ্রঃ— ১৪শ ও ১৯শ কণ্ডিকা।

২৩। ১০ম কণ্ডিকা দ্রষ্টব্য।

২৪। মূল "অনুপ্রহর"; ইহার অক্ষরার্থ '(অগ্নির) দিকে সামনে লইয়া যান' তাহারই ভাবার্থ 'নিক্ষেপ করুন' ধরা হইয়াছে; দ্রষ্টব্য কা. শ্রৌ. ৪. ৬. ১৫। এই কার্য্যের নাম তৃ ণ প্র হ র ণ।

২৫। বা. স. ২. ১৬. ৭; কা. শ্রৌ. ৩. ৬. ১৫।

২৬। হৃদয়দেশ স্পর্শ করাই সাধারণ বিধি; বৈদ্যনাথমিশ্র বলেন চক্ষুর্দ্বয় স্পর্শ করিতে হয়।

২০। অনন্তর (আগ্নীধ্র অধ্বর্য্যুকে) বলেন—'আপনি সম্ভাষণ করুন!'[২৭] তিনি ইহা দ্বারা এই বলেন যে, 'ইঁহাকে (প্রস্তররূপ যজমানকে) দেবগণের সহিত আলাপ করান।' (অধ্বর্য্যু তাঁহাকে প্রশ্ন করেন)—'হে আগ্নীধ্র, তিনি (প্রস্তররূপ যজমান) কি (স্বর্গে) গিয়াছেন?' তিনি ইহা দ্বারা এই বলেন যে, 'তিনি কি নিশ্চয়ই গিয়াছেন?' অপর ব্যক্তি (আগ্নীধ্র) উত্তর প্রদান করেন—'তিনি গিয়াছেন।' (অধ্বর্য্যু বলেন)—'(দেবগণকে) শ্রবণ করান!'—তিনি ইহা দ্বারা এই বলেন যে, 'আপনি দেবগণকে প্রেরণ করুন যেন তাঁহারা তাঁহাকে শ্রবণ করেন ও তাঁহাকে জানিতে পারেন।' (আগ্নীধ্র বলেন)—'(তাঁহারা) শ্রবণ করিতেছেন ('শ্রৌষট্')!'—তিনি ইহা দ্বারা এই বলেন যে, তাঁহারা ইঁহাকে জানেন, তাঁহারা ইঁহাকে জানিয়াছেন।' অধ্বর্য্যু ও আগ্নীধ্র এইরূপে যজমানকে দেবলোকে লইয়া যান।

২১। অনন্তর তিনি (অধ্বর্য্যু) বলেন—'দৈব হোতৃগণের স্বস্থান-গমন!' পরিধিসমূহ দৈব হোতাই, কেননা, তাহারা (পরিধিসমূহ) অগ্নিস্বরূপ; তিনি ইহার দ্বারা তাহাদেরই স্বস্থান-গমন বলিয়া থাকেন, এবং সেইজন্যই বলেন—'দৈব হোতৃগণের স্বস্থান-গমন!'—'মানবীয় (হোতৃ-) গণের স্বস্তি!' তিনি ইহার দ্বারা মানবীয় হোতার অবিনাশ প্রর্থনা করেন।[২৮]

২২। অনন্তর তিনি প রি ধি-সমূহকে (আহবনীয়ে) নিক্ষেপ করেন। তিনি অগ্রে মধ্যম পরিধিকেই (এই মন্ত্রে) নিক্ষেপ করেন—"হে দেব অগ্নি, অসুরগণের[২৯] দ্বারা সংরুধ্যমান হইয়া তুমি যে পরিধিকে (পশ্চিম দিকে) স্থাপন করিয়াছিলে, তোমার প্রীতির জন্য সেই, ইহাকে আমি তোমাতে প্রক্ষিপ্ত করিতেছি, ইহা যেন তোমার নিকট হইতে (চলিয়া যাইতে) না

২৭। সম্ভাষণ=পরস্পর আলাপ, সংলাপ।

২৮। এই মন্ত্রের শেষ—'হে শংযু (বৃহস্পতি) বলুন!' এই মন্ত্রের দ্বারা অধ্বর্য্যু হোতাকে বক্ষ্যমাণ শং যু বা ক মন্ত্র পাঠ করিবার জন্য প্রেরণ করেন বলিয়া ইহার নাম শং যু বা ক প্রৈষ। পরবর্ত্তী ব্রাহ্মণ ২৪শ প্রভৃতি কণ্ডিকা দ্রষ্টব্য।

২৯। মূল "পণিভিঃ;" অনুবাদ মহীধর-অনুসারে; যাস্ক বলেন পণি-শব্দের অর্থ বণিক্, "পণির্বণিগ্ ভবতি, পণিঃ পণনাৎ"—নিরুক্ত, ২. ৫. ৩।

জানে।”[৩০] তিনি (এই মন্ত্রে) অপর (পরিধি) দুই খানিও নিক্ষেপ করেন—“তোমরাও অগ্নির প্রিয় অন্নস্বরূপ হইয়া গমন কর !”[৩১]

২৩। অনন্তর তিনি (উভয় হস্তে) জুহূ ও উপভৃৎকে একসঙ্গে গ্রহণ করেন ; কেননা, তিনি ঐ স্থানে[৩২] যখন (আজ্য দ্বারা প্রস্তরকে) লিপ্ত করেন, তখন এই মনে করিয়া তাহাকে আহুতি করিয়া থাকেন যে, ‘ইহা আহুতি হইয়া দেবলোকে গমন করিবে ;’ তিনি সেই জন্যই জুহূ ও উপভৃৎকে একসঙ্গে গ্রহণ করেন।[৩৩]

২৪। তিনি (তাহাদিগকে) বিশ্বদেবগণের জন্য একসঙ্গে গ্রহণ করেন ; কেননা, যখন কোন নাম নির্দ্দেশ না করিয়া দেবতার জন্য হবি গ্রহণ করা হয়, তখন সমস্ত দেবতাই মনে করেন যে, তাহাতে তাঁহাদেরও ভাগ আছে। তিনি এখানে যখন আজ্যরূপ হবি গ্রহণ করেন, তখন কোন দেবতার নির্দ্দেশ করেন না ; সেই জন্য তিনি বিশ্বদেবগণের নিমিত্ত (তাহাদিগকে) একসঙ্গে গ্রহণ করেন, এবং ইহা যজ্ঞে বৈশ্বদেব হবি হইয়া থাকে।

২৫। তিনি (এই মন্ত্রে) একসঙ্গে গ্রহণ করেন—“তোমাদের ভাগ সংস্রব, এবং তোমরা (এই) অন্নের দ্বারা বৃহৎ !”[৩৪] যাহা পরিশিষ্ট থাকে তাহাই সংস্রব ;—“হে প্রস্তরস্থায়ী ও পরিধিসম্বন্ধীয়[৩৫] দেবগণ !” কেননা, প্রস্তর ও পরিধিসমূহ (অগ্নিতে) প্রক্ষিপ্ত হইয়া থাকে ;—“তোমরা সকলে (‘বিশ্ব’) এই বাক্য[৩৬] বলিতে বলিতে,” তিনি ইহার দ্বারা ইহাকে বৈশ্ব-

---

৩০। বা. স. ২. ১৭. ১ ; কা. শ্রৌ. ৩.৬. ১৭।

৩১। বা. স. ২. ১৭. ২ ; কা. শ্রৌ. ৩. ৬. ১৮।

৩২। দ্রঃ—১৪শ কণ্ডিকা।

৩৩। এই জুহূ ও উপভৃতের গ্রহণ বক্ষ্যমাণ সংস্রব হোমের অর্থাৎ অবশিষ্ট আজ্যের হোমের জন্য।

৩৪। বা. স. ২. ১৮।

৩৫। “পরিধেয়াঃ ;” মহীধর অর্থ করিয়াছেন—‘পরিধিসম্ভবাঃ ;” কাণ্বশাখার পাঠ—“পরিধয়ঃ ;” তৈ. সংহিতায় (১. ১৩. ২) আছে—“বর্হিষদঃ ।”

৩৬। অর্থাৎ ‘এই যজমান সুন্দর রূপে যাগ করিতেছেন, এই বাক্যে’—মহীধর।

দেশ করিয়া থাকেন ;—"এই বর্হিতে উপবেশন করিয়া তৃপ্ত হও! স্বাহা! বাট্!"[৩৭] বষট্‌কারের দ্বারা হোম করিলে যেমন হয়, ইহারও (যজমানেরাও) ইহা (সংস্রব) সেইরূপ হইয়া থাকে।

২৬। তাঁহারা যাঁহার হবি শকট হইতে গ্রহণ করেন, তাঁহার সম্বন্ধে (জুহূ ও উপভৃৎকে এই মনে করিয়া) শকটের যুগপ্রান্তে বিমুক্ত (স্থাপিত) করিয়া থাকেন—'আমরা যেখান হইতে যুক্ত করি সেই খানেই বিমুক্ত করি ;' কেননা, তাঁহারা যেখান হইতে যুক্ত করেন সেই খানেই বিমুক্ত করিয়া থাকেন। কিন্তু (তাঁহারা যাঁহার হবি নীচে) স্ফ্য (রাখিয়া) পাত্র হইতে (এই মনে করিয়া গ্রহণ করেন যে,) 'আমরা যেখান হইতে যুক্ত করি, সেখানেই বিমুক্ত করি,' কেননা, তাঁহারা যেখান হইতে যুক্ত করেন, সেইখানেই বিমুক্ত করিয়া থাকেন, (তাঁহার সম্বন্ধে তাঁহারা জুহূ ও উপভৃৎকে পূর্ব্বাগ্র করিয়া উত্তরাগ্রে স্থাপিত স্ফ্যএর উপরে বেদির উত্তরাংসে স্থাপন করেন)।[৩৮]

২৭। এই স্রুগ্-দ্বয় যজ্ঞে (একসঙ্গে) যুক্ত হয় ; তিনি যখন (কার্য্যে) প্রবৃত্ত হন, তখন তাহাদিগকে যুক্ত করেন। তিনি (ইহাদিগের মধ্যে) যেটিকে স্থাপন করিয়া (অপরটিকে) বিমুক্ত করেন,[৩৯] তাহা (অশ্বাদি) বাহনের ন্যায় অধঃপতিত হয়। সেই দুইটি স্বিষ্টকৃতে বিমোচন (-স্থান) প্রাপ্ত হয়, কেননা, তখন তিনি (অধ্বর্য্যু) তাহাদিগকে স্থাপন করেন এবং তাহাতেই বিমুক্ত করেন। তিনি তাহাদিগকে পুনর্ব্বার অনুযাজসমূহে প্রযুক্ত করেন, এবং অনুযাজসমূহের দ্বারা অনুষ্ঠান করিয়া এই বিমোচন-স্থানে আগমন করেন, ও তাহাদিগকে স্থাপন করেন, এবং তাহা দ্বারাই তাহাদিগকে বিমুক্ত করেন। তিনি তাহাদিগকে পুনর্ব্বার প্রযুক্ত করেন, কেননা, তাহাদিগকে একসঙ্গে গ্রহণ করেন ; তিনি যে পথ গমন করিবার জন্য তাহাদিগকে যুক্ত করেন,

---

৩৭। "স্বাহা" ও "বাট" এই উভয় শব্দই হবিঃপ্রদানসূচক, উভয় শব্দ একত্র প্রয়োগ করায় বুঝিতে হইবে যে, সর্ব্বপ্রকারে হবি প্রদত্ত হইল।—মহীধর।

৩৮। দ্রঃ—১, ১. ২. ৮ ; কা. শ্রৌ, ৩. ৬. ১৯—২০ ; এস্থানে প্রযোজ্য মন্ত্র—বা. স. ২. ১৯।

৩৯। ? "স যং নিধায়াবদ্যোদ্ যথা বাহনমবার্চ্ছেদেবং তৎ" ;—মূল।

সেই পথ গমন করিয়া তাহাদিগকে বিমুক্ত করেন। যজ্ঞের পরে প্রজাসমূহ উৎপন্ন (হইয়া থাকে), সেই জন্য পুরুষ যুক্ত (সঙ্গত) হয়, আবার বিমুক্ত হয়, এবং আবার যুক্ত হয়। তিনি যে পথ গমন করিবার জন্য যুক্ত করেন, সেই পথ গমন করিয়া তাহাদিগকে শেষ বিমুক্ত করেন। তিনি (সেই জুহূ ও উপভৃৎকে এই মন্ত্রে) স্থাপন করেন—"তোমরা উভয়ে ঘৃতলাভকারী, তোমরা ধূর্য্যদ্বয়কে (শকটবাহক বৃষদ্বয়কে) রক্ষা কর! তোমরা সুখে অবস্থান করিয়া থাক! আমাদিগকে সুখে স্থাপন কর!"[৪০] তিনি ইহা দ্বারা এই বলেন যে, 'তোমরা উভয়ে উত্তম, উত্তমে আমাদিগকে স্থাপন কর!'

দ্বিতীয় ব্রাহ্মণ

[১ হোতৃকর্ত্তৃক পঠনীয় সূ ক্ত বা ক শব্দের অর্থনির্ব্বচন, তাহার প্রয়োজনকথন ;—২ যাগকারী যজ্ঞকে উৎপন্নই করেন, হোতার আশীর্ব্বাদপ্রার্থনা ও তাহার ফল ;—৩ যাগকারী যজ্ঞের দ্বারা দেবগণকে প্রীত করিয়া তাঁহাদের মধ্যে ভাগপ্রাপ্ত হন, এবং তিনি যে আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করেন, তাঁহারা তাঁহাকে তাহাই দেন, হোতা এই জন্যই যজ্ঞের পর আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করেন ;—৪ হোতার সূক্তবাক-উচ্চারণের আরম্ভ ;—৫-৮ সূক্তবাকের প্রথম অংশ ও তাহার তাৎপর্য্যব্যাখ্যা ;—৯-১১ সূক্তবাকের মধ্যম অংশ ও তাহার তাৎপর্য্যব্যাখ্যা ;—১২-১৬ সূক্তবাকের চরম অংশ ও তাহার তাৎপর্য্যব্যাখ্যা ;—১৭ পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রে আটটি আশীর্ব্বাদ করা হইয়া থাকে, আশীর্ব্বাদ আটটি করিবার প্রয়োজন ;—১৮ আটের অতিরিক্ত আশীর্ব্বাদ করিলে তাহা শত্রুর উপকারের জন্য হয় ;—১৯ তিনি আটের কমও সাতটি-মাত্র আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিতে পারেন ;—২০-২৩ সূক্তবাকের অবশিষ্ট কয়টি মন্ত্রের উল্লেখসূচক ব্যাখ্যা ;—২৪-২৮ শং যু বা ক মন্ত্রের উল্লেখপূর্ব্বক ব্যাখ্যা ;—২৯ যজমানকর্ত্তৃক কনিষ্ঠাঙ্গুলি দ্বারা বেদির স্পর্শ ও তাহার তাৎপর্য্য।]

১। তিনি (অধ্বর্য্যু) যখন[১] বলেন—"দৈব হোতৃগণ ফলকথনের জন্য প্রেরিত হইয়াছেন এবং মানবীয় (হোতা) সূক্তকথনের (সূ ক্ত বা ক) জন্য

৪০। অনুবাদ মহীধর-অনুসারে বা. স. ২. ১৯. ১ ; কা. শ্রৌ. ৩. ৬. ১৯।

১। দ্র :—১. ৭. ১. ১০। সূ ক্ত বা ক ও শং যু ব কে র জন্য অধ্বর্য্যুকর্ত্তৃক হোতার প্রেরণা পূর্ব্ব ব্রাহ্মণে উক্ত হইয়াছে (১. ৭. ১. ১০ ; ও ৭. ১. ২১ ; কা. শ্রৌ. ৩. ৬. ১. ;) সেই সূ ক্ত বা ক ও শং যু বা ক সম্বন্ধেই হোতার কর্ত্তব্য কর্ম্ম এই ব্রাহ্মণে উক্ত হইয়াছে।

প্রেরিত হইয়াছেন", তাহার পর হোতা যাহা উচ্চারণ করেন,[২] তাহা তিনি শোভন কথাই (সূক্ত) বলিয়া থাকেন ;[৩] তিনি ইহা দ্বারা যজমানেরই আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করেন ; তিনি তখন যজ্ঞের পর আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করেন। অতএব তিনি যে যজ্ঞের পর আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করেন, তাহার দুইটি (কারণ রহিয়াছে)।

২। যিনি যাগ করেন, তিনি যজ্ঞকে উৎপাদনই করিয়া থাকেন, কেননা, ইহার দ্বারা উক্ত হইয়া ঋত্বিগ্‌গণ তাহা বিস্তার করেন, তাহা উৎপাদন করেন ; অনন্তর তিনি (হোতা) আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করেন ; এবং যে আশীর্ব্বাদকে তিনি প্রার্থনা করেন, যজ্ঞ সেই আশীর্ব্বাদকে এই মনে করিয়া ইহার নিকটে উপস্থাপিত করে যে, 'ইনি আমাকে উৎপাদিত করিয়াছেন।'

৩। যিনি যাগ করেন, তিনি দেবগণকে প্রীত করেন। তিনি দেবগণকে এই যজ্ঞের দ্বারা অর্থাৎ ঋক্‌সমূহের দ্বারা, যজুঃসমূহের দ্বারা, ও আহুতি-সমূহের দ্বারা প্রীত করিয়া দেবগণের মধ্যে ভাগ প্রাপ্ত হন। অনন্তর দেবগণের মধ্যে ভাগ প্রাপ্ত হইয়া তিনি আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করেন, এবং তিনি যে আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করেন দেবগণ তাঁহার জন্য সেই আশীর্ব্বাদই (এই ভাবিয়া) উপস্থাপিত করেন যে, 'ইনি আমাদিগকে প্রীত করিয়াছেন।' তিনি সেই জন্যই যজ্ঞের পর আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করেন।

৪। অনন্তর তিনি উচ্চারণ করেন—"হে দ্যৌ ও পৃথিবী, ইহা উত্তম হইয়াছে!"[৪] কেননা, যিনি যজ্ঞের সমাপ্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারা তাহা উত্তমই হইয়াছে।—"আমরা শোভন উক্তিসমূহ উচ্চারণ করিয়া ও নমঃ-শব্দ উচ্চারণ করিয়া সমৃদ্ধ হইয়াছি!"[৫] শোভন উক্তিসমূহের উচ্চারণ ও নমঃ-শব্দের উচ্চারণ এই উভয়ই যজ্ঞে হইয়া থাকে ; অতএব তিনি ইহা দ্বারা এই বলেন যে,—'আমরা যজ্ঞকে সম্পন্ন করিয়াছি! আমরা যজ্ঞকে প্রাপ্ত হইয়াছি!'

২। "ইদং দ্যাবাপৃথিবী... ;" দ্রঃ—পরবর্ত্তী ৪ কণ্ডিকা ; ১. ৭. ১ এর ১১ সংখ্যক টীকা।

৩। ইহা দ্বারা সূ ক্ত বা ক শব্দের ব্যুৎপত্তি প্রদর্শিত হইল।

৪। তৈ. ব্রা. ৩. ৫. ১০.।

৫। "আর্ধ্ম সূক্তবাকমুত নমোবাকম্ ;" অনুবাদ সায়ণ-অনুসারে ; দ্রষ্টব্য তৈ. স. ২. ৬. ৯.।

—"হে অগ্নি, দ্যৌঃ ও পৃথিবী যখন শ্রবণ করে, তুমি তখন সদুক্তিসমূহের 'বক্তা হইয়া থাক !" তিনি ইহা দ্বারা অগ্নিকেই বলেন যে, 'এই দ্যৌ ও পৃথিবী যখন শ্রবণ করে, তুমি তখন সদুক্তিসমূহের বক্তা হইয়া থাক ।'—"হে যজমান, দ্যৌ ও পৃথিবী তোমার এই যজ্ঞে রক্ষণকারিণী হউক !" তিনি ইহার দ্বারা এই বলেন যে, 'হে যজমান, দ্যৌ ও পৃথিবী তোমার এই যজ্ঞে অনুবর্তী হউক ।'

৫।—"(তাহারা উভয়ে, অর্থাৎ দ্যৌ ও পৃথিবী) গোসমূহের মঙ্গল-বিধায়িনী,[৬] এবং জীবনদায়িনী ;" তিনি ইহা দ্বারা এই বলেন যে, 'তাহারা উভয়ে তোমার গোসমূহের মঙ্গলবিধায়িনী এবং জীবনদায়িনী হউক ।'—"ভয়রহিতা ও দুর্লভা ;"[৭] তিনি ইহা দ্বারা এই বলেন যে, 'তুমি কোথা হইতেও ত্রস্ত হইও না, তোমার ধন যেন কেহ লাভ করিতে না পারে ।'

৬।—"প্রভূতগোচারণস্থানশালিনী ও অভয়কারিণী ;" তিনি ইহার দ্বারা এই বলেন যে, 'তাহারা প্রভূতগোচারণস্থানশালিনী ও অভয়া হউক !' "বৃষ্টিপ্রকাশিকা ও তৃপ্তিপ্রাপিকা ;"[৮] তিনি ইহার দ্বারা এই বলেন যে, 'তাহারা উভয়ে বৃষ্টিমতী হউক !'

৭।—"মঙ্গলবিধায়িনী ও সুখবিধায়িনী ;" তিনি ইহার দ্বারা এই বলেন যে, 'তাহারা উভয়ে মঙ্গলবিধায়িনী ও সুখবিধায়িনী হউক !'—"রসযুক্তা ও পয়োযুক্তা ;" তিনি ইহার দ্বারা এই বলেন যে, 'তাহারা উভয়ে রসবতী ও উপজীবনীয় ।'

৮।—"সুখগমনযোগ্যা ও সুখাশ্রয়যোগ্যা ;" তিনি ইহার দ্বারা এই বলেন যে, 'তুমি নীচ হইতে যেখানে গমন করিতেছ, ঐ (দ্যৌ) তোমার পক্ষে সুখগমনযোগ্যা হউক ! এবং যাহার উপর তুমি বিচরণ করিতেছ, এই (পৃথিবী) তোমার পক্ষে সুখাশ্রয়যোগ্যা হউক !'—"তাহাদের উভয়ের জ্ঞানে—;" তিনি ইহার দ্বারা এই বলেন যে, 'তাহারা উভয়ে অনুমতি প্রদান করিলে ।'

৬। "শঙ্গবী ;" তৈ. ব্রাহ্মণের (৩. ৫. ১০) পাঠ "শঙ্গয়ে ;" সায়ণ ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন "সুখস্য প্রাপয়িত্র্যৌ ।"

৭। "অপ্রবেদে ;" অনুবাদ হরিস্বামী-অনুসারে ; সায়ণ (তৈ. স. ২. ৬. ৯) বলেন—'যাহারা আমাদের দোষ বলে না ।'

৮। "রীত্যাপা ;" অনুবাদ হরিস্বামীর মতে ; সায়ণ বলেন—'যে সন্মার্গবৃত্তিকে প্রাপ্ত করায় ।'

৯।—"অগ্নি এই হবি সেবন করিয়াছেন, বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছেন, ও অধিকতর তেজ করিয়াছেন;" তিনি ইহার দ্বারা আগ্নেয় আজ্য ভাগের কথা বলিয়া থাকেন।—"সোম এই হবি সেবন করিয়াছেন, বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছেন, ও অধিকতর তেজ করিয়াছেন;" তিনি ইহাতে সৌম্য আজ্যভাগের কথা বলিয়া থাকেন।—"অগ্নি এই হবি সেবন করিয়াছেন, বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছেন, ও অধিকতর তেজ করিয়াছেন;" তিনি ইহা দ্বারা সেই আগ্নেয় পুরোডাশের কথা বলিয়া থাকেন, যাহা উভয় স্থানেই (অর্থাৎ দর্শ ও পূর্ণমাসে) পরিত্যক্ত হয় না।

১০। অনন্তর (তিনি) দেবতাগণকে যথাক্রমে (উল্লেখ করেন)—"আজ্যপ দেবগণ আজ্য সেবন করিয়াছেন, বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছেন, ও অধিকতর তেজ করিয়াছেন;" তিনি ইহার দ্বারা প্রযাজ ও অনুযাজ-সমূহের কথা বলিয়া থাকেন, কেননা প্রয়াজ ও অনুযাজ-সমূহই আজ্যপ দেবগণ।—"অগ্নি হোত্রকর্ম্ম দ্বারা এই হবি সেবন করিয়াছেন, বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছেন, ও অধিকতর তেজ করিয়াছেন;" তিনি ইহার দ্বারা হোত্রকর্ম্মোপলক্ষিত অগ্নির কথা বলেন। যে যে দেবতার যাগ করা হয়, তিনি তাঁহাদিগকে 'সেবন করিয়াছেন' বলিয়া (এইরূপে) নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন—'উনি হবি সেবন করিয়াছেন, উনি হবি সেবন করিয়াছেন;' তিনি ইহার দ্বারা যজ্ঞেরই সমৃদ্ধি প্রার্থনা করেন; কেননা, দেবগণ যে হবি সেবন করেন, তাহাতে তিনি মহৎ (বস্তু) জয় করিয়া থাকেন; এবং সেই জন্যই তিনি বলেন—'সেবন করিয়াছেন;' তিনি বলেন—'বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছেন', কেননা, যাহা কিছু দেবগণ সেবন করেন তাহাকেই তাঁহারা গিরিপ্রমাণ করেন; তিনি সেই জন্যই বলেন—'বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছেন।'

১১। তিনি বলেন—'অধিকতর তেজ করিয়াছেন;' কেননা, যজ্ঞই দেবগণের তেজ, এবং তাহাকেই ইহারা অধিকতর করেন; তিনি সেই জন্যই বলিয়া থাকেন, 'অধিকতর তেজ করিয়াছেন।'

১২।—"এই দেবগামী হোমে তিনি (যজমান) সমৃদ্ধ হউন!" তিনি ইহাতে এই বলেন যে, 'এই দেবগামী হোমে তিনি সিদ্ধি প্রাপ্ত হউন।—"এই অমুক যজমান প্রার্থনা করিতেছেন;" তিনি (এখানে যজমানের) নাম গ্রহণ করেন, ও তাহাতে ইহাকে প্রত্যক্ষভাবে আশীর্ব্বাদের দ্বারা সিদ্ধ করান।

১৩।—"তিনি দীর্ঘায়ু প্রার্থনা করেন;" সেই যে ঐ স্থানে 'পরবর্ত্তী দেবযাগ' (উক্ত হইয়াছে[৯]), তাহাই এখানে স্পষ্টরূপে দীর্ঘায়ু (কথিত হইতেছে)।

১৪।—"তিনি সুন্দর প্রজা প্রার্থনা করেন;" সেই যে ঐ স্থানে 'বহুতর হবি প্রদান' (উক্ত হইয়াছে)[১০] তাহাই এখানে স্পষ্টরূপে সুন্দর প্রজা (কথিত হইতেছে)। যে ব্যক্তি এইরূপ করিবে সে (রাজ্য) শাসন করিবে।—"তিনি পরবর্ত্তী দেবযাগকে প্রার্থনা করেন;"—তিনি ইহাই বলিবেন, কেননা, তিনি তাহা দ্বারাই জীবনোপায়কে ('জীবাতু'), তাহা দ্বারা প্রজাকে, ও তাহা দ্বারা পশুসমূহকে (প্রাপ্ত হইয়া থাকেন)।

১৫।—"তিনি বহুতর হবি প্রদান প্রার্থনা করেন;" তিনি ইহাতে তাহাই (প্রার্থনা করেন)।—"তিনি সজাত-(অর্থাৎ সমকালোৎপন্ন-)গণের দ্বারা (নিজের) সেবনীয়তা প্রার্থনা করেন;" প্রাণসমূহই সজাত, কেননা, প্রাণসমূহের সহিতই তিনি জাত হইয়া থাকেন, অতএব তিনি তাহাতে প্রাণসমূহকেই প্রার্থনা করিয়া থাকেন।

১৬।—"তিনি দিব্য স্থান প্রার্থনা করেন;" যিনি যাগ করেন, তিনি এই মনে করিয়া যাগ করেন যে, 'দেবলোকে আমার যেন (স্থান) হয়;' অতএব ইহা দ্বারা তিনি ইঁহাকে দেবলোকেই ভাগপ্রাপ্ত করেন।[১১]—"তিনি এই হবির দ্বারা যাহা প্রার্থনা করেন, তাহা প্রাপ্ত হউন এবং তাহা সমৃদ্ধ হউক!" তিনি এই হবির দ্বারা যাহা প্রার্থনা করেন, ইঁহার তৎসমুদয় সমৃদ্ধ হউক,'—ইহাই তিনি তাহা দ্বারা বলিয়া থাকেন।

১৭। তিনি এই পাঁচটি আশীঃ করিয়া থাকেন,[১২] এবং ইড়ার সম্বন্ধে তিনটি (আশীঃ) করেন,[১৩] অতএব তাহারা আটটি হয়; গায়ত্রী অষ্টাক্ষরাই

৯। দ্রঃ—১. ৬. ৩. ৩০।

১০। দ্রঃ—১. ৬. ৩. ৩২।

১১। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে (৩. ৫. ১০) ইহার পরে এই অতিরিক্ত মন্ত্র আছে—"তিনি সমস্ত প্রিয় প্রার্থনা করেন"—"বিশ্বং প্রিয়মাশাস্তে।"

১২। "তিনি পরবর্ত্তী দেবযাগকে... ;" "তিনি বহুতর... ;" "তিনি সজাত... ;" "তিনি দিব্য...;" ও "তিনি এই হবির...।"

১৩। দ্রষ্টব্য—১. ৬. ৩. ৩৩—৩৬।

হইয়া থাকে, এবং গায়ত্রী বীর্য্যস্বরূপ ; অতএব তিনি ইহা দ্বারা আশীঃসমূহের বীর্য্যই সম্পাদন করিয়া থাকেন।

১৮। তিনি ইহা অপেক্ষা অধিকতর (আশীঃ) করিবেন না, কেননা, তিনি যদি ইহা অপেক্ষা অধিকতর করেন, তাহা হইলে অতিরিক্ত করিয়া ফেলিবেন, এবং যজ্ঞের যাহা অতিরিক্ত হয়, তাহা ইহার দ্বেষকারী শত্রুকে লক্ষ্য করিয়া (অর্থাৎ তাহার উপকারের জন্য) অতিরিক্ত হইয়া থাকে।

১৯ (তিনি) অল্পতরও—সাতটি (আশীঃ প্রার্থনা করিতে পারেন)।[১৪] —"দেবগণ ইহাকে তাহা দান করুন !" তিনি ইহাতে এই বলেন যে, 'দেবগণ ইহার জন্য তাহা অনুমত করুন।'—"দেব অগ্নি দেবগণের নিকট হইতে তাহা প্রার্থনা করুন, এবং মানুষ আমরা অগ্নির নিকট হইতে (প্রার্থনা করি)।" তিনি ইহা দ্বারা এই বলেন যে, 'দেব অগ্নি দেবগণের নিকট তাহা প্রার্থনা করুন, এবং আমরা তাহা অগ্নির নিকট হইতে ইহার (অর্থাৎ যজমানের) জন্য প্রার্থনা করিব।'

২০।—"অভিলষিত (বা অন্বিষ্ট) ও লব্ধ ;" তাহারা এই যজ্ঞকে ইচ্ছা করিয়াছিলেন (বা অন্বেষণ করিয়াছিলেন),[১৫] এবং তাহা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ; সেই জন্যই তিনি বলিয়া থাকেন—"অভিলষিত ও লব্ধ।"— "দ্যৌ ও পৃথিবী উভয়েই ইহাকে পাপ হইতে রক্ষা করুক !" তিনি ইহার দ্বারা এই বলেন যে, 'দ্যৌ ও পৃথিবী উভয়ে ইহাকে পীড়া হইতে রক্ষা করুক।'

২১। তৎসম্বন্ধে কেহ কেহ বলিয়া থাকেন—"(তাহারা) উভয়ে আ মা কে... ;"[১৬] কেননা, সেইরূপে হোতা নিজেকে আশীঃ হইতে বহিষ্কৃত করেন না।' কিন্তু তাহা সেরূপ বলিবে না, কারণ, যজ্ঞে যজমানেরই আশীঃ (প্রার্থিত) হইয়া থাকে ; ঋত্বিগ্‌গণের সেখানে কি আছে ? যজ্ঞে ঋত্বিগ্‌গণ যাহা কিছু আশীঃ প্রার্থনা করিয়া থাকেন, তাহা যজমানেরই হয়। এবং যিনি

১৪। দ্রঃ—"নূনাম্বা ইমাঃ প্রজাঃ প্রজায়ন্তে... ;" ২. ১. ১. ১—১৭।

১৫। দ্রঃ—১. ৪. ৩. ৬ ; অথবা ১. ৫. ১. ৩ ইত্যাদি।

১৬। তৈ. সংহিতায় পাঠ "আমাদিগকে"—"উভে চ নো...।" কাণ্বশাখা ও আশ্বলায়ন-শ্রৌতসূত্রেও এইরূপ উক্ত হইয়াছে।

বলেন যে, "উভয়ে আ মা কে...," তিনি এই আশীঃকে কোথাও প্রতিষ্ঠাপিত করেন না। অতএব "উভয়েই হা কে ··" ইহাই বলিবে।

২২—"এখানে কমনীয়ের গতি (প্রাপ্তি) রহিয়াছে ;" যজ্ঞের যাহা উত্তম, তাহাই তিনি ইহাতে (যজমানে) স্থাপন করিয়া থাকেন, এবং সেই জন্যই বলেন—"এখানে কমনীয়ের গতি রহিয়াছে।"

২৩—"এবং দেবগণকে এই নমস্কার !" তিনি যজ্ঞের সমাপ্তি প্রাপ্ত হইয়া ইহা দ্বারা দেবগণকে নমস্কার করেন, এবং সেই জন্যই বলেন—"এবং দেবগণকে নমস্কার।"

২৪। অনন্তর তিনি বলেন—"শং যু র।"[১৭] বা র্হ স্প ত্য (বৃ হ স্প তি র পুত্র) শং যু যথার্থরূপে যজ্ঞের পরিসমাপ্তি জানিতেন। তিনি দেবলোকে গমন করিয়াছিলেন, সেই জন্য তাহা (অর্থাৎ সেই জ্ঞান) মনুষ্যগণের নিকট হইতে অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছিল।

২৫। ঋষিগণ ক্রমে তাহা শুনিতে পাইলেন যে, বা র্হ স্প ত্য শং যু যথার্থরূপে যজ্ঞের পরিসমাপ্তি জানিতেন, এবং তিনি দেবলোকে গমন করিয়াছেন। তাঁহারা "শং যু র" এই কথা বলিয়াছিলেন ও যজ্ঞের সেই পরিসমাপ্তিকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, যাহা শং যু জানিতেন। তিনি যে বলিয়া থাকেন—"শং যু র," ইহাতে যজ্ঞের সেই পরিসমাপ্তিকেই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, যাহা বা র্হ স্প ত্য শং যু জানিতেন। তিনি সেই জন্যই বলেন—"শং যু র।"

২৬। তিনি উচ্চারণ করেন—"আমরা শং যু'র তাহা প্রার্থনা করি !" তিনি ইহা দ্বারা এই বলেন যে, 'আমরা যজ্ঞের সেই পরিসমাপ্তি প্রার্থনা করি, যাহা বার্হস্পত্য শং যু জানিতেন।

২৭—"যজ্ঞের (দেবগণের নিকট) গমন, যজমানের (দেবগণের নিকট) গমন (প্রার্থনা করি)!" কেননা, যিনি যজ্ঞের পরিসমাপ্তি ইচ্ছা

১৭। "শংযোঃ;" মহীধর এক স্থানে (বা. স. ১৯.৫৫) ব্যাখ্যা করিয়াছেন—শং সুখং রোগশমনং যোঃ ভয়পৃথক্করণং। Max Müller এই শব্দের অনুবাদ করিয়াছেন—'health and wealth,' (Translation of Rig-veda, I. P. 182) মূল ব্রাহ্মণে ইহাই প্রকারান্তরে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। Eggeling বলিয়াছেন—'All-hail and blessing.'

করেন, তিনি যজ্ঞের গমন ও যজ্ঞপতির গমন ইচ্ছা করিয়া থাকেন।—"আমাদের মঙ্গল হউক। আমাদের দৈব মঙ্গল ('স্বস্তি') হউক, ও মনুষ্যগণের মঙ্গল হউক!" তিনি ইহা দ্বারা এই বলেন যে, 'দেবগণের মধ্যে আমাদের মঙ্গল হউক, ও মনুষ্যগণের মধ্যে আমাদের মঙ্গল হউক!'—"(এই যজ্ঞরূপ) ঔষধ ঊর্দ্ধে গমন করুক!"—তিনি ইহা দ্বারা এই বলেন যে, 'আমাদের এই যজ্ঞ দেবলোককে জয় করুক!'

২৮।—"আমাদের দ্বিপদের শুভ হউক! আমাদের চতুষ্পদের শুভ হউক!" কেননা, যে পর্যান্ত দ্বিপদ ও চতুষ্পদ থাকে, সেই পর্য্যন্তই এই বিশ্ব। তিনি যজ্ঞের সমাপ্তি প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার (যজমানের) জন্যই শুভ (প্রার্থনা) করেন, এবং সেই জন্য বলিয়া থাকেন—"আমাদের দ্বিপদের শুভ হউক! আমাদের চতুষ্পদের শুভ হউক!"[১৮]

২৯। অনন্তর তিনি ইহা দ্বারা এইরূপে[১৯] বেদিরূপ (পৃথিবীকে) স্পর্শ করেন। তিনি যখন ঋত্বিক্‌কর্ম্মে বৃত হন তখন অমানুষ হইয়া থাকেন;[২০] এবং পৃথিবী প্রতিষ্ঠা বলিয়া তিনি ইহার দ্বারা (অর্থাৎ তাদৃশ স্পর্শ দ্বারা) এই প্রতিষ্ঠাতেই প্রতিষ্ঠিত হন, এবং তাহাতে পুনর্ব্বার মানুষ হইয়া থাকেন; সেইজন্য তিনি ইহা দ্বারা এইরূপে স্পর্শ করেন।

১৮। ২৬শ হইতে ২৮শ কণ্ডিকা পর্যান্ত যে কয়টি মন্ত্র উক্ত হইয়াছে, তাহার নাম শংযুবাক; তৈ. ব্রাহ্মণে (৩ ৫ ১১) এই সমস্ত মন্ত্র একত্র পঠিত হইয়াছে। বার্হস্পত্য শংযু সম্বন্ধে এই প্রসঙ্গে তৈ. সংহিতাতেও (২. ৬. ১০) একটি বিভিন্ন আখ্যায়িকা আছে। মহাভারতেও (৩. ২১৯. ২) ইহার উল্লেখ দেখা যায়।

১৯। "অনয়া ইতি;" অর্থাৎ দক্ষিণ হস্তের কনিষ্ঠা অঙ্গুলির দ্বারা; 'এইরূপে,' ইহা অভিনয় পূর্ব্বক দেখাইয়া দেওয়া হইতেছে। কাত্যায়ন-শ্রৌতসূত্রে (৩. ৬. ১৯) এই স্পর্শে একটি মন্ত্র (বা. স. ২. ১৯. ২) বিহিত হইয়াছে। আপস্তম্ব শ্রৌতসূত্রে এই স্পর্শ যজমানের কর্ত্তব্য বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, হরিস্বামী বলেন হোতাই স্পর্শ করিবেন।

২০। দ্রঃ—১. ১. ১. ৬।

[১ প ত্নী-সং যা জ নামক যাগের জন্য হোতৃপ্রভৃতির (গার্হপত্য অগ্নির নিকটে) তত্তৎপাত্র গ্রহণ করিয়া আগমন; ২-৪ অধ্বর্য্যু অবস্থিত অগ্নিসমূহের কোন দিয়া আগমন করিবেন তৎসম্বন্ধে মতান্তর খণ্ডন করিয়া ব্যবস্থাবিধান';—৫ প ত্নী সং যা জ আরম্ভ করিবার প্রয়োজন;—৬ তাহাতে চারিটি দেবতার যাগ করিবার তাৎপর্য্য;—৭ তাঁহাদের জন্য আজ্যরূপ হবি করিতে হয়;—৮ তাঁহারা সেই কার্য্যে অনুচ্চস্বরে ব্যাপৃত হন;—৯-১১ সো ম, ত্ব ষ্টা, ও দে ব প ত্নী গণের যাগ; ১২ দেবপত্নীগণের যাগের সময় গার্হপত্যের পূর্ব্বদিকে পর্দ্দা দেওয়া, তাহার প্রয়োজন, স্ত্রীলোকেরা পুরুষগণের নিকট হইতে অন্তর্হিত হইয়া ভোজন করে; ১৩ গৃহপতি-অগ্নির যাগ; ১৪ পত্নীসংযাজ কর্ম্মের শেষে পূর্ব্বের ন্যায় ইড়া করিতে হয়, কিন্তু পরিধি ও প্রস্তর না থাকায় তৎপরবর্ত্তী শংযুবাক ও সূক্তবাক অনুষ্ঠিত হয় না, প্রস্তরের প্রতিনিধি করিলে দোষ, পক্ষান্তরে প্রস্তরের প্রতিনিধি করিবার বিধি;—১৫ তাহাতে অভিলষিত ফলসিদ্ধি;—১৬ তাহা করিতে হইলে বেদ হইতে একখানি তৃণ টানিয়া তত্তৎপাত্রে তাহার অগ্র মধ্য ও মূলকে আজ্যলিপ্ত করিতে হয়;—১৭ অধ্বর্য্যুকর্ত্তৃক ঐ তৃণের অগ্নিতে নিক্ষেপ ও নিজেকে স্পর্শ; – ১৮ শংযুবাক-কথন;—১৯ অধ্বর্য্যুকর্ত্তৃক জুহূ ও স্রুবের একত্র গ্রহণ:—২০ ঐ মন্ত্র ও ব্যাখ্যা;—২১ যজমানপত্নীর বেদের গ্রন্থিমোচন;—২২ তাহার কারণনির্দ্দেশ;—২৩ গ্রন্থিমোচনের সময় তিনি ইচ্ছা করিলে যজুর্মন্ত্র পাঠ করিতে পারেন, সেই মন্ত্রের উল্লেখ;—২৪ হোতৃকর্ত্তৃক গ্রন্থিমুক্ত বেদের গার্হপত্যের উত্তর দেশ হইতে বেদিপর্য্যন্ত বিকিরণ;—২৫ অধ্বর্য্যু-কর্ত্তৃক স মি ষ্ট য জুঃ নামক হোম, পত্নীসংযাজের পরে ইহার বিধানের প্রয়োজনীয়তা; —২৬ সমিষ্ট-যজুঃ-শব্দের ব্যুৎপত্তি;—২৭ সমিষ্টযজুর্হোমের কারণ;—২৮ হোমের মন্ত্র ও তাহার ব্যাখ্যা;—২৯ অগ্নিতে বর্হির হোম ও তাহার প্রয়োজনকথন;—৩০ সমিষ্টযজুর্হোমই যজ্ঞের শেষ, বর্হির হোমকে এজন্য অতিরিক্ত বলিয়া গণ্য করিতে হইবে;—৩১ বর্হির্হোমের মন্ত্র;—৩২ প্র ণী তা নামক পূর্ব্বস্থাপিত জলের বেদির উপরে ঢালিয়া ফেলা ও তাহার উদ্দেশ্য;—৩৩ তাহা ঢালিয়া দিবার মন্ত্র;—যে পাত্রে ঐ জল স্থাপিত হয় তাহা দ্বারাই তাহা ঢালিতে হয়, তণ্ডুলকণাসমূহকে একটি পাত্রে করিয়া কৃষ্ণাজিনের নীচে নিক্ষেপ ও তাহার মন্ত্র;—৩৪-৩৫ ইহারই প্রয়োজন বর্ণন প্রসঙ্গে দেব ও অসুর বিষয়ক আখ্যায়িকা, দেব ও অসুরের পরস্পর স্পর্দ্ধা, অসুরগণের পরভাব, দেবগণের অসুরগণকে যজ্ঞের অপকৃষ্ট অংশ-প্রদান]।

১। তাঁহারা প ত্নী সং যা জ করিবার জন্য[১] (গার্হপত্যের নিকটে) প্রত্যা-গমন করেন। (আসিবার সময় অধ্বর্য্যু জুহূ ও স্রুব, হোতা বেদ, এবং

১। অক্ষরার্থ—'(যজমানের দ্বারা দেব-) পত্নীগণের একসঙ্গে যাগ করাইবার জন্য;' এই যাগেরই নাম প ত্নী সং যা জ, অর্থাৎ 'পত্নীগণের এক সঙ্গে যাগ,' অর্থাৎ দেবপত্নীগণের দেবগণের সহিত একসঙ্গে যাগ।

আগ্নীধ্র আজ্যবিলাপনী (আজ্য গলাইবার পাত্র, আজ্যস্থালী) গ্রহণ করেন।

২। তৎসম্বন্ধে কাহারো কাহারো মতে অধ্বর্য্যু আহবনীয়ের পূর্ব্বদিক্ দিয়া গমন করেন। কিন্তু তাহা সেরূপ করিবে না; কেননা, তিনি যদি সেই দিক্ দিয়া গমন করেন, তবে যজ্ঞের বহির্ভাগস্থিত হইয়া পড়েন।

৩। কাহারো কাহারো মতে অধ্বর্য্যু (যজমানের) পত্নীর পশ্চাদ্ দিক্ দিয়া গমন করেন।[২] কিন্তু তাহা সেইরূপ করিবেই না; কেননা, অধ্বর্য্যু যজ্ঞের পূর্ব্বার্দ্ধ ও পত্নী পশ্চার্দ্ধ, তিনি যদি সেই দিক্ দিয়া গমন করেন, তবে, যেমন কোন ব্যক্তি পশ্চাৎদিকে[৩] মস্তক স্থাপন করেন, তিনিও সেইরূপ যজ্ঞ হইতে বহির্ভাগস্থ হইয়া পড়েন।

৪। কাহারো কাহারো মতে অধ্বর্য্যু পত্নী (ও গার্হপত্য অগ্নির) মধ্য দিয়া গমন করেন। কিন্তু তাহা করিবেই না; কেননা, যদি তিনি সেই দিক্ দিয়া গমন করেন, তবে পত্নীকে যজ্ঞ হইতে ব্যবহিত করিয়া ফেলেন। অতএব তিনি গার্হপত্যের পূর্ব্ব দিক্ দিয়া ও আহবনীয়ের মধ্য দিক্ দিয়া গমন করিবেন; কেননা, তাহা হইলে তিনি যজ্ঞ হইতে বহির্ভাগস্থ হন না; এবং ঐ স্থানের ন্যায় (আহবনীয়ের দিকে) গমন করিয়া তিনি মধ্য দিয়া গমন করেন, ও এইরূপে তাঁহার গমন হইয়া থাকে।[৪]

২। যজমানপত্নী গার্হপত্যের নিকটে বসিয়া থাকেন; দ্রষ্টব্য ১. ২. ৪ ১২; ও তত্রত্য ১৬ সংখ্যক টীকা।

৩। "ভসত্তঃ;" এস্থানে 'ভসৎ' শব্দের অর্থ জঘন বা পশ্চাৎ; "শৃ দৃ ভসোঽদিঃ" এই উণাদি সূত্রের (১. ১৩৫) বৃত্তিতে ভট্টোজি দীক্ষিত ঐ শব্দের অর্থ 'জঘন' লিখিয়াছেন; ইহার ব্যাখ্যায় তত্ত্ববোধিনীকার "জায়ন্ত্যাং পত্নীঃ সংযাজয়ন্তি ভসদ্বীর্য্যা হি স্ত্রিয়ঃ" এই বাক্য (?) উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন যে, ব্যাখ্যাকারগণ এস্থলে 'ভসৎ' শব্দের অর্থ 'জঘন' বলেন। অন্যত্র (ঋ. স. ১০. ৮৬. ৭) সায়ণ তাহার অর্থ লিখিয়াছেন 'ভগ' বা 'যোনি'; (দ্রষ্টব্য—অথর্ব্ব. স. ৯. ৪. ১৩; ১২. ৮; ১০. ৯. ২১; ২০. ১২৬. ৭)। হরিস্বামী প্রকৃত স্থলে ঐ শব্দের অর্থ 'যোনি' বা 'মলদ্বার' ধরিয়াছেন —"ভসদুৎসর্গায়তনং (ভসদুপস্থমিতি পাঠান্তরং)," এবং বলিয়াছেন যে, যেমন তাহাতে মস্তক প্রদান করা অযুক্ত, তাদৃশ গমনও সেইরূপ।

৪। দ্রষ্টব্য;—কা. শ্রৌ. ৩. ৬. ১—৪; ইহার ভাষ্য প্রভৃতিতে অধ্বর্য্যুর গমনসম্বন্ধে আরও মতান্তর উদ্ধৃত হইয়াছে; যথা—(১) অধ্বর্য্যু গার্হপত্য ও দক্ষিণ অগ্নির মধ্য দিয়া

৫। অনন্তর তাঁহারা প ত্নী সং যা জ আরম্ভ করেন। প্রজাসমূহ যজ্ঞ হইতেই জাত হয়, এবং যজ্ঞ হইতে জায়মান হইয়া মিথুন হইতে জাত হয়, এবং মিথুন হইতে জায়মান হইয়া যজ্ঞের অন্তে[৫] জাত হয়; অতএব লোকে ইহার (পত্নী-সংযাজের) দ্বারা যজ্ঞের অন্তে উৎপাদক মিথুন হইতে ইহাদিগকে উৎপন্ন করিয়া থাকে। এবং সেই জন্য যজ্ঞের অন্তে উৎপাদক মিথুন হইতে এই সমস্ত প্রজা জাত হইতেছে। সেই নিমিত্ত তাঁহারা প ত্নী সং যা জ আরম্ভ করেন।

৬। তিনি চারিটি দেবতার যাগ করেন।[৬] 'চারিটি' (শব্দে) মিথুন, কেননা, মিথুন অর্থ দ্বন্দ্ব ও তাঁহারা দুইটি দুইটি হইয়া থাকেন; ইহাতে উৎপাদক মিথুনই করা হয়; এবং তিনি সেই জন্য চারিটি দেবতার যাগ করেন।

৭। তাঁহাদের হবি আজ্য হইয়া থাকে; কেননা, আজ্য রেতস্বরূপ, এবং তিনি ইহার দ্বারা রেতই সেচন করেন; সেই জন্য (তাঁহাদের) হবি আজ্য হইয়া থাকে।

৮। তাঁহারা তাহাতে (সেই কার্য্যে) অনুচ্চস্বরে বিচরণ করেন (অর্থাৎ ব্যাপৃত হন); কেননা মিথুন অপ্রকাশ ভাবেই বিচরণ করে, এবং অনুচ্চস্বর অপ্রকাশ; সেই জন্য তাঁহারা তাহাতে অনুচ্চস্বরেই বিচরণ করেন।

৯। অনন্তর তিনি সো ম কে যাগ করেন; কেননা, সোম রেতস্বরূপ, এবং তিনি ইহার দ্বারা রেতকেই সেচন; সেইজন্য তিনি সোমকে যাগ করিয়া থাকেন।

গমন করিয়া যজমানপত্নীর অগ্রে গার্হপত্যের দক্ষিণ দিকে ঈশানমুখে উপবেশন করেন; (২) অথবা আহবনীয়ের পূর্ব্ব ও দক্ষিণাগ্নির দক্ষিণ দিক্ দিয়া আগমন করিয়া সেইরূপে উপবেশন করেন; (৩) অথবা গার্হপত্যের উত্তর দিক্ গিয়া যজমানপত্নীকে মধ্যে বা (৪) বাহিরে রাখিয়া সেইরূপে উপবেশন করেন।

৫। অর্থাৎ যজ্ঞের ফলে; অথবা যজ্ঞের অন্তে অর্থাৎ যজ্ঞের শেষ পরার্দ্ধ পশ্চার্দ্ধ-স্বরূপ যজমানপত্নীতে; দ্রষ্টব্য—৩য় কণ্ডিকা।

৬। সোম, ত্বষ্টা, দেবপত্নী ও গৃহপতি অগ্নি; কিন্তু দ্রষ্টব্য:—চতস্রোইবান্তরদিশঃ, ত এব চত্বারঃ পত্নীসংযাজাঃ—১৫. ১. ৩. ২৭; নিরুক্ত, ১২. ৪. ১০—১২।

১০। অনন্তর তিনি ত্ব ষ্টা কে[7] যাগ করেন ; কেননা, ত্বষ্টা সিক্ত রেতকে রূপান্তরিত করে ;[8] তিনি সেইজন্য ত্বষ্টাকে যাগ করেন ।

১১। অনন্তর তিনি দে ব প ত্নী-গণকে যাগ করেন ; কেননা, রেত পত্নীসমূহে যোনিতে প্রতিষ্ঠিত হয় ও তাহা হইতে তাহা (পুত্রাদিরূপে) প্রজাত হয় ; তিনি ইহা দ্বারা পত্নীসমূহে যোনিতে সিক্ত রেতকে প্রতিষ্ঠাপিত করেন ও তাহা হইতে তাহা প্রজাত হয় ; তিনি সেই জন্যই দেবপত্নীগণকে যাগ করিয়া থাকেন ।

১২। তিনি যখন দেবপত্নীগণকে যাগ করেন তখন (কোন মাদুর প্রভৃতির দ্বারা গার্হপত্যের) পূর্ব্বদিকে অন্তর্ধান (পর্দ্দা) করিবেন ;[9] কেননা, যাবৎ তাঁহারা স মি ষ্ট য জু র্হো ম[10] না করেন ততক্ষণ পর্য্যন্ত দেবতারা (সেখানে) এই উপাসনা করেন যে, 'এই তাঁহারা আমাদের হোম করিবেন !' তিনি ইহা দ্বারা তাঁহাদের নিকট হইতেই অন্তর্ধান (পর্দ্দা) করেন ; এবং সেইজন্যই যা জ্ঞ ব ল্ক্য বলেন, 'যাঁহারা তাঁহাদের (দেবপত্নীগণের) ন্যায়, সেই মানবীয় স্ত্রীগণ পুরুষের নিকট হইতে অন্তর্হিত হইয়াই ভোজন করিতে ইচ্ছা করে ।

১৩। অনন্তর তিনি গৃ হ প তি[11] অগ্নিকে যাগ করেন ; কেননা, অগ্নি এই লোকস্বরূপ, এবং তিনি ইহা দ্বারা এই লোকেই প্রজাসমূহকে উৎপাদিত

৭। ত্বষ্টা শব্দের অর্থ অগ্নি, বায়ু, ও সূর্য্য তিনই স্থানবিশেষ হইতে পারে ; নিরুক্ত, ৮. ২. ১০—১২ ; ১০. ৩. ১০ ।

৮। ত্বষ্টা যে রূপকর্ত্তা ইহা বৈদিকসাহিত্যে অতিপ্রসিদ্ধ ; পরে উক্ত হইয়াছে "ত্বষ্টা রূপাণাং রূপকৃৎ রূপপতিঃ"—১১. ৩. ১. ১৭. । দ্রঃ—"ত্বষ্টা রূপাণি পিংশতু"—ঋ স. ১০. ১৮৪. ১ ; "ত্বষ্টা রূপাণি স হি প্রভুঃ"—ঋ. স. ১. ১৮৮. ৯ ; বিভিন্ন বিভিন্ন স্থানে এতাদৃশ মন্ত্রের জন্য দ্রষ্টব্য :—A Vedic Concordance, (Harvard Oriental Series, Lanman), p. 463.

৯। "তৃতীয়েঽন্তর্ধানং পুরস্তাৎ"—কা. শ্রৌ. ৩. ৭. ১১ ; "তৃতীয়ে পত্নীসংবাদে কটাদিনা অন্তর্ধানং করোতীতি"—ঐ বৃত্তি ।

১০। অধ্বর্য্যুকর্ত্তৃক নি ত্য প্রা য় শ্চি ত্ত হোম করা হইলে বেদি হইতে আস্তৃত বর্হিমুষ্টিসমূহ হইতে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ গ্রহণ করিয়া যথাবিধি আহবনীয়ে নিক্ষেপ করিতে হয়, তাহার পর অধ্বর্য্যুকে উত্থিত হইয়া দক্ষিণ পদ বেদিমধ্যে স্থাপনপূর্ব্বক ধ্রুবা দ্বারা মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক একটি হোম করিতে হয় ; ইহারই নাম স মি ষ্ট য জু র্হো ম । দ্রঃ—পরবর্ত্তী ২৫শ ও ২৬শ কণ্ডিকা

১১। অর্থাৎ গা র্হ প ত্য ।

করেন ও সেই এই প্রজাসমূহ এই লোকে উৎপন্ন হইয়া থাকে ; তিনি সেইজন্য গৃহপতি অগ্নিকে যাগ করেন।

১৪। তাহার (প ত্নী সং যা জ নামক কর্ম্মের) অন্তে ই ড়া[১২] হইয়া থাকে ; কেননা, এখানে প রি ধি ও থাকেনা এবং প্র স্ত র ও থাকেনা। তিনি ঐ যেখানে[১৩] প্রস্তরের দ্বারা যজমানকে স্বস্থানগামী করেন, জায়া পতির অনুগামিনী হন বলিয়া ইহার (যজমানের) পত্নীও সেখানে স্বস্থানগামিনী হন। কিন্তু তিনি যদি প্রস্তরের প্রতিনিধি কিছু করেন, তবে (পত্নীর) অবসাদ করেন।[১৪] অতএব তিনি তাহার অন্তে ইড়াই করিবেন। অথবা তিনি প্রস্তরের প্রতিনিধি করিবেন।

১৫। তিনি যদি প্রস্তরের প্রতিনিধি করেন, তবে যেমন ঐ স্থানে প্রস্তরের দ্বারা যজমানকে স্বস্থানগামী করেন, সেইরূপই পত্নীকে স্বস্থানগামিনী করেন।

১৬। তিনি যদি প্রস্তরের প্রতিনিধি করেন, তবে বে দে র একখানি তৃণ টানিয়া লইয়া তাহার অগ্র (আজ্যযুক্ত) জুহূতে, মধ্য স্রুবে, ও মূল স্থালীতে লিপ্ত করেন।

১৭। অনন্তর আগ্নীধ্র বলেন—"(ইহা অগ্নিতে) নিক্ষেপ করুন।"[১৫] (অধ্বর্যু তাহা) মৌনাবলম্বনে নিক্ষিপ্ত করিয়া "হে অগ্নি, তুমি চক্ষুরক্ষক,

১২। এতৎ সম্বন্ধে পূর্ব্বে (১. ৬. ৩. ব্রাহ্মণে) উক্ত হইয়াছে। পূর্ব্বের ন্যায় এখানেও ইড়া হইয়া থাকে। ইহার অভিপ্রায় এই যে, যেমন তাহা দেবগণের যাগে হইয়াছিল, দেবীগণেরও যাগে তাহা সেইরূপ হইবে। পূর্ব্বে যেমন ইড়ার পর সূ ক্ত বা ক ও শং যু বা ক হইয়াছিল, এখানেও সেই রূপ উভয়ই হইতে পারিত, কিন্তু সূক্তবাকের সহিত প রি ধি ও প্র স্ত রে র সম্বন্ধ থাকায় এবং এই প্রস্তর ও পরিধির পূর্ব্বেই অগ্নিতে নিক্ষেপ করা হেতু (১, ৭, ১. ১৭ ; ২২) তাহাদের অভাবে ঐ সূ ক্ত বা ক হইতে পারে না, শং যু বা ক হইয়া থাকে, ইহাই এখানে প্রতিপাদিত হইতেছে। এই পত্নী-সংযাজ কর্ম্মের শেষে ইড়া করিতেই হইবে, শংযুবাক করিলেও হয়, না করিলেও হয় ; দ্রষ্টব্য—কা. শ্রৌ. ৩. ৭. ১৩, বৃত্তি।

১৩। ১. ৭. ১. ১১ ইত্যাদি।

১৪। অর্থাৎ পতি যজমান স্বর্গে গমন করিলেও তাঁহার পত্নী যাইতে পারেন না, এখানে অবসন্ন হইয়া থাকেন,—হরিস্বামী।

১৫। দ্রষ্টব্য ১. ৭. ১. ১৯ ইত্যাদি।

'আমার চক্ষুকে রক্ষা কর !"[১৬] এই বলিয়া নিজকে স্পর্শ করেন, এবং তাহা দ্বারা (প্রস্তরের অনুসরণে অগ্নিতে) নিজকে নিক্ষেপ করেন না।

১৮। অনন্তর (আগ্নীধ্র অধ্বর্যুকে) বলেন—'পরস্পর আলাপ করুন !' (অধ্বর্যু বলেন)—'হে আগ্নীধ্র, তিনি কি (স্বর্গে) গিয়াছেন ?' (আগ্নীধ্র বলেন)—'গিয়াছেন !' (অধ্বর্যু বলেন)—'দেবগণকে শ্রবণ করান !' (আগ্নীধ্র বলেন)—'তিনি শুনিতেছেন !' (তিনি হোতাকে) বলেন "দেবহোতৃগণের স্বস্থানে গমন (হউক) !' 'মানুষ হোতৃগণের স্বস্তি (হউক) !' 'শং যুর বলুন !'[১৭]

১৯। অনন্তর তিনি (অধ্বর্যু) জুহূ ও স্রুবকে একসঙ্গে গ্রহণ করেন। 'ইহা আহুতি হইয়া দেবলোক গমন করুক'—এই মনে করিয়া তিনি যে ঐখানে[১৮] (সেই তৃণখানিকে) লিপ্ত করেন, তাহাতে তাহা আহুতিই করেন ; এবং সেই জন্য তিনি জুহূ ও স্রুবকে এক সঙ্গে গ্রহণ করিয়া থাকেন।

২০। তিনি অগ্নির জন্যই (তাহাদিগকে এই মন্ত্রে) একসঙ্গে গ্রহণ করেন—"হে অবিনষ্ট-আয়ু ব্যাপকতম অগ্নি !"[১৯] যেহেতু অগ্নি অমৃত, তিনি সেইজন্য বলিয়া থাকেন "অবিনষ্ট-অসু ;" তিনি বলেন—"ব্যাপকতম," কেননা, অগ্নি অধিকতম ব্যাপী ; তিনি সেই জন্যই বলেন—"ব্যাপকতম।"—"বজ্র হইতে আমাকে রক্ষা কর ! (বন্ধন-) জাল হইতে আমাকে রক্ষা কর ! দুর্যাগ হইতে আমাকে রক্ষা কর ! এবং দুর্ভোজন হইতে আমাকে রক্ষা কর !" তিনি ইহা দ্বারা এই বলেন যে, 'সমস্ত পীড়া হইতে আমাকে রক্ষা কর !'—"আমাদের 'পিতুকে' (অন্নকে) বিষরহিত কর !" অন্নই 'পিতু' ; অতএব তিনি ইহা দ্বারা এই বলেন যে, 'আমাদের এই অন্নকে রোগহীন নিষ্পাপ কর !'—

১৬। ধা. স ২. ১৬. ৭।

১৭। দ্রষ্টব্য—১. ৭. ১. ২০

১৮। ১৬ কণ্ডিকা দ্রষ্টব্য।

১৯। ক. বা. স. ২. ২০. ১। মহীধর বলেন—'হে অহিংসিত-মানব (মানব=যজমান)...।' "ব্যাপকতম" ইহার মূল "অশীতমঃ ;" হরিস্বামী ইহার অর্থ করেন "ভোক্তৃতম" (√অশ্, ভোজনার্থক) ; মহীধর উভয়ই (ব্যাপ্ত্যর্থক ও ভোজনার্থক √অশ্) বলিয়াছেন।

"সুখোপবেশনযোগ্যে গৃহে!" তিনি ইহা দ্বারা এই বলেন যে, '(আপনার) নিজেতে।'—"স্বাহা! বাট্!" (আহুতি) যেরূপ বষট্কারের দ্বারা হুত হয়, ইহাতেও ইহার তাহা সেইরূপ হইয়া থাকে।

২১। অনন্তর (যজমান) পত্নী বেদকে বিস্রস্ত ('অর্থাৎ গ্রন্থিমুক্ত) করেন। বেদি স্ত্রী, এবং বেদ পুরুষ; বেদকে মিথুনের জন্যই করা হয়; অতএব যজ্ঞে যে ইহার দ্বারা (বেদিকে) স্পর্শ করা যায়, তাহাতে উৎপাদক মিথুনই করা হইয়া থাকে।

২২। পত্নী যে বেদকে বিস্রস্ত করেন, (তাহার কারণ), পত্নী স্ত্রী, এবং বেদ পুরুষ; অতএব ইহা দ্বারা উৎপাদক মিথুনই করা হয়; এবং সেই জন্য পত্নী বেদকে বিস্রস্ত করিয়া থাকেন।

২৩। তিনি বেদকে বিস্রস্ত করেন। তিনি যদি তাহা যজুর্মন্ত্রের দ্বারা করিতে ইচ্ছা করেন, তবে ইহারই দ্বারা করিবেন—"তুমি বেদ; হে দেব বেদ, তুমি যাহা দ্বারা দেবগণের বেদ হইয়াছে, তাহা দ্বারা আমারও বেদ হও!"[২০]

২৪। (হোতা গার্হপত্যের উত্তর প্রদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া) বেদি পর্য্যন্ত তাহা বিকীর্ণ করেন; কেননা, বেদি স্ত্রী, ও বেদ পুরুষ, এবং পুরুষ পশ্চাৎ দিক্ হইতে আসিয়া স্ত্রীর প্রতি ধাবিত হয়; তিনি পশ্চাৎ দিক্ হইতেই গমন করিয়া পুরুষ বেদকে ইহার (বেদির) প্রতি ধাবিত করাইয়া থাকেন।

২৫। অনন্তর 'আমার যজ্ঞ পূর্ব্বদিকে সমাপ্ত হইবে' এই মনে করিয়া তিনি (অধ্বর্যু) সমিষ্টযজুঃ-নামক হোম করেন। তিনি যদি সমিষ্টযজুর্হোম করিয়া পত্নীসংযাজ করেন, তাহা হইলে ইহার এই যজ্ঞ পশ্চিম

২০। বা. স. ২. ২০. ১। কাত্যায়ন-শ্রৌতসূত্রে (৩. ৮. ২) উক্ত হইয়াছে যে, এই বেদ-বিস্রংসনের পর পত্নী সেই কুশরজ্জুকে ('যোক্ত্র,' যাহা দ্বারা তাঁহাকে কটিদেশে বন্ধন করা হইয়াছিল, ১. ২. ৪. ১২) খুলিয়া ফেলিবেন। আশ্বলায়ন-শ্রৌতসূত্রে (১. ১১. ৩) ইহা হোতার কার্য্য বলিয়া বিহিত হইয়াছে, এবং ইহার মন্ত্র ঋ. স. ১০.৮৫. ২৪। বা-সংহিতায় এ মন্ত্র উক্ত হয় নাই, কাত্যায়ন ঐ ঋকের 'ত্বা' ('তোমাকে') শব্দের স্থানে 'মা' ('আমাকে') শব্দ প্রদান করিয়া সেখানে পাঠ করিবার ব্যবস্থা দিয়াছেন।

দিকে সমাপ্ত হইয়া পড়ে; সেইজন্য তিনি এই সময়ে সমিষ্টযজুর্হোম করিয়া থাকেন, কেননা, তিনি মনে করেন—'আমার যজ্ঞ পূর্ব্বদিকে সমাপ্ত হইবে।'[২১]

২৬। অনন্তর যে জন্য (ইহার) নাম স মি ষ্ট য জুঃ, (তাহা বলা যাইতেছে)—তিনি এই যজ্ঞের দ্বারা যে সকল দেবতাকে আহ্বান করেন,—যাঁহাদের জন্য এই যজ্ঞ বিস্তীর্ণ (অনুষ্ঠিত) হয়, সেই সেই সকলেরই সম্যগ্‌ভাবে যাগ করা হইয়া থাকে; অতএব যেহেতু তিনি সেই সকলের স ম্য ক্ যা গ করিবার পর এই হোম করেন, সেই জন্য ইহার নাম স মি ষ্ট য জুঃ।

২৭। অনন্তর যে জন্য তিনি সমিষ্টযজুর্হোম করেন, (তাহা বলা হইতেছে)—তিনি এই যজ্ঞের দ্বারা যে সকল দেবতাকে আহ্বান করেন,—যাঁহাদিগের জন্য এই যজ্ঞ বিস্তীর্ণ হয়, তাঁহারা সকলে (ততক্ষণ) সমীপে উপবেশন করিয়া থাকেন—যতক্ষণ সমিষ্টযজুর্হোম না করা যায়, এবং তাঁহারা মনে করেন যে, 'এই ইহারা আমাদিগকে হোম করিতেছেন!' তিনি ইহা দ্বারা সেই সকলকেই যথাযথভাবে বিসর্জ্জন করেন; এবং যেখানে ইহাদের সম্বন্ধে (এইরূপ) অনুষ্ঠান করা যায়, (সেই সেই স্থানেই) তিনি যজ্ঞকে অনুষ্ঠান করিয়া (বস্তুতঃ) তাহা দ্বারা যজ্ঞকে উৎপাদিতই করিয়া থাকেন, এবং যেখানে ইহার প্রতিষ্ঠা সেই স্থানে প্রতিষ্ঠাপিত করেন। তিনি সেই জন্যই স্তম্বযজুঃ হোম করিয়া থাকেন।

২৮। তিনি (এই মন্ত্রে) হোম করেন—"হে পথজ্ঞ দেবগণ,"[২২] কেননা, দেবগণ পথজ্ঞই;—"পথ জানিয়া," তিনি ইহা দ্বারা এই বলেন যে, 'যজ্ঞকে জানিয়া;'—"পথে গমন কর!" তিনি ইহা দ্বারা যথাযথভাবে (তাঁহাদিগকে) বিসর্জ্জন করেন;—"হে মনের অধিপতি, এই দেবযজ্ঞকে দান করিতেছি ("স্বাহা"), তুমি তাহা বায়ুতে স্থাপন কর!" কেননা, এই যাহা (বায়ু) বহিতেছে, তাহাই যজ্ঞ। তিনি এইরূপে এই যজ্ঞকে সন্ধারণের জন্য সেই

২১। পত্নীসংযাজ গার্হপত্যে, অতএব বেদির পশ্চিমদিকে সম্পন্ন হয়; তাহার পর, ঋত্বিকেরা আবার আহবনীয়ের নিকট আসেন, এবং এস্থানেই সমিষ্টযজুর্হোম হইয়া থাকে।

২২। বা. স. ২. ২১. ২।

যজ্ঞে প্রতিষ্ঠাপিত করেন, এবং যজ্ঞের দ্বারা যজ্ঞকে সম্মিলিত করেন ; সেই জন্যই তিনি বলেন—"দান করিতেছি ("স্বাহা"), তুমি তাহা বায়ুতে স্থাপন কর !"

২৯। অনন্তর তিনি বর্হিকে (আহবনীয়ে) হোম করেন। এই লোকই বর্হি, এবং ওষধিসমূহও বর্হি; অতএব তিনি ইহার দ্বারা এই লোকেই ওষধিসমূহ স্থাপিত করেন, এবং সেই-এই ওষধিসমূহ এই লোকে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে ; তিনি সেই জন্য বর্হিকে হোম করেন।

৩০। তাহা (বর্হি-আহুতিকে) তিনি অতিরিক্ত হোম করেন ; কেননা, সমিষ্টযজুই যজ্ঞের শেষ, এবং যাহা সমিষ্টযজুর পর হয়, তাহা অতিরিক্ত ; সেই জন্যই তিনি যখন সমিষ্টযজুর্হোম করেন, তাহার পর এই সকলের (ওষধি-সমূহের) জন্য (বর্হি) হোম করেন ; এবং সেই জন্য এই অতিরিক্ত ও অসম্মিত ওষধিসমূহ জাত হইয়া থাকে।

৩১। তিনি (তাহা এই মন্ত্রে) হোম করেন—"ইন্দ্র আদিত্যগণের সহিত, বসুগণের সহিত, মরুদ্গণের সহিত ও বিশ্বদেবগণের সহিত হবিরূপ ঘৃতের দ্বারা বর্হিকে লিপ্ত করুন !"[২৩]

৩২। তিনি (উত্তরদিক্ হইতে আহবনীয়কে) ঘুরিয়া দক্ষিণদিকে আসিয়া প্রণীতা জলকে[২৪] (বেদির উপরেই) ঢালিয়া দেন। তিনি যখন যজ্ঞকে বিস্তার করেন, তখন তাহা দ্বারা তাহাকে যুক্ত করেন ; অতএব তিনি যদি তাহা (প্রণীতা-জলকে) ঢালিয়া না দেন, তাহা হইলে এই যজ্ঞ অবিমুক্ত থাকায় পরাঙ্মুখ হইয়া যজমানের ক্ষতি করে, কিন্তু সেরূপ করিলে যজ্ঞ যজমানের ক্ষতি করে না ; সেই জন্য তিনি দক্ষিণদিকে ঘুরিয়া আসিয়া (তাহা) ঢালিয়া দেন।

৩৩। তিনি (তাহা এই মন্ত্রে) ঢালিয়া দেন—"কে তোমাকে বিযুক্ত করে? সে তোমাকে বিমুক্ত করে। কাহার জন্য তোমাকে বিমুক্ত করে? তাহার জন্য তোমাকে বিমুক্ত করে। পোষণের জন্য।"[২৫] তিনি ইহা দ্বারা

২৩। বা. স. ২. ২২. ১ ; কা. শ্রৌ. ৩. ৮. ৫।

২৪। দ্র:—১. ১. ১. ২০ ; ১২. ৫. ২. ৭।

২৫। অথবা, 'কে' ও 'কাহার' শব্দ স্থানে 'প্রজাপতি' ও 'প্রজাপতির ;' দ্রষ্টব্য—১. ১. ১. ১৩ ; ২০ সংখ্যক টীকা। মন্ত্র—বা. স. ২. ২৩. ১।

যজমানের পুষ্টি প্রকাশ করিয়া থাকেন। তিনি যাহা (পাত্র) দ্বারা (ঐ জল) স্থাপন করেন, তাহা দ্বারাই ঢালিয়া ফেলেন; কেননা, তাঁহারা যাহা দ্বারা যোজনীয় (অশ্বপ্রভৃতিকে) যুক্ত করেন, তাহা দ্বারাই বিমুক্ত করেন;—তাঁহারা রজ্জুর ('যোক্ত্র') দ্বারা যোজনীয়কে যুক্ত করেন এবং রজ্জুর দ্বারা মুক্ত করেন। অনন্তর তিনি তণ্ডুলকণাসমূহকে (ফ.লী ক র ণ) একটী কপালে (পাত্রে) করিয়া কৃষ্ণাজিনের ঠিক নীচে (এই মন্ত্রে) ফেলিয়া দেন—"তুমি রক্ষোগণের ভাগ!"

৩৪। দেবগণ ও অসুরগণ উভয়েই প্রজাপতির অপত্য। ইঁহারা প্রজাপতি-স্বরূপ, পিতৃস্বরূপ, ও সংবৎসরস্বরূপ এই যজ্ঞ সম্বন্ধে স্পর্দ্ধা করিয়াছিলেন যে, 'ইহা আমাদের হইবে! ইহা আমাদের হইবে!'

৩৫। অনন্তর দেবগণ সমগ্র যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়া, তাহার পর যজ্ঞের যাহা পাপতম (নিকৃষ্টতম) অংশ ছিল, তাহা দ্বারা, যথা—পশুর রক্তের দ্বারা ও হবির্যজ্ঞের তণ্ডুলকণাসমূহের দ্বারা ইহাদিগকে (অসুরগণকে, যজ্ঞে) ভাগরহিত করিয়া দিলেন, (তাঁহারা মনে করিয়াছিলেন)—'ইহারা যেন হবির্যজ্ঞ হইতে উত্তমরূপে ভাগরহিত হয়;' কেননা, সেই ব্যক্তিই উত্তমরূপে ভাগরহিত—যাহাকে (কিঞ্চিৎ অপকৃষ্ট দ্রব্যে) ভাগ দিয়া ভাগরহিত করা হয়; আর যাহাকে ভাগ না দিয়া ভাগরহিত করা হয়, সে কিছুক্ষণ আশা করে, এবং (যখন তাহা নিজের) বশে প্রাপ্ত হয়, (তখন) বলে যে, 'আমাকে তুমি কি ভাগ করিয়া দিয়াছিলে?' দেবগণ ইহাদের (অসুরগণের) জন্য যে ভাগ কল্পিত করিয়াছেন, তিনি ইহাদের জন্য সেই ভাগই কল্পনা করিয়া থাকেন। আর তিনি যে তাহা কৃষ্ণাজিনের ঠিক নীচে ফেলিয়া দেন, তাহাতে তাহা ইহাদের জন্য অগ্নিহীন অন্ধতমসের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া থাকেন। তিনি সেইরূপেই পশুর রক্তকে "তুমি রক্ষোগণের ভাগ!" এই বলিয়া অগ্নিহীন অন্ধতমসের মধ্যে প্রবেশিত করেন, এবং সেই জন্যই তাঁহারা পশুর রক্ত (যজ্ঞে ব্যবহার) করেন না, কেননা, তাহা রক্ষোগণের ভাগ।

চতুর্থ ব্রাহ্মণ

[১ অধ্বর্য্যুর দক্ষিণ দিকে আসিয়া জলপূর্ণ পাত্রকে ঢালিয়া ফেলা, যজ্ঞ দেবলোকে গমন করে, দক্ষিণা যজ্ঞকে অনুসরণ করিয়া গমন করে, এবং দক্ষিণাকে অনুসরণ করিয়া যজমান গমন করেন ;—২ দেবযান ও পিতৃযাণ পথ, তাহাদের উত্তর দিকে জ্বলন্ত অগ্নিশিখা থাকে, সেই অগ্নিশিখা দহনের যোগ্য ব্যক্তিকে দগ্ধ করে ও অযোগ্যকে পরিত্যাগ করে, পূর্ণপাত্রের জল ঢালায় এই পথকে শান্ত করা হয় ;—৩ (অসম্পূর্ণ পাত্র না ঢালিয়া) পূর্ণপাত্র ঢালিবার প্রয়োজন, নিরন্তর ও অবিচ্ছেদ ভাবে তাহা ঢালিবার নিয়ম ;—৪ যজ্ঞের যে অঙ্গ অনুচিত রূপে অনুষ্ঠিত হইয়া পড়ে, ঋত্বিগ্‌গণ তাহা বিনষ্ট করিয়া দেন এবং পূর্ণপাত্রনিক্ষিপ্ত জলের দ্বারা আবার সেই অঙ্গকে শান্ত ও সমাহিত করেন ;—৫ তিনি পূর্ণ পাত্র ঢালিয়া সমস্তু দ্বারা ঐ বিনষ্ট অঙ্গকে সম্মিলিত করিয়া দেন, এবং নিরন্তর অবিচ্ছেদে ঢালিয়া সেইরূপেই তাহা সম্মিলিত করেন ;—৬ যজমান ঐ জলকে অঞ্জলি দ্বারা গ্রহণ করেন, তাহার মন্ত্র ;—৭ গৃহীত জলের দ্বারা যজমানের আচমন, তাহার প্রয়োজন উল্লেখ ;—৮ বিষ্ণুক্রম নামক পদবিক্ষেপ ও তাহার উদ্দেশ্য ;—৯ বিষ্ণুক্রমের কারণান্তর উল্লেখ ;—১০ তাহার মন্ত্র, সূর্য্যরশ্মিসমূহ পরলোকগত পুণ্যকারিগণের মূর্ত্তি, সূর্য্য প্রজাপতি ও স্বর্গ-স্বরূপ ;—১১-১২ বিষ্ণুক্রমে দুইরূপে পদক্ষেপণ করা যাইতে পারে যথা—পৃথিবী, অন্তরীক্ষ ও দ্যুলোক, অথবা দ্যুলোক অন্তরিক্ষ ও পৃথিবী, ইহারই বৈকল্পিক ব্যবস্থা ;—১৩ পূর্ব্বদিক্‌-দর্শন ও তাহার কারণ ;—১৪ তাহার মন্ত্র ;—১৫ সূর্য্যদর্শন ও তাহার উদ্দেশ্য ; ১৬ সূর্য্যদর্শনের মন্ত্র, তদ্বিষয়ে যাজ্ঞবল্ক্য ও ঔপোদিতেয়ের মত, যাহা দ্বারা ব্রহ্মতেজ হয় ব্রাহ্মণের তাহাই ইচ্ছা করা উচিত ;—১৭ প্রদক্ষিণভাবে ভ্রমণ ও তাহার মন্ত্র ;—১৮ গার্হপত্যের নিকটে গমন, তাহার কারণ ;—১৯ তাহার মন্ত্র, মানুষ একশত বৎসরের অনেক বেশী বাঁচে ;—২০ পুনর্ব্বার প্রদক্ষিণভাবে ভ্রমণ ;—২১ ঐ মন্ত্রে পুত্রের নাম উল্লেখ, পুত্র না থাকিলে নিজের নাম উল্লেখ ;—২২ আহবনীয়ের নিকট গমন ;—২৩ ব্রতবিসর্জ্জন।]

১। যজ্ঞ সম্পন্ন হইবার পর তিনি (অধ্বর্য্যু, আহবনীয়কে) ঘুরিয়া দক্ষিণ দিকে আগমনপূর্ব্বক (উত্তরমুখে জলের) পূর্ণপাত্রকে ঢালিয়া দেন, এবং সেইরূপেই তাহা (পূর্ণপাত্রের ঢালা) উত্তরদিকে হইয়া থাকে ; সেইজন্য তিনি ঘুরিয়া দক্ষিণদিকে আগমনপূর্ব্বক পূর্ণপাত্রকে ঢালিয়া দেন।[১] যিনি যাগ করেন, তিনি এই মনে করিয়া যাগ করেন যে, 'আমারও দেবলোকে (স্থান) হইবে।' তাঁহার এই যজ্ঞ দেবলোকের অভিমুখে গমন করে, দক্ষিণা—যাহা

১। কা. শ্রৌ ৩. ৮. ৮।

তিনি (ঋত্বিগ গণকে) দান করিয়া থাকেন,—তাহাকে অনুসরণ করিয়া গমন করে, এবং দক্ষিণাকে অনুসরণপূর্ব্বক যজমান (গমন করেন)।

২। এই পন্থা দে ব যা ন বা পি তৃ যা ণ। তাহার উভয় দিকে দুইটি অগ্নিশিখা দগ্ধ করিতে করিতে বর্ত্তমান রহিয়াছে; তাহারা সেই ব্যক্তিকে দগ্ধ করে—যে দাহের যোগ্য হয়, এবং তাহাকে ত্যাগ করে—যে ত্যাগের যোগ্য হয়। জল শান্তি; সেই জন্য তিনি ইহা দ্বারা এই পথকেই শান্ত করেন।[২]

৩। তিনি পূর্ণ (পাত্রকে) ঢালেন; কেননা, পূর্ণ (-শব্দের তাৎপর্য্যার্থ) সমস্ত, তিনি ইহাতে সমস্ত দ্বারাই ইহাকে শান্ত করেন। তিনি তাহা নিরন্তর ও অবিচ্ছিন্ন ভাবে ঢালেন; এবং ইহাতে নিরন্তর ও অবিচ্ছিন্নভাবেই ইহাকে শান্ত করিয়া থাকেন।

৪। তিনি যে পূর্ণ পাত্রকে ঢালেন, (তাহার কারণ এই যে), যজ্ঞের যাহা কিছু মিথ্যা (অর্থাৎ অন্যায়) করা হয়, তাহা তাঁহারা বিচ্ছিন্ন করিয়া দেন, ক্ষত করিয়া দেন; এবং জল শান্তি বলিয়া (সেই) শান্তিরূপ জলের দ্বারা (আবার) তাহা শান্ত করেন, জলের দ্বারা (আবার) তাহা সম্মিলিত করেন।

৫। তিনি যে পূর্ণকে ঢালেন, (তাহার কারণ এই যে), পূর্ণ (-শব্দের তাৎপর্য্যার্থ) সমস্ত, তিনি সমস্তের দ্বারাই তাহা সম্মিলিত করিয়া দেন; তিনি নিরন্তর ও অবিচ্ছিন্ন ভাবে তাহা ঢালিয়া থাকেন, এবং ইহাতে নিরন্তর ও অবিচ্ছিন্ন ভাবেই তাহাই সম্মিলিত করিয়া দেন।

৬। তিনি (যজমান) তাহা (ঐ পূর্ণ পাত্রের জল) অঞ্জলি দ্বারা (এই মন্ত্রে) গ্রহণ করেন—"আমরা তেজের সহিত, (ক্ষীরপ্রভৃতি) রসের সহিত, শরীর-সমূহের সহিত এবং মঙ্গলকর মনের সহিত সংযুক্ত হইয়াছি। সুদাতা ত্বষ্টা ধনের বিধান করুন, এবং যাহা আমাদের বিচ্ছিন্ন হইয়াছে তাহা অনুমার্জিত করুন।"[৩] (যজ্ঞের) যাহা বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল, তিনি (ইহা দ্বারা) তাহা সমাহিত করেন।

২। দ্রষ্টব্য :—"এতস্যাং হি দিশি (পূর্ব্বোত্তর দিকে) স্বর্গস্য দ্বারং"—৬. ৪. ৪. ৪; "এতস্যাং হি দিশি (পূর্ব্বদক্ষিণ দিকে) পিতৃলোকস্য দ্বারং"—১৩. ৪. ৪. ৫; "দ্বে সৃতী অশৃণবং পিতৃণামহং দেবানামুত মর্ত্ত্যানাং"—১৪. ৭. ২. ৪।

৩। বা স. ২. ২৪. ১।

৭। অনন্তর তিনি (সেই গৃহীত জলের দ্বারা) মুখ স্পর্শ করেন।[৪] তিনি যে মুখ স্পর্শ করেন, তাহার দুইটি (কারণ) আছে ;—জল অমৃতই, অতএব তিনি ইহাতে অমৃতের দ্বারাই সম্যক্ স্পর্শ করেন ; এবং ইহা দ্বারা নিজেতেই এই কর্ম্মকে (যজ্ঞকে, স্থাপিত) করেন। তিনি সেই জন্যই মুখ স্পর্শ করিয়া থাকেন।

৮। অনন্তর তিনি (তিনবার) বি ষ্ণু ক্র ম নামক[৫] পদবিক্ষেপ করেন। যিনি যাগ করেন, তিনি দেবগণকে প্রীত করেন ; তিনি এই যজ্ঞের দ্বারা—(অর্থাৎ) কিছু ঋক্‌সমূহের দ্বারা, কিছু যজুঃসমূহের দ্বারা ও কিছু আহুতি-সমূহের দ্বারা দেবগণকে প্রীত করিয়া তাহাদের মধ্যে ভাগপ্রাপ্ত হন, এবং ভাগপ্রাপ্ত হইয়া তাঁহাদেরই নিকট গমন করেন।

৯। তিনি যে বি ষ্ণু ক্র ম নামক পদবিক্ষেপ করেন (তাহার অপর কারণ এই—) যজ্ঞই বিষ্ণু ; তিনি, দেবগণের এখন এই যে শক্তি ('বিক্রান্তি') রহিয়াছে, তাহার উদ্দেশে পদক্ষেপণ ('বিক্রম') করিয়াছিলেন ; তিনি ইহাকেই (ভূলোককে) প্রথম পদের দ্বারা, এই অন্তরিক্ষকে দ্বিতীয় পদের দ্বারা, এবং দ্যোকে শেষ পদের দ্বারা পালন করিয়া ছিলেন। এই যজ্ঞ (-রূপ) বিষ্ণু ইঁহার (যজমানের) এই শক্তির উদ্দেশেই পদক্ষেপণ করিয়া থাকেন।[৬] তিনি সেই জন্যই বি ষ্ণু ক্র ম নামক পদক্ষেপণ করেন। এ স্থান (পৃথিবী) হইতেই বহুতম (লোক) ঊর্দ্ধে[৭] গমন করিয়া থাকে।

১০। অতএব তিনি (এই মন্ত্রে তিনবার পদক্ষেপণ করেন)—"বিষ্ণু গায়ত্রী ছন্দের দ্বারা পৃথিবীতে পদক্ষেপণ করিয়াছিলেন ; এবং যে আমাদিগকে দ্বেষ করে ও যাহাকে আমরা দ্বেষ করি, সে সেস্থান হইতে ভাগরহিত (অর্থাৎ

৪। অর্থাৎ আচমন করেন. শোধন করেন, মুখ ধোন। কা. শ্রৌ. ৩. ৮. ১০।

৫। যজমান এ স্থানে নিজের আসন হইতে উত্থিত হইয়া দক্ষিণ বেদিশ্রোণি হইতে আহবনীয় পর্য্যন্ত, মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক যে পদক্ষেপণ করেন, তাহার নাম বি ষ্ণু ক্র ম। মহীধর ইহার ব্যুৎপত্তিসম্বন্ধে লিখিয়াছেন (বা. স. ২. ২৫)—"বিষ্ণুপাদবদ্ধ্যা স্বপাদস্য ভূমৌ প্রক্ষেপা বিষ্ণুক্রমাঃ।"

৬। ইহা পূর্ব্বেও উক্ত হইয়াছে ১. ১. ২. ১৩।

৭। "পরাচীনং"=ঊর্দ্ধম্ ইতি হরিস্বামী।

নিঃসারিত) হইয়াছিল !”—“বিষ্ণু ত্রিষ্টুপ্ ছন্দের দ্বারা অন্তরিক্ষে পদক্ষেপণ করিয়াছিলেন ; এবং যে আমাদিগকে দ্বেষ করে ও যাহাকে আমরা দ্বেষ করি, সে সেস্থান হইতে ভাগরহিত হইয়াছিল !”—“বিষ্ণু জগতী ছন্দের দ্বারা দ্যুস্থানে পদক্ষেপণ করিয়াছিলেন ; এবং যে আমাদিগকে দ্বেষ করে ও যাহাকে আমরা দ্বেষ করি, সে সেস্থান হইতে ভাগরহিত হইয়াছিল !”[৮], এইরূপে এই সমস্ত লোকে আরোহণ করিবার পর ইহাই গতি এবং ইহাই প্রতিষ্ঠা—এই যাহা (সূর্য্য) তাপ প্রদান করিতেছে ; তাহার যে রশ্মিসমূহ (রহিয়াছে); তৎসমুদয় (পরলোকগত) পুণ্যকারিগণ (‘সুকৃৎ’)।[৯] অনন্তর যাহা পরম দীপ্তি (সূর্য্য), তাহা প্রজাপতি অথবা সেই স্বর্গলোক। তিনি এইরূপে এই সমস্ত লোকে আরোহণ করিয়া তাহার পর এই গতিকে এই প্রতিষ্ঠাকে প্রাপ্ত হন। যে ব্যক্তি এ স্থান হইতে অনুশাসন করিতে ইচ্ছা করিবেন, তিনি উপরি হইতে নীচের দিকে আগমন করিবেন।[১০] তিনি যে উপরি হইতে নীচের দিকে আগমন করিবেন, তাঁহার দুইটি (কারণ আছে)—

১১। দেবগণ যখন জয় করিতেছিলেন, তখন তাঁহারা (এই লোক হইতে) অপসরণ করিয়া অগ্রে দ্যোকে ও তাহার পর এই অন্তরিক্ষকে জয় করিয়াছিলেন ; এবং অনন্তর যে স্থান হইতে অপসরণ করা হয় নাই—সেই এই (পৃথিবী) স্থান হইতে শত্রুগণকে তাড়াইয়া দিয়া ছিলেন। ইনি সেই প্রকারই এই অপসরণের দ্বারা জয় করিতে করিতে অগ্রে দ্যোকেই, তাহার পর অন্তরিক্ষকে জয় করেন, এবং তাহার পর, যে স্থান হইতে অপসরণ করা হয় না—সেই এই (পৃথিবী) স্থান হইতে শত্রুগণকে তাড়িত করেন। এই পৃথিবীই প্রতিষ্ঠা. অতএব ইহাতে তিনি এই প্রতিষ্ঠাতেই প্রতিষ্ঠিত থাকেন।

৮। বা. স. ২. ২৫. ১—৩ ; কা. শ্রৌ. ৩. ৮. ১১—১২।

৯। ইহার পরে উক্ত হইবে যে, নক্ষত্রসমূহ পুণ্যকৃদ্‌গণের জ্যোতি,—“যে হি জনাঃ পুণ্যকৃতঃ স্বর্গং লোকং যন্তি তেষামেতানি জ্যোতীংষি”—৬. ৪. ২. ৮ ; তৈত্তিরীয় সংহিতাতেও (৫. ৪. ১. ৩) ইহা আছে, যথা—“সুকৃতাং বৈ এতানি জ্যোতীংষি যন্নক্ষত্রাণি ;” দ্রঃ—তৈ. আ. ২. ৬. ৩. ; তৈ. স. ৪. ৪. ১০. ১-২ ; মনু. ১২. ৪৮।

১০। হরিস্বামী এস্থানের তাৎপর্য্য লিখিয়াছেন—‘যিনি এই লোক হইতে এই লোকেই বহুকাল যাবৎ ফলোপভোগ করিতে আশা করেন।’

১২। অতএব তিনি এইরূপে (পদক্ষেপণ করিতে পারেন)[১১]—"বিষ্ণু জগতী ছন্দের দ্বারা দ্যুলোকে পদক্ষেপণ করিয়াছিলেন ; এবং যে আমাদিগকে দ্বেষ করে ও যাহাকে আমরা দ্বেষ করি, সে সেস্থান হইতে ভাগরহিত হইয়াছিল।"—"বিষ্ণু ত্রিষ্টুপ্ ছন্দের দ্বারা অন্তরিক্ষে পদক্ষেপণ করিয়াছিলেন ; এবং যে আমাদিগকে দ্বেষ করে ও যাহাকে আমরা দ্বেষ করি, সে সেস্থান হইতে ভাগরহিত হইয়াছিল!"—"বিষ্ণু গায়ত্রী ছন্দের দ্বারা পৃথিবীতে পদক্ষেপণ করিয়াছিলেন ; এবং যে আমাদিগকে দ্বেষ করে ও যাহাকে আমরা দ্বেষ করি, সে সেস্থান হইতে ভাগরহিত হইয়াছিল!" "এই অন্ন হইতে (নিঃসারিত)! এই প্রতিষ্ঠা হইতে (নিঃসারিত)!"[১২]—(তিনি এই দুই মন্ত্রে যথাক্রমে স্বকীয় অংশ ও বেদিভূমিকে দর্শন করেন)।[১৩] ইহাতেই (এই পৃথিবীতেই) সমস্ত ভোজনীয় অন্ন প্রতিষ্ঠিত থাকে বলিয়া তিনি বলেন—"এই অন্ন হইতে! এই প্রতিষ্ঠা হইতে।

১৩। অনন্তর তিনি পূর্ব্বদিক্ দর্শন করেন ; কেননা, দেবগণের দিক্ পূর্ব্বই ; তিনি সেই জন্য পূর্ব্বদিক্ দর্শন করেন।

১৪। তিনি (তাহা এই মন্ত্রে) দর্শন করেন—"আমরা জ্যোতিতে ('স্বর্') গমন করিয়াছি!"[১৪] তিনি ইহা দ্বারা এই বলেন যে, 'দেবগণই জ্যোতি, এবং দেবগণের নিকটেই আমরা গমন করিয়াছি।'—"জ্যোতির সহিত আমরা সম্মিলিত হইয়াছি!" (তিনি ইহার দ্বারা আহবনীয়কে দর্শন করেন);[১৫] তিনি ইহা দ্বারা এই বলেন যে, 'আমরা দেবগণের সহিত সম্মিলিত হইয়াছি।'

১৫। অনন্তর তিনি সূর্য্যকে উপরে দর্শন করেন ; কেননা, ইনিই সেই গতি, ইনিই প্রতিষ্ঠা। অতএব তিনি ইহা দ্বারা এই গতিকে এই প্রতিষ্ঠাকে প্রাপ্ত হন ; তিনি সেই জন্যই উপরে সূর্য্যকে দর্শন করেন।

১১। যজমান বিষ্ণুক্রম নামক পদক্ষেপণ করিবার সময় মন্ত্রপাঠ দুই ক্রমেই করিতে পারেন, যথা—(১) দ্যুলোক, অন্তরিক্ষ, ও পৃথিবী ; (২) অথবা পৃথিবী অন্তরিক্ষ, ও দ্যুলোক ; কা. শ্রৌ ৩. ৮. ১১—১২। প্রথম ক্রম ১০ম কণ্ডিকায় উক্ত হইয়াছে, এখানে দ্বিতীয় ক্রম উক্ত হইতেছে।

১২। বা. স. ২. ২৫. ৪-৫।

১৩। কা. শ্রৌ. ৩. ৮. ১২-১৩।

১৪। বা. স. ২. ২৫. ৬।

১৫। কা. শ্রৌ. ৩. ৮. ১৬।

১৬। তিনি (তাহা এই মন্ত্রে) উপরে দর্শন করেন "তুমি স্বয়ম্ভূ ও শ্রেষ্ঠ রশ্মি।"[১৬] এই যে সূর্য্য, ইহাই শ্রেষ্ঠ রশ্মি; তিনি সেই জন্য বলেন—"তুমি স্বয়ম্ভূ ও শ্রেষ্ঠ রশ্মি।" (এ সম্বন্ধে) যা জ্ঞ ব ল্ক্য বলিয়াছেন—"'তুমি তেজঃপ্রদ, আমাকে তেজ প্রদান কর।' ইহাই আমি বলিতেছি, কেননা, তাহাই ব্রাহ্মণের ইচ্ছা করা উচিত যাহাতে সে ব্রহ্মতেজোযুক্ত হইতে পারে।' 'কিন্তু ঔ পো-দি তে য়'[১৭] বলেন—'ইনি আমাকে গাভীসমূহ দান করিবেন, (আমি সেই জন্য বলি), "তুমি গোপ্রদ, আমাকে গাভীসমূহ দান কর।"" এইরূপে তিনি (যজমান) যে কাম্য বস্তু প্রার্থনা করেন, তাঁহার তাহাই সমৃদ্ধ হয়।

১৭। অনন্তর তিনি (যজমান, এই মন্ত্রে) আবর্ত্তন (অর্থাৎ প্রদক্ষিণ ভাবে ভ্রমণ) করেন—"সূর্য্যের আবর্ত্তন অনুসারে আমি আবর্ত্তন করিতেছি!"[১৮] তিনি (সূর্য্যরূপ) এই গতিকে—এই প্রতিষ্ঠাকে প্রাপ্ত হইয়া ইহারই আবর্ত্তন অনুসরণপূর্ব্বক আবর্ত্তন করিয়া থাকেন।[১৯]

১৮। অনন্তর তিনি গার্হপত্যের নিকটে উপস্থিত হন। তিনি যে গার্হপত্যের নিকটে উপস্থিত হন, তাহার দুইটি (কারণ) আছে; গৃহই গার্হপত্য এবং গৃহই প্রতিষ্ঠা, অতএব তিনি তাহাতে গৃহরূপ প্রতিষ্ঠাতেই প্রতিষ্ঠিত হন; এবং এখানে তাঁহার যে পরিমাণ মানবীয় আয়ু থাকে, তিনি ইহা দ্বারা তাহারই নিকটে উপস্থিত হন (অর্থাৎ লাভ করেন)। তিনি সেইজন্য গার্হপত্যের নিকটে উপস্থিত হইয়া থাকেন।

১৯। তিনি (এই মন্ত্রে) উপস্থিত হন—"হে গৃহপতি অগ্নি হে অগ্নি, আমি যেন গৃহপতি তোমা দ্বারা সুগৃহপতি হই! হে অগ্নি, গৃহপতি আমা দ্বারা তুমি সুগৃহপতি হও!"[২০] এখানে কিছু অস্পষ্টার্থ নাই।—"আমাদের

১৬। বা. স. ২, ২৬. ১।

১৭। কাণ্বশাখায় আছে তু মি শ্র ও পো দি তে য় বৈ য়া ঘ্র প দ্য; তৈত্তিরীয় সংহিতায় (১. ৭. ২. ১) আছে—"তু মি শ্র ও পো দি তে য়।"

১৮। বা. স. ২. ২৬. ২।

১৯। ইহার পর তিনি, আবার বামাবর্ত্তনে আগমন করেন, কেননা প্রদক্ষিণ করিলেই আবার তাহার বিপরীত গতিতে আগমন করিতে হয়: কা. শ্রৌ ১. ৮. ২৪। ২০শ কণ্ডিকা দ্রষ্টব্য।

২০। বা. স. ২. ২৭. ১।

উভয়ের গার্হপত্য (কর্ম্ম)-সমূহ যেন একবলীবর্দ্দযুক্ত শকটের সদৃশ না হয়!"[২১] তিনি ইহা দ্বারা এই বলেন যে, 'আমাদের উভয়ের গার্হপত্য (কর্ম্ম) সমূহ অপীড়িত হউক।'—"শত হিম (ঋতু)!". তিনি ইহা দ্বারা এই বলেন যে, 'আমি যেন শত বর্ষ বাঁচি।' তিনি ইহা বলিতে আদর না করিতে পারেন;[২২] কেননা, লোক এক শত বৎসরেরও অনেক বেশী বাঁচিয়া থাকে; সেই জন্য তিনি ইহা বলিতে আদর না করিতে পারেন।

২০। অনন্তর তিনি (এই মন্ত্রে প্রদক্ষিণ ভাবে) আবর্ত্তন করেন—"সূর্য্যের আবর্ত্তন অনুসারে আমি আবর্ত্তন করিতেছি!"[২৩] তিনি (সূর্য্যরূপ) এই গতিকে—এই প্রতিষ্ঠাকে প্রাপ্ত হইয়া ইহারই আবর্ত্তন অনুসরণপূর্ব্বক আবর্ত্তন করিয়া থাকেন।[২৪]

২১। অনন্তর তিনি (এই মন্ত্রের মধ্যে) পুত্রের নাম গ্রহণ করেন—"আমার এই (অমুক) পুত্র এই বীরকর্ম্মকে অনুক্রমে বিস্তারিত করুক!"[২৫] যদি পুত্র না থাকে, তবে তিনি নিজের নাম গ্রহণ করিবেন।

২২। অনন্তর তিনি আহবনীয়ের নিকটে উপস্থিত হন। 'আমার যজ্ঞ পূর্ব্বদিকে অনুসম্পন্ন হউক!' এই মনে করিয়া তিনি মৌনাবলম্বনে উপস্থিত হন।

২১। বা. স. ২.২৭.২। 'একবলীবর্দ্দযুক্ত শকট' ইহার মূল "স্থূরি"; মহীধর-ভাষ্য দ্রষ্টব্য।

২২। অর্থাৎ "শত হিম (ঋতু)" এই মন্ত্রটি উচ্চারণ না করিলেও পারেন। কা. শ্রৌ ৩. ৮. ২২।

২৩। বা. স. ২. ২৭. ২.।

২৪। ১৭ শ কণ্ডিকা দ্রষ্টব্য।

২৫। বাজসনেয়িসংহিতার মাধ্যন্দিন-শাখায় এই মন্ত্রটি নাই, কাণ্ব-শাখায় (২. ৬. ৯) আছে; কাত্যায়ন শ্রৌতসূত্রে (৩. ৮. ২৫) সম্পূর্ণ মন্ত্রটি পঠিত হইয়াছে—"তুমি বিস্তৃত, তুমি তন্তু, আমাকে অনুবিস্তৃত কর। এই যজ্ঞে, এই সাধুকার্য্যে, এই অন্নে, ও এই লোকে আমার এই কর্ম্ম ও এই বীর্য্যকে পুত্র অনুক্রমে বিস্তৃত করুক!" শাঙ্খায়ন-শ্রৌতসূত্রে (২. ১২. ১০) মন্ত্রটি কিঞ্চিৎ ভিন্নাকারে পঠিত হইয়াছে। মহাদেব বলেন—বহু পুত্র থাকিলে প্রত্যেকের নামোল্লেখ ও প্রতিবার মন্ত্র পাঠ করিতে হইবে। লোগাক্ষি ও শাঙ্খায়ন (২. ১২. ১০) বলেন জ্যেষ্ঠপুত্রের অথবা সমস্ত পুত্রেরই নাম করিতে হইবে। আপস্তম্ব বলেন (আপ. শ্রৌ. ৪. ১৬. ৪)—প্রিয় পুত্রের নাম গ্রহণ করিতে হইবে। কা. শ্রৌ. ৩.৮.২৫; ৪. ১২. ১১ বৃত্তি।

২৩। অনন্তর তিনি (এই মন্ত্রে) ব্রত বিসর্জ্জন করেন,—"আমি এই যে আছি, সেই আছি!"[২৬] তিনি ব্রত গ্রহণ করিয়া অমানুষ হন; অতএব (ব্রতবিসর্জ্জনের সময়) তাহা ঠিক হয় না যে, তিনি বলিবেন—"আমি এই সত্য হইতে অনৃতে উপস্থিত হইতেছি!" তজ্জন্য তিনি পুনর্ব্বার মানুষ হন বলিয়া "আমি এই যে আছি, সেই আছি"—এইরূপ বলিয়াই ব্রত বিসর্জ্জন করিবেন।

প্রথমকাণ্ড সমাপ্ত।

২৬। দ্রষ্টব্য—১, ১. ১. ৬; ১. ১. ১. ৪; তুল:—২. ১. ৪. ২, ৭।

১৪ আশ্বিন, ১৩১৬।

প্রপাঠকসূচী

অধ্যায়সূচী

ব্রাহ্মণসূচী

যাজ্ঞিককর্ম্মাদিসূচী

নাম	প্র	ব্রা	ক	পৃষ্ঠা
অগ্নিপরিস্তরণ	৬	১	২৮	২১১
অগ্নিসম্মার্জ্জন	৩	৬	১৪	১২৯
অগ্নিহোত্রহবস্থা-দান	১	২	১	১১
অগ্নীষোমীয়েষ্টি	৫	২	১৪	১৭১
অঙ্গারাধ্যূহন	১	৫	৯	৩৯
অঙ্গারাভ্যূহন	১	৫	১৩	৪০
অঙ্গারোদূহন	১	৫	৪	৩৭
অঙ্গুল্যভিনিধান	১	৫	৭	[illegible]৮
অন-আক্রমণ	১	২	১৩	১৬
অনোঽবরোহণ	১	২	২২	১৯
অনুবচন	৫	৫	৩	১৯৬
অনুযাজন	৬	৪	৭	২৩৩
অনুবাক্যানুবচন	৫	৫	১২	১৯৯
অনুবাক্যাপাঠ	৫	৫	১৭	২০০
”	৬	১	১৬	২০৮
অবুপস্পর্শন	১	১	১	২
অভিঘারণ	৫	৫	১০	১৯৮
অবদান	৫	৫	৬	১৯৭
অবধূনন	৯	৪	৪	২৮
অবান্তরেড়াবদান	৬	৩	১৭	২২৩
অষ্টাকপালপুরোডাশ-প্রসিদ্ধি	৫	১	৫	১৬৪

নাম	প্র	ব্রা	ক	পৃষ্ঠা
আগ্নেয়েষ্টি	৫	১	৭	১৬৪
আজ্যনির্বাপ	১	৫	২২	৪৩
আজ্যভাগযাগ	৫	২	১৯	১৭২
আজ্যবিলাপনী-গ্রহণ	৭	৩	১	২৫৭
আজ্যাধিশ্রয়ণ	১	৬	৬	৪৭
আজ্যাধিশ্রপণ	২	৪	২০	৭৭
আজ্যাবেক্ষণ	২	৪	১৮	”
আজ্যাসাদন	২	৪	২১	৭৯
আজ্যোৎপবন	২	৪	২৩	”
আতঞ্চনদান	৫	৪	১৯	১৯৪
আতঞ্চিতাপিধান	৫	৪	২০	”
আর্ষেয়হোতৃবরণ	৪	২	৯	১৩৬
আবাহননিগদানু-বচন	৩	৪	১৬	১২০
আশ্রাবণ	৪	৩	৭	১৪২
”	”	”	১৬	১৪৩
”	”	”	২০	১৪৫
আহবনীয়োপস্থান	৭	৪	২২	২৭২
ইড়াপ্রাশন	৬	৩	৬৯	২২৯
ইড়াবদান	৬	৩	১৩	২২২
ইড়োপহ্বান	৬	৩	১৮	২২৪

*অধিকাংশ স্থলেই অনুবাদে এই সকল শব্দের অর্থ লিখিত হইয়াছে।

আখ্যায়িকাসূচী

(প্রথমে পৃষ্ঠার সংখ্যা, এবং তাহার পর যথাক্রমে কাণ্ড, প্রপাঠক, ব্রাহ্মণ, ও কণ্ডিকার সংখ্যা দেওয়া হইয়াছে।)

১। অসুর ও রক্ষোগণের রক্ষঃ নাম হইবার কারণ, ৭; ১. ১. ১. ১৩।

২। যজ্ঞসময়ে অসুর ও রক্ষোগণ হইতে দেবগণের ভয়, ১২; ৭২; ১২৮; ১. ১. ২. ৩; ১. ২. ৪. ৫; ১. ৩. ৬. ৮।

৩। বিষ্ণুর লোকত্রয়ে পদক্ষেপণ, ত্রিবিক্রম বামন অবতারের মূল, ১৬; ৬১ ৬৫; ২৬৮-২৬৯; ১. ১. ২. ১৩; ১. ২. ৩. ১-১১; ১. ৭. ৪. ৯-১০।

৪। ইন্দ্রকর্তৃক বৃত্রবধ, ২৩; ৫৬; ৫৭; ১. ১. ৩ ৪-৫; ১. ২. ২. ৩; ১ ২. ২. ৬; বিশ্বরূপ- ও বৃত্র-বধ, ৫১-৫২; ১৬৭-১৭৩; ১. ২. ১. ২৪; ১. ৫. ২. ১-২২; দক্ষিণদিকে অবস্থিত অসুরগণের ইন্দ্র কর্তৃক তাড়না, ১৩১; ১. ৪. ১. ৩।

৫। বৃত্রের সহিত ইন্দ্রের সংগ্রাম ২৫; ১. ১. ৩. ৮-৯।

৬। বৃত্রকে প্রহার করিয়া নিজেকে দুর্ব্বলবোধে ইন্দ্রের লুক্কায়িতভাবে পলায়ন, অগ্নিপ্রভৃতির তাঁহাকে অন্বেষণ, ও বৃত্রের মৃত্যুসংবাদ প্রদান, কৃশ ইন্দ্রের প্রীতির ব্যবস্থা, ১৮১-১৮৪; ১. ৫. ৩. ১-৮।

৭। কৃষ্ণমৃগের রূপ ধারণ করিয়া যজ্ঞের পলায়ন, ও দেবগণকর্তৃক তাহার চর্ম্মচ্ছেদন, ২৭; ১. ১. ৪. ১-২। যজ্ঞের দেবগণের নিকট হইতে গমন, ১৪১; ১. ৪. ৫. ৬।

৮। ঋষিগণের যজ্ঞ-অন্বেষণ, ও কূর্ম্মরূপে পলায়নকারী পুরোডাশের সমীপে উপস্থিতি, ১৬৩; ১. ৫. ১. ২৪।

৯। মনুরই বৃষ ও স্ত্রী দ্বারা মনুর উদ্দেশে অসুরগণের যাগ, ৩২-৩৩; ১.১.৪.৩-১৭।

১০। যজ্ঞে প্রথমে নরবলি হইত, তাহার পর ক্রমশ ব্রীহিযবাদির বলি হইয়াছে; ৫৩-৫৫; ১. ২. ১. ৬-৯।

১১। স্ফ্য, যূপ, রথ ও শরের উৎপত্তি, ৫৬; ১. ২. ২. ১।

১২। দেবাসুরযুদ্ধ, ৫৭-৫৮; ৬৩; ১. ২. ২. ৮-১২; ১. ৩. ৩. ১-৪;

'ইহা আমাদের হইবে! ইহা আমাদের হইবে!' এই বলিয়া দেব ও অসুরগণের যজ্ঞসম্বন্ধে বিবাদ, ২৬৫ ; ১. ৭. ৩. ৩৪—৩৫।

১৩। দেব ও অসুরগণের পরস্পর স্পর্দ্ধা ও তাঁহাদের মধ্যস্থলে গায়ত্রীর উপস্থিতি, ১১৩-১১৪,; ১. ৩. ৩. ৩৪-৩৫।

১৪। দেব ও অসুরগণের পরস্পর স্পর্দ্ধা ও দেবগণ কর্ত্তৃক অসুরগণের পরাজয়, ১৫৫-১৫৭ ; ১. ৪. ৫. ৬-৬৬।

১৫। অসুরগণের দেবগণকে আক্রমণ করিবার ইচ্ছা, ১১৬ ; ১.৩.৩.৪০।

১৬। অসুরগণের ভাগ হরণ করিবার জন্য দেবগণের ইচ্ছা, ২০২; ১. ৫. ৫ ২৩-২৪।

১৭। দেবগণকর্ত্তৃক অ র রু নামক অসুর-রক্ষের তাড়না, ৬১ ; ১. ২. ২. ১৭-১৮।

১৮। দেবগণকর্ত্তৃক যজ্ঞস্থানের চন্দ্রমাতে স্থাপন, ৬৭-৬৮ ; ১. ২. ৩. ১৮-১৯।

১৯। দেবযাগ-সম্বন্ধে মনুষ্যগণের অশ্রদ্ধা ও দেবগণকর্ত্তৃক তাহার অপনোদন, ৭০ ; ১. ২. ৩. ২৪-২৬।

২০। যজ্ঞের প রি ধি-সমূহের উৎপত্তিবিবরণ, ৯১; ১. ২. ৬. ১৩।

২১। পুরোহিত গো ত মে র সহিত বি দে ঘ (হ) মা থ ব ('মা ধ ব) নরপতির স র স্ব তী-তীর হইতে স দা নী রা (ক র তো য়া অথবা গ ণ্ড কী) নদীপর্য্যন্ত আগমন ও তাহার তীরে বসতি স্থাপন, ১০৭-১০৯; ১. ৩. ৩. ১০ ১৭।

২২। পূর্ব্বে ভুলোক-দ্যুলোকাদি পরস্পর সংসৃষ্ট ছিল, হাত দিয়া স্পর্শ করিতে পারা যাইত, পরে বিপ্রকৃষ্ট হইয়াছে, ১১০ ; ১. ৩. ৩. ২২-২৩।

২৩। দেবগণকর্ত্তৃক অগ্নির হোতৃত্বে নিয়োগ, ১১৭ ; ১. ৩. ৪. ১।

২৪। 'আমি উত্তম! আমি উত্তম!' এই লইয়া মন ও বাক্যের বিবাদ, অত্রির জন্ম, ১৩২-১৩৩ ; ১. ৪. ১. ৮-১৩।

২৫। 'পিতা প্রজাপতি আমাদের হইবেন! আমাদের হইবেন!' এই বলিয়া দেব ও অসুরগণের বিবাদ, ১৪৬-১৪৭ ; ১. ৪. ৪. ২-৩।

২৬। যজ্ঞকে বর্দ্ধিত করিবার জন্য দেবগণের চিন্তা, ১৫৩ ; ১.৪.৪. ২৪-২৫।

সংজ্ঞাসূচী

* অগ্নি, ইন্দ্র প্রভৃতি বহুল ব্যবহৃত শব্দগুলি এখানে ধৃত হয় নাই, ভবিষ্যতে বৃহৎ সূচীতে তৎসমুদয় প্রদত্ত হইবে।

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্. এ.

কর্ত্তৃক বঙ্গভাষায় অনুদিত

সম্পূর্ণ

ঐতরেয় ব্রাহ্মণ

বঙ্গীয়-সাহিত্যপরিষৎ হইতে অবিলম্বে প্রকাশিত হইবে।

শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্যের অন্যান্য পুস্তক

মিলিন্দপ্রশ্ন

মূল পালি ও সটীক বঙ্গানুবাদ.

প্রথমভাগ, প্রথম খণ্ড

বঙ্গীয়-সাহিত্যপরিষৎ হইতে প্রকাশিত ;

"A very interesting dialogue between Milinda and Nāgasena."—*Max Müller.*

"I venture to think that the 'Questions of Milinda' is undoubtedly the master-piece of Indian prose; and indeed is the best book of its class, from a literary point of view, that had been produced in any country."—*T. W. Rhys Davids.*

বৌদ্ধসাহিত্যে ত্রিপিটক বা বিশুদ্ধিমার্গের পরেই মিলিন্দপ্রশ্নের স্থান। ইহাতে উত্তর-প্রত্যুত্তরে দৃষ্টান্ত-উপমা দ্বারা অতিসরসভাবে বৌদ্ধ ধর্ম্ম ও বিবিধ দার্শনিক তত্ত্ব বর্ণিত হইয়াছে। পালিশিক্ষার্থীরা এই পুস্তকে অনেক সাহায্য পাইবেন। মূল্য ২।০। প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় খণ্ড যন্ত্রস্থ।

পালিপ্রকাশ

বঙ্গভাষায় সম্পূর্ণ পালিব্যাকরণ

মূল পালি ও ইংরাজীতে লিখিত বহু ব্যাকরণ আলোচনা করিয়া সঙ্কলিত। শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

ভিক্ষু-প্রাতিমোক্ষ

মূল পালি ও সটীক বঙ্গানুবাদ

বিনয়পিটকের প্রথম গ্রন্থ

ভিক্ষুগণের অবশ্য প্রতিপালনীয় নিয়মপূর্ণ

(যন্ত্রস্থ)

সাহিত্যপরিষদ্‌-গ্রন্থাবলী—২৮

ভারতশাস্ত্রপিটক

সম্পাদক—শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্‌.এ.

সংখ্যা—৫

প্রবর্ত্তক—

রাজা শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর

কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় বাহাদুর, এম্‌.এ.

মাধ্যন্দিন

শতপথ ব্রাহ্মণ

দ্বিতীয় খণ্ড

—:*:—

অনুবাদক

শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য

বঙ্গীয়-সাহিত্যপরিষৎ হইতে

শ্রীরামকমল সিংহ কর্ত্তৃক

প্রকাশিত

১৩১৮

মূল্য ২॥০

প্রবেশক

বঙ্গীয় পাঠকগণের নিকট শতপথব্রাহ্মণের দ্বিতীয় খণ্ড উপহৃত হইল। এই খণ্ডে মূল ব্রাহ্মণের দ্বিতীয় কাণ্ডের অনুবাদ রহিয়াছে। এই কাণ্ডের নাম এ ক পা দি কা। কি জন্য ইহার এই নাম হইয়াছে, তাহা অনুবাদকের নিকট এখনো অপরিজ্ঞাত। এই কাণ্ডে মোট ৬ অধ্যায়, বা ৫ প্রপাঠক, ২৪ ব্রাহ্মণ ও ৫৪৯ কণ্ডিকা আছে। অগ্ন্যাধান, পুনরাধেয় বা পুনরাধান, অগ্নিহোত্র, পিণ্ডপিতৃযজ্ঞ, আগ্রয়ণেষ্টি, দাক্ষায়ণ ও চাতুর্মাস্যসমূহ—অর্থাৎ বৈশ্বদেব, বরুণপ্রঘাস, সাকমেধ ও শুনাসীর্য্য এই কাণ্ডে বর্ণিত হইয়াছে। অরণিসংঘর্ষণে কিরূপে অগ্নিকে উৎপাদন করা হয়, তাহা সুস্পষ্টরূপে বুঝাইবার জন্য এই খণ্ডে একটি অগ্নিমন্থনের চিত্র প্রদান করিয়া তৎসংক্রান্ত বিশেষ বিবরণ সংগ্রহ করা হইয়াছে। অগ্নিহোত্রের বেদি ও যজ্ঞিয় পাত্রসমূহের এক-একটি সবিবরণ চিত্র প্রকাশ করিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু নানাকারণে এই খণ্ডে তাহা ঘটিয়া উঠিল না। শ্রীভগবানের অনুগ্রহ হইলে পরবর্ত্তী খণ্ডে তাহা সংযুক্ত করিবার চেষ্টা করিব। বহুবিধ অসুবিধায় এই খণ্ড প্রকাশিত করিতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হইয়া গিয়াছে, পাঠকগণ অনুগ্রহপূর্ব্বক ক্ষমা করিবেন।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
১১ই পৌষ, ১৩১৮। } শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য।

অনুক্রমণিকা

ওঁ

শতপথ ব্রাহ্মণ

দ্বিতীয় কাণ্ড

প্রথম প্রপাঠক

প্রথম ব্রাহ্মণ

[অগ্নিকুণ্ডের সংস্কারের জন্য সম্ভার বা উপকরণ আবশ্যক হয়, সম্ভার-শব্দের ব্যুৎপত্তি, প্রয়োজন-বর্ণন ;—২ অধ্বর্য্যুকর্তৃক গার্হপত্য অগ্নির কুণ্ডে রেখাত্রয়-অঙ্কন ও তাহার প্রয়োজন ;—৩-৪ জলের দ্বারা রেখাত্রয়ের অভ্যুক্ষণ, (সম্ভার পাঁচটি—জল, হিরণ্য, উষ বা ক্ষারমৃত্তিকা বা লোণামাটি, আখুকরীষ বা ইন্দুরে মাটি, ও শর্করা বা কাঁকর। এই সম্ভারসংগ্রহের প্রয়োজন কি তাহারই ক্রমান্বয়ে উল্লেখ), জল সংগ্রহ করিবার উদ্দেশ্য ও প্রয়োজন বর্ণন ;—৫ হিরণ্যসংগ্রহ, হিরণ্যের উৎপত্তি-বিবরণ, হিরণ্যপাত্রের দ্বারা (পদাদি) না ধোয়ার ব্যবহার, হিরণ্যসংগ্রহের উদ্দেশ্য ও প্রয়োজন ;—৬ উষ বা ক্ষারমৃত্তিকার সংগ্রহ, তাহার প্রয়োজন, উষর স্থানসমূহ পশুগণের প্রিয় ;—৭ আখুকরীষ-সংগ্রহ, তাহার প্রয়োজন. ইন্দুরসমূহের মাটীতে প্রবেশ করিবার কারণ ;—৮-১১ দেবাসুর-আখ্যায়িকা দ্বারা তাহার প্রয়োজন-বর্ণন ;—১২ ঋতুর পঞ্চ সংখ্যা উল্লেখে পঞ্চ সম্ভার সংগ্রহের সমর্থন ;—১৩ বিরুদ্ধ মতের খণ্ডন ;—১৪ কেহ কেহ বলেন যে, সম্ভারসংগ্রহের প্রয়োজন নাই, এই মতের খণ্ডন।][1]

১। দ্বিতীয় কাণ্ডের প্রথম প্রপাঠকের প্রথম ব্রাহ্মণ হইতে দ্বিতীয় প্রপাঠকের প্রথম কাণ্ড পর্য্যন্ত অগ্ন্যাধান (বা অগ্ন্যাধেয়) প্রতিপাদিত হইতেছে। পূর্ব্বোক্ত দর্শ-পূর্ণমাস ও অন্যান্য অগ্নিহোত্র প্রভৃতি যত কর্ম্ম আছে, তৎসমুদয়ই গার্হপত্য, আহবনীয় ও দক্ষিণ এই অগ্নিত্রয় দ্বারা সম্পাদিত হইয়া থাকে। এই অগ্নিত্রয়ের বিধিপূর্ব্বক আধান বা স্থাপনের নাম অগ্ন্যাধান, বা অগ্ন্যাধেয়। কি প্রকারে কোন সময়ে ইহা করিতে হয় তাহাই সবিস্তর ক্রমশঃ এখানে বিহিত হইতেছে।

দারপরিগ্রহ বা দায়সংবিভাগের পর অমাবাস্যায় (অথবা শাখান্তরমতে পূর্ণিমায়) অগ্ন্যাধান বিধেয়। এতৎ সম্বন্ধে বিশেষ বিশেষ নক্ষত্রের বিধান পরবর্তী ব্রাহ্মণে উক্ত হইবে। বিশেষ বিশেষ ঋতুরও বিধান আছে, তাহাও উক্ত হইবে। যে দিন যাহার শ্রদ্ধা উপস্থিত হইবে, সে সেই দিনেই আধান করিতে পারে, ইহার পক্ষে অপর কাল-নিয়ম নাই, এরূপ ব্যবস্থাও আছে।

দর্শ ও পূর্ণমাসের ন্যায় অগ্ন্যাধানেও দুই দিন আবশ্যক হয়; ইহার পূর্ব্ব দিনে ব্রত গ্রহণ করিয়া পর দিনে প্রধান কার্য্য করিতে হয়।

অগ্ন্যাধানের জন্য যজমান প্রথমে দেহশুদ্ধির নিমিত্ত কৃতপ্রায়শ্চিত্ত হইয়া আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান করিবেন, এবং তাহার পর ব্রহ্মা, হোতা, অধ্বর্য্যু, ও আগ্নীধ্র, এই চারি জন ঋত্বিক্‌কে বরণ করিয়া তাঁহাদের সহিত দুইটি পরিমাণমত অগ্নিশালা নির্ম্মাণ করিবেন। প্রথমে গার্হপত্য ও তাহার পর আহবনীয় অগ্নির আগার করিতে হয়। গার্হপত্য অগ্নির আগার প্রাগ্বংশ বা উদগ্বংশ হইবে, এবং পূর্ব্ব ও দক্ষিণে দ্বার থাকিবে; আহবনীয় অগ্নির আগার প্রাগ্বংশ হইবে, এবং পূর্ব্ব ও পশ্চিম দিকে দ্বার থাকিবে। গার্হপত্য অগ্নির আগারে গার্হপত্য ও দক্ষিণ বা অন্বাহার্য্যপচন, এই উভয় অগ্নির কুণ্ড (খর, বা ধিষ্ণ্য) থাকে, এবং আহবনীয় অগ্নির আগারে আহবনীয় অগ্নির কুণ্ড ও বেদি থাকে। এই সকল অগ্নির স্থান ঠিক করিবার জন্য অধ্বর্য্যু পশ্চিম হইতে পূর্ব্ব-দিকে একটি রেখা অঙ্কিত করিয়া, তাহাতে আট পা, এগার পা, বা বার পা তফাতে, অথবা নিজের মনে উপযুক্ত মত ব্যবধান ঠিক করিয়া (১. ৬. ১. ২২-২৫) একটু চিহ্নিত করিয়া দিবেন, এবং সেই স্থানে পশ্চিম দিকে গার্হপত্যের স্থান করিয়া তাহার পূর্ব্বদিকে উল্লিখিত ব্যবধানে আহবনীয়ের স্থান করিতে হইবে, এবং বেদি ও দক্ষিণাগ্নির মধ্যে দক্ষিণ দিকে দক্ষিণাগ্নির স্থান করিতে হইবে। গার্হ-পত্যের স্থান বর্ত্তুলাকার, আহবনীয়ের স্থান চতুরস্রাকার ও দক্ষিণাগ্নির স্থান অর্দ্ধচন্দ্রাকার হইবে। এই স্থান গুলির প্রত্যেকের ক্ষেত্রফল এক অরত্নি-প্রমাণ করিয়া হইবে।

অনন্তর যজমান পূর্ণমাসের ন্যায় কেশ ও শ্মশ্রুর মুণ্ডন ও নখচ্ছেদন করাইবেন, এবং যজমান-পত্নীও নখচ্ছেদন করাইবেন। পরে উভয়েই স্নান করিয়া নূতন ক্ষৌম বস্ত্র পরিধান করিবেন। অগ্ন্যাধান সম্পূর্ণ হইলে এই বস্ত্রদ্বয় অধ্বর্য্যুকে দিতে হয়। ইহার পর অধ্বর্য্যু গার্হপত্য অগ্নির কুণ্ডে সাধারণ অগ্নি স্থাপন করেন। অগ্নিস্থাপন করিতে হইলে দুই উপায়ে অগ্নি সংগ্রহ করিতে হয়, অরণি বা কাষ্ঠ মন্থন, (ঘর্ষণ) করিয়া, অথবা স্থানান্তর হইতে আনয়ন করিয়া। অরণি হইতে অগ্নি বাহির করিয়া লইলে এই সমস্ত দ্রব্যের দরকার হয়, যথা—অ ধ রা র ণি, উ ত্ত রা র ণি, প্র ম ন্থ, ও বি লী, চা ত্র, ও নে ত্র। ইহার মধ্যে প্রথম পাঁচটি অগ্নিমন্থনের বিশেষ-বিশেষ কাষ্ঠ ও ষষ্ঠটি একখানি রজ্জু (ইহাদের বিশেষ লক্ষণ ও চিত্র স্থানান্তরে প্রদত্ত হইবে, দ্রষ্টব্য—কা. শ্রৌ. ৪. ৭. যাজ্ঞিকদেবপদ্ধতি; পা. গৃ. সূ. ১. ২ ৫, হরিহরভাষ্য; তদ্ধৃত যজ্ঞপার্শ্বকারিকা, ইত্যাদি; বাহুল্য-ভয়ে এখানে বিবৃত করা হইল না)। অরণিদ্বয় শমীবৃক্ষের মধ্য হইতে উৎপন্ন ("শমীগর্ভ", আপ-শ্রৌ. ৫. ১. ২. রুদ্রভাষ্য; কা. শ্রৌ. ৪. ৭. ২ বৃত্তি) অথবা শমীবৃক্ষের সহিত সংসক্তমূল ("সংসক্ত-মূলো যঃ শম্যা স শমীগর্ভ উচ্যতে"—যজ্ঞপার্শ্বকারিকা) অশ্বত্থ বৃক্ষের পূর্ব্বমুখ, উত্তরমুখ বা ঊর্দ্ধমুখ

শাখার হইবে। শমীগর্ভ অশ্বত্থ না হইলে সাধারণ অশ্বত্থেরই শাখার হইতে পারে। আর যদি স্থানান্তর হইতে অগ্নি আহরণ করিতে হয় তাহা হইলে বৈশ্যগৃহ, কন্দু গৃহ, (যে স্থানে নিয়ত যব, তণ্ডুল প্রভৃতি ভাজা হয়, "অম্বরীষ, ভ্রাষ্ট্র)" বা পাকশালা ("মহানস", যে স্থানে অনবরত বহু অন্নের পাক হয়) হইতে অগ্নিসংগ্রহ করিতে পারা যায়। অগ্নি এইরূপে সংগৃহীত হইলে অধ্বর্য্য পঞ্চবিধ ভূমিসংস্কার করিবেন; পঞ্চবিধ ভূমিসংস্কার যথা—পরিসমূহন, দর্ভত্রয়ের দ্বারা ভূমির ধূলিসমূহের অপসারণ; উপলেপন, গোময়াদি দ্বারা ভূমির লেপন; উল্লেখন, স্ফ্য দ্বারা ভূমিতে রেখাত্রয়ের অঙ্কন; উদ্ধরণ, অঙ্গুষ্ঠ-অনামিকা দ্বারা অঙ্কিত রেখা হইতে ধূলির নিক্ষেপ; ও অভ্যুক্ষণ, পাত্রস্থিত জলের দ্বারা ঐ ভূমির সেচন। অনন্তর তিনি গার্হপত্য অগ্নির কুণ্ডে সেই অগ্নিকে স্থাপন করিবেন। যজমান সেই দিন দিবাভাগে ভোজন করিবেন, রাত্রিতে ইচ্ছা হইলে করিতে পারেন। তিনি সন্ধ্যার সময় আহবনীয় অগ্নির পূর্ব্বদিকে উপবিষ্ট হইয়া দেবগণ ও পিতৃগণকে মন্ত্রবিশেষের উল্লেখে আহ্বান করেন, এবং পত্নী সেই সময়ে তাঁহার নিকটেই উপবেশন করিয়া থাকেন। অনন্তর তিনি অগ্ন্যাগারদ্বয়ের মধ্যে আহবনীয়-আগারের পূর্ব্ব দ্বার দিয়া তাহাতে প্রবেশ করেন, এবং পত্নী দক্ষিণ দ্বার দিয়া গার্হপত্য-আগারে প্রবেশ করেন; এবং তাঁহারা উভয়েই ঐ স্থাপিত অগ্নির পশ্চাতে পূর্ব্বমুখ উপবিষ্ট হন; ইঁহাদের মধ্যে পত্নী দক্ষিণ দিকে এবং যজমান উত্তর দিকে থাকেন। অনন্তর পর দিন যে দুইখানি অরণির দ্বারা অগ্নি মন্থন করিতে হইবে অধ্বর্য্য সেই অরণিদ্বয়কে বস্ত্রাচ্ছাদিত করিয়া যজমানকে অর্পণ করেন, এবং পত্নী তাঁহার হস্ত হইতে অধরারণিখানি গ্রহণ করিয়া নিজের অঙ্কদেশে স্থাপন করেন; যজমানও উত্তরারণিখানিকে নিজের অঙ্কে স্থাপন করেন, এবং তাঁহারা উভয়েই ঐ অরণিদ্বয়কে চন্দন, কুঙ্কুম, ও কুসুমাদির দ্বারা পূজা করেন। অনন্তর ঋত্বিগ্‌গণ তিলকাদি প্রদানে মাঙ্গল্য ও আশীর্ব্বাদ অনুষ্ঠান করিলে ঐ অরণিদ্বয়কে যজমান ও তাঁহার পত্নী কোন পীঠের উপর রাখিয়া দেন। তাহার পর গার্হপত্য-আগারে সমস্ত রাত্রির জন্য যজমানকে স্বকীয় বা পরকীয় একটি ছাগল বাঁধিয়া রাখিতে হয়। অথবা ইহা না বাঁধিলেও হয়। বদ্ধ ছাগলটি যদি যজমানের নিজের হয়, তবে তিনি প্রাতঃকালে কর্ম্ম সম্পূর্ণ হইলে তাহা আগ্নীধ্রকে প্রদান করিবেন।

অনন্তর সূর্য্য অস্তমিত হইবার পর অধ্বর্য্যু রক্তরাগরঞ্জিত বৃষচর্ম্মের উপর চারটি তণ্ডুলপাত্র স্থাপন করেন, ও ইহার প্রত্যেকটিতে তিন প্রসৃতিপরিমাণ (যাহাতে এক জনের পূর্ণ আহার হইতে পারে) তণ্ডুল নিক্ষেপ করেন। ইহার পর ঐ সমস্ত তণ্ডুলকে একটি স্থালীতে ঢালিয়া ও দুইবার তাহা ক্ষালন করিয়া পূর্ব্বোক্ত স্থালীতে অগ্নিতে চাপাইয়া পাক করেন। এই পক্ক অন্নের নাম "চাতুঃপ্রাশ্য" ওদন, অর্থাৎ যে অন্নকে চারিজনে ভোজন করিতে পারেন। ব্রহ্মা-প্রভৃতি চারিজন ঋত্বিক্ ইহা ভক্ষণ করেন বলিয়া এই ওদনকে ব্রহ্মৌদন নামেই সাধারণতঃ অভিহিত করা হয়। অন্ন পক্ক হইলে তাহা নামাইয়া তাহার মধ্যে একটি গর্ত্ত করিতে হয়, এবং সেই গর্ত্তে ঘৃত ঢালিয়া ঐ ঘৃতের দ্বারা প্রাদেশপ্রমাণ তিন খানি অশ্বত্থ কাঠের সমিৎ লিপ্ত করিয়া লইতে হয়, এবং তিনি তাহা হস্তে করিয়া ক্রমশ মন্ত্রবিশেষ পাঠপূর্ব্বক স্থাপিত অগ্নিতে নিক্ষেপ করেন। অনন্তর যজমান ব্রহ্মা-প্রভৃতি চারিজন ঋত্বিকের যথাক্রমে পাদ প্রক্ষালন করিয়া দেন, এবং তাঁহাদিগকে উপবেশন

১। তিনি যেই-এই (বিভিন্ন-বিভিন্ন দ্রব্য বা স্থান) হইতে স স্তু র ণ (সংগ্রহ) করেন বলিয়া সম্ভারসমূহের নাম স স্তা র হইয়াছে; যেখানে যেখানে অগ্নির (কোন তেজ) নিলীন থাকে, তিনি তাহা তাহা হইতেই সংগ্রহ করেন। তিনি একটিকে (হিরণ্যকে) সংগ্রহ করিয়া যশের দ্বারা, একটিকে (ক্ষারমৃত্তিকা) সংগ্রহ করিয়া পশুসমূহের দ্বারা, এবং একটিকে (জলকে) সংগ্রহ করিয়া মিথুনের দ্বারা ইহাকে (অগ্নিকে) সমৃদ্ধ করেন।[২]

করাইয়া ও গন্ধমাল্যাদির দ্বারা অর্চনা করিয়া ঐ অন্ন ভোজন করিতে অনুরোধ করেন, এবং তাঁহারাও তাহা ভোজন করেন।

(চা তু প্রা শ্য ও দ ন সম্বন্ধে বিধানান্তরও আছে। এই মতে আধান-দিবসের পূর্ব্বে এক বৎসর যাবৎ প্রতিদিন পূর্ব্বোক্ত রীতিতে ঐ অন্ন পাক করিয়া পূর্ব্ববৎ অগ্নিতে সমিৎ প্রক্ষেপ করিতে হয়। বৎসর পূর্ণ হইলে সমস্ত বৎসর ধরিয়া সমিৎ প্রক্ষেপ দ্বারা সংস্কৃত ঐ অগ্নি হইতেই আহবনীয়াদি অগ্নিত্রয় আহৃত হইয়া থাকে। বিনা অরণিতে অগ্নি আধান করিতে হইলেই এই বিধান মানা হয়)।

যজমান ও তাঁহার পত্নী সেই রাত্রিতে জাগরণ করিবেন এবং স্থাপিত অগ্নিকে কাষ্ঠখণ্ড অথবা গোময়-পিণ্ড (ঘুঁটে) দ্বারা জ্বলন্ত রাখিবেন। তাঁহারা পরিহিত বসনযুগল রাত্রিতে প্রক্ষালন করিয়া শুখাইবার জন্য প্রসারণ করিয়া দিবেন, এবং প্রত্যূষ সময়ে স্নান করিয়া পুনর্ব্বার তাহা পরিবেন। পরে রাত্রি প্রভাত হইলে অরুণোদয়কালে অধ্বর্য্যু স্নান করিয়া সেই স্থাপিত অগ্নিকে প্রযত্নে উপশান্ত করিবেন, অথবা যদি এই অগ্নিকেই দ ক্ষি ণ, বা অ ন্বা হা র্য্য প চ ন-রূপে স্থাপন করিতে ইচ্ছা করেন, তবে তাহাকে সেই স্থান হইতে উঠাইয়া লইয়া দক্ষিণ দিকে কোন এক সুগুপ্ত স্থানে রাখিয়া দিবেন। অনন্তর অধ্বর্য্যুর আদেশানুসারে যজমান পূর্ণাহুতিহোমপর্য্যন্ত বাক্‌সংযম করিয়া থাকেন, এবং অধ্বর্য্যু বক্ষ্যমাণ প্রথম ব্রাহ্মণে বর্ণিত ক্রমের অনুসরণ করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হন।

২। অগ্নির ঘর বা কুণ্ডকে কার্য্যোপযোগী করিবার জন্য এই প্রণালী অবলম্বিত হয়—গার্হপত্য অগ্নির কুণ্ডে পূর্ব্বদিন যে অগ্নি স্থাপন করা হইয়াছিল, পরদিন অধ্বর্য্যু তাহা উপশান্ত বা স্থানান্তরে রক্ষিত করিয়া রাখেন, ইহা উক্ত হইয়াছে (১ম টীকা ৪র্থ পৃ·)। অধ্বর্য্যু ঐ অগ্নিকুণ্ডে পঞ্চবিধ ভূমি-সংস্কার করিয়া প্রথমে তিনটি রেখা অঙ্কিত করেন, এবং তাহা জল দ্বারা অভ্যুক্ষণ করিয়া ঐ কুণ্ডের মধ্যে এক খণ্ড স্বর্ণ ('হিরণ্যশকল') ফেলিয়া তদুপরি ক্ষারমৃত্তিকা (নোণামাটি, 'ঊষ') ও ইন্দুরের মাটি ('আখুৎকর') ফেলেন, এবং ঐ ইন্দুরের মাটির দ্বারা কুণ্ডটিকে বৃত্তাকার করেন, ইহার ক্ষেত্রফল এক অরত্নিপ্রমাণ হইবে। কুণ্ড বৃত্তাকার হইলে তাহার চারিদিকে ৫০ পঞ্চাশ খানি কাঁকর ('শর্করা') দিতে হয়। এই স্থলে আহবনীয় ও গার্হপত্যের কুণ্ডের মধ্যদেশ সংস্কৃত করিতে হয়। এই পাঁচটি দ্রব্য অর্থাৎ জল, হিরণ্য, ক্ষারমৃত্তিকা, ইন্দুরমৃত্তিকা, ও শর্করা স স্তা র নামে উক্ত হয়। এস্থানে এই সম্ভার-শব্দেরই ব্যুৎপত্তি প্রদর্শিত হইতেছে, ও তাহাদের প্রয়োজন বর্ণিত হইতেছে। "স স্তু র ণ (সংগ্রহ)

২। অনন্তর তিনি (অধ্বর্যু, গার্হপত্য অগ্নির কুণ্ডে স্ফ্য দ্বারা তিনটি) রেখা অঙ্কিত করেন। এই পৃথিবীর উপর যে দাঁড়ান যায়, বা নিষ্ঠীবন ফেলা যায়, তাহাই তিনি ইহা দ্বারা বিনষ্ট করেন; এবং তাহার পর যজ্ঞার্হ পৃথিবীতেই (অগ্নিকে) আধান করেন; তিনি সেই জন্যই রেখা অঙ্কিত করিয়া থাকেন।

৩। অনন্তর তিনি (সেই রেখাত্রয়কে) জলের দ্বারা অভ্যুক্ষণ করেন, তিনি যে জলের দ্বারা অভ্যুক্ষণ করেন, তাহাই জল সংগ্রহ (করিবার উদ্দেশ্য)। তিনি যে জল সংগ্রহ করেন তাহার (অপর) কারণ এই যে, জল অন্ন; জল অন্নই, এবং সেই জন্য যখন এই লোকে জল আগমন করে, তখন ভোজনীয় অন্ন জাত হইয়া থাকে। অতএব তিনি ইহা দ্বারা ইহাকে (অগ্নিকে) ভোজনীয় অন্নের দ্বারাই সমৃদ্ধ করিয়া থাকেন।

৪। জল ('আপ', স্ত্রীং) স্ত্রী, এবং অগ্নি যুবা; অতএব তিনি ইহাতে উৎপাদক মিথুনের দ্বারাই ইহাকে সমৃদ্ধ করিয়া থাকেন। এই সমস্ত (বিশ্ব) জলের দ্বারা ব্যাপ্ত ('আপ্ত'), এবং তিনি ইহাকে জলের দ্বারাই প্রাপ্ত হইয়া ('আপ্ত্বা') আধান করেন, [৩] এবং সেই জন্য জলকে সংগৃহীত করেন।

৫। অনন্তর তিনি হিরণ্য সংগ্রহ করেন। অগ্নি জলের ('আপ', স্ত্রীং) সম্বন্ধে চিন্তা করিয়াছিলেন যে, 'আমি ইহার দ্বারা মিথুনবান্ হইব।' তিনি তাহার সহিত সঙ্গত হইয়াছিলেন, ও তাহাতে রেত সেচন করিয়াছিলেন এবং তাহাতে হিরণ্য (উৎপন্ন) হইয়াছিল। সেই জন্যই ইহা (হিরণ্য) অগ্নিসঙ্কাশ; কারণ, ইহা অগ্নির রেত; এবং সেইজন্যই (লোকেরা হিরণ্যকে) জলের মধ্যে পাইয়া থাকে, কেননা, তিনি জলের মধ্যেই (রেত) সেবন করিয়াছিলেন। সেইজন্য ইহা দ্বারা (কেহ কিছু) ধৌত করে না, এবং কোন (কার্য্যও) করে না।[৪] (হিরণ্য) যশঃস্বরূপ,

---

করেন"; কাহাকে সংগ্রহ করেন? সায়ণ এস্থানে বলেন—'হিরণ্য প্রভৃতি তত্তৎ দ্রব্যসমূহ হইতে তাহাদেরই একদেশ সংগ্রহ করা হয়, এবং সেই জন্যই যাহা সম্ভরণ বা সংগ্রহ করা যায়, তাহার নাম স স্তা রঃ। অনুবাদ সায়ণানুসারে।

৩। দ্রষ্টব্য—১. ১. ১. ১৪। এস্থানে জলবাচী 'অপ্, ("আপঃ")' শব্দের ও প্রাপ্ত্যর্থক √অপ্ ধাতুর সাদৃশ্য দেখিয়া এইরূপ উক্ত হইয়াছে।

৪। হিরণ্য বা স্বর্ণের উৎপত্তি-বিবরণ পুরাণসমূহেও বর্ণিত হইয়াছে। দ্রষ্টব্য—ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ, শ্রীকৃষ্ণ জন্ম খণ্ড, ১৩১. ৩৩-৬৭। "পুরা নিজাশ্রমাস্থানাং সপ্তর্ষীণাং জিতাত্মনাম্। পত্নীর্বিলোক্য লাবণ্যলক্ষ্মীসম্পন্নযৌবনাঃ॥ কন্দর্পদর্পবিধ্বস্তচেতসো জাতবেদসঃ। পতিতং তজ্ঝরাপৃষ্ঠে

কেননা, তাহা দেবতার রেত ; তিনি ইহাতে যশেরই দ্বারা ইহাকে (অগ্নিকে সমৃদ্ধ করেন, এবং সমগ্র অগ্নিকে রেতোযুক্তই করেন।[৫] তিনি সেই জন্য হিরণ্য সংগ্রহ করিয়া থাকেন।

৬। অনন্তর তিনি ক্ষারমৃত্তিকাসমূহ (লোণামাটী, 'উষ') সংগ্রহ করেন। ঐ দ্যৌ এই পৃথিবীকে এই (ক্ষারমৃত্তিকারূপ) পশুগুলিকে প্রদান করিয়াছিলেন। সেই জন্য (লোকেরা) উষর স্থানকে পশুহিতকর বলিয়া থাকে। ইহারা (ক্ষারমৃত্তিকাসমূহ) সাক্ষাৎ পশুই ; সেইজন্য তিনি ইহাতে পশুসমূহের দ্বারাই ইহাকে (অগ্নিকে) সমৃদ্ধ করেন।[৬] তাহারা (ক্ষার-মৃত্তিকারূপ পশুসমূহ) ঐ (দ্যুলোক) স্থান হইতে আগমন করিয়া এই পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ; এই জন্য (তাঁহারা) ইহাকে এই দ্যৌ ও পৃথিবীর রস বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। অতএব তিনি ইহাতে এই দুই-এর রসের দ্বারাই ইহাকে (অগ্নিকে) সমৃদ্ধ করিয়া থাকেন। তিনি সেইজন্যই ক্ষারমৃত্তিকাসমূহ সংগ্রহ করেন।

৭। অনন্তর তিনি আখুকরীষ (ইঁদুরের মাটী) সংগ্রহ করেন। ইঁদুরেরা এই পৃথিবীর রসকে জানে, এবং সেইজন্য তাহারা এই পৃথিবীর অধোধঃ প্রদেশে বিবর করিয়া স্থূলতম হয়, কেননা, তাহারা এই পৃথিবীর রসকে জানে। যে স্থানে তাহারা এই পৃথিবীর রসকে জানিতে পারে, সেইখানেই উৎক্ষিপ্ত করে। অতএব তিনি ইহাতে এই পৃথিবীর রসের দ্বারাই ইহাকে (অগ্নিকে) সমৃদ্ধ করেন। তিনি সেই জন্যই আখুকরীষ সংগ্রহ করেন। যে ব্যক্তি শ্রী প্রাপ্ত হয়, (লোকেরা) তাহাকে পু রী ষ্য বলিয়া থাকে, এবং পু রী ষ ও ক রী ষ সমান, অতএব তাহা ইহারই (অগ্নিরই শ্রী) প্রাপ্তির জন্য।[৭] তিনি সেই জন্য আখুকরীষ সংগ্রহ করিয়া থাকেন।

রেতস্তু হেমতামগাৎ ॥"—গরুড়পুরাণ, শব্দকল্পদ্রুম, সুবর্ণশব্দ। এই জন্য অগ্নির অপর নাম হি র ণ্য-রে তাঃ। দ্রঃ—বামনপুরাণ, ৫৪ অধ্যায় ; মহাভারত, আনুশাসনিক পর্ব্ব, ৮৪-৮৫ অধ্যায় ; "অগ্নিবৈ সকলা দেবাঃ সুবর্ণস্তু তদাত্মকং। তস্মাৎ সুবর্ণং দদতা দত্তাঃ স্যুঃ সর্ব্বদেবতাঃ ॥" তস্মাৎ তৎ পদাদৌ ন ধার্য্যম্' ইতি শুদ্ধিতত্ত্বে রঘুনন্দন।

৫। ১ম কণ্ডিকা দ্রষ্টব্য।

৬। ১ম কণ্ডিকা দ্রষ্টব্য।

৭। সায়ণ বলেন—শ্রীপ্রাপ্ত ব্যক্তি যখন পু রী ষ্য বলিয়া উক্ত হন, তখন বুঝা যায় যে শ্রীপ্রাপ্তির

৮। অনন্তর তিনি শর্করাসমূহ (কাঁকর) সংগ্রহ করেন। দেবগণ ও অসুরগণ উভয়েই প্রজাপতির অপত্য ; তাঁহারা উভয়েই স্পর্দ্ধা করিয়াছিলেন। তখন এই পৃথিবী পদ্মপত্রের ন্যায়[৮] চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল, এবং এতাদৃশ ইহাকে বায়ু (যেন) সঞ্চালিত করিয়াছিল ; ইহা (পৃথিবী, একবার) দেবগণের নিকটে গমন করিয়াছিল, এবং (একবার) অসুরগণের নিকটে গমন করিয়াছিল। ইহা যখন দেবগণের নিকট গমন করিয়াছিল—

৯। তখন তাঁহারা বলিয়াছিলেন—'অহো ! আমরা এই (পৃথিবীরূপ) প্রতিষ্ঠাকে দৃঢ়তর করিব ! এবং ধ্রুব ও অশিথিল ইহাতে আমরা অগ্নিকে স্থাপিত করিব ও তাহাতেই শত্রুগণকে ইহার ভাগরহিত করিব !'

১০। তদনুসারে, লোকে যেমন (আর্দ্র) চর্ম্মকে (বিস্তৃত করিয়া চারিদিকে) শঙ্কু (গোঁজ) দ্বারা বিদ্ধ করে, তাঁহারাও এইরূপ শর্করাসমূহের দ্বারা (পৃথিবীরূপ) এই প্রতিষ্ঠাকে চারিদিকে দৃঢ় করিয়াছিলেন। (তাহাতেই) এই প্রতিষ্ঠা ধ্রুব ও অশিথিল হইয়াছিল, এবং সেই ধ্রুব ও অশিথিল প্রতিষ্ঠাতে তাঁহারা অগ্নিদ্বয়কে স্থাপিত করিয়াছিলেন, ও তাহা দ্বারাই শত্রুগণকে ইহাতে ভাগরহিত করিয়াছিলেন।[৯]

১১। তিনি সেই প্রকারেই ইহা দ্বারা এই প্রতিষ্ঠাকে শর্করাসমূহের দ্বারা চারিদিকে দৃঢ় করেন, এবং দৃঢ় ও অশিথিল ইহাতে অগ্নিদ্বয়কে স্থাপন করেন,

হেতু পু রী ষ (ধুলা-মাটী) ; এবং পু রী ষ ও ক রী ষ অভিন্নার্থক বলিয়া বলিতে হইবে যে, করীষ শ্রী-প্রাপ্তির হেতু ; অতএব করীষসংগ্রহের দ্বারা অগ্নি শ্রীপ্রাপ্ত হয়।

৮। 'পুষ্কর পর্ণ'।

৯। তুলঃ—তৈ. ব্রা. ১. ১. ৩. ৫। তৈত্তিরীয় সংহিতা অনুসারে সম্ভার চতুর্দ্দশটি হইয়া থাকে, সাতটি পা র্থি ব (পৃথিবীসম্ভব), এবং সাতটি বা ন স্প ত্য (বৃক্ষসম্ভব), অথবা উভয়বিধই পাঁচ-পাঁচটি হয় ; অথবা পার্থিব বেশী মাত্রায় হয়, বানস্পত্য অল্প মাত্রায় (আপ. শ্রৌ. ৫. ১. ৫)। সপ্ত পার্থিব সম্ভার যথা—সিকতা (বালি), ক্ষারমৃত্তিকা, আখুকরীষ, বল্মীকবপা (উই পোকার মাটি), সূদ (পাঁক, শুষ্ক হয় না এরূপ জলাশয়ের মাটী ; বরাহবিহত মৃত্তিকা ?) শর্করা ও হিরণ্য। সপ্ত বানস্পত্য যথা অশ্বত্থ, উদুম্বর, পলাশ, শমী, বিকঙ্কত ও অশনিহত বৃক্ষ (অশনিহত বৃক্ষের অভাবে শীতহত বা বাতহত বৃক্ষ লইতে পারা যায়—বৌধায়ন)—এই সকল বৃক্ষের কাষ্ঠ ও পুষ্করপর্ণ (পদ্মপত্র ?)। দ্রঃ—তৈ. ব্রা. ১. ১. ৩. ইত্যাদি ; আপ. শ্রৌ. ৫. ১. ৪—৫. ২. ৪।

ও তাহা দ্বারাই শত্রুগণকে ইহাতে ভাগরহিত করেন। তিনি সেই জন্য শর্করা-সমূহকে সংগ্রহ করিয়া থাকেন[১০]।

১২। "তিনি (পূর্ব্বোক্ত) এই পাঁচটি সম্ভার সংগ্রহ করেন, কেননা, যজ্ঞ পঞ্চাবয়ব, পশু পঞ্চাবয়ব, এবং সংবৎসরের ঋতু পঞ্চ।[১১]

১৩। তদ্বিষয়ে কেহ কেহ বলেন—'সংবৎসরের ঋতু ছয়টিই।' তাহা হইলে উৎপাদক মিথুনকে ন্যূন করা হয়, কিন্তু ন্যূন হইতেই এই প্রজাসমূহ জাত হয়; এবং উত্তরকালে তাহা কল্যাণ হয়। অতএব (সম্ভার) পাঁচটি হইয়া থাকে। যদি সংবৎসরের ঋতু ছয়ই হয়, তবে অগ্নিই ইহাদের (সম্ভারসমূহের) ষষ্ঠ হইবে, এবং তাহা হইলেই ইহা অন্যূন হয়।"

১৪। কেহ কেহ এখানে বলিয়া থাকেন—'একটিও সম্ভার সংগ্রহ করিবে না।' কেননা, (তাঁহারা বলেন—) 'এই সমস্তই (সম্ভার) পৃথিবীতে রহিয়াছে, অতএব, তিনি যখন ইহাতে (পৃথিবীতে) আধান করেন, তখন সমস্ত সম্ভারকেই প্রাপ্ত হন। অতএব একটিও সম্ভার সংগ্রহ করিবে না।' কিন্তু তিনি সংগ্রহ করিবেনই; কেননা, তিনি যখন আধান করেন, তখন সমস্ত সম্ভারকে প্রাপ্ত হন, কিন্তু যদি সংগৃহীত সম্ভার সমূহের দ্বারা তাহার (আধান) হইয়া থাকে, তবেই তাহা (আধান, যথার্থত) হয়। অতএব তিনি সংগ্রহ করিবেনই।

১০। দ্রঃ—১. ১. ১.১৬; ৫. ৫. ৮।

১১। হেমন্ত ও শিশিরকে একত্র ধরিয়া (ঐ. ব্রা. ১. ১. ২. ১) পাঁচ ঋতু গণনা করা হয়। যাঁহারা বলেন যে, ঋতু ছয়, তাঁহাদের মত অনুসরণ করিলে বলিতে হয় যে, ছয়টি ঋতুতে মিথুন পূর্ণ হয়—ছয়টি ঋতুতে তিনটি মিথুন হয়, এবং তাহা উৎপাদক হইতে পারে। ঋতুর সাদৃশ্যে সম্ভার গ্রহণে ছয়টি সম্ভারই লওয়া উচিত. কেননা, তাহা হইলেই মিথুন পূর্ণ-অন্যূন হইবে, এবং সেই অন্যূন মিথুনই উৎপাদক হইতে পারে। কিন্তু বস্তুত পাঁচটি মাত্র সম্ভার থাকায় মিথুন ন্যূন হইয়া পড়িতেছে; এই ন্যূন মিথুন উৎপাদক হইতে পারে না। ইহারই উত্তরে বলা হইতেছে যে, প্রকৃত বিষয়ে পাঁচটি সম্ভার হইলেও কোন ক্ষতি হয় না। ইহাই প্রতিপাদিত হইতেছে যে, ন্যূন হইলেও তাদৃশ মিথুন হইতে প্রজা উৎপন্ন হইতে পারে, এবং তাহা ভবিষ্যতে মঙ্গল হয়। সায়ণ বলিয়াছেন—স্ত্রী-পুরুষের বীর্য্যের পরস্পর ন্যূনতায় স্ত্রী-পুরুষ-লক্ষণ অপত্য হইয়া থাকে; অতএব পাঁচটি সম্ভার হওয়ায় যে মিথুনের ন্যূনতা হয়, তাহা ভবিষ্যতে মঙ্গল হয়। এইরূপে সম্ভারের পঞ্চসংখ্যাত্ব প্রশংসা করিয়া পরে প্রকারান্তরে আবার তাহা সমর্থন করিতেছেন যে, ছয় সংখ্যার আবশ্যক হইলে অগ্নিই তাহা পূর্ণ করিবে।

দ্বিতীয় ব্রাহ্মণ

[১ কৃত্তিকানক্ষত্রে গার্হপত্য ও আহবনীয় অগ্নিকে আধান করিবার বিধি, কৃত্তিকা অগ্নির নক্ষত্র;—২ অন্যান্য নক্ষত্র অপেক্ষা কৃত্তিকা বহুতর নক্ষত্রের সমষ্টিরূপ বলিয়া তাহা বহুতম, তাহাতে আধান করিলে বহুত্ব লাভ হয়;—৩ কৃত্তিকায় আধানের অপর যুক্তি, কৃত্তিকা পূর্ব্ব দিক্ হইতে সরিয়া যায় না, অন্যান্য নক্ষত্র পূর্ব্ব দিক্ হইতে সরে;—৪ কেহ কেহ বলেন কৃত্তিকায় আধান উচিত নহে, তাঁহাদের যুক্তি;—৫ এই মত খণ্ডন করিয়া পূর্ব্ব মতের স্থাপন;—৬ রোহিণী নক্ষত্রে আধানের বিধান ও তাহার যুক্তি;—৭ ঐ বিধির অর্থবাদ;—৮ মৃগশিরা নক্ষত্রে আধানের বিধান;—৯ মতান্তরে তাহার নিষেধ;—১০ তাহার খণ্ডন ও পূর্ব্ব মতের স্থাপন, পুনর্ব্বসু নক্ষত্রে পুনরাধেয় বিধান;—১১ ফল্গুনী নক্ষত্রে আধানের বিধান ও তাহাতে যুক্তি;—১২ হস্তা নক্ষত্রে আধানের বিধান ও সমর্থন;—১৩-১৭ চিত্রায় আধানের বিধান, দেবাসুর-সম্বন্ধ আখ্যায়িকার দ্বারা ঐ বিধির সমর্থন, চিত্রাশব্দের ব্যুৎপত্তিপ্রদর্শন, আদিত্য ও নক্ষত্র শব্দের অর্থনির্ব্বচন, নক্ষত্রসমূহ পূর্ব্বে সূর্য্যের ন্যায় তেজোময় ছিল;—১৯ সূর্য্যোদয় হইলে আধান বিধেয়, রাত্রিতে নহে।]

১। তিনি কৃত্তিকায়[১] অগ্নিদ্বয়[২] আধান করিবেন; কেননা, এই যে কৃত্তিকা, ইহাই অগ্নির নক্ষত্র;[৩] যিনি অগ্নির নক্ষত্রে অগ্নিদ্বয়কে আধান করেন, (তাঁহার) তাহা সদৃশ (করা) হয়; অতএব তিনি কৃত্তিকায় অগ্নিদ্বয় আধান করিবেন।

২। অন্য নক্ষত্রসমূহ একটি, দুইটি, তিনটি, বা চারিটি (নক্ষত্র লইয়া, অতএব অল্পতর), আর এই যে কৃত্তিকা, ইহা বহুতম;[৪] তিনি ইহাতে

১। মূলে এখানে বহুবচন আছে ("কৃত্তিকাঃ"); কৃত্তিকা অগ্নিশিখাসদৃশ (কাহারো কাহারো মতে ক্ষুরসদৃশ) ছয়টি নক্ষত্রের সমষ্টিরূপ বলিয়া ঐ শব্দ বহুবচনে প্রযুক্ত হয়। ইহা একবচনেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

২। আহবনীয় ও গার্হপত্য।

৩। কৃত্তিকানক্ষত্রের অধিষ্ঠাত্রী-দেবতা অগ্নি: "এতদ্বা অগ্নের্নক্ষত্রং যৎ কৃত্তিকাঃ"—তৈ. ব্রা. ১. ১. ২. ১.

৪। কৃত্তিকা ভিন্ন অপর নক্ষত্রসমূহের কোন কোনটিতে একটি, দুইটি, তিনটি, বা চারিটি নক্ষত্র থাকে; যথা, আর্দ্রাপ্রভৃতির একটি, ফল্গুনীপ্রভৃতির দুইটি, অশ্বিনীপ্রভৃতির তিনটি, এবং পুনর্ব্বসুপ্রভৃতির চারিটি। অল্প নক্ষত্র অধিষ্ঠান হওয়ায় অন্যান্য নক্ষত্র অল্পতর, আর কৃত্তিকার ছয়টি নক্ষত্র অধিষ্ঠান হওয়ায় তাহা বহুতম বা ভূয়িষ্ঠ।

বহুত্বেরই নিকটে গমন করেন; এবং সেই জন্য তিনি কৃত্তিকায় আধান করিবেন।

৩। ইহারাই (কৃত্তিকা) পূর্ব্ব দিক্ হইতে চ্যুত হয় না, অপর সমস্ত নক্ষত্র পূর্ব্ব দিক্ হইতে চ্যুত হইয়া থাকে; ইহাতে তাঁহার (অগ্নিদ্বয়) পূর্ব্ব দিকে আহিত হয়; এবং সেই জন্য তিনি কৃত্তিকায় আধান করিবেন।

৪। অনন্তর (কাহারো কাহারো মতে) তিনি যে কারণে কৃত্তিকায় আধান করিবেন না, (তাহা উক্ত হইতেছে)—পূর্ব্বে ইহা (কৃত্তিকা) ঋক্ষগণের পত্নী ছিল; পূর্ব্বে সপ্তর্ষিগণ ঋক্ষ বলিয়া কথিত হইতেন; কিন্তু ইহা (নিজের পতির সহিত) মিথুন হওয়া সম্বন্ধে ঋদ্ধিহীন হইয়াছিল, কেননা, ঐ সপ্তর্ষিগণ উত্তর দিকে উদিত হন, এবং ইহা পূর্ব্ব দিকে উদিত হয়। যে ব্যক্তি (নিজের স্ত্রীর সহিত) মিথুন হওয়া সম্বন্ধে ঋদ্ধিহীন হন, তাঁহার তাহা শুভ নহে; পাছে তিনি মিথুন হওয়া সম্বন্ধে ঋদ্ধিহীন হইয়া পড়েন, সেই জন্য কৃত্তিকায় আধান করিবেন না।

৫। কিন্তু তিনি তাহাতেই আধান করিবেন; কেননা, অগ্নিই ইহার মিথুন (মিথুনত্বসম্পাদক), এবং মিথুন অগ্নি দ্বারা ইহা সমৃদ্ধ; সেই জন্য তিনি (তাহাতে) আধান করিবেনই।

৬। তিনি রোহিণীতে অগ্নিদ্বয় আধান করিবেন। প্রজাপতি প্রজাকাম হইয়া রোহিণীতেই অগ্নিদ্বয়কে আধান করিয়াছিলেন; তিনি প্রজাসমূহ সৃষ্টি করিয়াছিলেন, এবং ইহার সৃষ্ট প্রজাসমূহ রোহিণীগণের ন্যায় একরূপ ও স্থির হইয়া অবস্থান করিয়াছিল। রোহিণীর (নক্ষত্রের) ইহাই রোহিণীত্ব। যে ব্যক্তি ইহা এইরূপ জানিয়া রোহিণীতে আধান করেন, তিনি প্রজা ও পশুসমূহে বহু হইয়া উঠেন।

৫। কৃত্তিকা নক্ষত্র উত্তর বা দক্ষিণ দিকে সরিয়া না গিয়া সর্ব্বদা পূর্ব্ব দিকেই থাকে। অপর নক্ষত্র এরূপ নহে।

৬। "একরূপা উপস্তব্ধস্থিস্থ রোহিণ্য ইব;" সায়ণ ইহার ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন—"একরূপা অবিচ্ছিন্নপ্রবাহাঃ," অর্থাৎ যাহাদের প্রবাহ অর্থাৎ সন্ততি বিচ্ছিন্ন হইয়া না যায়; "উপস্তব্ধাঃ প্রতিবন্ধগতয়ো বিনাশরহিতাঃ পুত্রপৌত্রাদিরূপেণ," অর্থাৎ পুত্রপৌত্রাদিরূপে বর্ত্তমান থাকায় যাহাদের বিনাশ নাই। রোহিণীশব্দের অর্থ গাভী; এবং এস্থলে তাহা অসঙ্গত নহে। গাভী যেমন সন্তান-

৭। 'আমরা মনুষ্যগণের কামনাকে' প্রাপ্ত হইব' এইমনে করিয়া পশুগণ রোহিণীতে অগ্নিদ্বয় আধান করিয়াছিল, এবং তাহারা মনুষ্যগণের কামনাকে প্রাপ্ত হইয়াছিল। যিনি এইরূপ জানিয়া রোহিণীতে আধান করেন, তিনি, পশুগণ তখন মনুষ্যগণের মধ্যে যে কামনাকে প্রাপ্ত হইয়াছিল, পশুগণের মধ্যে সেই কামনাকে প্রাপ্ত হন।

৮। তিনি মৃগশীর্ষে (মৃগশিরায়) অগ্নিদ্বয় আধান করিবেন। এই যে মৃগশীর্ষ, ইহা প্রজাপতির শির (মস্তক)৮; শির শ্রীস্বরূপই, কেননা শির শ্রী বলিয়া প্রসিদ্ধ; সেই জন্য যে ব্যক্তি গ্রামাদির শ্রেষ্ঠ হয়, (লোকেরা) তাহাকে বলিয়া থাকে যে, 'অমুক অমুক-গ্রামাদির শির।'৯ যে ব্যক্তি এইরূপ জানিয়া মৃগশীর্ষে আধান করেন, তিনি শ্রী প্রাপ্ত হন।

৯। অনন্তর তিনি (কাহারো কাহারো মতে) যে কারণে মৃগশীর্ষে আধান করিবেন না (তাহা উক্ত হইতেছে)—১০ ইহা (মৃগশীর্ষ) প্রজাপতির শরীর; উক্ত হইয়া থাকে, তাঁহারা (দেবগণ) যখন ইহাকে ত্রিকাণ্ড১১ ইষু দ্বারা বিদ্ধ করিয়াছিলেন, তখন তিনি এই শরীর ত্যাগ করিয়াছিলেন। (আত্মহীন)

সন্ততির প্রবাহে বিনাশরহিত হইয়া থাকে, প্রজাসমূহও সেইরূপ। এবং ইহাই রোহিণী নক্ষত্রের রোহিণীত্ব—রোহিণীর ধর্ম্ম, অর্থাৎ রোহণের অর্থাৎ প্রজা ও পশুসমূহের সাধনস্বরূপত্ব। সায়ণ বলেন—স্বর্গাদি আরোহণের সাধনভূত।

৭। "কামং;" অর্থাৎ আমরা যেন মনুষ্যগণের কামনার বিষয় হইতে পারি, তাহারা যেন আমাদিগকে কামনা করে।

৮। পুরাকালে প্রজাপতি মৃগরূপ ধারণ করিয়া মৃগীরূপধারিণী নিজের দুহিতাতে গমন করেন। দেবগণ ইহা জানিয়া অকার্য্যকারী প্রজাপতির শিরশ্ছেদনের জন্য এক ক্রোধময় পুরুষ সৃষ্ট করেন। সে ইষু দ্বারা প্রজাপতির মস্তক ছেদন করে, তখন সেই মৃগের শরীর ও শির অন্তরীক্ষে উঠিয়া নক্ষত্র-রূপ ধারণ করে। দ্রষ্টব্য—১.৬.২.১, ১ টীকা; ঐ. ব্রা. ৩.৩.৯।

৯। দ্রঃ—১.৪.১.৫।

১০। কৃষ্ণযজুর্ব্বেদ-মতে।

১১। পত্র (পাখা), দারু ও শল্য-নামক অংশত্রয়-বিশিষ্ট,—সায়ণ; হাগ ঐতরেয় ব্রাহ্মণের (৩.৩.৯) ভাষ্যে লিখিয়াছেন—"অনীকিং, শল্যং, তেজনম্, ইত্যবয়বত্রয়োপেতা।"

শরীর শূন্যস্থানস্বরূপ (অথবা বাসভূমিস্বরূপ, 'বাস্তু'),[১২] এবং অযজ্ঞিয় ও নির্বীর্য্য।[১২] সেই জন্য তিনি মৃগশীর্ষে আধান করিবেন না।

১০। কিন্তু তিনি তাহাতেই আধান করিবেন; কেননা, এই দেব প্রজাপতির শরীর শূন্যস্থানস্বরূপ নহে, এবং অযজ্ঞিয় (ও নির্বীর্য্য) নহে।[১৩] সেইজন্য তিনি (মৃগশীর্ষে) আধান করিবেনই। তিনি পুনর্বসুদ্বয়ে পু ন রা ধে য়[১৪] আধান করিবেন।

১১। তিনি ফল্গুনীসমূহে[১৫] অগ্নিদ্বয় আধান করিবেন। এই ফল্গুনীসমূহ ইন্দ্রের নক্ষত্র[১৬] এবং ইহার প্রতিনাম বিশিষ্ট; কেননা, ইন্দ্র অ র্জ্জু ন নামে (অভিহিত হন)[১৭]; ইহা ইঁহার গুহ্য নাম, এবং ইহারাও ( )

১২। অর্থাৎ প্রজাপতি শরীর ত্যাগ করায় ঐ আত্মহীন শরীরের কোন কার্য্যকারিত্ব থাকে না, তাহা নির্ব্বীর্য্য হয়, এবং সেইজন্যই তাহা যজ্ঞের অযোগ্য।

১৩। "ন বা এতস্য দেবস্য বাস্তু ন যজ্ঞিয়ং ন শরীরমস্তি যৎ প্রজাপতেঃ"; এখানে তৃতীয় 'ন' এর সহিত কাহারো সম্বন্ধ পাওয়া যায় না; কিন্তু পূর্ববর্ত্তি কণ্ডিকা আলোচনা করিলে স্পষ্টই বুঝা যাইবে যে, তাহার সহিত 'নির্বীর্য্য' পদের অধ্যাহার করা অসঙ্গত নহে। কাণ্বশাখার পাঠ ইহা সমর্থন করে:—"ন বৈ তস্য বাস্তু ন নির্বীর্য্যং নাযজ্ঞিয়মস্তি।"

১৪। অগ্নি আধান করিবার পর যদি এক বৎসরের মধ্যে আধানকারীর বিত্তমানাদির হানি হয়, বা পুত্রাদির মরণ হয়, বা কোন লাভ না হয়, তাহা হইলে সেই দুষ্ট অগ্নিদ্বয় অগ্নি পরিত্যাগ করিয়া পুনর্ব্বার নূতন অগ্নি আধান করিতে হয়, এবং এই আধানের নাম পু ন রা ধে য়। দ্রষ্টব্য—কা. শ্রৌ. ৪.১১.১-৫; শাঙ্খা. শ্রৌ. ২.৫.১। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে (১.১.২.৩.) ক্ষুদ্র আখ্যায়িকার সহিত উক্ত হইয়াছে যে, পুনর্বসুদ্বয়ে ঐ অগ্নি আধান করিলে আধানকারী পুনর্ব্বার বসু বা ধন প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ঐ দুই নক্ষত্রে তাদৃশ আধান করিলে পুনর্ব্বার বসু প্রাপ্ত হওয়া যায় বলিয়াই তাহাদের নাম পু ন র্ব্ব সু। পুনর্ব্বসু নক্ষত্রদ্বয়াত্মক বলিয়া পু ন র্ব সু-দ্বয় ("পুনর্বস্বোঃ") উক্ত হইয়াছে। নক্ষত্রসমূহগণনাক্রমে পুনর্বসুনক্ষত্র পূর্ব্বোক্ত মৃগশীর্ষ ও বক্ষ্যমাণ ফল্গুনীদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী হওয়ায় প্রসঙ্গবশতঃ এখানে পু ন রা ধে য়-বিধি উক্ত হইয়াছে। পরে মূলেই (২.২.১) পুনরাধেয় সবিস্তর উক্ত হইয়াছে।

১৫। ফল্গুনী নক্ষত্র দুইটি, পূর্ব্বফল্গুনী ও উত্তরফল্গুনী; আবার এই ফল্গুনীদ্বয় প্রত্যেকে নক্ষত্রদ্বয়াত্মক, এইজন্য 'ফল্গুনীসমূহ' ("ফল্গুনীষু") উক্ত হইয়াছে।

১৬। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে (১.১.২.৪) পূর্ব্বফল্গুনীদ্বয়কে অর্য্যমার ও উত্তরফল্গুনীদ্বয়কে ভগের বলা হইয়াছে।

১৭। এস্থলে সায়ণ বলেন—অর্জ্জুন, ইহা ইন্দ্রের রহস্য নাম, এইজন্য তৎপুত্র মধ্যম পাণ্ডবকেও তাহা বলা হইয়া থাকে; এবং অর্জ্জুন ও ফল্গুন শব্দ পর্য্যায়।

অর্জুনী নামে (কথিত)। তিনি ইহাদিগকে (ফল্গুনীসমূহকে) পরোক্ষভাবে ফল্গুনী বলেন, কেননা, ইঁহার গুহ্য নাম গ্রহণ করিতে কে সমর্থ? যজমান ইন্দ্র-স্বরূপ ; অতএব তিনি ইহাতে স্বকীয় নক্ষত্রে অগ্নিদ্বয় আধান করিয়া থাকেন। ইন্দ্র যজ্ঞের দেবতা; অতএব ইহাতেই তাঁহার এই অগ্ন্যাধেয় ইন্দ্রযুক্ত হয়। তিনি পূর্ব্ব (ফল্গুনী)-দ্বয়ে আধান করিবেন ; ইহাতে ইঁহার ক্রতু অগ্রসর হয়। তিনি উত্তর (ফল্গুনী)-দ্বয়ে আধান করিবেন ; কেননা, ইহা ইঁহার কল্যাণকর ও ভবিষ্যদ্-অভিবৃদ্ধিযুক্ত হইয়া থাকে।

১২। তিনি হস্তে (হস্তা-নক্ষত্রে) অগ্নিদ্বয় আধান করিবেন ; কেননা, যিনি ইচ্ছা করিবেন যে, 'আমাকে (এই দান) প্রদত্ত হইবে', তাঁহার তাহা অনুষ্ঠানেরই দ্বারা (সম্পন্ন) হইয়া থাকে ; এবং হস্ত দ্বারা যাহা প্রদান করা যায়, তাহা তাঁহাকে প্রদত্ত হয়[১৮]

১৩। তিনি চিত্রায় অগ্নিদ্বয় আধান করিবেন। দেবগণ ও অসুরগণ উভয়েই প্রজাপতির অপত্য। তাঁহারা পরস্পর স্পর্দ্ধা করিয়াছিলেন। তাঁহারা উভয়েই ঐ লোকে অর্থাৎ দ্যুলোকে সমারোহণ করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন। অনন্তর অসুরগণ রৌহিণ[১৯]-নামক অগ্নিকে (অগ্নিবেদিকে) এই মনে করিয়া চয়ন (গ্রন্থন) করিয়াছিলেন যে, 'আমরা ইহা দ্বারা ঐ লোকে সমারোহণ (√রুহ্) করিব।'

১৪। ইন্দ্র দেখিলেন যে, ইহারা (অসুরেরা) যদি ইহাকে (পূর্ব্বোক্ত অগ্নি-বেদিকে) চয়ন করে, তাহা হইলে তাহা দ্বারাই আমাদিগকে অভিভব করিবে। অনন্তর ইন্দ্র (নিজেকে) ব্রাহ্মণ বলিয়া, একখানি ইষ্টক (ইষ্টকা) গ্রহণপূর্ব্বক গমন করিলেন।

১৫। তিনি বলিলেন—'আমিও ইহা (ইষ্টক) স্থাপিত করিব।' তাহারা বলিল—'তাহাই হউক।' তিনি তাহা স্থাপিত করিলেন। তাহাদের অগ্নি (অগ্নিবেদি) অল্পের জন্য অসঞ্চিত ছিল।

১৬। অনন্তর তিনি (ইন্দ্র) বলিলেন 'আমার এখানে যাহা (যে ইষ্টক-খানি) আছে, তাহা আমি ফিরাইয়া লইব!' তিনি তাহা ধারণ করিয়া চালিত

১৮। এইজন্যই কাত্যায়ন বলিয়াছেন—"হস্তো লাভকামস্য" কা. শ্রৌ. ৪.৭.৩।

১৯। অর্থাৎ আরোহণের সাধনভূত।

করিলেন, এবং তাহা চালিত হওয়ায় অগ্নি (অগ্নিবেদি) বিশীর্ণ হইয়া পড়িল,[২০] এবং অগ্নি (অগ্নিবেদি) বিশীর্ণ হওয়ার পর অসুরগণ বিশীর্ণ হইয়া পড়িল। (অনন্তর) তিনি (ইন্দ্র) সেই সমস্ত ইষ্টককে বজ্র করিয়া (তৎপ্রহারে তাহাদিগের) গ্রীবা ছেদন করিলেন।

১৭। দেবগণ সমাগত হইয়া বলিলেন—'আমরা চিত্র (বিস্মিত) ভাবে রহিয়াছি যে, এতগুলি শত্রুকে আমরা বধ করিতে পারিয়াছি।' ইহাই চিত্রার (অর্থাৎ চিত্রানক্ষত্রের) চিত্রাত্ব (অদ্ভুতস্বভাব)। যে ব্যক্তি এইরূপ জানিয়া চিত্রায় আধান করেন, তিনি চিত্র (বিস্মিত) ভাবে থাকেন; তিনি প্রতিদ্বন্দ্বিগণকে বধ করেন, ও দ্বেষকরী শত্রুকে বধ করেন। অতএব ক্ষত্রিয়ই এই নক্ষত্রকে (আধানের জন্য) স্বীকার করিবেন; কেননা, ইনি প্রতিদ্বন্দ্বিগণকে বধ করিতে ইচ্ছা করেন, বিজয় করিতে ইচ্ছা করেন।[২১]

১৮। এই (নক্ষত্র) সমুদয় পূর্ব্বে ঐ সূর্য্যের ন্যায় ভিন্ন ভিন্ন তেজ ('ক্ষত্র') ছিল। কিন্তু ইহা (সূর্য্য) উদিত হইতে হইতেই ইহাদের বীর্য্য ও তেজ

২০। কাণ্বশতপথে এই আখ্যায়িকাটি এইরূপ উক্ত হইয়াছে—অসুরগণ ও দেবগণ পরস্পর স্পর্দ্ধা করিয়াছিলেন,...অনন্তর দেবগণ ভীত হইয়া ভাবিলেন যে, অসুরেরা যদি অগ্নিবেদি সম্পূর্ণ করিয়া ফেলে, তবে তাহারা আমাদিগকে পরাভব করিবে। ইন্দ্র তখন ব্রাহ্মণরূপে বৈদ্যুতরজ্জু দ্বারা এক খানি ইষ্টক বন্ধন করিয়া সেখানে উপস্থিত হন ও অসুরগণকে বলেন যে, আমিও ইহা অগ্নিবেদিতে চয়ন অর্থাৎ স্থাপন করিব, অসুরেরা তাহা স্বীকার করেন। ইন্দ্র সেই ইষ্টক স্থাপন করেন ও পরে টানিয়া লন, এবং তাহার পর তাহা বিশীর্ণ হইয়া যায়...।

তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে (১. ১. ২. ৫-৬) এই আখ্যায়িকাটি আরও কিঞ্চিৎ কৌতুকপ্রদ—কালকঞ্জ নামে কতগুলি অসুর ছিল। তাহারা স্বর্গলোকের জন্য অগ্নিবেদি চয়ন করিতে আরম্ভ করিয়া প্রত্যেকে এক-একটি করিয়া ইষ্টক স্থাপন করিতেছিল। এমন সময় ইন্দ্র ব্রাহ্মণের রূপে আগমন করিয়া তাহাতে এক খানি ইষ্টক (ইষ্টকা) স্থাপন করেন ও বলেন যে, তাঁহার ইষ্টক খানির নাম চিত্রা। অসুরগণ স্বর্গলোকে আরোহণ করিতে আরম্ভ করিলে ইন্দ্র নিজের ইষ্টক খানি টানিয়া লইলেন, এবং সেই অসুরগণ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল। যাহারা বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল, তাহারা ঊর্ণনাভ ("ঊর্ণাবভয়ঃ") নামক কীট হইল। অসুরগণের মধ্যে কেবল দুইজন স্বর্গে আরোহণ করিয়াছিল, এবং তাহারা উভয়ে সেখানে কুক্কুর হইয়াছিল।

২১। "চিত্রায়াং ক্ষত্রিয়স্য"—কা. শ্রৌ. ৪.৭.৪।

('ক্ষত্র') আ দা ন (গ্রহণ; আ + √দা) করে ; সেইজন্য ইহার নাম আ দি ত্য ;[২২] কেননা, ইহা ইহাদের (নক্ষত্রসমূহের) বীর্য্য ও তেজ আ দা ন করে।

১৯। দেবগণ বলিয়াছিলেন—'সেই যাহারা পূর্ব্বে তেজ ('ক্ষত্র') ছিল, (এখন) আর তাহারা তেজ নহে ('ন-ক্ষত্র') ;' 'এবং ইহাই নক্ষত্র' ; সমূহের ন ক্ষ ত্র ত্ব।[২৩] অতএব তিনি সূর্য্যরূপ নক্ষত্রে (আধান) করিবেন[২৪], কেননা ইহাই তাহাদের বীর্য্য ও তেজকে গ্রহণ করে। তিনি যদি নক্ষত্র কামনা করেন, তথাপি, এই যে সূর্য্য, ইহা নির্দ্দোষ নক্ষত্র ; তিনি এই নক্ষত্রসমূহের নিকট যাহা কামনা করেন, এই পুণ্য দিনের দ্বারাই তাহা প্রাপ্ত হন ; অতএব সূর্য্যরূপ(নক্ষত্রেই আধান) করিবেন।

২২। নিরুক্তে আদিত্য-শব্দের এই সকল নির্ব্বচন প্রদত্ত হইয়াছে :—"আদিত্যঃ কস্মাৎ ? আদত্তে রসান্, আদত্তে ভাসো জ্যোতিষাং (এই দ্বিতীয় নির্ব্বচন শতপথের নির্ব্বচনের সহিত সমান), আদীপ্তো ভাসেতি বা, আদিতেঃ পুত্র ইতি বা।" নিরুক্ত, ২.৪.১।

২৩। নিরুক্তে (৩.৪.৩) উক্ত হইয়াছে—"নক্ষত্রাণি নক্ষতের্গতিকর্ম্মণঃ, 'নেমানি ক্ষত্রাণীতি' ব্রাহ্মণম্ ;·", তুলনীয়—অত্রত্য দুর্গাচার্য্যবৃত্তি, "ন ক্ষরতে ক্ষীয়ত ইতি বা নক্ষত্রম্। ক্ষিয়ঃ ক্ষরতের্বা ক্ষত্রমিতি নিপাত্যতে"—পাণিনি, ৬. ৩. ৭৫ কাশিকা।"

২৪। "সূর্য্যনক্ষত্র এব স্যাৎ" ; অর্থাৎ সূর্য্য যখন উদিত হয়, তখন আধান করিবেন, নক্ষত্র দৃশ্যমান থাকিতে আধান করিবেন না,—রাত্রিতে আধান করিবেন না।

তৃতীয় ব্রাহ্মণ

[১ অগ্ন্যাধানে বসন্তাদি ঋতুর বিধানের জন্য ঋতু ও পক্ষপ্রভৃতির প্রশংসা, বসন্ত, গ্রীষ্ম ও বর্ষা দেবস্বরূপ, শরৎ, হেমন্ত ও শিশির পিতৃস্বরূপ ;—২ ঋতুসমূহকে ঐরূপে জানিবার ফল ; —৩ উত্তরায়ণে সূর্য্য দেবগণের নিকটে, এবং দক্ষিণায়নে পিতৃগণের নিকটে যান ;—৪ উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়নে আধানের ফল, উত্তরায়ণে আধান প্রশস্ত ;—৫ ব্রাহ্মণের বসন্তে, ক্ষত্রিয়ের গ্রীষ্মে. এবং বৈশ্যের বর্ষায় আধানের বিধি ;—৬ ব্রহ্মবর্চ্চসকামীর বসন্তে আধানবিধি ;—৭ তেজঃকামীর গ্রীষ্মে আধানবিধি ;—৮ সন্ততি ও পশুসমূহ কামনা করিলে বর্ষায় আধান করিতে হয় ,—৯ মতান্তরে যখন যজ্ঞের সময় উপস্থিত হইবে, তখনই আধান করা বিধেয়, কাল বিলম্ব উচিত নহে ।]

১। বসন্ত, গ্রীষ্ম, ও বর্ষা, এই ঋতুগুলি দেবগণ ("দেবাঃ") , এবং শরৎ, হেমন্ত, ও শিশির, এই ঋতুগুলি পিতৃগণ ("পিতরঃ") ।[১] যে অর্দ্ধমাস (পক্ষ) আপূর্য্যমাণ (অর্থাৎ বৃদ্ধি প্রাপ্ত) হয় (শুক্ল), তাহা দেবগণ ; এবং যাহা অপক্ষীয়মাণ হয় (কৃষ্ণ), তাহা পিতৃগণ। দিবাই দেবগণ, এবং রাত্রি পিতৃগণ। আবার দিবার পূর্ব্বাহ্ণ দেবগণ, এবং অপরাহ্ণ পিতৃগণ।

২। এই ঋতুসমূহ দেবগণ ও পিতৃগণ (-স্বরূপ)। যে ব্যক্তি এইরূপ জানিয়া তাহাদিগকে দেবগণ ও পিতৃগণ বলিয়া আহ্বান করেন, তাঁহার দেবাহ্বানে দেবগণ আগমন করেন, ও পিতৃ-আহ্বানে পিতৃগণ আগমন করেন ; দেবগণ তাঁহাকে দেবাহ্বানে রক্ষা করেন, ও পিতৃগণ তাঁহাকে পিতৃ-আহ্বানে রক্ষা করেন।

৩। তাহা (সূর্য্য) যখন উত্তর দিকে আবর্ত্তন করে, তখন দেবগণের নিকট অবস্থিত হয়, এবং সেই সময়ে দেবগণকে অভিরক্ষিত করে। আর যখন দক্ষিণ দিকে আবর্ত্তন করে, তখন পিতৃগণের নিকট অবস্থিত হয়, এবং সেই সময়ে পিতৃগণকে অভিরক্ষিত করে।

৪। তাহা যখন উত্তর দিকে আবর্ত্তন করে, তখন তিনি অগ্নিদ্বয় আধান করিবেন। দেবগণ পাপরহিত ; যিনি সেই সময়ে আধান করেন, তিনি

১। এস্থানে সায়ণ বলিয়াছেন—'বসন্তপ্রভৃতি ঋতুসমূহে দেবগণের সূর্য্য দর্শনহেতু দিন হয়, এজন্য তাহাদের (বসন্তাদির) তৎস্বরূপতা (দেবস্বরূপতা), এবং শরৎপ্রভৃতির তদ্বৈলক্ষণ্য থাকায় পিতৃরূপতা।'

পাপকে অপহত করেন, এবং (যদিও) তাঁহার অমৃতত্বের আশা নাই, তথাপি তিনি সমগ্র আয়ু প্রাপ্ত হন। আর যখন তাহা (সূর্য্য) দক্ষিণ দিকে আবর্তন করে, সেই সময়ে যিনি আধান করেন, তিনি পাপকে অপহত করিতে পারেন না, কেননা, পিতৃগণ পাপরহিত নহেন। পিতৃগণ মর্ত্ত্য; অতএব যিনি সেই সময়ে আধান করেন, তিনি আয়ুর (পূর্ণতা হইবার) পূর্ব্বে মৃত হন।

৫। বসন্ত ব্রহ্ম (ব্রাহ্মণ-শক্তি, বা জাতি), গ্রীষ্ম ক্ষত্র (ক্ষত্রিয়-শক্তি, বা জাতি), এবং বর্ষা (সাধারণ) প্রজা ("বিট্")। অতএব ব্রাহ্মণ বসন্তে আধান করিবেন, কেননা, বসন্ত ব্রহ্ম; অতএব ক্ষত্রিয় গ্রীষ্মে আধান করিবেন, কেননা, গ্রীষ্ম ক্ষত্র; অতএব বৈশ্য বর্ষায় আধান করিবেন,[২] কেননা, বর্ষা প্রজা।

৬। যিনি কামনা করিবেন যে, 'আমি ব্রহ্মবর্চ্চসযুক্ত হইব', তিনি বসন্তে আধান করিবেন, কেননা, বসন্ত ব্রহ্ম; তিনি (ইহাতে) ব্রহ্মবর্চ্চসযুক্ত হইয়া থাকেন।

৭। আর যিনি কামনা করিবেন যে, 'আমি শ্রী ও যশের দ্বারা তেজঃস্বরূপ ("ক্ষত্র") হইব', তিনি গ্রীষ্মে আধান করিবেন, কেননা, তেজই গ্রীষ্ম; তিনি (ইহাতে) শ্রী ও যশের দ্বারা তেজঃস্বরূপই হইয়া থাকেন।

৮। আর যিনি কামনা করিবেন যে, 'আমি সন্ততি ও পশুসমূহে বহু হইয়া উঠিব', তিনি বর্ষায় আধান করিবেন; কেননা, 'প্রজাই বর্ষা, এবং প্রজাসমূহ-অর্থে অন্ন; যে ব্যক্তি এইরূপ জানিয়া বর্ষায় আধান করেন, তিনি ইহাতে সন্ততি ও পশুসমূহে বহু হইয়া উঠেন।

৯। (মতান্তরে) এই উভয় (অর্থাৎ দেব ও পিতৃরূপে দ্বিবিধ) ঋতুই পাপরহিত; সূর্য্যই ইহাদের পাপের অপহন্তা, সূর্য্য উদিত হইয়া ইহাদের উভয়েরই পাপকে অপহত করেন। অতএব যে কোন সময়ে ইহার নিকটে যজ্ঞ উপনত হইবে, ইনি তখনই অগ্নিদ্বয় আধান করিবেন; 'কল্য (করিব)' এই মনে করিয়া কল্যকার প্রতীক্ষা করিবেন না; মনুষ্যের কল্য কে জানে?

২। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ (১.১.২,৭) বলেন—"শরদি বৈশ্য আদধীত।"

চতুর্থ ব্রাহ্মণ

[১ আধানের পূর্ব্ব দিন সপত্নীক যজমানের দিবাভোজনবিধি, তাহার যুক্তি, ব্রতদিবসে দেবগণের যজমানগৃহে আগমন;—২ দিবাভোজনের অপর যুক্তি, ইচ্ছা করিলে রাত্রিতেও ভোজন করা যায়;—৩ ব্রতদিবসে রাত্রিতে গার্হপত্য-আগারে ছাগবন্ধন, এই ব্যবহারের খণ্ডন;—৪-৬ চাতুষ্প্রাশ্য ওদনের পাক, অগ্নিতে সমিদ্‌-আধান, তদ্বিষয়ে মতান্তর;—৭ (সেই রাত্রিতে সপত্নীক) যজমান জাগরণ করিবেন, অথবা ইচ্ছা করিলে ঘুমাইতে পারেন;—৮ অগ্নিমন্থনের সময়, মতান্তরে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে মন্থন, এই মত খণ্ডন করিয়া সূর্য্যোদয়ের পরে মন্থনের বিধান;—৯ সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে মন্থনবিধির নিন্দা ও সূর্য্যোদয়ের পরে মন্থনবিধির প্রশংসা;—১০ অগ্নি আধান করিবার মন্ত্র ঋক্ সাম বা যজুঃ নহে, ব্যাহৃতিত্রয়ের (ভূঃ, ভুবঃ, ও স্বঃ) দ্বারা তাহা আধান করিতে হয়;—১১—১৩ ভূঃ, ভুবঃ,ও স্বঃ এই তিন ব্যাহৃতির ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে প্রশংসা;—১৪ 'ভূর্ভুবঃ' এই দুই ব্যাহৃতি দ্বারা গার্হপত্যের, এবং 'ভূর্ভুবঃ স্বঃ' এই তিন ব্যাহৃতির দ্বারা আহবনীয়ের আধান;—১৫—১৬ অগ্নিমন্থনস্থানে অশ্ববন্ধন, তাহার প্রয়োজনকথন-প্রসঙ্গে অসুরগণ-কর্ত্তৃক দেবগণের নিরোধ, অশ্ব বজ্রস্বরূপ;—১৭ ঐ অশ্ব তরুণবয়স্ক হওয়া আবশ্যক, সেরূপ না পাইলে যে-কোন অশ্ব হইতে পারে, অশ্বাভাবে বৃষ হইবে;—১৮ গার্হপত্য হইতে আহবনীয়ের জন্য অগ্নি লইয়া যাইবার সময় অগ্রে অগ্রে অশ্বকে লইয়া যাইবার বিধি ও তাহার ফল;—১৯ অগ্নি লইয়া যাইবার সময় এরূপ ভাবে লইয়া যাইতে হইবে যাহাতে তাহা যজমানের অভিমুখ থাকে, বিপরীত হইলে তাহার দোষ;—২০ অগ্নি প্রাণস্বরূপ, প্রাণ যেমন অভিমুখ হইয়া প্রবেশ করে, অগ্নিরও সেইরূপ অভিমুখ হওয়া উচিত, প্রাণ পরাঙ্মুখ হইলে যেরূপ অনর্থ, অগ্নিও পরাঙ্মুখ থাকিলে সেইরূপ হয়;—২১ যজ্ঞকে বায়ুরূপে বর্ণনা করিয়া প্রকারান্তরে ঐ বিধির স্তুতি;—২২ অগ্নিকে প্রাণস্বরূপ বর্ণনা করিয়া ঐ বিধিরই স্তুতি;—২৩ অগ্নির বহনসময়ে অধ্বর্য্যু একটি অশ্বকে পূর্ব্বাভিমুখ করিয়া লইয়া যান, এবং আবার ফিরাইয়া উত্তরমুখ করিয়া রাখেন, ইহার উদ্দেশ্যকথন;—২৪ আহবনীয়-খরের মধ্যে পতিত অশ্বপদচিহ্নে অগ্নির স্থাপন, তাহার উদ্দেশ্য;—২৫ অগ্নি স্থাপন করিতে হইলে, প্রথমে আনীত জ্বলন্ত ইন্ধনের দ্বারা আহবনীয় খরস্থিত অশ্বপদচিহ্নকে ক্রমান্বয়ে দুইবার স্পর্শ করিয়া তৃতীয় বারে মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক অগ্নিকে ঐ চিহ্নের উপর স্থাপন করিতে হয়, তাহার উদ্দেশ্য;—২৬ মতান্তরে প্রথমবার স্পর্শ করিয়া দ্বিতীয় বারেই অগ্নির স্থাপন;—২৭ মৌনাবলম্বনে অশ্বপদচিহ্নকে স্পর্শ করিবার ফল, আসুরি, পাঙ্‌ক্তি, ও মাধুকি, খরের কিছু পশ্চিম ভাগে আধান করিতেন, প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বার স্পর্শের মধ্যে যে কয় বার ইচ্ছা করিতে পারা যায়;—২৮ জ্বলন্ত ইন্ধনের অগ্রভাগ গ্রহণ করিয়া যজমানের মন্ত্রজপ, ঐ মন্ত্রের তাৎপর্য্যব্যাখ্যা;—২৯ সর্পরাজ্ঞীর ঋক্ দ্বারা অগ্নির উপস্থান, তাহার ফল,—৩০ মতান্তরে ঐ মন্ত্রজপের নিষেধ।]

১। যে দিনের পরদিনে ইহার (সপত্নীক যজমানের) অগ্ন্যাধেয় হইবে, তিনি সেই দিন দিবাতেই ভোজন করিবেন; কেননা, দেবগণ মনুষ্যের মনকে জানেন, তাঁহারা ইহার কল্যসম্পাদ্য অগ্ন্যাধেয়কে জানেন; এবং সেই সমস্ত দেবগণ (এই ব্রতদিনে) ইহার গৃহে আগমন করেন, তাঁহারা ইহার গৃহে (আসিয়া) নিকটে বাস করিয়া থাকেন ("উপবসন্তি"), সেই জন্য তাহা (সেই ব্রতদিন) উ প ব স থ।[১]

২। অপর মনুষ্যসমূহ অভুক্ত থাকিতে যদি কেহ ভোজন করে, তবে তাহাই যখন উচিত হয় না, তখন দেবগণ অভুক্ত থাকিতে যে ব্যক্তি পূর্ব্বে ভোজন করিবে, (তাহার সম্বন্ধে আর কি বলা যাইবে)? তজ্জন্য তিনি দিবাতেই ভোজন করিবেন। কিন্তু তিনি ইচ্ছা করিলেই রাত্রিতে ভোজন করিবেন; কেননা, অনাহিতাগ্নি[২] ব্যক্তির ব্রতচর্য্যা নাই, কারণ লোক যে পর্য্যন্ত আহিতাগ্নি না হয়, সে পর্য্যন্ত সে মানুষ থাকে;[৩] সেই জন্য তিনি ইচ্ছা করিলে রাত্রিতে ভোজন করিবেন।

৩। সে দিন (কেহ কেহ) একটি অজ (ছাগল) বন্ধন করেন।[৪] কেননা, তাঁহারা বলেন, অজ আগ্নেয়, এবং ইহা অগ্নিরই সমগ্রতার জন্য হয়।[৫] কিন্তু তাহা সেরূপ করিবে না। ইহার (যজমানের) যদি অজ থাকে, তবে, প্রাতঃকালে ইনি তাহা আগ্নীধ্রকে প্রদান করিবেন, এবং তাহাতেই ইনি সেই অভিলষিত বিষয় প্রাপ্ত হন।[৬] অতএব তিনি ইহা (এই ব্যবহারকে) আদর করিবেন না।

১। দ্রষ্টব্য—১.১.১.৭ ইত্যাদি।

২। যিনি অগ্নির আধান করিয়াছেন, তিনি আহিতাগ্নি; যিনি করেন নাই, তিনি অনাহিতাগ্নি।

৩। দ্রঃ—৭ম কণ্ডিকা; তুলঃ—১.১.১.৬।

৪। অর্থাৎ উপবসথের দিন রাত্রিতে গার্হপত্য অগ্নির আগারে। ৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। এই ছাগবন্ধন হয়ত পূর্ব্বপ্রচলিত ছাগপশুবধের অনুকল্প। দ্রষ্টব্য—১.২.১.৬।

৫। সায়ণ বলেন—অজ অগ্নির সহিত প্রজাপতির মুখ হইতে জাত হয় বলিয়া অজ আগ্নেয় (অগ্নির হিতকর)। দ্রঃ—৭.১.১.৬।

৬। "গার্হপত্যাগারেঽজং বধ্নাতি ন বা। বিদ্যমানং প্রাতরগ্নীধে দদ্যাৎ।" কা. শ্রৌ. ৪.৮.১২

৪। অনন্তর 'আমরা ইহার দ্বারা ছন্দঃসমূহকে[৭] তৃপ্ত করিব' এই মনে করিয়া তাঁহারা চা তু প্রা শ্য ও দ ন (চারিজনের ভোজনের উপযুক্ত অন্ন)[৮] পাক করেন। তাঁহারা বলেন—'যে বাহনের দ্বারা গমন করিতে হইবে, তাহাকে যেমন সুতৃপ্ত করিবার জন্য বলিতে হয়, ইহাও সেই প্রকার।'[৯] কিন্তু তাহা তিনি করিবেন না; কেননা, ইহার গৃহে ঋত্বিক্ ও অনৃত্বিক্ ব্রাহ্মণগণ যে বাস করেন, তাহাতেই তিনি সেই অভিলষিত বিষয় প্রাপ্ত হন। অতএব তিনি তাহা আদর করিবেন না।

৫। তাঁহারা তাহাতে (চা তু প্রা শ্য ও দ নে) ঘৃত-আসেচনের জন্য (একটু) গর্ত্ত করিয়া, ও তাহাতে ঘৃত আসেচন করিয়া, এবং তিন খানি অশ্বত্থ-সমিৎকে (সেই) ঘৃতের দ্বারা লিপ্ত করিয়া তৎসমুদয়কে 'সমিৎ'-পদযুক্ত ও 'ঘৃত'-পদযুক্ত[১০] ঋক্‌সমূহের দ্বারা এই মনে করিয়া (অগ্নিতে) আধান করেন যে, 'আমরা ইহাতে শমীগর্ভকে (অর্থাৎ শমীবৃক্ষের মধ্যস্থিত অগ্নিকে) প্রাপ্ত হইব!' যিনি (আধানের) পূর্ব্বে সংবৎসর যাবৎ (প্রত্যহ তিনখানি সমিৎ অগ্নিতে) আধান করেন, তিনি সেই অভিলষিত বিষয় প্রাপ্ত হন; অতএব তিনি তাহা আদর করিবেন না।[১১]

৬। তদ্বিষয়ে ভা ল্ল বে য়[১২] বলিয়াছেন—'যেমন কেহ এক করিতে গিয়া আর এক করে, যেমন কেহ এক বলিতে গিয়া আর এক বলে, (অথবা) যেমন কেহ এক পথে যাইতে গিয়া আর এক পথে গমন করে, যিনি চা তু প্রা শ্য ও দ ন পাক করেন, তিনিও সেইরূপ করিয়া থাকেন; ইহা অপরাধই।' ইহা ঠিক হয় না যে, তিনি যে অগ্নিতে ঋকের দ্বারা, বা সামের

৭। "গায়ত্রী-ত্রিষ্টুব্-জগত্যাখ্যানি ছন্দাংসি"—সায়ণ।

৮। ... ব্রাহ্মণ, ৮ম টীকা দ্রষ্টব্য, ৩-৪ পৃ.।

৯। অর্থাৎ গমন করিবার জন্য যেমন বাহনকে তৃপ্ত করা হয়, আগামী কর্ম্মের জন্য ঋত্বিগ্‌গণের ভোজনও সেইরূপ, ইহাতে ইহারা সমর্থ হইয়া থাকিতে পারিবেন।

১০। বা. স. ৩. ১; ৩. ৪; তৈ. ব্রা. ১. ২. ১. ৯-১০।

১১। "সংবৎসরং বা পুরস্তাৎ কুর্য্যাৎ ততঃ সর্ব্বানাদধীত"—কা. শ্রৌ. ৪. ৮. ১১; অত্রত্য পদ্ধতি। ৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। তুলং—১৪ শ টীকা।

১২। 'ইন্দ্রদ্যুম্নো ভাল্লবেয়ঃ'—১০. ৬. ১. ১; ছা. উ. ৫. ১১. ১।

দ্বারা, বা যজুর দ্বারা সমিৎ আধান করিবেন, বা আহুতি হোম করিবেন, আবার তাহাই তাঁহারা দক্ষিণদিকে লইয়া যাইবেন বা উপশান্ত করিবেন (কিন্তু সেই অগ্নি) অন্বাহার্য্যপচন (অর্থাৎ দক্ষিণ অগ্নি) বলিয়া তাঁহারা তাহা দক্ষিণদিকে লইয়া যান, অথবা উপশান্ত করেন।[১৪]

১৩। প্রথম টীকা দ্রষ্টব্য। এখানে "অনুগময়ন্তি"-উপশময়ন্তি, নির্ব্বাপয়ন্তি; দ্রষ্টব্য—"'অনুগতে'-উপশান্তে'", ক', শ্রৌ ৪. ৮. ১২, বৃত্তি; ৪.৮.১৫, বৃত্তি।

১৪। চতুর্থ হইতে ষষ্ঠ কণ্ডিকা পর্য্যন্ত মূলব্রাহ্মণে চাতুষ্প্রাশ্য ওদন সম্বন্ধে কি উক্ত হইয়াছে, আলোচনা করিয়া দেখা যাউক। সায়ণ যাহা বলেন তাহার তাৎপর্য্য এইরূপ—চতুর্থ কণ্ডিকায় সর্ব্বপ্রথমে ঐ ওদনের পাকের বিধি উক্ত হইয়াছে, তাহার পর দৃষ্টান্তের দ্বারা ঋত্বিগ্গণ-কর্ত্তৃক তাহার ভোজন প্রতিপাদিত হইয়াছে, তাহার পর এই ওদনের ভোজন (পাক নহে) নিষিদ্ধ হইয়াছে, এবং এই প্রসঙ্গেই উক্ত হইয়াছে যে, ভোজন করিলে যে ফল হয়, গৃহে ব্রাহ্মণগণের বাসের দ্বারাও সেই ফল হয়, (অতএব ভোজনের আবশ্যকতা নাই)। তাহা হইলে পক্ব ওদনের প্রয়োজন কি, তাহাই পঞ্চম কণ্ডিকায় উক্ত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে বলা হইতেছে যে, পক্ব ওদনে ঘৃত ঢালিয়া সেই ঘৃত দ্বারা লিপ্ত সমিৎ অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলে শমীগর্ভ অগ্নিকে পাওয়া যায়, শমী-গর্ভস্থ অগ্নিই প্রশস্ত। এই সমিৎ-নিক্ষেপ কখন করিতে হইবে, তাহাই কণ্ডিকার শেষ অংশে প্রতিপাদিত হইয়াছে—অর্থাৎ এই সমিদাধান অগ্ন্যাধানের পূর্ব্বে এক বৎসর ধরিয়া করিতে হইবে। ঐ পক্ব ওদন ভোজন করিলে যে ফল হয়, এইরূপ সমিদ্ আধান করিলেও সেই ফল হয়; অতএব তাহা ভোজন করিবার প্রয়োজন নাই, ভোজনবিধি অনাদরণীয়। ষষ্ঠ কণ্ডিকায় প্রদর্শিত হইয়াছে যে, ভাল্লবেয়ের মতে তাদৃশ ওদনের পাকই অসঙ্গত অসমৃদ্ধিকর ("চাতুষ্প্রাশ্যকরণমসঙ্গতং, অতোঽসমৃদ্ধিক এব তথাবিধোদনপাক ইতি ভাল্লবেয়াভিপ্রায়ঃ"—সায়ণ); কেননা, তিনি অগ্নিকে আধান করিতে গিয়া আবার অগ্নিতেই যে কিছু করিবেন, তাহা ঠিক হয় না। ইহার পর যাহা উক্ত হইয়াছে, সায়ণ বলেন, তাহাতে তাদৃশ অন্নের ভোজনই প্রতিপাদিত হইয়াছে ("তমিমং দোষং পরিহৃত্য প্রাশনপক্ষমেব নিগময়তি")। তাঁহার এবিষয়ে শেষ মন্তব্য এই—"অতঃ পক্বতণ্ডুলো ন হোমার্থঃ, কিন্তু প্রাশনার্থ ইত্যভিপ্রায়ঃ।" কিন্তু মূল ব্রাহ্মণের তাৎপর্য্য যেন কিছু বিভিন্ন বোধ হয়। প্রথমতঃ, ৪র্থ কণ্ডিকায় চাতুষ্প্রাশ্য ওদনের পাক ও ঐ পাকের প্রয়োজন উল্লিখিত হইয়াছে, ও তাহার পর তাহার নিষেধ ও যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে। ৫ম কণ্ডিকায় দেখান হইয়াছে যে, চাতুষ্প্রাশ্য ওদন পাক করিয়া তাহা দ্বারা উক্ত প্রকার হোমে শমীগর্ভস্থ অগ্নি লাভ হয়, অতএব চাতুষ্প্রাশ্য ওদন হোমের জন্য, ভোজনের জন্য নহে। ইহাতে বলা হইয়াছে যে, আধানের পূর্ব্বে সংবৎসর যাবৎ ঐ বিধিতেই সেই অভিলষিত সিদ্ধ হয়, ঐ দিন আর ঐ পাক করিবার প্রয়োজন নাই। ৬ষ্ঠ কণ্ডিকাতেও পাক নিষেধ করা হইয়াছে, এবং তাহাতে আর একটি যুক্তি দেখান হইয়াছে।

৭। তিনি (সেই রাত্রি পত্নীর সহিত) জাগরণ করেন। দেবগণ জাগরণ করেন ; সেই জন্য তিনি ইহাতে দেবগণেরই নিকট উপস্থিত থাকেন,[১৫] এবং সদেবতর,[১৬] শ্রান্ততর ও তপস্বিতর হইয়া অগ্নিদ্বয়কে আধান করেন। তিনি ইচ্ছা করিলে নিদ্রা যাইতে পারেন ; কেননা, অনাহিতাগ্নি ব্যক্তির ব্রতচর্য্যা নাই, কারণ তিনি যতক্ষণ অনাহিতাগ্নি, ততক্ষণ মানুষ থাকেন ;[১৭] অতএব তিনি ইচ্ছা করিলে নিদ্রা যাইবেন।[১৮]

৮। এখানে কেহ কেহ (সূর্য্য) অনুদিত থাকিতেই (অগ্নিকে) মন্থন করেন, এবং তাহার পর উদিত হইলে তাহাকে পূর্ব্বদিকে (আহবনীয়ের জন্য) লইয়া যান। (এতৎসম্বন্ধে) তাঁহারা বলেন যে, 'ইহাতে আমরা প্রাণ ও উদান এবং মন ও বাক্যের পরিপ্রাপ্তির জন্য দিবা ও রাত্রি উভয়কেই পরিগ্রহ করি।' কিন্তু তাহা সেরূপ করিবে না ; কেননা, সেরূপে ইহার উভয় (আহবনীয় ও গার্হপত্য) অগ্নিই (সূর্য্য) অনুদিত থাকিতেই (অর্থাৎ রাত্রিতেই) আহিত হয় ; কারণ, তিনি (সূর্য্য) অনুদিত থাকিতে মন্থন করিয়া (সূর্য্য) উদিত হইলে তাহা পূর্ব্বদিকে লইয়া যান।[১৯] যিনি (সূর্য্য) উদিত হইলে আহবনীয়কে মন্থন করেন,তিনি তাহা (পূর্ব্বোক্ত প্রাণ ও উদানাদি) পরিপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন।[২০]

১৫। উপবসথের দিন দেবগণ যজমানের গৃহে আগমন করেন (১. ১. ৪. ১), এই দেবগণ জাগিয়া থাকেন বলিয়া গৃহপতি যজমানের নিদ্রাগমন যুক্ত নহে—সায়ণ।

১৬। সদেবতর—অধিকতর দেবযুক্ত।

১৭। দ্রঃ—২য় কণ্ডিকা ; তুলঃ—১.১.১.৪,৬ ; ১.৭.৪.২৩।

১৮। কা. শ্রৌ. ৪.৮.১৩।; এই রাত্রিতে প্রাগুক্ত অগ্নিকে কাষ্ঠখণ্ড বা গোময়পিণ্ড দ্বারা প্রজ্বলিত রাখিতে হয়। কা. শ্রৌ. ৪.৮-১৪।

১৯। সূর্য্যোদয়ের পর আহিত হইলেও তাহা সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে (অতএব রাত্রিতে) মথিত হয় বলিয়া ইহার রাত্রি সম্বন্ধ নিষেধ করা যায় না। অতএব বস্তুত ইহাও সূর্য্য অনুদিত থাকিতেই আহিত হয় বলিতে হইবে।

২০। কাত্যায়ন উদিতে অনুদিতে উভয়ত্রই আধানের বৈকল্পিক বিধান করিয়াছেন ; কা.শ্রৌ.৪.৮.২১-২২। এখানে তাৎপর্য্য এই :—গার্হপত্য ও আহবনীয় এই উভয় অগ্নির মধ্যে কাহারো কাহারো মতে আহবনীয় অগ্নির মন্থন সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে, এবং কাহারো কাহারো মতে সূর্য্যোদয়ের পরে করিতে হয়। মূল ব্রাহ্মণে সূর্য্যোদয়ের পরেই মন্থন সমর্থিত হইয়াছে। মথিত অগ্নির উদ্ধরণ বা তত্তৎ স্থানে লইয়া যাওয়া উভয় মতেই সূর্য্যোদয়ের পরে হইয়া থাকে। কা. শ্রৌ. ৪,৮.২৩।

৯। দিবাই দেবগণ ; যে ব্যক্তি (সূর্য্য) অনুদিত থাকিতে মন্থন করেন, তিনি পাপকে অপহত (তাড়িত) করিতে পারেন না, কেননা, পিতৃগণের পাপ অপহত নহে ; তিনি আয়ুর (শেষ হইবার) পূর্ব্বেই মৃত হন, কেননা পিতৃগণ মর্ত্ত্য। কিন্তু যিনি এইরূপ (বক্ষ্যমাণ তত্ত্বকে) জানিয়া সূর্য্য উদিত হইলে আধান করেন, তিনি পাপকে অপহত করেন, কেননা, দেবগণের পাপ অপহত ; তাঁহার যদিও অমৃত্বের আশা নাই, তথাপি তিনি সমগ্র আয়ু প্রাপ্ত হন, কেননা দেবগণ অমৃত ; তিনি শ্রীপ্রাপ্ত হন, কেননা দেবগণ শ্রীস্বরূপ ; তিনি যশস্বী হন, কেননা, দেবগণ যশঃস্বরূপ।

১০। তাঁহারা এখানে বলেন—'অগ্নি যদি ঋকের দ্বারা আহিত না হয়, সামের দ্বারা না হয়, এবং যজুরও দ্বারা না হয়, তবে কাহার দ্বারা আহিত হয় ?' ইহা (অগ্নি) ব্রহ্মেরই, (অতএব) ব্রহ্ম দ্বারা ইহা আহিত হয়। বাক্যই ব্রহ্ম, সেই বাক্যের সত্যই [২১] ব্রহ্ম, এবং এই (বক্ষ্যমাণ) ব্যাহৃতিসমূহ সত্যই ; অতএব সত্য দ্বারাই ইহা (অগ্নি) আহিত হইয়া থাকে।

১১। 'ভূঃ' এই বলিয়াই প্রজাপতি ব্রহ্মকে (ব্রাহ্মণজাতিকে) উৎপাদন করিয়াছেন, 'ভুবঃ' এই বলিয়া ক্ষত্রকে (ক্ষত্রজাতিকে), এবং 'স্বঃ' এই বলিয়া দ্যোকে। যে-পর্য্যন্ত এই (ভূ-প্রভৃতি) লোক রহিয়াছে, এই সমস্ত (জগৎ) তাবৎ পর্য্যন্তই ; অতএব সমস্তেরই দ্বারা (ইহাঁর অগ্নি) আহিত হয়।

১২। 'ভূঃ' এই বলিয়াই প্রজাপতি আত্মাকে (নিজেকে) উৎপাদন করিয়াছেন, 'ভুবঃ' এই বলিয়াই প্রজাকে, এবং 'স্বঃ' এই বলিয়া পশুসমূহকে। যে-পর্য্যন্ত আত্মা, প্রজা ও পশুসমূহ, এই সমস্ত (জগৎ) তাবৎপর্য্যন্তই ; অতএব সমস্তেরই দ্বারা (ইহাঁর অগ্নি) আহিত হয়।

১৩। তিনি "ভূর্ভুবঃ" এই মাত্র দ্বারা গার্হপত্যকে আধান করেন ; কেননা, তিনি যদি সমস্ত (তিন ব্যাহৃতি) দ্বারা আধান করেন, তবে আহবনীয়কে কাহার দ্বারা আধান করিবেন ? (অতএব) তিনি দুইটী অক্ষর [২২] অবশিষ্ট

২১। অর্থাৎ বাক্যের যাহা ভূতার্থপ্রতিপাদক, তাহাই।

২২। 'স্বঃ' — 'সুবঃ'।

রাখেন, এবং তাহাতেই এই সমস্ত (অর্থাৎ পাঁচটি 'পদাংশ')[২৩] অগ থাকে। তিনি 'ভূর্ভুবঃস্বঃ' এই সেই পাঁচটি (পদাংশ) দ্বারা আহবনীয়কে আধান করেন। তাহারা আটটি অক্ষর হইয়া থাকে,[২৪] ও গায়ত্রী আট অক্ষরেই হয়, এবং গায়ত্রীই অগ্নির ছন্দ; অতএব তিনি ইহাকে (অগ্নিকে) ইহার নিজের ছন্দ দ্বারাই আহিত করেন।

১৪। দেবগণ যখন অগ্নিদ্বয়কে আধান করিবেন বলিয়া প্রস্তুত হইয়াছিলেন, তখন তাঁহাদিগকে অসুর ও রক্ষোগণ এই বলিয়া 'রক্ষা' (প্রতিবন্ধ, নিরোধ) করিয়াছিল[২৫]—'অগ্নি উৎপাদিত হইবে না, তোমরা অগ্নিদ্বয় আধান করিবে না!' যেহেতু তাহারা (তাঁহাদিগকে) 'রক্ষা' করিয়াছিল, সেই জন্য র ক্ষঃ (নামে খ্যাত) হইয়াছে।

১৫। অনন্তর দেবগণ এই অশ্বরূপ বজ্র দেখিতে পাইলেন, ও তাহাকে পুরোভাগে স্থাপিত করিলেন, এবং তাহাতে ভয়রহিত, নাশকজীবরহিত ও নিবাত স্থানে অগ্নি উৎপন্ন হইল। অতএব তিনি (অধ্বর্য্যু) যখন অগ্নিকে মন্থন করিবেন, তখন (আগ্নীধ্রকে) অশ্ব আনিবার জন্য বলিবেন। তাহা পূর্ব্বভাগে উপস্থিত হয়,[২৬] এবং তিনি ইহাতে বজ্রকেই উচ্ছ্রিত করেন, ও ইহার দ্বারা ভয়রহিত, নাশকজীবরহিত ও নিবাত স্থানে অগ্নি জাত হয়।

১৬। তাহা (অশ্ব) পূর্ব্ববাহী[২৭] হইবে, কেননা তাহা অপরিমিত বীর্য্য (লাভ করিয়া) বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। যদি তিনি পূর্ব্ববাহীকে না পান, তবে যে-কোন অশ্ব হইতে পারে। যদি অশ্ব না পান, তবে বৃষই হইবে, কেননা, ইহা বৃষের সহিত সম্বদ্ধ।[২৮]

২৩। 'ভূঃ' এক, 'ভুবঃ' দুই, এবং 'স্বঃ' বা 'সুবঃ' তিন, এই পাঁচটি পদাংশ।

২৪। গার্হপত্যাধানে 'ভূঃ' এক, 'ভুবঃ' দুই,—এই তিন; এবং আহবনীয়াধানে ঐ তিন, এবং 'স্বঃ' দুই,—এই পাঁচ; মোট আটটি অক্ষর বা পদাংশ।

২৫। দ্রঃ ১.১.১.১৫; ১ম কাণ্ড, ৭ পৃষ্ঠা।

২৬। আগ্নীধ্র গার্হপত্য ঘরের পশ্চিম প্রদেশে অশ্বকে আনিয়া পূর্ব্বভাগে পশ্চিমমুখে স্থাপন করেন। কা. শ্রৌ. ৪. ৮. ২৪-২৬।

২৭। "পূর্ব্ববাট্;" পূর্ব্ব অর্থাৎ প্রথম বয়সে যে বাহন করে, অর্থাৎ তরুণ।

২৮। "এষ হোবাস্যুড়ুহো বন্ধুঃ;" এস্থানে "এষঃ" পদে অগ্নিকে ধরা যাইতে পারে, কেননা, ইহার পরে (ত্রয়োদশ কাণ্ডে ৪ প্র., ৭ ব্রা. ৬ ক.) বৃষকে আ গ্নে য় বলা হইয়াছে। সায়ণাচার্য্য

১৮। তাঁহারা যখন তাহা (অগ্নিকে)[২২] পূর্ব্বদিকে লইয়া যান, তখন সম্মুখে অশ্বকে লইয়া যান, কেননা, সে ইহাতে পুরোভাগে নাশক জীব রক্ষোগণকে অপহত করিতে করিতে গমন করে, এবং তাঁহারা অভয় ও নাশকজীবহীন (পথ) দ্বারা (সেই অগ্নিকে) লইয়া যাইতে পারেন।

১৯। তাঁহারা তাহা (অগ্নিকে) সেইরূপ ভাবে লইয়া যাইবেন, যাহাতে তাহা ইহার (যজমানের) অভিমুখে আসিতে পারে ; কেননা; এই যে অগ্নি, ইহাই যজ্ঞ (-সাধন), এবং (এই) যজ্ঞ অভিমুখ হইয়াই ইহাতে (যজমানে) প্রবেশ করে,—ঐ সুত্বরে ইহার নিকটে উপস্থিত হয় ; আর যাঁহার নিকট হইতে (এই অগ্নি) পরাঙ্মুখ হয়, যজ্ঞও তাঁহার নিকট হইতে পরাঙ্মুখ হইয়া থাকে ; এবং যদি কোন ব্যক্তি সেই সময় ইহাকে (যজমানকে) এই বলিয়া

বলেন—ঐ পদে অশ্ববিধির অর্থবাদ ধরিতে হইবে—"অশ্ববিধেরয়ং স্তাবকোঽর্থবাদঃ, অনডুদ্বিধেরপি এষ এব স্তাবক ইত্যর্থঃ।" এই কণ্ডিকার সহিত তুলনীয়—১.২.১.৬, ১ম কাণ্ড, ৫৩ পৃ.।

২৯। মন্থন দ্বারা অগ্নি উৎপন্ন হইলে, যজমান সেই অগ্নিকে একটি শুষ্কগোময়চূর্ণযুক্ত খর্পরে (খোলায়) ধারণ করিয়া "আমি অমৃতে প্রাণ স্থাপন করিতেছি!" ("প্রাণমমৃতে দধে") এই মন্ত্রে তাহাতে ফুৎকার প্রদান করেন। অনন্তর অগ্নি সন্দীপ্ত হইয়া উঠিলে তিনি তাহার জ্বালাকে ঊর্দ্ধ্বশ্বাসে এই মন্ত্রে মুখমধ্যে গ্রহণ করেন—"অমৃতকে প্রাণে স্থাপিত করিতেছি!" ("অমৃতং প্রাণ আদধে"; দ্রষ্টব্য—২.১.৬.১৫)। অনন্তর যজ্ঞিয় কাষ্ঠ দ্বারা অগ্নিকে সমুজ্জ্বলিত করিয়া এই মন্ত্রে (বা.স.৩.৫) গার্হপত্য-খরে স্থাপন করা হয়—"ওঁ ভূর্ভুবঃ! হে ব্রতপতি, আমি অমুকের ব্রতের দ্বারা তোমাকে আহিত করিতেছি!" এস্থলে যাহাদের প্রবর ভৃগু, ও যাহাদের অঙ্গিরাঃ, তাহাদের সম্বন্ধে যথাক্রমে 'ভৃগূণাং ত্বা দেবানাং' ও 'অঙ্গিরসাং ত্বা দেবানাং' বলিতে হয়; অপরের পক্ষে 'আদিত্যানাং ত্বা দেবানাং' বলিতে হয়। যজমান ক্ষত্রিয় হইলে 'বরুণস্য ত্বা ব্রতপতে', ক্ষত্রিয় রাজা হইলে 'ইন্দ্রস্য ত্বা ব্রতপতে', বৈশ্য হইলে 'মনোষ্টিা গ্রামণ্যো ব্রতপতে', এবং রথকার হইলে 'ঋভূনাং ত্বা ব্রতপতে' বলিবার নিয়ম। অনন্তর যজমানের প্রেরণায় ব্রহ্মা রথন্তর সাম গান করেন, এবং উদ্ধরণ অর্থাৎ গার্হপত্য-খর হইতে আহবনীয়ের জন্য অগ্নিকে লইয়া যাওয়া আরম্ভ হয়। এই উদ্ধরণ করিতে হইলে পলাশ বা অন্য কোন বিহিত বৃক্ষের অন্যূন ২১ খানি সমিৎ একত্র বন্ধন করিয়া তাহার মূলদেশ ঐ গার্হপত্য অগ্নিতে ধরাইয়া তাহার অপর ভাগে মৃত্তিকার প্রলেপ দিতে হইবে, এবং তদনন্তর তাহা মৃত্তিকাযুক্ত কোন খর্পরে করিয়া আহবনীয়ের নিকট এরূপ ভাবে লইয়া যাইতে হইবে, যেন সেই ধূম যজমানের গাত্রে লাগিতে পারে। এই যাইবার সময় অগ্রে অগ্রে অশ্বকে লইয়া যাওয়া হয়। কা. শ্রৌ. ৪.৮.২৬,৯.১১।

শাপ প্রদান করে" যে, 'যজ্ঞ ইঁহার নিকট হউতে পরাঙ্মুখ হউক!' তিনি সেইরূপই হইবার যোগ্য হইবেন।

২০। ইহা (সেই অগ্নি) প্রাণই; এবং তাঁহারা ইহাকে সেইরূপেই লইয়া যাইবেন, যাহাতে 'ইহা ইঁহার' (যজমানের) নিকটে অভিমুখ হইয়া আসিতে পারে, কেননা, প্রাণ অভিমুখ হইয়াই ইঁহাতে প্রবেশ করে। আর যাঁহার নিকট হইতে এই অগ্নি পরাঙ্মুখ হয়, প্রাণও তাঁহার নিকট হইতে পরাঙ্মুখ হইয়া থাকে; এবং সেই সময় যদি কোন ব্যক্তি ইঁহাকে (যজমানকে) এই বলিয়া শাপ প্রদান করে যে, 'প্রাণ ইঁহার নিকট হইতে পরাঙ্মুখ হউক!' তিনি সেইরূপই হইবার যোগ্য হন।

২১। এই যাহা বহিতেছে (বায়ু), যজ্ঞ তাহাই (তৎস্বরূপ); তাঁহারা তাহা (অগ্নিকে) সেইরূপেই বহন করিবেন, যাহাতে তাহা ইঁহার নিকটে অভিমুখ হইয়া আসিতে পারে; কেননা, যজ্ঞ অভিমুখ হইয়াই ইঁহাতে (যজমানে) প্রবেশ করে,—যজ্ঞ সত্বরে ইঁহার নিকটে উপস্থিত হয়। আর যাঁহার নিকট হইতে (অগ্নি) পরাঙ্মুখ[৩০] হয়, যজ্ঞও তাঁহার নিকট হইতে পরাঙ্মুখ হয়; এবং সেই সময়ে যদি কোন ব্যক্তি ইঁহাকে শাপ প্রদান করে যে, 'যজ্ঞ ইঁহার নিকট হইতে পরাঙ্মুখ হউক!' তিনি সেইরূপই হইবার যোগ্য হন।

২২। ইহা (সেই অগ্নি) প্রাণই; তাঁহারা তাহা সেইরূপেই বহন করিবেন, যাহাতে তাহা ইঁহার নিকট অভিমুখ হইয়া আসিতে পারে; কেননা প্রাণ অভিমুখ হইয়াই ইঁহাতে প্রবেশ করে। আর যাঁহার নিকট হইতে (অগ্নি) পরাঙ্মুখ হয়, প্রাণও তাঁহার নিকট হইতে পরাঙ্মুখ হয়; এবং সেই সময়ে যদি কোন ব্যক্তি

৩০। অশ্বকে পূর্ব্বমুখ করিয়া লইয়া যাইতে যাইতে আহবনীয়-খরের নিকট উপস্থিত হইলে অধ্বর্য্যু উপবেশন করিয়া প্রাঙ্মুখস্থিত অশ্বের অগ্রবর্ত্তী দক্ষিণ পদের দ্বারা আহবনীয় খরে স্থাপিত পূর্ব্বোক্ত হিরণ্যাদি সম্ভারকে আক্রমণ করাইয়া, সেই অশ্বকে আরও পূর্ব্বমুখে লইয়া গিয়া প্রদক্ষিণাবর্ত্তে আবার ঘুরাইয়া আনিয়া সম্মুখে পশ্চিমাভিমুখে স্থাপন করেন; এবং অশ্ব সেইরূপে স্থাপিত হইলে ব্রহ্মা বৃহৎ সাম গান করেন। অশ্বকে আহবনীয়-খরের উত্তর দিক্ দিয়া লইয়া যাইতে হয়। মূল ব্রাহ্মণে অশ্বকে ফিরাইয়া আনিয়া উত্তরমুখে স্থাপন করিবার কথা উক্ত হইয়াছে, "তমুদঞ্চং প্রমুঞ্চতি।" কাত্যায়নশ্রৌতসূত্রের ব্যাখ্যা ও পদ্ধতিতে পশ্চিমমুখের কথা দৃষ্ট হয়; Eggeling ইহাই গ্রহণ করিয়াছেন। দ্রষ্টব্য—কা. শ্রৌ. ৪. ৯. ১০, যাজ্ঞিকদেব-পদ্ধতি।

ইহাকে শাপ প্রদান করেন, যে, 'ইহার নিকট হইতে প্রাণ পরাঙ্মুখ হউক!' তিনি সেইরূপই হইবার যোগ্য হন। অতএব তাঁহারা সেইরূপেই তাহা বহন করিবেন।

২৩। অনন্তর তিনি (অধ্বর্যু) অশ্বকে পদক্ষেপ করান। তিনি তাহাকে পদক্ষেপ করাইয়া পূর্ব্বাভিমুখ করিয়া লইয়া যান, এবং পুনর্ব্বার প্রত্যাবর্ত্তন করান ও উত্তরমুখ করিয়া রাখেন। অশ্ব বীর্য্যই; এবং যেহেতু তিনি মনে করেন যে, 'পাছে ইহা (যজমান) হইতে বীর্য্য পরাঙ্মুখ হইয়া যায়,' সেই জন্য পুনর্ব্বার তাহাকে প্রত্যাবর্ত্তন করান।

২৪। তিনি অশ্বের পদচিহ্নে[৩১] তাহা (অগ্নি) স্থাপন করেন। অশ্ব বীর্য্যই; অতএব ইহা দ্বারা তিনি ইহাকে বীর্য্যেই আধান করেন। তিনি সেইজন্য অশ্বের পদচিহ্নে আধান করেন।[৩২]

২৫। তিনি প্রথমে মৌনাবলম্বনেই (অশ্বপদচিহ্নকে সেই কাষ্ঠস্থ অগ্নি দ্বারা) স্পর্শ করেন, ও অনন্তর তাহা উঠাইয়া আবার স্পর্শ করেন, এবং তৃতীয় বার "ভূর্ভুবঃ স্বঃ!"[৩৩] এই মন্ত্রেই আধান করেন।

২৬। (এ বিষয়ে) এই দ্বিতীয় (মত রহিয়াছে)—তিনি প্রথমে মৌনাবলম্বনেই স্পর্শ করেন, ও অনন্তর তাহা উঠাইয়া "ভূর্ভুবঃ স্বঃ!" এই মন্ত্রেই দ্বিতীয় বারে আধান করেন। যে ব্যক্তি ইহাতে (পৃথিবীতে) অপ্রতিষ্ঠিত থাকিয়া কোন ভার উত্তোলন করে, সে তাহা উত্তোলন করিতে পারে না, প্রত্যুত তাহাই তাহাকে সংশীর্ণ করিয়া দেয়।[৩৪]

২৭। তিনি যে মৌনাবলম্বনে স্পর্শ করেন, তাহাতে (পৃথিবীরূপ) এই প্রতিষ্ঠিতাতেই প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকেন; তিনি প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া আধান করেন,

৩১। অর্থাৎ আহবনীয়-খরের মধ্যে অশ্বখুরের চিহ্নে।

৩২। তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণে (১. ১. ৫. ৯) অশ্বপদচিহ্নে অগ্নিস্থাপন নিন্দাপূর্ব্বক নিষিদ্ধ হইয়াছে; তবে এক পার্শ্বে অশ্বের পদক্ষেপ করান বিহিত হইয়াছে।

৩৩। বা. স. ৩. ৫; কা. শ্রৌ. ৪. ৯. ১৬। এখানে বিকল্পে প্রথম স্পর্শ বা দ্বিতীয় স্পর্শেও আধান বিহিত হইয়াছে। পরবর্ত্তী কণ্ডিকা দ্রষ্টব্য।

৩৪। শেষোক্ত বাক্যের পরবর্ত্তী কণ্ডিকার সহিত সম্বন্ধ

এবং তাহাতে বিচলিত হন না। এখানে আ সু রি, পা ঞ্চি, ও মা ধু কি ইহাকে (অগ্নিকে) যেন (আহবনীয়-খরের) পশ্চাৎ (বা পশ্চিম) ভাগে ধারণ করিয়াছিলেন। অন্য সমস্তই[৩৫] (অগ্নিস্পর্শে) অবসন্ন হইয়া যায়, এই জন্য তিনি প্রথম বারেই (অগ্নিকে) উঠাইয়া "ভূর্ভুবঃ স্বঃ" এই মন্ত্রে আধান করিবেন; কেননা, ইহাতেই (ঐ সমস্ত) অনবসন্ন থাকিবে। তিনি ইহাদের মধ্যে[৩৬] যেরূপ ইচ্ছা করেন, সেইরূপ করিবেন।

২৮। অনন্তর তিনি (যজমান) ঘুরিয়া (অগ্নির) পূর্ব্বভাগে গমনপূর্ব্বক জ্বলন্ত ইন্ধনসমূহের পূর্ব্বভাগ (অগ্রভাগ)[৩৭] গ্রহণ করিয়া (এই মন্ত্র) জপ করেন—"দ্যৌর ন্যায় বহুত্বে, পৃথিবীর ন্যায় মহত্ত্বে!"[৩৮] তিনি যে বলেন "দ্যৌর ন্যায় বহুত্বে," তাহাতে এই বলেন যে, 'ঐ দ্যৌ যেমন নক্ষত্রসমূহে বহু, আমিও এইরূপ বহু হইব!' তিনি যে বলেন "পৃথিবীর ন্যায় মহত্ত্বে," তাহাতে এই বলেন যে, 'এই পৃথিবী যেমন মহতী, আমিও এইরূপ মহান্ হইব!'—"হে দেব যজনী[৩৯] পৃথিবী, সেই তোমার পৃষ্ঠে,"—কেননা, তিনি ইহার (পৃথিবীর) পৃষ্ঠে (অগ্নিকে) আধান করেন,—"অন্ন ভোজনের জন্য অন্নভোজী অগ্নিকে আধান করিতেছি!" কেননা, অগ্নি অন্নভোজী, এবং তিনি তাহাতে এই বলেন যে 'আমি অন্নভোজী হইব!' ইহা আশীঃপ্রার্থনা; তিনি যদি ইচ্ছা করেন, ইহা জপ করিবেন, আর যদি ইচ্ছা না করেন, ইহা আদৃত করিবেন না।[৪০]

২৯। অনন্তর তিনি স র্প রা জ্ঞী র[৪১] ঋক্‌সমূহের দ্বারা অগ্নির উপস্থান

৩৫। অর্থাৎ খরস্থিত দ্রব্য।

৩৬। অর্থাৎ প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বারে অগ্নি স্থাপনের মধ্যে যে বারে ইচ্ছা করেন, সেইবারে স্থাপন করিবেন।

৩৭। মূলভাগে অগ্নি ধরান হইয়াছিল; ২৯শ টীকা দ্রষ্টব্য।

৩৮। বা. স. ৩. ৫; কা. শ্রৌ; ৪.৯. ১৭।

৩৯। দেবগণের যাগের আধারভূতা।

৪০। অর্থাৎ জপ করিবেন না।

৪১। দ্রষ্টব্য—ঐ. ব্রা. ৫.৪.৪; এস্থানে ঐ শব্দে পৃথিবী বর্ণিত হইয়াছে; (মূল শতপথের পরবর্ত্তী কণ্ডিকা দ্রষ্টব্য) কেননা, এই পৃথিবী "সর্পতো রাজ্ঞী"—অর্থাৎ গমনপ্রবৃত্ত ব্যক্তির স্বামিনী, কারণ ইহা তাহাকে ধারণ করিয়া থাকে। এই পৃথিবী পূর্ব্বে "অলোমিকা" (লোমহীনা) ছিল, এবং লোম পাইবার জন্য কয়েকটি মন্ত্র দর্শন করিয়াছিল; তাহাতে তাহার ওষধি ও বনস্পতি-রূপ লোম

করেন—"'এই চিত্রবর্ণ গমনশীল ("গৌঃ")[৪২] আগমন করিয়াছে, এবং পূর্ব্বভাগে মাতাকে (পৃথিবীকে) ও স্বর্লোকের প্রতি গমন করিয়া পিতাকে (দ্যুলোককে) প্রাপ্ত হইয়াছে।"—"ইহার প্রাণাপানপ্রেরিকা দীপ্তি অভ্যন্তরে বিচরণ করিতেছে, (এই) মহান্ দ্যুলোককে প্রকাশিত করিতেছে।"[৪৩]—"যিনি প্রতিদিন দ্যুতিসমূহের দ্বারা (মুহূর্ত্তরূপ) ত্রিংশৎ স্থানে বিরাজ করেন, (সেই) পতঙ্গের[৪৪] উদ্দেশে (স্তুতিরূপ) বাক্য উচ্চারিত হয়।"[৪৫] 'সন্তারসমূহের দ্বারা, বা নক্ষত্রসমূহের দ্বারা, বা ঋতুসমূহের দ্বারা, বা আধানের দ্বারা ইহার যাহা অপ্রাপ্ত থাকে, তৎসমুদয়ই ইহা দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায়; অতএব তিনি স র্প রা জ্ঞী র ঋক্‌সমূহের দ্বারা উপস্থান করিবেন।

৩০। তদ্বিষয়ে (কেহ কেহ) বলিয়াছেন—'স র্প রা জ্ঞী র ঋক্‌সমূহের দ্বারা উপস্থান করিবে না; কেননা, এই পৃথিবীই স র্প রা জ্ঞী, অতএব তিনি যে ইহাতে আধান করেন, তাহাতেই সমস্ত কাম্য বস্তু প্রাপ্ত হন। অতএব স র্প রা জ্ঞী র ঋক্‌সমূহের দ্বারা উপস্থান করিবে না।'

উৎপন্ন হয়। সায়ণ এস্থানের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়া কহিয়াছেন—'স র্প রা জ্ঞী ভূমির অবতাররূপ কোন দেবতা', 'এই ভূমি দেবতাশরীর গ্রহণ করিয়া ব্রহ্মবাদিনী হইয়াছিলেন;' তিনি ঋগ্বেদভাষ্যে (১০-১৮৯) স র্প রা জ্ঞী কে ঋষি বলিয়াছেন, এবং তাণ্ড্যব্রাহ্মণে (৯.৮.৭) ব্রহ্মবাদিনী লিখিয়াছেন। তিনি শতপথের এই স্থলে ব্যাখ্যা করিয়াছেন—'সর্পণ (গমন)-শীল প্রাণিগণের রাজ্ঞী।' মহীধর বলেন (বা. স. ৩.৬) সর্পরাজ্ঞী পৃথিব্যভিমানিনী কদ্রূ। দ্রষ্টব্য—আর্ষেয়ব্রাহ্মণ, ৩.২০। ঋগ্বেদের ১০.১৮৯ তম সূক্তের অন্তর্গত ঋক্‌ত্রয় সর্পরাজ্ঞী-দৃষ্ট; ইহার দেবতা সূর্য্য, অথবা স্বয়ং স র্প রা জ্ঞী ই।

৪২। 'যিনি যজ্ঞসম্পত্তির জন্য তত্তৎ যজমানগৃহে গমন করেন, অর্থাৎ অগ্নি'—মহীধর; ইনি বলেন যে, অগ্নিকে এখানে সূর্য্যরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। ঋগ্‌ভাষ্যে এই মন্ত্র সূর্য্যপক্ষে ব্যাখ্যাত হইয়াছে; সেখানে 'গো' শব্দের ব্যুৎপত্তিলব্ধ অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে। Eggeling স্পষ্টত bull লিখিয়াছেন।

৪৩। অগ্নি এখানে বায়ুরূপে বর্ণিত হইয়াছে—মহীধর।

৪৪। পতঙ্গ—পক্ষী বা সূর্য্য, এস্থলে অগ্নি; পতন্ গচ্ছতীতি পতঙ্গঃ। অগ্নি প্রথমে অরণি হইতে পাতিত হইয়া গার্হপত্য-স্থানে গমন করে, এবং সেখান হইতে আহবনীয়-স্থানে গমন করে—মহীধর।

৪৫। বা. স. ৩.৬.৮; ঋ. স. ১০.১৮৯; কা. শ্রৌ. ৪. ৯. ১৮-১৯।

পঞ্চম ব্রাহ্মণ

[১ পূর্ণাহুতি, তাহার উদ্দেশ্য, লৌকিক দৃষ্টান্তে তাহার সমর্থন;—২ ঐ আহুতি প্রদান না করিলে অগ্নি অধ্বর্য্যু বা যজমানকে দগ্ধ করে;—৩ ঐ আহুতি পূর্ণ হওয়া আবশ্যক, তাহার প্রয়োজন, আহুতিতে 'স্বাহা' শব্দের উচ্চারণ;—৪ প্রজাপতির হোমের দৃষ্টান্তে স্বাহা-শব্দোচ্চারণের সমর্থন, পূর্ণাহুতির পরে যজমান-কর্ত্তৃক (অধ্বর্য্যু ও ব্রহ্মাকে) বর প্রদান, তাহার ফল;—৫ কেহ কেহ বলেন ঐ আহুতির পর পরবর্ত্তী হবিসমূহের আর আবশ্যকতা নাই;—৬ পবমান-অগ্নির জন্য হবির গ্রহণ ও তৎপ্রশংসা;—৭ পাবক-অগ্নির জন্য হবিগ্রহণ ও তৎপ্রশংসা;—৮ শুচি-অগ্নির জন্য হবিগ্রহণ ও তৎপ্রশংসা;—উক্ত হবিত্রয়কে অবশ্য গ্রহণ করিবার অনুকূলে যুক্তি;—৯-১২ পূর্ব্বোক্ত ইষ্টিসমূহের প্রকারান্তরে প্রশংসা;—১৩—১৫ পবমানেষ্টি না করার দোষ ও আখ্যায়িকা দ্বারা তাহার কর্ত্তব্যতা-নির্দ্ধারণ;—১৬ প্রথম হবিতে একখানি ও অপর দুই হবির জন্য সাধারণ ভাবে একখানি বর্হি থাকিবার বিধি ও তাহার সমর্থন;—১৭ পূর্ব্বোক্ত হবিত্রয় পুরোডাশ-স্বরূপ হইয়া থাকে, প্রত্যেকটি পুরোডাশকে আট-আট খানি কপালে পাক করার বিধি ও তাহার প্রশংসা; ১৮—১৯ অদিতির জন্য চরুপ্রদান ও তাহার আবশ্যকতা;—২০ অদিতির ইষ্টিতে স্বিষ্টকৃতের যাজ্যা ও অনুবাক্যা বিরাট্ ছন্দেরই হইবে;—২১ অদিতির ইষ্টিতে ধেনু দক্ষিণা, তাহার কারণ নির্দ্দেশ, ধেনু মাতার ন্যায় মনুষ্যগণকে পোষণ করে;—২২ মতান্তরে পবমানেষ্টিতে পবমানাদি বিশেষণ না দিয়া কেবল অগ্নিপদেই হবিপ্রদান করিতে পারা যায়, এপক্ষেও অদিতির চরু বিধেয়।]

১। তিনি আহবনীয়কে লইয়া যাইবার পর পূর্ণাহুতি হোম করেন।[১]

১। পূর্ণাহুতির পূর্ব্বে (আবশ্যকতা থাকিলে) অন্যান্য অগ্নিও আধান করিয়া লইতে হয়। আহবনীয়ের পর দক্ষিণাগ্নির স্থাপন কর্ত্তব্য। ইহা করিতে হইলে গার্হপত্য অগ্নিরই কিঞ্চিৎ অংশ গ্রহণ করিয়া অথবা পূর্ব্বরক্ষিত (২.১.১.১; ১ম টীকা দ্রষ্টব্য) অগ্নি গ্রহণ করিয়া দক্ষিণাগ্নির ঘরে স্থাপন করিতে হয়। (মন্থন করিয়াও দক্ষিণাগ্নি স্থাপিত করা যায়—আপস্তম্ব)। ইহার পর সভ্য নামক (সভামহি ভবঃ সভ্যঃ) অগ্নির স্থাপন; ইহাকে সভায় স্থাপিত করিতে হয়। বহু ব্যাখ্যাকারেরই মতে এই অগ্নি কেবল ক্ষত্রিয়গণেরই স্থাপনীয়। অন্যতম প্রধান ভাষ্যকার কর্ক এস্থানে কোন মত প্রকাশ করেন নাই; (ইনি সভা-শব্দের ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"যত্র স্থিতোঽধ্যাপয়তি ব্যাচষ্টে বা," তবে কি ব্রাহ্মণের পক্ষে ইহা বিধেয়?) সভ্য অগ্নিকে গার্হপত্যের ন্যায় মন্থন করিয়া স্থাপন করিতে হয়। এই অগ্নি স্থাপিত হইলে (কেবল সভ্য অগ্নির পক্ষেই এই বিধি) যজমান একটি গাভী প্রদান করিয়া ঋত্বিগ্‌গণকে দ্যূতক্রীড়া করিবার জন্য প্রবর্ত্তিত করেন, এবং তাঁহারাও বিহার অর্থাৎ যজ্ঞভূমির উত্তর দিকে একখানি বৃষচর্ম্ম পাতিয়া তদুপরি একটি কাংস্য পাত্রকে

তিনি যে পূর্ণাহুতি হোম করেন, তাহাতে নিজের জন্য এই অগ্নিকে অন্নভোজীই করিয়া থাকেন; তিনি ইহাতে তাহাকে ভোজনীয় অন্ন প্রদান করেন। যেমন (কোন মাতা বা গাভী) জাত কুমার বা বৎসকে স্তন প্রদান করে, তিনিও সেইরূপ তাহাকে (অগ্নিকে) ভোজনীয় অন্ন প্রদান করেন।

২। সে (অগ্নি) এই অন্নের দ্বারা শান্ত হয়, এবং পচ্যমান পরবর্ত্তী হবিসমূহের জন্য উপরত (স্থির) হইয়া থাকে। তিনি যদি এই আহুতিকে হোম না করেন, তাহা হইলে সে নিশ্চয়ই অধ্বর্য্যু বা যজমানকে দগ্ধ করিয়া ফেলে, কেননা, তাঁহারা তাহার নিকটে সঞ্চরণ করেন; সেই জন্য তিনি এই আহুতিকে হোম করেন।

৩। তিনি তাহা (সেই আহুতিকে) পূর্ণ করিয়া হোম করেন; কেননা, পূর্ণ (অর্থে) সমস্ত (বিশ্ব), তিনি ইহাতে সমস্তের দ্বারাই ইহাকে শান্ত করেন। তিনি 'স্বাহা' উচ্চারণ করিয়া হোম করেন; কেননা, স্বাহাকার অনিরুক্ত

অধোমুখরূপে স্থাপন করিয়া পাঁচটি কড়ি অথবা তদভাবে পাঁচটি শলাকা দ্বারা "সমের দ্বারা আমি জয় করিব, বিষমের দ্বারা তুমি জিত হইবে!" এই বলিয়া দ্যূত ক্রীড়া আরম্ভ করেন। অবশেষে সেই গাভীটি ঋত্বিকেরা সকলেই সমভাবে প্রাপ্ত হন। যাজ্ঞিকদেবের পদ্ধতিতে দ্যূতক্রীড়ার পর সভ্য অগ্নির স্থাপন লিখিত হইয়াছে। দ্রঃ—কা. শ্রৌ. ৪.৯.১৯-২১; ঐ পদ্ধতি।

২। পূর্ণাহুতি বিধি কাত্যায়ন-শ্রৌতসূত্রে (৪.১০.৫) বর্ণিত হইয়াছে—প্রথমে পাত্রান্তর হইতে আজ্যস্থালীতে আজ্য ঢালিয়া গার্হপত্যে চাপাইতে হইবে। অনন্তর দর্ভদ্বারা খদিরকাষ্ঠজাত স্রুব ও জুহূর সম্মার্জ্জন—দর্ভের অগ্রদ্বারা অন্তর্ভাগ, এবং মূল দ্বারা বহির্ভাগকে পূর্ব্বোক্ত প্রণালীতে (১.২.৪.৬; ১০ টীকা) সম্মার্জ্জন করিতে হয়। অনন্তর গার্হপত্য হইতে আজ্যকে নামাইয়া উৎপবন ও দর্শন করিয়া স্রুবের দ্বারা আজ্য গ্রহণপূর্ব্বক স্রুক্ অর্থাৎ জুহূ পূর্ণ করিতে হয় ও তাহার নীচে এক পাত্র রাখিতে হয়, যাহাতে পড়িয়া না যায়। অনন্তর একখানি প্রাদেশপরিমাণ পলাশ-সমিৎ গ্রহণপূর্ব্বক গমন করিয়া তিনি আহবনীয়ের উত্তর দিকে উপবেশন করেন, এবং কুশ দ্বারা আহবনীয়কে পরিস্তরণ করেন। পরে উত্থিত হইয়া সেই সমিৎ নিক্ষেপ করিয়া আবার উপবেশন করেন, এবং দক্ষিণ জানু সঙ্কুচিত করিয়া ও যজমানের দ্বারা পৃষ্ঠদেশে স্পৃষ্ট হইয়া স্বাহাকারোচ্চারণ করেন। অনন্তর যজমান অধ্বর্য্যু ও ব্রহ্মাকে বর (অর্থাৎ স্বশক্তি-অনুসারে তাঁহাদের অভিলষিত দ্রব্য বস্ত্রহিরণ্যাদিরূপ দক্ষিণা—হবিস্বামী) প্রদান করেন, ও তাঁহা দ্বারা বাগ্-বিসর্জ্জন বা মৌনত্যাগ করিয়া থাকেন। ইহার পর অগ্নিহোত্র হোম হয়। যাজ্ঞিকদেব-পদ্ধতি, ৩৭৯-৩৮১ দ্রষ্টব্য।

(অব্যাখ্যাত) এবং সমস্তও অনিরুক্ত, তিনি ইহাতে সমস্ত দ্বারাই ইহাকে শান্ত করেন।

৪। প্রজাপতি প্রথম যে আহুতিকে হোম করিয়াছিলেন, তিনি তাহা 'স্বাহা' উচ্চারণ করিয়া করিয়াছিলেন। মূলত ইহা (এই পূর্ণাহুতি) তাহাই (প্রজাপতির আহুতিই); সেই জন্য তিনি 'স্বাহা' বলিয়া হোম করেন। তিনি (যজমান) ইহাতে (এই আহুতিতে, অধ্বর্য্যু ও ব্রহ্মাকে) বর প্রদান করেন;[৩] বর (অর্থে) সমস্ত, অতএব তিনি ইহাতে সমস্ত দ্বারাই ইহাকে (অগ্নিকে) শান্ত করেন।

৫। তদ্বিষয়ে (কেহ কেহ) বলিয়াছেন—'তিনি এই আহুতিকেই হোম করিয়া পরবর্ত্তী হবিসমূহকে (আর) আদর করিবেন না; কেননা, তিনি যে কামনাকে লক্ষ্য করিয়া পরবর্ত্তী হবিসমূহ গ্রহণ করেন, ইহার দ্বারাই সেই কামনা প্রাপ্ত হন।'

৬। তিনি প ব মা ন (যাহা প্রবাহিত হইতেছে) অগ্নিকে (হবি) প্রদান করেন।[৪] প্রাণই পবমান; তিনি ইহার দ্বারা ইহাতে (অগ্নিতে) প্রাণই স্থাপন করেন। তিনি এই (আহুতি) দ্বারাই ইহাতে তাহা স্থাপন করিয়া থাকেন, কেননা, অন্নই প্রাণ, এবং এই আহুতিও অন্ন।

৩। ২য় টীকা দ্রষ্টব্য।

৪। পূর্ব্বোক্ত পূর্ণাহুতির দ্বারাই অগ্ন্যাধেয় সম্পূর্ণ হয়। পূর্ণাহুতির পর অগ্নিহোত্র শেষ হইলে তিনটি ইষ্টির বিধি আছে, এবং তাহাই এখানে বর্ণিত হইতেছে। আধানের পর দ্বাদশ দিনান্তে, বা মাসান্তে, বা দ্বিতীয় মাসান্তে, বা তৃতীয় মাসান্তে, বা ষষ্ঠ মাসান্তে, বা সংবৎসরান্তে এই ইষ্টি করিতে হয়; পূর্ণাহুতির পরেও সেই দিবসে ইষ্টি করিতে পারা যায়; আর শাখান্তরে দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ বা পঞ্চদশ দিবসের অন্তেও তাহার বিধান পাওয়া যায়। ইচ্ছা করিলে এই ইষ্টি না করিলেও চলে। এই তিন ইষ্টির প্রথমটি প ব মা ন (অর্থাৎ 'স্বয়ংশুদ্ধ'—সায়ণ) অগ্নির। দ্বিতীয় ইষ্টিতে দুইটি হবি, একটি পা ব ক ('অন্যের শোধক'—সায়ণ) অগ্নির, এবং অপরটি শুচি ('দীপ্যমান'—সায়ণ) অগ্নির। তৃতীয় ইষ্টি অ দি তি র। প্রথম ও দ্বিতীয় ইষ্টিতে যে তিনটি হবি প্রদত্ত হয়, তাহারা অগ্ন্যাধেয়ের ত নু অর্থাৎ অঙ্গের ন্যায় বলিয়া ("তনুবো বাবৈতা অগ্ন্যাধেয়স্য"—তৈ.ব্রা.১.১.৬.৩) অথবা পবমান, পাবক ও শুচি মূল অগ্নির ত নু বলিয়া (১৪শ কণ্ডিকা) ত নূ হ বি রি ষ্টি নামে কথিত হয়; এবং পবমান অগ্নি প্রথমে থাকায় প ব মা নে ষ্টি নামেও ইহারা খ্যাত। অদিতিকে যে হবি প্রদত্ত হয় তাহা চরু, এবং অপর তিনটি হবি পুরোডাশ; পুরোডাশগুলি প্রত্যেকে আটটি কপালে, এবং চরু চরুস্থালীতে পক্ব হয়। মূল ব্রাহ্মণেই পরে ইহার বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে যাজ্ঞিকদেবের পদ্ধতি দ্রষ্টব্য।

৭। অনন্তর তিনি পা ব ক (শোধক) অগ্নিকে (হবি) প্রদান করেন। অন্নই পাবক, এবং তিনি ইহা দ্বারা ইহাতে (অগ্নিতে) অন্নকেই স্থাপন করেন; তিনি তাহা ইহাতে এই (আহুতির) দ্বারাই স্থাপন করিয়া থাকেন, কেননা, এই আহুতি প্রত্যক্ষ অন্নই।

৮। অনন্তর তিনি শু চি (উজ্জ্বল) অগ্নিকে (হবি) প্রদান করেন। বীর্য্যই শুচি; ইহার (অগ্নির) এই যাহা উজ্জ্বলিত হয়, তাহাই ইহার বীর্য্য। তিনি ইহা দ্বারা ইহাতে (অগ্নিতে) বীর্য্যই স্থাপন করেন; তিনি এই (আহুতির) দ্বারাই তাহা ইহাতে স্থাপন করেন; কেননা, তিনি যখন ইহাতে (অগ্নিতে) ইহা (আহুতি) হোম করেন, তখন ইহার এই উজ্জ্বল বীর্য্য (আরো) উজ্জ্বলিত হইয়া উঠে।

৯। তাঁহারা সেইজন্য বলেন—'এই (পূর্ণ) আহুতি হোম করিয়া তাহার পরবর্ত্তী হবিসমূহকে (আর) আদর করিবে না; কেননা, তিনি যে কামনা লক্ষ্য করিয়া পরবর্ত্তী হবিসমূহ গ্রহণ করেন, ইহার দ্বারাই সেই কামনা প্রাপ্ত হন।' কিন্তু তিনি পরবর্ত্তী হবিসমূহ গ্রহণ করিবেনই; কেননা, সেখানে (পূর্ণাহুতিতে) যাহা কিছু পরোক্ষ থাকে, এখানে তাহা প্রত্যক্ষ হয়।*

১০। তিনি যে পবমান অগ্নিকে (হবি) প্রদান করেন, তাহার কারণ এই যে, প্রাণসমূহই পবমান। (লোক) যখন জাত হয়, তখন (তাহাতে) প্রাণ হইয়া থাকে; আর যতক্ষণ জাত না হয়, ততক্ষণ মাতারই প্রাণকে অনুসরণ করিয়া প্রাণের কার্য্য করে ("প্রাণিতি"); ইহা যেরূপ, সেইরূপই তিনি জাত এই (অগ্নিতে) ইহার দ্বারা প্রাণকে স্থাপন করিয়া থাকেন।

১১। আর যে তিনি পাবক অগ্নিকে (হবি) প্রদান করেন, তাহার কারণ এই যে, অন্নই প্রাণ; এইজন্য তিনি জাত এই (অগ্নিতে) ইহা দ্বারা অন্নকে স্থাপন করেন।

১২। তিনি যে শুচি অগ্নিকে (হবি) প্রদান করেন, তাহার কারণ এই যে, বীর্য্যই শুচি, এবং (লোক) যখন অন্ন দ্বারা বর্দ্ধিত হয়, তখন বীর্য্য হয়।

*। "পূর্ণাহুতি দ্বারা অগ্নিতে যে প্রাণ, অন্ন ও বীর্য্যের ধারণ করা হয়, তাহা পরোক্ষভাবে; কিন্তু পবমানেষ্টি দ্বারা তাহা প্রত্যক্ষই হইয়া থাকে, কেননা, পবমান, পাবক ও শুচি শব্দে যথাক্রমে প্রাণ, অন্ন ও বীর্য্য প্রতিপাদিত হয়,"—সায়ণ।

এই জন্য তিনি ইহাতে অন্নেরই দ্বারা ইহাকে (অগ্নিকে) বর্দ্ধিত করিয়া এই উজ্জ্বল বীর্য্যকে ইহাতে (অগ্নিতে) স্থাপন করেন।

১৩। তাহা যদি এই পর্য্যন্ত হয়[৬], তবে বিপর্য্যস্তের ন্যায় হইয়া থাকে। অগ্নি যখন দেবগণের নিকট হইতে মনুষ্যগণের নিকটে উপস্থিত হন, তিনি তখন ভাবিয়া দেখিয়াছিলেন যে, 'আমি সমগ্র দেহে মনুষ্যগণের নিকট উপস্থিত হইব না।'

১৪। তিনি এই (তিন) লোকে এই তিনটি তনু (শরীর)[৭] বিনিহিত করিয়াছিলেন। তাঁহার যে পবমান-রূপ ছিল, তাহা তিনি এই পৃথিবীতে, যাহা পাবক-রূপ ছিল, তাহা অন্তরিক্ষে, এবং যাহা শুচি-রূপ ছিল, তাহা দ্যুলোকে বিনিহিত করিয়াছিলেন। সেই সময়ে যাঁহারা ঋষি ছিলেন, সেই সমস্ত ঋষি জানিতে পারিলেন যে, 'অগ্নি অসম্পূর্ণ দেহে আমাদের নিকট উপস্থিত হইয়াছেন।' অনন্তর তাঁহারা ইহাকে এই সমস্ত হবি প্রদান করিয়াছিলেন।

১৫। তিনি যে পবমান অগ্নিকে (হবি) প্রদান করেন, তাহাতে ইহার (অগ্নির) যে রূপ এই পৃথিবীতে ছিল, তাহাই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন; আর যে পাবক অগ্নিকে (হবি) প্রদান করেন, তাহাতে ইহার যে রূপ অন্তরিক্ষে ছিল, তাহাই প্রাপ্ত হন; এবং শুচি অগ্নিকে যে (হবি) প্রদান করেন, তাহাতে ইহার যে রূপ দ্যুলোক ছিল, তাহাই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন; এবং এইরূপেই সমগ্র অগ্নিকে স্থাপন করিতে পারেন,—তাহার কিছুই অপনিহিত থাকে না। অতএব তিনি পরবর্ত্তী হবিসমূহ অবশ্য প্রদান করিবেন।

১৬। (পূর্ব্বোক্ত হবিত্রয়ের মধ্যে) প্রথম হবিটির কেবল নিজের জন্য একখানি বর্হি থাকে, এবং পরবর্ত্তী হবি দুইটির সাধারণ ভাবে একখানি বর্হি থাকে। এই (পৃথিবী-) লোক প্রথম হবির স্বরূপ, অন্তরিক্ষ দ্বিতীয় হবির স্বরূপ, এবং দ্যৌ তৃতীয় হবির স্বরূপ; এই পৃথিবী বিস্তীর্ণ হইয়া রহিয়াছে,

৬। অর্থাৎ অগ্ন্যাধেয় যদি পূর্ণাহুতি-পর্য্যন্তই হয়, তাহার পরে আর পবমানেষ্টি না করা যায়। দ্রষ্টব্য ৭ম কণ্ডিকা। পবমানেষ্টি করিলেও হয়, না করিলেও হয়, এইরূপই বিধি পাওয়া যায় (কা. শ্রৌ. ৪. ১০. ৭); এখানে প্রথম পক্ষ সমর্থন করা হইতেছে।

৭। পৃথিবী, অন্তরিক্ষ ও দ্যুলোক, এই তিন লোক; এবং পবমান, পাবক ও শুচি, এই তিন তনু।

এবং এই অন্তরিক্ষ লীনের ন্যায়, ও ঐ দ্যুলোকও লীনের ন্যায় রহিয়াছে; ইহারা উভয়ে (অন্তরিক্ষ ও দ্যুলোক) তাহার (পৃথিবীর) প্রতি (পীড়া প্রদান করিতে) উদ্যত হইতে পারে; এই জন্য তাহাদের একখানি সাধারণ বর্হি থাকে।[৮]

১৭। (অগ্নির এই) সমস্ত পুরোডাশই অষ্ট (আটখানি) কপালে (পক্ব) হইয়া থাকে; কেননা, গায়ত্রী অষ্টাক্ষরা,[৯] ও গায়ত্রীই অগ্নির ছন্দঃ; তিনি ইহাতে (অগ্নিকে) নিজের ছন্দেই আধান করিয়া থাকেন। সেই সমস্ত কপাল (সমষ্টিতে) চতুর্বিংশতিটি, এবং গায়ত্রী চতুর্বিংশত্যক্ষরাই হইয়া থাকে, ও গায়ত্রীই অগ্নির ছন্দ; অতএব তিনি ইহাতে (অগ্নিকে) নিজের ছন্দ দ্বারাই আধান করিয়া থাকেন। ইহাতে যাজ্যা ও অনুবাক্যা গায়ত্রী (ছন্দেরই) হয়, এবং গায়ত্রী অগ্নির ছন্দ; অতএব তিনি ইহাতে অগ্নিকে নিজের ছন্দের দ্বারাই আধান করিয়া থাকেন।[১০]

১৮। অনন্তর তিনি অদিতিকে চরু প্রদান করেন। যিনি এই[১১] হবিসমূহ গ্রহণ করেন, তিনি যেন এই লোক হইতে প্রচ্যুত হইয়া পড়েন, কেননা, তিনি তাহাতে এই (পৃথিবী, অন্তরিক্ষ ও দ্যৌ) লোকসমূহে আরোহণপূর্ব্বক গমন করেন।

১৯। কিন্তু তিনি যে অদিতিকে চরু প্রদান করেন, তাহাতে,—এই পৃথিবীই অদিতি, ও ইহাই প্রতিষ্ঠা হওয়ায়,—এই প্রতিষ্ঠাতেই প্রতিষ্ঠিত থাকিতে পারেন; এবং সেই জন্যই তিনি অদিতিকে চরু গ্রহণ করেন।

৮। অর্থাৎ একখানি বর্হির উভয়দিকে তাহারা উভয়ে থাকিলে তাহার উভয়দিকে ভার সমান হওয়ায় আর তাহারা পৃথিবীর উপর পড়িবে না (?)।

৯। অর্থাৎ গায়ত্রীর এক পদে অষ্টাক্ষর।

১০। পবমান, পাবক ও শুচি এই অগ্নিত্রয়ের অনুবাক্যাসমূহ যথাক্রমে ঋগ্বেদের ৯.৬৬.১৯; ১.১২.১০; ও ৮. ৪৪.২১; এবং যাজ্যাসমূহ যথাক্রমে ৯.৬৬.২১; ৫.২৬.১; ও ৮.৪৪.১৭; এই সমস্তই গায়ত্রী ছন্দের। দ্রষ্টব্য—আশ্ব. শ্রৌ. ২.১.২০—২৫। এই উভয় ইষ্টির অন্তর্গত স্বিষ্টকৃতের অনুবাক্যা ও যাজ্যাও গায়ত্রীছন্দের; যথাক্রমে অনুবাক্যা যথা—ঋগ্বেদের ৬.. ১১ . ২, ও ৩, ১১. ৬; এবং যথাক্রমে যাজ্যা যথা—৩.১১.১, ১.১.১। যাগান্তরে অনুবাক্যা গায়ত্রী, এবং যাজ্যা, ত্রিষ্টুপ্ হইয়া থাকে। দ্রষ্টব্য ১.৫.৫.১৫—১৬, ও টীকা।

১১। পৃথিবী, অন্তরিক্ষ ও দ্যুলোক-স্বরূপ পবমানাদি হবি; দ্রষ্টব্য—১৫শ ১৬শ কণ্ডিকা।

২০। তাঁহারা বলেন যে, তাঁহার (অদিতির) সংযাজ্যাদ্বয় বিরাট্ হইবে;[12] কেননা, ইহা[13] বিরাট্; অথবা ত্রিষ্টুপ্ হইবে, কেননা, ইহা ত্রিষ্টুপ্; অথবা জগতী হইবে, কেননা, ইহা জগতী। কিন্তু তাহারা বিরাট্ই হইবে।

২১। তাহার দক্ষিণা হইবে ধেনু;[14] কেননা, ইহা (পৃথিবী) ধেনুর ন্যায় মনুষ্যগণের সমস্ত কামনাকে পূর্ণ করে; ধেনু মাতা, কেননা, ধেনু মাতার ন্যায় মনুষ্যগণকে ভরণ করে; অতএব দক্ষিণা ধেনু হইয়া থাকে। (পবমানেষ্টির) ইহা এক পদ্ধতি।

২২। আর এই দ্বিতীয় (পদ্ধতি)। তিনি কেবল অগ্নিকেই[15] অষ্ট কপালে সংস্কৃত পুরোডাশ অর্পণ করিবেন। তিনি যে 'পবমান অগ্নিকে', 'পাবক অগ্নিকে', ও 'শুচি অগ্নিকে' এইরূপে (প্রদান করেন), তাহাতে তাহা পরোক্ষ হইয়া যায়; আর সরলভাবে (কেবল অগ্নিকে প্রদান করিয়া) তিনি ইহাকে (অগ্নিকে) প্রত্যক্ষভাবে আধান করিতে পারেন;[16] অতএব অগ্নিকে (তিনি প্রদান করিবেন)। অনন্তর তিনি অদিতিকে চরু প্রদান করেন। চরুর সম্বন্ধে (পূর্ব্বে) সেই যে (বিধি) অনুকূল, (এখানেও সেই বিধিই) অনুকূল।[17]

১২। অর্থাৎ স্বিষ্টকৃতের পুরোহনুবাক্যা ও যাজ্যা বিরাট্ ছন্দের হইবে। দ্রষ্টব্য ১.৫.১.১২, ও টীকা; আশ্ব. শ্রৌ. ২.১.৩০; শাঙ্খা. শ্রৌ. ২.২.১৫।

১৩। পৃথিবীরূপা অদিতি।

১৪। পূর্ব্বোক্ত পবমানেষ্টি বা তনূহবিরিষ্টিতে ছয়, বা বার, বা চব্বিশটি গো দুই ভাগে দক্ষিণারূপে দিতে হয়। শ্রদ্ধা হইলে যত ইচ্ছা তত গো দিতে পারা যায়। কা. শ্রৌ. ৪.১০.১২—১৩ আপ. শ্রৌ. ৫. ২০. ১৩—১৪; অদিতির দক্ষিণা ধেনু, কা. শ্রৌ. ৪.১০.১৪; সবৎস গাভীর নাম ধেনু। পরবর্ত্তী (৬) ব্রাহ্মণের ৩—৫ কণ্ডিকা দ্রষ্টব্য।

১৫। অর্থাৎ অগ্নির পূর্ব্বে পবমানাদি বিশেষণ না দিয়া কেবল অগ্নিকেই দিতে হইবে। কা. শ্রৌ. ৪.১০.১১।

১৬। সায়ণ বলেন—পবমানাদি বিশেষণ দ্বারা অগ্নিকে বিশিষ্ট করিলে সেই বৈশিষ্ট্য দ্বারা অগ্নির পরোক্ষতা আসিয়া পড়ে; আর সেই বিশেষণ পরিত্যাগ করিলে সরল পথে কেবল অগ্নিকে দান করিলে প্রত্যক্ষভাবে তাহাকে স্বীকার করা হয়।

১৭। অর্থাৎ পবমানাদি বিশেষণ-যোগে ইষ্টি করিলে যেমন তাহার পর অদিতির চরু বিহিত হইয়াছিল, বিশেষণ ত্যাগ করিলেও সেইরূপই অদিতির চরু হইবে।

ষষ্ঠ ব্রাহ্মণ

[১ যাজ্ঞিকেরা যজ্ঞ করিতে গিয়া সোমাভিষব, পশুবধ, ও ব্রীহিপ্রভৃতির অবঘাতের দ্বারা বস্তুত যজ্ঞকে বধ করেন ;—২ দেবগণ হত যজ্ঞকে দক্ষিণা দ্বারা আবার কর্ম্মদক্ষ করিয়াছিলেন, দক্ষিণা-শব্দের নির্ব্বচন, পূর্ব্বোক্ত ইষ্টিতে দক্ষিণাদানের বিধি—৩—৫ ছয়, বার, বা চব্বিশটি গাভী দক্ষিণা দিতে হইবে, শ্রদ্ধানুসারে অধিকও দিতে পারা যায় ;—৬-৭ দক্ষিণাদান-বিধির প্রশংসা ও সমর্থন ; দেবগণ দ্বিবিধ,—অগ্ন্যাদি দেব, ও মনুষ্যদেব, ব্রাহ্মণ মনুষ্যদেব ,—৮-১৪ অগ্ন্যাধানের ফলকথনের জন্য দেবাসুর-আখ্যায়িকা, দেবগণ অমৃতরূপ অগ্ন্যাধেয়কে প্রাপ্ত হইয়া অন্তরাত্মায় হৃদয়ে স্থাপন করেন ও তাহাতে অসুরগণকে পরাভব করেন, আহিতাগ্নি ব্যক্তিকে শত্রু হিংসা করিতে পারে না, আহিতাগ্নির যদিও দেবগণের ন্যায় অমৃত হইবার আশা নাই, তথাপি তিনি সমগ্র আয়ু লাভ করিয়া থাকেন ;—১৫ অগ্নি কিরূপে অন্তর্হৃদয়ে আহিত হইতে পারে, তাহার প্রতিপাদন —১৬ অন্তর্হৃদয়ে আহিত অগ্নির উদ্দীপন ;—১৮ অন্তর্হৃদয়ে আহিত অগ্নি ও যজমানের মধ্যে কেহ গমনও করিতে পারে না, এবং তজ্জন্য ব্যবধান-কৃত কোনো দোষও হয় না, এই অগ্নি উপশান্তও হয় না ;—১৮ প্রাণ, অপান, ও ব্যান-নামক অন্তর্ব্বায়ুই যথাক্রমে অন্তরাত্মায় আহিত আহবনীয় গার্হপত্য ও অন্বাহার্য্যপচন (দক্ষিণ) ;—১৯ আহিতাগ্নি ব্যক্তি সত্যই বলিবেন, মিথ্যা বলিবেন না, ইহার ফল ও দৃষ্টান্ত ;—২০ প্রাচীন ঘটনার উল্লেখে সত্য-কথনের সমর্থন ।]

১। তাঁহারা যে যজ্ঞকে বিস্তার করেন, তাহাতে তাহাকে (যজ্ঞকে) বধ করেন ; তাঁহারা যে (সোমকে) অভিষব করেন তাহাতে তাঁহাকে বধ করেন , তাঁহারা যে পশুকে হনন করেন, শাসন করেন, তাহাতে তাহাকে বধ করেন ; তাঁহারা উলুখল ও মুসল, এবং দৃষৎ ও উপলা দ্বারা হবির্যজ্ঞকে বধ করিয়া থাকেন।

২। যজ্ঞ হত হইয়া (ফলোৎপাদনে) দক্ষ (সমর্থ) হইতে পারে নাই। (অনন্তর) দেবগণ দক্ষিণা দ্বারা তাহাকে দক্ষ করেন ("অদক্ষয়ন্")। তাঁহারা যে তাহাকে দক্ষিণা দ্বারা দক্ষ করিয়াছিলেন, তাহাতেই তাহার নাম দক্ষিণা। অতএব যজ্ঞ এখানে হত হইলে তাহার যাহা কিছু ব্যথিত হয়, তাহাই তাঁহারা দক্ষিণা দ্বারা (আবার) দক্ষ করিয়া দেন, এবং যজ্ঞ সমৃদ্ধ হইয়া উঠে। সেই জন্যই তিনি দক্ষিণা প্রদান করেন।

৩। তিনি ছয়টি (গাভী) প্রদান করিবেন ; কেননা সংবৎসরের ঋতু ছয়টি, এবং সংবৎসর যজ্ঞ ও প্রজাপতি-স্বরূপ ; অতএব যজ্ঞ যৎপরিমাণ, —ইহার যে মাত্রা আছে, তিনি তাহা দ্বারাই ইহাকে (যজ্ঞকে) দক্ষ করেন।

৪। তিনি দ্বাদশটি প্রদান করিবেন; কেননা, সংবৎসরের মাস দ্বাদশটি, এবং সংবৎসর যজ্ঞ ও প্রজাপতি-স্বরূপ; অতএব যজ্ঞ যৎপরিমাণ,—ইহার যে মাত্রা আছে, তিনি তাহাতেই ইহাকে দক্ষ করেন।

৫। তিনি চতুর্বিংশতিটি দিবেন, কেননা, সংবৎসরের অর্দ্ধমাস চতুর্বিংশতি, এবং সংবৎসর যজ্ঞ ও প্রজাপতি-স্বরূপ; অতএব যজ্ঞ যৎপরিমাণ,—ইহার যে মাত্রা আছে, তিনি তাহাতেই ইহাকে দক্ষ করেন। ইহাই দক্ষিণার পরিমাণ; কিন্তু তিনি শ্রদ্ধানুসারে 'অধিকতর দক্ষিণা দিতে পারেন।'[১] তিনি যে দক্ষিণা প্রদান করেন, (তাহার কারণ এই)—

৬। দেবগণ দুই প্রকার; দেবগণই দেব, আর যে সকল ব্রাহ্মণ বহুশ্রুত ও অধীতসাঙ্গবেদ,[২] তাঁহারা মনুষ্যদেব।[৩] তাঁহাদের যজ্ঞ দ্বিধা বিভক্ত; আহুতিসমূহ দেবগণের, এবং দক্ষিণা বহুশ্রুত অধীতসাঙ্গবেদ মনুষ্যদেব ব্রাহ্মণগণের; ইহা (যজ্ঞ) আহুতিসমূহের দ্বারা দেবগণকে প্রীত করে, এবং দক্ষিণাসমূহের দ্বারা বহুশ্রুত অধীতসাঙ্গবেদ ব্রাহ্মণকে প্রীত করে। সেই উভয় দেবগণ প্রীত হইয়া ইহাকে সুধায় স্থাপিত করেন।[৪]

৭। লোকে যেমন যোনিতে রেত স্থাপন করে, সেইরূপই ঋত্বিগ্‌গণ যজমানকে (স্বর্গ) লোকে[৫] স্থাপন করেন। তিনি যে ইঁহাদিগকে তাহা (দক্ষিণা) প্রদান করেন, (তাহার কারণ, তিনি মনে করেন যে), 'যাঁহারা আমাকে ইহা (স্বর্গ) প্রাপ্ত করাইয়াছেন, (তাঁহাদিগকে দক্ষিণা দান করা উচিত)।' ইহাই দক্ষিণাসমূহের (রীতি)।

৮। দেবগণ ও অসুরগণ উভয়েই প্রজাপতির অপত্য; তাঁহারা উভয়ে পরস্পর স্পর্দ্ধা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের উভয়েরই আত্মা[৬] ছিল না, তাঁহারা

১। ৫ম ব্রাহ্মণের ১৪শ টীকা দ্রষ্টব্য, ৩৬ পৃষ্ঠা।

২। "শুশ্রুবাংসোঽনূচানাঃ;" "শুশ্রুবাংসো বহুশ্রুতাঃ, অনূচানাঃ স্বাঙ্গবেদাধ্যয়নেন জ্ঞাতানুষ্ঠানপরাঃ—সায়ণ। অথবা যাঁহারা শিষ্যগণকে অনুক্রমে শিক্ষা প্রদান করেন তাঁহারা অনূচান।

৩। "এতে বৈ দেবাঃ প্রত্যক্ষং যদ্ ব্রাহ্মণাঃ :—তৈ. স. ১.৭.৩.২।

৪। তুলনীয় —৪.৩.৩.৪।

৫। "স্বর্গে লোকে"—ইতি কাণ্বশাখা-পাঠ।

৬। সায়ণ এখানে 'আত্মা' শব্দের অর্থ আত্মজ্ঞান করিয়াছেন; মূল "অনাত্মানঃ;" "আত্মজ্ঞানরহিতা অবিবেকিনো জাতাঃ—" সায়ণভাষ্য

মর্ত্ত্য ছিলেন, কেননা, যাহার আত্মা থাকে না, সে মর্ত্ত্য। সেই মর্ত্ত্য উভয়-দলের মধ্যে অগ্নিই অমৃত ছিলেন, এবং সেই অমৃতকেই (অগ্নিকে) আশ্রয় করিয়া তাঁহারা জীবিত থাকিতেন। তাহারা (অসুরেরা) ইহাদিগের (দেব-গণের) মধ্যে যাঁহাকেই হত করিত, তিনিই সেখানে (হত) হইতেন।

৯। অনন্তর দেবগণ অল্পতর হইয়া অবশিষ্ট থাকিলেন এবং অর্চ্চনা ও শ্রম করিতে করিতে বলিলেন যে, 'শত্রু মর্ত্ত্য অসুরগণকে আমরা অভিভব করিব!' অনন্তর তাঁহারা এই অমৃত অগ্ন্যাধেয়কে দর্শন করিলেন।

১০। তাঁহারা বলিলেন—'অহো! আমরা এই অমৃতকে অন্তরাত্মায় স্থাপন করিয়া, (ও তাঁহাতে) অমৃত হইয়া অহিংসনীয় হইয়া (আমাদের) শত্রু মর্ত্ত্য অসুরগণকে অভিভব করিব!'

১১। তাঁহারা বলিলেন—'আমাদের উভয়েরই মধ্যে এই অগ্নি রহিয়াছে, (অতএব) অসুরগণকে প্রকাশ করিয়া বলিব।'[৭]

১২। তাঁহারা বলিলেন—'আমরা দুইটি অগ্নি আধান[৮] করিব, আর তোমরা কি করিবে?'

১৩। তাহারা বলিল—'আমরা তাহা হইলে এই অগ্নিকে নীচেই স্থাপন করিব ("ন্যেব ধাস্যামহে"), এবং তাহাকে বলিব যে, 'এখানে তৃণসমূহ দগ্ধ কর! এখানে দারুসমূহ দগ্ধ কর! এখানে অন্ন পাক কর! এখানে মাংস পাক কর!' অসুরগণ যে অগ্নিকে নীচে স্থাপন করিয়াছিল, তাহা দ্বারা মনুষ্যগণ ভোজন করে।

১৪। অনন্তর দেবগণ ইহাকে (অগ্নিকে) অন্তরাত্মায় আধান করিলেন, এবং এই অমৃতকে অন্তরাত্মায় আধান করিয়া (তাঁহাতে) অমৃত হইয়া অহিংস-নীয় হইয়া হিংসনীয় মর্ত্ত্য শত্রুগণকে অভিভব করিলেন। ইনি সেই-রূপই ইহাতে অমৃতকে অন্তরাত্মায় আধান করেন, এবং (যদিও তাঁহার তাহাতে) অমৃতত্বের আশা নাই, (তথাপি) সমগ্র আয়ু প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, এবং

৭। অর্থাৎ 'অসুরগণকে জানাইয়াই আমাদের আধান করা উচিত, ইহাই তাঁহারা বিচার করিলেন'—সায়ণ।

৮। স্থাপন করিব, বা অন্তরাত্মায় স্থাপন করিব; "আধাস্যামহে।"

অহিংসনীয়ই হন ; শত্রু হিংসা করিতে ইচ্ছা করিলেও ইহাকে হিংসা করিতে পারে না। অতএব আহিতাগ্নি ও অনাহিতাগ্নি ব্যক্তি যদি (পরস্পর) স্পর্দ্ধা করে, তাহা হইলে আহিতাগ্নি ব্যক্তিই (অপরকে) অভিভব করে, কেননা, সে তখন অহিংসনীয় হয়, অমৃত হয়।

১৫। তাঁহারা যখন ঐ স্থানে ইহাকে (অগ্নিকে) মন্থন করেন, তখন ইহা (অগ্নি) জাত হইলে, তিনি (যজমান) ইহার উপরে শ্বাস ত্যাগ করেন ("অভিপ্রাণিতি"), কেননা, প্রাণই অগ্নি, এবং তিনি তাহাতে উৎপন্ন ইহাকে (অগ্নিকে, বস্তুত) উৎপাদন করেন। তিনি পুনর্ব্বার শ্বাস গ্রহণ করেন ("অপানিতি"), এবং তাহাতে ইহাকে অন্তরাত্মায় আধান করেন। এইরূপে সেই অগ্নি ইঁহার অন্তরাত্মার আহিত হইয়া থাকে।[৯]

১৬। তিনি তাহাকে উদ্দীপ্ত করিয়া সমুজ্জ্বলিত করেন ; 'আমি এখানে যাগ করিব, আমি এখানে সুকৃত[১০] করিব !' এই (সঙ্কল্প) দ্বারা তিনি তাঁহার অন্তরাত্মার আহিত অগ্নিকে সমুজ্জ্বলিত করিয়া থাকেন।

১৭। (কেহ কেহ ভয় করেন যে, কোনো ব্যক্তি এই অগ্নি ও যজমানের) মধ্যে আগমন করিয়াছিল, (এবং তাহাতে অগ্নি) বিমুখ হইয়াছিল।[১১] কিন্তু তিনি যতদিন জীবিত থাকেন, ততদিন, যে অগ্নি ইঁহার অন্তরাত্মায় আহিত হইয়াছে, সেই অগ্নি ও ইঁহার মধ্যে কেহই আগমন করে না। অতএব তিনি তাহা আদর করিবেন না। (আর যে তাঁহারা বলেন—) 'ইহা উপশান্ত হইয়া যাইবে', (তাহাও নহে), কেননা, তাঁহার যে অগ্নি অন্তরাত্মায় আহিত হইয়াছে, তাহা, তিনি যতদিন জীবিত থাকেন, ততদিন উপশান্ত হয় না।

১৮। প্রাণসমূহই সেই সমস্ত অগ্নি ; প্রাণ ও উদানই (যথাক্রমে) আহবনীয় ও গার্হপত্য, এবং ব্যান অন্বাহার্য্যপচন।

১৯। এই-সেই অগ্ন্যাধেয়ের সত্যই উপচার (সেবা, বা পূজা)। যিনি সত্য বলেন, তিনি, সমুজ্জ্বলিত অগ্নিকে ঘৃত দ্বারা অভিষেচন করিলে তাহা যেরূপ হয়, সেইরূপই ইহাকে (অগ্নিকে) উদ্দীপ্ত করিয়া থাকেন ; তাঁহার অধিকতর-

৯। চতুর্থ ব্রাহ্মণের ২৯ সংখ্যক টীকা দ্রষ্টব্য।

১০। সৎকার্য্য, বা পুণ্য কার্য্য।

১১। সায়ণভাষ্য দ্রষ্টব্য।

অধিকতরই তেজ হয়, এবং (স্বয়ং) পর-পর দিন (উত্তরোত্তর) শ্রেয়ান্ হইয়া উঠেন। আর যে ব্যক্তি অনৃত বলেন, তিনি, সমুজ্জ্বলিত অগ্নিকে জলের দ্বারা অভিষেচন করিলে যেরূপ হয়, সেইরূপই তাহাকে নষ্ট করিয়া ফেলেন। তাঁহার তেজ অল্পতর-অল্পতরই হয়, এবং পর-পর দিন (নিজে) নিকৃষ্টতর হইয়া পড়েন। —অতএব তিনি সত্য বলিবেন।

২০। তদ্বিষয়ে ঔ প বে শি (উ প বে শ-পুত্র) অ রু ণ কে জ্ঞাতিগণ বলিয়াছিলেন—'তুমি স্থবির হইয়াছ, অগ্নিদ্বয় আধান কর।' তিনি উত্তর করিয়াছিলেন—'আপনারা ইহা বলিবেন না যে, "তুমি বাগ্‌যতই হও।" কেননা, আহিতাগ্নি ব্যক্তিকে অনৃত বলিতে হয় না, তিনি কখনো কিছু না বলিতেও পারেন, কিন্তু অনৃত বলিবেন না।' অতএব সত্যই উপচার।[১৩]

১২। দ্রঃ—১.১.১.৪—৫।

১৩। এই কণ্ডিকার মূল এই:—"তদ্ধ হাপারুণমৌপবেশিং জ্ঞাতয় উচুঃ স্থবিরো বা অ স্যগ্নী আধৎস্বেতি। স হোবাচ তে মৈতদ্ ব্রূথ বাচংযম এবৈধি, ন বা অহিতাগ্নিনানৃতং বদিতব্যং, ন বদঞ্জাতু নানৃতং বদেৎ, তাবৎ সত্যমেবোপচার ইতি।" সায়ণ এখানে যে ভাষ্য করিয়াছেন তাহার অর্থ এইরূপ হয়—'আপনারা ইহা বলিবেন না যে, বাগ্‌যতই হইতে হয় (অর্থাৎ অগ্ন্যাধান করিয়া মিথ্যাবর্জ্জন-পূর্ব্বক কেবল যে সত্য বলিবে, তাহা নহে, বাগ্‌যত হইয়াই থাকিতে হইবে; এই কথা বলিবেন না) কেননা, যে বাগ্‌ব্যবহার করিবে তাহার মিথ্যাকথন-নিষেধ সম্ভব হয় না।'—"'বাচংযম এধেতি' বাগ্‌যত এব ভবতি। কুত এতৎ প্রার্থ্যতে? তত্রাহ 'ন বা' ইতি। আহিতাগ্নিনা অনৃতং ন বদিতব্যম্। বাগ্‌ব্যবহারং কুর্ব্বতস্তু অনৃতবদননিষেধো ন সম্ভবতি।" সায়ণের মতে "ন বদন্ জাতু নানৃতং বদেৎ" মূলের এই অংশের অর্থ হয়—'যে কথা বলে, সে যে কখন অনৃত না বলে, তাহা নহে।' কিন্তু যদি তাহাই হয়, তবে পরবর্ত্তী ভাষ্যপঙ্‌ক্তি সুসঙ্গত মনে হয় না—"যস্মাদেবমৃষিণোক্তং—'ন বদন্ জাতু' ইত্যাদি, তস্মাৎ সত্যবচনমেবাগ্ন্যাধেয়স্যাঙ্গমিত্যন্বয়ঃ।" জ্ঞাতিবর্গের প্রশ্নের তাৎপর্য্য এই বুঝিতে হইবে যে, 'অগ্ন্যাধান করিয়া তুমি বাগ্‌যত হও।' অ রু ণ উত্তর করিতেছেন যে, বাগ্‌যত হইতে হইবে না, সত্য বলিলেই চলিবে। কা. শ্রৌ. ৪.১০.১৫

দ্বিতীয় প্রপাঠক

প্রথম ব্রাহ্মণ

[১ অগ্ন্যাধেয়ের যশ ও রাজ্য-হেতুত্ববর্ণন ;—২-৪ নষ্ক্যমাণ পুনরাধেয় বিধির প্রশংসার জন্য আখ্যায়িকা ;—৫ পুনরাধেয়-অনুষ্ঠানের ফল ;—৬ অগ্নিসম্বন্ধের উল্লেখে পুনরাধেয়ের প্রশংসা ;—৭ বর্ষা ঋতুতে পুনরাধেয়-আধানের বিধি ও তাহার সমর্থন, বর্ষ-শব্দের ব্যুৎপত্তি, বর্ষা সর্ব্বঋতু-স্বরূপ ;—৮ প্রকারান্তরে বর্ষার সর্ব্বঋতুস্বরূপত্ব-প্রতিপাদন ;—৯ পুনরাধান দিনের মধ্যভাগে বিধেয়, ইহার প্রতিপাদনের জন্য আদিত্যের সর্ব্বঋতুস্বরূপত্ব-প্রতিপাদন ;—১০ মধ্যাহ্নের বা দিবার মধ্যভাগের প্রশংসা, মানুষ ছায়ার ন্যায় পাপ দ্বারা অনুযুক্ত থাকে ;—১১ দণ্ড দ্বারা অগ্নির উদ্ধরণ, অগ্নির উদ্ধরণে দর্ভব্যবহারের সমর্থন ;—১২ কপালস্থানীয় দুইটি অর্কপত্রে ব্রীহিনির্ম্মিত অপূপ পাক করিয়া গার্হপত্য অগ্নির স্থানে স্থাপন ;—১৩ দুইটি অর্কপত্রে যবনির্ম্মিত অপূপ পাক করিয়া আহবনীয় অগ্নির স্থানে স্থাপন ;—১১ এই বিধিদ্বয়ের উদ্দেশ্য ও খণ্ডন ;—১৪ পবমানেষ্টি-স্থলে কেবল অগ্নিকেই পঞ্চকপালপক পুরোডাশ দিবার বিধি ;—১৫ সমস্ত যজ্ঞ আগ্নেয় হইয়া থাকে ;—১৬ চরম অনুযাজের পূর্ব্বপর্য্যন্ত মন্ত্রসমূহের অনুচ্চস্বরে উচ্চারণের বিধান ও তাহার সমর্থন ;—১৭ শেষ অনুযাজকে উচ্চৈঃস্বরে করিবার বিধি ও যুক্তি ;—১৮ প্রযজ-মন্ত্রোচ্চারণের জন্য অধ্বর্য্যুকর্তৃক হোতার আহ্বান, প্রথম প্রযাজে সমিৎ-শব্দের স্থানে প্রত্যক্ষত অগ্নি-শব্দ দিতে পারা যায় ;—১৯ প্রযাজ-যাজ্যাসমূহে বিভিন্ন-বিভিন্ন বিভক্তিযুক্ত অগ্নি-শব্দের নিবেশ ;—২০ আজ্যভাগদ্বয়ের মন্ত্র, প্রথম আজ্যভাগ কেবল অগ্নির এবং দ্বিতীয় আজ্যভাগ পবমান অগ্নি বা ইন্দুমান্ অগ্নির হইয়া থাকে ;—২১ অগ্নির অনুবাক্যা উচ্চারণের জন্য অধ্বর্য্যুর হোতার নিকট প্রার্থনা হোতৃকর্তৃক তাহার পাঠ, তাহার তাৎপর্য্যব্যাখ্যা ;—২২-২৩ পবমান ও ইন্দুমান্ অগ্নির জন্য আজ্যভাগ নিশ্চিত হইলে তাহার অনুবাক্যা উচ্চারণ ;—২৪ অগ্নির অনুবাক্যা এবং স্বিষ্টকৃতের যাজ্যা ও অনুবাক্যার উচ্চারণের জন্য অধ্বর্য্যুর হোতৃসমীপে প্রার্থনা ;—২৫ অনুযাজত্রয়ের প্রথম ও দ্বিতীয় যাজ্যায় যথাক্রমে 'অগ্নেঃ' ও 'অগ্নৌ' এই দুই অগ্নি শব্দ যোগ করিয়া তাহাদিগকে আগ্নেয় করা, তৃতীয় অনুযাজে পূর্ব্বেই অগ্নি-শব্দ থাকায় তাহা নিজেই আগ্নেয় রহিয়াছে ;—২৬ পূর্ব্বোক্তরূপে প্রযাজ ও অনুযাজ-সমূহে অগ্নি-শব্দের উত্তর ছয়টি বিভক্তি প্রযুক্ত হইয়া থাকে, এই ছয় সংখ্যার প্রশংসা ;—২৭ পূর্ব্বোক্ত বিভক্তিসমূহের অক্ষরসংখ্যা ধরিয়া প্রশংসা, প্রযাজ ও অনুযাজ-সমূহের স্বরূপ ;—২৮ পুনরাধেয়ের দক্ষিণা হিরণ্য বা বলীবর্দ্দ হইবে।]

১। বরুণ রাজ্যকাম হইয়া ইহা (অগ্নিকে) আধান করিয়াছিলেন। তিনি রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ; এবং সেই জন্য যে ব্যক্তি (ইহা) জানে, বা যে ব্যক্তি জানেন না, তাহারা (উভয়েই) বলে যে, 'বরুণ রাজা।' সোম যশস্কাম হইয়া

(ইহা) আধান করিয়াছিলেন, এবং তিনি যশস্বী হইয়াছিলেন; সেই জন্য যে ব্যক্তি সোমের নিকট (কিছু) লাভ করে, বা যে ব্যক্তি করে না, তাহারা উভয়েই (যশ) প্রাপ্ত হয়। (লোকেরা) ইহা দ্বারা যশই দেখিতে আগমন করে; যে ব্যক্তি এইরূপ জানিয়া আধান করেন, তিনি যশই প্রাপ্ত হন, রাজ্য প্রাপ্ত হন

২। দেবগণ বিজয়ের উদ্দেশে গমন করিবার জন্য, বা স্বচ্ছন্দভ্রমণের ইচ্ছার জন্য, অথবা 'আমাদের মধ্যে রক্ষকতম ইনি (অগ্নি) রক্ষা করিবেন', এই মনে করিয়া গ্রাম্য ও আরণ্য সমস্ত রূপকে অগ্নির নিকট নিহিত করিয়াছিলেন।[২]

৩। অগ্নি সেই সমুদায়কে অত্যন্ত কামনা করিয়াছিলেন, এবং সমস্ত সংগৃহীত করিয়া তৎসমুদয়ের সহিত ঋতুসমূহের মধ্যে প্রবেশ করেন। দেবগণ মনে করিলেন—'আবার আমরা (আমাদের স্থানে) ফিরিয়া যাই', এবং (যেস্থানে) অগ্নি তিরোভূত হইয়াছিলেন, (সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন)। তাঁহাদের বড় হীন অবস্থা[৩] হইয়াছিল, (এবং তাঁহারা বলিয়াছিলেন)—'এখানে কি কর্ত্তব্য? এবং বুদ্ধিই বা কি?'

৪। অনন্তর ত্বষ্টা এই পুনরাধেয় (অগ্নিকে)[১] দেখিলেন। তিনি তাহা আধান করিলেন, এবং তাহা দ্বারা অগ্নির প্রিয় ধামে উপস্থিত হইলেন; তিনি (অগ্নি) ইহাকে গ্রাম্য ও আরণ্য উভয়বিধই রূপ ফিরাইয়া দিলেন। সেই জন্যই তাঁহারা বলিয়া থাকেন—'রূপসমূহ ত্বষ্টার', কেননা, রূপসমূহ ত্বষ্টারই,[৪] এবং (ইহার) 'যত যত প্রকার (রূপ থাকে), অপর জীবগণ (তত-তত প্রকারই) প্রাপ্ত হইয়া থাকে।[৫]

১। পুনরাধেয় (দ্রঃ—২.১.২.১০, ১৪শ টীকা ১২ পৃষ্ঠা)। বিধানের জন্য প্রথমত এখানে ইহার প্রকৃতি-ভূত অগ্ন্যাধেয়ের রাজ্য ও যশোহেতুত্ব প্রতিপাদ্য হইয়াছে। কা. শ্রৌ. ৪.১০.১-২।

২। তুলঃ—তৈ. স. ১.৫.১. ; ২.৩.২.১ ইত্যাদি।

৩। "ইয়সা"; 'বিহীনাবস্থা'—ইতি সায়ণ; 'চিন্তা'—ইতি হরিস্বামী; দ্রঃ—১.৭.৩.১৪; ২.২.১. ১০।

৪। ১.৭.৩.১০, ৮ম টীকা।

৫। এখানে ভাবানুবাদ করা হইয়াছে; মূল এই—উপ৽হ ত্বেবানাঃ প্রজা যাবচ্ছো যাবচ্ছ ইব তিষ্ঠন্তে।"

৫। তিনি তাহার (সেই ফলের) জন্য[৬] পুনরাধেয় (অগ্নিকে) আধান করিবেন, কেননা তিনি এইরূপে অগ্নির প্রিয় ধামে উপস্থিত হন, এবং তিনি ইঁহাকে গ্রাম্য ও আরণ্য উভয়বিধ রূপসমূহই ফিরাইয়া দেন; তাঁহাতেই এই উভয়বিধ রূপসমূহ দৃষ্ট হইয়া থাকে; এবং ইহাই (অগ্ন্যাধেয় দ্বারা উভয়বিধ রূপের প্রাপ্তিই) সর্ব্বোৎকর্ষ ("পরমতা")। ইঁহাকে (কৃত-পুনরাধেয় ব্যক্তিকে, সকলেই) স্পৃহা করিয়া থাকে, এবং ইনিও দর্শনীয় (উৎকর্ষ লাভ করিয়া) পুষ্ট হন।

৬। এই যজ্ঞ আগ্নেয়। জ্যোতিঃস্বরূপ অগ্নি পাপের দাহক। ইনি (অগ্নি) তাঁহার (যজমানের) পাপকে দগ্ধ করেন, এবং তিনি এখানে (ইহলোকে) শ্রী ও যশের দ্বারা জ্যোতিঃস্বরূপ, ও ওখানে (পরলোকে) পুণ্যলোকত্ব হেতু জ্যোতিঃস্বরূপ হন। তিনি যাহার জন্য আধান করিবেন, তাহা ইহাই।

৭। তিনি বর্ষায় আধান করিবেন;[৭] কেননা, বর্ষাই সমস্তঋতু-স্বরূপ। বর্ষাই সমস্তঋতু-স্বরূপ বলিয়া (লোকেরা) অমুক ব র্ষে (বৎসরে, বা বৃষ্টিতে) করিয়াছি, অমুক ব র্ষে করিয়াছি', এই বলিয়া সংবৎসর দর্শন করিয়া থাকেন (অর্থাৎ গণনা করেন)।[৮] বর্ষাই সমস্ত ঋতুর রূপ। (লোকেরা) যে বলিয়া থাকে 'অদ্য গ্রীষ্মের ন্যায়', তাহা বর্ষাতেই হইয়া থাকে; (লোকেরা) যে বলিয়া থাকে 'অদ্য শিশিরের ন্যায়,' তাহা বর্ষাতেই হইয়া থাকে। ব র্ষ (বর্ষণ) হইতে ব র্ষা হইয়াছে।

৮। আর ইহাই পরোক্ষ রূপ।[৯] যখন (বায়ু) পূর্ব্ব দিকে প্রবাহিত হয় তখন তাহা বসন্তের রূপ; যখন (মেঘ) গর্জ্জন করে, তখন তাহা গ্রীষ্মের রূপ, যখন বৃষ্টি হয়, তখন তাহা বর্ষার রূপ; যখন (বিদ্যুৎ) বিদ্যোতিত হয়, তখন তাহা শরদের রূপ; এবং যখন বৃষ্টি হইয়া নিবৃত্ত হয়, তখন তাহা হেমন্তের রূপ;

৬। "কং" অনর্থক বাক্যপূরণ নিপাত; নিরুক্ত, ১.৩.৫; দ্রঃ—ঋঃ স. ৮.৮.১৯.১।

৭। এতৎ সমস্তই পুনরাধেয়ে দ্বিতীয়বার আধানের জন্য বুঝিতে হইবে।

৮। এখানে বৃষ্টিসময়বাচী ব র্ষা এবং বৎসরবাচী ব র্ষ শব্দের ঐক্য গ্রহণ করিয়া এইরূপ উক্ত হইয়াছে।

৯। বর্ষাই যে সর্ব্বঋতুস্বরূপ, তাহা প্রত্যক্ষ রূপের দ্বারা পূর্ব্ব কণ্ডিকায় প্রতিপাদিত হইয়াছে; কেননা, সেখানে উক্ত হইয়াছে যে, বর্ষা ঋতুতেই সময়ে সময়ে লোকে গ্রীষ্ম ও শিশিরকেও অনুভব করিয়া থাকে। গ্রীষ্ম, বর্ষা ও শিশির এই তিন ঋতুই প্রধান, এবং এক বর্ষাতে পূর্ব্বোক্তরূপে সব গুলিকেই পাওয়া যায়। অতএব বর্ষার সমস্ত ঋতুর লক্ষণ থাকায় তাহা সর্ব্বঋতুস্বরূপ। এখানে পরোক্ষ রূপ নির্দ্দিষ্ট হইতেছে, যাহাতে বর্ষাই সমস্তঋতুস্বরূপ বলিয়া গণ্য হইতে পারে।

(অতএব) বর্ষাই সমস্ত ঋতুর স্বরূপ। তিনি (অগ্নি) ঋতুসমূহের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন, এবং ঋতুসমূহ হইতেই তিনি ইহাকে ইহা দ্বারা 'নির্ম্মিত' করিয়া থাকেন।

৯। আদিত্যই সমস্ত ঋতু। যখন ইহা উদিত হন, তখন বসন্ত; যখন গাভী-সমূহ দোহনের জন্য সম্মিলিত হয়,[১০] তখন গ্রীষ্ম; যখন দিনের মধ্যভাগ উপস্থিত হয়, তখন বর্ষা; যখন অপরাহ্ণ, তখন শরৎ; এবং যখন ইহা (সূর্য্য) অস্ত গমন করে, তখন হেমন্ত। অতএব তিনি দিনমধ্যভাগে ("মধ্যন্দিনে") আধান করিবেন, কেননা সেই সময়েই ইহা (সূর্য্য) এই লোকের নিকটতম হইয়া থাকে, এবং তিনি ইহাতে সমীপতম মধ্যস্থল হইতেই ইহাকে (অগ্নিকে) নির্ম্মাণ করেন।[১১]

১০। এই লোক ছায়ার ন্যায় পাপ দ্বারা অনুষক্ত। এই (মধ্যদিন) সময়ে ইহার তাহা (ছায়ারূপ পাপ) অল্পতম হইয়া থাকে; এবং পায়ের নীচে যেন অবসন্ন হইয়া পড়ে; অতএব তিনি ইহাতে (সেই সময়ে) অল্পতম পাপকে পীড়িত করিয়া থাকেন। অতএব তিনি মধ্যদিনেই আধান করিবেন।

১১। তিনি তাহা (অগ্নিকে, গার্হপত্য হইতে) দর্ভসমূহ দ্বারা উ দ্ধ র ণ করেন (উঠাইয়া লইয়া যান)।[১২] তিনি পূর্ব্বে (অগ্ন্যাধেয়ে) ইহাকে দারুসমূহের দ্বারা উদ্ধরণ করেন; তিনি যদি পূর্ব্বে দারুসমূহের দ্বারা এবং পরেও দারুসমূহের দ্বারা (উদ্ধরণ করেন), তাহা হইলে পুনরুক্তি করিয়া ফেলেন এবং (দারুবিষয়ক পরস্পর) কলহ উৎপাদন করেন। দর্ভসমূহ জলস্বরূপ,[১৩] এবং জলই বর্ষা। তিনি (অগ্নি) ঋতুসমূহের মধ্যে[১৪] প্রবেশ করিয়াছিলেন, অতএব তিনি ইহাতে জল

১০। "সঙ্গবঃ"; "সঙ্গতা গাবো দোহনার্থং যত্র" ইতি শব্দকল্পদ্রুম; "সঙ্গচ্ছন্তে গাবো দোহনভূমিং যস্মিন্ কালে স সঙ্গবঃ"—সায়ণ, ঋ. স. ৫. ৭৬. ৩. ভাষ্য। দিবার প্রথম তিন মুহূর্ত্ত প্রাতঃকাল. তাহার পর তিন মুহূর্ত্ত স ঙ্গ ব;—"প্রাতঃকালো মুহূর্ত্তাংস্ত্রীন্ সঙ্গবস্তাবদেব তু॥"

১১। পুনরাধান মধ্যন্দিনে অনুষ্ঠেয়; কা. শ্রৌ. ৪. ১১. ৬।

১২। কা. শ্রৌ. ৪. ১১. ৭।

১৩। ১. ১. ৩. ৫।

১৪। ৩য় কণ্ডিকা দ্রষ্টব্য।

হইতে জলেরই দ্বারা ইঁহাকে নির্ম্মিত করিয়া থাকেন। সেই জন্য তিনি দর্ভসমূহের দ্বারা উদ্ধরণ করেন।

১২। তিনি দুইটী অর্ক পত্রে ব্রীহিময় অপূপ (পাক) করিয়া, যে স্থানে গার্হপত্যকে আধান করিবেন; সেই স্থানে তাহা স্থাপন করেন, ও তাহাতে গার্হপত্যকে আধান করেন।

১৩। তিনি দুইটি অর্কপত্রে যবময় অপূপ (পাক) করিয়া যে স্থানে আহবনীয়কে আধান করিবেন, সেই স্থানে স্থাপন করেন, ও তাহাতে আহবনীয়কে স্থাপন করেন।[১৫] তাঁহারা (ইহাই করেন, ও) বলিয়া থাকেন—'আমরা ইহাতে ইহাদিগকে (এই পুনঃস্থাপিত অগ্নিদ্বয়কে) পূর্ব্ব অগ্নিদ্বয় হইতে ব্যবহিত করি।' কিন্তু তিনি তাহা করিবেন না, কেননা, রাত্রিসমূহ দ্বারাই ইহারা ব্যবহিত হইয়া পড়ে।

১৪। তিনি পঞ্চ কপালে সংস্কৃত পুরোডাশ কেবল অগ্নিকেই প্রদান করেন।[১৬] ইহার যাজ্যা ও অনুবাক্যাসমূহ পঞ্চপদা পঙ্‌ক্তি ছন্দের হইয়া থাকে;[১৭] কেননা, ঋতু পাঁচটি, এবং তিনি (অগ্নি) ঋতুসমূহে প্রবেশ করিয়াছিলেন। তিনি ইহাতে ঋতুসমূহ হইতে ইঁহাকে নির্ম্মিত করিয়া থাকেন।

১৫। সমগ্র (যজ্ঞ) আগ্নেয় (অগ্নিসম্বন্ধী) হয়; কেননা, ত্বষ্টা এই প্রকারেই অগ্নির প্রিয় ধামে গিয়া ছিলেন; অতএব সমগ্র (যজ্ঞ) আগ্নেয় হইয়া থাকে।[১৮]

১৫। কা. শ্রৌ. ৪. ১১. ৮।

১৬। অর্থাৎ পূর্ণাহুতির পর যে তনূহবিরিষ্টি বা পবমানেষ্টি বিহিত হইয়াছে, তাহারই স্থানে ইহা কথিত ও বিহিত হইতেছে। ইহার দ্বারা অপর হবিসমূহ নিষিদ্ধ হইতেছে বুঝিতে হইবে। দ্রঃ—২. ১. ৫ ৬.।

১৭। অনুবাক্যা ঋ. স. ৪. ১০. ২; যাজ্যা—ঐ ৪. ১০. ৩; স্বিষ্টকৃতের অনুবাক্যা—ঐ ৪. ১০. ৪; যাজ্যা—৪. ১০. ১; আ. শ্রৌ ২. ৮. ১৪।

১৮। এই জন্যই পুনরাধেয়ের ইষ্টিতে প্রযাজসমূহে বিভিন্ন বিভিন্ন বিভক্তিতে অগ্নির নাম আছে; আশ্বলায়ন শ্রৌতসূত্রে (২. ৮. ৫-৬) উক্ত হইয়াছে—"তস্যাং প্রযাজানুযাজান্ বিভক্তিভির্যজেৎ ॥৫॥ 'সমিধঃ সমিধোঽগ্নেঽগ্ন আজ্যস্য ব্যন্তু।' 'তনূনপাদগ্নিমগ্ন আজ্যস্য বেতু।' 'ইড়োঽগ্নিনাগ্ন আজ্যস্য ব্যন্তু।' 'বর্হিরগ্নিরগ্ন আজ্যস্য বেত্বিতি ॥' ৬॥" অন্যত্র আজ্যভাগদ্বয় সোম ও অগ্নিকে প্রদত্ত হয়, কিন্তু এখানে উভয় আজ্যভাগই অগ্নিকে দেওয়া হইয়া থাকে। দ্রঃ—আশ্ব. শ্রৌ. ২.৮.৭।

১৬। তাঁহারা সেই সময় অনুচ্চস্বরে (মন্ত্রগুলি উচ্চারণ) করেন ; কেননা যদি কেহ কেবল (নিজের) জ্ঞাতি বা বন্ধুর জন্য কিছু করিতে ইচ্ছা করে, তাহা হইলে, তাহা (অন্যের নিকট হইতে) তিরোহিত (করা) হয়। অন্য যজ্ঞ সমস্ত দেবগণের ভক্ত হয় ('বৈশ্বদেব'), কিন্তু ইহা কেবল মাত্র অগ্নির ; যাহা তিরোহিত (করিয়া রাখা হয়), তাহা অনুচ্চস্বর (দ্বারাই কথিত হয়); অতএব তাঁহারা অনুচ্চস্বরে করিয়া থাকেন।

১৭। তিনি শেষ অনুযাজকে উচ্চৈঃস্বরে করিয়া থাকেন ; কেননা, তখন তিনি কৃতকর্ম্মা, এবং সকলেই কৃত কার্য্যকে জানিয়া থাকে।

১৮। তিনি (অধ্বর্যু) আহ্বান করিয়া (এবং আগ্নীধ্রের প্রত্যুত্তর লাভ করিয়া হোতাকে) বলেন[১৯]—'সমিৎসমূহের উদ্দেশে যাজ্যা পাঠ করুন !'—ইহা অগ্নির পরোক্ষ রূপ ;[২০] কিন্তু তিনি ইহাই বলিতে পারেন—'অগ্নিসমূহের উদ্দেশে যাজ্যা পাঠ করুন।' ইহাই অগ্নির প্রত্যক্ষরূপ।[২১]

১৯। তিনি (হোতা) উচ্চারণ করেন[২২]—"হে অগ্নি, তাহারা (সমিৎসমূহ) আজ্যের (ভাগ) গ্রহণ করুক ! বৌষট্ !"[২৩] "তিনি (তনূনপাৎ) আজ্যের অগ্নিকে গ্রহণ করুন। বৌষট্ !" "তাহারা (ইড়া-সমূহ) অগ্নির দ্বারা আজ্যের (ভাগ) গ্রহণ করুক ! বৌষট্ !" (বর্হিঃ) অগ্নি আজ্যের (ভাগ) গ্রহণ করুক ! বৌষট্ !

১৯। দ্রঃ—১. ৪. ৩. ৬. ৪র্থ টীকা ; ৬ কণ্ডিকা ৮ম টীকা ; ১. ৪. ৫. ১ প্রভৃতি।

২০। সমিৎসমূহ দ্বারা অগ্নি সমিদ্ধ-সন্দীপ্ত হয় বলিয়া সমিৎ অগ্নির রূপ, কিন্তু তাহা পরোক্ষ।

২১। পূর্ব্বে (১. ৪. ৪. ৮) প্রথম প্রযাজে সমিৎই উচ্চারিত হইয়াছিল। এখানে স্পষ্টত অগ্নি-শব্দই উচ্চারণায় বলিয়া বিহিত হইল : কাত্যায়ন এস্থলে বিকল্পে উভয়ই বিধান করিয়াছেন ; কা. শ্রৌ. ৬. ১১. ১১।

২২। প্রকৃতিভূত যে প্রযাজ-যাজ্যা আছে, তাহাতেই যথাক্রমে 'অগ্নে,' 'অগ্নিম্,' 'অগ্নিনা,' ও 'অগ্নিঃ, এই কয়টি বিভক্তি যোগ করিয়া পাঠ করিতে হয়। পূর্ব্বোক্ত ১৮ শ টীকায় আশ্বলায়নশ্রৌত-সূত্রোদ্ধৃত মন্ত্র, ও ৪. ৪. ৩. ৬ষ্ঠ টীকা দ্রষ্টব্য।

২৩। "বৌ ষ ক্" শব্দের অর্থ কি তাহা সায়ণ ব্যাখ্যা করেন নাই। ইহা বৌ ষ ট্ শব্দেরই অন্যরূপ হইবে, কাণ্বপাঠ বৌ ষ ট্-ই আছে। পূর্ব্বে (১, ৪. ৫. ২১) বৌ ক্ শব্দ পাওয়া গিয়াছে।

২০। তিনি আগ্নেয় আজ্যভাগকে লক্ষ্য করিয়া বলেন—"অগ্নিকে স্বাহা"[২৩] যদি তাঁহারা পবমানের জন্য নিশ্চয় করিয়া থাকেন, তবে, তিনি বলেন—"পবমান অগ্নিকে স্বাহা।"[২৪] তাঁহারা যদি ইন্দুমান্ অগ্নির জন্য নিশ্চয় করিয়া থাকেন, তবে, তিনি বলেন—"ইন্দুমান্ অগ্নিকে স্বাহা!" "অগ্নিকে স্বাহা! আজ্যপ অগ্নিগণকে স্বাহা! সেবনকারী অগ্নি আজ্যের (ভাগ) গ্রহণ করুন!"—তিনি (এই সমুদয়) উচ্চারণ করেন।

২১। তিনি (অধ্বর্যু) বলেন—'আগ্নেয় আজ্যভাগকে লক্ষ্য করিয়া অগ্নির অনুবাক্যা উচ্চারণ করুন!' তিনি (হোতা) উচ্চারণ করেন—"স্তোত্র দ্বারা অমর্ত্ত্য অগ্নিকে বোধিত কর, ইনি প্রকাশমান হইয়া দেবগণের নিকট আমাদের হব্যসমূহ স্থাপন করুন!"[২৬] কেননা, অগ্নি যখন অপসারিত হন, তখন যেন তিনি নিদ্রা যান; তিনি ইহাতে ইহাকে সম্প্রবোধিতই করেন, এবং উঠাইয়া দেন। তিনি যাজ্যাপাঠ করেন—"সেবনকারী অগ্নি আজ্যের (ভাগ) গ্রহণ করুন!"

২২। তাঁহারা যদি (দ্বিতীয় আজ্যভাগ) পবমান অগ্নির জন্য নিশ্চয় করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি বলিবেন—'পবমান অগ্নির অনুবাক্যা উচ্চারণ করুন!' তিনি উচ্চারণ করেন—"হে অগ্নি আমাদের আয়ুঃসমূহ (যাহাতে বর্দ্ধিত হয়, সেইরূপ)[২৭] তুমি শোধন করিতেছ। অন্ন ও (ক্ষীরাদি) রস আমাদের দিকে প্রেরণ কর, এবং উপদ্রবকে দূরে বিনাশ কর!"[২৮] এইরূপেই ইহা আগ্নেয় হইয়া থাকে। সোমই পবমান, এবং সোমসম্বন্ধী আজ্যভাগ হইতেই তাঁহারা ইহা লইয়া যান।[২৯] তিনি যাজ্যা পাঠ করেন—"সেবনকারী পবমান অগ্নি আজ্যের (ভাগ) গ্রহণ করুন!"

২৪। দ্র:—১. ৪. ৪. ২২।

২৫। প্রথম আজ্যভাগ কেবল অগ্নির জন্য, দ্বিতীয় আজ্যভাগ সোমের জন্য না করিয়া (১. ৪. ৪. ২২) তৎস্থানে পবমান অগ্নি অথবা ইন্দুমান্ অগ্নির জন্য বিধেয়। কা. শ্রৌ. ৪. ১১. ১২।

২৬। ঋ. স. ৫. ১৪. ১।

২৭। সায়ণ-ভাষ্য, তৈ. স. ১. ৩. ১৪. ৭।

২৮। ঋ. স. ৯. ৬৬. ১৯; বা. স. ১৯, ৩৮; তৈ. স. ১. ৩. ১৪. ৭।

২৯। পবমান অর্থাৎ যাহা পবিত্র হয়, সোমের যে পবমানতা অর্থাৎ পবিত্রীভাব তাহা সোমসম্বন্ধী আজ্যভাগ হইতেই আনীত। দ্বিতীয় আজ্যভাগ সোমসম্বন্ধী, ইহা পূর্ব্বে (১-৪.৪.২২) বলা হইয়াছে।

২৩। আর যদি তাঁহারা ইন্দুমান্ অগ্নির জন্য নিশ্চয় করিয়া থাকেন, তবে তিনি বলিবেন—'ইন্দুমান্ অগ্নির অনুবাক্যা উচ্চারণ করুন!' তিনি (হোতা) উচ্চারণ করেন—"হে অগ্নি, আগমন কর ; আমি এইরূপে তোমার অপর স্তুতি-সমূহ উচ্চারণ করিব ; তুমি এই সমস্ত সোমের দ্বারা ("ইন্দুভিঃ") বৃদ্ধি প্রাপ্ত হও!"[৩০] এইরূপেই ইহা আগ্নেয় হইয়া থাকে। সোমই ইন্দু, এবং সোমসম্বন্ধী আজ্যভাগ হইতে তাঁহারা ইহা (সোমত্ব) লইয়া যান। তিনি যাজ্যাপাঠ করেন—"সেবনকারী ইন্দুমান্ অগ্নি আজ্যের (ভাগ) গ্রহণ করুন!" এবং এই প্রকারেই তিনি সমস্ত আগ্নেয় করিয়া থাকেন।

২৪। অনন্তর তিনি (প্রধান) হবির সম্বন্ধে বলেন—'অগ্নির অনুবাক্যা উচ্চারণ করুন!' 'অগ্নির যাজ্যা পাঠ করুন!' 'স্বিষ্টকৃতের অনুবাক্যা উচ্চারণ করুন!' 'স্বিষ্টকৃতের যাজ্যা উচ্চারণ করুন!' আর যখন তিনি বলেন যে, 'দেবগণের যাজ্যা পাঠ করুন!' তখন, 'অগ্নিসমূহের যাজ্যা পাঠ করুন!'[৩১] ইহাই তিনি বলিয়া থাকেন।

২৫। তিনি যাজ্যা পাঠ করেন—"(দেব বর্হিঃ), অগ্নির ধনলাভ ও ধন-নিধানের জন্য (হবিঃ) গ্রহণ করুন! বৌষক্!"[৩২]—"(দেব নরাশংস), ধনলাভ ও ধননিধানের জন্য অগ্নিতে (হবিঃ) গ্রহণ করুন! বৌষক্!" "দেব অগ্নি স্বিষ্টকৃৎ...!"—এই তৃতীয় (অনুযাজ ত) নিজেই আগ্নেয় রহিয়াছে। তিনি এই প্রকারে অনুযাজসমূহকে আগ্নেয় করিয়া থাকেন।

২৬। তিনি (যাজ্যাসমূহে অগ্নি-শব্দে) এই ছয়টি বিভক্তি উচ্চারণ করিয়া থাকেন ; যথা—প্রযাজসমূহে চারিটি, এবং অনুযাজসমূহে দুইটি।[৩৩] ঋতুসমূহ ছয়টি, এবং তিনি (অগ্নি) ঋতুসমূহেই প্রবেশ করিয়াছিলেন ; তিনি ইহাতে ঋতুসমূহ হইতেই ইহাকে নির্ম্মিত করিয়া থাকেন।

৩০। ঋ. স. ৬ ১৬. ৬ ; আশ্ব. শ্রৌ. ২. ৮. ৭।

৩১। দ্রষ্টব্য—১. ৬. ৪. ১৪ ; কা. শ্রৌ. ৪. ১১. ১২।

৩২। দ্রষ্টব্য—১. ৬. ৪. ১৫ ; প্রথম ও দ্বিতীয় অনুযাজের যাজ্যায় যথাক্রমে 'অগ্নেঃ' ও 'অগ্নৌ' পদ যোগ করিয়া তাহাদের অগ্নিসম্বন্ধ রক্ষা করা হয় ; তৃতীয় অনুযাজে ত 'অগ্নিঃ' পদ স্পষ্টতই আছে।

৩৩। পূর্ব্বোক্ত ১৮ শ, ২২শ, ও ৩২ শ টীকা দ্রষ্টব্য।

২৭। (সেই সমস্ত বিভক্তিতে) দ্বাদশ বা ত্রয়োদশটি অক্ষর আছে।[৩৪] সংবৎসরের দ্বাদশ বা ত্রয়োদশ মাস থাকে ; এবং তিনি (অগ্নি) সংবৎসর (-রূপ) ঋতুসমূহে প্রবেশ করিয়াছিলেন ; (অতএব) তিনি ইঁহাতে সংবৎসর হইতেই ইঁহাকে নির্ম্মিত করেন। পুনরুক্তির জন্য (এই সমস্ত রূপের) কোন দুইটিই সমান নহে ; যদি দুইটি সমান হয়, তবে তিনি পুনরুক্তি করিয়া ফেলেন। 'তাঁহারা গ্রহণ করুন!' 'তিনি গ্রহণ করুন!' ইহাই প্রযাজসমূহের রূপ, এবং 'ধনলাভের জন্য ও ধননিধনের জন্য' ইহা অনুযাজসমূহের রূপ।[৩৫]

২৮। ইহার (এই যজ্ঞের) দক্ষিণা হিরণ্য। এই যজ্ঞ অগ্নিসম্বন্ধী, এবং হিরণ্য অগ্নির রেত ;[৩৬] অতএব দক্ষিণা হিরণ্য হইয়া থাকে। অথবা বলীবর্দ্দ (দক্ষিণা) হইবে ;[৩৭] কেননা, তাহা (স্বকীয়) স্কন্ধের দ্বারা অগ্নিসম্বন্ধী, কারণ, তাহার স্কন্ধ অগ্নিদগ্ধের ন্যায় হয়।[৩৮] অগ্নি দেবগণের হব্য বহন করেন, এবং বলীবর্দ্দ মনুষ্যগণের (ভার) বহন করে ; অতএব বলীবর্দ্দ দক্ষিণা হয়।

৩৪। দ্বিতীয় অনুবাক্যে যে অগ্নি শব্দের সপ্তম্যন্ত 'অগ্নৌ' পদ আছে, ইহা 'অগ্না উ' বলিয়া উচ্চারিত হয়, ইহারই শেষ অক্ষর ছাড়িয়া দিলে মোট বারটি, এবং না ছাড়িলে মোট তেরটি অক্ষর হয়—সায়ণ।

৩৫। দ্রঃ—১.৪.৪.১৫।

৩৬। ২, ১. ১. ৫ ; ২. ২. ২, ১৫ ; রজতদক্ষিণা নিষিদ্ধ, "ন রজতং দক্ষিণাং দদ্যাৎ, পুরাস্য সংবৎসরাদ্ গৃহে রুদন্তীতি শ্রুতেঃ"—কা. শ্রৌ. ১০. ২. ৩৭।

৩৭। কা. শ্রৌ. ৪. ১১. ১৩।

৩৮। ১. ১. ২. ৯।

দ্বিতীয় ব্রাহ্মণ

[১ সায়ং ও প্রাতে অনুষ্ঠেয় অগ্নিহোত্রের বিধানের জন্য আখ্যায়িকা, পূর্ব্বে কেবল প্রজাপতি ছিলেন, তাঁহার মুখ হইতে অগ্নির উৎপত্তি, মুখ হইতে উৎপন্ন হওয়ায় অগ্নি অন্নভোজী ;—২ অগ্নি-শব্দের অর্থনির্ব্বচন,—৩ তখন প্রজাপতি দেখিলেন যে, তাঁহা ভিন্ন অপর অন্ন কিছু নাই, পৃথিবী তখন উদ্ভিদ্-হীন, তাঁহার গুরু চিন্তা হইল ;—৪ অনন্তর অগ্নি তাঁহাকে ভক্ষণ করিবার জন্য বদন বিস্তৃত করিয়া উপস্থিত হয়, ভীত প্রজাপতির বাক্যরূপ মহিমা অপগত হইল, তিনি নিজেতেই আহুতি লাভের ইচ্ছা করিয়া ঘৃতাহুতি ও দুগ্ধাহুতি পাইলেন ;—৫ তাহা অগ্নির তৃপ্তিপ্রদ হয় নাই, প্রজাপতি তাহা অগ্নিতে ফেলিয়া দেন, তাহা হইতে ওষধিসমূহ উৎপন্ন হয়, ওষধি-শব্দের ব্যুৎপত্তি, তিনি দ্বিতীয়বার হস্ত (বা শরীর) মর্দ্দন করায় আবার ঘৃতাহুতি বা দুগ্ধাহুতি প্রাপ্ত হন ;—৬ তাহা প্রীতিপ্রদ হইয়াছিল, তাহার হোমসম্বন্ধে প্রজাপতির সন্দেহ, 'হোম করুন!' বলিয়া তাঁহার মহিমার উক্তি, স্বাহা-শব্দের ব্যুৎপত্তি, সূর্য্য ও বায়ুর উৎপত্তি ;—৭ প্রজাপতির হোমদৃষ্টান্তে অগ্নিহোত্র হোমের বিধি ও তাহার ফলকীর্ত্তন ;—৮ অগ্নিহোত্র হোম করিলে মৃত্যুর পর অগ্নি তাহার শরীরমাত্র দগ্ধ করে, এবং সে পুনর্ব্বার উৎপন্ন হয়, না করিলে সেরূপ হয় না, এজন্য অগ্নিহোত্র হোম বিধেয় ;—৯ প্রজাপতি যেমন সন্দেহপূর্ব্বক আহুতি অনুষ্ঠানে শ্রেয়ঃ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, যজমানও সেইরূপ বিচারপূর্ব্বক অনুষ্ঠানে শ্রেয়কেই পাইয়া থাকেন ;—১০ অগ্নিহোত্রহবনী বিকঙ্কত কাষ্ঠের হইবে বলিয়া ঐ বৃক্ষের উৎপত্তিবর্ণন ; দেববীর অগ্নি, বায়ু ও সূর্য্যের জন্মস্থানে বীর পুত্র উৎপন্ন হয় ;—১১-১২ অগ্নিহোত্রের হোমদ্রব্য দুগ্ধ, তজ্জন্য গাভীর উৎপত্তিবর্ণনাত্মক আখ্যায়িকা, অগ্নি, বায়ু ও সূর্য্যের স্তুতি, সমুদ্রের উৎপত্তি, ঐ দেবগণের গাভীদর্শন ;—১৩ গাভী যজ্ঞস্বরূপা, গাভী অন্নস্বরূপা ;—১৪ যজ্ঞ ও গাভীর 'গো' এই সমান নাম, তাহাদের উভয়ের রক্ষণে রক্ষকের প্রচুর গাভী হয়, এবং যজ্ঞ স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত হয় ;—১৫ গাভীর সহিত অগ্নির সঙ্গম, অগ্নির তাহাতে রেতঃসেক, তাহা হইতে দুগ্ধের উৎপত্তি,—১৬ যজমানেরা এই দুগ্ধ হোম করিতে উদ্যত হইলে অগ্নি, সূর্য্য ও বায়ু প্রত্যেকেই প্রথমে তাহা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন, অনৈক্য হওয়ায় তাঁহাদের প্রজাপতির নিকটে গমন ;—১৭ তিনি যথাযথরূপে অগ্নি, সূর্য্য ও বায়ুর দান নির্দ্দেশ করিয়া দেন ;—১৮ অগ্নিহোত্রহোমে ঐ দেবগণের ফললাভ, যে ব্যক্তি অগ্নিহোত্র অনুষ্ঠান করে, সে ঐ ফলই পাইয়া থাকে।]

১। ইহার পূর্ব্বে এক প্রজাপতিই ছিলেন। তিনি চিন্তা করিলেন যে, 'কেমন করিয়া আমি প্রভূত হইব।'[১] তিনি পরিশ্রম করিলেন ও তপস্যা

১। "প্রজায়েয় ;" ইহার অর্থ এই প্রকারও হইতে পারে—'(প্রজা) উৎপাদন করিব ;' দ্রষ্টব্য—"প্রজ্ঞং হৈবাস্য স্ত্রী বিজায়তে।"—১.২.৬.৫ ; তুলঃ—পালি 'বিজায়তি,' 'বিজায়ি', পুত্তং বিজায়ি, ইত্যাদি। Eggeling করিয়াছেন—"How may I be reproduced ?"

করিলেন। তিনি, মুখ হইতে অগ্নিকেই উৎপাদন করিলেন। তিনি ইহাঁকে মুখ হইতে উৎপাদন করিয়াছিলেন বলিয়া অগ্নি অন্নভোজী হইয়াছে। যে ব্যক্তি এই প্রকারে এই অগ্নিকে অন্নভোজী বলিয়া জানে, সে অন্নভোজী হইয়া থাকে।

২। তিনি ইহাকে এই (রূপে) দেবগণের অগ্রে উৎপাদন করিয়াছিলেন, সেইজন্য ইহা অগ্নি (বলিয়া প্রসিদ্ধ); কেননা, এই যে অগ্নি, ইহা বস্তুত অগ্রি। সে জাত হইয়া পূর্ব্ব (প্রথম) হইয়া গমন করিয়াছিল, এবং যে ব্যক্তি পূর্ব্ব হইয়া গমন করে, (লোকেরা) তাহাকে বলিয়া থাকে যে, '(এ) অগ্রে যাইতেছে।' ইহাই ইহার অগ্নিতা।[2]

৩। প্রজাপতি দেখিলেন—'আমি এই অগ্নিকে আমা (আত্মা) হইতে অন্নাদ (অন্নভোজী) করিয়া উৎপাদন করিলাম। কিন্তু আমা ভিন্ন আর কোন অন্ন এখানে নাই, যাহাকে (যে আমাকে) সে খাইবেই না।' সেই সময়ে পৃথিবী কেশহীন[3] ছিল; ওষধিসমূহও ছিল না, বনস্পতিসমূহও ছিল না। (তখন) তাঁহার মনে এই (চিন্তাই) হইয়াছিল।

৪। অনন্তর অগ্নি বিবৃত বদনে তাঁহার নিকটে ফিরিয়া আগমন করিল, তিনি ভীত হইয়া পড়িলেন, এবং তাঁহার (স্বকীয়) মহিমা অপক্রান্ত হইল; বাক্যই ইহার স্বকীয় মহিমা, তাঁহার বাক্য অপক্রান্ত হইয়াছিল। তিনি নিজেতেই আহুতি লাভের ইচ্ছা করিলেন, এবং (হস্তদ্বয়)[4] উন্মার্জ্জন (অর্থাৎ মর্দ্দন) করিলেন; তিনি উন্মার্জ্জন করিয়াছিলেন বলিয়া এই ও এই (উভয়

২। অর্থাৎ অগ্নির স্বরূপতা, অগ্নি-নামের মূল। নিরুক্তে (৭.৪.১) অগ্নি-শব্দের নির্ব্বাচন-সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে—"অগ্নিঃ কস্মাৎ? অগ্রণীর্ভবতি; অগ্রং যজ্ঞেষু প্রণীয়তে; অঙ্গং নয়তি সন্নমমানঃ; অক্নোপনো ভবতীতি স্থৌলাষ্ঠীবিঃ, ন ক্নোপয়তি ন স্নেহয়তি। ত্রিভ্য আখ্যাতেভ্যো জায়ত ইতি শাকপূণিঃ; ইতাদ্, অক্তাদ্ বা দগ্ধাদ্ বা, নীতাৎ, স খল্বেতেরকারমাদত্তে, গকারম্ অনক্তের্বা দহতের্বা, নীঃ পরঃ।"

৩। "কম্বালীকৃতা;" "অপনীতবালাঃ কম্বালাঃ"—ইতি হরিস্বামী; তুলঃ—খল্বাল, খল্বাট-টাকযুক্ত।

৪। অথবা 'হস্তদ্বয় দ্বারা শরীরকে'—সায়ণ।

পার্শিতল) লোমহীন হইয়াছে। তিনি সেখানে ঘৃতাহুতিই, বা পয় আহুতি লাভ করিয়াছিলেন,—তাহারা উভয়ে পয়ই (দুগ্ধই) ছিল।

৫। তাহা (আহুতি) ইহাকে তৃপ্ত করে নাই; কেননা তাহা কেশ-মিশ্রিত ছিল। তিনি তাহা (এই বলিয়া অগ্নিতে) ফেলিয়া দিলেন—'উষ্ণ (করিয়া) পান কর ("ও ষং ধ য়")। তাহা হইতে ওষধিসমূহ ("ও ষ ধ য়ঃ") উৎপন্ন হইল; তাহাদের ওষধি-নাম এই জন্যই। তিনি দ্বিতীয় বার উন্মার্জ্জন করিলেন, এবং সেখানে অপর ঘৃতাহুতি বা পয়-আহুতি লাভ করিলেন, তাহারা উভয়ে পয়ই ছিল।

৬। তাহা (সেই আহুতি) ইহাকে তৃপ্ত করিয়াছিল। তিনি (প্রজাপতি) সংশয় করিয়াছিলেন—'আমি কি ইহা হোম করিব? অথবা হোম করিব না?' তাঁহাকে তাঁহার (অপক্রান্ত) স্বকীয় মহিমা (বাক্) বলিয়াছিল—'হোম করুন!' প্রজাপতি জানিলেন যে, '(আমার) নিজের ("স্বঃ") মহিমা বলিল ("আহ"), এই জন্য তিনি স্বা হা বলিয়া হোম করিলেন।[৬] সেই জন্যই স্বা হা বলিয়া হোম করা হইয়া থাকে। তাহা (এই হোম) হইতে, এই যাহা (সূর্য্য) তাপ প্রদান করিতেছে, তাহা উদিত হইল; তাহা হইতে, এই যাহা (বায়ু) প্রবাহিত হইতেছে; তাহা উৎপন্ন হইল; এবং তাহাতেই অগ্নি পরাঙ্মুখ হইয়া ফিরিয়া গেল।

৭। প্রজাপতি হোম করিয়া (প্রজা) উৎপাদন করিয়াছিলেন, এবং ভক্ষণোদ্যত মৃত্যুরূপ অগ্নি হইতে নিজেকে ত্রাণ করিয়াছিলেন। যে ব্যক্তি এইরূপ জানিয়া অগ্নিহোত্র হোম করেন, তিনি, প্রজাপতি যেমন (প্রজা) উৎপাদন করিয়াছিলেন, সেইরূপ প্রজা উৎপাদন করেন, এবং এইরূপই মৃত্যুরূপ অগ্নি হইতে নিজেকে ত্রাণ করেন।

৮। তিনি যখন মৃত হন, এবং যখন তাঁহাকে তাঁহারা অগ্নির উপরি স্থাপন করেন; তখন তিনি অগ্নি হইতে (আবার) জাত হন, এবং অগ্নি যেন তাঁহার শরীরকেই দগ্ধ করে। যেমন পিতা, বা মাতা হইতে (লোক) জাত হয়, সেই

৫। ৪র্থ কণ্ডিকা ও ৪র্থ টীকা দ্রষ্টব্য।

৬। তুল:—তৈ. ব্রা. ২. ১. ২. ১—৩।

রূপই তিনি অগ্নি হইতে জাত হন। কিন্তু যে ব্যক্তি অগ্নিহোত্র হোম করেন না, তিনি নিশ্চয়ই সম্ভূত (উৎপন্ন) হন না; অতএব অগ্নিহোত্র হোম করা কর্ত্তব্য।

৯। সেই জন্ম সন্দেহেরই জন্য, কেননা, প্রজাপতি সন্দেহ করিয়াছিলেন; তিনি সন্দেহ করিয়া শ্রেয়ঃ (পক্ষেই) স্থির ছিলেন,[৭] এবং (প্রজা) উৎপাদন করিয়াছিলেন, ও মৃত্যুরূপ অগ্নি হইতে নিজেকে রক্ষা করিয়াছিলেন। যে ব্যক্তি এইরূপ সন্দেহের জন্য জন্মকে জানেন, তিনি যাহা কিছু সন্দেহ করেন, তাহাতে শ্রেয়ঃ (পক্ষেই) স্থির থাকেন।

১০। তিনি হোম করিয়া (হস্ত) মার্জ্জন করিয়াছিলেন। তাহা হইতে বি ক ঙ্ক ত (বৃক্ষ) সম্ভূত হয়; সেই জন্যই এই বৃক্ষ যজ্ঞিয় ও যজ্ঞপাত্রীয়।[৮] তাহাতে দেবগণের (সেই) বীরেরা জাত হয়, যথা—অগ্নি, এই যাহা (বায়ু) প্রবাহিত হইতেছে, ও সূর্য্য। যে ব্যক্তি দেবগণের এই বীরসমূহকে জানেন, তাঁহার বীর (পুত্র) জাত হয়।

১১। তাঁহারা (অগ্নিপ্রভৃতি) বলিয়াছিলেন—'আমরা ত পিতা প্রজাপতির পরে হইয়াছি,[৯] অহো! আমরাও তাহা সৃষ্টি করি, যাহা আমাদের পরে হইবে।' এই বলিয়া তাঁহারা (একটি স্থান) চারিদিকে আশ্রয় করিয়া (ঘিরিয়া) হিঙ্কারহীন[১০] গায়ত্রী ছন্দের দ্বারা স্তুতি করিলেন। তাঁহারা যাহা চারিদিকে আশ্রয় করিয়াছিলেন, তাহা সমুদ্র হইয়াছিল, এবং এই পৃথিবী হইয়াছিল স্তোত্র-স্থান।

১২। তাঁহারা স্তুতি করিয়া, এবং 'আবার আমরা আসিব' এই মনে করিয়া উঠিয়া পূর্ব্বমুখে গমন করিয়াছিলেন। (সেই) দেবগণ উৎপন্ন একটি গাভীর নিকট আসিয়াছিলেন। ইহা তাঁহাদিগকে দেখিয়া হিঙ্কার (শব্দ) করিল।

৭। অথবা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

৮। অগ্নিহোত্রহবনী বিকঙ্কত বৃক্ষের কাষ্ঠের হইয়া থাকে, এই জন্য বিকঙ্কত বৃক্ষের উৎপত্তির কথা বলা হইল; দ্র:—১. ১. ২. ১, ২য় টীকা; কা. শ্রৌ. ৪. ১৪. ১।

৯। অর্থাৎ তিনি আমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন।

১০। দ্রষ্টব্য—১, ৩, ৩. ১ ইত্যাদি।

সেই দেবগণ জানিলেন যে, ইহা সামের হিঙ্কার;[১১] কেননা, তাহার পূর্ব্বে (তাঁহাদের) সাম হিঙ্কারহীনই ছিল।[১২] সামের সেই হিঙ্কার গাভীতে রহিয়াছে বলিয়াই ইহা (গাভী) উপজীবনীয়; এবং যে ব্যক্তি এই রূপে গাভীতে সামের এই হিঙ্কার জানেন, তিনি উপজীবনীয় হইয়া থাকেন।

১৩। তাঁহারা বলিলেন—'এই যে আমরা গাভী উৎপাদন করিয়াছি, তাহা ভালই উৎপাদন করিয়াছি; কেননা, ইহা যজ্ঞই, কারণ, ইহা ভিন্ন যজ্ঞ বিস্তার করিতে পারা যায় না; ইহা অন্নই, কেননা, যাহা কিছু অন্ন আছে, তাহা গাভীই।

১৪। ইহাই ('গো' শব্দই) ইহাদের (গাভীদের) নাম, এবং যজ্ঞেরও নাম ইহাই। অতএব উৎকৃষ্ট পুণ্য বলিয়া (লোকে এই উভয়কেই) রক্ষা করিবে। যে ব্যক্তি ইহা এইরূপ জানিয়া তাহা (তদুভয়কে) রক্ষা করেন, তাঁহার তাহারা (গাভীরা) প্রচুর হয়, এবং যজ্ঞও তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া থাকে।

১৫। 'আমি ইহার (গাভীর) দ্বারা মিথুনী হইব' এই মনে করিয়া অগ্নি ইহাকে চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি ইহাতে সঙ্গত হইলেন, এবং ইহাতে রেত সেচন করিলেন; তাহা পয় (দুগ্ধ) হইল; এই জন্য গাভী যখন কাঁচা, তখন তাহাতে ইহা (পয়ঃ) পক্ব (উষ্ণ, "শৃতং") হয়; কেননা, তাহা অগ্নির রেত। ইহা (পয়ঃ) যদি কৃষ্ণা বা লোহিতা (গাভীতে) থাকে, তথাপি অগ্নির সদৃশ শুক্লই হইয়া থাকে, কেননা তাহা অগ্নির রেত। সেই জন্য প্রথম দুগ্ধ[১৩] উষ্ণ হইয়া থাকে, কারণ তাহা অগ্নির রেত।

১৬। তাঁহারা (যজমানেরা) বলিলেন—'অহো আমরা ইহা হোম করিব!' (সেই দেবত্রয় বলিলেন)—আমাদের মধ্যে 'কাহাকে ইহারা প্রথমে হোম করিবেন?' অগ্নি বলিলেন—'আমাকে!' এই যাহা (বায়ু) বহিতেছে, তিনি বলিলেন—'আমাকে!' সূর্য্য বলিলেন—'আমাকে!' তাঁহারা একমত হইতে পারিলেন না; তাঁহারা একমত হইতে না পারিয়া বলিলেন—'আমরা

১১। দ্রঃ-১.৩.৩.১ ১ম টীকা।

১২। ১১শ কণ্ডিকা।

১৩। যাহাকে প্রথমেই দোহন করা হইয়াছে

পিতা প্রজাপতিরই নিকট গমন করিব, তিনি আমাদের মধ্যে যাহাকে প্রথমে হোম করিবার জন্য বলিবেন, ইঁহারা (যজমানেরা) তাঁহাকেই প্রথমে হোম করিবেন।' তাঁহারা পিতা প্রজাপতির নিকট গমন করিয়া বলিলেন—'(ইঁহারা) আমাদের মধ্যে কাহাকে প্রথমে হোম করিবেন ?'

১৭। তিনি বলিলেন—'অগ্নিকে ; অগ্নি প্রযত্ন দ্বারা নিজের রেতকে (পয়োরূপে) উৎপাদিত করিবে, এবং তোমরাও এইরূপে উৎপন্ন হইবে।' তিনি সূর্য্যকে বলিলেন—'অনন্তর তোমাকে !' 'আর যাহা তিনি হূয়মান দুগ্ধের (অবশিষ্ট অংশ) প্রাপ্ত হন, তাহা ইহাকে,—এই যাহা (বায়ু) প্রবাহিত হইতেছে।' এই জন্য এখনো (যজমানেরা) ইঁহাদিগকে সেই রূপেই হোম করিয়া থাকেন ; অগ্নিকেই সায়ংকালে, সূর্য্যকে প্রাতঃকালে, আর যাহা তিনি হূয়মান (দুগ্ধের অবশিষ্ট) প্রাপ্ত হন, তাহা ইহাকে,—এই যাহা (বায়) প্রবাহিত হইতেছে।

১৮। সেই দেবগণ হোম করিয়াই এই জাতিতে জাত হইয়াছেন,—এই যে জাতি (এখন) তাঁহাদের রহিয়াছে ; এবং এই বিজয়কে বিজয় করিয়াছেন,—এই যে বিজয় (এখন) তাঁহাদের রহিয়াছে ; অগ্নি এই (পৃথিবী) লোককেই জয় করিয়াছেন, বায়ু অন্তরিক্ষকে, এবং সূর্য্য দ্যোকে। যে ব্যক্তি এইরূপ জানিয়া অগ্নিহোত্র হোম করেন, তিনি সেই জাতিতে জাত হন,—যে জাতিতে তাঁহারা জাত হইয়াছিলেন ; এবং সেই বিজয়কে বিজয় করেন,—যে বিজয়কে তাঁহারা বিজয় করিয়াছিলেন। যিনি এইরূপ জানিয়া অগ্নিহোত্র হোম করেন ; তিনি ইঁহাদেরই সহিত সমান লোকে অবস্থান করেন। অতএব অগ্নিহোত্র হোম করা উচিত।

১৪। "অথ যদেব হূয়মানস্য ব্যশ্নুতে ;" সায়ণ ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"হূয়মানস্য চ পয়সঃ যদ্ বিশুদ্ধমাপ্নোতি ;" হূয়মান দুগ্ধের যে বিশুদ্ধ অংশ তিনি প্রাপ্ত হন।

তৃতীয় ব্রাহ্মণ

[১-২ অগ্নিহোত্রে সায়ং ও প্রাতঃকালে হোম করিতে হয়, হোমের এই সায়ংকাল ও প্রাতঃকাল বিধানের জন্য অগ্নিহোত্রের সূর্য্যরূপে বর্ণনা ;—৩ সূর্য্য যখন অস্ত গমন করে তখন তাহা যোনিরূপ অগ্নিতে গর্ভরূপে অবস্থান করে ;—৪ সায়ংকালে হোমের দ্বারা অগ্নির সূর্য্যরূপ গর্ভ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় ;—৫ প্রাতঃকালে হোমের দ্বারা সূর্য্যরূপ গর্ভ প্রসূত হইয়া থাকে ;—৬ সর্প যেমন নির্মোক (খোলস) হইতে মুক্ত হয়, সূর্য্যও সেইরূপ উদিত হইয়া রাত্রিরূপ পাপ হইতে মুক্ত হয়, যে ব্যক্তি এইরূপ জানিয়া অগ্নিহোত্র করে, সেও ঐরূপ পাপমুক্ত হইয়া থাকে ;—৭ সূর্য্যের অস্তগমনের পূর্ব্বেই (গার্হপত্য হইতে) আহবনীয়ের উদ্ধরণ, তাহা না করিলে দোষ, সূর্য্যরশ্মিরূপ বিশ্বদেবগণ অগ্নিহোত্রে আগমন করেন, রশ্মিসমূহের উপরিস্থিত জ্যোতিঃ ইন্দ্র বা প্রজাপতি ;—৮ কোনো মহান্ ব্যক্তি আসিবেন বলিয়া যেমন আসনবিন্যাসে সৎকার করা হয়, সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে উদ্ধরণ করিলে রশ্মিরূপ দেবগণেরও সেইরূপ সৎকার করা হইয়া থাকে ;—৯ সায়ংকালে সূর্য্যাস্তের পর এবং প্রাতঃকালে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে হোম করিলে দেবগণ সেই হোম পাইয়া থাকেন, আ সু রি র মতে ইহা অতিক্রম করিলে অতিথিশূন্য গৃহে অন্নপানাদি আহরণ করার ন্যায় হয় ;—১০-১২ প্রকারান্তরে সায়ং ও প্রাতর্হোমের প্রশংসা, জীবনসাধন পদার্থ দ্বিবিধ, সমূল ও মূল হীন, পশুসমূহ সমূল, ওষধিসমূহ মূলহীন, এই উভয় হইতে রস উৎপন্ন হয়, তাহা দেবগণের, এবং মনুষ্যগণ তদাশ্রয়েই জীবিত থাকে, অতএব সায়ং ও প্রাতর্হোমে প্রথমে দেবগণকে সেই রস হইতে দেবভাগ প্রদান করিয়া অগ্নিহোত্রী তাহার পর অবশিষ্ট অংশ ভোজন করেন, অগ্নিহোত্রীকে হুতাবশিষ্ট বস্তুই ভোজন করিতে হয় ;—১৩ অগ্নিহোত্র কখনো পরিসমাপ্ত হয় না, অন্যান্য যজ্ঞের সমাপ্তি আছে, কিন্তু ইহার নাই, অগ্নিহোত্রের এই স্বভাবের প্রশংসা ;—১৪ (হোম দুগ্ধ দ্বারা বিধেয়, অধ্বর্য্যুকর্তৃক) এই দুগ্ধের পাক, ঐ দুগ্ধে ততক্ষণ জ্বাল দিতে হইবে যাহাতে তাহা পাত্রের প্রান্ত পর্যান্ত ফাঁপিয়া না উঠে, ওরূপ হইলে তাহা দোষাবহ ;—১৫ অগ্নির উপর স্থাপন করামাত্রই ঐ দুধে জ্বাল দেওয়া হইয়া যায়, তাহার যুক্তি ;—১৬ দুগ্ধে জ্বাল হইয়াছে কি না জ্বলন্ত তৃণ দ্বারা তাহার দর্শন, তাহাতে কিঞ্চিৎ জলপ্রক্ষেপ, তাহার কারণনির্দ্দেশ ;—১৭ হোমের দুগ্ধ স্থালী হইতে স্রুবের দ্বারা অগ্নিহোত্রহবনীতে চারিবার দুগ্ধ তুলিয়া লওয়া, তিনি তাহা আহবনীয়ের অপর ভাগে না রাখিয়া হাতে ধরিয়াই হোম করেন, তাহার প্রয়োজন, পূর্ব্ব আহুতির সম্বন্ধে এই নিয়ম, দ্বিতীয় আহুতিতে তাহা রাখিয়াই হোম করিতে হয়, এই বিভিন্ন পদ্ধতি অনুসরণ করিবার ফল ;—১৮ হোমপ্রভৃতি কার্য্যের সংখ্যা-উল্লেখে যজ্ঞের প্রশংসা ;—১৯-২০ হোমপ্রভৃতি কার্য্যের প্রয়োজনপ্রদর্শন, হোমাদির দ্বারা দেবপ্রভৃতি (যজ্ঞে) বিদ্যমান থাকেন, প্রজা ও পশুগণের যজ্ঞে ভাগপ্রাপ্তির উল্লেখ ;—২১ যা জ্ঞ ব ল্ক্যে র মতে অগ্নিহোত্র হবির্যজ্ঞ নহে, পাকযজ্ঞ বলিয়া ইহাকে মনে করিতে হইবে, তৎসম্বন্ধে যুক্তি ;—২২ অগ্নিহোত্রে দুইটি আহুতি দিবার কারণ ;—২৩ পূর্ব্বাহুতি ও উত্তরাহুতির প্রশংসা ,— ২৪-২৮ সেই

আহুতিদ্বয়ের সমন্ত্রকত্ব-অমন্ত্রকত্ব-বিধানের জন্য ভূত-ভবিষ্যৎ জাত-জনিষ্যমাণ ইত্যাদি দ্বন্দ্বরূপে বর্ণনা, এবং ঐ সকল দ্বন্দ্বের আত্মা (নিজ) ও প্রজাসন্ততি-রূপে কল্পনা, তাহাদের যথাক্রমে প্রত্যক্ষ-প্রত্যক্ষত্ব বর্ণনা ;—২৯ পূর্ব্বাহুতি মন্ত্রপূর্ব্বক, এবং উত্তরাহুতি অমন্ত্রক পৃথক্ হোম করা হয় ;—৩০ সায়ং ও প্রাতঃকালের হোমের মন্ত্র, তাহার যোগ্যতাপ্রতিপাদন ;—৩১ ত ক্ষা ব্রহ্মবর্চ্চসকাম আ রু ণি র জন্য মন্ত্রান্তর ব্যবহার করিয়াছিলেন, তদ্ব্যবহারে ব্রহ্মবর্চ্চসপ্রাপ্তি ;—৩২ সায়ংহোম-মন্ত্রের প্রশংসা ;—৩৩ প্রাতর্হোমমন্ত্রের প্রশংসা ;—৩৪-৩৫ এতদ্বিষয় চৈ ল কি জী ব ল-কর্ত্তৃক আ রু ণি র মতের খণ্ডন, প্রাতঃকালে মন্ত্রান্তরের বিধান ও তাহার প্রশংসা ;—৩৬ চৈ ল কি জী ব ল-পক্ষের যুক্তি, এই পক্ষ উদিত হোমকারিগণের, ইহার দোষপ্রদর্শন ;—৩৭-৩৮ অনুদিত-হোমপক্ষে মন্ত্রান্তরের বিধান, ইহাতে প্রত্যক্ষভাবেই অগ্নি ও সূর্য্যকে হোম করা হয় ;—৩৯ হোমাবশিষ্ট দ্রব্যের অব্রাহ্মণ-কর্ত্তৃক পানের নিষেধ ।]

১ । সূর্য্যই অগ্নিহোত্র ; যেহেতু ইহা অ গ্রে আহুতি হইতে উদিত হইয়াছিল,[১] সেই জন্য সূর্য্য অগ্নিহোত্র ।

২ । যিনি মনে করেন যে, ইহাতে (অগ্নিতে) তিনি (সূর্য্য) থাকিতে থাকিতে আমি ইহা (হবি) হোম করিব, তিনি সায়ংকালে (সূর্য্য) অস্তমিত হইলে হোম করেন । যিনি মনে করেন যে, ইহাতে (অগ্নিতে) তিনি (সূর্য্য) থাকিতে থাকিতে আমি ইহা হোম করিব, তিনি প্রাতঃকালে (সূর্য্য) অনুদিত থাকিতেই হোম করেন । এই জন্য তাঁহারা সূর্য্যকে অগ্নিহোত্র বলিয়া থাকেন ।

৩ । তিনি (সূর্য্য) যখন অস্তগমন করেন, তখন গর্ভ (-স্বরূপ) হইয়া যোনি (-রূপ) অগ্নিতে প্রবেশ করেন ;[২] তিনি (এইরূপে) গর্ভ হইলে, তদনুসরণে সমস্ত প্রজাই গর্ভ হয় ; কেননা, তাহারা (সেই সময়ে) হৃষ্ট ও একমত হইয়া শয়ন করে । আর রাত্রি যে ইহাকে (সূর্য্যকে) আচ্ছাদিত করে, (তাহার কারণ এই যে), গর্ভ আচ্ছাদিত হইয়াই থাকে ।

১। ১. ২. ২. ৬।

২। দ্রঃ—"অগ্নিং বাবাদিত্যঃ সায়ং প্রবিশতি...উদ্যন্তং বাবাদিত্যমগ্নিরনুসমারোহতি—" তৈ. ব্রা. ২. ১. ২. ৯। অত্রত্য তৈত্তিরীয়শ্রুতি অবলম্বন করিয়াই বিষ্ণুপুরাণে (২ অংশ, ৮. ২১-২২৮) উক্ত হইয়াছে—"প্রভা বিবস্বতো রাত্রাবস্তং - গচ্ছতি ভাস্করে। বিশত্যগ্নিমতো রাত্রৌ বহ্নির্দূরাৎ প্রকাশতে। বহ্নিপাদস্তথা ভানুং দিনেষ্বাবিশতি দ্বিজ। অতীব বহ্নিসংযোগাদতঃ সূর্য্যঃ প্রকাশতে।" শ্রীধরস্বামী ইহার ব্যাখ্যায় পূর্ব্বোক্ত তৈত্তিরীয়শ্রুতি উদাহৃত করিয়াছেন।

৪। তিনি যে সায়ংকালে (সূর্য্য) অস্তমিত হইলে হোম করেন, তাহা গর্ভ (-অবস্থায়) অবস্থিত ইহাকেই (সূর্য্যকেই) লক্ষ্য করিয়া হোম করেন ; গর্ভ (-রূপে) অবস্থিত ইহাকে লক্ষ্য করিয়া হোম করেন বলিয়াই এই গর্ভ-সমূহ আহার না করিয়াও জীবিত থাকে।[৩]

৫। আর যে তিনি প্রাতঃকালে (সূর্য্য) অনুদিত থাকিতেই হোম করেন, তাহাতে তিনি ইহাকে উৎপাদিতই করিয়া থাকেন,[৩] এবং ইনি তেজ হইয়া দীপ্যমান হইয়া উদিত হন। তিনি যদি এই আহুতি হোম না করেন, তবে ইনি নিশ্চয়ই উদিত হন না। তিনি সেই জন্যই এই আহুতি হোম করিয়া থাকেন।[৪]

৩। সায়ং হোমের দ্বারা গর্ভের বৃদ্ধি, এবং প্রাতর্হোমের দ্বারা তাহার জন্ম অর্থাৎ প্রসব হইয়া থাকে, ইহাই এখানে তাৎপর্য্য।

৪। এ স্থলে জানিতে পারা গেল যে, অগ্নিহোত্রে সায়ং ও প্রাতঃকালে হোম হয়, এবং ঐ হোম সায়ংকালে সূর্য্য অস্তমিত হইলে, এবং প্রাতঃকালে সূর্য্য অনুদিত থাকিতেই বিধেয়। এই উভয় হোমের মধ্যে সায়ংকালের হোম যে সূর্য্য অস্তমিত হইলে করিতে হইবে, তৎসম্বন্ধে সকলেরই ঐকমত্য আছে, কিন্তু প্রাতঃকালের হোমের সম্বন্ধে প্রধানত দুইটি মত দেখিতে পাওয়া যায় ; এক পক্ষ বলেন যে, সূর্য্য অনুদিত থাকিতেই হোম করিতে হইবে ; এবং অপর পক্ষ বলেন যে, সূর্য্য উদিত হইলে হোম বিধেয়। শতপথব্রাহ্মণে অনুদিত হোমপক্ষই গৃহীত হইয়াছে, তাহা স্পষ্টই দেখা যাইতেছে ; কেবল তাহাই নহে, ইহার পরে (৯ম ও ৩৬শ কণ্ডিকায়) উদিতহোমকে নিন্দাও করা হইয়াছে। অপর পক্ষে ঐতরেয়ব্রাহ্মণে (৫. ৫. ৪-৬) বিপুল প্রবন্ধে প্রবলভাবে অনুদিতহোমের নিন্দা করিয়া উদিতহোমেরই স্তুতি করা হইয়াছে। আবার তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণে প্রথমে (২. ১. ২. ৭) উদিতপক্ষ বিধান করিয়া পরে (২. ১. ২. ১২) তাহার নিন্দা করা হইয়াছে, এবং অনুদিতপক্ষের যুক্ততা প্রতিপাদিত হইয়াছে ("তস্মাদ্ যদ্ উষসং তদেব সম্প্রতি")। ইহার ফলে দেখা যায় পরবর্ত্তী কোন কোন সূত্রপ্রভৃতি গ্রন্থে বিকল্পিতভাবে উভয় পক্ষই স্থান পাইয়াছে। "পুরোদয়াৎ প্রাদুষ্কৃত্যোদিতেঽনুদিতে বা প্রাতরাহুতিং জুহুয়াৎ"—গো. গৃ. সূ. ১. ১. ২৮। কোন কোন স্থলে যজমানেরই উপর নির্ভর করা হইয়াছে যে, উদিত-অনুদিতের মধ্যে তিনি যে-কোন পক্ষ গ্রহণ করিবেন। দ্র:—শাঙ্খ্যা. শ্রৌ. ২. ৭. ১—৫, ও তদ্-ভাষ্য ; (See also the remarks on this point made by Dr. Alfred Hillebrandt in the Preface to his edition of the শাঙ্খ্যায়ন-শ্রৌতসূত্র published from the Asiatic Society of Bengal, pp. X-XII) ; আপ. শ্রৌ. সূ ৬. ৪. ৮—১০। মনু (২. ১৫) ও গোভিলগৃহ্যাসংগ্রহকার (১. ৭২) বলিয়াছেন—"উদিতেঽনুদিতে চৈব সময়াধ্যু-

৬। অহি যেমন ত্বক্ (খোলস) হইতে নির্ম্মুক্ত হয়; ইনিও (সূর্য্যও) এইরূপ পাপ রাত্রি হইতে নির্ম্মুক্ত হন। যে ব্যক্তি এইরূপ জানিয়া অগ্নিহোত্র হোম করেন, অহি যেমন ত্বক্ হইতে নির্ম্মুক্ত হয়, তিনিও সেইরূপ সমস্ত পাপ হইতে নির্ম্মুক্ত হন। ইঁহারই (সূর্য্যের) উৎপত্তির (উদয়ের) পর এই প্রজাসমূহ উৎপন্ন (জাগরিত) হয়, এবং যথাপ্রয়োজনে (নিজ নিজ কার্য্যে) প্রবৃত্ত হইয়া থাকে।

৭। তিনি যে আদিত্যের অস্তগমনের পূর্ব্বে (গার্হপত্য হইতে) আহবনীয়কে উদ্ধরণ করেন (উঠাইয়া লইয়া যান, তাহার কারণ এই)[৫] —বিশ্বদেবগণই (সূর্য্যের) রশ্মিসমূহ; এবং (এই রশ্মিসমূহের) উপরি অবস্থিত (অথবা

ষিতে তথা। সর্ব্বথা বর্ত্ততে যজ্ঞ ইতীয়ং বৈদিকী শ্রুতিঃ।" আবার এই উদিত-অনুদিত সময়-নির্দ্দেশেরও বিবিধ প্রকার দেখা যায়। অনুদিত দ্বিবিধ, অনুদিত ও সময়াধ্যুষিত। গোভিলগৃহ্যাসংগ্রহকার (১.৭৩—৭৫) ইহাদের লক্ষণ এইরূপ করিয়াছেন—"রাত্রেঃ ষোড়শমে ভাগে গ্রহনক্ষত্রভূষিতে। অনুদয়ং বিজানীয়াৎ হোমমত্র প্রকল্পয়েৎ॥ ততঃ প্রভাতসময়ে নষ্টে নক্ষত্রমণ্ডলে। রবিবিম্বং ন দৃশ্যেত সময়াধ্যুষিতং স্মৃতং॥ রেখামাত্রস্তু দৃশ্যেত রশ্মিভিশ্চ সমন্বিতং। উদয়ং তং বিজানীয়াৎ হোমং কুর্য্যাদ্ বিচক্ষণঃ॥" কর্ম্মপ্রদীপে (অর্থাৎ ছন্দোগপরিশিষ্টে, ১. ৯. ২—৪) এতৎসম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে :—"হস্তাদূর্দ্ধং রবির্যাবদ্ গিরিং হিত্বা ন গচ্ছতি। তাবদ্ধোমবিধিঃ পুণ্যো নান্যোঽভ্যুদিতহোমিনাম্। যাবৎ সম্যঙ্ ন ভাব্যন্তে নভস্যৃক্ষাণি সর্ব্বতঃ। ন চ লোহিত্যমাপ্নোতি তাবৎ সায়ঞ্চ হূয়তে॥" আপস্তম্ব-শ্রৌতসূত্রে সায়ংহোমে তিনটি কাল বিহিত হইয়াছে, যথা—প্রথমনক্ষত্রদর্শনে, অথবা প্রদোষে (প্রথম যামে), অথবা নিশায় (দ্বিতীয় যামে)। ঐ স্থলে প্রাতর্হোমে চারিটি কাল উক্ত হইয়াছে; যথা—উষায় (পূর্ব্বদিক্ প্রকাশিত হইলে), উপোদয়ে (উদয়ের পূর্ব্বসময়ে), সময়াবিষিতে (সূর্য্যমণ্ডল ঈষদ্ আবির্ভূত হইলে), অথবা উদিতে (সূর্য্যমণ্ডল উদিত হইলে)। আপৎসময়ে কালান্তরেও হোম করিতে পারা যায়; আপন্ন ব্যক্তি পূর্ব্বাহ্নে, মধ্যাহ্নে বা অপরাহ্নেও প্রাতর্হোম করিতে পারেন; এবং সায়ংহোম পূর্ব্বরাত্র, মধ্যরাত্র ও অপররাত্রেও করিতে পারা যায়। দ্র :—আপ. শ্রৌ. ৬. ৪. ৮—১১। এই ত গেল নিত্য অগ্নিহোত্রহোমের কালের ব্যবস্থা, আবার কাম্যহোমের জন্য বিবিধ কালের বিধান আছে, দ্রঃ—কা. শ্রৌ. ৪. ১৫. ১২—১৫। আবার কামনাবিশেষে অগ্নির বিশেষ বিশেষ অবস্থায় হোমের বিধান আছে, তাহা পরে (২. ২. ৪. ৯—১৩) উক্ত হইবে (কা. শ্রৌ. ৪. ১৫. ১৬—২০)। বিশেষ বিশেষ দ্রব্যে হোম করিলেও বিশেষ বিশেষ ফল লাভ হয়; আলোচ্য—কা. শ্রৌ. ৪. ১৫. ২১—২৮।

৫। অগ্নিহোত্র হোমের জন্য পূর্ব্বে যথাবিধি আহবনীয়ঘরের সংস্কার করিয়া গার্হপত্য হইতে

শ্রেষ্ঠ) যে জ্যোতি রহিয়াছে, তাহা প্রজাপতি, বা ইন্দ্র। যে ব্যক্তি অগ্নিহোত্র হোম করেন, বিশ্বদেবগণ তাঁহার গৃহে আগমন করেন; কিন্তু (আহবনীয়) উদ্ধৃত না হইতেই তাঁহারা যাঁহার (অগ্নিহোত্রে) আগমন করেন, তাঁহার নিকট হইতে তাঁহারা চলিয়া যান;[৬] এবং যাঁহার নিকট হইতে দেবগণ চলিয়া যান, তাঁহার পক্ষে তাহা (অগ্নিহোত্র) ঋদ্ধিহীন হয়; এবং সেই ঋদ্ধিহীনতা লক্ষ্য করিয়া,—যে ব্যক্তি জানে, বা যে না জানে,—(সকলেই) বলিয়া থাকে যে, (আহবনীয়কে) অনুদ্ধৃত দেখিয়া সূর্য্য অস্তগমন করিয়াছেন।

৮। তিনি যে আদিত্যের অস্তগমনের পূর্ব্বে আহবনীয়কে উদ্ধরণ করেন, (তাহার অপর কারণ এই যে),—যেমন কোন শ্রেয়ান্ ব্যক্তি আসিবেন বলিয়া (লোকে) উপস্থাপিত আসনের দ্বারা[৭] তাঁহার উপাসনা (সৎকার) করিয়া থাকে, ইহাও সেইরূপ; তাঁহারা যাঁহার (আহবনীয়) উদ্ধৃত হইলে আগমন করেন, তাঁহার আহবনীয়ে প্রবেশ করেন ও তাঁহার আহবনীয়েই নিবিষ্ট থাকেন।

৯। তিনি যে সায়ংকালে (সূর্য্য) অস্তমিত হইলে হোম করেন, তাহাতে অগ্নিতে প্রবিষ্ট এই দেবগণকেই হোম করিয়া থাকেন; আর যে প্রাতঃকালে (সূর্য্য) অনুদিত থাকিতেই তিনি হোম করেন, তাহাতে অগ্রস্থিত ইহাদিগকেই (দেবতাগণকেই) হোম করিয়া থাকেন। সেইজন্য আ সু রি বলেন—'আমরা মনে করি যে, যাঁহারা (সূর্য্য) উদিত হইলে হোম করেন, তাঁহাদের অগ্নিহোত্র বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়;[৮] শূন্য গৃহে (কেহ অন্নপানাদি) আহরণ করিলে, তাহা যেরূপ হয়, ইহাও সেইরূপ হইয়া থাকে।'

হলন্ত অগ্নি উঠাইয়া লইয়া ঐ আহবনীয়ঘরে স্থাপন করিতে হয়; ইহা সূর্য্যাস্তের ও সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে বিধেয়; কা. শ্রৌ. ৪. ১২. ২।

৬। আহবনীয় উদ্ধৃত হইলে রশ্মিরূপ দেবসমূহ তাহাই আশ্রয় করিয়া থাকিতে পারেন (স্মর্ত্তব্য—সূর্য্য অস্তগমন করিলে তাহা অগ্নিতে থাকে); কিন্তু তাহা উদ্ধৃত না হইলে আশ্রয়ের অভাবে তাঁহারা চলিয়া যান—সায়ণ। তুল:—১. ১. ৯. ৭; ২. ১. ৪. ১—২।

৭। "আবসথেন উপক্লৃপ্তেন;" সায়ণ এখানে আবসথ-শব্দের অর্থ করিয়াছেন আসন—আবসন্ত্যস্মিন্ ইতি আবসথং আসনং।

৮। অর্থাৎ গ্রহীতার নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন।

১০। জীবন (অর্থাৎ জীবনসাধন পদার্থ) দ্বিবিধ; যথা—সমূল ও অমূল। এই উভয়ই দেবগণের, এবং মনুষ্যগণ তাহা আশ্রয় করিয়া জীবিত থাকে। পশুসমূহই অমূল, এবং ওষধিসমূহই সমূল; অমূল পশুসমূহ সমূল ওষধি সমূহকে ভক্ষণ করে ও জল পান করে, এবং তাহার পর এই (দুগ্ধরূপ) রস সম্ভূত হয়

১১। তিনি যে সায়ংকালে (সূর্য্য) অস্তমিত হইলে হোম করেন, তাহাতে তিনি এই মনে করেন যে, 'এই জীবন (-স্বরূপ) রসের (ভাগ) দেবগণকে হোম করিব; কেননা, ইহা (রস) ইঁহাদের (দেবগণের), এবং তাহাই আশ্রয় করিয়া আমরা জীবিত আছি।' তিনি তাহার (হোমের) পর রাত্রিতে যাহা ভোজন করেন, তাহা হুতাবশিষ্টই; তিনি তাহা হইতে দেবভাগ ('বলি') নিষ্কৃষ্ট করিয়া ও তাহা প্রদান করিয়া (ঐ অবশিষ্ট) ভোজন করেন; কেননা, যিনি অগ্নিহোত্র হোম করেন, তিনি হুতাবশিষ্টই ভোজন করিয়া থাকেন।

১২। আর যে তিনি প্রাতঃকালে (সূর্য্য) অনুদিত থাকাতে হোম করেন, তাহাতে তিনি মনে করেন যে, 'আমি জীবন (-স্বরূপ) এই রসের (ভাগ) দেবগণকে হোম করি, কেননা, ইহা ইঁহাদের; এবং ইহাই আশ্রয় করিয়া আমরা জীবিত আছি।' তিনি তাহার পর দিবাতে যাহা ভোজন করেন, তাহা হুতাবশিষ্টই; তিনি তাহা হইতে দেবভাগ নিষ্কৃষ্ট করেন ও তাহা প্রদান করিয়া (ঐ অবশিষ্ট) ভোজন করেন; কেননা, যিনি অগ্নিহোত্র হোম করেন, তিনি হুতাবশিষ্টই ভোজন করিয়া থাকেন।

১৩। এতদ্বিষয়ে তাঁহারা বলিয়া থাকেন—'অন্য সমস্ত যজ্ঞ সমাপ্ত হয়, কিন্তু কেবল অগ্নিহোত্রই সমাপ্ত হয় না। দ্বাদশ সংবৎসর (-সাধ্য সত্রেরও) অন্ত আছে, কিন্তু ইহারই (অগ্নিহোত্রেরই) অন্ত নাই; কেননা, (অগ্নিহোত্রী) সায়ংকালে হোম করিয়া জানেন যে, 'আমি (আবার) প্রাতঃকালে হোম করিব; এবং প্রাতঃকালে হোম করিয়া জানেন যে, '(আমি আবার) সায়ংকালে হোম করিব।' অতএব অগ্নিহোত্র অপরিসমাপ্ত; এবং ইহার অপরিসমাপ্তি অনুকরণ করিয়া এই অপরিসমাপ্ত প্রজাসমূহ উৎপন্ন হয়। যে ব্যক্তি অগ্নি-হোত্রকে এইরূপ অপরিসমাপ্ত জানেন, তিনি শ্রী ও প্রজায় অপরিসমাপ্ত হন

১৪। তিনি (অধ্বর্যু) তাহা (দুগ্ধ) দোহন করিয়া (গার্হপত্য অগ্নির উপর) স্থাপন করেন,[৯] কেননা, তাহা পাক করিতে হইবে। তদ্বিষয়ে তাঁহারা বলেন যে, 'যখন তাহা পক্ক হইয়া (পাত্রের) প্রান্ত পর্য্যন্ত (ফাঁপিয়া) উঠিবে, তখন (তাহা) দ্বারা হোম করিব।' কিন্তু তিনি প্রান্ত পর্য্যন্ত উঠিতে দিবেন না; কেননা, তিনি যদি প্রান্ত পর্য্যন্ত উঠিতে দেন, তবে তাহা উপদগ্ধ করিয়া ফেলিবেন; রেত উপদগ্ধ হইলে তাহা অনুৎপাদক হইয়া পড়ে।[১০] অতএব তিনি প্রান্ত পর্য্যন্ত উঠিতে দিবেন না।

১৫। তিনি (ঐ দুগ্ধ অগ্নির উপর) স্থাপন করিবার পরেই হোম করিবেন; ইহা অগ্নির রেত বলিয়া পাক করাই (অর্থাৎ উষ্ণ) থাকে, এইজন্য তাঁহারা যে ইহাকে (অগ্নির উপর) স্থাপন করেন, তাহাতেই[১১] ইহা পক্ক হইয়া যায়। অতএব তিনি (অগ্নির উপর) স্থাপন করিবার পরেই হোম করিবেন।

১৬। '(ইহা) পক্ক হইয়াছে (কি না, তাহা) জানিব' এই মনে করিয়া তিনি (অধ্বর্যু, জ্বলন্ত তৃণ দ্বারা) তাহার শান্তির জন্য ও রসের সমগ্রতার জন্য তাহা প্রকাশিত করেন।[১২] অনন্তর তিনি (তাহার মধ্যে স্রুবের দ্বারা কিঞ্চিৎ) জল আসেচন করেন। যখন বৃষ্টি হয়, তখন ওষধিসমূহ জাত হয়; এবং

৯। দুগ্ধ পাক করিবার পূর্ব্বে আরও বিধি আছেঃ—যে গাভীর দুগ্ধে অগ্নিহোত্র হোম হইবে, তাহার পুরুষ বৎস থাকিবে। দোহনের সময় এই গাভী বিহারের দক্ষিণ দিকে পূর্ব্ব উত্তর-মুখে দাঁড়াইয়া থাকিবে, এবং শূদ্রেতর জাতি শূদ্রের নির্ম্মিত মৃন্ময় পাত্রকে ঊর্দ্ধমুখ করিয়া ইহাকে দোহন করিবে। অধ্বর্যু ঐ দুগ্ধ জ্বাল দিবার জন্য গার্হপত্যখণ্ডের মধ্যেই কিছু অঙ্গার পৃথক্ করেন, এবং তদনন্তর গাভীর নিকট গমনপূর্ব্বক ঐ দুগ্ধ আনিয়া গার্হপত্যে পাক করেন। কা. শ্রৌ. ৪. ১৪. ১ ইত্যাদি, যাজ্ঞিকদেব-পদ্ধতি।

১০। পয়ঃ যে অগ্নির রেত, তাহা পূর্ব্বে (২-২.২.১৫) উক্ত হইয়াছে।

১১। অর্থাৎ কেবল স্থাপনমাত্রেই ঐ দুগ্ধে জ্বাল দেওয়া হয়, প্রান্ত পর্য্যন্ত ফাঁপিয়া উঠিবার আর কোন প্রয়োজন থাকে না।

১২। "অবজ্যোতয়তি" =অবদ্যোতয়তি; দ্যু=জ্য; তুলঃ—প্রাকৃত ও পালি, পালিপ্রকাশ ১৪২২, ১৮পৃ; কাত্যায়ন-শ্রৌতসূত্রেও (৪. ১৪. ৫) ইহা অবলম্বনে 'অবদ্যোত্য' না বলিয়া 'অবজ্যোত্য' বলা হইয়াছে। নিঘণ্টুতে (১. ১৬) জ্বলনার্থক ধাতুর মধ্যে দ্যোতত, জ্যোতত উভয়ই পঠিত হইয়াছে।

ওষধিসমূহ ভোজন ও জল পান করিবার পর এই রস সম্ভূত হয়; অতএব রসেরই সমগ্রতার জন্য (তিনি তাহাতে জল আসেচন) করেন; এবং এই নিমিত্তই যদি ইহাকে কেবল দুগ্ধ পান করিতে হয়, তাহা হইলে শান্তির জন্য ও রসের সমগ্রতার জন্য তাহার মধ্যে উদকবিন্দুকে আসেচনীয় বলিতে হয়।

১৭। অনন্তর তিনি (স্থালী হইতে স্রুবের দ্বারা অগ্নিহোত্রহবনীতে চারিবার[১৩] দুগ্ধ) উঠাইয়া লন; কেননা, এই দুগ্ধ চারি প্রকারে বিহিত হইয়াছে।[১৪] অনন্তর তিনি 'সন্দীপ্ত (সমিধের উপর)[১৫] হোম করিবার জন্য (ঐ অগ্নিহোত্রহবনীয়-দণ্ডের উপর) এক খানি সমিৎ ধারণ করিয়া (গার্হপত্য হইতে আহবনীয়ের নিকট) গমন করেন।[১৬] তিনি তাহা (আহবনীয়ের) অপরভাগে স্থাপন না করিয়াই, (অর্থাৎ হাতে ধরিয়াই), পূর্ব্ব আহুতি হোম করিবেন। তিনি যদি তাহা (সেখানে) স্থাপন করেন, তাহা হইলে, যে ব্যক্তির জন্য ভোজ্য বস্তু আহরণ করিতে হইবে, তাহার (পুরঃস্থিত পাত্রে তাহা না দিয়া) মধ্য (পথে) তাহা প্রক্ষিপ্ত করিলে, ইহা যেমন হয়, তাহাও সেইরূপ হইয়া থাকে। আর যদি তিনি স্থাপন না করিয়া (ঐ আহুতি হোম করেন), তাহা হইলে, যাঁহার জন্য ভোজ্য বস্তু আহরণ করিতে হইবে, তাঁহার নিকটে তাহা আহরণ করিয়াই স্থাপন করিলে, ইহা যেরূপ হয়, তাহাও সেইরূপ হইয়া থাকে।[১৭] তিনি তাহা স্থাপন করিয়া[১৮] দ্বিতীয় (আহুতি) হোম করিয়া থাকেন। তিনি ইহাতে[১৯]

১৩। জমদগ্নি-প্রবরীয়গণের হবিঃ পঞ্চখণ্ডিত হয়, তাঁহাদের পক্ষে পাঁচবার গ্রহণ করিতে হইবে। কা. শ্রৌ ১. ৯. ৩—৫, ৪.১৪. ১০, যাজ্ঞিকদেবের ব্যাখ্যা; দ্রঃ—১. ৫. ৫. ৮।

১৪। অর্থাৎ গাভীর চারিটি স্তন হইতে তাহা দোহন করা গিয়াছে।

১৫। সায়ণ লিখিয়াছেন—"সমিদ্ধে অগ্নৌ;" কিন্তু দ্রষ্টব্য—কা. শ্রৌ. ৪.১৪.১৪; যে অগ্নি সমিধে প্রদীপ্ত, তাহাতে হোম বিধেয়—এই অর্থ করিলে সায়ণের ব্যাখ্যা সঙ্গত হইতে পারে।

১৬। বিশেষ বিধির জন্য দ্রঃ—কা. শ্রৌ ৪.১৪.১২।

১৭। তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণে ২. ১.৫.৮) স্থাপনপক্ষই বিহিত হইয়াছে, এখানে তাহাই নিষিদ্ধ হইল।

১৮। কা. শ্রৌ. ৪. ১৪. ১৬।

১৯। স্থাপন ও অস্থাপনে।

ইহাদিগকে (ঐ উভয় আহুতিকে) বিভিন্নসামর্থ্যযুক্ত করিয়া থাকেন। মন ও বাক্যই এই আহুতির দ্বয়; এবং তিনি ইহাতে মন ও বাক্যকেই (স্বভাব-ভেদে) পৃথক্ করেন; এই জন্যই মন ও বাক্য সমান হইয়াও পৃথক্ ('নানা')।

১৮। তিনি দুইবার অগ্নিতে হোম করেন, দুই বার (স্রুকের প্রণালিকাকে[২০]) মার্জ্জন করেন, দুইবার (স্রুকে অবশিষ্ট দুগ্ধরূপ হবি) ভোজন করেন,[২১] এবং চারিবার (স্থালী হইতে স্রুকে দুগ্ধ) উঠাইয়া লন;[২২] অতএব তাহা দশটি কার্য্য, এবং বিরাট্ (ছন্দ) দশাক্ষরই, ও বিরাট্ই যজ্ঞ (-স্বরূপ); অতএব তিনি ইহাতে যজ্ঞকে বিরাট্ই অভিসম্পন্ন করেন।

১৯ তিনি যে অগ্নিতে হোম করেন, তাহাতে দেবগণেরই নিকটে হোম করিয়া থাকেন, এবং সেই জন্যই দেবগণ বিদ্যমান আছেন।[২৩] তিনি যে (স্রুক্-প্রণালিকা) মার্জ্জন করেন, তাহাতে পিতৃগণ ও ওষধিসমূহের নিকট হোম করেন, এবং তাহাতেই পিতৃগণ ও ওষধিসমূহ বিদ্যমান আছেন। আর যে তিনি হোম করিয়া ভোজন করেন, তাহাতে মনুষ্যগণের নিকটে হোম করেন, এবং সেইজন্যই মনুষ্যগণ বিদ্যমান আছে।

২০। যে সকল প্রজা যজ্ঞে ভাগরহিত, তাহারা পরাভূত; এবং এই যে সমস্ত প্রজা অপরাভূত, তিনি তাহাদিগকে যজ্ঞের আরম্ভে ইহার দ্বারা ভজনা করিয়া থাকেন; এবং তাহাতেই পশুসমূহ (যজ্ঞে) ভাগ প্রাপ্ত হইয়াছে, কেননা পশুসমূহ মনুষ্যগণের অনুগামী (অধীন)।

২০। মুখ বা অগ্রভাগের যে স্থান দিয়া তরল পদার্থ গলিয়া পড়ে।

২১। অনামিকা অঙ্গুলির দ্বারা হুতাবশিষ্ট স্রুক্স্থিত হবি দুইবার ভোজন করিতে হয়; কা. শ্রৌ ৪. ১৪. ২৬।

২২। এই সময়ে স্থালীতে দুগ্ধ অবশিষ্ট রাখিতে হয় এবং হোম শেষ হইলে ব্রাহ্মণে তাহা ভোজন করে; দ্রঃ—৩১ কণ্ডিকা; কা. শ্রৌ. ৪. ৩৪. ১১।

২৩। "তস্মাদ্ দেবাঃ সন্তি;" সায়ণ ব্যাখ্যা করিয়াছেন—অগ্নিতে প্রক্ষিপ্ত অগ্নিহোত্র-হবির দ্বারা পুষ্টশরীর হইয়া সর্ব্বদা বিদ্যমান আছেন। কিন্তু বোধ হয়, যজ্ঞে তাঁহারা ভাগপ্রাপ্ত হইয়া বিদ্যমান থাকেন, এইরূপ তাৎপর্য্যার্থ করিলেই ভাল হয়। পরবর্ত্তী ২০শ কণ্ডিকা দ্রষ্টব্য। বর্ত্তমান কণ্ডিকার অন্যান্য স্থলেও এইরূপ বুঝিতে হইবে।

২১। এতদ্বিষয়ে যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন—(অগ্নিহোত্রকে হবির্‌-) যজ্ঞের ন্যায় মনে করিতে হইবে না, পাকযজ্ঞের ন্যায় (মনে করিতে হইবে); কেননা, তিনি অপর (হবির্‌-) যজ্ঞে (হবি হইতে) স্রুকে যাহা খণ্ডিত করিয়া লন, তৎসমস্ত অগ্নিতে হোম করেন, কিন্তু এখানে (অগ্নিহোত্রে) তিনি (কিঞ্চিৎ) হোম করিয়া ও (অবশিষ্ট কিঞ্চিৎ গ্রহণপূর্ব্বক) বহির্গত হইয়া[২৪] আচমন ও নিঃশেষরূপে লেহন করেন; এবং ইহা পাকযজ্ঞের লক্ষণ। অতএব ইহার (অগ্নিহোত্রের) এই (পাকযজ্ঞিয়) লক্ষণ পশুহিতকর; কেননা, পাকযজ্ঞ পশুহিতকর।

২২। ঐ যাহা (যে আহুতিকে) প্রজাপতি অগ্রে হোম করিয়াছিলেন,[২৫] তাহাই এই একটি আহুতি (পূর্ব্বাহুতি)। আর যেহেতু ইহার পরে তাঁহারা—অর্থাৎ অগ্নি, এই যাহা (বায়ু) বহিতেছে, এবং সূর্য্য,—(হোম করিয়া) অবস্থান করিয়াছিলেন,[২৬] সেই জন্য এই দ্বিতীয় আহুতি হোম করা হইয়া থাকে।

২৩। ঐ যে পূর্ব্বাহুতি, তাহা অগ্নিহোত্রের দেবতা, সেই জন্য তিনি ইহাকে (ইহার উদ্দেশে) হোম করেন।[২৭] আর যে দ্বিতীয় আহুতি (উত্তরাহুতি), তাহা স্বিষ্টকৃতের সমান; সেই জন্যই তিনি তাহা উত্তর ভাগে হোম করেন; কেননা ইহাই স্বিষ্টকৃতের দিক্‌।[২৮] এই দ্বিতীয় আহুতি মিথুনের জন্যই হোম করা হইয়া থাকে, কেননা মিথুন দ্বন্দ্ব (দুইটি) হইয়াই উৎপাদক হয়।

২৪। "হুত্বোৎসৃপ্য;" সায়ণ লিখিয়াছেন—"অগ্নৌ কিঞ্চিৎ হুত্বা কিঞ্চিদবশেষমুৎসৃপ্য বহির্নির্গম্য;" অনুবাদ সায়ণানুসারেই করা হইয়াছে। কা. শ্রৌ. (৪. ১৪. ২৭) ব্যাখ্যায় যাজ্ঞিকদেব বলিয়াছেন—'তিনি স্রুক্‌স্থিত হুতশেষ দ্রব্য পাত্রান্তরে গ্রহণ করিয়া ("উৎসৃপ্য"), অথবা হস্তে করিয়া ভক্ষণ করেন ("আচামতি"), এবং তাহার পর সেই পাত্র বা হস্ত অসকৃৎ লেহন করেন।'

২৫। দ্রষ্টব্য—২.২.২.৪ ইত্যাদি।

২৬। ২.২.২.১৮।

২৭। ইহার তাৎপর্য্য আমি স্পষ্ট বুঝিতে পারি নাই; মূল—"সা যা পূর্ব্বাহুতিঃ সাগ্নিহোত্রস্য দেবতা, তস্মাৎ তস্যৈ জুহোতি।" হবির্যজ্ঞের প্রধান আহুতির সহিত ইহার সম্বন্ধ যেন সূচিত হইয়াছে, ইহার পরই স্বিষ্টকৃৎ হোম হইয়া থাকে।

২৮। দ্রঃ—১.৬.১.২০।

২৪। এই আহুতি দুইটি দ্ব্যাত্মক ; ভূত ও ভবিষ্যৎ, জাত ও জনিষ্যমাণ, আগত ও আশার বিষয়ীভূত, এবং অদ্য ও আগামী কল্য, ইহা (অর্থাৎ এই সকল) সেই দ্ব্যাত্মকেরই অনুসরণে হইয়া থাকে।

২৫। আত্মাই ভূত ; কেননা, যাহা ভূত তাহা প্রত্যক্ষ,[২৮] এবং আত্মাও প্রত্যক্ষ। প্রজাই[২৯] ভবিষ্যৎ ; কেননা, যাহা ভবিষ্যৎ তাহা অপ্রত্যক্ষ[৩০] এবং প্রজাও অপ্রত্যক্ষ।

২৬। আত্মাই জাত ; কেননা, যাহা জাত তাহা প্রত্যক্ষ, এবং আত্মাও প্রত্যক্ষ। প্রজাই জনিষ্যমাণ ; কেননা, যাহা জনিষ্যমাণ তাহা অপ্রত্যক্ষ, এবং প্রজাও অপ্রত্যক্ষ।

২৭। আত্মাই আগত ; কেননা, যাহা আগত তাহা প্রত্যক্ষ, এবং আত্মাও প্রত্যক্ষ। প্রজাই আশার বিষয়ীভূত ; কেননা, যাহা আশার বিষয়ীভূত তাহা অপ্রত্যক্ষ, এবং প্রজাও অপ্রত্যক্ষ।

২৮। আত্মাই অদ্য ; কেননা, যাহা অদ্য, তাহা প্রত্যক্ষ, এবং আত্মাও প্রত্যক্ষ। প্রজাই আগামী কল্য ; কেননা, যাহা আগামী কল্য তাহা অপ্রত্যক্ষ, এবং প্রজাও অপ্রত্যক্ষ।

২৯। সেই যে পূর্ব্বাহুতি, তাহা আত্মাকে লক্ষ্য করিয়া হুত হইয়া থাকে ; তিনি তাহা মন্ত্রের দ্বারা হোম করিয়া থাকেন ; যাহা মন্ত্র, তাহা প্রত্যক্ষ, এবং আত্মাও প্রত্যক্ষ। আর যাহা উত্তরাহুতি, তাহা প্রজাকে লক্ষ্য করিয়া হুত হইয়া থাকে ; তিনি তাহা তূষ্ণীম্ভাবে হোম করেন ; কেননা, তূষ্ণীম্ভাব অপ্রত্যক্ষ ও প্রজাও অপ্রত্যক্ষ।[৩১]

৩০। তিনি (সায়ংকালে এই মন্ত্রে পূর্ণাহুতি) হোম করেন—"অগ্নি জ্যোতি, জ্যোতি অগ্নি, স্বাহা।"[৩২] আর প্রাতঃকালে (এই বলিয়া হোম করেন) —"সূর্য্য জ্যোতি, জ্যোতি সূর্য্য, স্বাহা!"[৩৩] ইহাতে সত্য দ্বারাই হোম করা হইয়া

২৯। অর্থাৎ সন্ততিই।

৩০। "অদ্ধা ;" অর্থাৎ অনিশ্চিত।

৩১। কা. শ্রৌ. ৪. ১৪. ২৪

৩২। "অগ্নির্জ্যোতির্জ্যোতিরগ্নিঃ স্বাহা।" বা. স. ৩. ৯. ১ ; কা. শ্রৌ. ৪. ১৪. ১৪।

৩৩। বা. স. ৩. ৯. ২।

থাকে ; কেননা, যখন সূর্য্য অস্ত গমন করেন, তখন অগ্নি জ্যোতি ; এবং যখন সূর্য্য উদিত হন, তখন সূর্য্য জ্যোতি। যাহা সত্য দ্বারা হুত হয়, তাহা দেবগণের নিকটে গমন করে।

৩১। এতদ্বিষয়ে ত ক্ষা[৩৪] ব্রহ্মবর্চ্চসকাম আ রু ণি র জন্য (এই বক্ষ্যমাণ মন্ত্র) উচ্চারণ করিয়াছিলেন—"অগ্নি তেজ ("বর্চঃ"), জ্যোতি তেজ, স্বাহা!"—"সূর্য্য তেজ, জ্যোতি তেজ, স্বাহা!"[৩৫] যে ব্যক্তি এইরূপ জানিয়া অগ্নিহোত্র হোম করেন তিনি ব্রহ্মবর্চ্চসযুক্ত হন।

৩২। তাহাতে (প্রথম মন্ত্রে) উৎপাদনের লক্ষণ আছে। "অগ্নি জ্যোতি, জ্যোতি অগ্নি, স্বাহা!"—এই বলিয়া তিনি জ্যোতিঃস্বরূপ রেতকে দেবতা দ্বারা উভয়দিকে পরিগৃহীত করেন ; এবং রেত উভয়দিকে পরিগৃহীত হইয়াই (প্রজারূপে) উৎপন্ন হয়। অতএব তিনি ইহাতে ইহাকে উভয় দিকেই পরিগৃহীত করিয়া (প্রজারূপে) উৎপাদিত করিয়া থাকেন।

৩৩। আর তিনি প্রাতঃকালে বলেন—"সূর্য্য জ্যোতি, জ্যোতি সূর্য্য, স্বাহা।" ইহাতে জ্যোতিঃস্বরূপ রেতকে দেবতা দ্বারা উভয়দিকে পরিগৃহীত করেন ; এবং রেত উভয়দিকে পরিগৃহীত হইয়াই (প্রজারূপে) উৎপন্ন হয়। অতএব তিনি ইহাতে ইহাকে উভয়দিকেই পরিগৃহীত করিয়া (প্রজারূপে) উৎপাদিত করিয়া থাকেন।

৩৪। তদ্বিষয়ে চৈ ল কি জী ব ল[৩৬] বলিয়াছেন—'আ রু ণি কেবল গর্ভই করেন, (তাহাকে আর প্রজারূপে) উৎপাদিত করেন না।'[৩৭] অতএব তিনি ইহারই[৩৮] দ্বারা সায়ংকালে হোম করিবেন।

৩৪। কাণ্বশাখায় দ ক্ষ উক্ত হইয়াছে।

৩৫। বা. স. ৩. ৯. ২ – ৬। 'ব্রহ্মবর্চ্চসকাম ব্যক্তির এই মন্ত্রই পাঠ্য ; কা. শ্রৌ. ৪. ১৪. ১৫।

৩৬। "তদুহোবাচ জীবলশ্চৈলকিঃ ;" সায়ণ এখানে ঐ ল কি ('এ ল ক স্য পুত্রঃ') ধরিয়াছেন, কিন্তু এস্থলে ঐকারের কোন আবশ্যকতা দেখা যায় না। রচনারীতি দেখিয়া চৈ ল কি পাঠই ভাল মনে হয়। Eggeling ইহাই করিয়াছেন।

৩৭। সায়ণ বলেন—'উভয়কালেই (৩১ শ কণ্ডিকা দ্রষ্টব্য) দেবতাবাচী পদের দ্বারা (রেতোবাচী) জ্যোতিঃ শব্দ পরিগৃহীত (না?) হওয়ায়, পরিগৃহীত রেত অন্তরবস্থিত হইয়া কেবল গর্ভাবস্থাতেই থাকে, প্রজারূপে উৎপন্ন হয় না।'

৩৮। "অগ্নি জ্যোতি, জ্যোতি অগ্নি, স্বাহা"—ইহার দ্বারা (৩০ শ কণ্ডিকা) ; বা. স. ৩.৯.১। 'ইহাতে গর্ভ ধৃত হয়'—সায়ণ।

৩৫।—'এবং প্রাতে "জ্যোতি সূর্য্য, সূর্য্য জ্যোতি, স্বাহা।"[৩৯] তিনি ইহাতে জ্যোতিঃস্বরূপ রেতকে দেবতা দ্বারা বহির্ভাগে করেন; রেত বহির্ভাগেই (প্রজারূপে) উৎপন্ন হয়, এবং তিনি ইহাকে (প্রজারূপেই) উৎপাদিত করিয়া থাকেন।'

৩৬। তদ্বিষয়ে তাঁহারা বলেন—'তিনি সায়ংকালে অগ্নিতেই (বর্ত্তমান) সূর্য্যকে, এবং প্রাতঃকালে সূর্য্যে (বর্ত্তমান) অগ্নিকে হোম করিয়া থাকেন।' কিন্তু তাহা উদিতহোমকারিগণেরই পক্ষে; কেননা, যখন সূর্য্য অস্তগমন করেন, তখন অগ্নি জ্যোতি (প্রকাশমান) হন, এবং যখন সূর্য্য উদিত হন, তখন সূর্য্য জ্যোতি হন।[৪০] ইহার (যজমানের) তাহা নিন্দা নহে; কিন্তু ইহাই নিন্দা যে, যিনি অগ্নিহোত্রের দেবতা, সেই দেবতাকে (যথাক্রমে অগ্নি ও সূর্য্যকে) প্রত্যক্ষভাবে হোম করা হয় না। তিনি (সায়ংকালে) বলেন—"অগ্নি জ্যোতি, জ্যোতি অগ্নি, স্বাহা!" এখানে তিনি "অগ্নিকে স্বাহা!" বলেন না; প্রাতঃকালে (বলেন)—"সূর্য্য জ্যোতি, জ্যোতি সূর্য্য, স্বাহা!" তিনি এখানে "সূর্য্যকে স্বাহা!" বলেন না।[৪১]

৩৭। তিনি (সায়ংকালে) ইহারই দ্বারা হোম করিবেন—"দেব সবিতার সহিত—,"[৪২] (তিনি ইহা) সবিতৃকর্ত্তৃক (নিজের) প্রেরণায় জন্য (বলেন); —"ইন্দ্রবতী রাত্রির সহিত—," তিনি ইহাতে রাত্রির সহিত মিথুন করেন, (যজমানকে) ইন্দ্রের সহিত যুক্ত করেন, কেননা, ইন্দ্রই যজ্ঞের দেবতা;—"প্রীয়-

---

৩৯। বা. স. ৩. ৯. ৫; কা. শ্রৌ. ৪.১৫. ১১।

৪০। সায়ণ এখানে বলিতেছেন—'অতএব "অগ্নি জ্যোতি...," ও "সূর্য্য জ্যোতি...," এই মন্ত্রে অগ্নিহোত্র হোম করিলে পূর্ব্বোক্ত "তিনি ইহাতে গর্ভই করেন, (তাহাকে প্রজারূপে) উৎপাদন করেন না (৩৪ শ কণ্ডিকা)," —এই যে নিন্দা, তাহা হয় না। তবে কি উদিতহোমপক্ষই গ্রহণ করিতে হইবে? এই আশঙ্কা করিয়া (তাহাতে বক্ষ্যমাণ) দোষান্তর উক্ত হইতেছে।'

৪১। সায়ণ ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, উদিতহোমপক্ষের এই দোষ যে, ইহাতে "অগ্নয়ে স্বাহা" "সূর্য্যায় স্বাহা" এইরূপে প্রত্যক্ষভাবে চতুর্থ্যন্তপদপ্রয়োগে দেবতাকে হোম করা হয় না, কিন্তু "অগ্নি জ্যোতি...," "সূর্য্য জ্যোতি...," ইত্যাদি প্রথমান্তপদপ্রয়োগে অস্পষ্টভাবে দেবতার উল্লেখে হোম করা হইয়া থাকে। অতএব এপক্ষে দেবতার অস্পষ্টতাই দোষ।

৪২। বা. স. ৩.১০.১; কা. শ্রৌ ৪.৪.১৪।

মাণ অগ্নি (হবি) ভক্ষণ (বা ইচ্ছা) করুন ! স্বাহা !" তিনি ইহাতে প্রত্যক্ষ ভাবেই অগ্নিকে হোম করেন।

৩৮। তিনি প্রাতে (ইহারই দ্বারা হোম করেন)—"দেব সবিতার সহিত —,"[৪৩] (তিনি ইহা) সবিতৃকর্ত্তৃক (নিজের) প্রেরণার জন্য (বলেন) ;— "ইন্দ্রবতী উষার সহিত—," তিনি ইহাতে দিবা বা উষার সহিত[৪৪] মিথুন করেন, এবং (যজমানকে) ইন্দ্রযুক্ত করেন, কেননা, ইন্দ্রই যজ্ঞের দেবতা ;—"প্রীয়মাণ সূর্য্য (হবি) ভক্ষণ করুন ! স্বাহা !" তিনি ইহাতে প্রত্যক্ষভাবে সূর্য্যকে হোম করেন। অতএব তিনি এইরূপেই হোম করিবেন।

৩৯। তাঁহারা বলিয়াছিলেন—'কে আমাদের ইহা হোম করিবে ?' 'ব্রাহ্মণই !' 'ব্রাহ্মণ, আমাদের ইহা হোম করুন !' 'তাহাতে আমার কি হইবে ?' '(যাহা) অগ্নিহোত্রের উচ্ছিষ্ট।' তিনি যাহা স্রুকে অবশিষ্ট রাখেন, তাহা অগ্নিহোত্রের উচ্ছিষ্ট ;[৪৫] আর যাহা তিনি স্থালীতে অবশিষ্ট রাখেন, তাহা ঠিক সেই প্রকার,—যেমন কেহ (শকটে) পরিবদ্ধ (ধান্যের কিছু) গ্রহণ করেন (এবং অবশিষ্ট যাগান্তরের যোগ্য থাকে)।[৪৬] অতএব যে-কেহ তাহা পান করিবেন ; কিন্তু অব্রাহ্মণ তাহা পান করিবে না ; কেননা, তাঁহারা ইহা অগ্নিতে (পাকের জন্য) স্থাপন করিয়াছিলেন, (এবং তাহাতে ইহা পবিত্র ব্যবহারের জন্য স্থাপিত) ; অতএব অব্রাহ্মণ পান করিবে না।[৪৭]

৪৩। বা.স.৩.১০.২ ; কা. শ্রৌ. ৪. ১৪. ১৪।

৪৪। এখানে বিভিন্ন পাঠ দৃষ্ট হয়, যথা—"অহ্নেতি বা তদহ্না বোষসা বা", "তদহ্নাং বোষসাং বা," ইহার মধ্যে প্রথম পাঠের "অহ্নেতি বা" এই অংশ অধিক বোধ হয় ; ইহা ছাড়িয়া দিলে কাণ্ব-শাখার "উষসা বাহ্না বা" এই পাঠের সহিত সুসদৃশ হয়।

৪৫। দ্রঃ—১২ শ কণ্ডিকা।

৪৬। "যথা পরীণহো নির্ব্বপেদ্ এবং তৎ ;" দ্রষ্টব্য সায়ণভাষ্য, এখানে তদবলম্বনে ভাবানুবাদ করা হইয়াছে।

৪৭। কা. শ্রৌ. ৪. ১৪. ১১ ; 'নায়ং ব্রাহ্মণস্য পানে নিয়মঃ। কিং তর্হি ? অব্রাহ্মণস্য প্রতিষেধোঽয়ম্"—যাজ্ঞিকদেব।

চতুর্থ ব্রাহ্মণ

[১-৩ আহবনীয়াদি অগ্নির উপস্থান অর্থাৎ অর্চ্চনা বিধানের জন্য তৎসমূহের দেবতারূপে বর্ণন, ইহারা যজমানেই (অথবা যজমানের নিকটে) বাস করেন, কোন অগ্নি কোন দেবতার স্বরূপ তাহার উক্তি, কয়েকটি দেবতার নামের ব্যুৎপত্তি ;—৪—৫ কিরূপে সেই সমস্ত দেবতারূপী অগ্নির উপস্থান হইতে পারে, তাহার উল্লেখ ;—৬ অন্বাহার্য্যপচন বা দক্ষিণাগ্নিকে প্রতিদিন আহরণ করিতে হয় না, প্রতিদিন আহরণ না করিলে যজমানের শত্রুনাশ হয় ;—৭ উপবসথের দিন ঐ অগ্নি-আহরণের বিধান ;—৮ নবগৃহে তাহার আহরণবিধি, আহৃত অগ্নিতে পাকার্হ সমস্ত অন্নের পাক. পাক করিবার অপর কিছু না পাইলে দুগ্ধই পাক করিতে হইবে, এবং তাহা ব্রাহ্মণে ভোজন করিবেন, যিনি এইরূপ জানেন ও যাঁহার এইরূপ অনুষ্ঠান করা হয়, সেই যজমানের শত্রু নিকৃষ্টতর হইয়া পড়ে ;—৯ অগ্নি যখন প্রথম প্রজ্বলিত হইয়া সধূম থাকে, তখন তাহা রুদ্রস্বরূপ, এই অবস্থায় হোম করিলে রুদ্র যেরূপ প্রজাগণকে বলপূর্ব্বক সেবন করেন, হোমকর্ত্তাও (ক্ষত্রিয়) সেইরূপ (ধন-ধান্যাদিরূপ) ভোজনীয় অন্ন লাভ করিতে পারেন ;—১০ প্রদীপ্ততর অবস্থায় অগ্নি বরুণস্বরূপ, সেই সময়ে হোমের ফল ;—১১-১৩ অগ্নি বিভিন্ন বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন বিভিন্ন দেবতাস্বরূপ হয়, সেই সেই অবস্থায় হোমের ফলকীর্ত্তন ;—১৪-১৫ পূর্ব্বোক্ত বিভিন্ন বিভিন্ন অগ্নির এক-একটিতে সংবৎসর পর্য্যন্ত হোম করিলে তবেই তত্তৎকামনার সিদ্ধি হইয়া থাকে ;—১৬-১৮ পূর্ব্বাহুতি অল্পতর, ও উত্তরাহুতি তদপেক্ষা অধিকতর হইবে, এবং স্রুকে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে তাহা ইহা অপেক্ষাও অধিকতর হইবে, ইহাই প্রতিপাদনের জন্য পূর্ব্বাহুতি, উত্তরাহুতি এবং স্রুকে অবশিষ্ট হবির যথাক্রমে দেব, মনুষ্য ও পশু-রূপে বর্ণনা, দেবগণ অপেক্ষা মনুষ্যগণ অধিকসংখ্যক, আবার মনুষ্যগণ অপেক্ষা পশুসমূহ অধিকসংখ্যক, এইরূপ হোম করিলে হোমকারীর পশুসমূহ অধিক-সংখ্যক ও পোষ্যবর্গ অল্পসংখ্যক হয়।]

১। যিনি (যজমান) আছেন, তাঁহাতে (অথবা তাঁহার নিকটে) এই সকল দেবতা বাস করেন ; যথা—ইন্দ্র, রাজা যম, নৈ ষি ধ ন ড়,[১] অনশ্নৎ সঙ্গমন,[২] ও অসৎ পাংসব।[৩]

১। সায়ণ ইহার অর্থ করিয়াছেন—"নিষধদেশাধিপতির্নলঃ প্রসিদ্ধো রাজা।" সায়ণভাষ্যের কোন পুস্তকে ন ড় নৈ ষি ধ স্থানে স্পষ্টত ন ল (ড়=ল) নৈ ষ ধ আছে। Eggeling ইহা লক্ষ্য করিয়াই স্বকীয় অনুবাদে নৈ ষ ধ লিখিয়াছেন, ও এ সম্বন্ধে Weberএর প্রামাণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন—See Weber, Ind. Stud. I, p. 225 Seq.

২। সভ্য অগ্নি।

৩। আবসথ্য অগ্নি।

২। এই যে আহবনীয়, ইনিই ইন্দ্র ; আর এই গার্হপত্যই রাজা যম ; এবং অন্বাহার্য্যপচনই (দক্ষিণ অগ্নি) নৈষিধ নড়। যেহেতু তাঁহারা ইহাকে (অগ্নিকে) প্রতিদিন দক্ষিণ দিকে আহরণ করেন, সেইজন্য তাঁহারা বলিয়া থাকেন যে, নৈষিধ নড় রাজা যমকে দক্ষিণ দিকে লইয়া যান।[৪]

৩। আর এই যে অগ্নি সভায় থাকে, ইনিই অনশ্নৎ সঙ্গমন ; যেহেতু তাঁহারা (প্রাতে) ভোজন না করিয়াই ("অনশিত্বৈব") ইহার নিকট উপসঙ্গত (উপস্থিত, "উপসঙ্গচ্ছন্তে") হন,[৫] সেইজন্য ইনি অ ন শ্ন ৎ। আর যেহেতু তাঁহারা (গার্হপত্যাদি অগ্নি হইতে প্রাতে) ভস্ম উদ্ধৃত করিয়া এখানে নিক্ষেপ করিয়া থাকেন,[৬] সেই জন্য ইহা অ স ৎ পাং স ব। যে ব্যক্তি এইরূপে ইহা জানেন যে, আমাতে এই সকল দেবতা বাস করিয়াছেন, তিনি এই সমস্ত লোক জয় করেন, সমস্ত লোকে অনুসঞ্চরণ করেন।

৪। অনন্তর তাঁহাদের উপস্থান (অর্চ্চনা)। তিনি যে সায়ং ও প্রাতে আহবনীয়ের নিকটে দাঁড়ান ও উপবেশন করেন, তাহাই তাঁহার উপস্থান।[৭] আর যে তিনি (আহবনীয়াগার হইতে গার্হপত্যে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া উপবেশন বা শয়ন করেন, তাহাই তাঁহার উপস্থান।[৮] আর যখন তিনি (যাগস্থান হইতে) নির্গত হন, তখন তিনি অন্বাহার্য্যপচনকে (দক্ষিণ অগ্নিকে) স্মরণ করিবেন, তাহাতেই তিনি তাঁহার উপস্থান (সমীপ গমন) করিবেন, তাহাই তাঁহার উপস্থান।[৯]

৫। তিনি প্রাতে ভোজন না করিয়া মুহূর্ত্ত কাল সভায় উপবেশন করিবেন এবং তাহার পর ইচ্ছা হইলে তাহার চারিদিকে গমন করিবেন (ঘুরিবেন) ;

৪। "নড়ো নৈষিধো যমং রাজানং দক্ষিণত উপনয়তীতি ;" সায়ণ ব্যাখ্যা করিলেন—"তস্মাদেব নৈষিধনলোঽপি যমস্য রাজ্ঞো দক্ষিণ উপগচ্ছতীতি লোকপ্রসিদ্ধিঃ"—নল যমের দক্ষিণ দিকে উপস্থিত হন, ইহা লোকপ্রসিদ্ধ।

৫। কা. শ্রৌ. ৪. ১৫. ৩৩।

৬। কা. শ্রৌ ৪. ১৫. ৩৪।

৭। কা. শ্রৌ. ৪. ১৫. ৩০।

৮। কা. শ্রৌ. ৪. ১৫. ৩১।

৯। কা. শ্রৌ. ৪. ১৫. ৩২।

ইহাই তাঁহার উপস্থান। আর যেখানে (অগ্নিসমূহ হইতে) ভস্ম উদ্ধৃত (হইয়া রাশীকৃত) হয়, তিনি তাঁহার নিকট গমন করিবেন, তাহাই তাঁহার (আবসথ্য অগ্নির) উপস্থান।[১০] এবং এই প্রকারেই ইঁহার (যজমানের) দেবতাসমূহ অর্চ্চিত ("উপস্থিতাঃ") হইয়া থাকেন।

৬। গার্হপত্যের দেবতা যজমান, ও অন্বাহার্য্যপচনের (দক্ষিণ অগ্নির) দেবতা শত্রু; অতএব তাঁহারা ইহাকে (অন্বাহার্য্যপচনকে, গার্হপত্য হইতে) প্রতিদিন আহরণ করিবেন না। যিনি এইরূপ জানেন ও যাঁহার সম্বন্ধে তাঁহারা ইহাকে (অন্বাহার্য্যপচনকে) প্রতিদিন আহরণ করেন না, তাঁহার শত্রুসমূহ থাকে না। ইহা অ ন্বা হা র্য্য প চ ন ই।[১১]

৭। তাঁহারা ইহাকে উপবসথের দিনেই[১২] আহরণ করিবেন,—যেদিন তাঁহারা ইহাতে (আহবনীয়ে) যাগ করিবার জন্য প্রস্তুত হন; তাহাতেই তাহা (দক্ষিণ অগ্নি) ইঁহার (যজমানের) অমোঘের (অব্যর্থের) জন্য হইয়া থাকে।

৮। অথবা তাঁহারা ইহাকে নূতন গৃহে আহরণ করিবেন; এবং তাহাতে পাক করিবেন ও ব্রাহ্মণেরা তাহা ভোজন করিবেন।[১৩] তিনি (যজমান) পাক করিতে পারেন এমন কিছু না পাইলে গাভীর দুগ্ধই তাহাতে (পাকের নিমিত্ত) স্থাপন করিবার জন্য (অধ্বর্য্যুকে) বলিবেন, এবং তিনি (অধ্বর্য্যু) তাহা ব্রাহ্মণগণকে পান করাইবার জন্য (যজমানকে) বলিবেন। যিনি এইরূপ জানেন, এবং যাহার সম্বন্ধে তাঁহারা এইরূপ করেন, তাঁহার শত্রুগণ হীনতর হয়। অতএব তিনি এইরূপই করিতে ইচ্ছা করিবেন।[১৪]

৯। যখন ইহা (আহবনীয় অগ্নি) প্রথম সমিদ্ধ (সংজ্বলিত) হয় ও

১০। কা. শ্রৌ. ৪. ১৫. ৩৩।

১১। দ্রঃ—১. ২. ১. ৫, ৪র্থ টীকা।

১২। অর্থাৎ দর্শ ও পূর্ণমাসের প্রথম দিবসে। মতান্তরে প্রতিদিনই আহরণ করিতে হয়। কা. শ্রৌ. ৪ ১৩, ৬—৭।

১৩। মাংস ভিন্ন পাকার্হ সমস্ত অন্নই সেখানে পাক করিতে হয়. এবং ব্রাহ্মণেরা তাহা ভোজন করেন। কা. শ্রৌ. ৪. ১৩. ৮-৯।

১৪। কা. শ্রৌ. ৪. ১৩. ১০-১১।

ধূমায়মান হয়, তখন ইহা রুদ্র। যে ব্যক্তি কামনা করে যে, 'রুদ্র যেমন প্রজাসমূহকে কখনো অশ্রদ্ধায়, কখনো বলাৎকারে, ও কখনো আঘাত করিয়া অনুসরণ করেন,[১৫] আমিও সেইরূপ (অধীন লোকগণের) অন্ন (ধনধান্যাদি) ভোজন করিব', তিনি সেই সময়েই হোম করিবেন। যে ব্যক্তি এইরূপ জানিয়া সেই সময়ে হোম করেন, তিনি ভোজনীয় অন্ন প্রাপ্ত হইয়াই থাকেন।[১৬]

১০। আর যখন ইহা প্রদীপ্ততর হয়, তখন ইহা বরুণ। যে ব্যক্তি কামনা করেন যে, 'বরুণ যেমন প্রজাসমূহকে কখনো গ্রহণ (উপরুদ্ধ) করিয়া, কখনো বলাৎকার করিয়া ও কখনো আঘাত করিয়া অনুসরণ করেন, আমিও সেইরূপ অন্ন ভোজন করিব,' তিনি সেই সময়েই হোম করিবেন। যে ব্যক্তি এইরূপ জানিয়া সেই সময় হোম করেন, তিনি তাহাতে ভোজনীয় অন্ন প্রাপ্ত হইয়াই থাকেন।[১৭]

১১। আর যখন ইহা প্রদীপ্ত হয় ও উপরে ধূম উঠিতে থাকে, এবং মহান্ বেগে ইহা 'বল্-বলি' শব্দ করিয়া থাকে,[১৮] তখন তাহা ইন্দ্র। যে ব্যক্তি কামনা করেন যে, 'আমি ইন্দ্রের ন্যায় যশ ও শ্রী-বিশিষ্ট হইব,' তিনি সেই সময়ে হোম করিবেন। যে ব্যক্তি এইরূপ জানিয়া সেই সময়ে হোম করেন, তিনি তাহাতে ভোজনীয় অন্ন প্রাপ্ত হইয়াই থাকেন।[১৯]

১২। আর যখন ইহা প্রশান্ত হইতে আরম্ভ করে, ও ইহার শিখা নিম্নতর হইয়া যেন তির্য্যক্‌ভাবে (জ্বলিতে) থাকে, তখন তাহা মিত্র। যে ব্যক্তি কামনা করেন যে, আমি মৈত্র দ্বারা অন্ন ভোজন করিব,'—যাঁহাকে

১৫। "সচতে ;" ঋগ্বেদভাষ্য আলোচনা করিলে দেখা যায় সায়ণ ইহার অর্থ কখনো "সেবতে", ও কখনো 'সঙ্গচ্ছতে" করিয়াছেন ; এক স্থানে (ঋ. স. ১.১৪০.৯) অনুসরণ করার তাৎপর্য্যেও তিনি ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

১৬। ইহা ক্ষত্রিয়বিষয়ক ; কা. শ্রৌ. ৫. ১৫. ১৬।

১৭। কা. শ্রৌ. ৪. ১৫. ১৭ ; ইহাও ক্ষত্রিয়বিষয়ক

১৮। "উচ্চৈর্ধূমং পরময়া জূত্যা বল্ বলীতি ;" অনুবাদ সায়ণানুসারে করা হইয়াছে। এরূপ অর্থও হইতে পারে—'যখন ধূম 'বল্ বলি' (অনুকরণ-শব্দ) শব্দ করিয়া অত্যন্ত বেগে উপরে উঠিতে থাকে।'

১৯। ইহা ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়েরই পক্ষে ; কা. শ্রৌ. ৪. ১৫. ১৮।

(লোকেরা)'বলিয়া থাকে যে, 'এই ব্রাহ্মণ মিত্র, ইনি কাহাকেও হিংসা করেন না,'—তিনি সেই সময়ে হোম করিবেন। যে ব্যক্তি এইরূপ জানিয়া সেই সময়ে হোম করেন, তিনি ভোজনীয় অন্ন প্রাপ্ত হইয়াই থাকেন।[২০]

১৩। আর যখন অঙ্গারসমূহ দেদীপ্যমান হয়, তখন ইহা ব্রহ্ম। যে ব্যক্তি কামনা করেন যে, 'আমি ব্রহ্মবর্চ্চসযুক্ত হইব,' তিনি সেই সময়ে হোম করিবেন। যে ব্যক্তি এইরূপ জানিয়া সেই সময়ে হোম করেন, তিনি ভোজনীয় অন্ন প্রাপ্ত হইয়াই থাকেন।[২১]

১৪। তিনি (যজমান) যদি স্বয়ং হোম করেন, অথবা অন্যে (অধ্বর্য্যু) হোম করেন, (উভয় পক্ষেই) তিনি এই সকলের (এই সমস্ত অগ্নি বা দেবতার) মধ্যে একটির নিকট সংবৎসর পর্য্যন্ত ঋদ্ধি ইচ্ছা করিবেন (অর্থাৎ একটিতেই হোম করিবেন)। যে ব্যক্তি বিভিন্ন বিভিন্ন প্রকারে হোম করেন,[২২] তাঁহার তাহা ঠিক সেইরূপ হয়, যেমন কেহ জল বা অপর কোন ভোজনীয় খাদ্য লক্ষ্য করিয়া খনন করিতে করিতে তাহা অর্দ্ধেক করিয়াই নিবৃত্ত হন। আর যে ব্যক্তি অবিচ্ছেদে (সংবৎসর পর্য্যন্ত) হোম করেন, তাঁহার তাহা ঠিক সেইরূপ হয়, যেমন কেহ জল বা অপর কোন ভোজনীয় খাদ্য লক্ষ্য করিয়া খনন করিতে করিতে, সত্বরেই তাহা খননপূর্ব্বক উৎপাদন করিয়া থাকেন।[২৩]

১৫। এই আহুতিসমূহ ভোজনীয় অন্নের (খননসাধন) তীক্ষ্ণমুখ দণ্ডই।[২৪] এবং যে ব্যক্তি এইরূপ জানিয়া অগ্নিহোত্র হোম করেন, তিনি ভোজনীয় অন্নকে খননপূর্ব্বক উৎপাদন করিয়াই থাকেন।

১৬। ঐ যে পূর্ব্বাহুতি তাহা দেবগণ, আর যে উত্তর (আহুতি), তাহা মনুষ্যগণ, এবং যাহা স্রুকে অবশিষ্ট থাকে, তাহা পশুগণ।

২০। ইহাও ত্রৈবর্ণিকসাধারণ; কা. শ্রৌ. ৪.১৫. ১৯।

২১। ইহা ব্রাহ্মণের পক্ষে: কা. শ্রৌ. ৪. ১৫. ২০।

২২। অর্থাৎ একদিন একরূপ অগ্নিতে হোম করিয়া অন্যদিন আর একরূপ অগ্নিতে করেন।

২৩। কা. শ্রৌ. ৪. ১৫. ১৭।

২৪। "অভ্রয়ঃ;" অভ্রি-শব্দের অর্থ তীক্ষ্ণাগ্র দণ্ড, খনিত্রবিশেষ; দ্রঃ—"অভ্রিং কার্ষ্ণায়সীং দদ্যাৎ"—মনু. ১১. ১৩৪; কুল্লুকভট্ট তাহার অর্থ লিখিয়াছেন "তীক্ষ্ণাগ্রং লৌহদণ্ডম্;" দ্রঃ—"অভ্রিঃ স্ত্রী কাষ্ঠকুদ্দালঃ"—অমর।

১৭। তিনি পূর্ব্বাহুতিকে অল্পতর করিয়া হোম করেন, উত্তরাহুতিকে (তদপেক্ষা) অধিকতর করিয়া হোম করেন, এবং স্রুকে (তদপেক্ষাও) অধিক-তর অবশিষ্ট রাখেন।

১৮। তিনি যে পূর্ব্বাহুতিকে অল্পতর করিয়া হোম করেন, তাহার কারণ এই যে, দেবগণ মনুষ্যগণ হইতে অল্পতর; আর যে তিনি উত্তরাহুতিতে তদপেক্ষা অধিকতর করিয়া হোম করেন, তাহার কারণ এই যে, মনুষ্যগণ দেবগণ অপেক্ষা অধিকতর; আর যে তিনি স্রুকে (তদপেক্ষাও) অধিকতর অবশিষ্ট রাখেন, তাহার কারণ এই যে, পশুসমূহ মনুষ্যগণ অপেক্ষা অধিকতর; যে-ব্যক্তি এই রূপ জানিয়া অগ্নিহোত্র করেন, তাঁহার প্রতিপাল্যসমূহ অল্পতর ও পশুসমূহ বহুতর হইয়া থাকে; যাঁহার প্রতিপাল্যসমূহ অল্পতর ও পশুসমূহ বহুতর হয়, তাঁহারই তাহা সমৃদ্ধির জন্য হইয়া থাকে।

২৫। শাঙ্খা. শ্রৌ. ২. ৯. ৪-৫; কা. শ্রৌ. ৪. ১৪. ১৭-১৮।

২৬। ভোক্তা অপেক্ষা ভোগ্য বেশী হইলেই সমৃদ্ধি হয়।

তৃতীয় প্রপাঠক

প্রথম ব্রাহ্মণ

[১-৩ পূর্ব্ববিহিত অগ্নির আধান ও তাহাতে অগ্নিহোত্র হোমের প্রশংসার জন্য আখ্যায়িকা—অগ্নি প্রজাপতিকর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়া প্রজাগণকে দগ্ধ করিতে উদ্যত হইয়াছিল, ইহাতে ব্যাকুল প্রজাগণ অগ্নিকে পেষণ করিতে উদ্যত হয়, তাহা সহ্য করিতে না পারায় অগ্নির পুরুষবিশেষের নিকট গমন, উপকার-প্রত্যুপকারের প্রতিশ্রুতিতে সেই পুরুষের অগ্নিকে ধারণ অর্থাৎ রক্ষা করা ;—৪-৬ (আমরণ এই অগ্নিকে ধারণ করিতে হয়, অতএব) মধ্যে ইহার বিসর্জ্জন উচিত নহে, তাহার দোষ, ঐ নিষেধের সমর্থন ;—৭ অগ্নিহোত্র হোমের দ্বারা অমৃতত্বপ্রাপ্তি বলিবার জন্য সূর্য্যের মৃত্যুরূপে বর্ণনা, সূর্য্য মৃত্যুরূপ বলিয়া তাঁহার অধোভাগবর্ত্তী প্রজাসমূহ মৃত হয়, উর্দ্ধবর্ত্তী দেবগণ দেব বলিয়াই মৃত হন না, রজ্জুর দ্বারা অশ্বের ন্যায় সূর্য্যরশ্মির দ্বারা জীবসমূহ প্রাণে বদ্ধ হয় ;—৮ সূর্য্য যাহার ইচ্ছা করে তাহারই প্রাণ গ্রহণ করিয়া উদিত হয়, সূর্য্যকে অতিক্রম করিয়া না গেলে—তাহার নিকট হইতে মুক্তি না পাইয়া গেলে পরলোকে সূর্য্য মারিয়া ফেলে ;—৯ অগ্নিহোত্রে সায়ং ও প্রাতঃকালের আহুতিরূপ পদের দ্বারা যজমান সূর্য্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হন, এবং সূর্য্য যখন উদিত হয়, তখন তাঁহাকে লইয়াই উঠে, এবং ইহাতেই তিনি সূর্য্যরূপ মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া যান ;—১০ অগ্নিহোত্রই সমস্ত যজ্ঞের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, ইহারই দ্বারা সমস্ত যজ্ঞ-ক্রতু মৃত্যুকে অতিক্রম করে (অর্থাৎ তাহাতেই অন্যান্য যজ্ঞেও মৃত্যুকে অতিক্রম করিতে পারা যায়) ;—১১-১২ দিবা ও রাত্রি পর্য্যটন করিয়া মানুষের আয়ুঃক্ষয় করে, কিন্তু যিনি পূর্ব্বোক্ত রূপে সূর্য্যরূপ মৃত্যুকে অতিক্রম করেন, দিবা ও রাত্রি তাঁহার নীচে থাকায় তাঁহার আর আয়ুঃক্ষয় করিতে পারে না ;—১৩ পূর্ব্ব দিক্ দিয়া আহবনীয়কে প্রদক্ষিণ করিয়া আহবনীয় ও গার্হপত্যের মধ্য দিয়া গমনপূর্ব্বক যজমানের উপবেশন-স্থানে গমন, ইহার প্রশংসা ;—১৪-১৬ কেহ কেহ দক্ষিণ দিক্ দিয়া গমনের ব্যবস্থা দেন, ইহার খণ্ডন, অগ্নিহোত্র স্বর্গগামিনী নৌকা, আহবনীয় ও গার্হপত্য তাহার পার্শ্ব (অথবা দাঁড়), ও যজমান তাহার নাবিক, পূর্ব্ব দিকে গিয়া তিনি সেই নৌকাকে পূর্ব্বদিকে স্বর্গে প্রেরণ করেন ও তাহাতে স্বর্গ প্রাপ্ত হন, নৌকা চলিয়া যাইবার পর উপস্থিত হইলে যেমন পড়িয়া থাকিতে হয়, দক্ষিণ দিক্ দিয়া গমনেও সেইরূপ হইয়া থাকে ;—১৭ সোমযাগে ইষ্টক বা ইটের দ্বারা অগ্নির বেদি চয়ন করিতে অর্থাৎ গাঁথিতে হয়, তদীয় আহুতিরূপে বর্ণনা করিয়া অগ্নিহোত্র-আহুতির প্রশংসা ;—১৮ চয়ননিষ্পন্ন বেদিতেই অগ্নিহোত্র হোম হইয়া থাকে—এই বলিয়া অগ্নিহোত্রের প্রশংসা—১৯-২০ এক বৎসরের অগ্নিহোত্রের আহুতি সংখ্যা ও মহদুক্থের ঋকের সংখ্যার ঐক্যদর্শনে—অগ্নিহোত্র মহদুক্থ দ্বারাই সম্পন্ন হয়—এইরূপ বর্ণনা দ্বারা অগ্নিহোত্রের প্রশংসা।]

১। প্রজাপতি যখন প্রজাসমূহকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তিনি যখন অগ্নিকে সৃষ্টি করিয়া ছিলেন, তখন ইহা (অগ্নি) জাত হইয়া সমস্তকেই দগ্ধ করিবার জন্য উদ্যত হইয়া ছিল; এই নিমিত্ত সেই সময়ে যে সকল প্রজা ছিল, তাহারা ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছিল। তাহারা ইঁহাকে সম্যগ্‌রূপে পিষিয়া ফেলিতে উদ্যত হইয়াছিল, এবং সে তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া এক পুরুষের নিকট গমন করিয়াছিল।

২। সে (অগ্নি) বলিল—'অহো, ইহা সহ্য করিতে পারিতেছি না, আমি তোমাতে প্রবেশ করি! তুমি আমাকে উৎপাদন করিয়া ধারণ কর; তুমি যেমন এই (ইহ) লোকে আমাকে উৎপাদন করিয়া ধারণ (বা পোষণ) করিবে, আমিও সেইরূপ ঐ (পর) লোকে তোমাকে উৎপাদন করিয়া ধারণ করিব।' সে (ঐ পুরুষ) 'তাহাই হউক' এই বলিয়া তাহাকে উৎপাদন করিয়া ধারণ করিল।

৩। তিনি যে অগ্নিদ্বয় আধান করেন, তাহাতে ইহাকে (অগ্নিকে) উৎপাদন করেন, এবং উৎপাদন করিয়া ধারণ করেন। তিনি যেমন ইহাকে এই লোকে উৎপাদন করিয়া ধারণ করেন ইহাও সেইরূপ ইঁহাকে ঐ (পর) লোকে উৎপাদন করিয়া ধারণ করে।

৪। তিনি ইহাকে (অগ্নিকে) মধ্যে অপসারিত (বা বিসর্জ্জন) করিবেন না; কেননা, (তাহা হইলে) ইহা তাঁহার জন্য মধ্যেই গ্লানিযুক্ত হইয়া পড়ে; এবং ইহা যেমন এই লোকে তাঁহার জন্য মধ্যেই গ্লানিযুক্ত হইয়া পড়ে, সেইরূপই ঐ (পর) লোকে তাঁহার জন্য মধ্যেই গ্লানিযুক্ত হয়।[১]

৫। তিনি যখন মৃত হন, এবং যখন তাঁহাকে তাঁহারা অগ্নিতে স্থাপন করেন, তখন অগ্নি হইতে জাত হন; এবং তাহা (অগ্নি) পুত্র হইয়া পিতা হইয়া থাকে।[২]

১। আমরণ এই অগ্নি ধারণ করিতে হইবে, অতএব ইহার পূর্ব্বে তাহার বিসর্জ্জন বিধেয় নহে, ইহাই এখন তাৎপর্য্য।

২। যজমান যখন আধানের দ্বারা অগ্নিকে উৎপাদন করেন তখন সেই অগ্নি তাঁহার পুত্র হয়; আর যখন তিনি মৃত হইয়া অগ্নি হইতে জাত হন, তখন সেই অগ্নিই পিতা হইয়া থাকে।

৬। এইজন্য ঋষি দ্বারাও উক্ত হইয়াছে—"হে দেবগণ, শত বৎসর (আমাদের) নিকটে (উপস্থিত হউক),—যাহার মধ্যে তোমরা আমাদের শরীরের জরার বিধান করিয়াছ, এবং যাহার মধ্যে পুত্রেরা পিতা (হইয়া উঠিবে); এবং আয়ুর (সম্পূর্ণরূপে) গমনের পূর্ব্বে আমাদিগকে বধ করিও না!"[৩] কেননা ইহা পুত্র হইয়া আবার পিতা হয়; এবং তিনি যে জন্য অগ্নিদ্বয় আধান করেন, তাহাও ইহাই।

৭। এই যাহা (সূর্য্য) তাপ প্রদান করিতেছেন, ইনিই মৃত্যু; যেহেতু ইনি মৃত্যু, সেইজন্যই ইঁহার অধোভাগবর্ত্তী ('অর্ব্বাচ্যঃ') প্রজাসমূহ মৃত হয়, আর যাহারা পরবর্ত্তী (ঊর্দ্ধবর্ত্তী) তাঁহারা দেব, এবং সেই জন্যই তাঁহারা মৃত হন না। অশ্ব যেমন অশ্ববন্ধনরজ্জু বা অভীশুসমূহের[৪] দ্বারা বদ্ধ হয়, এই প্রজাসমূহও সেইরূপ ইঁহার (সূর্য্যের) রশ্মিসমূহের দ্বারা প্রাণ (বায়ু)-সমূহে বদ্ধ হয়। সেই জন্যই (ইঁহার) রশ্মিসমূহ প্রাণসমূহের দিকে নীচে বিস্তারিত হইয়া থাকে।

৮। তিনি (সূর্য্য) যাহার ইচ্ছা করেন, তাহার প্রাণ গ্রহণ করিয়া উদিত হন, এবং সে মৃত হয়।[৫] যে ব্যক্তি এই (সূর্য্যরূপ) মৃত্যুকে অতিক্রম না করিয়া ঐ (পর) লোকে গমন করে, তাহাকে তিনি ঐ লোকে (ঠিক সেই রূপে) পুনঃ পুনঃ মারিয়া ফেলেন,—যেমন কেহ এই লোকে কোন বদ্ধ ব্যক্তিকে আদর করে না, এবং যখনই ইচ্ছা করে, তখনই মারিয়া ফেলে।

৯। তিনি যে সায়ংকালে (সূর্য্য) অস্তমিত হইলে দুইটি আহুতি হোম করেন, তাহাতে এই পূর্ব্ববর্ত্তী পদদ্বয়ের দ্বারা এই মৃত্যুতে প্রতিষ্ঠিত হন; আর যে প্রাতে (সূর্য্য) অনুদিত থাকিতে দুইটি আহুতি হোম করেন, তাহাতে এই অপর পদদ্বয়ের দ্বারা এই মৃত্যুতে প্রতিষ্ঠিত হন; এবং ইনি (সূর্য্য) যখন উদিত হন, তখন ইঁহাকে (যজমানকে) গ্রহণ করিয়া উদিত হইয়া থাকেন, এবং

৩। ঋ. স. ১. ৮৯. ৮।

৪। "অশ্বাভিধান্যা বা অভীশুভির্বা;" সায়ণ বলিয়াছেন—যাহা দ্বারা অশ্বকে বন্ধন করা যায় তাহা অশ্বাভিধানী, আর অপর রজ্জুসমূহ অভীশু। কেহ বলেন অভীশু শব্দে প্রচলিত ঘোড়ার "বাগ্‌ডোর" বা "লাগাম" (বল্‌গা) বুঝায়।

৫। "আয়ুর্হরতি বৈ পুংসামুদ্যন্নস্তঞ্চ যন্নসৌ"—ভাগবত, ২. ৩, ৩৩।

ইহাতেই তিনি (যজমান) এই মৃত্যুকে অতিক্রম করেন। অগ্নিহোত্রে মৃত্যুর অতিক্রমণ ইহাই, এবং যে ব্যক্তি অগ্নিহোত্রে মৃত্যুর এই অতিক্রমণকে জানেন, তিনি (পুনঃ) পুনঃ মৃত্যুকে অতিক্রম করেন।

১০। বাণের যেমন অগ্র, সেইরূপ যজ্ঞসমূহের মধ্যে অগ্নিহোত্র; কেননা, অগ্র যেখানে গমন করে সমস্ত বাণ সেইখানে গমন করে, এবং ইহারই (অগ্নিহোত্রের) দ্বারা ইহার (যজমানের) সমস্ত যজ্ঞক্রতু এই মৃত্যুকে অতিক্রম করে।

১১। ঐ (পর) লোকে দিন ও রাত্রি পর্য্যাবর্ত্তন করিতে করিতে পুরুষের সুকৃত (পুণ্য) ক্ষয় করে; কিন্তু (তিনি যখন পূর্ব্বোক্ত রূপে সূর্য্যকে অতিক্রম করিয়া যান, তখন) দিবা ও রাত্রি তাহা হইতে (সূর্য্যের) অধোদেশেই থাকে, এবং তাহাতেই দিবা ও রাত্রি ইহার সুকৃত ক্ষয় করিতে পারে না।

১২। যেমন কেহ রথের মধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া পর্য্যাবর্ত্তমান রথচক্র-দ্বয়কে উপর হইতে দর্শন করে, এই প্রকারেই তিনি অবাঙ্মুখ হইয়া নীচে (পর্য্যাবর্ত্তমান) দিবা ও রাত্রিকে উপর হইতে দর্শন করেন। যে ব্যক্তি এই রূপে দিবা ও রাত্রির অতিক্রমণকে জানেন, দিবা ও রাত্রি তাঁহার সুকৃত ক্ষয় করে না।

১৩। তিনি পূর্ব্ব দিক্ দিয়া আহবনীয়কে পরিভ্রমণ করিয়া, (ইহার) ও গার্হপত্যের মধ্য দিয়া (নিজের উপবেশন স্থানে) আগমন করেন।[৬] দেবগণ[৭] মনুষ্যকে জানেন না, (কিন্তু) ইনি যখন তাঁহাদের মধ্য দিয়া গমন করেন, তখন তাঁহারা ইহাকে (এই মনুষ্যকে) জানিতে পারেন যে, 'ইনিই আমাদিগকে এই হোম করিতেছেন।' অগ্নিই পাপের অপহন্তা, এবং যখন ইনি (যজমান, আহবনীয় ও গার্হপত্যের) মধ্য দিয়া চলিয়া যান, তখন সেই আহবনীয় ও গার্হপত্য ইহার পাপকে অপহত করিয়া দেন; এবং তিনি অপহতপাপ হইয়া শ্রী ও যশে উজ্জ্বল ("জ্যোতিঃ") হইয়া উঠেন।

৬। কা. শ্রৌ. ৪. ১৩. ১২।

৭। অর্থাৎ সমাগত দেবগণ, যাঁহারা বেদির চারিদিকে থাকেন, ১. ৭. ৬ ৮; মনুষ্য-শব্দে এখানে যজমানকে বুঝিতে হইবে।

১৪। অগ্নিহোত্রের দ্বার উত্তর দিকেই হইয়া থাকে; যেমন কেহ দ্বার দিয়া (গৃহাদিতে) প্রবেশ করে, ইহাও সেইরূপ। আর যিনি দক্ষিণ দিক্ দিয়া আগমন করিয়া (আহবনীয়ের সমীপে) উপবেশন করেন, তাঁহার তাহা ঠিক সেই রকম হয়,—যেমন কেহ বাহিরে বাহিরেই বিচরণ করে।[৭]

১৫। এই যে অগ্নিহোত্র, ইহা স্বর্গীয় ("স্বর্গ্যা"[৮]) নৌকা; এবং সেই এই স্বর্গীয় নৌকার আহবনীয় ও গার্হপত্য দুইটি পার্শ্ব,[৯] ও ক্ষীরহোতা (যজমান) তাহার নাবিক।

১৬। তিনি যে পূর্ব্বদিকে উপস্থিত হন[১০], তাহাতে ইহাকে (ঐ নৌকাকে) পূর্ব্বদিকে স্বর্গ লোকে প্রেরণ করেন, এবং তাহা (নৌকা) দ্বারা স্বর্গলোক প্রাপ্ত হন। উভয় দিক্ দিয়া তাহার (নৌকায়) আরোহণ হয়, এবং তাহা ইঁহাকে (যজমান) সম্পূর্ণরূপে স্বর্গলোক প্রাপ্ত করাইয়া থাকে। আর যিনি দক্ষিণ দিক্ দিয়া আগমন করিয়া উপবেশন করেন, তিনি—যেমন কেহ (নৌকা) উত্তীর্ণ হইয়া যাইবার পর আগমন করেন, ও পরিত্যক্ত হন, এবং তাহাতেই বাহিরে থাকেন,—সেইরূপই হইয়া থাকেন।[১১]

১৭। তিনি এই যে-সমিৎকে (আহবনীয়ে) আধান[১২] করেন, তাহা ইষ্টকা

৭। এখানে সায়ণ বলেন—পূর্ব্বে (১৩শ কণ্ডিকায়) উক্ত হইয়াছে যে, যজমান উভয় অগ্নির মধ্য দিয়া গমন করিবেন। এ সম্বন্ধে কেহ কেহ বলেন যে, মধ্য দিয়া না গিয়া দক্ষিণ দিক্ দিয়া যাইবে (দ্রঃ—কা. শ্রৌ. ৪. ১৩. ১৫); ইহাই এখানে দূষিত হইতেছে। যে ব্যক্তি উত্তর দিকে প্রবেশ ত্যাগ করিয়া অর্থাৎ আহবনীয় ও গার্হপত্যের মধ্য অতিক্রম না করিয়াই দক্ষিণ দিকে আগমনপূর্ব্বক আহবনীয় সমীপে উপবেশন করে, সে অগ্নিহোত্রে প্রবেশ করিতে অশক্ত হইয়া বাহিরে অবস্থান করে। যেমন কেহ প্রাকারপরিবৃত আশ্রমাদির দ্বারদেশ প্রাপ্ত না হইয়া তাহাতে প্রবেশ করিতে সমর্থ হয় না, এবং বাহিরে অবস্থান করে, তাহাও সেইরূপ।

৮। "স্বর্গপ্রাপ্তিহেতুভূতা"—ইতি সায়ণ।

৯। "নৌমণ্ডে"; সায়ণ লিখিয়াছেন—"পার্শ্বে, ভিত্তী", অর্থাৎ দুই ধার। কিন্তু এখানে ক্ষেপণী বা দাঁড় অর্থ ধরিলে উপমাটি ভাল হয়; দ্রঃ—১৬শ কণ্ডিকা।

১০। অর্থাৎ পূর্ব্বমুখ হইয়া গার্হপত্য হইতে আহবনীয়ের নিকট হোমের জন্য উপস্থিত হন।

১১। দ্রষ্টব্য—১৪শ কণ্ডিকা, ও ৭ম টীকা।

১২। ২. ২. ৩. ১৭; কা. শ্রৌ. ৪. ১৪. ২৩।

(ইট); এবং যে মন্ত্র দ্বারা হোম করেন, তাহা যজুঃ,—যাহা দ্বারা তিনি ইষ্টকা উপস্থাপন করিয়া থাকেন;[১৩] ইষ্টকা যখন উপস্থাপিত হয়, তখনই হোম করা হইয়া থাকে; অতএব এই যে অগ্নিহোত্রের আহুতিসমূহ, তাহারা উপস্থাপিত ইষ্টকাসমূহেই আহুত হইয়া থাকে।

১৮। অগ্নি[১৪] প্রজাপতি (-স্বরূপ), এবং সংবৎসরই প্রজাপতি; অতএব সংবৎসরে সংবৎসরে চয়নমিষ্পন্ন অগ্নিবেদির[১৫] দ্বারা ইঁহার অগ্নিহোত্র সমাপ্ত হয়। যে ব্যক্তি এইরূপ জানিয়া অগ্নিহোত্র হোম করেন, তিনি সংবৎসরে চয়ননিষ্পন্ন অগ্নিবেদি প্রাপ্ত হন। এই রূপেই ইঁহার অগ্নিহোত্র চয়ননিষ্পন্ন অগ্নিবেদির দ্বারা সমাপ্ত হয়, এবং ইনি চয়ননিষ্পন্ন অগ্নিবেদি পাইয়া থাকেন।

১৯। অশীতিসমূহের[১৬] সাত শত কুড়িটি (৭২০) ঋক্ থাকে। তিনি যে সায়ং ও প্রাতঃকালে অগ্নিহোত্র হোম করেন, তাহাতে দুইটী আহুতি হইয়া থাকে, এবং সংবৎসরে সেই সমস্ত আহুতি হয়—

১৩। অর্থাৎ সোমযাগের অ গ্নি চ য় ন, বা ইষ্টকা দ্বারা বেদিনির্ম্মাণে।

১৪। সায়ণ বলেন—এখানে অগ্নি-শব্দে চিত্য অগ্নি, অর্থাৎ চয়ননিষ্পন্ন অগ্নির স্থল বা বেদি। প্রজাপতির সহিত তাহা সংসৃষ্ট বলিয়া তাহা প্রজাপতি-স্বরূপ।

১৫। "চিত্যেনাগ্নিনা;" অগ্নিশব্দে এখানে অগ্নির স্থল বা বেদি বুঝিতে হইবে; সোমযাগে পাঁচ থাক ইটের দ্বারা ইহা বহু প্রকারে নির্ম্মিত হইয়া থাকে;."অগ্নিঃ সোমাঙ্গং তদ্গুণব্যতিষঙ্গাৎ"—কা. শ্রৌ. ১৬. ১. ১;—"অগ্নিশব্দেন পঞ্চচিতিকঃ স্থল উচ্যতে লক্ষণয়া, ন জ্বলনঃ; সোঽগ্নিঃ সোমাঙ্গং ভবতি..."—ঐ ব্যাখ্যা; পাঁচ থাক ইটে ইহা গাঁথিতে হয়, এই গাঁথার নাম চি তি অর্থাৎ চয়ন।

১৬। অর্থাৎ তিনটি অশীতির; গায়ত্রী তৃচাশীতি, ঔষ্ণিহী তৃচাশীতি, ও বার্হতী তৃচাশীতি। তিনটী ঋকের সমষ্টির নাম তৃ চ, তৃচের অশীতি অর্থাৎ আশীটি তৃচাশীতি। অতএব এক-একটি ত্রিচাশীতিতে (৩×৮০=) ২৪০ ঋক্ থাকে, এবং তাহা হইলে তিনটি তৃচাশীতিতে (২৪০×৩=) ৭২০ ঋক্ হয়। ইহার মধ্যে একটি তৃচাশীতি গায়ত্রী ছন্দের, ইহার নাম গায়ত্রী তৃচাশীতি; একটি উষ্ণিক্ ছন্দের, ইহার নাম ঔষ্ণিহী তৃচাশীতি; আর একটি বৃহতী ছন্দের, ইহার নাম বার্হতী তৃচাশীতি। দ্রঃ—ঐ. আ. ৫. ২. ৩—৫।

চিত্য অগ্নি অর্থাৎ চয়ননিষ্পন্ন অগ্নিবেদি, ম হা ব্র ত সাম, ও ম হ দু ক্ থ নামক ঋক্‌সমূহ, এই তিনটি সহচর। অগ্নিহোত্রে যখন চিত্য অগ্নির সম্বন্ধ উক্ত হইয়াছে, তখন মহদুক্থের সম্বন্ধও

২০। সাত শত কুড়ি (৭২০)। অতএব সংবৎসরে সংবৎসরে ইহার অগ্নিহোত্র ম হ দু ক্‌ থ দ্বারাই সম্পন্ন হয়। যে ব্যক্তি এইরূপ জানিয়া অগ্নিহোত্র হোম করেন, তিনি সংবৎসরে সংবৎসরে ম হ দু ক্‌ থ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। এইরূপেই ইঁহার অগ্নিহোত্রসমহ দু ক্‌ থ দ্বারা সম্পন্ন হয়, এবং তিনি ম হ দু ক্‌ থ প্রাপ্ত হন।

বলিতে হইবে। এইজন্য এখানে ১৯শ ও ২০শ কণ্ডিকায় অগ্নিহোত্রে মহদুক্‌থের সম্বন্ধ কল্পিত হইতেছে। যথা—মহদুক্‌থে পূর্ব্বোক্ত তিনটি তৃচাশীতিতে ৭২০ ঋক্ থাকে; আর অগ্নিহোত্রে প্রতিদিন সায়ং ও প্রাতে এক-একটি আহুতি দান করিলে এক বৎসরে তাহা (৩৬০ × ২ =) ৭২০ হয়। অতএব মহদুক্‌থে ও অগ্নিহোত্রে এই ৭২০ সংখ্যা সমান হওয়ায়, বলিতে হইবে যে, মহদুক্‌থ দ্বারাই অগ্নিহোত্র সম্পন্ন হয়। ইহাই এই ১৯শ ও ২০শ কণ্ডিকার তাৎপর্য্যার্থ।

দ্বিতীয় ব্রাহ্মণ

[১-২ সায়ংকালীন অগ্ন্যুপস্থান বিধানের জন্য আখ্যায়িকা—অগ্নির নিকট দেবগণকর্তৃক গ্রাম্য ও আরণ্য পশুসমূহের ন্যাসরূপে স্থাপন; অগ্নির তৎসমূহে লোভ হওয়ায় তাহাদিগকে লইয়া রাত্রির মধ্যে প্রবেশ, দেবগণ ইহা জানিতে পারিয়া পরদিন রাত্রিতে অগ্নির উপস্থান করেন ও পশুসমূহ ফিরা ইয়া দিবার জন্য প্রার্থনা করেন, অগ্নি তৎসমুদয় পুনর্ব্বার প্রদান করেন ;—৩ অগ্নিদ্বয়ের উপস্থানের বিধি, উপস্থান করিলে অগ্নি পশুসমূহ প্রদান করেন ;—৪ কেহ কেহ বলেন উপস্থান করিতে হইবে না, ইঁহাদের মতের উল্লেখ ও তাহাতে যুক্তি প্রদর্শন ;—৫ এই মত খণ্ডন করিয়া উপস্থান করা পক্ষেরই সমর্থন ও তাহাতে যুক্তি প্রদর্শন ;—৬ অনুপস্থান পক্ষের দৃষ্টান্তান্তর ;—৭-৮ প্রকারান্তরে উপস্থান পক্ষেরই সমর্থন ;—৯ উপস্থানের মন্ত্রসমূহের মধ্যে প্রথম মন্ত্রটি উপ (শব্দ-) যুক্ত হইবে, তাহার ফল ;—১০-১৫ উপস্থানের ক্রমান্বয়ে ছয়টি মন্ত্রের বিধান ও তাহাদের তাৎপর্য্যব্যাখ্যা ;—১৬ অন্তিম মন্ত্রে প্র ত্ন শব্দ থাকিবে, তাহার তাৎপর্য্য ;—১৭ প্রথম ও অন্তিম মন্ত্রের তিন-তিন বার করিয়া জপ করিবার বিধি, তাহার যুক্তি ;—১৮ অগ্নিহোত্র হোম করিতে করিতে যদি বাক্য বা কর্ম্ম দ্বারা কিছু ভুল অনুষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে তাহা যজমানের বহুবিধ ক্ষতির জন্য হয় ;—১৯ এই দোষ সমাধানের জন্য উপস্থানে মন্ত্রবিশেষের বিধান ;—২০ ঐ মন্ত্র দ্বারা সেই দোষ সমাহিত হয় ;—২১-২৩ আরো কয়টি উপস্থান-মন্ত্র ও তাহার তাৎপর্য্যব্যাখ্যা, এই পর্য্যন্ত উক্ত মন্ত্রগুলি দাঁড়াইয়া পাঠ করিতে হয় ;—২৪ পরবর্ত্তী উপস্থান-মন্ত্র উপবেশন করিয়া উচ্চার্য্য, মন্ত্রবিশেষের বিধান ও তাহার ব্যাখ্যা ;—২৫-২৬ অগ্নিহোত্র হোমের দুগ্ধ-দাত্রী গাভীর নিকট গমন ও তাহার মন্ত্র ;—২৭ গাভীকে স্পর্শ ও তাহার মন্ত্র ;—২৮-৩০ গার্হপত্যের নিকট গমন ও তাহার উপস্থান, ঐ তাঁহার মন্ত্র ও তাৎপর্য্য-ব্যাখ্যা ;—৩১ দ্বিপদ ঋক্-মন্ত্রে উপস্থান ;—৩২ আহবনীয়-উপস্থানের ফল, ক্ষুদ্র ও বৃহৎ ছন্দের মন্ত্রে তাহার উপস্থানের কারণ, গার্হপত্য-উপস্থানের ফল, গায়ত্রীছন্দে উপস্থান করিবার উদ্দেশ্য ;—৩৩ দ্বিপদ ঋক্‌সমূহ উচ্চারণের ফল ;—৩৪ (পুনর্ব্বার) গাভীর নিকট গমন ও স্পর্শ, তাহার মন্ত্র ;—৩৫ আহবনীয় ও গার্হপত্যের মধ্যে পূর্ব্ব মুখে দাঁড়াইয়া (আহবনীয়) অগ্নিকে দেখিতে দেখিতে জপনীয় মন্ত্রত্রয় ;—৩৬ ঐ মন্ত্রত্রয় জপ করিবার উদ্দেশ্য,—৩৭ জপনীয় অপর মন্ত্রত্রয় ও তাহার তাৎপর্য্যব্যাখ্যা ;—৩৮ ইন্দ্র-ঋকের উচ্চারণ ;—৩৯ সাবিত্রী-ঋকের জপ ;—৪০ আগ্নেয়ী ঋকের জপ, ইহা তিনবার জপনীয় ;—৪১ মন্ত্রে পুত্রের নামোল্লেখ, পুত্র না থাকিলে নিজের নামোল্লেখ।]

১। দেবগণ বিজয়ের উদ্দেশে গমনের জন্য, কিংবা স্বচ্ছন্দ ভ্রমণের ইচ্ছা হেতু, অথবা 'আমাদের মধ্যে রক্ষকতম ইনি (অগ্নি) রক্ষা করিবেন' এই মনে করিয়া গ্রাম্য ও আরণ্য সমস্ত পশু অগ্নির নিকটে নিহিত (স্থাপিত) করিয়াছিলেন।[১]

---

১ দ্রঃ—২. ২. ১, ২-৩ ; তুলঃ—তৈ. স. ১. ৫. ৯. ২-৩, ৬।

২। অগ্নি তৎসমুদয়কে অত্যন্ত কামনা (লোভ) করিয়াছিলেন, এবং সমস্ত সংগৃহীত করিয়া তৎসমুদয়ের সহিত রাত্রিতে প্রবেশ করিয়াছিলেন। দেবগণ মনে করিলেন—'আবার আমরা (আমাদের স্থানে) ফিরিয়া যাই', এবং (যে স্থানে) অগ্নি তিরোভূত হইয়া ছিলেন, (সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন)। তাঁহারা জানিতে পারিলেন যে, তিনি সেই স্থানে প্রবেশ করিয়াছেন, রাত্রিতে প্রবেশ করিয়াছেন। (অনন্তর) তাঁহারা আগামী রাত্রিতে সায়ংকালে তাঁহার (অগ্নির) উপস্থান করিলেন ও বলিলেন—'আমাদের পশুসমূহ প্রদান করুন! আবার আমাদের পশুসমূহ প্রদান করুন!' (অনন্তর) অগ্নি পুনর্ব্বার পশুসমূহ প্রদান করিলেন।

৩। এই জন্য তিনি অগ্নিদ্বয়ের উপস্থান করিবেন; অগ্নিদ্বয় দাতা, তিনি ইহাতে তাঁহাদিগকেই যাচ্ঞা করিয়া থাকেন।[২] তিনি সায়ংকালে উপস্থান করিবেন, কেননা, দেবগণ সায়ংকালেই উপস্থান করিয়াছিলেন। যে ব্যক্তি এইরূপ জানিয়া উপস্থান করেন, তাঁহাকে ইঁহারা (অগ্নিদ্বয়) পশুপ্রদান করিয়াই থাকেন।

৪। অনন্তর তিনি যে কারণে উপস্থান করিবেন না, (তাহা উক্ত হইতেছে)। অগ্রে দেবগণ ও মনুষ্যগণ উভয়েই একত্র ছিলেন। এবং মনুষ্যগণের যাহা হইত না, তাহা তাঁহারা (এই বলিয়া) দেবগণের নিকট যাচ্ঞা করিতেন— 'ইহা ত আমাদের নাই, আমাদের ইহা হউক!' দেবগণ সেই যাচ্ঞায় দ্বেষহেতু তিরোভূত হন; (তিনি মনে করিতে পারেন যে) 'পাছে আমি (ইঁহাদিগকে) হিংসা করি, পাছে আমি (ইঁহাদিগের) দ্বেষ্য হইয়া পড়ি;' অতএব তিনি উপস্থান করিবেন না।[৩]

৫। আর যে তিনি উপস্থান করিবেনই, (তাহার কারণ উক্ত হইতেছে)। দেবগণের যে যজ্ঞ, তাহা যজমানের আশীঃস্বরূপ; এবং এই যে (অগ্নিহোত্রের) আহুতি, তাহা যজ্ঞ, এবং তাহা যজমানের আশীঃস্বরূপ; অতএব এখানে

২। অর্থাৎ পশুপ্রাপ্তিরূপ ফলের জন্য—সায়ণ।

৩। কা. শ্রৌ. ৪, ১২, ২।

যাহা থাকে[৪], তাহাই তিনি উপস্থান করিয়া (সম্পাদন) করিয়া থাকেন। অতএব তিনি উপস্থান করিবেনই।

৬। তিনি যে জন্য উপস্থান করিবেন না (তাহার কারণ পুনর্ব্বার উক্ত হইতেছে)। যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয়কে এই আশা করিয়া অনুবর্ত্তন করে যে, 'ইনি আমাকে (আমার অভিলষিত বস্তু) দান করিবেন, ইনি আমার গৃহ করিয়া দিবেন', এবং যে ব্যক্তি তাঁহাকে স্তুতি ও কর্ম্ম দ্বারা আরাধনা করিতে ইচ্ছা করে, তিনি (সেই ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয়) মনে করেন যে, ইহাকে (সেই ব্যক্তিকে তাহা) দান করা উচিত। আর যে ব্যক্তি বলে যে, 'তুমি আমাকে দান করিতেছ না, তুমি আমায় কি!' তিনি ইহাকে দ্বেষ করিতে সমর্থ হন, ও (উহার সম্বন্ধে) নির্বেদ প্রাপ্ত হইতে পারেন। অতএব তিনি উপস্থান করিবেন না; তিনি যে ইহাকে (অগ্নিকে) সন্দীপ্ত করেন, তিনি যে ইহাতে হোম করেন, তাহাতেই তিনি ইহাকে যাচ্ঞা করিয়া থাকেন; অতএব তিনি উপস্থান করিবেন না[৫]।

৭। তিনি যে জন্য উপস্থান করিবেনই (তাহা পুনর্ব্বার উক্ত হইতেছে)। (লোক) যাচ্ঞা করিয়াই দাতাকে লাভ করিয়া থাকে; এবং এই পর্য্যন্ত[৬] ভরণকর্ত্তাও ভরণীয়কে জানিতে পারেন না। কিন্তু সে যখন বলে যে, 'আমি আপনার ভরণীয়, আমাকে ভরণ করুন!' তখন তিনি তাহাকে ভরণীয় বলিয়া মনে করেন। অতএব তিনি উপস্থান করিবেনই। তিনি যে জন্য উপস্থান করিবেন, ইহাই তাহার সমস্ত (যুক্তি)।[৭]

৮। তিনি যে অগ্নিহোত্র হোম করেন, তাহাতে প্রজাপতিস্বরূপ হন, এবং তিনি যে-সমস্তের প্রভু ও যে-সমস্ত তাঁহার অনুকূলে থাকে, তৎসমস্তেই রেত

৪। অর্থাৎ অগ্নিহোত্রে আশীঃস্বরূপ যে ফল থাকে।

৫। অর্থাৎ অগ্নির সন্দীপন ও হোমের দ্বারাই যাচ্ঞা করা হইয়া থাকে, উপস্থান করিয়া তাহার দ্বারা আবার যাচ্ঞা করা ঠিক নহে।

৬। অর্থাৎ যাচ্ঞা না করা পর্য্যন্ত।

৭। এসম্বন্ধে তৈত্তিরীয় সংহিতাতেও (১. ৫. ৯. ৬-৭) উভয় পক্ষ উত্থাপিত করিয়া উপস্থান-পক্ষই সমর্থিত হইয়াছে।

সেচন করেন, এবং (অগ্নির) উপস্থান করিয়া তৎসমুদয়কে বিশিষ্টরূপযুক্ত করেন ও অনুক্রমে উৎপাদন করিয়া থাকেন।

৯। তিনি উ প রি ("উপ" এই উপ-সর্গ)-যুক্ত (ঋকের দ্বারা অগ্ন্যুপস্থান)[৯] আরম্ভ করেন।[১০] ইহাই (পৃথিবী) উ প রি, এবং ইহা দুই প্রকারে উ প রি; এই যাহা কিছু জাত হয়, তাহা ইহারই (পৃথিবীরই) উ প রি জাত হয় ("উপজায়তে"), এবং যাহা কিছু ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, তাহা ইহারই উপরি বিলীন হয় ("উ প-উপ্যতে", √বপ্); অতএব তাহা (উপস্থান) দিবা ও রাত্রিতে বহুতর হইয়াই অক্ষয্য (অক্ষয়াহ´) হইয়া থাকে, এবং তিনি ইহাতে অক্ষয্য প্রাচুর্য্যের দ্বারাই (উপস্থান) আরম্ভ করেন।

১০। তিনি বলেন—"অধ্বরের নিকটে গমন করিয়া—,"[১১] "অধ্বর" অর্থে যজ্ঞ, অতএব 'যজ্ঞের নিকট উপস্থিত হইয়া' ইহাই তিনি তাহাতে বলিয়া থাকেন;—"আমরা (সেই) অগ্নির মন্ত্র উচ্চারণ করিব—," কেননা, তিনি তাঁহার মন্ত্র উচ্চারণ করিবেন বলিয়াই (উদ্যত) হন;—"এই (যিনি) দূর হইতে আমাদিগকে (অর্থাৎ আমাদের বাক্যকে) শ্রবণ করিতেছেন;" তিনি ইহাতে এই বলেন যে, 'যদিও আপনি আমাদের নিকট হইতে দূরে আছেন, তথাপি আপনি

৮। সায়ণ বলিয়াছেন—অগ্নিহোত্রহোম রেতঃসেকস্থানীয়। গর্ভাশয়ে নিষিক্ত রেতের হস্তপদাদি দ্বারা যে বিশিষ্টরূপ-সম্পাদন, তাহা অগ্নির উপস্থানসাধ্য। অতএব যজমান অগ্নিকে উপাসনা করিয়া এই সমস্ত নিষিক্ত (রেতকে) বিশিষ্টরূপযুক্ত করেন, ও অনুক্রমে উৎপাদন করিয়া থাকেন। অতএব অগ্নির উপাস্থান করা অবশ্য উচিত।

৯। এই উপস্থানের নাম বা ৎ স প্রো প স্থা ন; কেননা, এই উপস্থান বা ৎ স প্রী নামক ঋষি দ্বারা দৃষ্ট। বাৎসপ্রী ঋগ্বেদের ৯. ৬৮, ও ১০. ৪৫-৪৬ সূক্তের দ্রষ্টা। ৯ম হইতে ৪১শ কণ্ডিকা পর্য্যন্ত এই উপস্থানেরই মন্ত্রসমূহ (বা. স. ৩. ১১. ৩৬) বিহিত হইয়াছে। ইহাতে বহু মন্ত্র থাকায় ইহা দী র্ঘো প স্থা ন (দ্রঃ—২. ৩. ৩. ২), বৃ হ দু প স্থা ন (বা. স. ৩. ১১ মহীধর ভাষ্য), অথবা ম হো প স্থা ন নামে অভিহিত হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে এই উপস্থান-সূত্রে আর একটি ক্ষুদ্র উপস্থান বিহিত হয় (২. ৩. ৩); ইহা আ সু রি-কর্তৃক দৃষ্ট। ইহাকে ক্ষু দ্র কৌ প স্থা ন, বা ল ঘূ প স্থা প ন বলা হইয়া থাকে।

১০। "উ প প্রযন্তো অধ্বরং…," বা. স. ৩. ১১; তৈ. স. ১. ৫. ৫. ১; কা. শ্রৌ. ৪. ১২. ১।

আমাদের ইহা (মন্ত্র-স্তুতি) শ্রবণ করুনই, এ বিষয়ে আপনি এইরূপই মনে করুন্!'

১১। "দ্যুলোকের উন্নত মস্তক ও পৃথিবীর পতি এই অগ্নি জলের রেতসমূহকে প্রীত (বা পুষ্ট) করিতেছেন।"[১১] তিনি ইঁহাতে ইঁহাকে অনুসরণই করেন; কোন যাচক ব্যক্তি যেমন ভদ্রভাবে বলে—'আপনি অমুকের পুত্র; আপনি ইহা করিতে সমর্থ!' ইহাও (এই ঋক্‌মন্ত্রও) সেইরূপ।

১২। অনন্তর (উচ্চার্য্যমাণ ঋকৃটি) ইন্দ্র ও অগ্নির;—"হে ইন্দ্র ও অগ্নি আপনাদের উভয়কে আমি অহ্বান করিতে (ইচ্ছা করি), আপনাদের উভয়কে আমি এক সঙ্গে অন্নের দ্বারা আনন্দিত করিতে (ইচ্ছা করি); আপনারা উভয়েই অন্ন ও ধনসমূহের দাতা, অন্নপ্রদানের জন্য আপনাদের উভয়কে আমি আহ্বান করিতেছি!"[১২] এই যাহা (সূর্য্য) তাপ প্রদান করিতেছে, তাহাই ইন্দ্র; তাহা যখন অস্ত গমন করে, তখন আহবনীয়ে প্রবেশ করে; অতএব তিনি ইহাতে এক সঙ্গে বর্ত্তমান তাঁহাদিগের উভয়কেই[১৩] এই মনে করিয়া উপস্থান করেন যে, 'তাঁহারা উভয়ে এক সঙ্গে আমাকে প্রদান করিবেন।' সেই জন্যই তাহা (ঐ ঋকৃটি) ইন্দ্র ও অগ্নির।

১৩। "হে অগ্নি তুমি যাহা হইতে জাত হইয়া দীপ্তি প্রাপ্ত হইতেছ, এই তোমার (সেই) ধাতুসম্বন্ধী যোনি;[১৪] তুমি তাহা জানিয়া উত্থিত হও, এবং আমাদের ধন বর্দ্ধন কর!" "ধন"-অর্থে পুষ্টিই; অতএব তিনি ইহাতে এই বলেন যে, 'তুমি আমাদের ইহাকে ভূয়োভূয়ঃ পুষ্ট কর!'

১১। বা. সু. ৩. ১২; তৈ. স. ১, ৫. ৫. ৩-সায়ণভাষ্য। সায়ণ এখানে "জলের রেতসমূহ..." ইত্যাদির ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন—অগ্নি জলের অর্থাৎ জলের কার্য্য স্থাবর-জঙ্গমের শরীরকে জাঠর অগ্নিরূপে প্রীত করিয়া থাকেন; ঋ. স. ৮. ৪৪. ১৬।

১২। বা. স. ৩. ১৩; তৈ. স. ১. ৫. ৫. ২; ঋ. স. ৬. ৬০. ১৩।

১৩। অর্থাৎ সূর্য্যরূপ ইন্দ্র ও আহবনীয় অগ্নি, এই উভয়কে।

১৪। "অযং তে যোনির্ঋত্বিযঃ;" "অয়ং আহবনীয়প্রদেশঃ তে যোনিঃ স্থানং ঋত্বিয়ঃ ঋতুসম্বন্ধঃ সর্ব্বস্মিন্নপি ঋতৌ অগ্নেন হোমনিষ্পত্তেঃ"—সায়ণ।

১৪। "আ প্ন বা ন[১৫] এবং ভৃ গু গ.ণ যে বিচিত্র ও সমস্ত প্রজার বিভুকে বনসমূহে দীপিত করিয়াছিলেন, যিনি (দেবগণের) আহ্বানকারী ও অতিশয় যাগানুষ্ঠাতা, এবং যিনি যাগসমূহে স্তবার্হ, সেই প্রধানভূত ইনি (অগ্নি) আধানকর্ত্তৃগণ কর্ত্তৃক এখানে স্থাপিত হইয়াছেন।"[১৬] তিনি ইহাতে তাঁহাকে অনুসরণই করিয়া থাকেন; কোন যাচক ব্যক্তি যেমন ভদ্রভাবে বলে—'আপনি অমুকের পুত্র, আপনি ইহা করিতে সমর্থ!' ইহাও (এই ঋক্‌ও) সেইরূপ। তিনি যে বলেন,—'সমস্ত প্রজার বিভুকে,' তাহাতে, ইনি (অগ্নি) যেরূপ সেইরূপই ইঁহাকে বলিয়া থাকেন; কেননা, ইনি সমস্ত প্রজার (অভীষ্টদানে) সমর্থই।[১৭]

১৫। —"ইঁহার পুরাতন ("প্রত্নাং") দ্যুতিকে অনুসরণ করিয়া লজ্জারহিত (দোহনকারী ঋত্বিগ্‌গণ) সহস্রপ্রদ গাভীর ("ঋষিম্") বিশুদ্ধ দুগ্ধ দোহন করিয়াছিলেন।"[১৮] সমস্ত দানের মধ্যে সহস্র-দানই পরম; অতএব তাহা ইহারই প্রাপ্তির জন্য হইয়া থাকে, এবং সেই জন্যই তিনি বলেন—"সহস্রপ্রদ গাভীর বিশুদ্ধ দুগ্ধ।"

১৫। "আপ্নবানঃ;" সায়ণ ঋগ্‌ভাষ্যে (৪. ৭. ১) লিখিয়াছেন—"আ প্ন বা নো ভৃ গু-সম্বন্ধী কশ্চিদ্ ঋষিঃ;" তৈত্তিরীয়সংহিতা-ভাষ্যে (১. ৫. ৫. ১) বলিয়াছেন—"আপ্নবানসংজ্ঞকাঃ;" মহীধর বা. স ভাষ্যে (৩. ১৫) ঐ শব্দের অর্থ নিঘণ্টু (২, ৩. ৫)-অনুসারে "পুত্রবন্তঃ" বলিয়া বিকল্পে "আপ্নবানস্তৎপ্রভৃতয়ঃ ভৃগবশ্চ মুনয়ঃ" বলিয়াছেন।

১৬। বা. স. ৩. ১৫; (১৫. ২৬; ৩৬. ৬)।

১৭। অনুবাদ সায়ণানুসারে।

১৮। অনুবাদ মহীধরানুসারে; তিনি বলেন—সায়ংকালে দোহনের সময়, আলোকাভাবে দুগ্ধ কোনরূপে নীচে পড়িয়া যাইতে পারে এবং তাহা দোহনকারীর লজ্জার বিষয়; কিন্তু অগ্নির দ্যুতি থাকিলে সেই লজ্জার কারণ থাকে না, অতএব তাঁহারা লজ্জারহিত। ঋষি-শব্দের অর্থ ইনি এস্থলে গাভী ধরিয়াছেন—"অর্ষতি দোহনকালে গচ্ছতি ঋষির্গৌঃ।" তিনি এই ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট না হইয়া প্রকারান্তরেও ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন (বা. স. ৩. ১৬)। তৈ. স. ভাষ্যে (১. ৫. ৫. ১) সায়ণ যাহা লিখিয়াছেন, তদনুসারে এইরূপ অনুবাদ হয়—'(ঋত্বিগ্‌গণ) লজ্জা না করিয়া ইঁহার (গো-স্থানীয় এই অগ্নির) অনুকূল দীপ্তি হইতে সহস্র (ধন)-প্রদ ও অতীন্দ্রিয়জ্ঞানপ্রদ উজ্জ্বল পয়ঃ (ক্ষীরাদি) দোহন করিয়াছিলেন।' দ্রঃ—ঋ. স. ৯. ৫৪

১৬। এই ছয়টি[১৯] ঋক্ সমাহরণীয়।[২০] ইহাদের প্রথম ঋক্‌টি উ প (এই উপসর্গ)-যুক্ত, এবং অন্তিমটি প্র ত্ন (এই শব্দ)-যুক্ত।[২১] (ইহাদের মধ্যে পৃথিবী) যেজন্য উ প (শব্দ)-যুক্ত, তাহা আমরা বলিয়াছি; আর উহাই (দ্যৌ) হইতেছে প্র ত্ন, কেননা, অগ্রে পুরাকালে যতগুলি দেব ছিলেন, (এখনো) ততগুলিই দেব আছেন; অতএব[২২] উহাই প্র ত্ন। ইহাদেরই উভয়ের মধ্যে সমস্ত কাম (কাম্যবস্তু) অবস্থিত, এবং ইহারা ইহার (যজমানের) জন্য ঐকমত্য অবলম্বন করিয়া সমস্ত কাম উপস্থাপিত করিয়া থাকে।

১৭। তিনি প্রথম (মন্ত্রটিকে) তিনবার এবং অন্তিম (মন্ত্রটিকে) তিনবার জপ করেন; কেননা, যজ্ঞসমূহের প্রারম্ভ ত্রিরাবৃত্ত, এবং সমাপ্তিও ত্রিরাবৃত্ত;[২৩] অতএব তিনি প্রথমটিকে তিনবার এবং অন্তিমটিকে তিনবার জপ করেন।[২৪]

১৮। তিনি অগ্নিহোত্র হোম করিতে করিতে বাক্য দ্বারা বা কর্ম্ম দ্বারা যাহা কিছু অন্যথা অনুষ্ঠান করিয়া ফেলেন, তাহাতে নিজেরই অসু, বা তেজ, বা সন্ততিকে খণ্ডিত করিয়া থাকেন।

১৯। সেই জন্য (তিনি এই মন্ত্রে উপস্থান করেন)—"হে অগ্নি, তুমি তনুরক্ষক; তুমি আমার তনুকে রক্ষা কর! হে অগ্নি, তুমি আয়ুঃপ্রদ; আমাকে আয়ু দান কর! হে অগ্নি, তুমি তেজঃপ্রদ; তুমি আমাকে তেজ

১৯। ১০ম হইতে ১৫ শ কণ্ডিকা পর্য্যন্ত পঠিত।

২০। অর্থাৎ এই সমস্ত ঋক্ বিভিন্ন বিভিন্ন স্থলে পঠিত হইয়াছে, তৎসমুদয়কে একত্র সংগ্রহ করিয়া লইতে হইবে; পূর্ব্বোক্ত ঋক্-গুলি ঋগ্বেদের ৭. ১৪. ১; ৮. ৪৪. ১৬ ইত্যাদি স্থানে পঠিত হইয়াছে। কিন্তু বাজসনেয়িসংহিতাতে (৩. ১১. ১৬) এ সমস্ত একত্রেই পঠিত হইয়াছে।

২১। "উপপ্রয়ন্তো অধ্বরং...;" ও "অস্য প্রত্নামনুদ্যুতিং...;" বা. স. ১৫. ১১, ১৬; দ্র:—১০ম ও ১৫শ কণ্ডিকা।

২২। যেহেতু দেবগণ সেখানে পুরাকাল হইতে আছেন, সেই জন্য দ্যুলোক পুরাতন বা প্রত্ন।

২৩। কারণ, হবির্নির্বাপ, হবিঃপ্রোক্ষণ ও সামিধেনীপাঠ প্রভৃতি তিন-তিন বার করিয়া করিতে হয়, দেখা যায়।—সায়ণ।

২৪। কা. শ্রৌ. ৪ ১২, ৩।

প্রদান কর! হে অগ্নি, আমার শরীরের যাহা ঊন রহিয়াছে, তুমি তাহা সম্পূর্ণ কর!”[২৫]

২০। তিনি অগ্নিহোত্র হোম করিতে করিতে বাক্য দ্বারা বা কর্ম্ম দ্বারা যাহা কিছু অন্যথা অনুষ্ঠান করিয়া ফেলেন, তাহাতে নিজেরই আয়ু, বা তেজ, বা সঙ্গতিকে খণ্ডিত করেন; সেই জন্য তিনি তাহাতে বলেন যে, ‘পুনর্ব্বার আমার তাহা বর্দ্ধিত হউক!’ এবং তাহাতে তাঁহার তাহা পুনর্ব্বার বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

২১। —“দীপ্যমান আমরা দ্যুতিমান্ তোমাকে শত হিম (ঋতু)[২৬] যাবৎ সন্দীপিত করি—;”[২৭] তিনি ইহাতে এই বলেন যে, ‘আমরা যেন শতবর্ষ জীবিত থাকি;’ আর যে তিনি বলেন—“দ্যুতিমান্ তোমাকে সন্দীপিত করি,” তাহাতে এই বলেন যে, ‘মহান্ তোমাকে আমরা তাবৎ কাল সন্দীপিত করি;’—“অন্নবান্ (আমরা) অন্নকারী (তোমাকে), বলবান্ (আমরা) বলকারী (তোমাকে);” তিনি ইহাতে এই বলেন যে, ‘আমরা যেন অন্নবান্ হই, আর তুমি যেন অন্নকারী হও! এবং আমরা যেন বলবান্ হই, আর তুমি যেন বলকারী হও!’—“হে অগ্নি, শত্রুগণের হিংসক ও (কাহারো) অহিংসনীয় (তোমাকে), অহিংসিত আমরা—,” তিনি ইহাতে এই বলেন যে, ‘আমরা যেন তোমার দ্বারা শত্রুগণকে পাপীয়ান্ করিতে পারি!’

২২। —“হে চিত্রাবসু (রাত্রি), আমি যেন মঙ্গলে তোমার অবসান প্রাপ্ত হই!” তিনি এই (মন্ত্র) তিনবার জপ করেন।[২৮] রাত্রিই চিত্রাবসু, কেননা ইহা চিত্র (গ্রহনক্ষত্র) সমূহ সংগ্রহ করিয়া বাস করে, সেই জন্যই (রাত্রিতে) দূরে কেহ চিত্র দর্শন করিতে পারে না।[২৯]

২৫। বা. স. ৩. ১৭।

২৬। দ্রঃ—তৈ. স. ১. ৫. ৬. ১১, ১৪; ৭.১৪।

২৭। বা. স. ৩. ১৮; তৈ. স. ১. ৫. ৫. ৪।

২৮। কা. শ্রৌ. ৪. ১২. ৩।

২৯। অর্থাৎ রাত্রিতে কেহ দূর হইতে চিত্র অর্থাৎ দ্রষ্টব্য বস্তু দেখিতে পায় না। বস্তুতঃ এস্থলের অর্থ আমার নিকটে স্পষ্ট হয় নাই। মূল এই—“তস্মান্নারকাচ্চিত্রং দদৃশে;” সায়ণ

২৩। ইহা (এই মন্ত্র) দ্বারাই ঋষিগণ মঙ্গলভাবে রাত্রির অবসান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, ইহাতেই নাশকজীব ও রক্ষোগণ রাত্রিতে ইহাঁদিগকে প্রাপ্ত হয় নাই ; তিনি ইহাতেই মঙ্গলভাবে রাত্রির অবসান প্রাপ্ত হন, ইহাতেই তাঁহাকে নাশকজীব ও রক্ষোগণ রাত্রিতে প্রাপ্ত হইতে পায় না। তিনি এই পর্য্যন্ত[৩০] (মন্ত্র আহবনীয়ের সমীপে) দণ্ডায়মান হইয়া পাঠ করিবেন।

২৪। অনন্তর উপবিষ্ট হইয়া (তিনি এই সমস্ত মন্ত্র উচ্চারণ করেন)[৩১] —"হে অগ্নি, তুমি সূর্য্যের তেজের সহিত সঙ্গত (মিলিত) হইয়াছ—;"[৩২] আদিত্য যখন অস্ত গমন করেন, তখন আহবনীয়ে প্রবেশ করিয়া থাকেন, সেই জন্যই তিনি তাহা বলেন ;—"(তুমি) ঋষিগণের স্তুতির সহিত (সঙ্গত হইয়াছ) ;" তিনি উপস্থান করেন বলিয়াই ইহা বলিয়া থাকেন ;—"(তুমি) প্রিয় স্থানের সহিত (সঙ্গত) হইয়াছ ;" আহুতিসমূহই ইহার প্রিয় স্থান, এবং সেইজন্য তিনি তাহাতে "আহুতিসমূহের সহিত" ইহাই বলিয়া থাকেন ; —"আমি যেন আয়ুর সহিত, তেজের সহিত, সন্ততির সহিত, এবং ধনপুষ্টির সহিত সঙ্গত হইতে পারি !" তিনি ইহাতে এই বলেন যে, 'তুমি যেমন এই সমুদয়ের সহিত সঙ্গত হইয়াছ, আমিও যেন সেইরূপ আয়ুর সহিত, তেজের সহিত, সন্ততির সহিত, ও ধন-পুষ্টি অর্থাৎ প্রাচুর্য্যের সহিত,—এইরূপে সমস্তের সহিত সঙ্গত হইতে পারি।'

যাহা ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাতে বোধ হয়, তাঁহার মতে এই স্থানের মূল পাঠ "তস্মাৎ তারকাচিত্রং দদৃশে ;" তাঁহার ব্যাখ্যা যথা—"অতএব ইদানীমপি রাত্রৌ নভসি তারকালক্ষণং চিত্রং দদৃশে দৃশ্যতে।" Eggeling 'চিত্র' শব্দে আলোক অর্থ ধরিয়াছেন, এবং উল্লিখিত অংশটুকুর ব্যাখ্যায় তাহার অর্থ 'স্পষ্টরূপে (clearly)' করিয়াছেন ; অতএব তাঁহার মতে অনুবাদ এইরূপ হয়— 'সেইজন্য (রাত্রিতে) কেহ দূর হইতে স্পষ্টভাবে দেখিতে পায় না।'

৩০। অর্থাৎ ১০ম হইতে ২২শ কণ্ডিকা পর্য্যন্ত ; বা. স. ৩. ১১—১৮।

৩১। কা. শ্রৌ. ৪. ১২. ৪।

৩২। বা. স. ৩. ১৯ ; তৈ. স. ১. ৫. ৫. ৪।

২৫। অনন্তর তিনি (এই মন্ত্রে)[৩৩] গাভীর[৩৪] নিকট উপস্থিত হন—"তোমরা অন্ন,[৩৫] আমি যেন তোমাদের অন্ন সেবন করিতে পারি! তোমরা তেজ, আমি যেন তোমাদের তেজ উপভোগ করি!" তিনি ইহাতে এই বলেন যে, 'তোমাদের যে সকল বীর্য্য ও তেজ আছে, তৎসমুদয়কে আমি যেন উপভোগ করি।'—"তোমরা বল, তোমাদের বলকে আমি যেন উপভোগ করি!" তিনি ইহাতে এই বলেন যে, 'তোমরা রস, তোমাদের রসকে আমি যেন উপভোগ করি!'—"তোমরা ধনপুষ্টি, তোমাদের ধনপুষ্টিকে আমি যেন উপভোগ করি!" তিনি ইহাতে এই বলেন যে, 'তোমরা প্রাচুর্য্য (-স্বরূপ), তোমাদের প্রাচুর্য্যকে আমি যেন উপভোগ করি।'

২৬।—"হে ধনবতীগণ, তোমরা ক্রীড়া কর—," পশুসমূহ ধনযুক্তই,[৩৬] এবং সেইজন্য তিনি বলেন—"হে ধনবতীগণ, তোমরা ক্রীড়া কর—;" "এই স্থানে, এই গোষ্ঠে, এই দর্শনপথে (নজরের মধ্যে), এবং এই গৃহে; এই থানেই তোমরা থাক, চলিয়া যাইও না।" তিনি ইহাতে নিজেরই সম্বন্ধে বলেন যে, 'তোমরা আমার নিকট হইতে চলিয়া যাইও না।'

২৭। অনন্তর তিনি (এই মন্ত্রে) গাভী স্পর্শ করেন[৩৭]—"সকলরূপবিশিষ্ট তুমি সংস্থাপিত হইয়াছ;" পশুসমূহ সকলরূপবিশিষ্টই হইয়া থাকে, এবং সেই জন্য তিনি বলেন "সকলরূপবিশিষ্ট;"—"তুমি বলের সহিত ও গোস্বামিত্বের সহিত আমার নিকট আগমন কর!" তিনি যে বলেন "বলের

৩৩। বা. স. ৩. ২০—২১; ২৫শ ও ২৬শ কাণ্ডে উক্ত।

৩৪। অর্থাৎ সায়ং ও প্রাতে অগ্নিহোত্র হোমে অপেক্ষিত দুগ্ধের জন্য নির্দ্দিষ্ট অগ্নিহোত্রী ("অগ্নিহোত্রার্থা ধেনুরগ্নিহোত্রী"—আপ. শ্রৌ. ৬. ৩. ১১, রুদ্রদত্ত-ভাষ্য) গাভীর; কেহ কেহ বলেন অপর গাভী হইলেও হয়। যদি দুগ্ধ দ্বারা হোম হয়, তবেই অগ্নিহোত্রী গাভীর প্রয়োজন; আর যদি যবাগূ প্রভৃতির দ্বারা হোম হয়, তবে অন্য গাভী হইবে। আপস্তম্ব গোষ্ঠে যাইবার বিধান দিয়াছেন। কা. শ্রৌ. ৪. ১২. ৫. যাজ্ঞিকদেবব্যাখ্যা।

৩৫। দ্র:—২. ২. ২. ১৩।

৩৬। পশুসমূহ ধনের হেতু বলিয়া ধনবান্—মহীধর, বা. স. ৩. ২১; পুত্রপৌত্রাদির অভিবৃদ্ধিতে পশুসমূহ ধনযুক্ত—সায়ণ।

৩৭। বা. স. ৩. ২২. ১; কা. শ্রৌ. ৪. ১২. ৬।

সহিত," তাহাতে 'রসের সহিত' বলেন, আর যে বলেন "গোস্বামিত্বের সহিত," তাহাতে 'প্রাচুর্য্যের সহিত' বলিয়া থাকেন।

২৮। অনন্তর তিনি গার্হপত্যের সম্মুখে গমন করেন, এবং (এই সকল মন্ত্রে) গার্হপত্যের "উপস্থান করেন"[৩৮]—"হে রাত্রিতে অবস্থানকারী[৩৯] অগ্নি, আমরা প্রতিদিন নমস্কারপূর্ব্বক কর্ম্মের সহিত তোমার নিকট আগমন করি।"[৪০] তিনি তাহাতে ইহাকে নমস্কারই করিয়া থাকেন, যাহাতে ইনি (গার্হপত্য অগ্নি) তাঁহাকে হিংসা না করেন।

২৯।—"অধ্বরসমূহে শোভমান, সত্যের রক্ষক, সুমুজ্জ্বল ও স্বকীয় গৃহে বর্দ্ধমান (তোমার নিকট আমরা আগমন করি)।"[৪১] তিনি ইহাতে এই বলেন যে, 'এই যাহা (যে গৃহ) আমাদের আছে, তাহা (তোমার) নিজের, তুমি ইহাকে বহুতর বহুতর কর !'[৪২]

৩০।—"হে অগ্নি, পুত্রের সম্বন্ধে পিতার ন্যায় তুমি আমাদের সুখোপগমনীয় হও ? এবং আমাদের মঙ্গলের জন্য সমবেত হও ?"[৪৩] তিনি ইহাতে এই বলেন যে, পিতা যেমন পুত্রের সুখোপগমনীয়, এবং সে (পুত্র) যেমন ইহাকে (পিতাকে) কোনোরূপে হিংসা করে না, তুমিও সেইরূপ আমাদের সুখোপগমনীয় হও, এবং আমরা যেন তোমাকে কোনোরূপে হিংসা না করি।'

৩১। অনন্তর দ্বিপদা-(ঋক্ সমূহ):—"হে অগ্নি, তুমি আমাদের নিকটবর্ত্তী হও, এবং রক্ষক, কুশলপ্রদ ও গৃহের হিতকর হও ! তুমি ধনবান্ এবং ধনের জন্য প্রসিদ্ধ, তুমি আমাদিগের অভিমুখে আগমন কর, এবং উজ্জ্বল ধন দান কর ! হে সমুজ্জ্বলতম, ও অতিশয়দ্যুতিবিশিষ্ট, বন্ধুগণের সুখের জন্য আমরা

৩৮। কা. শ্রৌ. ৪. ১২. ৭।

৩৯। "দোষাবস্তঃ ;" প্রদর্শিত অনুবাদ মহীধরানুসারে ; ইনি বলেন—সমস্ত রাত্রিতে অগ্নিকে ধারণ করিয়া রাখিতে হয় বলিয়াই অগ্নি 'রাত্রিতে বাস (বা অবস্থান)-কারী।' অথবা পূর্ব্বোক্ত (২. ৩. ২. ২.) ইতিহাসানুসারেও অগ্নিকে ঐরূপ বলিতে পারা যায়।

৪০। বা. স. ৩. ২২. ২।

৪১। বা. স. ৩. ২৩।

৪২। অথবা—'তুমি ইহাকে পুনঃ পুনঃ (বর্দ্ধিত)'কর'—সায়ণ।

৪৩। বা. স. ৩, ২৫।

তোমাকে প্রার্থনা করিতেছি; তুমি আমাদিগকে জান, আমাদের আহ্বান শ্রবণ কর, এবং সমস্ত পাপাচারী (শত্রু) হইতে আমাদিগকে রক্ষা কর!"[৪৪]

৩২। তিনি যে আহবনীয়ের উপস্থান করেন, তাহাতে পশুসমূহ যাচ্ঞা করিয়া থাকেন; সেইজন্য তিনি ক্ষুদ্র ও বৃহৎ ছন্দঃসমূহের[৪৫] দ্বারা তাঁহার (আহবনীয়ের) উপস্থান করেন, কেননা পশুসমূহ ক্ষুদ্র ও বৃহৎ হয়। আর যে তিনি গার্হপত্যকে (উপস্থান) করেন, তাহাতে পুরুষসমূহ অর্থাৎ (পুত্রপৌত্র-প্রভৃতি) যাচ্ঞা করেন; সেই জন্য প্রথম ঋক্‌ত্রয়[৪৬] গায়ত্রীছন্দের হইয়া থাকে, কেননা, গায়ত্রীই অগ্নির ছন্দ; তিনি ইহাতে অগ্নির নিকটে তাঁহার (অগ্নির) নিজের ছন্দেই উপস্থান করিয়া থাকেন।[৪৭]

৩৩। অনন্তর (তিনি) দ্বিপদা ঋক্‌সমূহ (উচ্চারণ করেন)। দ্বিপদা ঋক্ পুরুষের ছন্দ, কেননা, পুরুষ দ্বিপদ; সেইজন্য তিনি ইহাতে পুরুষসমূহ যাচ্ঞা করেন; এবং তিনি পুরুষসমূহ যাচ্ঞা করেন' বলিয়াই দ্বিপদা ঋক্‌সমূহ (উচ্চারণ করেন)। যে ব্যক্তি এইরূপ জানিয়া উপস্থান করেন, তিনি ইহাতে পশুমান্ ও পুরুষবান্ হইয়া থাকেন।

৩৪। অনন্তর তিনি (এই মন্ত্রে পুনর্ব্বার)[৪৮] গাভীর নিকটে গমন করেন—"হে ইড়া, আগমন কর! হে অদিতি আগমন কর!"[৪৯] কেননা, গাভী ইড়া ও অদিতি (বলিয়া) প্রসিদ্ধ।[৫০] তিনি তাহাকে (এই মন্ত্রে) স্পর্শ করেন—"হে কমনীয় (অভিলষণীয়)-গণ, আগমন কর!". কেননা, মনুষ্যগণের কাম (অভিলাষ)-সমূহ ইহাদেরই মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছে,[৫১] এবং সেই জন্যই তিনি

৪৪। বা. স. ৩. ২৫—২৬।

৪৫। অর্থাৎ গায়ত্রী প্রভৃতি; যথা—১০ম ও ১১শ কণ্ডিকোক্ত মন্ত্র গায়ত্রী, ১২শ কণ্ডিকোক্ত ত্রিষ্টুপ, ১৩ শ কাণ্ডোক্ত অনুষ্টুপ্, ইত্যাদি।

৪৬। ২৮ শ, ২৯ শ. ও ৩০ শ কণ্ডিকায় উক্ত।

৪৭। তৈ. স. ৭. ১. ১. ৪।

৪৮। দ্রঃ—২৫শ কাণ্ডিকা। কা. শ্রৌ. ৪. ১২. ৮

৪৯। বা. স. ৩. ২৭।

৫০। নিঘণ্টুতে (২-১১) ইড়া (ইলা) ও অদিতি শব্দ গোনামের মধ্যে পঠিত হইয়াছে।

৫১। দ্রঃ—১. ১. ১. ২; কা. শ্রৌ. ৪. ১২. ১০।

বলেন—"হে কমনীয়গণ, আগমন কর!"—"তোমাদের কর্তৃক যে কামনার পূরণ হইয়া থাকে, তাহা আমার জন্য হউক!" তিনি ইহাতে এই বলেন যে, 'যেন তোমাদের প্রিয় হই!'

৩৫। অনন্তর তিনি আহবনীয় ও গার্হপত্যের মধ্যে পূর্ব্বমুখে দাঁড়াইয়া (আহবনীয়) অগ্নিকে দেখিতে দেখিতে (এই তিনটি মন্ত্র) জপ করেন—[৫২] "হে ব্রহ্মণস্পতি (বেদ বা স্তোত্রের রক্ষক), ঔ শি জ[৫৩] ক ক্ষী বা নে র ন্যায় সোমাভিষবকারী আমাকে প্রকাশিত কর! যিনি ধনবান্, রোগহারী, ধনজ্ঞ, পুষ্টি (সমৃদ্ধি)-বর্দ্ধক ও দ্রুতগতি, সেই (ব্রহ্মণস্পতি) আমাদিগকে সেবন (অর্থাৎ গ্রহণ করিয়া অনুগ্রহ) করুন!—সমাগত (শত্রুরূপ) মর্ত্ত্যের হিংসাবাদ যেন আমাদিগকে স্পর্শ না করে; হে ব্রহ্মণস্পতি, আমাদিগকে রক্ষা কর!"

৩৬। তিনি যে আহবনীয়ের উপস্থান করেন, তাহাতে দ্যোর উপস্থান করিয়া থাকেন; আর যে গার্হপত্যের উপস্থান করেন, তাহাতে পৃথিবীর উপস্থান করিয়া থাকেন; এবং ইহার[৫৪] দ্বারা অন্তরিক্ষের উপস্থান করেন; ইহা (অন্তরিক্ষ) বৃহস্পতির দিক্,[৫৫] অতএব তিনি ইহাতে এই দিকেরই উপস্থান করিয়া থাকেন; এবং সেই জন্যই বার্হস্পত্য (মন্ত্রত্রয়) জপ করেন।[৫৬]

৩৭। (তিনি জপ করেন)—মিত্র, অর্য্যমা, ও বরুণ এই তিনের (কর্তৃক আমায়) দীপ্ত ও দুরাধর্ষ মহৎ রক্ষণ হউক! পাপশংসী রিপু তাহাদিগের (মিত্র-প্রভৃতি দ্বারা রক্ষিত জনগণের) উপর গৃহেও প্রভুত্ব করিতে পারে না, এবং

৫২। বা. স. ৩. ২৮. ৩০; ঋ. স, ১. ১৮. ১—৩।

৫৩। উ শি কে র পুত্র, ক ক্ষী বা নে র মাতার নাম উ শি ক্ (ক্) ছিল—মহীধর।

৫৪। অর্থাৎ ৩৫ শ কণ্ডিকায় উক্ত মন্ত্রত্রয়ের দ্বারা।

৫৫। অর্থাৎ দ্যো ও পৃথিবীর মধ্যবর্ত্তী ঊর্দ্ধদিক্ বৃহস্পতির। দ্রঃ—"ঊর্দ্ধা দিগ্ বৃহস্পতি-র্দেবতা," তৈ. ব্রা. ৩. ১১. ৫. ৬।

৫৬। ৩৫ শ কণ্ডিকায় উক্ত মন্ত্রত্রয় ব্রাহ্মণস্পত্য, অর্থাৎ ব্রাহ্মণস্পতির; সেই মন্ত্রত্রয় এখানে বার্হস্পত্য অর্থাৎ বৃহস্পতি দেবতার কিরূপে হইতে পারে? ইহার উত্তরে সায়ণ বলেন যে, ব্রহ্মণস্পতি ও বৃহস্পতির ভেদ না থাকাতেই তাহা হইয়া থাকে। ইহা সমর্থনের জন্য তিনি ঋগ্বেদের (২. ২৩. ১) মন্ত্র উদাহৃত করিয়াছেন; এখানে ব্রাহ্মণস্পত্য সূক্তসমূহে বৃহস্পতির স্তব করা হইয়াছে।

প্রতিবন্ধক ('বারণ') পথসমূহেও না। কেননা, সেই অদিতির পুত্রগণ (মিত্র-প্রভৃতি) মর্ত্ত্যকে বাঁচিয়া থাকিবার জন্য অজস্র (অর্থাৎ অবিচ্ছিন্ন) জ্যোতি প্রদান করেন।"[৫৭] ইহার (উক্ত মন্ত্রের) মধ্যে "প্রতিবন্ধক পথসমূহেও না" আছে, কেননা, এই দ্যৌ ও পৃথিবীর মধ্যে এই যে সকল পথ রহিয়াছে, তাহারা প্রতিবন্ধক,[৫৮] তিনি ইহাতে ইহাদেরই উপস্থান করেন, এবং সেই জন্যই বলেন যে, "প্রতিবন্ধক পথসমূহেও না।"

৩৮। অনন্তর ইন্দ্রের (ঋক্); কেননা, ইন্দ্রই যজ্ঞের দেবতা, এবং তিনি ইহাতে ইন্দ্রেরই সহিত অগ্নির উপস্থান করিয়া থাকেন;— "হে ইন্দ্র, তুমি কখনো হিংসক নও; তুমি (হবিঃ-) দানকারীকে অনুগ্রহ[৫৯] করিয়া থাক;—" যজমানই (হবির) দাতা, অতএব তিনি ইহাতে এই বলেন যে, 'তুমি যজমানের দ্রোহ কর না;'—"হে মঘবন্ (ধনবন্), দ্যোতমান তোমার বহুতর দান (যজমানের) অতিনিকটে সম্বদ্ধ (অর্থাৎ সম্মিলিত) হইতেছে।"[৬০] তিনি ইহাতে এই বলেন যে, 'তুমি বহুতর বহুতর করিয়া আমাদের ইহা (ধন) পুষ্ট কর।'

৩৯। অনন্তর সাবিত্রী (সবিতার ঋক্);[৬১]—সবিতাই দেবগণের প্রের-য়িতা; এবং এইরূপেই ইঁহার (যজমানের) এই কামনাসমূহ সবিতার দ্বারা

৫৭। বা. স. ৩. ৩১—৩৩; ঋ. স. ১০. ১৮৫. ১—৩।

৫৮। কেননা, ইহারা পুরুষের (স্বর্গাদি) ফলপ্রাপ্তির নিষেধের জন্য হয়—সায়ণ।

৫৯। "দশ্চসি" ইহার অর্থ "সেবসে"—মহীধর; সায়ণ এখানকার ভাবার্থ লিখিয়াছেন (তৈ. স. ১.৪.২২.১)—যিনি হবি দান করিয়াছেন, এতাদৃশ যজমানকে ফল দান করিবার জন্য তুমি (তাঁহার নিকট) গমন করিয়া থাক।

৬০। বা. স. ৩.৩৪; ঋ. স. ৮.৫২.৭।

৬১। ইহারই অপর নাম সুপ্রসিদ্ধ গায়ত্রী; বা. স. ৩.৩৫। প্রসঙ্গক্রমে ইহার অর্থসম্বন্ধে এখানে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাইতেছে। ইহার মূল যথা—"তৎসবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি। ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ।" ঋ. স. ৩.৬২.১০; সা. স. ২.৮১.২; বা. স. ২.৩৫, ২২.৯, ইত্যাদি; তৈ. স. ১. ৫. ৬. ৪; ইত্যাদি, ইত্যাদি। ইহার পূর্ব্বে "ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ" এই তিন ব্যাহৃতি যোগ করিয়া দেওয়া হয়। সায়ণ ইহার দুই প্রকার অর্থ করিয়াছেন, পরমেশ্বরপক্ষে ও

প্রেরিত হইয়াই সমৃদ্ধ (পরিপূর্ণ) হয় ;—"যিনি আমাদের বুদ্ধিসমূহকে প্রেরণ করিতেছেন, সেই দেব সবিতার বরণীয় তেজকে আমরা ধ্যান করি।"[৬১]

৪০। অনন্তর অগ্নির ঋক্ ;[৬২]—তিনি ইহাতে রক্ষার জন্য নিজেকে পরিশেষে অগ্নির নিকটে সর্ব্বতোভাবে দান করেন ;—"তুমি যাহা দ্বারা (হবিঃ-) দাতৃগণকে রক্ষা কর, তোমার সেই দুষ্প্রধৃষ্য রথ সমস্ত দিকে আমাদিগকে পরিব্যাপ্ত করুক !" যজমানেরাই (হবিঃ-) দাতা ; এবং ইহার যে রথ অনভিভবনীয়তম, তাহার দ্বারা ইনি যজমানগণকে রক্ষা করিয়া থাকেন ; অতএব তিনি

সূর্য্যপক্ষে। পরমেশ্বরপক্ষে অর্থ এইরূপ—যো 'নঃ' অস্মাকং 'ধিয়ঃ' কর্ম্মাণি ধর্ম্মাদিবিষয়া বুদ্ধীর্বা 'প্রচোদয়াৎ' প্রেরয়তি ; 'তৎ' তস্য 'দেবস্য' দ্যোতমানস্য 'সবিতুঃ' সর্ব্বান্তর্যামিণঃ প্রেরকস্য জগৎস্রষ্টুঃ পরমেশ্বরস্য 'বরেণ্যং' বরণীয়ং 'ভর্গঃ' তেজঃ 'ধীমহি' ধ্যায়ামঃ ;—যিনি আমাদের বুদ্ধিসমূহ (অথবা কর্ম্মসমূহ) প্রেরণ করিতেছেন, সেই দ্যোতমান সবিতার (অর্থাৎ সর্ব্বান্তর্যামিরূপে সকলের প্রেরক জগৎস্রষ্টা পরমেশ্বরের) বরণীয় তেজকে আমরা ধ্যান করি। সূর্য্যপক্ষে এইরূপ—যিনি আমাদের কর্ম্মসমূহ প্রেরণ করেন (সূর্য্য উদিত হইলেই লোক কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, ও তাহাতেই সূর্য্য কর্ম্মসমূহ প্রেরণ করেন), সেই প্রকাশমান দেব সবিতার (সূর্য্যের) তেজ (অর্থাৎ তেজোমণ্ডল) আমরা ধ্যান করি। 'ভর্গ' শব্দে অন্নও বুঝা যায়, অতএব সূর্য্যপক্ষে আর এক প্রকার অর্থ হয়, যথা—সেই সবিতার অন্ন (অর্থাৎ তাঁহার প্রসাদে অন্নাদিরূপ ফলকে) আমরা ধারণ করি, (ধীমহি—ধারয়ামঃ, অর্থাৎ তাহার আধার হই)। মৈত্র্যুপনিষৎ (৬·৭) ও গোপথব্রাহ্মণে ও (১.৩১—৩৮) ইহা ব্যাখ্যাত হইয়াছে। মহীধর বলেন—'ভর্গঃ' শব্দের অর্থ তেজোমণ্ডল, অথবা (তেজোমণ্ডলে অবস্থিত) পুরুষ। মহীধর আরো বলেন যে, বাক্যভেদ ও লিঙ্গভেদেও ইহার ব্যাখ্যা হইতে পারে। বাক্যভেদে যথা—'দেব সবিতার সেই ভর্গকে আমরা ধ্যান করি ; এবং যিনি আমাদের বুদ্ধিসমূহ প্রেরণ করিতেছেন, তাঁহাকেও ধ্যান করি!' লিঙ্গভেদে যথা—'দেব সবিতার সেই (তৎ) ভর্গকে আমরা ধ্যান করি, যাহা (যঃ) আমাদের বুদ্ধিসমুদয়কে প্রেরণ করিতেছে।' রঘুনন্দন আহ্নিকতত্ত্বে এ সম্বন্ধে যোগিযাজ্ঞবল্ক্যের এই কয়টি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন—"দেবস্য সবিতুর্ব্বর্চো ভর্গমন্তর্গতং বিভুং। ব্রহ্মবাদিন এবাহুর্ব্বরেণ্যঞ্চাস্য ধীমহি॥ চিন্তয়ামো বয়ং ভর্গং ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ। ধর্ম্মার্থকামমোক্ষেষু বুদ্ধিবৃত্তীঃ পুনঃ পুনঃ॥ বুদ্ধেশ্চোদয়িতা যস্তু চিদাত্মা পুরুষো বিরাট্। বরেণ্যং বরণীয়ঞ্চ জন্মসংসারভীরুভিঃ। আদিত্যান্তর্গতং যচ্চ ভর্গাখ্যং তন্মুমুক্ষুভিঃ। জন্মমৃত্যুবিনাশায় দুঃখস্য ত্রিতয়স্য চ। ধ্যানেন পুরুষো যশ্চ দ্রষ্টব্যঃ সূর্য্যমণ্ডলে॥"

৬১। বা. স. ৩ ৩৫।

তাহাতে এই বলেন যে, 'তোমার সেই যে রথ অনভিভবনীয়তম, ও যাহার দ্বারা তুমি যজমানগণকে রক্ষা কর, তাহা দ্বারা আমাদিগকে সমস্ত দিকে অভি-রক্ষিত কর।' তিনি ইহা তিনবার জপ করেন।

৪১। অনন্তর তিনি (এই মন্ত্রের মধ্যে) পুত্রের নাম গ্রহণ করেন—'আমার এই (অমুক) পুত্র এই বীরকর্ম্মকে অনুক্রমে বিস্তারিত করুক!'[৬৩] যদি পুত্র না থাকে, তবে তিনি নিজেরই নাম গ্রহণ করিবেন।

৬৩। ১০. ৭. ৪. ২১, ২৫শ টীকা; ১ম খণ্ড, ২৭২পৃ.; কা. শ্রৌ. ৮, ১২. ১১।

তৃতীয় ব্রাহ্মণ

[১ পূর্ব্বোক্ত দা যো প স্থা নে র স্থলে বিকল্পে বিধেয় ল ঘু প স্থা নে র প্রথম মন্ত্র ও তাহার ব্যাখ্যা ;—২ পূর্ব্বোক্ত উপস্থানের স্থলে পশ্চাক্ত উপস্থান-বিধানের যুক্তি, আ সু রি র বাক্যে তাহার সমর্থন ;—৩ প্রবাসে যাইতে হইলে অগ্রে গার্হপত্যের ও পরে আহবনীয়ের উপস্থান ;—৪-৫ ঐ উপস্থানের মন্ত্র ও তাহার ব্যাখ্যা ;—৬ অনন্তর তিনি পদব্রজে বা অন্য কোন বাহনে প্রবাসের জন্য গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া যতদূর ইচ্ছা করেন ততদূর পর্য্যন্ত মৌনাবলম্বনেই থাকিবেন ও তাহার পর মৌনত্যাগ করিবেন, প্রবাস হইতে ফিরিবার সময়েও যে স্থানে মনে করিবেন সেইস্থান হইতে মৌনাবলম্বন করিয়া গৃহে ফিরিবেন, সেই সময় পথিমধ্যে রাজাও আসিলে তিনি তাহার নিকট না যাইয়া (একেবারে অগ্নির নিকট যাইবেন) ;—৭ প্রবাস হইতে আগমনের পর প্রথমে আহবনীয় ও তাহার পরে গার্হপত্যের উপস্থান ;—৮-৯ ঐ উপস্থানদ্বয়ের মন্ত্র ও উপস্থানের পর তৃণাদির অপনয়ন (অগ্নিতে নিক্ষেপ), অধিকাংশ লোকে উল্লিখিত মন্ত্রের জপেই প্রবাসের পূর্ব্বে ও পরে অগ্নির উপস্থান করিয়া থাকেন ;—১০ পক্ষান্তরে মৌনাবলম্বনেই উপস্থানের বিধি ও লৌকিক দৃষ্টান্তে তাহার যুক্তি ;—১১ তৎসম্বন্ধে অপর যুক্তি ;—১২ উপস্থানের পর প্রবাসে গমন করিবার সময় অভিমত স্থান-পর্য্যন্ত মৌনাবলম্বনে গমন, ফিরিবার সময়ও অভিমত স্থান হইতে মৌনাবলম্বন করিয়া (গৃহে) গমন ;—১৩ অগ্রে আহবনীয় ও পরে গার্হপত্যের উপস্থান, উভয়েরই উপস্থান ও তৃণাপনয়ন মৌনাবলম্বনে বিধেয় ;—১৪ প্রবাস হইতে আসিবার দিনেই তিনি কাহারো কিছু অপ্রিয় করিবেন না, ইচ্ছা হইলে পর দিন করিতে পারেন।]

১। অনন্তর অগ্নিহোত্র হোম করা হইলে তিনি (বিকল্পে[১] এই মন্ত্রে) উপস্থান করেন—"ভূঃ ! ভুবঃ ! স্বঃ !"[২] তিনি যে বলেন—"ভূঃ ! ভুবঃ ! স্বঃ !" তাহাতে বাক্যকে সত্য[৩] দ্বারাই সমৃদ্ধ করিয়া থাকেন, এবং সেই সমৃদ্ধ (বাক্যের) দ্বারা এই আশীঃ প্রার্থনা করেন ;—"আমি সন্ততিসমূহের দ্বারা সুসন্ততিযুক্ত হইব !" তিনি ইহাতে সন্ততি প্রার্থনা করেন ;—"আমি বীরসমূহের[৪] দ্বারা সুবীর-

---

১। দ্র°—২. ৩. ২. ৯, ৯ম টীকা।

২। ভূঃ=পৃথিবী, ভুবঃ=মধ্যস্থান, বায়ুমণ্ডল, স্বঃ=দ্যুস্থান; গ্রহলোক ; বা. স. ৩.৩৭ ; কা. শ্রৌ. ৪. ১২. ১২।

৩। "সত্যরূপা হ্যেতা ব্যাহৃতয়ঃ ত্রয়ীসারত্বাৎ, তথাচাম্নাতম্ (ঐ. ব্রা. ৫. ৫.৭)—ভূরিত্যৃগ্বেদাদ্, ভুব ইতি যজুর্বেদাৎ, স্বরিতি সামবেদাৎ ;"—সায়ণ।

৪। বীর=বীর্য্যবান্ পুত্র।

যুক্ত হইব!" তিনি ইহাতে বীরগণকে প্রার্থনা করেন ;—"আমি সমৃদ্ধিসমূহের দ্বারা সুসমৃদ্ধিযুক্ত হইব!" তিনি ইহাতে সমৃদ্ধি প্রার্থনা করিয়া থাকেন।

২। ঐ যে দীর্ঘ অগ্নি-উপস্থান,[৫] তাহা আশীঃ (ফলপ্রার্থনা), এবং ইহাও[৬] আশীঃ ; এই জন্য তিনি এতাবৎ (উপস্থানেই) সমস্ত (ফল) প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ; অতএব তিনি ইহারই দ্বারা উপস্থান করেন। আ সু রি বলিয়াছেন—'আমরা ইহারই দ্বারা অনুষ্ঠান করিয়া থাকি'।'

৩। অনন্তর তিনি প্রবাসে যাইবেন,[৭] তখন গার্হপত্যেরই অগ্রে ও তাহার পরে আহবনীয়ের উপস্থান করেন।

৪। তিনি (এই মন্ত্রে) গার্হপত্যের উপস্থান করেন—"হে নরহিতকর, আমার সন্ততিকে রক্ষা করুন!"[৮] ইনি (গার্হপত্য) সন্ততিরই প্রভু ; সেই জন্য তিনি ইহাতে সন্ততিকে ইঁহার নিকটে রক্ষার জন্য সম্পূর্ণভাবে দান করেন।

৫। অনন্তর তিনি (এই মন্ত্রে) আহবনীয়ের উপস্থান করেন—"হে সুবাহ, আমার পশুকসমূহকে রক্ষা করুন!"[৮] ইনি (আহবনীয়) পশুসমূহেরই প্রভু ; সেই জন্য তিনি ইহাতে পশুসমূহকে ইঁহার নিকটে রক্ষার জন্য সম্পূর্ণরূপে দান করেন।

৬। অনন্তর তিনি পদব্রজে গমন করেন, অথবা (কোনো অশ্বাদি বাহনে আরূঢ় হইয়া তাহা) চালন করেন ;[৯] এবং যেখানে তিনি সীমা মনে করেন,

৫। দ্রঃ—২. ৩. ২. ৯, ৯ম টীকা।

৬। "ভূর্ভুবঃস্বঃ..." ইত্যাদি মন্ত্রসাধ্য দ মু প স্থা ন।

৭। অর্থাৎ নিজের অগ্নিযুক্ত গ্রামের সীমা অতিক্রম করিয়া রাত্রিতে অন্যত্র বাস করিবেন। কা. শ্রৌ. ৪. ১২. ১৩, যাজ্ঞিকদেব। "গ্রামান্তরে নগর্য্যাং বা পল্ল্যাং বান্যত্র বা কচিৎ। সীমামতীত্য চেদ্ রাত্রৌ বাসঃ প্রবসনং স্মৃতম্॥"—ইতি কারিকাকার। এই উপস্থানের নাম প্র ব ৎ স্য দু প স্থা ন, অথবা প্র বা সো প স্থা ন।

৮। বা. সং. ৩.৩৭। এই মন্ত্রেরই অবশিষ্ট অংশ দ্বারা দক্ষিণাগ্নির উপস্থান বিহিত হইয়াছে। দ্রঃ—শাখ্যা. শ্রৌ.২.১৪.৩ ; কা. শ্রৌ. ৪.১২.১৩ যাজ্ঞিকদেব। পদ্ধতিতে সভ্য ও আবসথ্য আগ্নিরও মৌনাবলম্বনে উপস্থান বিহিত হইয়াছে।

৯। কা. শ্রৌ. ৪.১২.১৪।

সেখানে গমন করিয়া বাগ্‌বিসর্জ্জন (অর্থাৎ মৌনত্যাগ) করেন।[১০] অনন্তর তিনি প্রবাস করিবার পর আগমনের সময়, দেখিয়া যে স্থানে সীমা মনে করেন, সেই স্থানে মৌনাবলম্বন করেন। (এই সময়ে অগ্নিশালা ও তাঁহার) মধ্যে যদি রাজাও (আগমন করেন, তথাপি) তিনি তাঁহার নিকট যাইবেন না।[১১]

৭। তিনি অগ্রে আহবনীয়ের এবং তাহার পর গার্হপত্যের উপস্থান করেন। গার্হপত্য গৃহস্বরূপ, এবং গৃহই প্রতিষ্ঠা (আশ্রয় স্থান); অতএব তিনি ইহাতে (পরিশেষে) গৃহরূপ প্রতিষ্ঠাতেই প্রতিষ্ঠিত থাকেন।

৮। তিনি (এই মন্ত্রে) আহবনীয়ের উপস্থান করেন—"বিশ্বজ্ঞ ও শ্রেষ্ঠধন-প্রদ (তোমার নিকট) আমরা আগমন করিয়াছি; হে সন্দীপ্যমান অগ্নি,

১০। "মত্যা বাগ্‌বিসর্জ্জনং"—কা. শ্রৌ. ৪.১২.১৫। যাজ্ঞিকেরা বলেন যে, তিনি যখন প্রবাসে গমন করিতে আরম্ভ করেন, তখন অগ্ন্যুপস্থান করিয়া মৌনাবলম্বন করেন, এবং গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া যতক্ষণ অগ্নিশালার ছাদ দেখিতে পাওয়া যায়, ততক্ষণ মৌনাবলম্বনেই থাকিয়া তাহার পর মৌন ত্যাগ করেন। উক্ত হইয়াছে—"অগ্ন্যান্তিকং সমারভ্য তাবন্ মৌনী প্রতিষ্ঠতে। যাবচ্ছদীংষি দৃশ্যন্তে হব্যবাহনসদ্মনঃ॥" শাঙ্খায়ন বলেন যে, যতক্ষণ অগ্নি দেখিতে পাওয়া যায় ততক্ষণই মৌনাবলম্বন করিতে হইবে—"চক্ষুর্বিষয়েঽগ্নীনাং বাচং যচ্ছেৎ" —২. ১৪. ১১; কিন্তু ইহার ভাষ্যকার বরদত্তসুত আনর্ত্তীয় ইহার দ্বারা পূর্ব্বোক্ত মতেরই সমর্থন করিতেছেন দেখা যায়—"অগ্ন্যাগারস্ত দর্শনগোচরে বাগ্‌যমনং কুর্য্যাৎ।" কারিকায় উক্ত হইয়াছে —"অনলাদর্শনং যাবৎ তাবচ্ছাঙ্খ্যায়নশ্রুতে:। স্ববুদ্ধিকল্পিতেঽন্যে দেশ ইতি বাজসনেয়িনঃ॥" আপস্তম্ব-শ্রৌতসূত্র (৬. ২৫. ৫) ও আশ্বলায়ন-শ্রৌতসূত্রে (২. ৫. ৫) উক্ত হইয়াছে—"আরাদগ্নিভ্যো বাচং বিসৃজেৎ;" অর্থাৎ অগ্নিসমূহ হইতে দূরে গমন করিয়া বাগ্‌বিসর্জ্জন করিবে। কিন্তু আশ্বলায়ন-শ্রৌতসূত্রের বৃত্তিকার গার্গ্যনারায়ণ বলিয়াছেন যে সূত্রস্থিত "আরাৎ" শব্দে ততটা দূর বুঝিতে হইবে যেস্থান হইতে অগ্নিশালার ছাদ দেখা যায় না। দ্র:—আপ. শ্রৌ. ৬. ২৫. ৬, রুদ্রদত্ত-ভাষ্য।

১১। বাক্‌সংযমের পর পূজ্য ব্যক্তি নিকটবর্ত্তী হইলে তিনি তাঁহার দিকে লক্ষ্য না করিয়া অগ্নিরই নিকটে গমন করিবেন; ইহাই এখানে তাৎপর্য্যার্থ। আপস্তম্বশ্রৌতসূত্রে (৬. ২৫. ৭) ইহা স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে—"নদ্যেনং রাজা পিতাচার্য্যো বাপ্তিরেণাগ্নীন্ স্থাদচ্ছদির্দর্শে নৈনমাভিব্রজেত।" দ্র:—কা. শ্রৌ. ৪. ১২. ১৮।

তুমি আমাদিগকে দ্যোতমান ধন (যশ বা অন্ন) ও বল প্রদান কর !"[১২] অনন্তর তিনি উপবেশন করিয়া তৃণসমূহ অপনয়ন করেন।[১৩]

৯। অনন্তর তিনি (এই মন্ত্রে) গার্হপত্যের উপস্থান করেন—"গার্হপত্য অগ্নি গৃহের পতি, ও সন্ততিগণের শ্রেষ্ঠ ধনপ্রদ ; হে গৃহপতি অগ্নি, তুমি আমাদিগকে দ্যোতমান ধন ও বল প্রদান কর !"[১৪] অনন্তর তিনি উপবেশন করিয়া তৃণসমূহ অপনয়ন করেন। বহুতর ব্যক্তি এই (মন্ত্রেরই) জপের দ্বারা উপস্থান করিয়া থাকেন।

১০। তিনি মৌনভাবেই উপস্থান করিতে পারেন ;[১৫] কেননা, যেখানে কোনো ব্রাহ্মণ, বা রাজা, বা কোনো শ্রেষ্ঠ মনুষ্য বাস করেন, সেখানে তদনুবর্তনকারী কোনো ব্যক্তি এ কথা বলিতে পারে না যে,—'আপনি আমার ইহা রক্ষা করুন, আমি প্রবাসে গমন করিতেছি !'[১৬] (সেইরূপ) এখানে (তাঁহার বাসস্থানে) এই শ্রেষ্ঠ দেব অগ্নিসমূহ বাস করিতেছেন ; কে তাঁহাদিগকে বলিতে পারে যে,—'আপনারা আমার ইহা রক্ষা করুন, আমি প্রবাসে গমন করিতেছি !'

১১। দেবগণ মনুষ্যগণের মনকে জানেন ; (অতএব) গার্হপত্য জানেন যে, 'ইনি (গৃহপতি, রক্ষার উদ্দেশে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে দান করিবার জন্য) আমার নিকট উপস্থিত হইয়াছেন।' তিনি মৌনভাবেই আহবনীয়ের উপস্থান

১২। বা. স. ৩.৩৮ ; কা. শ্রৌ.৪.১২.১৮। প্রবাস হইতে আসিবার পর বিধেয় এই উপস্থানকে আ গ তো প স্থা ন বলা হয়।

১৩। অর্থাৎ চারিদিকে পতিত তৃণসমূহ অর্থাৎ সমিৎপ্রভৃতিকে ছেদন করিয়া অগ্নিতে প্রক্ষিপ্ত করেন—মাধব।

১৪। বা. স. ৩. ৩৯

১৫। পূর্বে প্রবাসের অগ্রে ও পরে উভয় উপস্থানেই ততমন্ত্রজপ ব্যবহৃত হইয়াছে, এবং উক্ত হইয়াছে যে, অনেকে সেই মন্ত্র জপ করিয়াই উপস্থান করিয়া থাকেন। এখন উভয় স্থানেই (দ্রঃ—১৩শ কণ্ডিকা) বিকল্পে বিনা মন্ত্রেই উপস্থান বিহিত হইতেছে। কা. শ্রৌ. ৪.১২.২০-২১।

১৬। দ্রঃ—আপ. শ্রৌ. ৬.২৭.১ ; তুলঃ—তৈ. ব্রা. ১. ১. ১০. ৬, এস্থানে বলা হইয়াছে যে, যখন কেহ বিদেশে গমন করে, তখন গৃহবাসী ব্রাহ্মণকে গৃহরক্ষার ভার দিয়াই গমন করে।

করেন ; (কেননা), আহবনীয় জানেন যে, 'ইনি (বৃক্ষার উদ্দেশে নিজেকে) সম্পূর্ণ ভাবে দান করিবার জন্য আমার নিকটে আসিয়াছেন।'

১২। অনন্তর তিনি পদব্রজে গমন করেন, অথবা (অশ্বাদি বাহনে অধিরূঢ় হইয়া তাহা) চালন করেন ; এবং যেখানে তিনি সীমা মনে করেন, সেখানে গমন করিয়া বাগ্‌বিসর্জ্জন (অর্থাৎ মৌনত্যাগ) করেন। অনন্তর তিনি প্রবাস করিবার পর আগমনের সময় দেখিয়া যেস্থানে সীমা মনে করেন, সেইস্থানে মৌনাবলম্বন করেন। (এই সময়ে অগ্নিশালা ও তাঁহার) মধ্যে যদি রাজাও (আগমন করেন, তথাপি) তিনি তাঁহার নিকট যাইবেন না।[১৭]

১৩। তিনি অগ্রে আহবনীয়ের এবং তাহার পর গার্হপত্যের উপস্থান করেন। তিনি মৌনভাবেই আহবনীয়ের উপস্থান করেন, এবং মৌনভাবেই উপবেশন করিয়া তৃণসমূহ অপনয়ন করেন। তিনি মৌনভাবেই গার্হপত্যের উপস্থান করেন, এবং মৌনভাবেই উপবেশন করিয়া তৃণসমূহ আনয়ন করেন।[১৮]

১৪। অনন্তর গৃহোপচার[১৯] (উক্ত হইতেছে)। গৃহপতি যখন প্রবাস করিয়া আগমন করেন, তখন গৃহ তাঁহা হইতে অত্যন্ত উৎত্রস্ত হইয়া পড়ে যে, 'ইনি কি বলিবেন, বা কি করিবেন!' (অতএব) যে ব্যক্তি সেই সময়ে কিছু বলেন, বা কিছু করেন, তাঁহা হইতে গৃহ অত্যন্ত ত্রস্ত হয়, এবং তাঁহার পরিবারকে বিনষ্ট করিতে সমর্থ হয় ; কিন্তু যে ব্যক্তি সেই সময়ে কিছু বলেন না, ও কিছু করেন না, তাঁহাকে তাহা এই মনে করিয়া আশ্রয় করে যে, 'ইনি এখানে কিছু বলেন নাই, কিছু করেন নাই!' অতএব তিনি যদি এই সময়ে (কোন বিষয়ে) সংক্রুদ্ধ হইয়া থাকেন, তবে, যাহা বলিবার বা করিবার থাকে, তিনি তাহা আগামী কল্যই (পরদিনেই) করিবেন। ইহাই গৃহোপচার।[২০]

১৭। দ্রঃ—পূর্ব্ববর্ত্তী ৬ষ্ঠ কণ্ডিকা।

১৮। দ্রঃ—পূর্ব্ববর্ত্তী ৮ম ও ৯ম কণ্ডিকা।

১৯। অর্থাৎ গৃহব্যবহার ; গৃহে আগমন করিয়া কিরূপ ব্যবহার করিতে হইবে, তাহাই এখানে বিহিত হইতেছে।

২০। এস্থানে গৃহে গমন বা উপস্থানের জন্য কোনো মন্ত্র বিহিত হয় নাই ; কিন্তু কাণ্বশাখায় ও সূত্রে বিহিত হইয়াছে। ঐ মন্ত্র কয়টি অতি সুন্দর যথা—"হে (অগ্নি)

রসধাত্রী গৃহ, ভীত হইও না!, কম্পিত হইও না! আমি আসিয়াছি। তোমার (অন্ন-) রস গ্রহণের জন্য তোমাকে স্মরণ করিয়া ('সুমেধাঃ') প্রসন্ন হইয়া মনে মনে প্রমোদমান হইয়া আমি আগমন করিতেছি!" "প্রবাসী ব্যক্তি যাহাকে স্মরণ করে, এবং যেখানে প্রভূত প্রীতি রহিয়াছে, সেই গৃহকে আমরা নিকটে আহ্বান করিতেছি। তাহা জানুক যে, আমরা তাহাকে জানিতেছি (ভুলিয়া যাই নি)!" "আমাদের এই গৃহে গোসমূহ উপহূত হইয়াছে, ছাগ ও মেষসমূহ উপহূত হইয়াছে, এবং অন্নরসও উপহূত হইয়াছে!" ইহাদের মূল এই:—"গৃহা মা বিভীত মা বেপধ্বমূর্জ্জং বিভ্রত এমসি। ঊর্জ্জং বিভ্রদ্বঃ, সুমনাঃ সুমেধা গৃহানৈমি মনসা মোদমানঃ॥" "যেষামধ্যেতি প্রবসন্ যেষু সৌমনসো বহুঃ। গৃহানুপহ্বয়ামহে তে নো জানন্ত জানতঃ॥" "উপহূতা ইহ গাব উপহূতা অজাবয়ঃ। অথো অন্নস্য কীলাল উপহূতো গৃহেষু নঃ॥" বা. স. ৩. ৪১-৪৩, ১-২; কা. শ্রৌ. ৪.১২.২২; দ্রঃ—আপ. শ্রৌ. ৬.২৭.৩। অনন্তর তিনি এই মন্ত্রে গৃহে প্রবেশ করেন—"আমি ক্ষেমের (মঙ্গলের, অথবা প্রাপ্ত বস্তুর রক্ষণের) জন্য শান্তির জন্য তোমাকে আশ্রয় করিতেছি; আমি সুখকামী, আমার সুখ ও মঙ্গল হউক!" বা. স. ৩ ৪৩. ৩; কা. শ্রৌ. ৪. ১২. ২৩; আপ. শ্রৌ. ৬. ২৭. ৪। প্রবাস হইতে প্রত্যাগত হইয়া অগ্নিহোত্রী সেই দিনই বাড়ীতে কোনো অপ্রিয় কথা বলিবেন না. এবং কঠোর ব্যবহারও করিবেন না, পরদিন করিতে পারেন; ইহা অন্তিম ১৪শ কণ্ডিকায় তাৎপর্য্যার্থে প্রকাশিত হইয়াছে; কাত্যায়নশ্রৌতসূত্রে (৪. ১২. ২৩) ও যাজ্ঞিকদেবের বৃত্তিতে তাহা সুস্পষ্ট লিখিত হইয়াছে—"ন হিংস্যাদ্ গৃহান্ কামং শ্বঃ।" ইহার বৃত্তি যথা—"তস্মিন্ গৃহাগমনদিবসে গৃহান্ গৃহে ভবান্ ভার্য্যাপুত্রপ্রভৃত্যাদীন্ অপরাধে সত্যপি ন হিংস্যাৎ অনিষ্টাবরূপভাষণতাড়নাদিনা নোচ্চাটয়েৎ।" আবার গৃহস্থিত পরিবারেরাও তাঁহাকে সেই দিন কোনো অপ্রিয় সংবাদ দিবেন না (আশ্ব. শ্রৌ. ২. ৫. ১৮)। সম্প্রদায়-পদ্ধতি অনুসারে গৃহে প্রবেশ করিবার পর তিনি গৃহ্যোক্ত (পা. গৃ. সূ. ১. ১৮; আশ্ব. গৃ. ১. ১৫. ৯) বিধি-অনুসারে মস্তকাঘ্রাণাদির দ্বারা পুত্রপ্রভৃতিকে আদরাদি করিয়া থাকেন।

অগ্নিহোত্রী প্রবাসী হইলে যে তাঁহাকে অগ্নিহোত্রসম্বন্ধী কোনো কাজই করিতে হইবে না, তাহা নহে; কোনো কোনো কার্য্য তাঁহাকেও সেই প্রকার অনুষ্ঠান করিতে হয়। প্রবাসী অগ্নিহোত্রী অগ্নিহোত্রের সময়ে, যে দিকে তাঁহার অগ্নিহোত্র-বিহার আছে সেই মুখে যা জ মা ন (যজমানসম্বন্ধী) কর্ম্মসমূহ অনুষ্ঠান করিবেন, কিন্তু সমস্ত যাজমান কর্ম্মই করিতে হয় না, যে সমস্ত কর্ম্মের দ্বারা তাঁহার অগ্নিহোত্রফললাভের যোগ্যতা সম্পাদন হয়, তৎসমুদয় করিতে হয়; যথা, মুণ্ডন, ব্রতগ্রহণ, ব্রতোপযোগী দ্রব্যের আহার ইত্যাদি। বেদবন্দন, পাত্রাসাদানাদি আধ্বর্যব (অধ্বর্যুসম্পাদ্য) কর্ম্মসমূহ গৃহেই অনুষ্ঠিত হয়. তিনি তৎসমুদয় কেবল মনে মনে চিন্তা করিবেন। কর্ম্মপ্রদীপে (২. ১০. ১-২) উক্ত হইয়াছে—"নিক্ষিপ্যাগ্নিং স্বদারেষু পরিকল্প্যর্ত্বিজং তথা। প্রবসেৎ কার্য্যবান্ বিপ্রো বৃথৈব ন চিরং ক্বচিৎ॥ মনসা নৈত্যিকং কর্ম্ম প্রবসন্নপ্যতন্দ্রিতঃ। উপবিশ্য শুচিঃ সর্ব্বং যথাকালমনুদ্রবেৎ॥" দ্রঃ—১১. ২. ৪-৮; কা. শ্রৌ. ৪. ১২. ১৬ ও পদ্ধতি; আশ্ব. শ্রৌ. ২. ৫. ৯।

চতুর্থ ব্রাহ্মণ

[১ মাসে মাসে পিণ্ড পিতৃযজ্ঞ বিধানের জন্য আখ্যায়িকাবিশেষ—প্রজাপতির নিকটে সমস্ত জীবের নিজ-নিজ জীবিকার বিধানের জন্য উপস্থিতি, প্রজাপতিকর্তৃক দেবগণের সম্বন্ধে যজ্ঞাদির ব্যবস্থা ;—২-৪ পিতৃগণ, মনুষ্যগণ ও পশুসমূহের জীবিকার বিধান ;—৫ প্রজাপতি অসুরগণকে তমঃ ও মায়া প্রদান করেন ;—৬ দেবগণ ও পিতৃগণ প্রভৃতি সকলেই প্রজাপতির বিধান অনুসরণ করেন, কেবল মনুষ্যই তাহা অতিক্রম করে, এজন্য মানুষ পুষ্ট হইলেও তাহাঁ অনৃত দ্বারাই হইয়া থাকে, এবং সেই নিমিত্ত সে অধোগামী হয়, অতএব সায়ং ও প্রাতঃ এই দুই সময়েই আহার করা উচিত, ইহার ফল ;—৭ মাসে মাসে অমাবস্যায় পিতৃগণকে পিণ্ডদানের বিধান, অপর দিনে তাহার নিষেধ ;—৮ ঐ পিণ্ডদান অপরাহ্ণে বিধেয়, তাহার যুক্তি ;—৯ পিণ্ডের জন্য (শকট হইতে ব্রীহির) গ্রহণ, তাহার অবঘাত ও তণ্ডুলকণাসমূহের অপনয়ন ;—১০ পাকের জন্য সেই হবির (দক্ষিণাগ্নিতে) স্থাপন, অগ্নির উপর থাকিতে থাকিতেই তাহাতে ঘৃতনিক্ষেপ, তাহার যুক্তি ;—১১ তাহা নীচে নামাইয়া অগ্নিতে আহুতিদ্বয়প্রদান, তাহার যুক্তি,—১২ অগ্নি ও সোমের উদ্দেশে হোমের বিধান ও তাহার সমর্থন ,—১৩ ঐ হোমের মন্ত্র, অগ্নিতে মেক্ষণের নিক্ষেপ ও তাহার তাৎপর্য্য, দক্ষিণাগ্নির দক্ষিণদিকে একটি রেখার অঙ্কন ও তাহার তাৎপর্য্য ;—১৪ ঐ রেখারও পরে (দক্ষিণ দিকে) জ্বলন্ত অগ্নিমুষ্টির স্থাপন, তাহার উদ্দেশ্য ;—১৫ তাহা স্থাপন করিবার মন্ত্র ;—১৬ অবনেজন অর্থাৎ পিতৃগণের হস্তধৌত করিবার জন্য জলের প্রদান ;—১৭ পূর্ব্বোক্ত রেখার উপর আস্তরণের জন্য আবশ্যক বর্হিঃসমূহের একই আঘাতে মূলদেশে ছিন্ন হওয়া দরকার, ইহার কারণ ;—১৮ দক্ষিণাগ্র করিয়া বর্হিঃসমূহের ঐ রেখার উপর আস্তরণ, কিরূপে পিণ্ডদান করিতে হইবে অভিনয় দ্বারা তাহার প্রদর্শন ; —১৯ যজমানের পিতা ও পিতামহ প্রভৃতিকে কি বলিয়া পিণ্ডদান করিতে হইবে, তাহার উল্লেখ ;—২০ পিণ্ডদানানন্তর জপনীয় মন্ত্র, তাহার তাৎপর্য্যব্যাখ্যা ;—২১ পিণ্ডদানের বিপরীত (অর্থাৎ উত্তর দিকে) মুখ করিয়া ঘুরিয়া উপবেশন, মতান্তরে শ্বাসরোধে কষ্ট হওয়া পর্য্যন্ত তদবস্থায় অবস্থান, তাহা খণ্ডন করিয়া মুহূর্ত্ত কাল থাকিবার ব্যবস্থা ;—২২ পুনর্ব্বার প্রদক্ষিণভাবে পিণ্ডাভিমুখ হইয়া মন্ত্রবিশেষের জপ ;—২৩ পিতৃপ্রভৃতির মুখাদি ধুইবার জন্য জলপ্রদান ও তদ্বিষয়ে লৌকিক ব্যবহারের উল্লেখ ;—২৪ অনন্তর বসনের নীবি অর্থাৎ প্রান্ত বা অগ্রভাগ খুলিয়া পিতৃগণকে নমস্কার, নমস্কার ছয় বার করিতে হয়, তাহার যুক্তি, পিতৃগণের নিকট প্রার্থনা, পিণ্ডের আঘ্রাণ, বর্হিঃসমূহ ও উল্মুকের অগ্নিতে নিক্ষেপ ।]

১ । (একদা) সমস্ত ভূত প্রজাপতির নিকট উপস্থিত হইয়াছিল । সমস্ত ভূত (-অর্থে) জীবসমূহ । তাহারা বলিয়াছিল—'আপনি (এরূপ) বিধান করুন,

বায়ুতে আমরা জীবিত থাকিতে পারি।' অনন্তর দেবগণ যজ্ঞোপবীতী[১] হইয়া ও দক্ষিণ জানু কুঞ্চিত করিয়া তাঁহার নিকটে (অর্থাৎ সম্মুখে) গমন করিলেন, এবং তিনি তাঁহাদিগকে বলিলেন—'যজ্ঞ তোমাদের অন্ন, অমৃতত্ব তোমাদের বল, এবং সূর্য্য তোমাদের জ্যোতি (হউক)!'

২। অনন্তর পিতৃগণ বাম জানু সঙ্কুচিত করিয়া ও প্রাচীনাবীতী হইয়া তাঁহার নিকটে গমন করিলেন, এবং তিনি বলিলেন—'মাসে মাসে তোমাদের ভোজন (হউক); স্বধা (শব্দ-) তোমাদের (হউক)! তোমাদের মনের ন্যায় বেগ (হউক)! এবং চন্দ্রমা তোমাদের জ্যোতি (হউক)!'

৩। অনন্তর মনুষ্যগণ (বসন-) প্রাবৃত হইয়া[২] ও দেহ অবনমিত করিয়া তাঁহার নিকটে গমন করিল, এবং তিনি তাহাদিগকে বলিলেন—'সায়ং ও প্রাতঃ সময়ে তোমাদের আহার (হইবে)! তোমাদের সন্ততি (হইবে)! তোমাদের মৃত্যু (হইবে)! এবং অগ্নি তোমাদের জ্যোতি (হইবে)!'

৪। অনন্তর পশুসমূহ তাঁহার নিকটে গমন করিল। তিনি তাহাদের স্বেচ্ছাকেই বিধান করিলেন এবং বলিলেন—'কালে বা অকালে (হউক), যে-কোন সময়ে তোমরা (কিছু) লাভ করিবে, তখনই তাহা ভোজন করিবে!' এই জন্য, কালে বা অকালে (হউক), উহারা যে-কোন সময়ে (কিছু) লাভ করে, তখনই তাহা ভোজন করে।

৫। অনন্তর, তাঁহারা বলিয়া থাকেন, অসুরগণও বার বার[৩] তাঁহার নিকট

১। ব্রহ্মসূত্র বা যজ্ঞসূত্র ধারণের প্রকারভেদে তিন নামে কথিত হইয়া থাকে; যথা, উ প বী ত, প্রা চী না বী ত, এবং নি বী ত। যখন দক্ষিণ বাহু উত্তোলিত করিয়া বাম স্কন্ধে ধারণ করা হয়, তখন তাহার নাম উ প বী ত, ইহা দৈব কার্য্যে বিহিত হয়; বাম বাহু উত্তোলিত করিয়া দক্ষিণ স্কন্ধে ধারণ করিলে তাহা প্রা চী না বী ত, ইহা পৈত্র কার্য্যে প্রশস্ত; এবং গ্রীবাদেশে সম্মুখে ঝুলাইয়া ধারণ করিলে তাহা নি বী ত, ইহা মানুষ কার্য্যে বিধেয়। যাঁহারা এইরূপে যজ্ঞসূত্র ধারণ করেন তাঁহাদিগকে যথাক্রমে যজ্ঞোপবীতী, প্রাচীনাবীতী, ও নিবীতী বলা হয়। দ্র:—"নিবীতং মনুষ্যাণাং, প্রাচীনাবীতং পিতৃণাম্, উপবীতং দেবানাম্"—তৈ. স. ২. ৫. ১১. ১; অত্রত্য সায়ণভাষ্য দ্রষ্টব্য।

২। অর্থাৎ কণ্ঠলম্বিতবসন বা নিবীতী হইয়া—সায়ণ।

৩। "শশ্বৎ"; সায়ণ এখানে ইহার অর্থ করিয়াছেন—"বহুকৃত্বঃ," দ্র:—১.৫.২.১০।

গমন করিয়াছিল। তিনি তাহাদিগকে 'তিমির ("তমঃ") ও মায়া প্রদান করিয়াছিলেন;[৪] এবং সেই জন্য অ সু র মা য়া (লোকে প্রসিদ্ধ) আছে। সেই সমস্ত জীব (অর্থাৎ অসুরেরা) পরাভূতই হইয়াছিল। এই সমস্ত জীবের (অর্থাৎ দেবপ্রভৃতির) সম্বন্ধে প্রজাপতি যেরূপ বিধান করিয়াছিলেন, তাহারা সেইরূপই তাহা অবলম্বন করিয়া জীবিত রহিয়াছে।

৬। দেবগণ, বা পিতৃগণ, বা পশুগণ (প্রজাপতির বিধান) অতিক্রম করে না, কেবল এক মনুষ্যেরাই অতিক্রম করে। অতএব মনুষ্যগণের মধ্যে যে ব্যক্তি পুষ্ট হয়,[৫] সে অশুভ দ্বারাই পুষ্ট হয়; সে নীচেই পড়িয়া যায়, ভ্রমণ করিতে পারে না, কেননা, সে অনৃত[৬] করিয়াই পুষ্ট হইয়াছে। অতএব তিনি সায়ং ও প্রাতেই ভোজন করিবেন। যে ব্যক্তি এইরূপ জানিয়া সায়ং ও প্রাতে ভোজন করেন, তিনি সমগ্র আয়ু প্রাপ্ত হন; তিনি যাহা বলেন, তাহাই হইয়া থাকে; কেননা, যিনি ইহার (প্রজাপতির, এই) নিয়ম আচরণ করিতে পারেন, তিনি তাহাতে দেব-সত্য রক্ষা করিয়া থাকেন, এবং তাহারই নাম ব্রাহ্মণতেজ।

৭। যিনি মাসে মাসে পিতৃগণকে (পিণ্ড) দান করেন, তাঁহারই ইহা (পূর্ব্বোক্ত তেজ) হইয়া থাকে। যখন (যে দিন) ইনি (চন্দ্রমা) পূর্ব্বদিকে ও পশ্চিম দিকে দৃষ্ট না হন, তখন তিনি ইহাদিগকে (পিতৃগণকে, পিণ্ড) দান করেন।[৭] এই যে চন্দ্রমা, ইনি রাজা (রাজমান) সোম, দেবগণের

৪। এখানে উক্ত হইল যে, প্রজাপতি অসুরগণকে তম ও মায়া দান করিয়াছিলেন; তুল:—ছান্দোগ্যোপনিষদে প্রজাপতির নিকট হইতে ইন্দ্রের যথার্থ আত্মতত্ত্ব ও অসুর বিরোচনের দেহাত্ম-বাদলাভ (৮·৭·৮); মৈত্র্যুপনিষদে (৭.৯) বৃহস্পতির নিকট হইতে অসুরগণের নৈরাত্ম্য-বাদরূপ অবিদ্যার প্রাপ্তি।

৫। "মেদ্যতি;" "স্নিহ্যতি পুষ্যতীতি যাবৎ"—সায়ণ; সায়ণ ঋগ্বেদেও (৬০. ৬৯. ২) মেদন-শব্দের অর্থ পুষ্টিকর লিখিয়াছেন। মেদঃ-শব্দের অর্থও চিন্তনীয়। তিনি আবার এই কণ্ডিকাতেই দ্বিতীয় "মেদ্যতি" শব্দের অর্থ করিয়াছেন "প্রসন্নো ভবতি।"

৬। অসত্য, অর্থাৎ প্রতিষিদ্ধ।

৭। মনুষ্যগণের আহার প্রতিদিন সায়ং ও প্রাতে, কিন্তু পিতৃগণের আহার মাসে মাসে এক-একবার, ইহা পূর্ব্ব আখ্যায়িকা দ্বারা বর্ণনা করিয়া এখানে তাহার বিধান করা হইতেছে। মাসে

অন্নং৭ ইনি এই (অমাবস্যা-) রাত্রিতে ক্ষীণ হন; ইনি ক্ষীণ হইলেই তিনি (পিণ্ড) দান করেন, এবং তাহাতেই ইহাদের (পিতৃগণের, দেবগণের সহিত) কলহ উৎপাদন করেন না। আর যদি ইনি (চন্দ্রমা) অক্ষীণ থাকিতেই তিনি দান করেন, তাহা হইলে দেবগণ ও পিতৃগণের কলহ উৎপাদন করেন।৯ অতএব যখন ইনি পূর্ব্ব ও পশ্চিম দিকে দৃষ্ট না হয়, তখন তিনি দান করিয়া থাকেন।

৮। তিনি অপরাহ্নেই দান করেন; কেননা, দেবগণের পূর্ব্বাহ্ন, মনুষ্যগণের মধ্যাহ্ন, ও পিতৃগণের অপরাহ্ন। সেই জন্য তিনি অপরাহ্নে দান করেন।১০

৯। তিনি গার্হপত্যের পশ্চিমে প্রাচীনাবীতী হইয়া দক্ষিণ দিকে১১ উপবিষ্ট হন ও এই (ব্রীহিরূপ হবিকে পিণ্ডের জন্য শকট হইতে) গ্রহণ করেন। অনন্তর তিনি সেই স্থান হইতে উত্থিত হইয়া অন্বাহার্য্যপচনের (দক্ষিণাগ্নির) দক্ষিণে দাঁড়াইয়া (সেই ব্রীহিকে) আঘাত করেন। তিনি তাহার একবার

মাসে পিতৃগণকে যে আহার প্রদান করা হয়, তাহারই নাম পিণ্ডপিতৃযজ্ঞ; ইহার ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ—পিণ্ডের দ্বারা পিতৃগণের যজ্ঞ। ইহা অমাবস্যায় অপরাহ্নে বিধেয়, এবং তাহাই এখানে উক্ত হইতেছে। দ্রঃ—কা. শ্রৌ. ৪. ১. ১; আপ. শ্রৌ. ১.৭.১। পিণ্ডপিতৃযজ্ঞ দর্শযাগের পূর্ব্বে অনুষ্ঠান করিতে হয়।

৮। দ্রঃ—১.৫.৩.৫; তৈ. স. ২. ৩. ১৪. ১।

৯। চন্দ্র অক্ষীণ বা দৃশ্যমান থাকিতে (অর্থাৎ কৃষ্ণচতুর্দ্দশী বা শুক্ল প্রতিপদে) পিণ্ডদান করিলে চন্দ্ররূপ অন্নের জন্য দেবগণ সন্নিহিত থাকায় প্রদত্ত (পিণ্ডরূপ) হবি লইয়া দেবগণ ও পিতৃগণের কলহ হইতে পারে—সায়ণ।

১০। কা. শ্রৌ. ৪. ১. ১; আশ্ব. শ্রৌ. ২. ৬. ১; শাঙ্খা. শ্রৌ. ৪. ৩. ১। কেহ কেহ বলেন যে, দিনকে সমান দুই ভাগে বিভক্ত করিলে দ্বিতীয় ভাগ অপরাহ্ন; আবার কেহ কেহ বলেন যে, তিন ভাগে বিভক্ত করিলে তৃতীয় ভাগের নাম অপরাহ্ন;—যাজ্ঞিক দেব। আবার কেহ বলেন যে, দিনকে নয় ভাগ করিলে নবম ভাগ অপরাহ্ন—রুদ্রদত্ত (আপ. শ্রৌ. ১. ৭. ২)। আপস্তম্ব (শ্রৌতসূত্র ১. ৭. ২) বলেন যে, বৈকালে যে সময় সূর্য্যরশ্মি বৃক্ষের অগ্রভাগে নিবিষ্ট হয় ("অধিবৃক্ষসূর্য্যে"), তখনও তাহা করা যাইতে পারে।

১১। ব্রীহিপূর্ণ শকটের দক্ষিণ দিকে—সায়ণ।

ফলীকরণ[12] করেন; কেননা, পিতৃগণ প্রতিলোমভাবে এ ক বা র ই চলিয়া গিয়াছেন;[13] অতএব তিনি একবার ফলীকরণ করেন।

১০। তিনি তাহা (দক্ষিণাগ্নিতে)[14] পাক করেন। ইহা (পাকের জন্য অগ্নির) উপর স্থাপিত (ও পক্ক) হইলে, তিনি ইহাতে আজ্য নিক্ষেপ করেন; কেননা, তাঁহারা (যজমানেরা) দেবগণের জন্য (দেয় আজ্য) অগ্নিতে হোম করেন, মনুষ্যগণের জন্য তাহা উদ্ধৃত (পাত্রান্তরে স্থাপিত অর্থাৎ পরিবেষণ) করেন, আর পিতৃগণেরই জন্য (এইরূপ করিয়া থাকেন); এইজন্য তাহা (অগ্নির উপর) স্থাপিত থাকিতে তিনি তাহাতে আজ্য নিক্ষেপ করেন।

১১। তিনি তাহা (অগ্নি হইতে) নামাইয়া অগ্নিতে দেবগণের[15] উদ্দেশে দুইটি আহুতি হোম করেন; কেননা, যিনি আহিতাগ্নি হন, ও যিনি দর্শ-পূর্ণমাস দ্বারা যাগ করেন, তিনি দেবগণের নিকট উপাগত (আশ্রিত) হইয়া থাকেন; কিন্তু এখানে তিনি পিতৃযজ্ঞের দ্বারা (পৈতৃক কার্য্য) অনুষ্ঠান করেন; সেই জন্য তিনি ইহাতে (আহুতিদ্বয় দ্বারা) দেবগণকে প্রসন্ন করেন, ও তাহাতে দেবগণের দ্বারা অনুজ্ঞাত হইয়া পিতৃগণকে প্রদান করেন। অতএব তিনি তাহা নামাইয়া অগ্নিতে আহুতিদ্বয় হোম করিবেন।[16]

১২। তিনি অগ্নি ও সোমের হোম করেন। তিনি যে অগ্নির হোম করেন, তাহার কারণ এই যে, অগ্নি সর্ব্বত্রই[17] ভাগ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

১২। তণ্ডুলকণাসমূহের অপনয়ন; বিশেষ বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য—১. ১. ৪; কা. শ্রৌ ৪. ১. ৬।

১৩। ৩৭শ টীকা দ্রষ্টব্য।

১৪। কা. শ্রৌ. ৬. ১. ২

১৫। বস্তুত সোম ও অগ্নি এই দুইএর হোম করা হয়, ১২শ কণ্ডিকা; কা. শ্রৌ. ৪. ১. ৭; বহুবচনসম্বন্ধে সায়ণ বলিয়াছেন—"সামান্যাভিপ্রায়েণ বহুবচনং।"

১৬। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে (১. ৩. ১০. ৩) তিনটি আহুতি বিহিত হইয়াছে, এবং তাহা অগ্নি, সোম ও যমকে প্রদত্ত হয়, আপ. শ্রৌ. ১. ৮. ৩—৪; আবার মতান্তরে যমকে দিতে হয় না, তাহাও এখানে উক্ত হইয়াছে, ঐ ৬; বৌ. শ্রৌ. ৩. ১০. ৫—৭ পৃং।

১৭। দৈব ও পিত্র্য উভয় কার্য্যেই।

আর যে তিনি সোমের হোম করেন, তাহার কারণ এই যে, সোম পিতৃগণের দেবতাস্বরূপ।[১৮] এই জন্য তিনি অগ্নি ও সোমের হোম করেন।

১৩। তিনি (এই মন্ত্রে) হোম করেন—"কব্যবাহন অগ্নিকে (এই হবি) স্বাহা (প্রদত্ত)!" "পিতৃগণযুক্ত সোমকে স্বাহা!"[১৯] অনন্তর তিনি মেক্ষণ খানি[২০] (দক্ষিণাগ্নিতে) নিক্ষেপ করেন, এবং তাহাই (এখানে) স্বিষ্টকৃৎ-স্থানীয়।[২১] অনন্তর তিনি দক্ষিণ অগ্নির দক্ষিণ দিকে (স্ফ্য দ্বারা) এক বা রে একটি রেখা (অঙ্কিত) করেন,[২২] এবং তাহাই বেদি স্থানীয় হয়; পিতৃগণ প্রতিলোম ভাবে এক বা রে চলিয়া গিয়াছেন, সেই জন্য তিনি এক বা রে একটী রেখা (অঙ্কিত) করেন।

১৪। অনন্তর তিনি (সেই রেখার) পরে (দক্ষিণ দিকে) একটি উল্মুক (জলন্ত অগ্নিমুষ্টি) স্থাপন করেন।[২৩] তিনি যদি উল্মুক স্থাপন না করিয়া পিতৃগণকে ইহা (পিণ্ড) প্রদান করেন, তাহা হইলে অসুর ও রক্ষোগণ ইঁহাদের (পিতৃগণের) তাহা (সেই পিণ্ড) বিমথিত করে; কিন্তু ইহাতে (উল্মুক-স্থাপনে) অসুর ও রক্ষোগণ ইঁহাদের তাহা বিমথিত করিতে পারে না; এইজন্য তিনি পরে উল্মুক স্থাপন করেন।

১৮। পূর্ব্বে (২য় কাণ্ডিকা) উক্ত হইয়াছে যে, চন্দ্র পিতৃগণের হইবে, এবং চন্দ্র ও সোম অভিন্ন, অতএব চন্দ্র বা সোম "পিতৃদেবত্য" বা পিতৃগণের দেবতাস্বরূপ।

১৯। বা. সং. ২. ২৯. ১—২। পিতৃগণকে যে হবি দেওয়া হয়, তাহার নাম কব্য; এবং এই হবিকে যে বহন করে, তাহার নাম কব্যবাহন, ইহা পিতৃগণের অগ্নির অসাধারণ নাম; দেবগণের অগ্নির নাম হব্যবাহন; এবং অসুরগণের অগ্নির নাম সহরক্ষাঃ; তৈ. স. ২. ৫. ৮.৬।

২০। যে কাষ্ঠপাত্র দ্বারা চরু আলোড়ন করিয়া হোম করা যায়, তাহার নাম মেক্ষণ। ইহা দীর্ঘে এক অরত্নি প্রমাণ, অগ্রভাগে চতুরঙ্গুল চতুরস্র, ও তাহার পরেই দণ্ডবিশিষ্ট। প্রচলিত হাতার অগ্রভাগ বর্ত্তুল না হইয়া চতুরস্র হইলে যেমন হয়, মেক্ষণও সেইরূপ। ইহা অশ্বত্থকাষ্ঠে নির্ম্মিত হইয়া থাকে।

২১। দ্র:—১. ৬. ১.১ ইত্যাদি।

২২। মন্ত্র বা. স. ২. ২৯.৩—"বেদিতে উপবিষ্ট অসুরগণ অপগত (হউক)।" কা. শ্রৌ. ৪. ১.৮০।

২৩। ইহা দক্ষিণাগ্নি হইতেই উঠাইয়া লইতে হয়।

১৫। তিনি (তাহা এই মন্ত্রে) স্থাপন করেন—"স্বধার[২৪] জন্য যে সকল অসুরেরা বহুরূপ ধারণ করিয়া বিচরণ করিতেছে এবং যাহারা স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহ ধারণ করিতেছে, অগ্নি তাহাদিগকে এই লোক হইতে অপসারিত করুন!"[২৫] কেননা, অগ্নি রাক্ষসগণের অপহন্তা; তিনি সেইজন্য এইরূপে স্থাপন করেন।

১৬। অনন্তর তিনি উদকপূর্ণ পাত্র লইয়া (এইরূপে পিতৃগণকে পাণিদ্বয়) শোধন (অর্থাৎ ধৌত) করান[২৬]—'হে অমুক, শোধন করুন!' এই বলিয়া যজমানের পিতাকে; 'হে অমুক, শোধন করুন!' এই বলিয়া পিতামহকে, এবং 'হে অমুক, শোধন করুন!' এই বলিয়া প্রপিতামহকে। যেমন ভোজনোদ্যত অতিথির (হস্তে লোকে) জল সেচন করে, ইহাও সেইরূপ।

১৭। (বক্ষ্যমাণ বর্হিঃসমূহ) একবারে (অর্থাৎ এক আঘাতে) মূলসমীপে ছিন্ন হইয়া থাকে; কেননা, অগ্র দেবগণের, মধ্য মনুষ্যগণের, এবং মূল পিতৃগণের;[২৭] সেইজন্য তৎসমুদয় মূলসমীপে ছিন্ন হয়; আর তাহারা এ ক বা রে ছিন্ন হইয়া থাকে, কেননা, পিতৃগণ এ ক বা রে চলিয়া গিয়াছেন; অতএব তৎসমুদয় মূলসমীপে একবারে ছিন্ন হইয়া থাকে।

১৮। অনন্তর তিনি সেই (বর্হিঃ) সমূহ (পূর্ব্বোক্ত রেখার উপর) দক্ষিণ দিকে[২৮] আস্তরণ করেন এবং তদুপরি (পিণ্ড) প্রদান করেন।[২৯] তিনি তাহা

২৪। যথা—পিতৃগণের অন্ন।

২৫। বা. সং. ২. ৩০।

২৬। কা. শ্রৌ. ৪. ১. ১০।

২৭। তৈ. ব্রা. ১. ৬. ৮. ৮।

২৮। অর্থাৎ অগ্রভাগ দক্ষিণ দিকে করিয়া; কা. শ্রৌ. ৪. ১১১।

২৯। পিতৃপ্রভৃতির মধ্যে যাঁহার উদ্দেশ্যে যেখানে অবনেজন-জল দেওয়া হইয়াছে, তাঁহার পিণ্ডও সেই স্থানে দিতে হয়। পূর্ব্বোক্ত অবনেজন-জল মূল, মধ্য ও অগ্র ভাগে দিতে হয়, এবং সেই ক্রমেই পিণ্ডদান কর্ত্তব্য; মূলে পিতার, মধ্যে পিতামহের এবং অগ্রে প্রপিতামহের।

এই রূপে[30] দান করেন; কেননা, তাঁহারা দেবগণকে এই রূপে[31] হোম করেন ও মনুষ্যগণকে পরিবেষণ করেন;[32] আর পিতৃগণের সম্বন্ধে এই প্রকারেই করিয়া থাকেন, অতএব তিনি এই রূপেই দান করেন।

১৯। 'হে অমুক, ইহা আপনার!'[33] এই বলিয়াই তিনি যজমানের পিতাকে (পিণ্ড)[34] দান করেন। কেহ কেহ (ঐ মন্ত্রের শেষে) বলিয়া থাকেন 'এবং যাহারা আপনার অনুগামী (তাহাদের).'[35] কিন্তু তিনি তাহা বলিবেন না; কেননা তাহা হইলে, তিনি যাঁহাদিগকে একসঙ্গে (পিণ্ড দান করিবেন), তাঁহাদিগের মধ্যে স্বয়ং (তিনিও) (একজন বলিয়া গণ্য হইলেন) *। অতএব তিনি 'হে অমুক, ইহা আপনার!' ইহা যজমানের পিতার জন্য, 'হে অমুক, ইহা আপনার!' ইহা (তাঁহার) পিতামহের জন্য,

---

৩০। ইহা হস্তের দ্বারা অভিনয় করিয়া দেখাইয়া দেওয়া হইয়াছে; অর্থাৎ অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনী অঙ্গুলীর মধ্য ভাগ দিয়া, ইহার নাম পি তৃ তী র্থ।

৩১। অর্থাৎ অঙ্গুল্যগ্রের দ্বারা, ইহার নাম দে ব তী র্থ।

৩২। কাণ্বশাখায় আছে—'এইরূপে মনুষ্যগণকে পরিবেষণ করেন;' এ ই রূ পে অর্থাৎ কনিষ্ঠাঙ্গুলীপ্রদেশে, কা. শ্রৌ. ৪. ১. ১১, যাজ্ঞিকদেবপদ্ধতি। "উদ্ধরন্তি মনুষ্যেভ্যঃ;" "উদ্ধরণং পরিবেষণাপরপর্য্যায়ং"—ঐ. যাজ্ঞিকদেব। দ্রঃ—১০ম কণ্ডিকা।

৩৩। অথবা 'ইহা আপনাকে (প্রদত্ত হইতেছে)!' অন্যত্রও এইরূপ।

৩৪। প্রথম বা পিতার পিণ্ড আর্দ্র অর্থাৎ তাজা আমলক ফলের ন্যায়, দ্বিতীয় বা পিতামহের পিণ্ড তাহা অপেক্ষা স্থূল, এবং তৃতীয় বা প্রপিতামহের পিণ্ড দ্বিতীয় পিণ্ড অপেক্ষা স্থূলতর হইবে—যাজ্ঞিকদেবপদ্ধতি।

৩৫। কা. শ্রৌ. ৪. ১১. ১১। আশ্বলায়ন শ্রৌতসূত্রে (২. ৬. ১৫) ঐ মন্ত্রশেষটুকু বিহিত হইয়াছে; আপস্তম্বশ্রৌতসূত্র (১. ৯. ৬) ও বৌধায়ন শ্রৌতসূত্রেও (৩. ১০. ১১—১২ পং) ইহার বিধান দেখা যায়, কিন্তু তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে (১.৩.১০) এ সম্বন্ধে কিছু উক্ত হয় নাই।

*. "স বৈ তেষাং সহ যেষাং সহ"; পূর্ব্বোক্ত সমগ্র মন্ত্রের তাৎপর্য্যার্থ এই—'হে যজমানপিতা, আপনাকে এবং যাহারা আপনার অনু-(পশ্চাৎ-) গমন করেন, তাঁহাদিগকে আমি পিণ্ড প্রদান করিতেছি।' এই বলিয়া যদি যজমানপিতাকে পিণ্ড দেওয়া হয়, তাহা হইলে তাঁহার পিতার অনুগমনকারিগণের মধ্যে যজমানও একজন বলিয়া স্বয়ং তাঁহাকেও পিণ্ড প্রদত্ত হয় বলিয়া ধরিতে হইবে; কিন্তু তাহা উচিত নহে। অতএব শেষের মন্ত্রটুকু বলিতে হইবে না। ইহাই অত্রত্য সায়ণভাষ্যের তাৎপর্য্য।

এবং 'হে অমুক, ইহা আপনার!' ইহা (তাঁহার) প্রপিতামহের জন্য বলিবেন। তিনি তাহা ইহা হইতে প্রতিলোম ভাবে দান করেন, কেননা, পিতৃগণ প্রতিলোম ভাবেই একবারে গমন করিয়াছেন।[৩৬]

২০। তিনি তখন জপ করেন—"হে পিতৃগণ, আপনারা এখানে হৃষ্ট হউন, এবং নিজ নিজ ভাগ লক্ষ্য করিয়া বৃষের ন্যায় আচরণ করুন!"[৩৭] তিনি ইহাতে এই বলেন যে 'আপনারা, নিজ নিজ ভাগ ভোজন করুন!'

২১। অনন্তর তিনি পরাঙ্মুখ হইয়া (অর্থাৎ পিণ্ডদানের বিপরীত দিকে মুখ করিয়া) ঘুরিয়া বসেন;[৩৮] কেননা, পিতৃগণ মনুষ্যসমূহের নিকট হইতে তিরোহিত হইয়া রহিয়াছেন, এবং তাহাতে (পরাঙ্মুখ হইয়া অবস্থানে, তাঁহাদের) তিরোধানই করা হয়। কেহ কেহ বলেন—তিনি (শ্বাসনিরোধ করিয়া) গ্লানি-পর্য্যন্ত (ঐ ভাবে) উপবেশন করিয়া থাকিবেন, কেননা, প্রাণ তাবৎ পর্য্যন্তই থাকে।' (কিন্তু) তিনি মুহূর্ত্ত কালই (সেই ভাবে) উপবেশন করিয়া—

২২। তাহার পর (পুনর্ব্বার পিণ্ডের সমীপে গমন করেন[৩৯] ও (এই মন্ত্র) জপ করেন—"পিতৃগণ (এখানে) হৃষ্ট হইয়াছেন, এবং নিজ নিজ ভাগ লক্ষ্য করিয়া বৃষের ন্যায় আচরণ করিয়াছেন।"[৪০]

৩৬। পিতৃত্বলাভের ক্রম এই—প্রথমে প্রপিতামহ, তাহার পর পিতামহ, এবং তাহার পর পিতা। অতএব এই ক্রমকে ত্যাগ করিয়া, অর্থাৎ প্রথম প্রপিতামহ, তার পর পিতামহ ও তদনন্তর পিতাকে পিণ্ডদান না করিয়া, প্রথমেই পিতা হইতে পিণ্ডদান আরম্ভ করিবার হেতু কি, ইহারই এখানে যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে। "ইহা হইতে" অর্থাৎ প্রপিতামহ হইতে পিণ্ডদানের যে ক্রম, তাহা হইতে। পিতৃগণ স্বর্গের দিকে গমন করায় এখান হইতে প্রতিলোম গতিতে গিয়াছেন।

৩৭। মূল—"অত্র পিতরো মাদয়ধ্বং যথাভাগমাবৃষায়ধ্বম্; বা. স. ২. ৩১. ১; কা. শ্রৌ. ৪. ১. ১৩। মহীধর "আবৃষায়ধ্বং" শব্দের অর্থ লিখিয়াছেন—"আবৃষায়ধ্বম্ সমন্তাদ্ বৃষবদ্ আচরত, যথা বৃষঃ স্বাভীষ্টং ঘাসং প্রাপ্য তৃপ্তিপর্য্যন্তং স্বীকারোতি, তদ্বৎ স্বীকুরুত;" অর্থাৎ বৃষ অভিলষিত ঘাস প্রাপ্ত হইয়া যেমন তৃপ্তিপর্য্যন্ত ভোজন করে, আপনারাও তেমনি তৃপ্তিপর্য্যন্ত ভোজন করুন।

৩৮। দক্ষিণমুখ হইয়া পিণ্ডদান করিতে হয়, অতএব তিনি উত্তরমুখ হইয়া ঘুরিয়া বসেন, ঘুরিবার সময় প্রদক্ষিণভাবে ঘুরিতে হয়। কা. শ্রৌ. ৪. ১. ১৩।

৩৯। অর্থাৎ প্রদক্ষিণভাবে আবার প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক পিণ্ডাভিমুখ হইয়া।

৪০। ৩৭শ টীকা দ্রষ্টব্য। বা. স. ২. ৩১. ২; কা. শ্রৌ. ৪. ১. ১৪।

২৩। অনন্তর তিনি উদকপাত্র লইয়া (এইরূপে পিতৃগণকে মুখাদি) শোধন (অর্থাৎ ধৌত) করান—'হে অমুক, শোধন করুন!' এই বলিয়া যজমানের পিতাকে; 'হে অমুক, শোধন করুন!' এই বলিয়া যজমানের পিতামহকে; এবং 'হে অমুক, শোধন করুন!' এই বলিয়া যজমানের প্রপিতামহকে; যেমন কৃতভোজন ব্যক্তির (হস্তে লোকে জল) সেচন করে, ইহাও সেইরূপ।[৪১]

২৪। অনন্তর তিনি নীবি[৪২] খুলিয়া (অঞ্জলিবন্ধন পূর্ব্বক) নমস্কার করেন। নীবির দেবতা পিতৃগণ (অর্থাৎ নীবি পিতৃগণের তৃপ্তিকর),[৪৩] সেই জন্য তিনি নিবি খুলিয়া নমস্কার করেন। নমস্কার-অর্থে পূজা (বা যজ্ঞ), অতএব তিনি ইহাতে তাঁহাদিগকে পূজার্হই (বা যজ্ঞার্হই) করিয়া থাকেন। তিনি ছয়বার নমস্কার করেন,[৪৪] কেননা ঋতু ছয়, এবং পিতৃগণ ঋতুসমূহস্বরূপ; অতএব তিনি ছয়বার নমস্কার করেন। তিনি জপ করেন[৪৫]—"হে পিতৃগণ, আমাদিগকে গৃহ দান

৪১। ১৬শ কণ্ডিকা দ্রষ্টব্য।

৪২। নীবি-অর্থে পরিধেয় বস্ত্রের প্রান্তভাগ, দশা।

৪৩। অগ্নেস্তুষাধানং, বায়োর্বাতপানং, পিতৃণাং নীবিঃ"—তৈ. স. ৬, ১, ১. ৩।

৪৪। এস্থলে এই ছয়বার নমস্কারের ছয়টি মন্ত্র (বা. স. ২. ৩২. ১—৬. কা. শ্রৌ. ৪, ১ ১৫) পঠনীয়; যথা—(১) "হে পিতৃগণ, তোমাদের (বসন্তঋতুজাত) রসকে নমস্কার!" (২) "হে পিতৃগণ, তোমাদের (গ্রীষ্মঋতুজাত) শোষকে (শুষ্কতাকে) নমস্কার!" (৩) "হে পিতৃগণ, তোমাদের (বর্ষাঋতুজাত) জীবকে (জল অথবা বেগকে) নমস্কার!" (৪) "হে পিতৃগণ, তোমাদের (শরদৃঋতুজাত) অন্নকে নমস্কার!" (৫) "হে পিতৃগণ, তোমাদের (হেমন্তঋতুজাত) ঘোর (স্বভাবকে) নমস্কার!" (৬) "হে পিতৃগণ, তোমাদের (শিশিরঋতুজাত) ক্রোধ (-স্বভাবকে) নমস্কার! তোমাদিগকে নমস্কার!" এই অনুবাদ সায়ণানুসারে। মহীধর বলের যে, পিতৃগণ ঋতুস্বরূপ বলিয়া (মূল ব্রাহ্মণেই এই কণ্ডিকায় ইহা উক্ত হইয়াছে) রসাদি-শব্দে তত্তদ্রূপ-বিশিষ্ট পিতৃগণকে নমস্কার করা হইয়াছে; যথা, "তে চ (ঋতবঃ) পিতৃণাং স্বরূপভূতাঃ, অতস্তেভ্যো নমস্করোতি।" ইহার মতে পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রের অর্থ এইরূপ—"হে পিতৃগণ, তোমাদের রসকে (অর্থাৎ রসস্বরূপ বসন্তকে) নমস্কার!" অন্যত্রও এইরূপ বুঝিতে হইবে। পিতৃগণ ঋতুস্বরূপ বলিয়াই প্রচলিত শ্রাদ্ধবিধিতে প্রকৃতস্থলে পূর্ব্বোক্ত ঐ বৈদিক মন্ত্রের পরিবর্ত্তে এই পৌরাণিক মন্ত্রকে দেখিতে পাওয়া যায়—"ওঁ বসন্তায় নমস্তভ্যং গ্রীষ্মায় চ নমো নমঃ। বর্ষাভ্যশ্চ শরৎসংজ্ঞ ঋতবে চ নমঃ সদা॥ হেমন্তায় নমস্তভ্যং নমস্তে শিশিরায় চ। মাসসংবৎসরেভ্যশ্চ দিবসেভ্যো নমোনমঃ॥"

৪৫। গৃহ, পত্নী, বা পিণ্ডসমূহকে দর্শন করিতে করিতে এই মন্ত্র জপ করিতে হয়—যাজ্ঞিকদেব।

করুন !" কেননা পিতৃগণ গৃহের ঈশ্বর, এবং ইহাই এই কর্ম্মের আশীঃ (শুভ-প্রার্থনা)।[৪৬] অনন্তর তিনি (যজমান) পিণ্ডসমূহকে (পিণ্ডপাত্রে) পুনর্ব্বার স্থাপন করিয়া আঘ্রাণ করেন ; এই (কর্ত্তব্য) অংশ (অর্থাৎ পিণ্ড-আঘ্রাণ) যজমানের। তিনি এক বারে ছিন্ন (পূর্ব্বোক্ত আস্তীর্ণ বর্হিঃ-) সমূহকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করেন, এবং উল্মুককেও (তাহাতে) ফেলিয়া দেন।[৪৭]

৪৬। ইহার পর শ্রৌতসূত্রে এই কয়টি কার্য্যের বিধান দৃষ্ট হয় ; যথা,—তিনি প্রতিপিণ্ডের উপর (তিনতিনখানি) সূত্র এই মন্ত্রে (বা. স. ২. ৩২. ১০) প্রদান করেন—"হে পিতৃগণ, এই তোমাদের বস্ত্র !" সূত্রের পরিবর্ত্তে কতকগুলি মেষরোম, বা মেষরোমনির্ম্মিত বস্ত্রের প্রান্ত, অথবা যে-কোন বস্ত্রের প্রান্ত ছেদন করিয়া দিতে পারা যায়। যজমানের বয়স যদি পঞ্চাশের অধিক হইয়া থাকে, তাহা হইলে তৎপরিবর্ত্তে তিনি হৃদয়ের পক লোম দিতে পারেন—কা. শ্রৌ. ৪. ১. ১৬—১৮, ও বৃত্তি ; আপ. শ্রৌ. ১. ১০. ১, টীকা ; আপ শ্রৌ. ১.১০.১, টীকা ; আশ্ব. শ্রৌ. ২.৭.৬, বৌ. শ্রৌ. ৩. ১১,২—১ পৃং। কেহ কেহ বলেন যে, বয়স ৬৬ বৎসর ৮ মাসের অধিক হইলে নিজের লোম প্রদান করিতে হয়। অনন্তর মন্ত্রবিশেষ উচ্চারণ করিয়া (বা. স. ২. ৩৪) পিণ্ডের উপর জলসেচন করিতে হয়।

৪৭। অনন্তর সূত্রে (কা. শ্রৌ. ৪.১.২২ ; দ্র :—আপ. শ্রৌ. ১.১০.১০—১১ ; আশ্ব. শ্রৌ, ২. ৭. ১২—১৩) উক্ত হইয়াছে যে, পুত্রকামা যজমানপত্নী মধ্যম অর্থাৎ পিতামহের পিণ্ডকে এই মন্ত্রে (বা. স. ২. ৩৩) ভোজন করিবেন—"হে পিতৃগণ, ইহাতে পদ্মমাল্যধারী (অথবা অশ্বিনীকুমারের ন্যায়—মহীধর) পুত্ররূপ গর্ভকে সম্পাদন করুন, যাহাতে সে পুরুষ (অর্থাৎ পুরুষোচিতগুণযুক্ত) হইতে পারে।" এ স্থলে যাজ্ঞিকগণ বলেন যে, যদি যজমানের অনেক পত্নী থাকেন, তবে পিণ্ড বিভাগ করিয়া সকলকে দিতে হইবে। অপর পিণ্ডদ্বয়কে অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবে, বা ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইবে, অথবা জলে ফেলিয়া দিবে। পারস্কর বলেন—মধ্যম পিণ্ডকে শ্রাদ্ধকারীর পুত্র, কন্যা, ভার্য্যা, বা স্নুষা, অথবা অপর কোন সগোত্রা স্ত্রী ভোজন করিবেন ; অথবা ব্রাহ্মণেরা বা মহারোগগ্রস্ত (ক্ষয়, কুষ্ঠ ইত্যাদি মহারোগ) ব্যক্তি রোগোপশমনের জন্য গ্রহণ করিবেন (আশ্ব. শ্রৌ. ২.৭.১৭) ; এবং অপর পিণ্ডদ্বয়কে অগ্নি বা জলে নিক্ষেপ করিবে, অথবা ব্রাহ্মণ, বা গো, বা ছাগকে প্রদান করিবে। জীবৎপিতৃকের পিণ্ডপিতৃযজ্ঞে অধিকার নাই। শ্রৌতসূত্রের ভাষ্যকারগণ বলেন যে, ইহা দর্শযাগেরই অঙ্গ ; কিন্তু সম্প্রদায় সেরূপ নহে।

পঞ্চম ব্রাহ্মণ

[১ আ গ্র য় ণ ইষ্টি বিধানের জন্য প্রথমে তাহার কর্ত্তব্যতাসম্বন্ধে কহোড় আচার্য্যের মতোল্লেখ; —২ যা জ্ঞ ব ল্ক্যে র মতে, দেব ও অসুরগণের পরস্পর স্পর্দ্ধা, অসুরগণকর্ত্তৃক মনুষ্য ও পশুসমূহের উপজীব্য ওষধিসমূহের নাশ ও তাহাতে বিষলেপন, অনাহারে জীবসমূহের পরাভব ;—৩ ঐ সংবাদ শ্রবণ করিয়া দেবগণের যজ্ঞ দ্বারা সেই উপদ্রব নিবারণের সঙ্কল্প ;—৪ উক্ত যজ্ঞ কাহার হইবে— এই মীমাংসায় দেবগণ প্রত্যেকেই 'আমার হইবে। আমার হইবে!' বলায় একটি লক্ষ্য স্থির করিয়া সকলের দৌড়াইবার প্রস্তাব হইল, এবং নির্ণীত হইল যে,যিনি জয়লাভ করিবেন,যজ্ঞ তাঁহারই হইবে। সকলেই দৌড়িতে আরম্ভ করিলেন ;—৫ ঐ দৌড়ে ইন্দ্র ও অগ্নি জয় লাভ করায় (আ গ্র য় ণে) ঐ দুই দেবতার জন্য দ্বাদশকপালপক্ব পুরোডাশ প্রদেয়, ইন্দ্র ও অগ্নির নিকট বিশ্বদেবগণের আগমন :— ৬ ইন্দ্র ও অগ্নিকর্ত্তৃক তাঁহাদিগকে যজ্ঞে ভাগ প্রদান, বিশ্বদেবগণের জন্য চরুর ব্যবস্থা ;—৭ মতান্তরে বৈশ্বদেব চরু পুরাতন শস্যের বিধেয়,এই মত খণ্ডন করিয়া ঐন্দ্রাগ্ন পুরোডাশ ও বৈশ্বদেব চরু উভয়কেই নবশস্যের করিবার বিধি ;—৮ দ্যৌ ও পৃথিবীর জন্য এক কপালে সংস্কৃত পুরোডাশের বিধি ;—৯ এই বিধির নিন্দা ;—১০ তাহার খণ্ডন (এবং তাহা দ্বারা পূর্ব্ববিধিরই স্থাপন), ঐ দোষ ক্ষালনের জন্য দ্যৌ ও পৃথিবীর আজ্য দ্বারা যাগের বিধান, তাহার যুক্তিপ্রদর্শন ;—১১ দেবগণ এই আগ্রয়ণের দ্বারা পূর্ব্বোক্ত অসুরকৃত ওষধিসমূহের ক্ষতিকে অপনয়ন করিয়াছিলেন ;—১২ আগ্রয়ণের ফলবর্ণনা, ইহাতে ওষধিসমূহ নীরোগ ও নিষ্পাপ হয়, এবং লোকেরা সেই ওষধিকে আশ্রয় করিয়া জীবিত থাকিতে পারে ;—১৩ আগ্রয়ণে সেই বৎসরে প্রথম উৎপন্ন গোবৎসকে দক্ষিণারূপে দিতে হয়, (কারণবিশেষে) দশপূর্ণমাস অনুষ্ঠিত না হইলে চতুষ্প্রাশ্য ওদন পাক করিয়া ব্রাহ্মণ ভোজন করাইলেই আগ্রয়ণ অনুষ্ঠান করা হয় ;—১৪ তদ্বিষয়ে যুক্তি, ভোজনের পর ব্রাহ্মণগণকে যথাশক্তি দক্ষিণাদান; মতান্তরে যাঁহারা দশপূর্ণমাস ত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহারা (নবশস্যের হবি দ্বারা, অথবা ভুক্তনবশস্য গাভীর দুগ্ধের দ্বারা) সায়ং ও প্রাতে অগ্নিহোত্র হোম করিবেন, তাহাতেই আগ্রয়ণ-অনুষ্ঠান সিদ্ধ হয়, এই মতের খণ্ডন।]

১। তদ্বিষয়ে (অর্থাৎ বক্ষ্যমাণ আ গ্র য় ণ-বিষয়ে)[১] কৌ ষী ত কি (কু ষী-

---

১। "আশ্বলায়নশ্রৌতসূত্রের বৃত্তিকার (২.৯.১) বলিয়াছেন—"অগ্রে অয়নং ভক্ষণং যেন কর্ম্মণা তদাগ্রয়ণং;"অর্থাৎ যে কর্ম্মের দ্বারা প্রথমে নব শস্যের ভক্ষণ করা যায়,তাহার নাম আ গ্র য় ণ। ইহা ত্রিবিধ; শ্যামাকাগ্রয়ণ, ব্রীহ্যাগ্রয়ণ ও যবাগ্রয়ণ। ইহারা যথাক্রমে শ্যামাক, ব্রীহি ও যবের দ্বারা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে বলিয়াই ঐ নাম হইয়াছে। ইহার মধ্যে ব্রীহ্যাগ্রয়ণ ও যবাগ্রয়ণই প্রধান। শ্যামাকাগ্রয়ণ বর্ষায়, ব্রীহ্যাগ্রয়ণ শরতে ও যবাগ্রয়ণ বসন্তে পূর্ণিমা বা অমাবস্যা, অথবা শুক্লপক্ষের

তকের পুত্র) কহোড় বলিয়াছেন—'এই (ব্রীহিযবাদির) রস এই দ্যৌ ও পৃথিবীর; আমরা এই রসের (অংশ) দেবগণকে হোম করিয়া তাহার পর ইহা ভোজন করিব।' সেই জন্য তিনি আগ্রয়ণ ইষ্টি দ্বারা যাগ করেন।

২। তদ্বিষয়ে যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন—'দেবগণ ও অসুরগণ উভয়েই প্রজাপতির পুত্র; ইহারা পরস্পর স্পর্দ্ধা করিয়াছিলেন। অনন্তর অসুরগণ 'আমরা ইহাতে দেবগণকে অভিভব করিতে পারি' এই মনে করিয়া, যে সকল (যবাদি) ওষধি মনুষ্যগণ ও যে সকল (তৃণাদি) ওষধি পশুগণ অবলম্বন করিয়া জীবিত থাকে, সেই উভয়বিধ ওষধিকে কোন স্থানে (আভিচারিক) ক্রিয়া[৩] দ্বারা (বিনষ্ট করিয়াছিল), এবং কোন স্থানে বিষ দ্বারা প্রলিপ্ত করিয়া দিয়াছিল। অনন্তর মনুষ্যগণ (তাহা) ভোজন করিল না, এবং পশুসমূহও (তাহাতে) চরিল না (অর্থাৎ তাহা ভক্ষণ করিল না ;) এবং (এইরূপে) জীবসমূহ অনশনে অত্যন্ত পরাভূত হইয়া পড়িল।

৩। দেবগণ তাহা শুনিতে পাইলেন যে, এই জীবসমূহ অনশনে পরাভূত হইতেছে। তাঁহারা (পরস্পর) বলিলেন—'অহো! আমরা ইহাদের (এই উপদ্রবকে) অপনয়ন[৪] করিতে ইচ্ছা করি!' 'কাহার দ্বারা?' 'যজ্ঞের দ্বারা।' (অনন্তর) তাহাদের (মনুষ্যাদির) সম্বন্ধে যাহা বিধেয় ছিল, তাহা তাঁহারা যজ্ঞেরই দ্বারা বিধান করিলেন এবং ঋষিগণও তাহা করিলেন।

অপর কোন পুণ্য নক্ষত্রে অনুষ্ঠেয়। শ্যামাকাগ্রয়ণে সোমের জন্য শ্যামাকতণ্ডুলের চরু এবং ঋত্বিক্‌কে বস্ত্র দক্ষিণা প্রদত্ত হয়। ব্রীহ্যাগ্রয়ণ ও যবাগ্রয়ণে তিনটি করিয়া হবি হইয়া থাকে; যথা, (১) ইন্দ্র ও অগ্নির জন্য দ্বাদশ কপালে নূতন ব্রীহি বা যবের তণ্ডুলনির্ম্মিত পক্ক পুরোডাশ; (২) বিশ্বদেবগণের জন্য ঐ তণ্ডুল-নির্ম্মিত চরু; (৩) এবং দ্যাবা-পৃথিবীর জন্য ঐ তণ্ডুলেরই একটিমাত্র কপালে পক্ক পুরোডাশ। ইহাতে ঋত্বিক্‌কে বৎসরের প্রথমজাত বৃষবৎস দক্ষিণা দিতে হয়। ইহা ভিন্ন গ্রীষ্ম ঋতুতে পক্ক বংশশস্যের দ্বারাও এক আগ্রয়ণের বিধি আছে (কা, শ্রৌ. ৪.৬.১৭)। দ্রঃ—কা. শ্রৌ. ৪. ৬ অধ্যায়। বৈদিক আগ্রয়ণ ও আজকাল প্রচলিত নবান্ন একই। এ সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ অনুবাদকের লিখিত "বৈদিক শারদোৎসব" প্রবন্ধে (প্রবাসী, ১৩১৫, কার্ত্তিক) দ্রষ্টব্য।

২। সায়ণভাষ্যে কহোল পঠিত হইয়াছে। ড—ল।

৩। "কৃত্যয়া ;" "কৃত্যয়া ব্যাপাদয়ন্নিব"—ইতি সায়ণ ; 'magic'—Eggeling.

৪। "অপজিঘাংসাম ;" কাণ্বপাঠ—"অপহনাম।"

" ৪। তাঁহারা বলিলেন—'(আমাদের মধ্যে) কাহার ইহা (যজ্ঞ-হবিঃ) হইবে?' তাঁহারা (সকলেই) 'আমার! আমার!' করিয়া তদ্বিষয়ে একমত হইতে পারিলেন না। একমত হইতে না পারিয়া তাঁহারা স্থির করিলেন যে, 'আমরা এই বিষয়ে (গন্তব্যসীমা নির্দ্দেশ করিয়া) দৌড়াইব,[৫] এবং যে ব্যক্তি (অপর সকলের উপর) জয়লাভ করিবে, তাঁহারই ইহা হইবে!' 'তাহাই (হউক)!' বলিয়া তাঁহারা তখন দৌড়িলেন।'

৫। (তাহাতে) ইন্দ্র ও অগ্নি জয়লাভ করিলেন এবং সেই জন্য (আগ্রয়ণে) ইন্দ্র ও অগ্নির নিমিত্ত দ্বাদশকপালসংস্কৃত পুরোডাশ (বিহিত) হইয়া থাকে;[৬] কারণ ইন্দ্র ও অগ্নিই ইহার ভাগকে জয় করিয়াছিলেন। ইন্দ্র ও অগ্নি যখন জয় লাভ করিয়া অবস্থিতি করিতেছিলেন তখন বিশ্ব দেবগণ (সেখানে) সমাগত হইলেন।

৬। ইন্দ্র ও অগ্নি ক্ষত্র (ক্ষত্রিয়জাতি), এবং বিশ্বদেবগণ বিট্ (অর্থাৎ সাধারণ প্রজা বা বৈশ্যজাতি, "বিশঃ"); ক্ষত্র যেখানে জয়লাভ করে, বিট্ সেখানে তাহাতে ভাগ প্রাপ্ত হইয়া থাকে; (সেই জন্য) তাঁহারা (ইন্দ্র ও অগ্নি) বিশ্ব দেবগণকে তাহাতে ভাগযুক্ত করিয়াছিলেন; এবং সেই নিমিত্ত (আগ্রয়ণে) বিশ্বদেবগণের জন্য চরু (বিহিত) হইয়া থাকে।

৭। (কেহ কেহ) বলেন—'তিনি তাহা (বৈশ্বদেব চরু) পুরাতন (ব্রীহি-প্রভৃতি শস্যের) করিবেন; কেননা, ইন্দ্র ও অগ্নি ক্ষত্র, এবং (তিনি মনে করেন যে, যদি আমি নূতন ব্রীহি দ্বারা বৈশ্বদেব চরু নির্ম্মাণ করি, তাহা হইলে সাধারণ প্রজা বা বৈশ্যভূত বিশ্বদেবগণকে ইন্দ্র ও অগ্নি-রূপ ক্ষত্রের সমান স্থানে) আরোহণ করাইয়া ফেলিব।' কিন্তু তাহা উভয়ই (পুরোডাশ ও চরু) নব (শস্যের) হইবে; কেননা, (তাহাদের উভয়ের) একটি পুরোডাশ ও অপরটি চরু, এই যে (পার্থক্য), তাহাতেই (সাধারণ প্রজা বা বৈশ্যজাতি) ক্ষত্রের (সমান স্থানে) আরোহণ করিতে পারে না। অতএব উভয়ই নব (শস্যের) হইবে।

৫। "আজিমেবাস্মিন্নজামহৈ;" অনুবাদ সায়ণ-মতে।

৬। কা. শ্রৌ. ৪.৬.২।

৮। বিশ্বদেবগণ বলিয়াছিলেন—'এই (শস্যরূপ) রস দ্যৌ ও পৃথিবীর; অহো! আমরা ইহাতে তাঁহাদিগকে ভাগযুক্ত করিব!' (তদনুসারে) তাঁহারা তাঁহাদিগের জন্য দ্যৌ ও পৃথিবীকে সমর্পণীয় এই এককপালসংস্কৃত পুরোডাশকে ভাগরূপে বিধান করিয়া দিলেন। সেই জন্য দ্যৌ ও পৃথিবীর জন্য এককপাল-সংস্কৃত পুরোডাশ (বিহিত) হইয়া থাকে। ইহাই (এই পৃথিবীই[৭]) তাহার (পুরোডাশের) 'কপাল,' এবং ইহা একটিই; সেই জন্য (ঐ পুরোডাশ) একটি কপালে সংস্কৃত হইয়া থাকে।

৯। তাহার[৮] একটি পরিবাদ (নিন্দা) আছে; যে কোন দেবতার জন্য (যাগে) হবি গৃহীত হয় সর্ব্বত্রই স্বিষ্টকৃৎ (অগ্নি) ভাগ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন;[৯] কিন্তু তিনি ইহাকে (ঐ পুরোডাশকে) সমস্তই হোম করিয়া ফেলেন, স্বিষ্টকৃতের জন্য (কিছুই তাহা হইতে) কর্ত্তন করেন না; ইহাই পরিবাদ; আবার (ঐ এককপাল-পুরোডাশ) হুত (হইলেও) ফিরিয়া আসে।

১০। তদ্বিষয়ে তাঁহারা বলিয়া থাকেন—'এই এককপাল (পুরোডাশ) ঘুরিয়া আসিয়াছে; ইহা রাষ্ট্রকে মোহযুক্ত করিবে।' ইহা তাহার কোনো পরিবাদ নহে,[১০] কেননা, আহবনীয় সমস্ত আহুতির প্রতিষ্ঠা; (অতএব) তাহা যদি আহবনীয়কে প্রাপ্ত হইয়া দশবারও ফিরিয়া আসে, তবুও তাহা আদর (গ্রাহ্য) করিবে না। আর যদি অন্যেরা বলেন যে, 'কে সেই ('উভয় দোষের) সম্মিলন স্বীকার করিবে,[১১] তাহা হইলে তিনি আজ্যেরই দ্বারা যাগ করিবেন';

৭। পুরোডাশ-পাক বস্তুতঃ পৃথিবীরই উপর হইয়া থাকে বলিয়া পৃথিবী তাহার কপালস্বরূপ।

৮। এককপালসংস্কৃত পুরোডাশের।

৯। দ্রঃ—১. ৭. ৩. ৭।

১০। এককপাল-পুরোডাশের দুইটি দোষ স্বীকৃত হইয়াছে; প্রথম, তাহাতে স্বিষ্টকৃতের ভাগ থাকে না; দ্বিতীয়, তাহা হুত হইলেও ফিরিয়া আসে। এখানে দ্বিতীয় দোষেরই খণ্ডন করা হইতেছে।

১১। অর্থাৎ পূর্ব্বোল্লিখিত পুরোডাশ যে ফিরিয়া আসে, তাহা অগ্রাহ্য করিলেও, বস্তুত তাহার দোষ থাকিয়াই যায়, এবং স্বিষ্টকৃতের অংশ থাকে না বলিয়া ইহাও এক দোষ রহিয়াছে, এই উভয় দোষকে কে স্বীকার করিতে যাইবে।

কেননা, আজ্য এই দ্যৌ ও পৃথিবীর প্রত্যক্ষ[১২] রস; তিনি ইহাতে তাঁহাদিগকে (দ্যৌ ও পৃথিবীকে, তাঁহাদের) স্বকীয় ও সারভূত রসে প্রীত করিতে পারেন; অতএব তিনি আজ্যেরই দ্বারা যাগ করিবেন।[১৩]

১১। দেবগণ এই যজ্ঞেরই দ্বারা যাগ করিয়া মনুষ্যগণ ও পশুগণের উপজীব্য উভয়বিধ ওষধির কোনো স্থানে (সেই আভিচারিকী) ক্রিয়া, ও কোন স্থানে (সেই বিষকে) অপনয়ন করিয়াছিলেন; এবং তদনন্তর মনুষ্যগণ তাহা ভোজন করিয়াছিল, ও পশুগণ তাহাতে চলিয়াছিল।[১৪]

১২। তিনি যে ইহার (আগ্রয়ণের) দ্বারা যাগ করেন, তাহাতেই কেহ তাঁহার (ওষধিসমূহকে) সেইরূপে (আভিচারিকী) ক্রিয়া দ্বারা (নষ্ট), বা কোন স্থানে বিষ দ্বারা লিপ্ত করে না। দেবগণ তাহা করিয়াছিলেন বলিয়া ইনিও তাহা করেন, এবং দেবগণ (নিজেদেরই জন্য) যে ভাগ বিধান করিয়াছিলেন, তিনিও ইহাতে তাঁহাদের সেই ভাগ বিধান করেন। এই যে-ওষধিসমূহকে মনুষ্যগণ, ও যে-ওষধিসমূহকে পশুগণ অবলম্বন করিয়া জীবিত থাকে, এই উভয় ওষধিগণকে তিনি ইহাতে রোগহীন ও পাপহীন করিয়া থাকেন, এবং এই লোকসমূহ রোগহীন ও পাপহীন তৎসমুদয়কে অবলম্বনপূর্ব্বক জীবিত থাকে। সেই জন্য তিনি ইহার দ্বারা যাগ করিয়া থাকেন।

১৩। তাহার দক্ষিণা (সেই বৎসরের) প্রথমজাত গো (-বৎস) হইয়া থাকে; কেননা, ইহা (গাভীগণের) অগ্রজাত (ফলস্বরূপ)। তিনি যদি পূর্ব্বে (সোম) যাগ করিয়া থাকেন, বা দর্শ-পূর্ণমাস দ্বারা যাগ করেন, তবে তাহার (সেই যাগের) পরেই ইহার (আগ্রয়ণ) দ্বারা যাগ করিবেন, আর যদি তিনি (পূর্ব্বে দর্শ-পূর্ণমাস)

১২। আজ্য দ্রবরূপ বলিয়া তাহা প্রত্যক্ষ রস; কিন্তু ব্রীহি ও যব কঠিন বলিয়া প্রত্যক্ষভাবে রস বহে. তাহা পরোক্ষভাবে রস।

১৩। কা. শ্রৌ. ৪. ৬. ৬।

১৪। আগ্রয়ণেষ্টির উপাদেয়তা-প্রদর্শনের জন্য এখানে পূর্ব্ব প্রক্রান্ত আখ্যায়িকা আকর্ষণ করিয়া দেখা হইল যে, দেবগণও ইহা দ্বারা বর্ণিত প্রকার ফল পরিয়াছিলেন।

১৫। কা. শ্রৌ. ৪. ৬. ৮।

১৬। মূল আগ্রয়ণ যেমন অ গ্র জা ত শস্যে সম্পাদিত হয়, ইহার দক্ষিণাও সেইরূপ অ গ্র জা ত গোবৎস দ্বারা সম্পাদ্য।

যাগ না করিয়া থাকেন,[১৭] তাহা হইলে তাঁহারা অন্বাহার্য্যপচনে (দক্ষিণ অগ্নিতে) চাতুষ্প্রাশ্য-ওদন পাক করিবেন, এবং (চারি জন) ব্রাহ্মণ তাহা ভোজন করিবেন।"

১৪। দেবগণ দ্বিবিধ; (স্বয়ং) দেবগণ দেব, আর যে সকল ব্রাহ্মণ (বেদ) শ্রবণ করিয়াছেন ও অনূচান,[১৮] তাঁহারা মনুষ্যদেব। বষট্‌কারে (দেবগণকে) প্রদান করিলে, ও (স্বধাকারে) হোম করলে যেমন হয়, ইহাও (উক্ত ব্রাহ্মণ-ভোজনও) তাঁহার সেইরূপ হইয়া থাকে। তিনি তখন যাহা পারেন (তাঁহাদিগকে) প্রদান করিবেন; কেননা, উক্ত হইয়া থাকে যে, (ব্রাহ্মণকে প্রদত্ত) হবি দক্ষিণাহীন হয় না। তিনি অগ্নিহোত্রে (নবশস্যের হবি দ্বারা, বা ভুক্তনবশস্য গাভীর দুগ্ধের দ্বারা)[১৯] হোম করিবেন না, কেননা, তিনি তাহাতে (অগ্নিহোত্রের দেবগণের সহিত আগ্রয়ণ-দেবগণের) বিবাদ উৎপাদন করিয়া ফেলেন; এবং আগ্রয়ণ অন্য ও অগ্নিহোত্র অন্য। অতএব তিনি অগ্নিহোত্রে হোম করিবেন না।

১৭। অনুবাদ সায়ণানুসারে। সূতক, বা শুক্রান্তপ্রভৃতি-নিমিত্ত যদি দর্শ-পূর্ণমাস পরে অনুষ্ঠান করিতে হয়, এবং ইহারই মধ্যে আগ্রয়ণ-কাল উপস্থিত হয়, তাহা হইলে আগ্রয়ণ অনুষ্ঠান না করিয়া চাতুষ্প্রাশ্য-ওদন (৩-৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) পাক করিয়া ব্রাহ্মণ ভোজন করাইতে হইবে, এবং তাহাতেই আগ্রয়ণ-অনুষ্ঠান সিদ্ধ হইবে। দ্রঃ—"দর্শপূর্ণ-মাসান্ অনীজানো দক্ষিনাগ্নিপকং চাতুষ্প্রাশ্যং ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েৎ, কিঞ্চিদ্ দক্ষিণাং দদ্যাৎ"—কা. শ্রৌ. ৪. ৬. ১০, বৃত্তি।

১৮। "অনূচানঃ," অনু + √বচ্ + কানচ্, যিনি বেদের অনুবচন অর্থাৎ উচ্চারণ করিয়াছেন, সাঙ্গবেদবিচক্ষণ, "অনূচানো বিনীতে স্যাৎ সাঙ্গবেদবিচক্ষণে"—মেদিনী; সায়ণ বলেন—"অনুগতানুষ্ঠানপরঃ।"

১৯। কাত্যায়ন (ও আপস্তম্বপ্রভৃতি) শ্রৌতসূত্রে উক্ত হইয়াছে যে, যিনি কেবল অগ্নিহোত্র অনুষ্ঠান করেন, (আর দর্শ-পূর্ণমাস অনুষ্ঠান করেন না;—দ্রঃ কা. শ্রৌ. ৪. ২. ৪৬.), তিনি আগ্রয়ণের সময়ে সায়ং ও প্রাতঃকালে নব (ব্রীহিযবাদের) দ্বারা অগ্নিহোত্র হোম করিবেন; (ইহাতেই আগ্রয়ণ অনুষ্ঠান করা হয়)। গাভীকে নূতন যব বা ব্রীহি ভোজন করাইয়া সেই গাভীর দুগ্ধ দ্বারাও সায়ং ও প্রাতঃকালে হোম করিতে পারা যায়। কা. শ্রৌ. ৪. ৬. ১১—১২। কেহ কেহ বলেন যাঁহারা দর্শ-পূর্ণমাস ত্যাগ করেন নাই, তাঁহারাও এইরূপে আগ্রয়ণ করিতে পারেন, কেননা শাখান্তরে এই বিধি সাধারণ ভাবে উক্ত হইয়াছে—ঐ বৃত্তি।

চতুর্থ প্রপাঠক

প্রথম ব্রাহ্মণ

১। [দা ক্ষা য় ণ য জ্ঞ বিধানের জন্য আখ্যায়িকা—প্রজাপতি প্রজাকাম হইয়া ইহার দ্বারা যাগ করিয়া প্রজা ও পশু প্রভৃতি লাভ করিয়াছিলেন ;—২ দ ক্ষ প্রজাপতি প্রথমে তাহা দ্বারা যাগ করিয়াছিলেন বলিয়া তাহার নাম দা ক্ষা য় ণ যজ্ঞ, কেহ কেহ ইহাকে ব সি ষ্ঠ য জ্ঞ বলেন, এই যজ্ঞ অনুষ্ঠানের ফল ও বিধি ;—৩ অনন্তর বৈ শ্ব প্র তী দ র্শ তাহা অনুষ্ঠান করিয়া যে ফল প্রাপ্ত হন, তদুল্লেখে তাহার বিধান ;—৪ অনন্তর সা ঞ্জ য় স্থ প্রা তাহা অনুষ্ঠান করেন, তাঁহার স হ দে ব নামে প্রসিদ্ধ হইবার কারণ, তাঁহার উল্লেখে ঐ যজ্ঞের বিধান ;—৫ অনন্তর শ্রৌ ত র্ষ দে ব ভা গ তাহা অনুষ্ঠান করেন, তিনি কু রু ও প ঞ্চা ল জনপদের পুরোহিত ছিলেন, তাঁহার উল্লেখে ঐ যজ্ঞের বিধান ;—৬ অনন্তর পা র্ব্ব তি দ ক্ষ তাহা অনুষ্ঠান করেন, দা ক্ষা য় ণ-গণের তজ্জন্য এখনো রাজ্যপ্রাপ্তি, দাক্ষায়ণ যজ্ঞ দুই দিনে সমাপ্ত হয়, ইহার এক-একদিনে এক-একটি পুরোডাশ হইয়া থাকে, ইহার ফল, পৌর্ণমাসী ও অমাবস্যায় দুই-দুই দিন করিয়া যাগ করিবার ফল ;— ৭ পূর্ণমাসে পূর্ব্বদিন অগ্নি ও সোমের জন্য (অগ্নীষোমীয়) পুরোডাশ হয়, তাহার ফল ;—৮ পরদিন অগ্নির (আগ্নেয়) পুরোডাশ ও ইন্দ্রের জন্য (ঐন্দ্র) সান্নায্য হয়, ইহার ফল ;—৯ দর্শে প্রথম দিন ইন্দ্র ও অগ্নির জন্য (ঐন্দ্রাগ্ন) পুরোডাশ হয়, ইহার ফল ;—১০ পরদিন প্রাতে অগ্নির পুরোডাশ এবং মিত্র ও বরুণের জন্য (মৈত্রাবরুণী) প য় স্যা (ছানা) হবি হইয়া থাকে ; —১১ পৌর্ণমাসীতে পূর্ব্বদিন অগ্নিষোমীয় পশুবধ করার ফলপ্রাপ্তি হয় ;—১২ পৌর্ণমাসীর পরদিনে কর্ত্তব্য আগ্নেয় পুরোডাশ ও ঐন্দ্র সান্নায্য যথাক্রমে সোমযাগের প্রাতঃসবন ও মধ্যন্দিন-সবন-স্বরূপ হয় ;—১৩ অমাবস্যার পূর্ব্ব দিনের ঐন্দ্রাগ্ন পুরোডাশ সোমযাগের তৃতীয় সবন-স্বরূপ ; —১৪ অমাবস্যার পরদিনে কর্ত্তব্য আগ্নেয় পুরোডাশের দ্বারা মূল যজ্ঞ হইতে বিযুক্ত হওয়া যায় না, মৈত্রাবরুণ পয়স্যা সোমযোগে হননীয় বন্ধ্যা গাভী-স্বরূপ, অতএব সোমযাগের দ্বারা যে ফল পাওয়া যায়, পূর্ব্বোক্তরূপে দাক্ষায়ণ যজ্ঞের দ্বারাও সেই ফল লাভ করিতে পারা যায় ;—১৫-১৬ পূর্ণমাসে অগ্নীষোমীয় পুরোডাশ ও ঐন্দ্র সান্নায্যের প্রকারান্তরে প্রশংসা, অগ্নীষোমীয় যাগের দ্বারাই ইন্দ্র বৃত্রকে বধ করিয়াছিলেন, যজমানও এইরূপ শত্রুকে বধ করিতে পারেন, বৃত্রবধ করার পর ইন্দ্রকে সান্নায্য দেওয়া হইয়াছিল, যে ব্যক্তি এরূপ জানিয়া সান্নায্য প্রদান করেন, তিনি সত্বরে পাপ দূর করিতে পারেন, অগ্নীষোমীয় যাগ সোমাভিষবস্বরূপ, সান্নায্য দ্বারা সেই সোম তীব্র হয় ও তাহাতে তাহা দেবগণের রুচিকর হয় ;—১৭-১৮ অমাবস্যার পূর্ব্বদিন অনুষ্ঠেয় ঐন্দ্রাগ্নযাগের প্রশংসা, পরদিন অনুষ্ঠেয় আগ্নেয় পুরোডাশের উদ্দেশ্য-বর্ণন, মৈত্রাবরুণ পয়স্যা দ্বারা মিত্র ও বরুণের

প্রীতিসাধন, বরুণ শুক্লপক্ষস্বরূপ ও মিত্র কৃষ্ণপক্ষস্বরূপ, অমবস্যায় মিত্র বরুণে রেত সেক করেন ও তাহা হইতে চন্দ্র জাত হয় ;—২০ মূল দর্শের দৃষ্টান্তে দাক্ষায়ণযাগে অমাবস্যার পরদিন ঐন্দ্রাগ্ন সান্নায্য অনুষ্ঠেয় নহে, ঐস্থলে মৈত্রাবরুণ পয়স্যাই বিধেয়—ইহারই প্রতিপাদন ;—২১ বাজিন-(ছানার জল) হোমবিধানের জন্য পয়স্যার সহিত তাহার প্রশংসা ;—২২ বা জি গ ণে র উদ্দেশ্যে বাজিন-হোম ও তাহার প্রশংসা ;—২৩ বাজিন-হোমের কাল ও অগ্নির স্থান-বিধান ;—২৪ দিক্-প্রভৃতির উদ্দেশে অগ্নিতে অবশিষ্ট বাজিনের দীর্ঘধারা প্রদান ;—২৫ অবশিষ্ট অংশ যজমানপ্রভৃতি ভক্ষণ করেন ।]

১। পূর্ব্বে প্রজাপতি প্রজাকাম হইয়া এই (বক্ষ্যমাণ) যজ্ঞের দ্বারা যাগ করিয়াছিলেন ; (তিনি মনে করিয়াছিলেন যে, 'ইহা দ্বারা) আমি প্রজা ও পশু-সমূহে বহু হইয়া উঠিব, শ্রী প্রাপ্ত হইব, ও যশস্বী হইয়া অন্নভোজী হইব !'

২। তিনি (প্রজাপতি) দ ক্ষ নামে (প্রসিদ্ধ ছিলেন) ; এবং তিনি ইহা দ্বারা যাগ করিয়াছিলেন বলিয়া ইহার নাম দা ক্ষা য় ণ য জ্ঞ।[১] কেহ কেহ ইহাকে

১। গুণবিশেষ-বিধান করিয়া পূর্ব্বোক্ত দর্শ ও পূর্ণমাসকেই দা ক্ষা য় ণ য জ্ঞ বলিয়া অভিহিত করা হয়। ইহার বুৎপত্তি মূল ব্রাহ্মণেই (২য় ও ৬ষ্ঠ কণ্ডিকায়) উক্ত হইয়াছে। মূল দর্শ-পূর্ণ-মাসের ন্যায় ইহাও দিনদ্বয়সাধ্য। মূল দর্শ-পূর্ণমাসে পূর্ব্বদিন ব্রত গ্রহণ করিয়া পরদিন প্রধান কার্য্য করিতে হয়, কিন্তু দাক্ষায়ণ যজ্ঞে উভয় দিনেই বিশেষ বিশেষ হবি প্রদান করিতে হয়। দ্বিতীয় দিবসে মূল পূর্ণমাসে অগ্নির জন্য একটি (আগ্নেয়), এবং অগ্নি ও সোমের জন্য আর একটি (অগ্নীষোমীয়) এই দুইটি পুরোডাশ ; এইরূপ মূল দর্শে দ্বিতীয় দিবসে অগ্নির জন্য একটি (আগ্নেয়) পুরোডাশ, এবং ইন্দ্র ও অগ্নির জন্য আর একটি (অগ্নীষোমীয়) পুরোডাশ, অথবা ইন্দ্রের (বা মহেন্দ্রের) জন্য সান্নায্য, এই দুইটি হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে দাক্ষায়ণযজ্ঞে পূর্ণিমার প্রথম দিনে অগ্নি ও সোমের পুরোডাশ, এবং দ্বিতীয় দিনে অগ্নির পুরোডাশ ও ইন্দ্রের সান্নায্য ; অমাবাস্যার প্রথম দিবসে ইন্দ্র ও অগ্নির পুরোডাশ, এবং দ্বিতীয় দিবসে অগ্নির পুরোডাশ ও মিত্র ও বরুণের পয়স্যা হইয়া থাকে। দাক্ষায়ণ যজ্ঞে পূর্ণিমা ও অমাবস্যায় উল্লিখিত হবি প্রদান করিয়া অপরাহ্নে ব্রতগ্রহণ, ব্রতোপযোগী দ্রব্যের ভোজন, পলাশশাখায় ছেদন, গাভীর নিকট হইতে বৎসকে পৃথক্ করিয়া বন্ধন ইত্যাদি কার্য্য করিতে হয়। পরদিন সূর্য্য উদিত হইলে ব্রহ্মাকে বরণ করিয়া প্রকৃত কার্য্য আরম্ভ করা হয়।

দর্শ ও পূর্ণমাস ত্রিংশৎ (৩০) বৎসর পর্য্যন্ত করিবার নিয়ম (কা. শ্রৌ. ৪. ২. ৪৭), কিন্তু এই দাক্ষায়ণ যজ্ঞ পঞ্চদশ (১৫) বৎসরমাত্র করিবার নিয়ম। ইহা পরে উক্ত হইবে, এবং যুক্তিও প্রদর্শিত হইবে ; তাহার তাৎপর্য্য এই যে, বস্তুত এক-একটি দাক্ষায়ণযজ্ঞে দুই-দুইটি দর্শ ও পূর্ণমাস

ব সি ষ্ঠ য জ্ঞ বলিয়া থাকেন ; কেননা, তিনি (প্রজাপতি) ব সি ষ্ঠ (বসুমত্তম, অধিকতম বসু বা ধনশালী) ; এবং তদনুসারেই তাঁহারা ইহাকে (ব সি ষ্ঠ য জ্ঞ) বলেন। তিনি (দক্ষ অথবা ব সি ষ্ঠ প্রজাপতি) এই যজ্ঞ দ্বারা যাগ করিয়াছিলেন ; এবং তখন এই যজ্ঞ দ্বারা যাগ করিয়া প্রজাপতির এই যে, (প্রজাগণের) উৎপত্তি ও এই যে শ্রী হইয়াছিল,—যিনি এইরূপ জানিয়া এই যজ্ঞ দ্বারা যাগ করেন, তিনি সেই উৎপত্তিকে উৎপাদন করেন, এবং সেই শ্রীকে প্রাপ্ত হইতে পারেন। অতএব তিনি ইহার দ্বারা যাগ করিবেন।

৩। শৈক্ল (শিক্ল-পুত্র) প্র তী দ র্শ তাহার পর তাহা (ঐ যজ্ঞ) দ্বারা যাগ করিয়াছিলেন ; এবং যাহারা তাঁহাকে প্রতিক্ষিপ্ত (অভিভূত) করিয়াছিলেন, তাঁহাদেরই তিনি বিশিষ্ট (প্রামাণিক) বচনের[২] ন্যায় হইয়াছিলেন। যে ব্যক্তি এইরূপ জানিয়া ইহার (দাক্ষায়ণ যজ্ঞের) দ্বারা যাগ করেন, তিনি বিশিষ্ট বচনেরই ন্যায় হইয়া থাকেন। অতএব তিনি তাহা দ্বারা যাগ করিবেনই।

৪। সা ঞ্জ য় (সৃ ঞ্জ য়-পুত্র) সু প্লা[৩] ব্রহ্মচর্য্য (করিবার জন্য) তাঁহার (প্র তি দ র্শে র) নিকটে আগমন করিয়াছিলেন ; সেই জন্য তিনি তাঁহাকে এই (দাক্ষায়ণ) ও অপর[৪] যজ্ঞ অনুক্রমে বলিয়াছিলেন (শিক্ষা দিয়াছিলেন) ; এবং তিনি (সু প্লা) তাহা অনুক্রমে উচ্চারণ করিয়া (অর্থাৎ অধ্যয়ন করিয়া) পুনরায় সৃ ঞ্জ য় (জনপদে) গমন করিয়াছিলেন ; সৃ ঞ্জ য় (জনপদবাসি-)গণ

অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে (এই ব্রাহ্মণে ১ম টীকা দ্রষ্টব্য) ; অপূর্ব ত্রিশটি দর্শ-পূর্ণমাসের কাজ পনেরটি দাক্ষায়ণযজ্ঞেই সম্পন্ন হইয়া থাকে। সেই জন্য যেখানে দর্শ-পূর্ণমাস ত্রিশ বৎসর যাবৎ অনুষ্ঠিত হয়, সেখানে দাক্ষায়ণযজ্ঞের পনের বৎসর যাবৎ অনুষ্ঠান হওয়াই সঙ্গত। দ্রঃ—১১. ১. ২. ১৩ ; কা. শ্রৌ. ৪. ২. ৪৭-৪৮ ; ৪. ৩. ৩, বৃত্তি। আবার কেবল এক বৎসরমাত্র করিলেও হয় ; কিন্তু পঞ্চদশ বর্ষ যাবৎ যতগুলি ইষ্টি হইতে পারে, ততগুলি নিয়মানুসারে এক বৎসরের মধ্যেই অবশ্য অনুষ্ঠান করিতে হইবে। কা. শ্রৌ. ৪. ৪. ২৯ ; তুল :—৪. ২. ৪৯।

২। "নিবচনম্ ইব ;" "বিশিষ্টবচনং পক্ষপাতবচনম্"—সায়ণ, অর্থাৎ অনুকূলবাক্য।

৩। সু প্ল ন্ শব্দ।

৪। অর্থাৎ সৌ ত্রা ম ণী ; দ্রষ্টব্য—১২. ৪. ১. ৩।

জানিলেন যে, 'ইনি আমাদের জন্য যজ্ঞকে অধ্যয়ন করিয়া আগত হইয়াছেন।' তাঁহারা বলিলেন—'যিনি আমাদের জন্য যজ্ঞকে অধ্যয়ন করিয়া আসিয়াছেন, সেই (ইনি) আমাদের নিকট দে ব গ ণে র স হি ত ই ("সহ দেবৈঃ") আসিয়াছেন!' তিনি (ইহাতে) স হ দে ব 'সা ঞ্জ য় (নামে প্রসিদ্ধ) হইয়াছেন; তাহাই এখনো উক্তি ("নিবচনং") আছে যে, 'ওহে ("অরে"), সৃ ঞ্জ য় অপর নাম ধারণ করিয়াছিলেন!' তিনি ইহারই দ্বারা যাগ করায় সৃ ঞ্জ য় (জনপদের) যে প্রজোৎপত্তি ও শ্রী হইয়াছিল,—যিনি এইরূপ জানিয়া এই যজ্ঞের দ্বারা যাগ করেন,—তিনি সেই প্রজোৎপত্তিকে উৎপাদন করেন, ও সেই শ্রীকে প্রাপ্ত হন। অতএব তিনি ইহার দ্বারা যাগ করিবেন।

৫। তাহার পর শ্রৌ ত র্ষ (শ্রু ত র্ষি-পুত্র) দে ব ভা গ ইহার দ্বারা যাগ করেন। তিনি কু রু ও সৃ ঞ্জ য় উভয় (জনপদেরই) পুরোহিত ছিলেন। যিনি একটি রাষ্ট্রের পুরোহিত হইতে পারেন, তাঁহার ত তাহাই পরম উৎকর্ষ,[৫] কিন্তু যিনি দুইটি (রাষ্ট্রের পুরোহিত হইতে পারেন), তাঁহার পরম উৎকর্ষ-সম্বন্ধে, আর কি (বক্তব্য আছে)। যে ব্যক্তি এইরূপ জানিয়া এই যজ্ঞদ্বারা যাগ করেন, তিনি পরম উৎকর্ষ প্রাপ্ত হন। অতএব তিনি ইহা দ্বারা যাগ করিবেন।

৬। তাহার পর পা র্ব তি (প র্ব ত-পুত্র) দ ক্ষ ইহার দ্বারা যাগ করেন, (সেই জন্য) এখনো দা ক্ষা য় ণ (দ ক্ষ সন্তানগণ) রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া আছেন। যিনি এইরূপ জানিয়া ইহার দ্বারা যাগ করেন, তিনি রাজ্যলাভ করিয়া থাকেন। অতএব তিনি ইহা দ্বারা যাগ করিবেন। তাহাতে প্রতিদিন এক-একটি পুরোডাশ হয়;[৬] এবং ইহাতে তাঁহার শ্রী শত্রুদ্বারা অনুপপীড়িত হইয়া থাকে।

৫। "পরমতা;" তুলঃ—বৌদ্ধ পা র মী।

৬। অর্থাৎ যাগের উভয় দিনের মধ্যে এক-এক দিনে এক-একটি পুরোডাশ হইবে। পূর্ণমাসে দুইটি পুরোডাশ, একটি অগ্নির (আগ্নেয়), ও অপরটি অগ্নি ও সোমের (আগ্নীষোমীয়); এবং অমাবাস্যাতেও দুইটি, একটি অগ্নির (আগ্নেয়) ও অপরটি ইন্দ্র ও অগ্নির (ঐন্দ্রাগ্ন)। প্রতিযাগের এই দুই-দুইটি পুরোডাশের মধ্যে পূর্ণমাসে প্রথম দিন অগ্নি ও সোমের এবং দ্বিতীয় দিনে অগ্নির পুরোডাশ প্রদেয়; এইরূপ অমাবাস্যাতেও প্রথম দিন ইন্দ্র ও অগ্নির, এবং পরদিন অগ্নির পুরোডাশ দাতব্য।

তিনি পৌর্ণমাসীর দুই দিন ও অমাবস্যার দুই দিন যাগ করেন;[১] কেননা, দুই-এ মিথুন হয়, এবং ইহাতে ইহাকে উৎপাদক মিথুনই করা হইয়া থাকে।

৭। তিনি যে পৌর্ণমাসীতে পূর্ব্বদিনে অগ্নি ও সোমের (অর্থাৎ অগ্নীষোমীয় পুরোডাশের) দ্বারা যাগ করেন, তাহাতে দুইটি দেবতা থাকে; দুই-এ মিথুন হয়, এবং ইহাতে ইহা উৎপাদক মিথুন হইয়া থাকে।

৮। অনন্তর (পরদিন) প্রাতে অগ্নির (আগ্নেয়) পুরোডাশ,ও ইন্দ্রের (ঐন্দ্র) সান্নায্য হয়; তাহাতে দুইটি দেবতা থাকে; দুই-এ মিথুন হয়, এবং ইহাতে ইহা উৎপাদক মিথুনই করা হইয়া থাকে।

৯। আর যে তিনি অমাবাস্যার পূর্ব্বদিনে ইন্দ্র ও অগ্নির (ঐন্দ্রাগ্ন পুরোডাশের) দ্বারা যাগ করেন, তাহাতে দুইটি দেবতা থাকে; দুই-এ মিথুন হয়, এবং ইহাতে ইহা উৎপাদক মিথুনই করা হইয়া থাকে।

১০। অনন্তর (পরদিন) প্রাতে অগ্নির (আগ্নেয়) পুরোডাশ, এবং মিত্র ও বরুণের (মৈত্রাবরুণী) পয়স্যা[৮] হয়। (যেহেতু তিনি মনে করেন যে),

---

৭। আক্ষরিক—'তিনি দুইটি পৌর্ণমাসী ও দুইটি অমাবাস্যা যাগ করেন'—"স বৈ দ্বে পৌর্ণমাস্যৌ যজতে দ্বে অমাবাস্যে।" আপস্তম্বশ্রৌতসূত্রে "দ্বে পৌর্ণমাস্যে দ্বে অমাবাস্যে যজেত..." (৩-১৪-১৪) এই সূত্রের ভাষ্যে রুদ্রদত্ত লিখিয়াছেন—"পৌর্ণমাসীমমাবাস্যাং চ স্বে স্বে কালে দ্বে দ্বে যজেত। কিমুক্তং ভবতি? একস্মিন্ পর্ব্বণি পৌর্ণমাসীমভ্যস্যেৎ পঞ্চদশ্যামেকাং প্রতিপদীতরাম্। তথা স্বকালে অমাবাস্যামিত্যর্থঃ।" অর্থাৎ স্ব স্ব কালে দুই-দুইটি দর্শ ও পূর্ণমাসকে করিতে হইবে; ইহার তাৎপর্য্য এই যে একই পর্ব্বে পঞ্চদশীর দিন একটি ও তাহার পরদিন প্রতিপদে আর একটি, এই দুইটি পূর্ণমাস করিতে হইবে। অমাবাস্যাতেও ঐরূপ। দুই দিন দর্শ বা পূর্ণমাস করিলেও, বস্তুত পূর্ব্বোক্ত প্রকৃতিভূত দর্শপূর্ণমাস দুই-দুইটি করা হয় না; মূল দর্শ-পূর্ণমাসেই বিশেষ কিছু কিছু বিধান করিয়া দুইদিনে করা হয়। দ্রঃ-প্রথম টীকা; মূল ব্রাহ্মণ—১১. ১. ২. ১৩।

৮। ইহার অপর নাম আমিক্ষা ("আমিক্ষা পয়স্যেতি চ অনর্থান্তরম্"—কা. শ্রৌ. ৪. ৩. ৯. বৃত্তি;—দ্রঃ ঐ. ব্রা. ২. ৩. ৬)। ইহা আজকালকার ছানা ভিন্ন অন্য কিছু নহে। ইহার উৎপাদন-সম্বন্ধে এইরূপ বিবরণ পাওয়া যায়—"তত্রৈব দোহনং শৃতে বা দধ্যানয়তি" কা. শ্রৌ. ৪. ৪. ৮। যাজ্ঞিকগণ এতদবলম্বনে বলিয়া থাকেন যে, পাত্রে সাধারণ দধি রাখিয়া তাহাতে দুগ্ধ দোহন করিতে হইবে, অথবা দুগ্ধ দোহনপূর্ব্বক তপ্ত করিয়া তাহাতেই দধি নিক্ষেপ করিতে হইবে। কেহ কেহ বলেন অমাবাস্যার দ্বিতীয় দিন প্রাতেই (পূর্ব্বদিন সায়ংকালে নহে) দোহন করিতে হইবে, এবং গরম করিয়া বা না করিয়া তাহাতে সাধারণ দধি নিক্ষেপ করিতে হইবে। আবার কেহ কেহ

পাছে আমি যজ্ঞ হইতে (বিযুক্ত হইয়া) যাই, সেই জন্য অগ্নির পুরোডাশ হয়।[৯] আর এই যে মিত্র ও বরুণ, ইঁহারা দুইটি দেবতা, এবং দুই এ মিথুন হয়; (অতএব) ইহাতে উৎপাদক মিথুনই করা হইয়া থাকে। ইহাই (এই মিথুন-ভাবই) ইহার (যজ্ঞের) সেই রূপ, যাহাতে তিনি (প্রজা ও পশুসমূহে) বহু হইয়া উঠিতে পারেন, যাহাতে তিনি (প্রজাপ্রভৃতিকে) উৎপাদন করিতে পারেন।

১১। তিনি যে পৌর্ণমাসীতে পূর্ব্বদিন অগ্নীষোমীয় (পুরোডাশের) দ্বারা যাগ করেন, (তাহার কারণ এই যে), তিনি (সোমযাগে) উপবসথের দিন[১০] ঐ যে অগ্নীষোমীয় পশু বধ করেন, ইহা (অগ্নীষোমীয় পুরোডাশ) তাঁহার তাহাই (অগ্নীষোমীয় পশুই) হইয়া থাকে।

১২। অনন্তর (পরদিন) প্রাতে আগ্নেয় পুরোডাশ ও ঐন্দ্র সান্নায্য হইয়া থাকে। ইহার (এই) আগ্নেয় পুরোডাশ (সোমযাগের) প্রাতঃসবন-স্বরূপ,[১১] কেননা, প্রাতঃসবন আগ্নেয়। ইহার ঐন্দ্র সান্নায্য (সোমযাগের) মাধ্যন্দিনসবন-স্বরূপ, কেননা, মাধ্যন্দিনসবন ঐন্দ্র।

১৩। আর যে তিনি অমাবাস্যায় প্রথম দিনে ঐন্দ্রাগ্ন (পুরোডাশের) দ্বারা যাগ করেন, তাহা তাঁহার (সোমযাগের) তৃতীয়সবনের স্বরূপ; কেননা, তৃতীয়সবন বিশ্বদেবসম্বন্ধী, এবং ইন্দ্র ও অগ্নি বিশ্বদেবস্বরূপ।

বলেন যে, পরদিন মৈত্রাবরুণ পয়স্যা উৎপাদনের জন্য পূর্ব্বদিন সায়ংকালে দধি উৎপাদন করিয়া পরদিন প্রাতে দুগ্ধ দোহন ও গরম করিয়া ইহার মধ্যে সেই দধি নিক্ষেপ করিতে হইবে। আপস্তম্ব-প্রভৃতিতে এই বিধি দৃষ্ট হয়। তাদৃশ দধি-দুগ্ধ একত্রী হইলে যে ঘনীভূত পদার্থ পাওয়া যায় তাহার নাম পয়স্যা বা আমিক্ষা, এবং অবশিষ্ট জলীয় অংশের নাম বাজিন। দ্রঃ ১ম খণ্ড ১৪৪ পৃ. ৯ম টীকা।

৯। এখানে দেবতার মিথুনত্ব মিত্র ও বরুণের দ্বারাই যখন সম্পাদিত হয়, তখন আগ্নেয় পুরোডাশ প্রদান করিবার আর প্রয়োজন কি? এই আশঙ্কায় বলা হইতেছে যে, যদি আগ্নেয় পুরোডাশ লুপ্ত করা যায়, তাহা হইলে প্রকৃত দর্শযাগ হইতে তিনি বিযুক্ত হইয়া পড়েন, কেননা, তাহাতে আগ্নেয় পুরোডাশ অবশ্য কর্ত্তব্য। দ্রষ্টব্য—১. ৫. ১. ৬।

১০। এখানে উপবসথ-শব্দে সুত্যা বা সোমাভিষবের পূর্ব্ব দিবস বুঝিতে হইবে। সোমযাগে এই দিন অগ্নি ও সোমের জন্য একটি ছাগল বধ করা হইয়া থাকে।

১১। দ্রঃ—১. ১. ৬. ১, ১৩টীকা, ২০৮ পৃষ্ঠা।

১৪। অনন্তর (পরদিন) প্রাতে অগ্নির পুরোডাশ, এবং মিত্র ও বরুণের পয়স্যা হয়। (যেহেতু তিনি মনে করেন যে), 'পাছে আমি যজ্ঞ হইতে (বিযুক্ত হইয়া) যাই, সেইজন্য অগ্নির পুরোডাশ হয়'। আর তাঁহারা (সোমযাগে) মিত্র ও বরুণের জন্য ঐ যে অ নু ব ন্ধ্য-নামক[১২] বন্ধ্যা গাভীকে বধ করেন,[১৩] ইহার মিত্র ও বরুণের পয়স্যাও তাহাই হইয়া থাকে। (এইরূপে) সোমযাগের দ্বারা যাগ করিয়া তিনি যে পরিমাণ জয়লাভ করিতে পারেন, পৌর্ণমাস ও আমাবাস্যা (হবির) দ্বারা যাগ করিয়াও তৎপরিমাণ জয়লাভ করিয়া থাকেন, এবং তাহাতেই ইহা ম হা য জ্ঞ[১৪] হয়।

১৫। তিনি যে পৌর্ণমাসীতে পূর্ব্বদিন অগ্নীষোমীয় (পুরোডাশের) দ্বারা যাগ করেন,(তাহার কারণ এই যে),ইন্দ্র ইহারই[১৫] দ্বারা বৃত্রকে বধ করিয়াছিলেন, এবং এই যে তাঁহার বিজয়, তাহা তিনি ইহারই দ্বারা বিজয় করিয়াছিলেন; আর যে তিনি (পৌর্ণমাসীতে) দধি-দুগ্ধ একত্র মিশ্রিত করেন,[১৬] (তাহার কারণ এই যে), সান্নায্য অমাবাস্যা-সম্বন্ধী,[১৭] এবং এই যে অমাবস্যা, ইহা (পৌর্ণমাসী হইতে) দূরে।[১৮] তিনি বৃত্রকে শীঘ্র বধ করিয়া ফেলিবার পর তাঁহারা তাঁহাকে এই (সান্নায্যরূপ) রসের দ্বারা প্রীত করিয়াছিলেন; যে ব্যক্তি এইরূপ জানিয়া পৌর্ণমাসীতে (দধি-দুগ্ধ) একত্র মিশ্রিত করেন (অর্থাৎ সান্ন্যায্য প্রস্তুত করেন), তিনি শীঘ্রই পাপকে অপহত (তাড়িত)

১২। যজ্ঞে বধ করিবার জন্য যে পশুকে বন্ধন করা হয়, তাহা অ নু ব ন্ধ্য বলিয়া কথিত হয়।

১৩। সোমযাগের অন্তর্গত উদয়নীয় ইষ্টি সমাপ্ত হইলে মিত্র ও বরুণের জন্য একটি বন্ধ্যা গাভী বধ করা হয়। দ্রঃ—৪. ৫. ২. ১; কা. শ্রৌ. ১০.৯. ১২।

১৪। তৈত্তিরীয় সংহিতায় (৩.২.২.২) সোমযাগ ম হা য জ্ঞ বলিয়া উক্ত হইয়াছে—"তে দেব এতং ম হা য জ্ঞ ম্ অপশ্যন্।"

১৫। অগ্নীষোমীয় পুরোডাশ দ্বারা, অগ্নীষোমীয় পৌর্ণমাস হবি, এবং ইহা দ্বারা ইন্দ্র বৃত্রকে বধ করিয়াছিলেন,—১.৫.৩.১২।

১৬। ইহা আক্ষরিক, "সংনয়তি;" অর্থাৎ দধিদুগ্ধরূপ সান্নায্য করেন।

১৭। দ্রষ্টব্য ১. ৫. ৩. ৩ ইত্যাদি।

১৮। কেননা, ইহা প্রতিপৎ হইতে চতুর্দ্দশী-পর্য্যন্ত দিনসমূহ দ্বারা ব্যবহিত—সায়ণ।

করিতে পারেন। এই যে চন্দ্রমা, ইহা দেবগণের অন্ন রাজা সোম;[১৯] তাঁহারা (পরদিন) প্রাতঃকালে ভক্ষণ করিবেন বলিয়া পূর্ব্বদিন ইহাকে অভিষব করেন;[২০] এবং তাঁহারা ইহাকে ভক্ষণ করেন বলিয়া ইহা (চন্দ্রমাঃ) অপক্ষীণ হয়।

১৬। তিনি যে পৌর্ণমাসীতে পূর্ব্বদিন অগ্নীষোমীয় (পুরোডাশ) দ্বারা যাগ করেন, (তাহার অপর কারণ এই যে), তিনি ইহাতে (সোমকে) অভিষবই করিয়া থাকেন,[২১] এবং তাহা অভিষুত হইলে তিনি তাহাতে (পরদিন) এই (সান্নায্যরূপ) রস স্থাপন করেন, এবং ইহা দ্বারা (সেই সোমকে) তীব্র করেন, ও (এইরূপে) দেবগণের হব্যকে স্বাদু করিয়া থাকেন।[২২] যে ব্যক্তি এইরূপ জানিয়া পৌর্ণমাসীতে (দধি-দুগ্ধ) একত্র মিশ্রিত করেন (অর্থাৎ সান্নায্য করেন), তাঁহার হব্য দেবগণের রুচিকর হয়।

১৭। তিনি যে অমাবস্যার পূর্ব্বদিন ঐন্দ্রাগ্ন (পুরোডাশ) দ্বারা যাগ করেন, (তাহার অপর কারণ এই যে), ইন্দ্র ও অগ্নিই দর্শ-পূর্ণমাসের দেবতা, এবং তিনি ইহাতে প্রকাশ ও প্রত্যক্ষভাবে ইহাদিগেরই যাগ করেন। যে ব্যক্তি ইহা এইরূপ জানেন, তাঁহার দর্শ ও পূর্ণমাস দ্বারা প্রকাশ ভাবেই যাগ করা হইয়া থাকে।

১৮ আর (পরদিন) প্রাতে আগ্নেয় পুরোডাশ ও মৈত্রাবরুণী পয়স্যা হইয়া থাকে। (যেহেতু তিনি মনে করেন যে), 'পাছে আমি যজ্ঞ হইতে (বিযুক্ত হইয়া) যাই' সেই জন্য আগ্নেয় পুরোডাশ হয়। আর এই যে মিত্র ও বরুণ, ইহারা দুইটি অর্দ্ধমাস (পক্ষ); যাহা আপূর্য্যমাণ হয় (অর্থাৎ শুক্ল), তাহা বরুণ, এবং যাহা অপক্ষীণ হয় (কৃষ্ণ), তাহা মিত্র। এই (অমাবস্যার) রাত্রিতে ইহারা উভয়ে[২৩] একত্র সমাগত হন; সেই জন্য তিনি সহাবস্থিত ইহাদের উভয়কেই ইহা দ্বারা প্রীত করেন; এবং যে ব্যক্তি ইহা এইরূপ

১৯। দ্রঃ—১. ৫ ৩. ৫; ২. ৩. ৪. ৭।

২০। "অভিষুণন্তি"; "রসভাবং প্রাপয়ন্তি"—সায়ণ, অর্থাৎ তাহার রস বহির্গত করেন।

২১। অর্থাৎ পূর্ব্বদিনকর্ত্তব্য অগ্নীষোমীয় যাগ সোমাভিষবস্থানীয়।

২২। দ্রষ্টব্য —১.৫.৩৬।

২৩। অর্থাৎ শুক্ল ও কৃষ্ণপক্ষ-রূপে চন্দ্র-সূর্য্য-স্বরূপ বরুণ ও মিত্র।

জানেন, তাঁহার সম্বন্ধে সমস্তই প্রীত হয়, এবং সমস্তই তাঁহার পাওয়া হইয়া থাকে।

১৯। এই রাত্রিতে (কৃষ্ণপক্ষরূপ) মিত্র (শুক্লপক্ষরূপ) বরুণে রেত সেচন করেন, এবং সেই রেত হইতে—এই যাহা আপূর্য্যমাণ হয় (অর্থাৎ চন্দ্র)—তাহা উৎপন্ন হয়। এবং সেই জন্যই এই মৈত্রাবরুণ পয়স্যা এখানে উপযুক্ত হইয়া থাকে।

২০। সান্নায্যের ভাজন (স্থান) অমাবস্যা;[২৪] কিন্তু তাহা (এখানে) এই পৌর্ণমাসীতে করা হইয়া থাকে।[২৫] তিনি যদি এখানেও (অর্থাৎ দাক্ষায়ণ-যাগে অমাবস্যাতেও সেই দধি-দুগ্ধ) একত্র সংযুক্ত করেন (অর্থাৎ সান্নায্য করেন), তাহা হইলে পুনরুক্তি করিয়া ফেলেন, এবং (দর্শ ও পূর্ণমাসের দেবতা দ্বয়ের মধ্যে) কলহ (উৎপাদন) করিয়া থাকেন।[২৬] তিনি তাহা দ্বারা[২৭] জল ও ওষধিসমূহ হইতে ইহাকে (সোম বা চন্দ্রকে) সংগৃহীত (অর্থাৎ দধি-পয়োরূপে সম্পাদিত) করিয়া আহুতিসমূহ হইতে উৎপাদন করেন, এবং আহুতিসমূহ হইতে সে উৎপাদিত হইয়া (প্রতিপৎ তিথিতে আকাশের) পশ্চিম দিকে দৃষ্ট হয়।[২৮]

২৪। মূল প্রকৃতিভূত দর্শযাগে ইন্দ্রের দধিদুগ্ধরূপ সান্নায্য বিহিত হইয়াছে; দ্রঃ—১. ৫. ৩. ৫।

২৫। দর্শযাগের অমাবাস্যায় ইন্দ্রের জন্য যে সান্নায্য বিহিত হইয়াছে, তাহা দাক্ষায়ণযাগে পৌর্ণমাসীতে পরদিনেই হইয়া থাকে; অমাবস্যার পরদিনে আর তাহার অনুষ্ঠান হয় না।

২৬। এস্থানের তাৎপর্য্য এই যে, দাক্ষায়ণযাগে পৌর্ণমাসীতে যে ঐন্দ্র সান্নায্য হয়, মূল দর্শযাগের দৃষ্টান্তে দাক্ষায়ণে অমাবস্যায় সেই ঐন্দ্র সান্নায্য করা উচিত নহে; তাহা করিলে পুনরুক্তি ও দেবতা-দ্বয়ের কলহ উৎপন্ন হয়। অতএব দাক্ষায়ণে অমাবস্যায় ঐ ঐন্দ্র সান্নায্য ত্যাগ করিয়া মৈত্রাবরুণ পয়স্যা করাই উচিত। সান্নায্যের ন্যায় পয়স্যাও দধি-দুগ্ধের বিকার, অতএব ইহাও এক প্রকার সান্নায্য। অতএব অমাবাস্যা যে সান্নায্যের ভাজন, তৎসম্বন্ধেও কোনো ব্যাঘাত হইল না। "পূর্ণমাসে কৃতমৈন্দ্রং সান্নায্যং পরিত্যজ্য দর্শে মিত্রবরুণদেবতাকা পয়স্যৈব কার্য্যা। তস্যা অপি দধিপয়সোর্বিকারত্বাৎ অমাবাস্যায়াঃ সান্নায্যভাজনত্বমপি ন ব্যাহন্যতে ইত্যর্থঃ"—সায়ণ।

২৭। অর্থাৎ দর্শে অনুষ্ঠিত সান্নায্যযাগের দ্বারা।

২৮। ১.৫.৩.৬, ১৫।

২১। তিনি ইহাকে (চন্দ্রকে) মিথুন হইতেই উৎপাদন করিয়া থাকেন; (এখানে) পয়স্যা (স্ত্রীং) স্ত্রী, এবং বা জি ন[২৯] রেত; এবং যাহা মিথুন হইতে জাত হয়, তাহাই সম্যক্‌রূপে (জাত)। এইরূপে তিনি ইহাকে এই উৎপাদক মিথুন হইতে উৎপাদন করিয়া থাকেন, এবং সেই জন্য এখানে পয়স্যা (হুত) হয়।

২২। তিনি বা জি গণকে বাজিন হোম করেন।[৩০] ঋতুসমূহই বা জী, এবং বাজিন রেতস্বরূপ; অতএব তাহা দ্বারা সম্যগ্‌ভাবেই রেত সিক্ত হইয়া থাকে, এবং ঋতুসমূহ সেই সিক্ত রেতকে এই প্রজাবৃন্দরূপে উৎপাদন করে; সেইজন্য তিনি বা জি-গণকে বাজিন হোম করেন।

২৩। তিনি (তাহা) যজ্ঞের পশ্চাদ্ভাগে[৩১] হোম করেন; কেননা যুবা পশ্চাৎ হইতেই ঘুরিয়া আসিয়া স্ত্রীর সহিত সঙ্গত হয়, ও তাহাতে রেত সেচন করে। তিনি প্রথমে পূর্ব্বদিকে (অল্প অংশ) হোম করেন। তিনি (হোতা) "হে অগ্নি, ভক্ষণ কর!"[৩২] এই বলিয়া অ নু ব ষ ট্‌ কা র উচ্চারণ করেন, এবং তাহাই (এখানে) স্বিষ্টকৃৎস্থানীয় হয়। তিনি পূর্ব্বদিকেই হোম করিয়া থাকেন।[৩৩]

২৯। ৮ম টীকা দ্রষ্টব্য।

৩০। কা. শ্রৌ. ৪. ৪. ৯।

৩১। অর্থাৎ শেষ ভাগে। এস্থানে বাজিনহোমের কাল বিহিত হইয়াছে; ইহা প্র স্ত র া ব য়্‌-বা নু প্র হ র ণ, ও প রি ধি - অ নু প্র হ র ণে র পর (১. ৭. ১. ১১, ২২; ১ম ভাগ ১৪৩—১৪৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) অনুষ্ঠেয়। 'দ্রষ্টব্য—কা. শ্রৌ. ৪.৪.৯-১২। ইহা হোম করিতে হইলে প্রথমে অগ্নির পূর্ব্বভাগে অল্প অংশ হোম করিতে হয়, তাহার পর হোতা অ নু ব ষ ট্‌ কা র (৩২শ টীকা দ্রষ্টব্য) উচ্চারণ করিলে পুনর্ব্বার অগ্নির পূর্ব্বভাগেই হোম করিতে হয়।

৩২। ঋ. সং ১০. ১২৩.৬; ঐ. ব্রা. ১. ৪. ৫; সায়ণ অত্রত্য ঐতরেয়ভাষ্যে বলিয়াছেন—বষট্‌কার দ্বিবিধ, প্র থ ম ব ষ ট্‌ কা র ও অ নু ব ষ ট্‌ কা র; যাজ্যাদ্বয়ের ('তং্তো বাম্‌..., "আশ্ব. ৪. ৭. ৪; ও "উভা পিবতং...;" ঋ, স. ১. ৪৬. ১৫) পাঠের পর যে বৌ ষ ট্‌ উচ্চারণ করা হয়, তাহা প্র থ ম ব ষ ট্‌ কা র; এবং "হে অগ্নি, ভক্ষণ কর... !" (ঋ. স. ১০. ১২৩. ৬) এই মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া যে বৌ ষ ট্‌ বলা হয় তাহা অ নু ব ষ ট্‌ কা র।

৩৩। অ নু ব ষ ট্‌ কা রে'র পর, আবার হোম করিতে হয়, এবং তাহারই কথা এখানে বলা হইয়াছে।

২৪। অনন্তর তিনি (হুতাবিশিষ্ট বাজিনের দ্বারা এই মন্ত্রে অগ্নিতে পূর্ব্বাদি) দিক্‌সমূহে দীর্ঘ ধারা পাত করেন ("ব্যাঘারয়তি")—"দিক্‌সমূহ!—মধ্যস্থিত দিক্‌সমূহ ("প্রদিশঃ")!—অন্নদিক্‌সমূহ ("আদিশঃ")!—বিদিক্‌সমূহ ("বিদিশঃ")!—ঊর্দ্ধ দিক্‌সমূহ ("উদ্দিশঃ")!—(এই) দিক্‌সমূহকে স্বাহা!"[৩৪] দিক্ পাঁচটী, এবং ঋতুও পাঁচটী; অতএব তিনি ইহাতে ঋতু (পুং)-গণের সহিত দিক্ (স্ত্রীং)-সমূহের মিথুনই করিয়া থাকেন।[৩৫]

২৫। সেই (অবশিষ্ট[৩৬] বাজিনকে) পাঁচ জনে ভক্ষণ করেন, যথা, হোতা; অধ্বর্য্যু, ব্রহ্মা, আগ্নীধ্র, ও যজমান। ঋতু পাঁচটি;[৩৭] অতএব তিনি ইহাতে ঋতুগণেরই রূপ করিয়া থাকেন, তিনি ইহাতে ঋতুসমূহে (পূর্ব্বে) সিক্ত[৩৮] রেতকে প্রতিষ্ঠাপিতই করিয়া থাকেন। 'প্রথমে আমি যেন রেতকে স্বীকার করিতে পারি!' এই মনে করিয়া প্রথমে যজমান ভক্ষণ করেন; অথবা 'শেষে আমাতে রেত প্রতিষ্ঠিত হইবে!' এই মনে করিয়া তিনি শেষে (ভক্ষণ করেন)।[৩৯] 'উপহূত, ও উপহূত কর!'[৪০] এই বলিয়া তাঁহারা তাহাকে (ঐ বাজিনকে) সোম (-সদৃশই) করিয়া থাকেন।[৪১]

৩৪। বা. স. ৬. ১৯, ২-৬; "দিগ্মধ্যবর্ত্তিন্যঃ প্রদিশঃ, ঈষদ্দিশঃ আদিশঃ, বিদিশ আগ্নেয়াদিকোণদিশঃ, উদ্দিশ ঊর্দ্ধা দিশঃ"—সায়ণ। প্রতিমন্ত্রেই স্বাহাকার উচ্চাচণ করিয়া যথাক্রমে অগ্নির পূর্ব্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম, উত্তর, মধ্য ও পূর্ব্বদিকে হোম করিতে হয়; কা. শ্রৌ. ৪.৪.১৬-১৮। এই কার্য্যের বৈদিক নাম দি গ্ ব্যা ঘা র ণ।

৩৫। "ঋতুনেবৈতদ্ দিগ্‌ভির্মিথুনান্ করোতি"—কাণ্ব পাঠ।

৩৬। কেহ কেহ বলেন স্রুকে অবশিষ্ট, অপরেরা বলেন স্থালীতে অবশিষ্ট

৩৭। দ্রঃ—১.৩. ২, ১০, ১ম খণ্ড, ১০০ পৃ. ৮ম টীকা।

৩৮। দ্রঃ—২২শ কণ্ডিকা।

৩৯। কা. শ্রৌ. ৪. ৪. ২৭।

৪০। ইহা আক্ষরিকার্থ; ভাবার্থ এইরূপ—'অনুজ্ঞাত, ও অনুজ্ঞা কর!' মূল 'উপহূত উপহ্বয়স্বেতি;" "উপহূত" ইত্যনুজ্ঞামন্ত্রঃ, "উপহ্বয়স্ব"—ইত্যনুজ্ঞাপনমন্ত্রঃ,—সায়ণ; "উপহ্বয়স্ব ভক্ষণার্থমনুজানীহি...উপহূত ইতি...অনুজ্ঞাতঃ"—কা. শ্রৌ. ৪. ৪. ১৯, যাজ্ঞিকদেব; মী. দ. ৩.৫. ৩২।

৪১। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে হোতা, অধ্বর্য্যু, ব্রহ্মা, আগ্নীধ্র ও যজমান এই পাঁচজন অবশিষ্ট বাজিন ভক্ষণ করেন, কি প্রণালীতে ভক্ষণ করিতে হইবে, তাহাই এখানে উক্ত হইতেছে। তাঁহারা অবশি

বাজিন ভক্ষণের জন্য হস্তে গ্রহণ করিয়া পরস্পর সকলকেই হোতৃপ্রভৃতি পদে সম্বোধনপূর্ব্বক "(এই বাজিন ভক্ষণের জন্য) অনুজ্ঞা প্রদান করুন ("উপহ্বয়স্ব") !' এইরূপে অনুজ্ঞা প্রার্থনা করিয়া ও অনুজ্ঞাত ("উপহূতঃ") হইয়া ঐ বাজিন ভক্ষণ করেন। তাহা ভক্ষণ করিবার কয়েকটি বৈকল্পিক মন্ত্র সূত্রগ্রন্থে দৃষ্ট হয়, যথা—'তুমি বাজী (অন্নবান্) ঋতুগণের বাজিন,'আমি তোমাকে ভক্ষণ করি !' অথবা 'আমি বাজী (বলবিশেষশালী, বা অন্নবান্), আমি অনুজ্ঞাত হইয়া অনুজ্ঞাত বাজিনকে ভক্ষণ করি !' অথবা 'আমি অন্নের দ্বারা অন্নবান্ হইব (কিংবা বলবিষয়ে বলবান্ হইব) !' মন্ত্রকয়টির মূল এই—"ঋতূনাং ত্বা বাজিনাং বাজিনং ভক্ষয়ামি ।" "বাজ্যহং বাজিনস্যোপহূতস্যোপহূতো ভক্ষয়ামি ! "বাজে বাজী ভূয়াসম্ !" সোমযাগে হুতাবিশিষ্ট সোমভক্ষণও এইরূপেই করিতে হ (দ্রঃ—কা. শ্রৌ. ৪.৪.২১)। এই জন্য উক্ত হইয়াছে যে, তাদৃশ বাজিনপান সোমসদৃশ। কা. শ্রৌ ৪, ৪. ১৯-২৭। দাক্ষায়ণযজ্ঞের দক্ষিণা এক সুবর্ণ (১৭০ রত্তি পরিমাণ) অথবা অন্বাহার্য ওদন।

দ্বিতীয় ব্রাহ্মণ

[১ বক্ষ্যমাণ চাতুর্মাস্যসমূহ বিধানের জন্য তদন্তর্গত বৈশ্বদেবযাগ যে প্রজাসৃষ্টির অনুকূল, ইহাই প্রতিপাদনের জন্য আখ্যায়িকা—প্রথমে প্রজাপতি একাই ছিলেন, তিনি তাহার পর প্রজা সৃষ্টি করিলেন, সৃষ্ট প্রজাসমূহ পরাভূত (মৃত) হইয়া বিহঙ্গ হইয়া উৎপন্ন হইল ;—২ তিনি দ্বিতীয় ও তৃতীয় বারেও প্রজাসৃষ্টি করিলেন, কিন্তু পূর্ব্বের ন্যায় পরাভূত হইয়া যথাক্রমে ক্ষুদ্র সরীসৃপ ও সর্প হইয়া জন্মিল, অন্যেরা বলেন প্রজাপতির ত্রিবিধ প্রজা পরাভূত হইয়াছিল, কিন্তু মন্ত্রে ত্রিবিধের উল্লেখ পাওয়া যায় ;—৩ প্রজাপতি পরাভবের কারণ চিন্তা করিয়া দেখিলেন যে, অনশনে তাহারা ঐরূপ হইয়াছে, এই জন্য তিনি স্বশরীরে দুগ্ধপূর্ণ স্তনদ্বয় উৎপাদন করিয়া প্রজা সৃষ্টি করিলেন, প্রজারা তাহাই অবলম্বন করিয়া অপরাভূত হইয়া থাকিতে লাগিল ;—৪-৫উক্ত বৃত্তান্তের মন্ত্র-উল্লেখে সমর্থন, ঐ মন্ত্রের ব্যাখ্যা ;—৬ প্রজাপতির স্তনস্থিত ঐ দুগ্ধ অন্নরূপ, এবং অন্ন প্রজাস্বরূপ ;—৭ প্রজাকাম ব্যক্তি (বৈশ্বদেবের) হবির দ্বারা যাগ করেন ;—৮বৈশ্বদেবের প্রথম হবি অষ্টকপালসংস্কৃত পুরোডাশ, এবং তাহা অগ্নিকে প্রদত্ত হয় ;—৯ দ্বিতীয় হবি সোমের জন্য চরু ;—১০ তৃতীয় হবি সবিতার জন্য দ্বাদশ বা অষ্ট কপালে সংস্কৃত পুরোডাশ ;—১১ চতুর্থ ও পঞ্চম হবি যথাক্রমে সরস্বতী ও পূষার চরু, এই হবির্দ্বয়ের প্রশংসা ;—১২-১৩ পূর্ব্বোক্ত পাঁচটি হবির পর ষষ্ঠ স্থানে পয়স্যাযাগের অবসর, কিন্তু সেখানে মরুদ্গণের জন্য সপ্তকপালসংস্কৃত চরু প্রদান করিতে হয়, আখ্যায়িকা দ্বারা ইহার সমর্থন ;—১৪ ঐ চরু স্বা ধী ন ব ল এই বিশেষণযুক্ত মন্ত্রে দান করিতে হয়, তাদৃশ মন্ত্র (অর্থাৎ যাজ্যা ও অনুবাক্যা) না পাওয়া গেলে কেবল মরুদ্গণকে দেয় ;—১৬ অনন্তর পয়স্যাযাগ, তাহার প্রশংসা ;—১৬ ঐ পয়স্যা যে বিশ্বদেবসম্বন্ধী হয়, তাহার প্রতিপাদন ;—১৭ অনন্তর দ্যৌ ও পৃথিবীর জন্য এককপালে সংস্কৃত পুরোডাশের বিধান ও তাহার সমর্থন ; —১৮ পূর্ব্ববিহিত প্রধান কার্য্যসমূহের প্রণালী-উল্লেখ, বৈশ্বদেবে উত্তরবেদি নির্ম্মাণ করিতে হয় না, তাহার যুক্তি, বর্হি-বন্ধন ও প্রস্তরগ্রহণ ;—১৯ হবিসমূহ আসাদন করিবার পর অগ্নিমন্থন ;—২০ বৈশ্বদেবে নয়টি প্রযাজ ও নয়টি অনুযাজ হইয়া থাকে ;—২১ বৈশ্বদেবপর্ব্বে তিনটি সমষ্টিযজুর্হোম হয়, তাহার যুক্তি, পক্ষান্তরে একটিও হইতে পারে, যজমানের গোষ্ঠে (সেই বৎসরে) যে গোবৎস প্রথমে জাত হয়, বৈশ্বদেবপর্ব্বে তাহাকেই দক্ষিণারূপ দিতে হয় ;—২২ বৈশ্বদেবপর্ব্বের ফলকীর্ত্তন—ইহাতে প্রজালাভ ও স্ত্রীলাভ হইয়া থাকে ।]

১। অগ্রে[১] ইহা (বিশ্ব) এক প্রজাপতিই ছিলেন। তিনি দেখিলেন

১। এখান হইতে কাণ্ডশেষ পর্য্যন্ত চা তু র্মা স্য প্রকরণ। সপ্তবিধ হবির্যজ্ঞের মধ্যে চা তু র্মা স সমূহ অন্যতম। চাতুর্মাস্য বলিতে চারিটি যাগ বুঝা যায়, যথা,—বৈ শ্ব দে ব, ব রু ণ

(চিন্তা করিলেন) যে, 'কিরূপে আমি প্রজাত (অর্থাৎ প্রভূত)[২] হইব।' তিনি শ্রম ও তপস্যা করিলেন, এবং (তদনন্তর) প্রজাসমূহ সৃষ্টি করিলেন। তাঁহার সৃষ্ট প্রজাসমূহ পরাভূত (মৃত) হইয়াছিল, এবং তাহারাই (এই) বিহঙ্গসমূহ (হইয়াছে)। পুরুষই প্রজাপতির সন্নিকৃষ্টতম, এবং পুরুষ পদদ্বয়যুক্ত হইয়া থাকে ; এই জন্য বিহঙ্গসমূহ পাদদ্বয়বিশিষ্ট (হইয়াছে)।

২। প্রজাপতি দেখিলেন "আমি পূর্ব্বে যেমন এক ছিলাম, এখনো (সেইরূপ) একই আছি।' তিনি দ্বিতীয় (প্রজাবৃন্দ) সৃষ্টি করিলেন, (কিন্তু) ইঁহার এগুলিও পরাভূত হইল ; ইহারা সর্পভিন্ন এই ক্ষুদ্র সরীসৃপ হইল। তাঁহারা বলেন যে, তিনি তৃতীয় (প্রজাবৃন্দ) সৃষ্টি করিয়াছিলেন। (কিন্তু) ইঁহার এগুলিও পরাভূত হইয়াছিল ; ইহারা এই সর্প হইয়াছে। যা জ্ঞ ব ল্ক্য

প্র ঘা স, সা ক মে ধ, ও শু না সী রী য় বা শু না সী র্য্য। বৎসরের মধ্যে চারি-চারি মাস অন্তর অনুষ্ঠিত হয় বলিয়া ইহাদের নাম চা তু র্মা স্য ; এবং প র্ব্ব অর্থাৎ পূর্ণিমার দিন ইহাদের অনুষ্ঠান আরব্ধ হয় বলিয়া ইহারা প র্ব্ব নামে প্রসিদ্ধ।

শাখান্তরে উক্ত হইয়াছে—"ঋতুমুখে ঋতুমুখে চাতুর্মাস্যৈর্যজেত—কা. শ্রৌ. ৫. ১. ১. বৃত্তি। ইহার দ্বারা বুঝা যায় যে, ঋতুর প্রারম্ভে ইহাদের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। কিন্তু সমস্ত ঋতুর প্রারম্ভে হয় না ; বসন্ত, বর্ষা ও শরৎ ঋতুতেই হইয়া থাকে। ফাল্গুন বা চৈত্রের পূর্ণিমায় বৈশ্বদেব, তাহার পর চার মাস অতীত হইলে আষাঢ় বা শ্রাবণের পূর্ণিমায় বরুণপ্রঘাস ; ইহার পর চারিমাস অতীত হইলে কার্ত্তিক বা অগ্রহায়ণের পূর্ণিমায় সাকমেধ হইয়া থাকে। সাকমেধের অব্যবহিত পরে, অথবা তাহার পর যে দিন ইচ্ছা (দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ বা অর্দ্ধমাস, বা মাস, অথবা চারি মাসে) শুনাসীরীয় করিতে পারা যায়। দ্রঃ—২ ৫. ৪.১০ ; ঐ সায়ণভাষ্য ও হরিস্বামিভাষ্য ; কা. শ্রৌ, ৫.১১.১-২, ঐ বৃত্তি ; আবার কেহ কেহ বলেন মাঘীপূর্ণিমাতেও করিতে পারা যায়, শাঙ্খা. শ্রৌ. ৩.১৮. ১৭-১৮ ; ৩.১৩. ; ১-২ ; ১৪.১-২ ; ১৫.১-২.। শুনাসীরীয় যদিও চারিমাসের পর অনুষ্ঠিত হয় না, তথাপি তাহার চাতুর্মাস্যতার ব্যাঘাত হয় না। এতৎসম্বন্ধে সায়ণাচার্য্যের মন্তব্য দ্রষ্টব্য, ২.৫.৪. ১০। বৈশ্বদেবসম্বন্ধে তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণেও (১.৬.২) এক আখ্যায়িকা আছে।

২। "বহু প্রভূতং স্যাং ভবেয়ং প্রাজায়েয় প্রকর্ষেণ উৎপদ্যেয়"—শাঙ্করভাষ্য, ছান্দোগ্য উপনিষৎ, ৬.২.২.।

বলিয়াছেন যে, প্রজাপতি দুইটি প্রজাবৃন্দ সৃষ্টি করিয়াছেন ; কিন্তু (বক্ষ্যমাণ)[৩] ঋকের দ্বারা জানা যায় যে, তিনি তিনটি (সৃষ্টি করিয়াছেন)।

৩। প্রজাপতি অর্চ্চনা ও শ্রম করিতে করিতে দেখিলেন (ভাবিলেন) যে, 'আমার সৃষ্ট প্রজাসমূহ কি জন্য পরাভব প্রাপ্ত হইতেছে ?' তিনি ইহাতে দেখিতে পাইলেন যে, 'অনশন হেতুই আমার প্রজাসমূহ পরাভব প্রাপ্ত হইতেছে।' তিনি পুনর্ব্বার সৃষ্টি করিবার অগ্রে নিজের শরীরে (স্থিত) স্তনদ্বয়ে দুগ্ধ পূর্ণ করিলেন।[৪] (অনন্তর) তিনি প্রজাসমূহ সৃষ্টি করিলেন ; এবং সেই সৃষ্ট প্রজাসমূহ ইঁহার স্তনদ্বয় প্রাপ্ত হইয়া (জীবন ধারণ করিল); ও তাহার পর ইহারা অপরাভূত হইয়া সম্যগ্‌ভাবে অবস্থান করিল।

৪। সেইজন্যই ঋষি দ্বারা (ইহা) লক্ষ্য করিয়া উক্ত হইয়াছে—"তিনটি প্রজাবৃন্দ[৫] বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল,"[৬]—ঐ যাহারা পরাভূত হইয়াছিল, তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া ইহা উক্ত হইয়াছে ;—"অপরেরা (অপর প্রজাগণ) অর্কের চারিদিকে নিবিষ্ট হইয়াছিল,"—অগ্নিই অর্ক, এবং এই যে সকল প্রজা অপরাভূত ছিল, তাহারা অগ্নির চারিদিকে নিবিষ্ট হইয়াছিল,—ইহাই লক্ষ্য করিয়া তাহা উক্ত হইয়াছে।

৫। —"মহৎ[৭] ভুবনসমূহের মধ্যে অবস্থান করিয়াছিল,"—প্রজাপতিকেই লক্ষ্য করিয়া ইহা উক্ত হইয়াছে ;—"পবমান হরিৎসমূহে প্রবেশ করিয়াছিল,"—দিক্‌সমূহই হরিৎ, এবং এই পবমান বায়ু তৎসমূহে প্রবিষ্ট হইয়াছিল, এবং তাহাদিগকেই (অর্থাৎ ঐ পূর্ব্বোক্ত প্রজাসমূহ) লক্ষ্য করিয়া এই ঋক্ উক্ত হইয়াছে। প্রজাপতি যে প্রকারে প্রজাসমূহ সৃষ্টি করিয়াছিলেন, সেই প্রকারেই এই প্রজাসমূহ প্রজাত হয় ; কেননা, ইদানীং যখন স্ত্রীলোকের স্তনদ্বয়, ও পশুগণের পালান (উধঃ) বর্দ্ধিত হইয়া উঠে, তখন যাহা জাত হয়,

৩। পরবর্ত্তী ৩য় ও ৪র্থ কণ্ডিকা দ্রষ্টব্য।

৪। "স আত্মন এবাগ্রে স্তনয়োঃ পয় আপ্যায়য়াঞ্চক্রে," অনুবাদ সায়ণানুসারে ; Eggeling করিয়াছেন—'তাহাদের শরীরের অগ্রভাগে স্তন উৎপাদন করিয়াছিলেন।'

৫। অর্থাৎ ত্রিবিধ প্রজা।

৬। ঋ. স. ৮. ১০১. ১৪। দ্রঃ—ঐ. আ. ২.১.১.৪—৮।

৭। মুদ্রিত সংহিতায় (ঋ. স. ৮. ১০১. ১৪) "বৃহদ্" পাঠ আছে।

তাহাই (সম্যক্) জাত হইয়া থাকে, এবং তৎসমুদয় (অর্থাৎ জাত সেই সমূহ) স্তনদ্বয়কেই প্রাপ্ত হইয়া সম্যগ্ভাবে বর্ত্তমান থাবে (অর্থাৎ বর্দ্ধিত হয়)।

৬। তখন [৮] দুগ্ধই অন্ন (ছিল) ; কেননা, প্রজাপতি অগ্রে ইহাই উৎপাদন করিয়াছিলেন। (আবার) অন্নই প্রজা ;[৯] কেননা, অন্নেই প্রজাগণ সম্যগ্ভাবে বর্ত্তমান থাকে ; অধুনা যাহাদের দুগ্ধ আছে, তাহারা স্তনদ্বয়কেই প্রাপ্ত হইয়া সম্যগ্ভাবে বর্ত্তমান থাকে ; আর যাহাদের দুগ্ধ হয় না, তাহাদিগবে জন্মমাত্রেই (পূর্ব্ব প্রজারা দুগ্ধ) পান করাইয়া থাকে, এবং তাহাতেই তাহার সম্যগ্ভাবে বর্ত্তমান থাকে ; অতএব অন্নই প্রজা।

৭। যে ব্যক্তি প্রজাকাম হন[১০], তিনি এই (বৈশ্বদেব পর্ব্বরূপ) হবির দ্বারা যাগ করেন, এবং তাহাতে প্রজাপতিস্বরূপ নিজেকেই যজ্ঞ বিধান করিয়া থাকেন।

৮। (সেখানে প্রথমে) অষ্টকপালসংস্কৃত আগ্নেয় (অগ্নিদেবতার) পুরোডাশ হইয়া থাকে ; কেননা, অগ্নি দেবতাগণের মুখ (অথবা শ্রেষ্ঠ), লোকের উৎপাদক,[১১] ও প্রজাপতি ; এইজন্য আগ্নেয় পুরোডাশ হইয়া থাকে।

৯। অনন্তর সৌম্য (অর্থাৎ সোমের) চরু হয়। সোম রেতস্বরূপ ; অতএব, তিনি রেতস্বরূপ সোমকে উৎপাদক অগ্নিতে সেচন করেন, এবং তাহা সম্মুখে উৎপাদক মিথুন হয়।

১০। অনন্তর সাবিত্র (অর্থাৎ সবিতার) দ্বাদশ বা অষ্ট কপালে সংস্কৃত, পুরোডাশ হইয়া থাকে। সবিতা দেবগণের প্রেরয়িতা, তিনি প্রজাপতি এবং মধ্যে উৎপাদক ;[১২] সেইজন্য সাবিত্র চরু হইয়া থাকে।

১১। অনন্তর সারস্বত (সরস্বতীর) ও পৌষ্ণ (পুষার) চরু হইয়া থাকে।

৮। "তত ;" "অত্র খলু জন্মানন্তরকালে," জন্ম হইবার পর,—সায়ণ।

৯। অর্থাৎ অন্ন প্রজাস্বরূপ।

১০। কা. শ্রৌ. ৫;১. ১০।

১১। সায়ণ বলেন—অগ্নি মাতা-পিতার ভুক্ত অন্নপ্রভৃতিকে জাঠর-অগ্নি-রূপে পরিপক্ব করে, ও তাহা হইতে শুক্র-শোণিত হয়, এবং তাহাতেই সন্তান জাত হয়, এইরূপে অগ্নি উৎপাদক।

১২। বৈশ্বদেবে পাঁচটি হবি হইয়া থাকে, যথা আগ্নেয়, সৌম্য, সাবিত্র, সারস্বত ও পৌষ্ণ। ইহাদের মধ্যে সাবিত্র অর্থাৎ সবিতার হবি তৃতীয় হওয়ায় মধ্যবর্ত্তী, এবং বৈশ্বদেব প্রজাসৃষ্টির হেতু

সরস্বতী স্ত্রী, এবং পূষা যুবা ; অতএব ইহাতে পুনর্ব্বার[১৩] এক উৎপাদক মিথুন হয়। প্রজাপতি এই উৎপাদক মিথুনেরই দ্বারা উভয় দিকে অর্থাৎ এখান হইতে ঊর্দ্ধে ও এইখানে নীচে অবস্থিত প্রজাসমূহকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন।[১৪] ইনিও সেইরূপ এই উৎপাদক মিথুন হইতে উভয়দিকে অর্থাৎ এখান হইতে ঊর্দ্ধে ও এখানে নীচে অবস্থিত প্রজাগণকে সৃষ্টি করিয়া থাকেন। সেই জন্য এই পাঁচটি হবি হইয়া থাকে।

১২। অনন্তর এইজন্য[১৫] পয়স্যা (যাগের) স্থান ; কিন্তু[১৬] মরুদ্গণের জন্য সপ্তকপালে সংস্কৃত (পুরোডাশ) হইয়া থাকে। মরুদ্‌গণ প্রজা ("বিশঃ"), দেবপ্রজা। তাঁহারা নিষেধরহিত হইয়া বিচরণ করিতেন। প্রজাপতি যখন (পূর্ব্বোক্ত পাঁচটি হবির দ্বারা) যাগ করিতেছিলেন, সেই সময় তাঁহারা তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন—'আপনি এই হবির দ্বারা যাহাদিগকে সৃষ্টি করিবেন, আমরা আপনার এই সেই প্রজাসমূহকে বিমথিত করিব'।[১৭]

১৩। প্রজাপতি দেখিলেন—'আমার পূর্ব্ব প্রজাসমূহ পরাভূত হইয়াছে, ইহারা যদি এই সকলকেও বিমথিত করে, তাহা হইলে কিছুই অবশিষ্ট থাকিবে না।' তিনি তাহাদিগের জন্য এই সপ্তকপালসংস্কৃত মারুত (মরুৎ-

---

বলিয়া ঐ সকল হবি যে দেবতাগণকে দেওয়া হয়, তাঁহারা প্রজাপতিস্বরূপ ও প্রজার উৎপাদক। এইজন্যই এখানে বলা হইল যে, সবিতা মধ্যবর্ত্তী।

১৩। সৌম্য চরুর দ্বারা পূর্ব্ব এক মিথুনের কথা উক্ত হইয়াছে ; ৮ম কণ্ডিকা দ্রষ্টব্য।

১৪। অথবা, 'উভয় দিকে এই উৎপাদক মিথুন দ্বারা...' ইত্যাদি। এপক্ষে উভয়দিকে বলিতে পাঁচটি হবির আদি ও অন্তভাগ বুঝিতে হইবে। মধ্যভাগে সবিতা প্রজা উৎপাদন করেন উক্ত হইয়াছে, ১০ম কণ্ডিকা। 'এখান হইতে,' মূল 'ইতঃ' ; সায়ণ অর্থ করেন ভূলোক হইতে।

১৫। সায়ণ এ স্থানে বলিয়াছেন—'পূর্ব্বোক্ত পাঁচটি হবির দ্বারা প্রজা উৎপন্ন হইল, এখন উৎপন্ন প্রজাগণের স্থিতির জন্য পয়স্যারূপ অন্ন প্রদর্শিত হইতেছে,—"অথ এবং প্রজাসৃষ্টেরনন্তরং যতঃ সৃষ্টানাং প্রজানামন্নমপেক্ষিতং, ততঃ পয়স্যায়া এব পয়োবিকারদ্রব্যসাধ্যস্য যাগস্য এতৎ আয়তনং স্থানমিত্যর্থঃ।"

১৬। পূর্ব্বোক্ত পঞ্চম হবির পর ষষ্ঠ স্থানে পয়স্যাযাগই ন্যায়প্রাপ্ত ছিল, কিন্তু তাহা না করিয়া ঐ স্থানে মরুদ্গণের জন্য সপ্তকপাল চরুই বিধেয়। দ্রঃ—কা. শ্রৌ. ৫.১. ১৬—১৭। পূর্ব্বোক্ত পাঁচটি হবি সমস্ত চাতুর্মাস্যেই হইয়া থাকে, ঐ ১৫।

১৭। কাণ্বশাখায় আরো একটু আছে—'যদি আপনি আমাদিগকে কিছু ভাগ না দেন।'

দেবতার) পুরোডাশ বিধান করিলেন। এবং ইহাই সেই সপ্তকপালসংস্কৃত পুরোডাশ। তাহা যে সপ্তকপালে সংস্কৃত হয়, (তাহার কারণ এই যে), মরুৎ-সমূহের গণ সাত-সাতটি করিয়া হইয়া থাকে।[১৮] সেইজন্যই মারুত পুরোডাশ সপ্তকপালসংস্কৃত হইয়া থাকে।

১৪। তিনি তাহা স্বা ধী ন ব ল (মরুদ্গণের) জন্য করিবেন।[১৯] কেমনা, তাঁহারা স্বয়ং এই ভাগ (অধিকার) করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা (যদি) স্বা ধী ন ব ল (এই বিশেষণযুক্ত মরুদ্গণের) যাজ্যা ও অনুবাক্যা প্রাপ্ত না হন, তাহা হইলে সেই (পুরোডাশ) মরুদ্গণেরই হইবে।[২০] ইহা প্রজাগণেরই অহিংসার জন্য করা হইয়া থাকে ; এবং সেইজন্য ইহা মরুদ্গণের হয়।

১৫। অনন্তর ইহা (এই স্থান) হইতে[২১] পয়স্যা[২২] (-যাগ উক্ত হই-

---

১৮। মরুতেরা মোট ৬৩টি (ঋ. স. ৮. ৯৬. ৮)। ইহাদিগকে নয় গণ বা বর্গে বিভক্ত করা হয়, প্রত্যেক বর্গে সাত-সাতটি করিয়া থাকেন। দ্রঃ—ঋ. স. ৮. ৯৬.৮, সায়ণ-ভাষ্য ; তৈ. স. ৪. ৬. ৫. ৫-৬ ; তৈ. ব্রা. ২. ৭. ২। আর সায়ণ এই স্থানের শতপথভাষ্যে লিখিয়াছেন যে মরুতেরা মোট ৪৯ জন—"তে চৈকোনপঞ্চাশৎসংখ্যাকাঃ।"

১৯। অর্থাৎ ম রু দ্ গ ণ এই বিশেষ্যের সহিত স্বা ধী ন ব ল এই বিশেষণ যোগ করিয়া ঐ পুরোডাশ প্রদান করিতে হইবে ; স্বা ধী ন ব ল শব্দের মূল "স্বতবোভ্যঃ ;" কা. শ্রৌ. সূত্রে (৫. ১. ১৬) "স্বতবদ্ভ্যঃ" পাঠ আছে।

২০। কাণ্বশাখায় আছে—" তদ্ধৃত যাজ্যানুবাক্যে স্বতবত্যৌ ন বিন্দন্তি ; যদি যাজ্যানুবাক্যে স্বতবত্যৌ ন বিন্দেদপি মারুত্যাবেব স্যাতাম্।"

২১। "অথাতঃ ;" সায়ণ এখানে 'অতঃ' শব্দের ব্যাখ্যা করিয়াছেন—'যে হেতু মারুত যাগের দ্বারা মরুদ্গণকৃত হিংসা পরিহৃত হওয়ায় সৃষ্ট প্রজাসমূহ সুখে অবস্থান করিয়া অন্ন আকাঙ্ক্ষা করে, সেই জন্য তাহাদিগের নিমিত্ত পয়োরূপ অন্ন উৎপাদন করিবার জন্য পয়স্যাযাগ করা উচিত।' ব্রহ্ম-সূত্রের "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" (১. ১. ১) সূত্রের 'অতঃ' শব্দকে সমস্ত ভাষ্যকারই হেতু-অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু বিজ্ঞানভিক্ষু স্বকীয় বিজ্ঞানামৃতভাষ্যে অর্থ করিয়াছেন "অতঃ ইত্যত্র ইদমা প্রকৃত-সূত্রমুচ্যতে পঞ্চমী চাবধৌ, তথাচ ইদং সূত্রমারভ্যেত্যর্থঃ ;" অর্থাৎ তিনি এখানে অবধি-অর্থে (হেতু অর্থে নহে) পঞ্চমী বলিতে চাহেন, তবেই তাহার, অর্থ হয়—'এই হইতে ;' অর্থাৎ 'এই (সূত্র) হইতে ব্রহ্মজিজ্ঞাসা।' ব্রাহ্মণের এই সকল স্থলে (১৮ কণ্ডিকা দেখ) বিজ্ঞানভিক্ষুর মত সমর্থন করিতে পারা যায়।

২২। ইহারই অপর নাম আ মি ক্ষা (কা. শ্রৌ. ৩. ৩. ১০. যাজ্ঞিকদেব), বঙ্গদেশে ইহা ছা না

ভ্রছে)। পয় হইতেই প্রজাসমূহ সম্ভূত (বর্দ্ধিত) হইয়া থাকে, এবং পয় হইতেই সম্ভূত হইয়াছে; অতএব যাহা হইতে তাহারা সম্ভূত হইয়াছে, ও যাহা হইতে সম্ভূত হয়, তিনি ইহাতে (পয়স্যাযাগের দ্বারা) তাহাদিগের (প্রজাদের) জন্য তাহাই (সম্পাদন) করিয়া থাকেন; এবং তিনি যে সকল প্রজাকে পূর্ব্ব (কথিত আগ্নেয়াদি পঞ্চ)[২৩] হবির দ্বারা সৃষ্টি করেন, তাহারা এই পয়স্যার (প্রকৃতিভূত) পয় হইতে সম্ভূত (বর্দ্ধিত) হইয়া থাকে।

১৬। তাহাতে (ঐ পয়স্যাতে) মিথুন (বিদ্যমান) আছে; (কেননা) পয়স্যা স্ত্রী, এবং বাজিন রেত। সেই মিথুন হইতে (এই) অপরিমিত বিশ্ব অনুক্রমে জাত হইয়াছে। অতএব যেহেতু এই মিথুন হইতে অপরিমিত বিশ্ব অনুক্রমে জাত হইয়াছে, সেইহেতু (ঐ পয়স্যা) বৈশ্বদেবী (বিশ্বদেবসম্বন্ধিনী) হইয়া থাকে।

১৭। অনন্তর দ্যৌ ও পৃথিবীর জন্য এক কপালে সংস্কৃত পুরোডাশ (প্রদত্ত) হইয়া থাকে। প্রজাপতি এই সমস্ত (পূর্ব্বোক্ত) হবির দ্বারা প্রজাসমূহ সৃষ্টি করিয়া তাহাদিগকে দ্যৌ ও পৃথিবীর দ্বারা পরিবেষ্টিত করিয়াছিলেন, এবং তাহারাও (সেইরূপে) দ্যৌ ও পৃথিবীর দ্বারা পরিবেষ্টিত রহিয়াছে। এই প্রকারই তিনি (যজমান) যে সকল প্রজাকে এই (পূর্ব্বোক্ত) হবিসমূহ দ্বারা সৃষ্টি করেন, তাহাদিগকে দ্যৌ ও পৃথিবীর দ্বারা পরিবেষ্টিত করেন; এবং সেই জন্যই দ্যৌ ও পৃথিবীর জন্য এক কপালে সংস্কৃত পুরোডাশ (প্রদত্ত) হইয়া থাকে।

১৮। অনন্তর এই স্থান হইতে[২৪] (কার্য্য-) প্রণালীই (উক্ত হইতেছে)। তাঁহারা (এই মনে করিয়া) উ ত্ত র বে দি[২৫] উত্থাপিত করেন না যে,

---

নামে প্রসিদ্ধ। দ্রঃ—"পয়স্যা ভবতি পয়ো হি বা এতস্মাদপক্রামতি"—ঐ. ব্রা. ২. ৩, ৬; তৈ. ব্রা. ১. ৬. ২০. ৪; কা. শ্রৌ. ৪. ৪. ৮-৯; ১ম খণ্ড ১৪৪ পৃঃ। ছানার জলকে বা জি ন বলে।

২৩। ৮ম হইতে ১১শ কণ্ডিকা দ্রষ্টব্য।

২৪। ২১শ টীকা দ্রষ্টব্য; সায়ণ এখানে "অতঃ" শব্দের অর্থ করিয়াছেন—'যেহেতু প্রধান (কার্য্য) -সমূহের অঙ্গের অপেক্ষা আছে, সেই কারণে।'

২৫। আহবনীয় অগ্নির উত্তর দিকে চা ত্বা ল হইতে গৃহীত মৃত্তিকা দ্বারা নির্ম্মিত স্থণ্ডিলের নাম উ ত্ত র বে দি, ইহা ব রু ণ প্র ঘা সে আবশ্যক হয়। বৈ শ্ব দে বে তাহার প্রয়োজন হয় না। বিশেষ বিবরণ ২. ৪. ৩. ৫ম কণ্ডিকার টীকায় দ্রষ্টব্য।

(ইহাতে[২৬] অনুষ্ঠীয়মান কার্য্য) বিসৃষ্ট (অর্থাৎ অপ্রতিবদ্ধ) হইতে পারিবে, সমগ্র (সম্পূর্ণ) হইতে পারিবে, এবং বিশ্বদেব-সম্বন্ধী[২৭] হইতে পারিবে। বর্হি (প্রথমে) তিন ভাগে (পৃথক্ পৃথক্) বদ্ধ হয়, এবং পুনর্ব্বার তাহাকে এক করিয়া বন্ধন করা হয়; কেননা, ইহাই প্রজোৎপত্তির রূপ, কারণ পিতা ও মাতা এই (উভয়ই) উৎপাদক হন, এবং যে জন্মগ্রহণ করে সে (তাঁহাদের) তৃতীয়।[২৮] সেই জন্য (ঐ বর্হি প্রথমে) তিন ভাগে (বদ্ধ) হইয়া পুনর্ব্বার এক করিয়া (বদ্ধ হইয়া থাকে)। "(সেথানে দর্ভের) প্রসূ (পুষ্পিত অঙ্কুর)-সমূহ বদ্ধ হইয়া থাকে, এবং তৎসমুদয়কে তিনি প্র স্ত র রূপে গ্রহণ করেন;[২৯] কেননা ইহা (বৈশ্বদেব কর্ম্ম) উৎপাদক, এবং প্রসূসমূহও উৎপাদক;" সেই জন্য তিনি প্রসূসমূহকে প্রস্তররূপে গ্রহণ করেন।

১৯। তাঁহারা হবিসমূহ আসাদন (স্থাপন) করিয়া অগ্নি মন্থন করেন।[৩০]

২৬। অর্থাৎ সেই বেদি না করায়।

২৭। অসমগ্র বস্তু বিশ্বদেবযোগ্য নহে—সায়ণ।

২৮। কা. শ্রৌ. ৫. ১. ২৫। তৈ. ব্রা. ১. ৬. ৩. ১।

২৯। দ্রঃ—১. ২. ৬. ৫, ৭ম টীকা; ১. ৭. ১. ১১।

৩০। কাত্যায়ন শ্রৌতসূত্রে (৫. ৮. ৩১) অগ্নিমন্থনসম্বন্ধে এই সকল বিধি লিখিত হইয়াছে:—অধ্বর্য্যু যজ্ঞিয় কাষ্ঠখণ্ড গ্রহণ করিয়া "তুমি অগ্নির জন্মস্থান ('জনিত্র')" এই মন্ত্রে (বা. স. ৫. ২. ১.) তাহা বেদিতে স্থাপন করিবেন, "তোমরা উভয়ে (অরণিদ্বয়ের) সামর্থ্য-সম্পাদক ('বৃষণৌ')" এই মন্ত্রে (২) দর্ভতৃণদ্বয় পূর্ব্বাগ্র করিয়া ঐ কাষ্ঠখণ্ডের উপরে স্থাপন করিবেন, এবং তদনন্তর "তুমি উর্ব্বশী" (উ র্ব্ব শী যেমন পু রু র বা র ভোগের জন্য নীচে শয়ন করে, তুমিও সেইরূপ নীচে অবস্থিতা হইলে—মহীধর) এই মন্ত্রে (৩) ঐ তৃণদ্বয়ের উপরে অ ধ রা র ণি কে উক্ত রূপ করিয়া স্থাপন করিবেন। অনন্তর "তুমি আয়ু" এই মন্ত্রে (৪) প্র ম স্থে র অগ্রভাগ দ্বারা স্থালীস্থিত আজ্য স্পর্শ করিয়া "তুমি পু রু র বা" (পু রু র বা যেমন উ র্ব্ব শী র উপরে থাকে প্র ম স্থ ও সেইরূপ উর্ব্বশীরূপা অ ধ রা র ণি র উপরে থাকে বলিয়া প্র ম স্থ কে পু রু র বা বলা হইতেছে—মহীধর) এই মন্ত্রে (৫) প্র ম স্থ কে অ ধ রা র ণি র মধ্যস্থলে স্থাপন করিতে হয়। (অনন্তর প্র ম স্থে র উপরে চা ত্র এবং তদুপরি উত্তরাগ্র ও বি লী স্থাপন করিয়া একজন তাহা ধারণ করিয়া থাকেন, এবং অধ্বর্য্যু চা ত্রে তিন ফের নে ত্র অর্থাৎ রজ্জু বন্ধন করিয়া মন্থন করিতে আরম্ভ করেন)। দ্রঃ—কা. শ্রৌ. ৫. ২. ১—৩।

অগ্নি জাত হইবার পুর প্রজাপতির প্রজাসমূহ জাত হইয়াছিল,[৩১] এবং সেই প্রকারই অগ্নি জাত হইবার পর ইহার (যজমানের) প্রজাসমূহ জাত হইয়া থাকে; সেই জন্য তাঁহারা হবিসমূহ আসাদন করিয়া অগ্নি মন্থন করিয়া থাকেন।

২০। (বৈশ্বদেব পর্ব্বে) নয়টি প্রয়াজ ও নয়টি অনুযাজ হইয়া থাকে। বিরাট্ (ছন্দ) দশাক্ষর হয়, অতএব তিনি (ইহাতে) প্রজননের (অর্থাৎ প্রজোৎপত্তিসাধনের) জন্য উভয় দিকেই[৩২] এই ন্যূন বিরাট্‌কে (উৎপন্ন) করিয়া থাকেন। প্রজাপতি এই উভয়দিকে ন্যূন প্রজনন (উৎপত্তিসাধন) হইতেই ইহা হইতে ঊর্দ্ধবর্ত্তিনী ও ইহা হইতে নিম্নবর্ত্তিনী প্রজাসমূহকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন; সেই প্রকারই তিনি এই উভয়দিকে ন্যূন প্রজনন হইতে ইহা হইতে ঊর্দ্ধবর্ত্তিনী ও ইহা হইতে নিম্নবর্ত্তিনী প্রজাসমূহ সৃষ্টি করিয়া থাকেন, এবং সেইজন্যই (বৈশ্বদেবে) নয়টি প্রযাজ ও নয়টি অনুযাজ হইয়া থাকে।[৩৩]

২১। (ইহাতে) তিনটি স মি ষ্ট য জুঃ[৩৪] হইয়া থাকে; কেননা, ইহা (অন্যান্য) হবির্যজ্ঞ হইতে মহত্তর ("জ্যায়ঃ"),[৩৫] (কারণ) ইহাতে নয়টি প্রযাজ ও নয়টি অনুযাজ হইয়া থাকে। অথবা একটিও (সমিষ্টযজুঃ) হইতে পারে, কেননা ইহা হবির্যজ্ঞ।[৩৬] তাঁহার (যজমানের, গোষ্ঠে) প্রথম জাত গো (এই বৈশ্বদেব পর্ব্বের) দক্ষিণা হইয়া থাকে।

৩১। দ্রঃ—৪র্থ কণ্ডিকা।

৩২। অর্থাৎ প্রধান যাগের পূর্ব্বে ও পরে—সায়ণ।

৩৩। বরুণপ্রঘাসেও এইরূপ, ২. ৪. ৩. ৩০, ৪১; সাকমেধীয় মহাহবিতেও এইরূপ, কা. শ্রৌ. ৫.২. ৮।

৩৪। দ্রষ্টব্য ১. ৭. ৩. ২৫ ইত্যাদি।

৩৫। দর্শ ও পূর্ণমাস হবির্যজ্ঞের মধ্যে; ইহাতে প্রযাজ পাঁচটি ও অনুযাজ তিনটি (১. ৪. ৪. ১; ১. ৬. ৪. ১১—১৩)। বৈশ্বদেব পর্ব্বে তাহারা প্রত্যেকে নয়টি হওয়ায় অদৃশ দর্শ-পূর্ণমাস হইতে ইহা মহত্তর।

৩৬। সমিষ্টযজুর্হোম একটি হইলে দর্শ-পূর্ণমাসে (১. ৭. ৩. ২৮) যে মন্ত্রে (বা. স. ২. ২১. ৯; ৮. ২১) হোম করা হয়, এখানেও সেইমন্ত্রে হইয়া থাকে। তিনটি হইলে একটি বাত, একটি যজ্ঞ, ও আর একটি যজ্ঞপতিকে হুত হইয়া থাকে; তাহাদের মন্ত্র যথাক্রমে বা. স. ৮. ২১; ৮, ২২. ৩; ৮. ২২. ২। কা. শ্রৌ. ৫. ২. ৮।

২২। প্রজাপতি এই যজ্ঞেরই দ্বারা (যাগ করিয়া ছিলেন); এবং যাগ করিয়া এখানে প্রজাপতির এই যে প্রজা ('প্রজাতি') ও শ্রী হইয়াছে, যে ব্যক্তি এইরূপ জানিয়া এই যজ্ঞের দ্বারা যাগ করেন, তিনি সেই প্রজাকেই উৎপাদন করেন, এবং সেই শ্রীকেই লাভ করেন। সেইজন্য তিনি ইহা দ্বারা যাগ করিবেন।[৩৭]

তৃতীয় ব্রাহ্মণ

[১ ব রু ণ প্র ঘা স যাগের উৎপত্তি সম্বন্ধে আখ্যায়িকা, প্রজাপতির সৃষ্ট প্রজাসমূহ বরুণের যব ভক্ষণ করিয়াছিল ;—২ বরুণ সেই সমস্ত প্রজাকে গ্রহণ করায় তাহারা নিতান্ত ক্লান্ত ও খিন্ন হইয়া পড়ে, কেবল তাহাদের নিশ্বাস-প্রশ্বাস চলিতেছিল মাত্র ;—অনন্তর প্রজাপতি বরুণপ্রঘাস-নামক হবি দ্বারা তাহাদের চিকিৎসা করেন, এবং তাহাতেই প্রজাসমূহ বরুণপাশ হইতে মুক্ত হইয়া নীরোগ ও নিষ্পাপ হয় ;—৪ বৈশ্বদেবের পর চতুর্থমাসে বরুণপ্রঘাস করিবার কারণ ও যুক্তি ;—৫ বরুণপ্রঘাসে বেদি দুইটি ও অগ্নি দুইটি হইয়া থাকে, ঐরূপ করিবার ফল ;—৬ উত্তরদিকেরই বেদিতে উ ত্ত র বে দি নির্মাণ করিবার বিধি ও যুক্তি ;—৭ বৈশ্বদেবে আগ্নেয়প্রভৃতি যে পাঁচটি হবি হইয়া থাকে বরুণপ্রঘাসেও সেই পাঁচটি হয় ;—৮ ইন্দ্র ও বরুণের জন্য দ্বাদশকপালসংস্কৃত পুরোডাশ হইয়া থাকে ;—৯ উভয় বেদিতেই পয়স্যারূপ হবি হইয়া থাকে ;—১০ উত্তর-বেদির পয়স্যা বরুণের এবং দক্ষিণবেদির পয়স্যা মরুদ্গণের জন্য হইয়া থাকে, ইহার যুক্তি ;—১১ পূর্বোক্ত উভয় পয়স্যাতেই করীরনামক ফলের নিক্ষেপ ;—১২ ঐ উভয়েরই মধ্যে শমীপত্রের নিক্ষেপ ;—১৩ ক অর্থাৎ প্রজাপতির জন্য এককপালসংস্কৃত পুরোডাশের বিধান ;—১৪ বাড়ীতে যতগুলি পরিবার থাকে তাহাদের অপেক্ষা একটি বেশী করিয়া কতকগুলি ক র ম্ভ (দধিযুক্ত শক্তু) পাত্রের নির্মাণ ;—১৫ ক র ম্ভ পাত্র করিবার সময় (পিষ্ট যবের দ্বারা) একটি মেষ ও একটি মেষীর প্রতিমূর্ত্তি নির্মাণ, মেষের ভিন্ন অপর কোন লোম পাওয়া গেলে ঐ মেষ-মেষীতে সেই লোম লাগাইয়া দেওয়া, না পাওয়া গেলে কুশকেই লোমরূপে ব্যবহার করিতে পারা যায় ;—১৬ ঐ মেষ ও মেষী নির্মাণের ফল ;—১৭ উত্তরবেদিস্থিত পয়স্যায় মেষীকে ও দক্ষিণবেদিস্থিত পয়স্যায় মেষকে প্রক্ষিপ্ত করিবার বিধি ও তাহার সমর্থন ;—১৮ প্রতিপ্রস্থাতা কেবল মরুদ্গণের পয়স্যাকে দক্ষিণবেদিতে উপস্থাপিত করেন, অপর সমস্ত হবিকে অধ্বর্য্যুই স্বকীয় বেদিতে উপস্থাপিত করেন ;—১৯ অধ্বর্য্যুর অগ্নিমন্থন, অগ্নিস্থাপন ও ঐ অগ্নিতে হোম, অনন্তর কেবল তিনিই সামি-

---

৩৭। বৈশ্বদেবযাগ তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণেও (১. ৬. ১—৩) দ্রষ্টব্য।

ধেনী উচ্চারণ করিবার জন্য হোতাকে প্রার্থনা করেন, অধ্বর্য্যু ও প্রতিপ্রস্থাতার অগ্নিতে দুইটি ইধ্ম নিক্ষেপ, ও দুইখানি সমিধের রক্ষণ;—২০ যজমানপত্নী কাহারো সহিত ব্যভিচার করিয়াছেন কি না তদ্বিষয়ে তাঁহার নিকটে প্রতিপ্রস্থাতার প্রশ্ন, প্রকাশ না করিলে যজমানপত্নীর জ্ঞাতিজনের অমঙ্গল হয়;—২১ যজমানপত্নীর একটি মন্ত্রের উচ্চারণ,;—২৩ গৃহে যতগুলি পরিবার থাকে তাহা অপেক্ষা একটি অধিক করম্ভপাত্র করিবার কারণ;—২২ করম্ভের পা ত্র ই করিতে হয়, তাহার যুক্তি, ঐ পাত্র যবময় হইবে, পত্নী (ও যজমানের) ঐ পাত্রের হোম;—২৪ করম্ভপাত্র-হোমের কালবিধি;—২৫ দক্ষিণাগ্নিতে হোম, তাহার মন্ত্র ও ব্যাখ্যা;—২৬—২৭ যজমানের মরুৎপদযুক্ত ঐন্দ্র ঋকের জপ, তাহার প্রশংসার্থ আখ্যায়িকা;—২৮ উল্লিখিত মন্ত্র;—২৯ প্রতিপ্রস্থাতার যজমানপত্নীকে দিয়া মন্ত্রবিশেষের উচ্চারণ, তাহার ব্যাখ্যা;—৩০ প্রতিপ্রস্থাতার যজমানপত্নীকে যথাস্থানে রাখিয়া স্বস্থানে আগমন, আগ্নীধ্রের অগ্নিসম্মার্জ্জন, অধ্বর্য্যু ও প্রতিপ্রস্থাতার শেষ আহুতিদ্বয় (উত্তরাঘার) প্রদান, নয়টি প্রযাজের অনুষ্ঠান;—৩১ অধ্বর্য্যু ও প্রতিপ্রস্থাতার আগ্নেয় আজ্যভাগের হোম;—৩২ সোমের আজ্যভাগ প্রদান;—৩৩ বৈশ্বদেবপর্ব্বে বাক্যদ্বারা যাহা কিছু করিবার থাকে তাহা অধ্বর্য্যুই করিয়া থাকেন;—৩৪ প্রতিপ্রস্থাতার ঐ কার্য্য না করার কারণ;—৩৫ স্রুগ্‌হস্তে প্রতিপ্রস্থাতার উপবেশন, এবং অধ্বর্য্যুর আগ্নেয়াদি হবির দ্বারা কার্য্য;—৩৬ অধ্বর্য্যু ও প্রতিপ্রস্থাতা পয়স্যাহোম করিবার জন্য পূর্ব্বোক্ত মেষ-মেষীকে পরস্পরের স্থান পরিবর্ত্তন করিয়া স্থাপিত করেন, তাহার যুক্তি,—৩৭ বারুণী পয়স্যার হোমের বিধান;—৩৮ মারুতী পয়স্যার হোম বিধান;—৩৯ ক'র পুরোডাশহোম ও স্বিষ্টকৃদ্‌হোম;—৪০ প্রাশিত্র ও ইড়ার অবদান;—৪১ নয়টি অনুযাজহোম ও তাহার প্রশংসা;—৪২-৪৩ স্রুক্‌সমূহকে পরস্পর পৃথক্ করিয়া স্থাপন ও প্রস্তরানুপ্রহরণ প্রভৃতি;—৪৪ অধ্বর্য্যু ও আগ্নীধ্রের পরস্পর আলাপ, পরিধিসমূহের অগ্নিতে নিক্ষেপ, স্রুক্‌সমূহের গ্রহণ ও স্ফ্য-এর উপর স্থাপন;—৪৫ অধ্বর্য্যুর প ত্নী স ং যা জ ও তদনন্তর আহবনীয়সমীপে প্রত্যাগমন;—৪৬ স মি ষ্ট য জু র্হো ম, যজমান ও যজমানপত্নী বৈশ্বদেব করিবার জন্য যে বসন পরিধান করিয়াছিলেন তখনো তাহাই পরিধান করিয়া থাকিবেন, অবভৃত-স্নানের জন্য বারুণী পয়স্যার পাত্রলগ্ন শুষ্ক দ্রব্যের সহিত যজমান, যজমানপত্নী ও ঋত্বিগ্‌গণের জলসমীপে গমন, ঐ পাত্রের জলে নিমজ্জন;—৪৭ নিমজ্জনের মন্ত্র, পরিহিত বসনযুগলের দান, ও তাহার প্রশংসা;—৪৮ যজমানের কেশশ্মশ্রুচ্ছেদন, উত্তরবেদি হইতে অগ্নিতপুনর্মিদ্‌গ্রহণপূর্ব্বক সাধারণ অগ্নিগৃহে গমন, অগ্নিমন্থনপূর্ব্বক পৌর্ণমাস অনুষ্ঠান ও তাহার প্রশংসা।]

১। প্রজাপতি বৈ শ্ব দে বে র দ্বারা প্রজাসমূহ সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তাঁহার সৃষ্ট প্রজাসমূহ ব রু ণে র যবকলাপ ভ ক্ষ ণ করিয়াছিল ("জক্ষুঃ", √ ঘ স্); অগ্রে যব বরুণেরই ছিল, অতএব যেহেতু তাহারা ব রু ণে র যবকলাপ ভ ক্ষ ণ করিয়াছিল, সেই জন্য ব রু ণ প্র ঘা সাঃ[১] (এই) নাম (উৎপন্ন হইয়াছে)।

[১] এস্থানে সায়ণ লিখিয়াছেন—"ব রু ণ সম্বন্ধি যব প্র ঘা স নাৎ প্রজাঃ ব রু ণ প্র ঘা সাঃ।"

২। বরুণ তাহাদিগকে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহারা বরুণগৃহীত হওয়ায় পরিদীর্ণ[২] হইতে লাগিল, নিশ্বাস গ্রহণ ও প্রশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে (হাঁফাইতে হাঁফাইতে)[৩] তাহারা শুইয়া পড়িয়াছিল ও বসিয়া পড়িয়াছিল। প্রাণ ও উদানই (এই দুই বায়ুই)[৪] ইহাদিগের নিকট হইতে অপক্রান্ত হয় নাই, আর অন্য সমস্ত দেবতাই[৫] অপক্রান্ত হইয়াছিল ; এবং তাহাদের উভয়ের জন্যই ইহার (প্রজাপতির) প্রজাসমূহ পরাভূত (বিনষ্ট) হয় নাই।

৩। প্রজাপতি তাহাদিগকে এই (বরুণপ্রঘাস) হবির দ্বারা চিকিৎসা করিয়াছিলেন ; এবং তাঁহার যে সমস্ত প্রজা জাত ছিল, এবং যে সমস্ত অজাত (অর্থাৎ জনিষ্যমাণ) ছিল, সেই উভয়বিধকেই তিনি তাহা দ্বারা বরুণপাশ হইতে প্রমুক্ত করিয়াছিলেন ; তাঁহার সেই সমস্ত প্রজা রোগহীন ও পাপহীন হইয়াছিল।[৬]

৪। ইনি (যজমান) যে (বৈশ্বদেবের) পর চতুর্থমাসে[৭] এই সকল

বরুণের যব প্রঘাস অর্থাৎ ভক্ষণ হেতু প্রজাসমূহের নাম বরুণপ্রঘাস। অনন্তর তিনি বলিয়াছেন যে, ঐরূপে বরুণপাশগৃহীত প্রজাবৃন্দের পাশ বিমোচনের জন্য অনুষ্ঠিত হয় বলিয়া লক্ষণায় যাগেরও নাম বরুণপ্রঘাস।

২। "পরিদীর্ণাঃ ;" সায়ণ—"পরিতো দীর্য্যমাণাবয়বাঃ," তাহাদের শরীর চারিদিকে ফাটিয়া গিয়াছিল।

৩। "অনন্ত্যশ্চ প্রাণন্তাশ্চ ;" "অনন্ত্যঃ চেষ্টমানাঃ হস্তপদাদিধূননং কুর্ব্বাণাঃ প্রাণন্তাশ্চ, প্রাণনব্যাপারং শ্বাসোচ্ছ্বাসাদিলক্ষণং কুর্ব্বন্তঃ"—সায়ণ।

৪। ১.১.৩.৩, ৬ষ্ঠ টীকা দ্রষ্টব্য।

৫। অর্থাৎ অন্যান্য ইন্দ্রিয় ; সায়ণ বলেন—ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রী অগ্ন্যাদি দেবতা।

৬। তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণে (১.৬.৪.১) এতৎসম্বন্ধে আখ্যায়িকাটি এই প্রকার :—প্রজাপতি সবিতা (অর্থাৎ ভূতসমূহের উৎপাদক) হইয়া প্রজাসমূহ সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তাহারা ইঁহাকে অবজ্ঞা করিয়াছিল এবং ইঁহার নিকট হইতে চলিয়া গিয়াছিল। ইনি বরুণ হইয়া বরুণের (বরুণপাশরূপ জলোদর রোগের—সায়ণ তৈ. স. ১.৮.৩.১) দ্বারা সেই প্রজাসমূহকে গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রজাসমূহ বরুণগৃহীত হইয়া পুনর্ব্বার প্রজাপতিকে নাথরূপে স্বীকার করিবার ইচ্ছা করিয়া তাঁহার নিকট ধাবিত হইয়াছিল। তিনি তখন এই বরুণপ্রঘাস-নামক যাগসমূহ দর্শন করিলেন, এবং তৎসমুদয় অনুষ্ঠান করিলেন ও তাহাদেরই দ্বারা বরুণপাশ হইতে প্রজাসমূহকে মুক্ত করিলেন।

৭। ২.৪.২.১, ১ম টীকা ; "অথ যশ্চতুর্ষু চতুর্ষু মাসেষু স চাতুর্মাস্যযাজী..." আ। শ্রৌ. ৮.৪.১৩ ; কা. শ্রৌ. ৫.২.১৯-২০।

(বক্ষ্যমাণ হবির) দ্বারা যাগ করেন; (তাহার কারণ এই যে), তাহাতে বরুণ ইঁহার প্রজাসমূহকে সেইরূপে গ্রহণ করিতে পারেন না ; দেবগণ (পূর্ব্বে ইহা) করিয়াছিলেন, এই জন্য তিনিও ইহা করেন ; এবং যে সকল প্রজা হইয়াছে, ও যে সকল প্রজা হয় নাই (অর্থাৎ জনিষ্যমাণ), ইনি সেই উভয়কেই বরুণ-পাশ হইতে প্রমুক্ত করেন, এবং ইঁহার সেই প্রজাসমূহ রোগহীন ও পাপহীন হইয়া থাকে। সেই জন্যই তিনি এই সকল (হবির) দ্বারা চতুর্থ মাসে যাগ করিয়া থাকেন।

৫। তাহাতে (বরুণ প্রঘাসে) বেদি দুইটি ও অগ্নি দুইটি হইয়া থাকে।[৮]

৮। এই দুইটি বেদির একটি অধ্বর্য্যুর ও অপরটি প্রতিপ্রস্থাতার। আহবনীয়ের পূর্ব্বদিকে তিন প্রক্রম (পদ) বা ততোধিক স্থান পরিত্যাগ করিয়া উত্তর ভাগে একটি এবং দক্ষিণ ভাগে আর একটি বেদি নির্ম্মিত হয়। উত্তর ভাগে নির্ম্মিত বেদি অধ্বর্য্যুর, দ্বিতীয়টি প্রতিপ্রস্থাতার। এই দুই বেদির মধ্যে এক প্রাদেশ অথবা ত্রয়োদশ অঙ্গুলি ('পৃথ', বৌধায়ন ; মণিবন্ধ হইতে মধ্যমাঙ্গুলির অগ্র পর্য্যন্ত—যাজ্ঞিকদেব) ব্যবধান থাকিবে (ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণ ব্যবধানের জন্য দ্রষ্টব্যঃ—আপ. শ্রৌ. ৮৩৫.১০)। এই উভয় বেদির মধ্যে প্রতিপ্রস্থাতার বেদির পরিমাণ দর্শপূর্ণমাসীয় বেদির ন্যায়ই হইয়া থাকে ; অধ্বর্য্যুর বেদির পরিমাণসম্বন্ধে মতভেদ আছে। কেহ কেহ বলেন ইহা পশ্চিম দিকে তির্য্যক্ (অর্থাৎ উত্তর-দক্ষিণে) বিস্তারে চারি অরত্নি, পূর্ব্ব-পশ্চিমে দৈর্ঘ্যে ছয় বা সাত অরত্নি, এবং পূর্ব্বে তির্য্যক্ (বিস্তারে) তিন অরত্নি হইবে। কেহ কেহ বলেন পশ্চিমে তির্য্যক্ ৪০০ অঙ্গুলি, পূর্ব্ব-পশ্চিম দৈর্ঘ্যে ১৮০ অঙ্গুলি, এবং পূর্ব্বে উত্তর-দক্ষিণ বিস্তারে ৮৬ অঙ্গুলি হইবে। অঙ্গুলি-শব্দে এখানে এক অরত্নির চতুর্বিংশ ভাগ বুঝিতে হইবে। আবার কেহ কেহ বলেন, উল্লিখিত দুই প্রকার হইতেও অধিকপ্রমাণ বেদি করিতে পারা যায়। উত্তরদিকের বেদির পূর্ব্বধারে ঠিক মধ্যস্থলে একটী শঙ্কু (অর্থাৎ কীলক, খুঁটি) স্থাপন করিতে হয়। দক্ষিণভাগের বেদিতে উৎকর (বেদি মার্জ্জন করিয়া ধূলি-প্রভৃতি ফেলিবার জন্য ক্ষুদ্র গর্ত্ত) করিতে হয় না, উত্তরদিকের বেদিতে যে উৎকর থাকে তাহাতে উভয় বেদিরই কার্য্য হইয়া থাকে। বেদির নির্ম্মাণ ও মার্জ্জনাদির পর অধ্বর্য্যু স্ফ্য (১.১.২.৮, টীকা ; ১.২.২.৩, টীকা) ও শম্যা ('খদিরকাষ্ঠনির্ম্মিত ৩৬, অথবা ৩২ অঙ্গুলি দীর্ঘ কাঠি, ইহার অগ্রে আট অঙ্গুলি পর্য্যন্ত এক একটী করিয়া বর্ত্তুল গ্রন্থি রচনা করা হয় ; কেহ বলেন ইহা প্রাদেশপ্রমাণ, দ্বাদশাঙ্গুল। বিশেষ বিবরণ অন্যত্র যজ্ঞিয়পাত্র-নামক বিশেষ অংশে প্রদত্ত হইবে।) গ্রহণ করিয়া উত্তরদিকের বেদির উৎকর প্রদেশের পূর্ব্বে গমনাগমনের জন্য একটু পথ ছাড়িয়া বেদির সংলগ্ন (শাখান্তর-মতে এক বা দুই প্রক্রম ব্যবধানে, অথবা অপরিমিত স্থলেই) একটি চাত্বাল (গর্ত্ত, বক্ষ্যমাণ প্রকারে নির্ম্মিত গর্ত্তের নাম চাত্বাল, "মানমৃদ্বিসংস্কারসংস্কৃতস্য গর্ত্তস্য নামধেয়ম্ —যাজ্ঞিকদেব, কা. শ্রৌ. ৫. ৩. ২০) খনন করেন। খননের প্রণালী এইরূপ :—প্রথমে পূর্ব্বোক্ত

সেখানে যে বেদি দুইটি ও অগ্নি দুইটি হইয়া থাকে, তাহাতে তিনি (উত্তর ও দক্ষিণ এই) উভয় দিকেই প্রজাসমূহকে বরুণপাশ হইতে প্রমুক্ত করিয়া দেন —(যে সকল প্রজা) এখান হইতে ঊর্দ্ধবর্ত্তিনী ও এখান হইতে অধোবর্ত্তিনী। সেই জন্যই বেদি দুইটি হইয়া থাকে।

স্থানে শম্যাখানি পশ্চিম দিকে উত্তরাগ্ররূপে স্থাপন করিয়া (বা. স. ৫. ৯. ১ মন্ত্রে) স্ফ্য দ্বার তাহার ভিতরে ধারে ধারে উত্তরাগ্র একটি রেখা করিতে হইবে। তাহার পর মধ্যে একশম্যা পরিমিত ব্যবধান দিয়া পূর্ব্বদিকে পূর্ব্ববৎ উত্তরাগ্র শম্যা পাতিত করিয়া (বা. স. ৫. ৯. ২. মন্ত্রে) স্ফ্য দ্বারা রেখা অঙ্কিত করিতে হইবে, এইরূপ যথাক্রমে দক্ষিণ ও উত্তর পার্শ্বেও শম্যা ও স্ফ্য সাহায্যে (বা. স. ৫. ৯. ৩—৪ মন্ত্রে) অপর দুইটি রেখা অঙ্কিত করিলে একটি চতুষ্কোণ স্থান অঙ্কিত হইবে। অনন্তর অধ্বর্যু যজমানকর্ত্তৃক স্পৃষ্ট থাকিয়া (বা. স. ৫. ৯. ৫ মন্ত্রে।) ঐ অঙ্কিত স্থানে স্ফ্য দ্বারা প্রহার করেন, এবং হস্ত ও স্ফ্য দ্বারা উৎখাত পুরীষ (মৃত্তিকা) গ্রহণ করিয়া (বা. স. ৫. ৯. ৬—৭ মন্ত্রে) পূর্ব্ব স্থাপিত শঙ্কুর নিকট লইয়া স্থাপন করেন। আগ্নীধ্র ঐ মৃত্তিকাকে হস্তদ্বয় দ্বারা সেখানে চাপিয়া দেন। অধ্বর্যু পূর্ব্ববৎ অথবা দুইবার মৃত্তিকা আনয়ন করেন, এবং আগ্নীধ্রও তাহা সেখানে চাপিয়া দেন। অনন্তর অধ্বর্যু অ ভ্রি (কোদালবিশেষ) গ্রহণ করিয়া ঐ চাত্বাল খনন করেন ও (বক্ষ্যমাণ) উ ত্ত র বে দি নামক স্থণ্ডিলের উপযুক্ত মত মৃত্তিকা কোনো ঝুরীতে গ্রহণ করিয়া (বা. স. ৫. ৯. ৮ মন্ত্রে) পূর্ব্বোক্ত শঙ্কু স্থানে লইয়া যান, এবং তাহা দ্বারা একটি শম্যাপরিমাণ চতুষ্কোণ বেদি নির্ম্মাণ করেন। উত্তরদিকের বেদির ক্ষেত্রফলের এক তৃতীয়াংশ সমচতুরস্র করিলে যতটা হয়, এই বেদি ততটা হইলেও চলে। ইহারই নাম উ ত্ত র বে দি (অর্থাৎ উপরিস্থিত বা উত্তরদিকে স্থিত বেদি)। এই উত্তরবেদির মধ্যস্থলে প্রাদেশপ্রমাণ সমচতুরস্র একটি নাভি (গর্ত্ত) করিতে হয়। অনন্তর (বা. স. ৫. ১০. ২ মন্ত্রে) উত্তরবেদি প্রোক্ষণ করিয়া (৫. ১০. ৩ মন্ত্রে) তদুপরি সিকতা ছড়াইয়া দেওয়া হয়, এবং সমস্ত রাত্রি উডুম্বর শাখা, প্লক্ষশাখা, অথবা দর্ভসমূহের দ্বারা তাহাকে আচ্ছাদন করিয়া রাখা হয়। অনন্তর প্রাতঃকালে অধ্বর্যু ও প্রতিপ্রস্থাতা উভয়েই এক একটি ইধ্ম (একত্র বদ্ধ কাষ্ঠখণ্ডসমূহ, ১. ২. ৬. ১, টীকা দ্রষ্টব্য ; এ সম্বন্ধেও মতভেদ আছে) আহবনীয় অগ্নিতে ধরাইবার জন্য স্থাপন করেন. এবং তাহা ধরিয়া উঠিলে গ্রহণ করিয়া, সিকতা (উ প য ম নী, "উপযম্যতে উপগৃহ্যতে অগ্নিরাভিরিতি উপযমন্যঃ সিকতাঃ ; অগ্ন্যুদ্ধারণার্থে পাত্রে সন্তাপপরিহারায় উপ সমীপে কল্পয়ন্তি স্থাপয়ন্তীতি হরিস্বামিনঃ—কা. শ্রৌ. ৫. ৪. ২. ব্যাখা), অথবা (চাত্বাল হইতে গৃহীত) মৃত্তিকা দ্বারা পূর্ণ কর্পরাদি পাত্রে তাপ নিবারণের জন্য স্থাপন করিয়া (যথোক্ত বিধিতে) উভয়েই স্ব স্ব বেদিতে লইয়া যান ; প্রতিপ্রস্থাতা নিজের অগ্নি লইয়া যাইবার সময় তাহা বাম হস্তে ধারণ করিয়া, দক্ষিণ হস্তে স্ফ্য দ্বারা আহবনীয় হইতে আরম্ভ করিয়া অধ্বর্যুবেদির মধ্যস্থল পর্য্যন্ত, কিংবা উত্তরবেদি

৬। তিনি উত্তর দিকেরই বেদিতে উ ত্ত র বে দি উত্থাপিত করেন, দক্ষিণ দিকের (বেদিতে) নহে। ক্ষত্রই বরুণ,[৯] এবং মরুৎসমূহ প্রজা ("বিশঃ"); তিনি ইহাতে ক্ষত্রকেই প্রজাসমূহের উপরে ("উত্তরং") করেন, এবং সেই জন্যই উপরি-আসীন ক্ষত্রিয়কে নীচে স্থিত প্রজাগণ উপাসনা করিয়া থাকে। অতএব তিনি উত্তর দিকেরই বেদিতে উ ত্ত র বে দি কে উত্থাপিত করেন, দক্ষিণ দিকের নহে।

৭। (এখানে) এই পাঁচটি হবিষ্ট হইয়া থাকে;[১০] কেননা প্রজাপতি এই সমস্ত হবিরই দ্বারা প্রজাসমূহ সৃষ্টি করিয়াছিলেন। যে সকল (প্রজা) ইহা হইতে উর্দ্ধে এবং ইহা হইতে নিম্নে অবস্থিত, প্রজাপতি সেই সমস্ত

পর্য্যন্ত অথবা উত্তরবেদির দাক্ষিণশ্রোণি পর্য্যন্ত একটি রেখা অঙ্কিত করেন। অধ্বর্য্যু উত্তরবেদি সমীপে অগ্নি লইয়া গিয়া অন্য ব্যক্তিকে সেই অগ্নি ধারণ করিতে দেন, এবং নিজে প্রোক্ষণা জল লইয়া ও উত্তরবেদির দক্ষিণ ভাগে বেদিমধ্যে উত্তরমুখে উপবিষ্ট হইয়া ঐ জলের দ্বারা উত্তরবেদির যথাক্রমে পূর্ব্ব, পশ্চিম, দক্ষিণ ও উত্তর দিক্ (বা. স. ৫. ১১. ১-৪) প্রোক্ষণ করেন, এবং অবশিষ্ট জল বেদির বাহিরে দক্ষিণাংসের সংলগ্ন স্থানে ঢালিয়া দেন (বা. স. ৫. ১১. ৫)। অধ্বর্য্যু পূর্ব্বেই জুহূতে পাঁচবার আজ্য গ্রহণ করিয়া কাহাকেও ধারণ করিবার জন্য দিয়া রাখেন, এবং আর এক জন দেবদারুকাষ্ঠের তিন খানি প রি ধি (১. ২. ৬. ১৩, টীকা ১৫) গুগ্গুলু, সুগন্ধি-তেজন (রোহীত বৃক্ষের পুষ্প), এবং মেষের মস্তকস্থিত লোম এই কয়টি জিনিস আর এক জনের হস্তে থাকে। বেদি প্রোক্ষণের পর অধ্বর্য্যু বেদির উত্তর দিকে উপবেশন ও দক্ষিণ জানু আকুঞ্চিত করিয়া পূর্ব্বোক্ত নাভির চারিদিকে দর্ভ আস্তরণ করিয়া স্বর্গ অবলোকন করিতে করিতে নাভির দুই শ্রোণি, দুই অংস ও মধ্য স্থলে পূর্ব্বোক্ত পঞ্চগৃহীত আজ্য (বা. স. ৫. ১২. ১-৫) হোম করেন, এবং সেই নাভিকে পরিবেষ্টিত করিয়া পরিধি তিনখানি স্থাপন করেন (বা. স. ৫. ১৩. ১), ও নাভিমধ্যে গুগ্গুলু, সুগন্ধিতেজন ও মেষলোম স্থাপন করিয়া থাকেন (বা. স. ৫. ১৩. ২)। অনন্তর তিনি এই গুগ্গুলুপ্রভৃতি দ্রব্যের উপরেই অগ্নিকে স্থাপন করেন। প্রতিপ্রস্থাতাও নিজের বেদিতে নির্ম্মিত এক অরত্নি সমচতুরস্র আহবনীয় খরে পঞ্চবিধ ভূমিসংস্কার (৩য় পৃষ্ঠা) এবং রেখাকরন (? "উদ্ধত", পুনরুল্লেখন) ও অভ্যুক্ষণ করিয়া তাহাতে অগ্নি স্থাপন করেন। দ্রঃ—কা. শ্রৌ. ৫. ৩; ৫. ৩. ২. ১—১৯।

৯। ক্ষত্র—ক্ষত্রিয় জাতি। দ্রঃ—১৪. ৪. ২. ২৩। দক্ষিণ বেদিতে মরুদ্গণের যাগ হইয়া থাকে।

১০। বৈশ্বদেবে আগ্নেয়প্রভৃতি যে পাঁচটি হবি বিহিত হইয়াছে, বরুণপ্রঘাসেও ঐ কয়টি হইয়া থাকে; দ্রঃ—২. ৪. ২. ৮ ইত্যাদি।

প্রজাকে ইহাদের দ্বারা বরুণ পাশ হইতে উভয়দিকে প্রমুক্ত করিয়াছিলেন; সেই জন্য এই পাঁচটি হবিঃ হইয়া থাকে।

৮। অনন্তর ইন্দ্র ও অগ্নির জন্য দ্বাদশ কপালে সংস্কৃত পুরোডাশ হইয়া থাকে।[১১] ইন্দ্র ও অগ্নি (যথাক্রমে) প্রাণ ও উদান (-স্বরূপ); যেমন কেহ পুণ্য (কার্য্য উপকার) করিলে (তাহার প্রত্যুপকাররূপ) পুণ্য (কার্য্য) করিতে হয়, ইহাও সেইরূপ। তাঁহাদেরই উভয়ের জন্য ইঁহার (যজমানের) প্রজা-সমূহ পরাভূত হইয়া যায় নাই; তিনি তাঁহাদের প্রাণ ও উদানেরই দ্বারা প্রজা-সমূহের চিকিৎসা করিয়া থাকেন,—প্রাণ ও উদানকে প্রজাসমূহের মধ্যে স্থাপন করেন; এই নিমিত্ত ইন্দ্র ও অগ্নির জন্য দ্বাদশ কপালে সংস্কৃত পুরোডাশ হইয়া থাকে।

৯। উভয় (বেদিতেই) পয়স্যা (-রূপ) হবি হইয়া থাকে। পয় হইতেই প্রজাসমূহ সম্ভূত (বৃদ্ধি প্রাপ্ত) হয়, এবং পয় হইতেই তাহারা সম্ভূত হইয়াছে; অতএব যাহা হইতে (প্রজারা) সম্ভূত হইয়াছে ও যাহা হইতে সম্ভূত হইয়া থাকে, তাহা (অর্থাৎ তাদৃশ সম্ভবের কারণস্বরূপ পয়) থাকা হেতুই তিনি ইহাতে (অর্থাৎ পয়স্যারূপ হবি-প্রদানে) যে সকল (প্রজা) এখান হইতে ঊর্দ্ধে এবং যে সকল (প্রজা) এখান হইতে নিম্নে অবস্থিত রহিয়াছে, সেই সমস্ত প্রজাকে বরুণপাশ হইতে উভয়দিকে প্রমুক্ত করেন।

১০। উত্তরা (অর্থাৎ অধ্বর্য্যুর উত্তরবেদিস্থিত পয়স্যা) বরুণের জন্য হয়; কেননা, বরুণই ইহার (প্রজাপতির) প্রজাসমূহকে গ্রহণ করিয়াছিলেন; অতএব তিনি ইহাতে প্রত্যক্ষভাবে বরুণপাশ হইতে প্রজাগণকে প্রমুক্ত করেন। দক্ষিণা (অর্থাৎ প্রতিপ্রস্থাতার দক্ষিণবেদিতে অবস্থিত পয়স্যা) মরুদ্গণের জন্য হইয়া থাকে,[১৪] এবং মরুদ্গণের জন্য হইলেই তাহাতে পুনরুক্তি হয় না; আর যদি উভয়ই (দুইটি পয়স্যাই) বরুণের জন্য হয়, তাহা হইলে তিনি পুনরুক্তি করিয়া

১১। "তত্র ষষ্ঠং হবিরৈন্দ্রাগ্নঃ দ্বাদশকপালঃ পুরোডাশো ভবতি"—কা. শ্রৌ. ৫, ৪ ২৩ বৃত্তি।

১২। ২. ৪. ২. ৩ দ্রষ্টব্য।

১৩। কা. শ্রৌ. ৫. ৪. ২৩ বৃত্তি।

১৪। কা. শ্রৌ ৫. ৫. ৫।

ফেলেন।[১] আরও, মরুদ্গণ দক্ষিণ দিকে ইহার (প্রজাপতির) প্রজাসমূহকে বধ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, এবং তিনি তাঁহাদিগকে এই (পয়স্যা-) ভাগের দ্বারা উপশান্ত করিয়াছিলেন; সেই জন্য দক্ষিণ (পয়স্যা) মরুদ্গণের জন্য হইয়া থাকে।

১১। তিনি তাহাদের (পয়স্যাদ্বয়ের) উভয়েরই মধ্যে করীর (-নামক ফল)-সমূহ[১৬] প্রক্ষিপ্ত করেন। প্রজাপতি করীরসমূহের দ্বারা প্রজাগণের সুখ ("কং") করিয়াছিলেন, এবং তিনিও ইহাতে প্রজাগণের সুখ করিয়া থাকেন।

১২। তিনি তাহাদের উভয়েরই মধ্যে শমীপত্রসমূহ প্রক্ষিপ্ত করেন।[১৭] প্রজাপতি শমীপত্রসমূহের দ্বারা প্রজাগণের শুভ ("শং") করিয়াছিলেন, এবং তিনিও ইহাতে প্রজাগণের শুভ করিয়া থাকেন।

১৩। অনন্তর ক-এর (প্রজাপতির) জন্য এককপালসংস্কৃত পুরোডাশ হইয়া থাকে। প্রজাপতি ক সম্বন্ধী এককপালসংস্কৃত পুরোডাশের দ্বারা

১৫। অর্থাৎ উভয় পয়স্যাই বরুণের জন্য হইলে বরুণের নাম পুনরুক্ত হয়, ইহা উচিত নহে।

১৬। করীর এক প্রকার সুমিষ্ট ক্ষুদ্র ফল, সায়ণ লিখিয়াছেন "মধুরাঃ ফলবিশেষাঃ করীরাণি, তানি চোত্তরাপথে প্রসিদ্ধানি।" শ্রীযুত সামশ্রমী মহাশয় লিখিয়াছেন যে, রাজপুতনার জয়পুর-প্রভৃতি অঞ্চলে এই সকল ফল প্রভূত জন্মে, কাঁচা অবস্থায় শাকরূপেও ইহা ব্যবহৃত হয়। "সৌম্যানি বৈ করীরাণি" (তৈ. ব্রা. ১. ৬. ৪. ৫.) ইহার ব্যাখ্যায় (তৈ. স. ১. ৮. ৩. ১) সায়ণ লিখিয়াছেন করীর-অঙ্কুর সোমবল্লীর ন্যায়; তিনি এখানে আরো লিখিয়াছেন যে, কেহ কেহ খর্জ্জুরী ফলকেই করীর বলিয়া থাকেন। তৈত্তিরীয়সংহিতায় (২. ৪. ৯. ২) এ সম্বন্ধে এক আখ্যায়িকা আছে। (সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিয়াও যে সকল যতির মুখে ব্রহ্মাত্মপ্রতিপাদক বেদান্ত শুনা যাইত না, ইন্দ্র সেই সমস্ত যতিকে বধ করিয়া আরণ্য কুক্কুরগণকে প্রদান করেন—কৌষীতকি ব্রাহ্মণ; তৈত্তিরীয় সংহিতাতেও ৬ষ্ঠ কাণ্ডে এইরূপ ভাবের কথা আছে)। কুক্কুরগুলি যখন ঐ সমস্ত যতির মস্তক ভক্ষণ করে, তখন কপালাস্থিগুলি (ভূমিতে) পতিত হইয়াছিল, এবং তৎসমুদয়ই খর্জ্জুর-বৃক্ষরূপে জন্মগ্রহণ করে; ইহাদের (সায়ণ বলেন,—ইহাদের ফলের) রস উপরে উঠিয়া (ভূমিতে) পড়িয়া যায়, এবং তাহাই করীর হইয়াছে। সায়ণ এখানেও করীরকে সোমলতা সদৃশ বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। যাজ্ঞিকদেব (কা. শ্রৌ. ৫. ১. ২) বলিয়াছেন যে, পাতাহীন কাঁটাগাছ—"অপর্ণঃ কণ্টকীবৃক্ষঃ।"

১৭। কা. শ্রৌ. ৫. ৫. ১।

প্রজাগণের সুখ ("কং") করিয়াছিলেন এবং, ইনিও ইহাতে ক-সম্বন্ধী এক-কপালসংস্কৃত পুরোডাশের দ্বারা প্রজাগণের সুখ করিয়া থাকেন; অতএব ক-এর জন্য এককপালসংস্কৃত পুরোডাশ হইয়া থাকে।

১৪। তাঁহারা[১৮] পূর্ব্বদিন[১৯] যবকে তুষহীন করিয়া এবং অন্বাহার্য্য-পচনে (দক্ষিণাগ্নিতে) তাহা ঈষৎ উপতপ্ত করিয়া (ভাজিয়া) তাহা দ্বারা গৃহে যতগুলি পরিবার থাকে, একাধিক তত্গুলি করম্ভ পাত্র[২০] (সজ্জিত) করিবেন।

১৫। তাঁহারা সেই সময়ে (যব দ্বারা) একটি মেষ ও একটি মেষীকে (নির্ম্মাণ) করেন।[২১] তিনি যদি মেষ ('এড়ক') ছাড়া অপর কাহারো ঊর্ণা (লোম) পান, তবে তাহা প্রক্ষালন করিয়া সেই মেষ ও মেষীতে সংশ্লিষ্ট করিয়া দিবেন; আর যদি মেষ ছাড়া অপর কাহারো লোম না পান, তাহা হইলে কুশই ঊর্ণা (-রূপে ব্যবহৃত) হইতে পারিবে।

১৬। সেখানে যে মেষ ও মেষী (নির্ম্মিত) হয়, তাহার কারণ, এই যে মেষ, ইহা বরুণের প্রত্যক্ষ পশু; তিনি ইহাতে প্রত্যক্ষভাবেই বরুণপাশ হইতে প্রজাসমূহকে প্রমুক্ত করিতে পারেন। তাহারা দুইটি (মেষ ও মেষী) যবময় হয়; কেননা, বরুণ (যে সকল প্রজাকে) গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহারা যব ভক্ষণ করিয়াছিল।[২২] তাহারা দুইটি এক মিথুন হয়; এবং তিনি ইহাতে

১৮। অধ্বর্য্যু-যজমান-প্রভৃতি।

১৯। যেদিন বরুণপ্রঘাস হইবে, তাহার পূর্ব্বদিন।

২০। দধিযুক্ত ছাতুর নাম করম্ভ, তৎপূর্ণ পাত্রের নাম করম্ভ পাত্র কা. শ্রৌ. ৫. ৫. ২ যাজ্ঞিকদেব। সায়ণ এখানে ভৃষ্ট যবচূর্ণকেই করম্ভ বলিয়াছেন। কা. শ্রৌ. ৫. ৫. ৩-৫।

২১। তুষহীন যব পেষণ করিয়া তাহারই দ্বারা একটি মেষ ও একটি মেষীর প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিতে হয়। অধ্বর্য্যু মেষ ও প্রতিপ্রস্থাতা মেষী নির্ম্মাণ করেন। এতৎসম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য—কা. শ্রৌ. ৫. ৩. ৬. যাজ্ঞিকদেববৃত্তি। তৈত্তীরীয়ব্রাহ্মণেও (১. ৬. ৪. ৪) ইহা আছে।

২২। যব ভক্ষণ করায় বরুণ তাহাদিগকে গ্রহণ করিয়াছিলেন, এইজন্য তাহাদের মোচনের নিমিত্ত তিনি যবময় মেষ-মেষী প্রদান করিয়া সেই যবই তাঁহাকে আবার ফিরাইয়া দেন।

মিথুনেরই দ্বারা বরুণপাশ হইতে প্রজাসমূহকে প্রমুক্ত করিয়া থাকেন।

১৭। তিনি উত্তর[২৩] পয়স্যাতে মেষীকে এবং দক্ষিণ[২৪] পয়স্যাতে মেষকে অবস্থাপিত করেন; এইরূপেই মিথুন সম্পন্ন হইয়া থাকে, কেননা স্ত্রী পুরুষের নিকট উত্তর (বাম) দিকেই শয়ন করিয়া থাকে।[২৫]

১৮। অধ্বর্যু সমস্ত হবিকেই উত্তরবেদিতে আসাদিত (উপস্থাপিত) করেন, আর প্রতিপ্রস্থাতা কেবল (মরুদ্গণের জন্য) এই পয়স্যাকে দক্ষিণ বেদিতে স্থাপন করিয়া থাকেন।[২৬]

১৯। তিনি (অধ্বর্যু) হবিসমূহ আসাদন করিয়া অগ্নি মন্থন করেন এবং অগ্নি মন্থন করিয়া (ও তাহাকে বিহিত মন্ত্রে[২৭] আহবনীয়খরে) প্রক্ষিপ্ত করিয়া (তাহাতে বিহিত মন্ত্রে[২৮]) হোম করেন। অনন্তর কেবল অধ্বর্যুই[২৯] (হোতাকে) বলেন—'সন্দীপ্যমান অগ্নিকে লক্ষ্য করিয়া আপনি (সামিধেনী-সমূহ) উচ্চারণ করুন!'[৩০] তাঁহারা উভয়েই (অধ্বর্যু ও প্রতিপ্রস্থাতা, অগ্নিতে এক-একখানি করিয়া) দুইখানি ইধ্ম নিক্ষেপ করেন, উভয়েই (এক-একখানি করিয়া) দুইখানি সমিৎ অবশিষ্ট রাখেন, এবং উভয়েই প্রথম আহুতিদ্বয় (পূর্ব্বাঘার)[৩১] প্রক্ষিপ্ত করেন। অনন্তর কেবল অধ্বর্যুই (আগ্নীধ্রকে) বলেন—'আগ্নীধ্র, অগ্নিকে সম্মার্জ্জন করুন!' (এই) আদেশ (-অনুসারে অগ্নি) সম্মার্জ্জিত না হইতেই[৩২]—

২৩। অর্থাৎ অধ্বর্যুর উত্তর দিকের বেদিতে স্থিত।

২৪। অর্থাৎ প্রতিপ্রস্থাতার দক্ষিণ দিকের বেদিতে স্থিত

২৫। কা. শ্রৌ. ৫.৫.৩।

২৬। কা. শ্রৌ. ৫. ৫. ৪—৫।

২৭। বা. স. ৫.৩।

২৮। বা. স. ৫.৪।

২৯। প্রতিপ্রস্থাতাও ইহার সহিত বলিবেন না।

৩০। বিস্তৃত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য:—১.৩. ২.১ ইত্যাদি।

৩১। ১. ৩. ৬. ১ ইত্যাদি।

৩২। "অসম্মৃষ্টমেব ভবতি সম্প্রেষিতম্;" ভাবার্থ স্পষ্ট হইয়াছে, দ্র:—কা. শ্রৌ. ৪.৫.৬ ও যাজ্ঞিকদেব।

২০। প্রতিপ্রস্থাতা (গার্হপত্যের পশ্চিমে পত্নীর উপবেশন স্থানের নিকট) প্রত্যাগমন করেন। তিনি পত্নীকে (করম্ভপাত্র-হোমের উদ্দেশে আহবনীয়-সমীপে) লইয়া যাইবার জন্য প্রশ্ন করেন—'আপনি কাহার সহিত বিচরণ করেন?'[৩৩] তিনি যে অন্যের হইয়া অন্যের সহিত বিচরণ করেন, তাহাতে বরুরেণরই (নিকটে পাপ) করিয়া থাকেন। তিনি (অধ্বর্য্যু) যে তাঁহাকে প্রশ্ন করেন, তাহার কারণ এই যে, তিনি (অধ্বর্য্যু) মনে করেন—'পাছে ইনি (যজমান-পত্নী) অন্তরে (পাপরূপ-) শল্যবিশিষ্ট হইয়া আমার (এই অগ্নিতে) হোম করিয়া ফেলেন।' পাপ প্রকাশিত হইলে অল্পতর (অর্থাৎ লঘু) হইয়া থাকে, কেননা তাহা সত্য হয়, এবং সেইজন্যই তিনি প্রশ্ন করিয়া থাকেন। আর তিনি যদি প্রত্যুত্তর প্রদান না করেন, তাহা হইলে তাঁহার জ্ঞাতিগণের অহিত হইয়া থাকে।

২১। (অনন্তর)[৩৪] তিনি তাঁহাকে (যজমানপত্নীকে এই মন্ত্র) বলান—"শত্রুগণের নিরাসকারী, প্রভূতভোজী ও করম্ভে সম্প্রীতিশালী মরুদ্গণকে আহ্বান করিতেছি!"[৩৫] ইহা (এই মন্ত্র) পুরোনুবাক্যার ন্যায়, এবং ইহাদ্বারাই তিনি ইহাদিগকে (মরুদ্গণকে) এই সকল (করম্ভ-) পাত্রের জন্য আহ্বান করিয়া থাকেন।

৩৩। ইহার তাৎপর্য্যার্থ এই যে, তাঁহার কোন উপপতি আছে কি না। যদি না থাকে, তবে তিনি তাহা বলিবেন; আর থাকিলে যতগুলি থাকে সমস্তকেই প্রকাশ করিয়া বলিতে হইবে। লজ্জাবশত নাম না করিলে এক-একখানি তৃণদ্বারাও তিনি তাহা প্রকাশ করিতে পারেন। না প্রকাশ করিলে তাঁহার জ্ঞাতিবন্ধুর বিয়োগ হয়। কা. শ্রৌ. ৫. ৫. ৭—৯। মানবশ্রৌতসূত্রে আছে—"প্রতিপ্রস্থাতা গার্হপত্যান্তে পৃচ্ছতি—পত্নি, কতি তে কান্তাঃ, যদি মিথ্যা বক্ষ্যসি প্রিয়তমস্তে সংস্থাস্যতীতি ; যং নির্দ্দিশেৎ তং বরুণো গৃহ্ণাত্বিতি ব্রূয়াদিতি।" কাঠকে—"প্রতিপ্রস্থাতা পত্নীমাহ কতি তে কান্তা ইতি সত্যং বদেৎ, নির্দ্দিষ্টাংস্তান্ বরুণো গৃহ্ণাত্বিতি।" তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণেও (১.৬.৫.২) ইহা আছে :—"পত্নীং বাচয়তি, মেধ্যামেবৈনাং করোতি, অথো তপ এবৈনামুপনয়তি। যজ্জারং সন্তং ন প্রব্রূয়াৎ প্রিয়ং জ্ঞাতিং রুন্ধ্যাৎ, অসৌ মে জার ইতি নির্দ্দিশেৎ, নির্দ্দিশ্যৈবৈনাং বরুণপাশেন গ্রাহয়তি।"

৩৪। অর্থাৎ পত্নী তাহা বলিবার পর, কা. শ্রৌ. ৫. ৬. ১০।

৩৫। বা. স. ৩.৪৪।

সেই (পাত্র) প্রতিপুরুষের (জন্য এক-একটি) হইয়া থাকে; গৃহে যতগুলি (জ্ঞাতিজন) থাকে, একাধিক ততগুলি (পাত্র) হয়। তিনি এইরূপে প্রতিপুরুষে এক-একটি (করম্ভপাত্রের) দ্বারা তাঁহার উৎপন্ন প্রজাবৃন্দকে বরুণপাশ হইতে প্রমুক্ত করেন; আর যে একটি অতিরিক্ত (পাত্র) হয়, তাহাতে তিনি তাঁহার অজাত (প্রজাবৃন্দকে) বরুণপাশ হইতে প্রমুক্ত করিয়া থাকেন; সেইজন্যই (ঐ পাত্র সকলের) একটি অতিরিক্ত হইয়া থাকে।

২৩। (করম্ভের) পাত্র সমূহ নির্ম্মিত হইয়া থাকে; কেননা, ভোজ্য-বস্তু পাত্রেই ভোজন করা যায়। (সেই সমস্ত পাত্র করম্ভরূপ) যবময় হয়, কেন-না, বরুণ (যে প্রজাবৃন্দকে) গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহারা (তাঁহার) যব ভক্ষণ করিয়াছিল। তিনি (যজমানপত্নী) শূর্পের দ্বারা (ঐ করম্ভপাত্র) হোম করেন, কেননা, শূর্পেরই দ্বারা ভোজ্য দ্রব্য (অন্ন) করা হইয়া থাকে। তাহা পত্নী-হোম করেন;[৩৬] এবং ইহাতে তিনি (যজমান) মিথুন দ্বারাই বরুণপাশ হইতে প্রজাবৃন্দকে প্রমুক্ত করিয়া থাকেন।

২৪। তিনি (পত্নী) যজ্ঞের পূর্ব্বে ও আহুতিসমূহের পূর্ব্বে[৩৭] হোম করেন, কেননা প্রজারা ("বিশঃ") অহুতভোজী এবং মরুৎসমূহই প্রজা। প্রজাপতির প্রজাসমূহ যখন বরুণগৃহীত হইয়া পরিদীর্ণ হইয়াছিল, নিশ্বাস গ্রহণ ও প্রশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে (হাঁফাইতে হাঁফাইতে) শুইয়া পড়িয়াছিল ও বসিয়া পড়িয়াছিল, তখন মরুৎসমূহই ইহাদের পাপ বিমথিত করিয়াছিলেন; সেইরূপই মরুদ্গণ ইহার প্রজাবৃন্দের পাপকে বিমথিত করেন; এবং সেই জন্যই তিনি যজ্ঞের পূর্ব্বে ও আহুতিসমূহের পূর্ব্বে হোম করিয়া থাকেন।

৩৬। যজমানপত্নী করম্ভপাত্রসমূহ শূর্পের উপর করিয়া নিজের মস্তকের উপর তুলিয়া ধরেন এবং তদনন্তর পশ্চিমমুখে তাহা দক্ষিণ অগ্নিতে হোম করেন। কেবল পত্নীই এই হোম করেন, অথবা যজমান ও পত্নী উভয়েই করিতে পারেন।—কা. শ্রৌ. ৫. ৫. ১১। ব্রাহ্মণে কেবল পত্নীর হোম বিহিত দেখা যায়, কিন্তু "মিথুন দ্বারাই" পদে উভয়েরই হোম সূচিত হইয়াছে। আবার পরবর্ত্তী ২৫শ কণ্ডিকায় "স বৈ...জুহোতি" বলিয়া পুংলিঙ্গ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। ৩৮শ টীকা দ্রষ্টব্য।

৩৭। অর্থাৎ স্রুবহোম ও আঘার হোমের পূর্ব্বে; পূর্ব্বাঙ্গ বা যাগ, অপরাদ্রি হোম; দ্রঃ—কা. শ্রৌ. ১.২.৫—৭।

২৫। তিনি (যজমান)[৩৮] দক্ষিণাগ্নিতে এই মন্ত্রে (তাহা) হোম করেন— "যাহা গ্রামে ও যাহা অরণ্যে—", কেননা, গ্রামে বা অরণ্যেই পাপ করা যায় ;—"যাহা সভায় ও যাহা ইন্দ্রিয়ে—", তিনি যে বলেন "সভায়" তাহার অর্থ মনুষ্যসমূহে, আর যে বলেন "ইন্দ্রিয়ে" তাহার অর্থ "দেবসমূহে' ;— "আমরা যে পাপ করিয়াছি তাহা ইহাতে সমর্পণ করিতেছি, স্বাহা!"[৩৯] তিনি ইহাতে এই বলেন যে, 'আমরা যাহা কিছু পাপ করিয়াছি, তৎ সমস্ত হইতে আমরা প্রমুক্ত হইতেছি !'

২৬। অনন্তর তিনি মরুৎ পদযুক্ত ইন্দ্রের (ঋক্) জপ করেন। মরুদ্গণ যখন প্রজাপতির প্রজাসমূহের পাপকে বিমথিত (বিলুপ্ত) করিয়াছিলেন, তখন তিনি (প্রজাপতি) পর্য্যালোচনা করিয়াছিলেন যে, 'ইহারা (মরুদ্গণ) আমার প্রজাসমূহকে বিমথিত করিবে না।'

২৭। তিনি (তখন) এই (বক্ষ্যমাণ) মরুৎ পদযুক্ত ইন্দ্রের (ঋক্) জপ করিয়াছিলেন। ইন্দ্র ক্ষত্রিয়জাতি, এবং মরুদ্গণ (তাঁহার) প্রজা ; ক্ষত্রিয়জাতিই প্রজাগণের নিরোধক, (অতএব সেই ইন্দ্রের দ্বারাই প্রজাসমূহ) নিরুদ্ধ হইতে পারিবে ; অতএব (বক্ষ্যমাণ) ইন্দ্রের (ঋক্ জপনীয়)।

২৮। "হে ইন্দ্র. এই সংগ্রামসমূহে (আমাদের প্রজাবৃন্দকে) একেবারে (মারিও) না ! হে বলশালিন্, দেবগণের সহিত তোমার পৃথক্ যাগভাগ আছে ; তুমি (যজমানকে) বর বর্ষণ করিয়া থাক, তোমার যবময় হবি রহিয়াছে, তোমার মরুদ্গণকে (আমাদের) বাণী বন্দনা করিতেছে !"[৪০]

২৯। অনন্তর তিনি (প্রতিপ্রস্থাতা) ইহাকে (যজমানপত্নীকে, এই মন্ত্র)[৪১] পাঠ করান—"কর্ম্মকারিগণ[৪২] কর্ম্ম করিয়াছেন," কেননা, যাঁহারা

৩৮। ৩৬শ টীকা দ্রষ্টব্য। কিন্তু সায়ণভাষ্যে "সা" পদই দেখা যায়, এবং তাহা হইলে তাহার অর্থ যজমানপত্নী ধরিতে হইবে। এই পক্ষে পূর্ব্বের সহিত সামঞ্জস্য থাকে।

৩৯। বা. স. ৩. ৪৫ ; কা. শ্রৌ. ৫. ৫. ১১।

৪০। বা. স. ৩. ৪৬ ; কা. শ্রৌ. ৫. ৫. ১২।

৪১। বা. স. ৩. ৪৭ ; কা. শ্রৌ. ৫. ৫. ১৩।

৪২। অর্থাৎ যজমানগণ—সায়ণ ; ঋত্বিগ্‌গণ—মহীধর।

কর্ম্ম করেন তাঁহারা, কর্ম্ম করিয়াই ছিলেন;—"সুখোৎপাদক (স্তুতিরূপ) বাণীর সহিত," কেননা, বাণীর সহিতই তাঁহারা করিয়াছিলেন;—"দেবগণের কর্ম্ম করিয়া", কেননা, দেবগণেরই কর্ম্ম করিয়া,—"হে সহাবস্থানকারিগণ,[৪৩] গৃহে ("অস্ত") প্রস্থান করুন;" তাঁহারা (তখন) অন্যস্থান[৪৪] হইতে (আহবনীয়সমীপে) আনীত (যজমানপত্নীর) সহিত অবস্থান করিতেছিলেন বলিয়া তিনি "সহাবস্থানকারিগণ" বলিয়া থাকেন। "গৃহে প্রস্থান করুন" (ইহার তাৎপর্য্য এই যে), পত্নী যজ্ঞের পশ্চার্দ্ধ, এবং (প্রতিপ্রস্থাতা) তাঁহাকে পূর্ব্বাভিমুখী করিয়া যজ্ঞের নিকটে আগমন করাইয়াছিলেন। "অস্ত"-অর্থে গৃহ, এবং গৃহই প্রতিষ্ঠা; অতএব তিনি ইহাতে প্রতিষ্ঠারূপ গৃহেই ইহাকে (যজমানপত্নীকে) প্রতিষ্ঠাপিত করেন।

৩০ (অনন্তর) প্রতিপ্রস্থাতা (পত্নীকে তাঁহার স্থানে) ফিরাইয়া লইয়া গিয়া (নিজের স্থানে) আগমন করেন। (অনন্তর) তাঁহারা[৪৫] অগ্নিকে[৪৬] সম্মার্জ্জন করেন, এবং অগ্নি সমার্জ্জিত হইলে তাঁহারা উভয়েই[৪৭] শেষ আহুতি দ্বয় (উ ত রা ঘা র)[৪৮] প্রক্ষিপ্ত করেন। অনন্তর অধ্বর্যুই (আগ্নীধ্রকে) আহ্বান করিয়া[৪৯] হোতাকে বরণ করেন এবং হোতা বৃত হইয়া উত্তরবেদির হোতৃ-উপবেশন স্থানে উপবেশন করেন; তিনি উপবেশন করিয়া (অধ্বর্যু ও প্রতিপ্রস্থাতাকে প্রযাজ অনুষ্ঠানের জন্য)[৫০] প্রবর্ত্তিত করেন, এবং তাঁহারা উভয়েই প্রবর্ত্তিত হইয়া স্রুক্‌সমূহ[৫১] গ্রহণপূর্ব্বক হোম করিবার জন্য দক্ষিণ

৪৩। অর্থাৎ যজমানের অমাত্য ও ঋত্বিগ্‌বর্গ,—সায়ণ।

৪৪। পত্নীর বসিবার স্থান।

৪৫। আগ্নীধ্র; বহুবচন গৌরবার্থ

৪৬। প্রথমে উত্তরবেদির আহবনীয়কে সম্মার্জ্জন করিয়া পরে দক্ষিণবেদির আহবনীয়কে সম্মার্জ্জন করেন।

৪৭। অধ্বর্যু ও প্রতিপ্রস্থাতা।

৪৮। দ্রঃ—১. ৩. ৬. ১ ইত্যাদি; পূর্ব্ববর্ত্তী ১৯শ কণ্ডিকা

৪৯। দ্র:—১. ৪. ৩. ৬, ৪ টীকা; ১৬, ৮ টীকা।

৫০। দ্র:—১. ৪. ৪. ২ ইত্যাদি।

৫১। অধ্বর্যু ও প্রতিপ্রস্থাতা উভয়েরই পৃথক পৃথক্ জুহূ ও উপভৃৎ থাকে।

দিকে পূর্ব্বস্থান) অতিক্রমপূর্ব্বক গমন করেন ; অতিক্রমপূর্ব্বক গমন করিয়া অধ্বর্য্যুই (হোতাকে) আহ্বান করিয়া (প্রথম প্রযাজসম্বন্ধে) বলেন—'সমিৎসমূহের উদ্দেশে যাজ্যা পাঠ করুন !' (আর অন্যান্য প্রযাজসম্বন্ধে বলেন) 'যাজ্যা পাঠ করুন !'[৫২] তাঁহারা উভয়ে চতুর্থ[৫৩] প্রযাজে (উপভৃৎ হইতে জুহূতে আজ্য) সমানীত করিয়া নয়টি প্রযাজ[৫৪] অনুষ্ঠান করেন ।

৩১ । অনন্তর অধ্বর্য্যুই আগ্নেয় আজ্যভাগ (লক্ষ্য করিয়া) (হোতাকে) বলেন—'অগ্নির অনুবাক্যা উচ্চারণ করুন' এবং তাঁহারা উভয়ে (অধ্বর্য্যু ও প্রতিপ্রস্থাতা, ধ্রুবাস্থিত) আজ্যকে চারিবার অবদান (অর্থাৎ খণ্ডন বা বিভাগ) করিয়া (জুহূতে) গ্রহণ করেন ও (পূর্ব্বস্থান) অতিক্রমপূর্ব্বক (উত্তরদিকে) গমন করেন । অতিক্রমপূর্ব্বক গমন করিয়া অধ্বর্য্যুই (হোতাকে) আহ্বান করেন ও বলেন 'অগ্নির যাজ্যা উচ্চারণ করুন !' এবং বষট্‌কার উচ্চারিত হইলে তাঁহারা উভয়েই (স্ব স্ব আহবনীয়ে হোম করেন) ।

৩২ । অনন্তর অধ্বর্য্যুই (হোতাকে) সৌম্য (সোমদেবতার) আজ্যভাগ (লক্ষ্য করিয়া) বলেন,—'সোমের অনুবাক্যা উচ্চারণ করুন !' এবং তাঁহারা উভয়ে আজ্যকে চারিবার অবদান করিয়া গ্রহণ করেন ও অতিক্রমপূর্ব্বক গমন করেন । অতিক্রমপূর্ব্বক গমন করিয়া অধ্বর্য্যু হোতাকে আহ্বান করেন ও বলেন 'সোমের যাজ্যা উচ্চারণ করুন !' এবং বষট্‌কার উচ্চারিত হইলে তাঁহারা উভয়ে হোম করেন ।

---

৫২ । দ্র :—কা. শ্রৌ. ৩. ৫. ৩ ; আপ. শ্রৌ. ৩. ৫. ১ ।

৫৩ । মূলে এখানে "চতুর্থে চতুর্থে" আছে ; সায়ণ বলেন প্রতিপ্রস্থাতা ও অধ্বর্য্যু এই দুই জনে কাজ করেন বলিয়া দুইবার "চতুর্থে চতুর্থে" বলা হইয়াছে—"চতুর্থে চতুর্থে ইতি বীপ্সা দ্বিত্বাপেক্ষয়া ।"

৫৪ । বৈশ্বদেবপর্ব্বে নয়টি প্রযাজ ও নয়টি অনুযাজ হইয়া থাকে, ইহা পূর্ব্বে (২. ৩. ২. ২০) উক্ত হইয়াছে । এই প্রযাজগুলির দেবতার ক্রমিক নাম এই :—১ সমিৎসমূহ, ২ তনূনপাৎ (বা নরাশংস), ৩ ইড়্‌সমূহ, ৪ বর্হিসমূহ (এই চারিটি হবির্যজ্ঞেও সমান, ১. ৪. ৪. ১—১২, দ্রঃ— ১ম ভাগ, ১৫২ পৃ ১০ টীকা), ৫ (দিব্য) দ্বারসমূহ (দুরঃ বা দ্বারঃ), ৬ উসা ও রাত্রি (উষা সানক্তা) ৭ দৈব হোতৃগণ, ৮ দেবীত্রয় (ইড়া, সরস্বতী ও ভারতী), ও ৯ অগ্নিপ্রভৃতি বা আপতিত সমস্ত দেবতা ।

৩৩। সেখানে ঋক্ দ্বারা যাহা কিছু কর্ত্তব্য থাকে, অধ্বর্য্যুই তাহা করিয়া থাকেন, প্রতিপ্রস্থাতা নহে।[৫৫] যেখানে (হোতৃকর্ত্তৃক) বষট্কার উচ্চারিত হয়, সেস্থানেই অধ্বর্য্যুই যে (হোতাকে) আহ্বান করেন (তাহার কারণ এই যে),—

৩৪। প্রতিপ্রস্থাতা (অধ্বর্য্যুর) কৃতানুকারীই হইয়া থাকেন।[৫৬] কেননা, বরুণ ক্ষত্রিয়জাতি এবং মরুদ্গণ (তাঁহার) প্রজা ; সেই জন্য তিনি (প্রতিপ্রস্থাতা) ইহাতে প্রজাকে (ক্ষত্রিয়ের) কৃতানুকারিণী ও অনুগামিনী করিয়া থাকেন। যদি প্রতিপ্রস্থাতা (হোতাকে) আহ্বান করেন, তাহা হইলে তিনি প্রজাবৃন্দকে ক্ষত্রিয়ের প্রতি প্রতিলোমভাবে উদ্যত করিয়া থাকেন এবং সেই জন্যই তিনি আহ্বান করেন না।

৩৫। প্রতিপ্রস্থাতা স্রুগ্দ্বয় (জুহূ ও উপভৃৎ) হস্তেই (ধারণ) করিয়া উপবেশন করেন এবং অধ্বর্য্যু তখন এই সমস্ত (বক্ষ্যমাণ) হবির দ্বারা (কার্য্যে) অগ্রসর হন, যথা, অষ্টকপালে সংস্কৃত আগ্নেয় পুরোডাশ, সৌম্য (সোমের) চরু, দ্বাদশ বা অষ্ট কপালে সংস্কৃত সাবিত্র (সবিতার) পুরোডাশ, সারস্বত (সরস্বতীর) চরু, পৌষ্ণ (পুষার) চরু, এবং দ্বাদশ কপালে সংস্কৃত ঐন্দ্রাগ্ন (ইন্দ্র ও অগ্নির) পুরোডাশ।

৩৬। অনন্তর তাঁহারা উভয়ে এই পয়স্যাদ্বয়ের দ্বারা কার্য্য করিবার জন্য (পূর্ব্বোক্ত মেষ ও মেষীকে) পরস্পরের স্থান পরিবর্ত্তন করিয়া রাখেন,—সেই যে মেষ মারুতী (পয়স্যায়) ছিল, তাহা তিনি বারুণী (পয়স্যায়) স্থাপিত করেন, এবং বারুণী (পয়স্যায়) যে মেষ ছিল, তাহা তিনি মারুতী (পয়স্যায়) স্থাপিত করেন। তাঁহারা উভয়ে যে এইরূপে পরস্পরের স্থান পরিবর্ত্তন করিয়া রাখেন (তাহার কারণ এই যে), বরুণ ক্ষত্রিয় এবং পুরুষ বীর্য্যস্বরূপ ; তাঁহারা ইহা দ্বারা ক্ষত্রিয়ে বীর্য্যই স্থাপন করেন। স্ত্রী অবীর্য্যা ; এবং মরুদ্গণ প্রজাস্বরূপ ; তাঁহারা ইহাতে প্রজাকে অবীর্য্যাই করিয়া থাকেন। এবং এইজন্যই তাঁহারা এইরূপে পরস্পরের স্থান পরিবর্ত্তন করিয়া রাখেন।

৫৫ আপ. শ্রৌ. ৮. ৫. ১৭।

৫৬ কা. শ্রৌ. ৫. ৪. ৩৩—৩৪

৩৭। অনন্তর অধ্বর্যুই (হোতাকে) বলেন—'বরুণের অনুবাক্যা উচ্চারণ করুন!' তিনি (জুহূতে কিঞ্চিৎ) আজ্য আস্তরণরূপে ঢালিয়া বারুণী পয়স্যার দুইবার অবদান করেন (অর্থাৎ ঐ পয়স্যা হইতে দুইবার কিছু কিছু কাটিয়া গ্রহণ করেন), এবং অন্যতর অবদানের সহিত মেষকে (স্রুকে) অবস্থাপিত করেন। অনন্তর তিনি (তাহার) উপরে আজ্যধারাপাত করেন, এবং (পয়স্যায় যে স্থান হইতে) অবদান দুইটি (করা হইয়াছিল, সেই স্থান) ঘৃতাক্ত করেন। অনন্তর তিনি (দক্ষিণ দিকে) গমন করিয়া (হোতাকে) বলেন—'বরুণের যাজ্যা উচ্চারণ করুন!' এবং বষট্‌কার উচ্চারিত হইলে তিনি (তাহা) হোম করেন।'

৩৮। অধ্বর্যু হস্তে স্রুগ্‌দ্বয় (জুহূ ও উপভৃৎ) গ্রহণ করিয়া দক্ষিণদিকে প্রতিপ্রস্থাতার বস্ত্র ধারণ করিয়া (হোতাকে) বলেন—'মরুদ্‌গণের অনুবাক্যা উচ্চারণ করুন!' প্রতিপ্রস্থাতা (জুহূতে কিঞ্চিৎ) আজ্য আস্তরণরূপে ঢালেন, এবং মারুতী পয়স্যার দুইবার অবদান করেন। তিনি অন্যতর অবদানের সহিত মেষীকে (স্রুকে) অবস্থাপিত করেন। অনন্তর তিনি (তাহার উপরে) আজ্যধারাপাত করিয়া, (পয়স্যার যে স্থান হইতে) অবদান দুইটি (করা হইয়াছিল, সেই স্থান) ঘৃতাক্ত করেন; এবং (অগ্নির দক্ষিণদিকে) গমন করেন। ইহার পর অধ্বর্যুই (হোতাকে) আহ্বান করিয়া বলেন—'আপনি মরুদ্‌গণের উদ্দেশে যাজ্যা পাঠ করুন!' এবং বষট্‌কার উচ্চারিত হইলে তিনি (প্রতিপ্রস্থাতা, তাহা) হোম করেন।

৩৯। অনন্তর অধ্বর্যুই ক'র (প্রজাপতির) এককপালসংস্কৃত পুরোডাশ লইয়া (কার্য্যে) অগ্রসর হন; এবং (ঐ) ক'র নিমিত্ত এককপাল-পুরোডাশের দ্বারা (কার্য্যে) অগ্রসর হইয়া (হোতাকে) বলেন—'স্বিষ্টকৃৎ অগ্নির অনুবাক্যা উচ্চারণ করুন!' অধ্বর্যু সমস্ত[১] হবি হইতেই এক-একবার করিয়া অবদান করেন, আর প্রতিপ্রস্থাতা কেবল এই (মারুতী) পয়স্যার

সা° ৩৭। অর্থাৎ অগ্নি হইতে ক পর্য্যন্ত দেবতার; যথা, অগ্নি, সোম, সবিতা, সরস্বতী, পূষা,
সমস্ত ১ গ্নি, বরুণ, মরুদ্‌গণ, ও ক।

একবার অবদান করেন। অনন্তর তাঁহারা তদুপরি দুইবার আজ্যধারাপাত করিয়া উভয়েই (দক্ষিণদিকে) অতিক্রমপূর্ব্বক গমন করেন; গমন করিয়া অধ্বর্য্যুই (হোতাকে) আহ্বান করিয়া বলেন—'স্বিষ্টকৃৎ অগ্নির যাজ্যা পাঠ করুন।' অনন্তর বষটকার উচ্চারিত হইলে তাঁহারা উভয়েই হোম করেন।

৪০। অনন্তর অধ্বর্য্যুই প্রাশিত্র[৫৮] অবদান করেন। তিনি ইড়া[৫৯] অবদান করিয়া (উত্তরবেদি) অতিক্রমপূর্ব্বক প্রতিপ্রস্থাতাকে প্রদান করেন, এবং প্রতিপ্রস্থাতাও তদুপরি মারুতী পয়স্যা হইতে দুইবার অবদান করেন।[৬০] (অনন্তর অধ্বর্য্যু) তদুপরি দুইবার আজ্যধারাপাত করেন। (অতঃপর) তাঁহারা (ইড়াকে) উপহূত করিয়া[৬১] মার্জ্জন করেন।[৬২]

৪১। অনন্তর অধ্বর্য্যুই বলেন—'ব্রহ্মন্, আমি কি (অগ্রে) প্রস্থান করিব?' তিনি সমিৎ নিক্ষেপ করিয়া (আগ্নীধ্রকে) বলেন—'আগ্নীধ্র, অগ্নিকে মার্জ্জনা করুন!'[৬৩] সেই অধ্বর্য্যু (পৃষদাজ্যপাত্রস্থিত) পৃষদাজ্যকে[৬৪] স্রুগদ্বয়েই (অর্থাৎ জুহূ ও উপভৃতেই) বিভাগ করিয়া আনয়ন করেন।[৬৫] আর যদি প্রতিপ্রস্থাতার পৃষদাজ্য থাকে, তাহা হইলে তিনিও তাহা দ্বিধা বিভাগ করিয়া (জুহূ ও উপভৃতে) আনয়ন করেন; আর যদি তাঁহার সেখানে পৃষদাজ্য (গৃহীত) না থাকে, তাহা হইলে উপভৃতে যে আজ্য থাকে, তাহাই

৫৮। ১ম ভাগ, ২১৫ পৃ ৭ টীকা দ্রষ্টব্য।

৫৯। ঐ ৯ টীকা দ্রষ্টব্য।

৬০। কা. শ্রৌ. ৫. ৫৫. ২২—২৩।

৬১। ১. ৬. ৩. ১৮, ও তাহার টীকা দ্রষ্টব্য।

৬২। নিজেকে অথবা অগ্নিকে, দ্রঃ—পূর্ব্ববর্ত্তী ১৯শ কণ্ডিকা এবং ১. ৬. ৪. ৫। সূত্রে এই মার্জ্জনবিধি না দেখিয়া পদ্ধতিকার বলিয়াছেন যে, "সূত্রকৃতা তু কেনাভিপ্রায়েণ ন সূত্রিতমিতি এব জানাতি।" কা. শ্রৌ. ৫.৫. ২৩।

৬৩। ১. ৬. ৪. ৩ ইত্যাদি।

৬৪। দধিমিশ্রিত আজ্যের নাম পৃ ষ দা জ্য।

৬৫। অর্থাৎ পৃষদাজ্যধানীস্থিত পৃষদাজ্যের অর্দ্ধ জুহূতে ও অবশিষ্ট উপভৃতে আনয়ন করেন।

তিনি দ্বিধা বিভাগ করিয়া আনয়ন করেন।[৬৬] তাঁহারা উভয়েই (অগ্নির দক্ষিণ দিকে) অতিক্রমপূর্ব্বক গমন করেন। গমন করিয়া প্রথম-অনুযাজ-সম্বন্ধে অধ্বর্য্যুই (হোতাকে) বলেন—'দেবগণের উদ্দেশ্যে যাজ্যা পাঠ করুন!' (আর অন্যান্য অনুযাজসম্বন্ধে বলেন)—"যাজ্যা পাঠ করুন!' তাঁহারা চতুর্থ (অনুযাজে উপভৃতে স্থিত আজ্যকে জুহূতে) সমানীত করিয়া নয়টি অনুযাজ অনুষ্ঠান করেন।[৬৭] (বৈশ্বদেবপর্ব্বে) যে নয়টি প্রযাজ, এবং নয়টি অনুযাজ হয়, (তাহার কারণ এই যে), তিনি ইহাতে উভয় দিক্ হইতেই ইহার ঊর্দ্ধ ও নিম্নে স্থিত প্রজাসমূহকে বরুণপাশ হইতে প্রমুক্ত করেন। অতএব (বৈশ্বদেব-পর্ব্বে) নয়টি প্রযাজ ও নয়টি অনুযাজ হইয়া থাকে। . .

৪২। তাঁহারা উভয়েই স্রুক্‌সমূহকে (বেদিতে প্রথমে) স্থাপন করিয়া (তাহার পর) পরস্পর বিপরীত দিকে প্রেরণ (অর্থাৎ পৃথক্) করেন।[৬৮] স্রুক্‌সমূহকে পরস্পর বিপরীত দিকে প্রেরণ করিয়া ও প রি ধি সমূহকে (আজ্য-ধারা দ্বারা) লিপ্ত করিয়া,[৬৯] এবং তদনন্তর (মধ্যম) প রি ধি কে স্পর্শ করিয়া ও (আগ্নীধ্রকে) আহ্বান করিয়া অধ্বর্য্যুই (হোতাকে) বলেন—"দৈবহোতৃগণ মঙ্গল (-ফল-) কথনের জন্য প্রেরিত হইয়াছেন এবং মানবীয় হোতা সূক্তবাক কথনের জন্য প্রেরিত হইয়াছেন।"[৭০] (অনন্তর হোতা) সূক্তবাক উচ্চারণ করিতে আরম্ভ করেন। হোতা যখন সূক্তবাক উচ্চারণ করিতে আরম্ভ করেন, সেই সময়ে তাঁহারা উভয়েই (নিজ-নিজ) প্র স্ত র কে উঠাইয়া গ্রহণ করেন, এবং উভয়েই তাহা (অগ্নিতে) নিক্ষেপ করেন; তাঁহারা উভয়ে (তাহা) হইতে এক-এক খানি তৃণ গ্রহণ

৬৬। অর্থাৎ প্রথম অর্দ্ধ জুহূতে আসেচন করিয়া অবশিষ্ট অংশ চতুর্থ প্রযাজে আসেচন করেন।

৬৭। নয়টি অনুযাজদেবতা যথা—বর্হিঃ, দ্বারঃ, উষাসানক্তা, জোষ্ট্রী, ঊর্জ্জাহুতী, দৈব্যা হোতারা, তিস্রো দেব্যঃ, নরাশংসঃ, স্বিষ্টকৃৎ। দ্রঃ—পূর্ব্বোক্ত ৫৪ টীকা; ১ম ভাগ ১৫২ পৃঃ।

৬৮। দ্রষ্টব্য ১. ৭. ১. ১।

৬৯। দ্রষ্টব্য ১. ৭. ১. ৭।

৭০। ১. ৭. ১. ৯—১০, এবং ঐ টীকা।

করিয়া (অগ্নির) নিকটে উপবেশন করেন ; এবং যখন হোতা সূক্তবাক উচ্চারণ করেন—

৪৩। তখন আগ্নীধ্র বলেন—'(গৃহীত তৃণখানিকে অগ্নিতে) নিক্ষেপ করুন!' তাঁহারা উভয়েই (তাহা) নিক্ষেপ করেন, এবং নিজেকে স্পর্শ করেন।[৭১]

৪৪। অনন্তর (আগ্নীধ্র অধ্বর্যু্যকে) বলেন[৭২]—'আপনি (আমার সহিত) সম্ভাষণ করুন!' (অধ্বর্যু তাঁহাকে প্রশ্ন করেন)—'হে আগ্নীধ্র, তিনি কি (স্বর্গে) গিয়াছেন?' (আগ্নীধ্র বলেন)—'তিনি গিয়াছেন।' (অধ্বর্যু বলেন)—'(দেবগণকে) শ্রবণ করান!' (আগ্নীধ্র উত্তর করেন)—'(তাঁহারা) শ্রবণ করিতেছেন!' (অধ্বর্যু বলেন)—'দৈব হোতৃগণের স্বস্থান গমন! মানবীয় (হোতৃগণের) স্বস্তি!' অধ্বর্যু ই (আবার) বলেন—'আপনি "শান্তি ও ভয়বিনাশ"[৭৩] বলুন!' (অনন্তর) তাঁহারা উভয়েই পরিধিসমূহকে (অগ্নিতে) নিক্ষেপ করেন,[৭৪] এবং উভয়ে স্রুক্‌সমূহ একসঙ্গে গ্রহণ করিয়া স্ফ্য-এর উপরে স্থাপন করেন।[৭৫]

৪৫। অনন্তর অধ্বর্যু ই (আহবনীয়ের নিকট হইতে গার্হপত্যের নিকটে) প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া প ত্নী সং যা জ[৭৬] করেন এবং প্রতিপ্রস্থাতা (সেই সময় নীরবে) উপবেশন করিয়া থাকেন। অধ্বর্যু প ত্নী সং যা জ করিয়া (আহব-নীয়-দেশে) আগমন করেন।

৪৬। তিনি (অধ্বর্যু, মন্ত্রত্রয়ের দ্বারা) তিনটি স মি ষ্ট য জু র্হো ম[৭৭]

৭১। ১. ৭. ১.১৯ দ্রষ্টব্য।

৭২। ১. ৭. ১. ২০ ইত্যাদি দ্রষ্টব্য।

৭৩। ১. ৭. ২. ২৪, ১৭শ টীকা।

৭৪। ১. ৭. ১. ২২।

৭৫। ১. ৭. ১. ২৩-২৬।

৭৬। ১. ৭. ৩. ১ ইত্যাদি।

৭৭। ১. ৭. ৩. ২৫ ইত্যাদি : ২. ৪. ২. ২১

করেন, এবং প্রতিপ্রস্থাতা নীরবেই (দক্ষিণাগ্নিতে) স্রুক্ গ্রহণ করেন।[৭৮] বৈশ্বদেব করিবার জন্য যজমান ও যজমানপত্নী যে বসনদ্বয় পরিধান করিয়াছিলেন, এখনো তাঁহাদের তাহাই থাকিবে।[৭৯] অনন্তর বারুণী পয়স্যার শুষ্ক কর্ষ[৮০] দ্বারা মিশ্রিত (হবি) গ্রহণ করিয়া (যজমান, যজমানপত্নী ও ঋত্বিগ্‌গণ) অ ব ভৃ থে র[৮১] (জলের) নিকটে গমন করেন। ইহা (এই হবি) বরুণের, (অতএব) বরুণের সম্বন্ধ নিবারণের জন্য (তাঁহারা ঐ স্থানে গমন করেন)। সেখানে সাম গীত হয় না,[৮২] কেননা সামের দ্বারা এখানে কিছু করা হয় না। অতএব নীরবেই (অবভৃথের) নিকট গমন করিয়া ও (তাহাতে) প্রবিষ্ট হইয়া (অধ্বর্যু) সেই শুষ্ককর্ষমিশ্রিত হবিঃপাত্র অবভৃথে) মগ্ন করিয়া দেন।[৮৩]

৪৭। (তিনি তাহা এই মন্ত্রে মগ্ন করেন)—"হে অবভৃথ (উদক), হে নীচগামী, তুমি অত্যন্ত গমন করিয়া থাক ; তুমি (এখন) নীচে গমন কর !

৭৮। অর্থাৎ দক্ষিণবেদির দক্ষিণাগ্নিতে ধ্রবাস্থিত আজ্য দ্বারা অমন্ত্রকই ঐ তিন স মি ষ্ট-য জু র্হো ম করেন। কা. শ্রৌ. ৫. ৫. ২৮।

৭৯। অর্থাৎ বৈশ্বদেবপর্ব্বে যজমানের নিজের যে কার্য্য থাকে তাহা অনুষ্ঠিত হইবার পরেও তিনি ও তাঁহার পত্নী ঐ বসন পরিধান করিবেন। অ ব ভৃ থ স্নানের পর এই বসন ঋত্বিগ্‌গণের মধ্যে কাহাকেও দিতে হয় (৪৭ কণ্ডিকা ও তাহার টীকা দ্রষ্টব্য)।

৮০। দুগ্ধ প্রভৃতি জ্বাল দিলে কড়ায়ের মধ্যে তলদেশে যে অংশ শুখাইয়া বা পুড়িয়া লাগিয়া থাকে, তাহারই নাম ক র্ষ। মূলে এই শব্দই আছে। সায়ণ ব্যাখ্যা লিখিয়াছেন—"ক্ষামকর্ষমিশ্রং ক্ষামোহতিপাকেন দগ্ধপাত্রে সংসক্তঃ, কৃষ্ বিলেখনে, কৃষ্যত ইতি কর্ষঃ, ক্ষামশ্চাসৌ কর্ষশ্চেতি।" কাত্যায়নশ্রৌতসূত্রে (৫. ৫. ৩০), ঐ অর্থে নি ক্ষা য শব্দ পঠিত হইয়াছে। বৃত্তিকার তাহার অর্থ করিয়াছেন—"তাপবশাদধঃস্থালীতললগ্নঃ পয়স্যাশেষঃ।"

৮১। অ ব ভৃ থ স্নান সোম যাগে প্রসিদ্ধ। সোমলিপ্ত পাত্রসমূহ ইহাতে নীচু করান হয়—ডুবাইয়া দেওয়া হয় বলিয়া ঐ জলের নাম অ ব ভৃ থ। সায়ণ লিখিয়াছেন—"সোমলিপ্তানি পাত্রাণি অবাচীনান্যস্মিন্ ক্রিয়ন্ত ইত্যবভৃথঃ"—পরবর্ত্তী কণ্ডিকা। মহীধর লিখিয়াছেন (শু. য. ৩. ৪৮)—"অর্ব্বাচীনানি পাত্রাণি ক্রিয়ন্তে যস্মিন্ যজ্ঞবিশেষে (?) সোঽয়মবভৃথঃ।" কিন্তু বাজসনেয়িসংহিতায় এই প্রসঙ্গের মন্ত্রটি (৩.৪৮) আলোচনা করিলে বোধ হয় যে, পাপসমূহ ইহার মধ্যে অ ব ভৃ ত (নীচে ধৃত) হয় বলিয়া ঐ জলের নাম অ ব ভৃ থ হইয়াছে।

৮২। দ্র:—৪. ৪. ৫. ৮।

৮৩। কা. শ্রৌ. ৫. ৫. ২৮—২৯।

আমি দেবগণের নিকটে ইন্দ্রিয়সমূহ দ্বারা যে পাপ করিয়াছি এবং মর্ত্ত্যগণ (ঋত্বিগ্‌গণ) মর্ত্ত্যসমূহের নিকট যে পাপ করিয়াছেন, তাহা তোমার নীচে নিক্ষিপ্ত করিতেছি! হে দেব, বহু (-দুঃখ-) প্রদ (পাপরূপ) বধ হইতে আমাদিগকে রক্ষা কর!"[৮৪] ইহারা উভয়ে (যজমান ও যজমানপত্নী) যাহাকে ইচ্ছা করেন তাহাকেই (পরিহিত বসনযুগল) প্রদান করিবেন; কেননা, দীক্ষিত (হইবার সময় যাহা পরিধান করিয়াছিলেন, সেই) বসনযুগল (আর পরিধেয়) নহে।[৮৫] অহি যেমন ত্বক্ হইতে নির্ম্মুক্ত হয়, তিনিও (যজমানও) সেইরূপ ইহাতে (সমস্ত পাপ হইতে) নির্ম্মুক্ত হন।

৮৪। বা. স. ৩. ৪৮; কা. শ্রৌ. ৫. ৫. ৩০।

৮৫। কা. শ্রৌ. ৫. ৫. ৩৪; কাত্যায়ন এখানে বলিয়াছেন যে, অধিকৃত অর্থাৎ ঋত্বিগ্‌গণের মধ্যে যাঁহাকে ইচ্ছা তাঁহাকে দিতে হইবে। ইহার পূর্ব্বে সূত্র ও পদ্ধতিতে (৫. ৫. ৩০—৩৩) এই কয়টি কার্য্য উক্ত হইয়াছে:—যজমান, তাঁহার পত্নী, ও ঋত্বিগ্‌গণ পূর্ব্বোক্ত বারুণী পয়স্যার পাত্রস্থিত নিষ্কাষ, জুহূ, স্রুব, আজ্যস্থালী, সমিৎ, সৃতাবদান, স্ফ্য, বর্হিমুষ্টি ও পরিধেয় বস্ত্র গ্রহণ করিয়া কোন প্রবাহযুক্ত নদীপ্রভৃতি জলাশয়ের যে স্থানে জল স্থির থাকে সেই স্থানে উপস্থিত হন। প্রবাহযুক্ত জলাশয় না পাইলে যে-কোন জলসমীপে গেলেও চলে। অনন্তর অধ্বর্য্যু বাহু ধারণ করিয়া যজমানকে জলে প্রবেশ করান, এবং নিজেও প্রবিষ্ট হইয়া জুহূতে আজ্যস্থালী হইতে চারিবার আজ্য গ্রহণ করিয়া জলের উপরে কুশ বিছাইয়া দেন এবং একখানি সমিৎ গ্রহণ করিয়া তদুপরি স্থাপন করেন এবং তাহাতে (বা. স. ৮. ২৪ মন্ত্রে) অগ্নিকে এক আহুতি হোম করেন। অনন্তর বর্হির্ভিন্ন সমিৎপ্রভৃতি চারিটি প্রযাজের অনুষ্ঠান করেন, অনন্তর নিষ্কাষ হইতে দুইবার অবদান করিয়া একটি আহুতি বরুণকে এবং তদনন্তর আর একটি আহুতি এক সঙ্গে অগ্নি ও বরুণকে দেওয়া হয়। বাজসনেয়িগণের পক্ষে ছয়টি আহুতি দেওয়াই নিয়ম। শাখান্তরে দশটি আহুতি দেওয়া বিধান আছে; যথা, বর্হির্ভিন্ন চারিটি প্রযাজ, দুইটি আজ্যভাগ, একটি বরুণের, একটি বরুণ ও অগ্নির এক সঙ্গে, এবং তদনন্তর দুইটি অনুযাজ: মূলব্রাহ্মণ-অনুসারে হরিস্বামী বলেন যে, এই দশাহুতিপক্ষ আ ঙ্গি র স গ ণে র (৪. ৪. ৫. ২০)। এই আহুতিদান শেষ হইলে অধ্বর্য্যু ঐ নিষ্কাষস্থালীকে "হে অ ব ভৃ থ—" ইত্যাদি মন্ত্রে (বা. স. ৩. ৪৮) জলে ডুবাইয়া দেন। অনন্তর যজমান ও তৎপত্নী স্নান করেন, কিন্তু ডুব দেন না, এবং পরস্পর পরস্পরের পৃষ্ঠদেশ ধুইয়া দেন। অতঃপর উভয়ে পৃথক্ বস্ত্র পরিধান করিয়া পূর্ব্বপরিহিত বসনদ্বয় ঋত্বিগগণের মধ্যে যাঁহাকে ইচ্ছা প্রদান করেন।

৪৮। অনন্তর তিনি (যজমান) কেশ ও শ্মশ্রু ছেদন করিয়া অগ্নিদ্বয়কে (গার্হপত্য ও আহবনীয়কে, সমিধে) আরোপিত করিয়া[৮৬] ও (উত্তরবেদি হইতে) নিষ্ক্রমণ করিয়া[৮৭] ইহার (অর্থাৎ পৌর্ণমাসযাগ) দ্বারা যাগ করেন। তিনি যদি উত্তরবেদিতে অগ্নিহোত্র হোম করেন তবে তাহা ঠিক হয় না; এইজন্য তিনি নিষ্ক্রমণ করেন। তিনি গৃহ[৮৮] প্রাপ্ত হইয়া ও অগ্নিদ্বয়কে মন্থন করিয়া পৌর্ণমাস দ্বারা যাগ করেন। এই যে চাতুর্মাস্যসমূহ, ইহারা বিচ্ছিন্ন[৮৯] যজ্ঞ; আর এই যে পৌর্ণমাস, ইহা সম্পন্ন ও প্রতিষ্ঠিত। তিনি ইহাতে শেষে সম্পন্ন যজ্ঞের দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকেন; এবং সেইজন্যই তিনি (সে স্থান হইতে) নিষ্ক্রমণ করেন।

৮৬। অর্থাৎ এখানকার অগ্নি এই সমিধে প্রবেশ করুক এই চিন্তা করিয়া সেই অগ্নির উপর সমিৎকে প্রতপ্ত করেন। ইহার পারিভাষিক নাম স মা রো প ণ। "অধ্বর্য্যুঃ সমিধি উত্তরবেদ্যগ্নিং সমারোপয়তি...অত্রত্যোঽগ্নিরস্যাং সমিধি প্রবিশতু ইতি ভাবনয়া বহ্নৌ সমিধঃ প্রতাপনং স মা রো প ণ ম্—" শ্রৌতপদার্থনির্বচন, ১২৭ পৃঃ। এইরূপ দ্রষ্টব্য—কা. শ্রৌ. ৫. ৩. ১ বৃত্তি—"গার্হপত্যাহবনীয়াবগ্নী অরণ্যোঃ সমারোহ্য প্রতাপনেন অরণ্যোরারূঢৌ কৃত্বা।"

৮৭। ইহার পারিভাষিক নাম উ দ ব সা ন। "সমারোপিতাগ্নিমদরণীগ্রহণপূর্ব্বকং দেবযজনদেশং প্রতি গমনম্ উ দ ব সা ন ম্। ঐ ১৫৪ পৃঃ। "উৎপূর্ব্বং অবস্যতিঃ প্রদেশান্তরগমনে বর্ত্ততে"—কা. শ্রৌ. ৫. ৩. ১ বৃত্তি।

৮৮। অর্থাৎ সাধারণ যজ্ঞশালা।

৮৯; ইহারা কোন বিশেষ সময়ে অনুষ্ঠিত হইয়া বিচ্ছিন্ন; কিন্তু পৌর্ণমাস যাগ সেরূপ নহে, ইহা সব সময়েই অনুষ্ঠিত হয়। সায়ণ বলেন—"দর্শপূর্ণমাসবৎ চাতুর্মাস্যানাং অনুষ্ঠানবাহুল্যাভাবাৎ উৎসন্নযজ্ঞত্বম্।"

চতুর্থ ব্রাহ্মণ।

[১ বরুণপ্রঘাসের কালোল্লেখের সহিত এই প্রকরণে বর্ণনীয় সা ক মে ধ নামক চাতুর্ম্মাস্য-পর্ব্বের ফলকীর্ত্তন, ইহা অব্যবহিত দুই দিনে সম্পন্ন হয় ;—২ ঐ দিনদ্বয়সাধ্য সাকমেধের পূর্ব্ব দিবসের পূর্ব্বাহ্নে অ নী ক বা ন্ অগ্নির জন্য অষ্টকপালসংস্কৃত পুরোডাশের বিধান ;—৩ মধ্যাহ্নে সা ন্ত প ন (সন্তাপকারী) মরুদ্গণকে চরুপ্রদান, তাহার প্রশংসা ;—৪ সায়াহ্নে গৃহমেধী মরুদ্গণের জন্য চরুপাক, তাহার প্রশংসা, চরু যে দুগ্ধমিশ্রিত অন্নস্বরূপ হয় তাহার কারণ ;—৫ গৃহমেধীয় যাগের প্রণালী, সান্তপন মরুদ্গণের যাগে ব্যবহৃত বেদিই এই যাগে ব্যবহৃত হইবে, পরিধিপ্রভৃতি দ্রব্যের তদুপরি স্থাপন, গাভীদোহন, চরুপাক, তাহাতে আজ্যধারানিক্ষেপ, এবং অগ্নি হইতে তাহা নামাইয়া নীচে স্থাপন ;—৬ শরাব৬-অপর দুইখানি বৃহৎপাত্র প্রক্ষালন করিয়া তদুপরি ঐ চরুকে দ্বিধা বিভক্ত করিয়া স্থাপন, তাহাতে গর্ত্ত করিয়া আজ্যনিক্ষেপ, স্রুব ও স্রুকের সম্মার্জ্জন, ঐ চরুরূপ ওদন ও স্রুব-স্রুক্ লইয়া বেদির নিকট আগমন, ঐ কুশাস্তীর্ণ বেদি স্পর্শ করিয়া অগ্নির চারিদিকে পরিধিস্থাপন, অগ্নিতে ইচ্ছামত কতকগুলি কাষ্ঠখণ্ডের নিক্ষেপ, বেদিতে সেই ওদন ও স্রুব-স্রুকের স্থাপন, হোতৃষদনে হোতার উপবেশন, স্রুক্-স্রুব গ্রহণপূর্ব্বক অধ্বর্য্যুর হোতাকে অগ্নির অনুবাক্যা উচ্চারণের জন্য প্রার্থনা ;—৭ হোতার তাহা উচ্চারণ, অধ্বর্য্যুর দক্ষিণদিকে অবস্থিত ঘৃত-আসেচন গর্ত্ত হইতে চারিটি অবদানের গ্রহণ, হোতা যাজ্যা উচ্চারণ করিলে ঐ হবির হোম ;—৮সোমের অনুবাক্যা ও যাজ্যা উচ্চারিত হইলে অধ্বর্য্যুর ঐরূপ হবির হোম ;—৯ গৃ হ মে ধী মরুদ্গণের হোম ;—১০ স্বিষ্টকৃৎ অগ্নির হোম, ই ডা ব দা ন, ই ড়ো প হ্বা ন, ও মার্জ্জন ;—১১-১৫ ঐ হোমেরই বিভিন্ন প্রণালী ;—১৬ ইড়াবদান, ইড়াভক্ষণ, যজমানেরা অথবা যজমানের গৃহে উপনীত ব্যক্তিগণ ইড়াভক্ষণ করিবেন, অথবা প্রচুর ওদন হইলে অন্য ব্রাহ্মণেরা ভক্ষণ করিতে পারেন, অশূন্য স্থালীকে আচ্ছাদিত করিয়া দর্ব্বীহোমের জন্য স্থাপন, রাত্রিতে গাভী ও বাছুরকে একস্থানে রাখিতে হয়, রাত্রিতে যবাগূ দ্বারা হোম, প্রাতে পিতৃযজ্ঞের জন্য নি বা ন্যা গাভীর (এই ব্রাহ্মণেরই ২৫শ টীকা দ্রষ্টব্য) দোহন ;—১৭ দর্ব্বীহোমের উপক্রম, দর্ব্বীদ্বারা পূর্ব্বোক্ত স্থালী হইতে ওদনের গ্রহণ ;—১৮ অধ্বর্য্যু যজমানকে বলেন যে, এরূপ ভাবে একটি বৃষকে ডাকিতে হইবে যাহাতে তাহা ডাকিয়া উঠে, বৃষভ-ধ্বনির প্রশংসা, বৃষ না ডাকিলে ব্রহ্মাই হোম করিবার অনুমতি দিবেন ;—১৯ হোমের মন্ত্র ;—২০ ক্রীড়া কা মী মরুদ্গণের পুরোডাশ হোম, বক্ষ্যমাণ ম হা হ বি নামক হোমের উপক্রম।]

১। প্রজাপতি[১] বরুণপ্রঘাস[২] দ্বারা প্রজাগণকে বরুণপাশ হইতে প্রমুক্ত

১। চাতুর্ম্মাস্যের তৃতীয় পর্ব্বের নাম সা ক মে ধ, এই প্রকরণে তাহাই বর্ণিত হইতেছে।

২। বরুণপ্রঘাসে তদন্তর্গত অনেকগুলি যাগ আছে বলিয়া মূলে এস্থানে বহুবচন আছে। এই কণ্ডিকাতেই পরবর্ত্তী সা ক মে ধ শব্দে বহুবচনেরও ইহাই কারণ।

করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার প্রজাবৃন্দ রোগহীন ও পাপহীন হইয়া জাত হইয়াছিল, আর এই সা ক মে ধ দ্বারা দেবগণ বৃত্রকে বধ করিয়াছিলেন, এবং এই যে ইঁহাদের বিজয় রহিয়াছে, তাহা তাঁহারা ইহারই দ্বারা জয় করিয়াছিলেন। ইনি (যজমান) ইহা (সাকমেধ) দ্বারা এইরূপই দ্বেষকারী -পাপ শত্রুকে বধ করেন, এবং সেইরূপই বিজয় লাভ করিয়া থাকেন। সেইজন্যই ইনি (বরুণ-প্রঘাসের) চতুর্থ মাসে ইহা (সাকমেধ দ্বারা যাগ করেন। তিনি অব্যবহিত দুইদিন যাগ করিয়া থাকেন।

২। তিনি পূর্ব্বদিন অ নী ক বা ন্* অগ্নিকে অষ্টকপাল সংস্কৃত পুরোডাশ প্রদান করেন।[৪] দেবগণ বৃত্রকে বধ করিবার জন্য অগ্নিকেই অনীক (অগ্র অর্থাৎ অগ্রগামী) করিয়া সম্মুখে তাহার নিকট গমন করিয়াছিলেন, এবং তেজঃস্বরূপ অগ্নি (তাহাতে) ব্যথিত হন নাই। ইনি (যজমান) এইরূপেই ইহার দ্বারা পাপ ও দ্বেষকারী শত্রুকে বধ করিবার জন্য অগ্নিকে অনীক করিয়া সম্মুখে গমন করেন, এবং সেই তেজোরূপ অগ্নিতে ব্যথিত হন না।

৩। অনন্তর তিনি মধ্যাহ্নে সা ন্ত প ন* মরুদ্গণকে একটি চরু প্রদান করেন। সান্তপন মরুদ্গণ মধ্যাহ্নে বৃত্রকে সন্তপ্ত করিয়াছিলেন, এবং সে

৩। বৈদিক সাহিত্যে অ নী ক শব্দের অর্থ স্থানে স্থানে সমূহ বা মণ্ডল দেখা যায়, আবার কোন কোন স্থানে তাহার অর্থ অগ্র লিখিত হইয়াছে। "অনীকশব্দঃ অগ্রবাচী"—সায়ণ, অথ. স.৭.৩৬.১। শতপথ ব্রাহ্মণের অন্যত্র (৩.৩.৫, ১৪৫. ২. ৫. . ২) এই অর্থই বোধ হয়। কখন কখন আবার সৈন্য অর্থ করা হয় (সায়ণ, তৈ. ব্রা. ১. ৬. ৬. ১ ; তৈ. স. ১. ৮. ৪. ১)। সায়ণ আর এক স্থানে (তৈ. স. ১.২.১১) লিখিয়াছেন—"অনীকশব্দঃ বাণস্য প্রথমভাগং কাষ্ঠমাচষ্টে, শল্যশব্দো লোহং, তেজনশব্দস্তদগ্রম্।" মূল ব্রাহ্মণেরই অন্যত্র (৫.৩.১.১) ইহার অর্থ সেনানী করা হইয়াছে। এখানে অগ্র, সৈন্য, বা সেনানী অর্থ করিতে পারা যায়। এখানে অগ্র বলিতে অগ্নির শিখা বুঝিতে হইবে।

৪। সাকমেধের পূর্ব্বদিন প্রাতে, মধ্যাহ্নে ও সায়াহ্নে একটি একটি করিয়া ইষ্টি করিতে হয়। এখানে প্রাতঃকালের ইষ্টি বিহিত হইল।

৫। অর্থাৎ সন্তাপকারী।

শ্বাস-প্রশ্বাস করিতে করিতে পরিদীর্ণ হইয়া[৬] শুইয়া পড়িয়াছিল। সান্তপন মরুদ্গণ এইরূপই ইঁহার (যজমানের) পাপ ও দ্বেষকারী শত্রুকে সন্তপ্ত করেন; এবং সেইজন্য (তিনি) সান্তপন মরুদ্গণকে (চরু প্রদান করেন)।

৪। অনন্তর তিনি (সায়াহ্নে)-গৃ হ মে ধী (গৃহস্থ) মরুদ্গণের জন্য (পলাশ) শাখা দ্বারা বৎসগণকে (গাভীর নিকট হইতে) অপসৃত করিয়া (ও তদনন্তর) প বি ত্র যুক্ত (পাত্রে দুগ্ধ) দোহন[৭] করিয়া তাহা দ্বারা চরু পাক করেন; তাহা চরুই হইয়া থাকে। তাঁহারা যে-কোন স্থানে তণ্ডুল নিক্ষেপ করেন, তাহাই সার হয়; এবং দেবগণ প্রাতে বৃত্রকে বধ করিবার জন্য (পূর্ব্ব-দিন সায়াহ্নে) তাহা ধারণ করিয়াছিলেন। ইনি (যজমান) এইরূপই পাপ ও দ্বেষকারী শত্রুকে বধ করিবার জন্য সার ধারণ করেন। তাহা (সেই চরু) যে ক্ষীরৌদন[৮] হয়, তাহার কারণ এই যে, দুগ্ধ সার এবং তণ্ডুলও সার; এবং তিনি ইহাতে এই উভয় সারকে নিজের মধ্যে ধারণ করিতে পারেন; এবং সেই জন্যই ক্ষীরৌদন হইয়া থাকে।

৫। তাহার[৯] প্রয়োগ (এইরূপ):—সা ন্ত প ন মরুদ্গণের জন্য যে (কুশ-) আস্তীর্ণ বেদি হয়, তাহাই (এই গৃহমেধীয় ইষ্টিতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে)। তাঁহারা সেই আস্তীর্ণ বেদিতে প রি ধি সমূহ ও কাষ্ঠখণ্ডসমূহ উপস্থাপিত করেন, এবং (গাভী) দোহন করিয়া চরু পাক করেন, চরু পাক করিয়া তাহাতে আজ্যধারা নিক্ষেপপূর্ব্বক (অগ্নি) হইতে উঠাইয়া রাখেন।

৬। অনন্তর তাঁহারা দুইখানি শরাব ("পিশিল") অথবা দুইখানি বৃহৎ ও গভীর পাত্র[১০] (জলে ধুইয়া) শুদ্ধ করেন, এবং সেই দুইখানিতে ইহা (চরু) দুইভাগে (বিভক্ত) করিয়া স্থাপন করেন। তিনি (অধ্বর্যু) তাহাদের মধ্যে (ঘৃত-আসেচনের জন্য) এক-একটি গর্ত্ত করিয়া তন্মধ্যে ঘৃত আসেচন করেন।[১১]

৬। সর্ব্বতোভাবে ফাটিয়া গিয়া।

৭। ১. ৫. ৪. ১ ইত্যাদি।

৮। ক্ষীর = দুগ্ধ, ওদন = অন্ন, দুগ্ধমিশ্রিত অন্ন।

৯। অর্থাৎ গৃহমেধীয় যাগের।

১০। "পাত্র্যৌ;" "মহত্যোর্নিম্নয়োঃ পাত্র্যোঃ"—কা. শ্রৌ. ৫. ৬ ১১, বৃত্তি।

১১। কা. শ্রৌ. ৫. ৬. ১২।

অনন্তর তিনি স্রুক্‌ ও স্রুবকে সম্মার্জ্জন, করেন ও ঐ (দ্বিধাবিভক্ত) ওদনদ্বয় গ্রহণপূর্ব্বক উঠিয়া (বেদির নিকট) আগমন করেন; তিনি স্রুক্‌ ও স্রুব গ্রহণপূর্ব্বক উঠিয়া (পুনর্ব্বার বেদির নিকট) আগমন করেন। এই যে কুশ-আস্তীর্ণ বেদি, তিনি ইহাকেই স্পর্শ করিয়া ও (অগ্নির) চারিদিকে পরিধিসমূহ স্থাপন করিয়া,[১২] যতগুলি ইচ্ছা করেন ততগুলি কাষ্ঠখণ্ড (ঐ অগ্নির উপরে) স্থাপিত করেন। অনন্তর তিনি ঐ ওদনদ্বয়, এবং স্রুব ও স্রুক্‌কে (সেই বেদিতে) স্থাপিত করেন। হোতা নিজের উপবেশনস্থানে ("হোতৃ-ষদন") উপবেশন করেন; এবং তিনি (অধ্বর্য্যু) স্রুক্‌ ও স্রুব গ্রহণ করিয়া বলেন—

৭। 'আগ্নেয় আজ্যভাগ লক্ষ্য করিয়া অগ্নির অনুবাক্যা উচ্চারণ করুন!' তিনি দক্ষিণস্থিত[১৩] ওদনের ঘৃত-আসেচন গর্ত্ত হইতে আজ্যের চারি অবদান গ্রহণ করিয়া (হোমের জন্য দক্ষিণদিকে) গমন করেন, গমন করিয়া (হোতাকে) আহ্বানপূর্ব্বক বলেন—'অগ্নির যাজ্যা উচ্চারণ করুন!' এবং বষট্‌কার উচ্চারিত হইলে (তাহা) হোম করেন।

৮। অনন্তর তিনি বলেন—'সোমের অনুবাক্যা উচ্চারণ করুন!' তিনি উত্তরস্থিত ওদনের ঘৃত-আসেচন গর্ত্ত হইতে আজ্যের চারি অবদান গ্রহণপূর্ব্বক (হোমের জন্য দক্ষিণ দিকে) গমন করেন; গমন করিয়া (হোতাকে) আহ্বান পূর্ব্বক বলেন—'সোমের যাজ্যা উচ্চারণ করুন!' এবং বষট্‌কার উচ্চারিত হইলে (তাহা) হোম করেন।

৯। অনন্তর তিনি বলেন—'গৃহমেধী মরুদ্‌গণের অনুবাক্যা উচ্চারণ করুন!' তিনি দক্ষিণস্থিত ওদনের ঘৃত-আসেচন গর্ত্ত হইতে তদবস্থিত আজ্য (গ্রহণ করিয়া তাহা দ্বারা জুহূর মধ্যদেশ) উপস্তৃত (আচ্ছাদিত অর্থাৎ লিপ্ত) করেন, এবং (তাহাতে) তাহার (দক্ষিণস্থিত ওদনের) দুই অবদান গ্রহণপূর্ব্বক তদুপরি আজ্যধারা নিক্ষেপ করেন; অনন্তর (হোমের জন্য দক্ষিণ দিকে) গমন

১২। ১. ২. ৬. ১৩।

১৩। পূর্ব্বোক্ত ওদনদ্বয়ের একটিকে বেদির দক্ষিণ এবং অপরটিকে উত্তরদিকে স্থাপন করা হয়। তন্মধ্যে যেটি দক্ষিণদিকে থাকে, তাহারই কথা এখানে বলা হইতেছে।

করিয়া (হোতাকে) আহ্বান করিয়া বলেন—'গৃহমেধী মরুদগণের যাজ্যা উচ্চারণ করুন!' এবং বষট্‌কার উচ্চারিত হইলে (তাহা) হোম করেন

১০। অনন্তর তিনি বলেন—'স্বিষ্টকৃৎ অগ্নির অনুবাক্যা উচ্চারণ করুন!' তিনি উত্তরস্থিত ওদনের ঘৃত-আসেচন গর্ত্ত হইতে তদবস্থিত আজ্য (গ্রহণ করিয়া তাহা জুহূর উপরে) উপস্তৃর্ত্ত করেন, এবং (তাহাতে) তাহার (উত্তরস্থিত ওদনের) দুই অবদান গ্রহণ করেন ও তাহাতে আজ্যধারা নিক্ষেপ করেন। অনন্তর তিনি (হোমের জন্য দক্ষিণ দিকে) গমন করেন, গমন করিয়া (হোতাকে) আহ্বানপূর্ব্বক বলেন—'স্বিষ্টকৃৎ অগ্নির যাজ্যা উচ্চারণ করুন!' এবং বষট্‌কার উচ্চারিত হইলে (তাহা) হোম করেন। অনন্তর তিনি ইড়া অবদান করেন,[১৪] প্রা শি ত্র[১৫] নহে। অতঃপর তাঁহারা (ই ড়া কে) উপহূত করিয়া (নিজেকে) মার্জ্জন করেন।[১৬] ইহা এক পদ্ধতি।

১১। আর দ্বিতীয় (পদ্ধতি) এই :—সা ন্ত প ন মরুদগণের জন্য যাহা (হইয়াছিল), সেই (বর্হি-) আস্তীর্ণ বেদিই (এখানে ব্যবহৃত হয়)। তাঁহারা সেই (বর্হি-) আস্তীর্ণ বেদিতেই পরিধি ও (কাষ্ঠ-) খণ্ডসমূহ উপস্থাপিত করেন, এবং তিনি সেইরূপে (পূর্ব্ববৎ গাভী) দোহন করিয়া চরু পাক করেন, এবং সেই সময়েই (দক্ষিণাগ্নির উপরে আজ্যস্থালীতে) প্রতিনিধিরূপ উপকারক[১৭] আজ্যকে স্থাপিত করেন। তিনি (চরু) পাক করিয়া ও তাহাতে আজ্যধারা পাত করিয়া (অগ্নির উপর হইতে) উঠাইয়া স্থাপন করেন এবং তাহা (আজ্য দ্বারা) লিপ্ত করেন। (অনন্তর) তিনি (আজ্য-) স্থালীস্থিত আজ্যকে (অগ্নির উপর হইতে) উঠাইয়া স্থাপন করেন, এবং স্রুব ও স্রুক্‌ সম্মার্জ্জন করেন। তাহার 'পর তিনি স্থালীসহিতই চরুকে গ্রহণপূর্ব্বক উঠিয়া (বেদিতে) আগমন করেন, স্থালীসহিতই আজ্যকে গ্রহণপূর্ব্বক উঠিয়া আগমন করেন, এবং স্রুব ও স্রুক্‌কে গ্রহণ করিয়া আগমন করেন। (অনন্তর) তিনি এই (পূর্ব্বোক্ত) আস্তীর্ণ বেদি স্পর্শপূর্ব্বক পরিধিসমূহকে (আহবনীয়

১৪। ২. ৬. ৩. ১১, ও টীকা; কা. শ্রৌ. ৫. ৬. ২৬।

১৫। ১. ৬. ২. ৮, ও টীকা।

১৬। ১. ৬. ৩. ১৮ ইত্যাদি, ৪৩।

১৭। তুলঃ—"প্রতিবেশমোদনম্"—আপ. শ্রৌ. ৮. ১০. ১০।

অগ্নির) চারিদিকে স্থাপন করিয়া, যে কয়খানি ইচ্ছা করেন, সেই কয়খানি (কাষ্ঠ-) খণ্ড (ঐ অগ্নিতে) নিক্ষেপ করেন। তিনি (হুদনস্থের যথাস্থানে) স্থালী সহিতই চরু স্থাপন করেন, স্থালীসহিতই আজ্য স্থাপন করেন, এবং স্রুব ও স্রুক্ স্থাপন করেন। হোতা হোতৃষদনে (হোতার উপবেশনস্থানে) উপবেশন করেন, এবং তিনি (অধ্বর্য্যু) স্রুব ও স্রুক্ গ্রহণ করিয়া (হোতাকে) বলেন—

১২। আগ্নেয় আজ্যভাগের উদ্দেশে 'অগ্নির অনুবাক্যা উচ্চারণ করুন!' তিনি স্থালীর আজ্যের চারি অবদান গ্রহণ করিয়া (আহবনীয় অগ্নির যজতি-স্থানে) গমন করেন; গমন করিয়া (হোতাকে) আহ্বান করিয়া বলেন—'অগ্নির যাজ্যা উচ্চারণ করুন!' অনন্তর বষট্কার উচ্চারিত হইলে তিনি (তাহা) হোম করেন।

১৩। অনন্তর তিনি সোমের আজ্যভাগ লক্ষ্য করিয়া বলেন—'সোমের অনুবাক্যা উচ্চারণ করুন!' তিনি স্থালীরই আজ্যের চারি অবদান গ্রহণ করিয়া (যজতি-স্থানে) গমন করেন; গমন করিয়া (হোতাকে) আহ্বান করিয়া বলেন—'সোমের যাজ্যা উচ্চারণ করুন!' অনন্তর বষট্কার উচ্চারিত হইলে তিনি (তাহা) হোম করেন।

১৪। অনন্তর তিনি (হোতাকে) বলেন—'গৃহমেধী মরুদ্গণের অনুবাক্যা উচ্চারণ করুন!' তিনি তাহার পর (জুহূতে) আজ্য উপস্তৃত করেন। অনন্তর এই চরু হইতে তিনি দুইটি অবদান গ্রহণ করেন, (তাহার) উপরে আজ্যধারা নিক্ষেপ করেন, এবং অবদান-স্থানকে (অর্থাৎ চরুর যে স্থান হইতে অবদান করেন, সেই স্থানকে আজ্য দ্বারা) লিপ্ত করেন। তাহার পর তিনি (যজতি-স্থানে) গমন করেন; গমন করিয়া (হোতাকে) আহ্বানপূর্ব্বক বলেন—'গৃহমেধী মরুদ্গণের যাজ্যা উচ্চারণ করুন!' অনন্তর বষট্কার উচ্চারিত হইলে তিনি (তাহা) হোম করেন।

১৫। অনন্তর তিনি (হোতাকে) বলেন—'স্বিষ্টকৃৎ অগ্নির অনুবাক্যা উচ্চারণ করুন!' তিনি তাহার পর (জুহূতে) আজ্য উপস্তৃত করিয়া থাকেন। অনন্তর এই চরু হইতে তিনি একটি অবদান গ্রহণ করেন, ও (তাহার) উপরে দুইবার আজ্যধারা নিক্ষেপ করেন, (কিন্তু) তিনি (এইবার) অবদান-স্থানকে (আজ্য দ্বারা) লিপ্ত করেন না। অনন্তর তিনি (যজতি-স্থানে) গমন করেন;

গমন করিয়া (হোতাকে) আহ্বানপূর্ব্বক বলেন—'স্বিষ্টকৃৎ অগ্নির যাজ্যা উচ্চারণ করুন !' অনন্তর বষট্‌কার উচ্চারিত হইলে তিনি (তাহা) হোম করেন।

১৬। অনন্তর তিনি ইড়া অবদান করেন, প্রা শি ত্র নহে। তাঁহারা (ঋত্বিগ্‌গণ,[১৮] ইড়াকে) উপহূত (সমীপে আহ্বান[১৯]) করিয়া ভক্ষণ করেন।[২০] (যজমানের) গৃহে যতগুলি লোক হবির অবশিষ্ট (অংশ) আশা করিতে পারেন,[২১] ততগুলিই ভক্ষণ করিবেন ; অথবা ঋত্বিকেরা ভক্ষণ করিবেন ; অথবা যদি বহু ওদন থাকে, তবে অপর ব্রাহ্মণেরা ভক্ষণ করিবেন।[২২] অনন্তর তাঁহারা অরিক্ত[২৩] স্থালীকে আচ্ছাদিত করিয়া পূ র্ণ দ র্ব[২৪] কার্য্যের জন্য (কোন সুরক্ষিত স্থানে) স্থাপন করেন। অনন্তর (সেই রাত্রিতে) তাঁহারা মাতৃগণের সহিত (গো-) বৎসগুলিকে সংযত করেন ; পশুগণ ইহাতে নিজের মধ্যে সার ধারণ করিতে পারে। তিনি এই রাত্রিতে যবাগূ দ্বারা অগ্নিহোত্র হোম করেন। তিনি প্রাতে পিতৃযজ্ঞের জন্য নি বা ন্যা[২৫] গাভীকে দোহন করিবেন।

১৭। অনন্তর প্রাতে (অগ্নিহোত্র) হুত হইলে, বা না হইলে, যেরূপ তিনি ইচ্ছা করেন সেইরূপই, ঐ অরিক্ত স্থালীর (ওদন) দর্ব্বি দ্বারা (এই মন্ত্রে) গ্রহণ করেন—"হে দর্ব্বি, তুমি পূর্ণা হইয়া উৎকৃষ্টা হইয়া গমন কর, আবার

১৮। কা. শ্রৌ. ৫.৬.২৯।

১৯। ১.৬.৩.১৮।

২০। ১.৬.৩.৩৮—৩৯।

২১। অর্থাৎ যাহাদের উপনয়ন হইয়াছে এইরূপ ব্যক্তি। কা. শ্রৌ. ৫.৬.৩০।

২২। তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণমতে (১.৬.৭.১) পত্নীর জন্য ইড়ার প্রতিনিধিরূপে অপর অন্ন পাক করা হইয়া থাকে। এই অন্ন দক্ষিণাগ্নিতে পাক করা হয়, আপ. শ্রৌ. ৮, ১০. ১৭।

২৩। অর্থাৎ ইড়াকে যাহা হইতে অবদান করা হইয়াছিল ঐ চরুকে কিঞ্চিৎ পাত্রে রাখিয়া দিতে হইবে। কা. শ্রৌ. ৫.৬.৩১।

২৪। মূল "পূর্ণদর্বায়" যে কার্য্যে দর্ব্বি অর্থাৎ হাতা আজ্য দ্বারা পূর্ণ করা হয়, তাহার নাম পূর্ণদর্ব, অর্থাৎ দ র্বি হো ম; ইহার বিবরণ পরে উক্ত হইবে ; ১৭শ কণ্ডিকা দ্রষ্টব্য।

২৫। বৎস মৃত হইলে যে গাভীকে অন্য গাভীর বৎস দ্বারা দোহন করা যায় তাহার নাম নিবান্যা।

পূর্ণা হইয়া আগমন কর ! হে শতকর্ম্মকারী ("শতক্রতু," ইন্দ্র), আমরা উভয়ে' যেন ধনের দ্বারা অন্ন ও রসকে বিক্রয় করি !"[২৬] যেমন পুরোনুবাক্যা দ্বারা ('আহ্বান করা হয়), সেইরূপই তিনি ইহারই দ্বারা ইহাকে (ইন্দ্রকে) এই ভাগের জন্য আহ্বান করিয়া থাকেন।[২৭]

১৮। অনন্তর তিনি (অধ্বর্যু, যজমানকে) ঋষভ (বলীবর্দ্দ) আহ্বান করিবার জন্য বলিবেন।[২৮] কেহ কেহ বলেন—'সে (ঋষভ) যদি শব্দ করে, তবে তাহাই বষট্‌কার (বলিয়া গণ্য হইবে); এবং সেই বষট্‌কার (উচ্চারিত) হইলে তিনি তাহা হোম করিবেন।'[২৯] তিনি ইহাকে বৃত্রবধের জন্য ইন্দ্রকেই (তাঁহার) স্বীয়রূপে আহ্বান করিয়া থাকেন ; এই যে ঋষভ, ইহা ইন্দ্রেরই রূপ ; অতএব তিনি ইহাতে বৃত্রবধের জন্য ইঁহাকে (ইঁহার) স্বীয় রূপেরই দ্বারা আহ্বান করেন। সে (ঋষভ) যদি শব্দ করে, তবে তিনি জানিবেন যে, 'ইন্দ্র আমার যজ্ঞে আগমন করিয়াছেন, আমার যজ্ঞ স-ইন্দ্র হইয়াছে ;' আর সে যদি শব্দ না করে, তাহা হইলে দক্ষিণদিকে উপবিষ্ট ব্রাহ্মণই (অর্থাৎ ব্রহ্মাই)[৩০] বলিবেন যে, 'হোম করুন !' এবং তাহাই ইন্দ্রের (আহ্বানোচিত) বাক্য হইবে।

১৯। তিনি (তাহা এই মন্ত্রে) হোম করেন—"তুমি আমাকে দান কর, আমি তোমাকে দান করি ! তুমি আমার জন্য নিহিত ('স্থাপিত) কর, আমি

২৬। বা. স. ৩.৪৯ ; কা. শ্রৌ. ৫. ৬. ৩৬। অনুবাদ সায়ণ ও মহীধর অনুসারে। শেষাংশের তাৎপর্য্য এই যে, লোকে যেমন ধন দ্বারা দ্রব্য বিনিময় করে, আমরাও সেইরূপ করিতেছি ; আমি তোমাকে ঐ অবশিষ্ট ওদন দিতেছি, আর তুমি তাহার পরিবর্ত্তে অন্ন ও রস আমাকে দিবে।

২৭। পূর্ব্বে সান্তপন মরুদ্গণ ও গৃহমেধী মরুদ্গণের ইষ্টির কথা বলা হইয়াছে, ঐ দুই ইষ্টিকে যথাক্রমে সান্তপনীয়া ও গৃহমেধীয়া বলিয়া যাজ্ঞিকগণ ব্যবহার করিয়া থাকেন। কেহ কেহ দর্বিহোমকে গৃহমেধীয়া ইষ্টিরই অঙ্গ মনে করা হয়।

২৮। যেরূপে আহ্বান করিলে ষাঁড়টি ডাকিয়া উঠে, সেইরূপভাবে আহ্বান করুন,—ইহাই এখানে তাৎপর্য্য, কা. শ্রৌ. ৫. ৬. ৩৭।

২৯। তৈ. ব্রা. ১. ৬. ৭. ৫।

৩০। কা. শ্রৌ. ৫. ৬. ৩৯।

তোমার জন্য নিহিত করি! তুমি আমাকে (ফলের) মূল্য দিবে, এবং আমি তোমাকে (হবির) মূল্য দিই!"[৩১]

২০। অনন্তর তিনি ক্রী ড়া কা রী মরুদ্গণকে সপ্তকপালে সংস্কৃত পুরোডাশ প্রদান করেন। ইন্দ্র যখন বৃত্রকে বধ করিবার জন্য আগমন করিয়াছিলেন, তখন ক্রীড়াকারী মরুদ্গণ সৎকার করিতে করিতে তাঁহার চারিদিকে ক্রীড়া করিয়াছিলেন; ইনি (যজমান) যখন দ্বেষকারী পাপ শত্রুকে বধ করিবার জন্য প্রস্তুত হন, তখন তাঁহারা সেইরূপই ইঁহার চারিদিকে ক্রীড়া করিয়া থাকেন; এই জন্যই তিনি ক্রীড়াকারী মরুদ্গণকে (পুরোডাশ প্রদান করেন)।[৩২] অনন্তর ম হা হ বি র (প্রয়োগ অনুষ্ঠিত হয়); (পূর্ব্বোক্ত) ম হা হ বি র (বরুণ প্রঘাসের, অনুষ্ঠান) যেরূপ (উক্ত হইয়াছে), ইহারও সেইরূপ (হইয়া থাকে)।[৩৩]

৩১। বা. স. ৩. ৫০; কা. শ্রৌ. ৫. ৬. ৪০। মহীধর বলেন এই মন্ত্রের পূর্ব্বার্দ্ধ ইন্দ্রের, ও অপরার্দ্ধ যজমানের উক্তি; সায়ণ সমস্ত মন্ত্রটিকেই ইন্দ্রের উক্তি বলেন।

৩২। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে (১. ৬. ৭. ৫) উক্ত হইয়াছে, ইন্দ্র বৃত্রকে প্রহার করিয়া ঠিক মারিতে পারিয়াছেন কি না মনে হওয়ায় দূরে পলায়ন করেন এবং ভাবেন যে, কে তাহা জানিবে। মরুদ্গণ সেই সময় বলিল যে, ইন্দ্র যদি তাঁহাদিগকে প্রথমহবির্দানরূপ বর প্রদান করেন, তবে তাঁহারাই জানিয়া দিবেন। তদনন্তর তাঁহারা তাহার (বৃত্রের) নিকট ক্রীড়া করিয়াছিলেন।

৩৩। পূর্ব্বে বরুণপ্রঘাসে (২. ৪. ২. ৮—১১) যে পাঁচটি হবির কথা উক্ত হইয়াছে; বক্ষ্যমাণ ম হা হ বিঃ সেইরূপভাবেই অনুষ্ঠেয়। বক্ষ্যমাণ মহাহবিতে পূর্ব্বোক্ত আগ্নেয় প্রভৃতি পাঁচটি ভিন্ন আরে তিনটি অধিক হবি হয়, যথা,—ঐন্দ্রাগ্ন পুরোডাশ, মাহেন্দ্র চরু, ও বৈশ্বকর্ম্মণ এককপাল পুরোডাশ কা. শ্রৌ. ৫, ৭, ৭—১০।

পঞ্চম প্রপাঠক

প্রথম ব্রাহ্মণ

[১ মহাহবির প্রশংসা, দেবগণ তাহা দ্বারা বৃত্রকে বধ করিয়াছিলেন ;—২ উত্তরবেদির উত্থাপন, পৃষদাজ্যগ্রহণ, অগ্নিমন্থন, নয়টি প্রযাজ ও নয়টি অনুযাজের এবং তিনটি সমিষ্টযজুর বিধান, ইহাতে প্রথমে আগ্নেয়াদি পূর্ব্বোক্ত পাঁচটি হবি হয় ;—৩ আগ্নেয় পুরোডাশের বিধি ও প্রশংসা ;—৪ সৌম্যের চরুবিধান ও তাহার প্রশংসা ;—৫ সবিতার পুরোডাশের বিধান ও তাঁহার প্রশংসা ;—৬ সরস্বতীর চরুবিধান ও তাহার প্রশংসা ;—পূষার চরুবিধান ও তাহার প্রশংসা ;—৮ ইন্দ্রাগ্নির পুরোডাশ-বিধান ও তৎপ্রশংসা ;—৯ মহেন্দ্রের চরুবিধান ও তৎপ্রশংসা ;—১০ বিশ্বকর্ম্মার পুরোডাশ-বিধান ও তৎপ্রশংসা ;—১১ মহাহবির্যজ্ঞের প্রশংসা ।]

১। দেবগণ মহাহবির দ্বারা বৃত্রকে বধ করিয়াছিলেন ; তাঁহাদিগের এই যে বিজয় রহিয়াছে, তাহা তাঁহারা ইহারই দ্বারা জয় করিয়াছিলেন ; সেইরূপই ইনি (যজমান) ইহা দ্বারা দ্বেষকারী পাপ শত্রুকে বধ করেন, ও সেইরূপই বিজয় প্রাপ্ত হন ; এবং সেই জন্যই তিনি ইহার দ্বারা যাগ করিয়া থাকেন।

২। তাহার অনুষ্ঠান (উক্ত হইতেছে) :—তাঁহারা উত্তরবেদিকে উপক্ষিপ্ত (উত্থাপিত) করেন,[১] পৃষদাজ্য গ্রহণ করেন,[২] এবং অগ্নি মন্থন করেন। এখানে নয়টি প্রযাজ ও নয়টি অনুযাজ,[২] এবং তিনটি সমিষ্টযজুঃ হইয়া থাকে। ইহাতে (প্রথমে) ঐ (পূর্ব্বোক্ত আগ্নেয়াদি) পাঁচটি হবি হয়।[৩]

৩। (এখানে) যে সেই অষ্টকপালে সংস্কৃত আগ্নেয় পুরোডাশ হইয়া থাকে, (তাহার কারণ এই যে, দেবগণ) এই তেজোরূপ অগ্নিরই দ্বারা ইহাকে (বৃত্রকে) বধ করিয়াছিলেন ; এবং সেই তেজোরূপ অগ্নি (ইহাতে) ব্যথিত হয় নাই।[৪]

১। ২. ৪. ৩. ৮।

২। ২. ৪. ৩. ৪১।

৩। ২. ৪. ২. ৮—১১। কা. শ্রৌ. ৫. ১, ৫—৯ ; ৫. ৭. ১১।

৪। ২. ৪. ৪. ২।

৪। অনন্তর সোমের জন্য যে চরু হয়, (তাহার কারণ এই যে), তাঁহাদের (দেবগণের) রাজা ছিলেন সোম, এবং তাঁহার রাজা সোমেরই দ্বারা ইহাকে (বৃত্রকে) বধ করিয়াছিলেন ; সেই জন্যই সোমের জন্য চরু হইয়া থাকে।

৫। অনন্তর সবিতার জন্য যে দ্বাদশ বা অষ্টাদশ[৩] কপালে সংস্কৃত পুরোডাশ হইয়া থাকে, (তাহার কারণ এই যে); সবিতা দেবগণের প্রেরক, এবং তাঁহারা (দেবগণ) সবিতা দ্বারা প্রেরিত হইয়াই ইহাকে বধ করিয়াছিলেন ; সেই জন্য সবিতার (পুরোডাশ) হইয়া থাকে।

৬। অনন্তর সরস্বতীর জন্য যে চরু হয়, (তাহার কারণ এই যে), বাক্‌ই (বাক্যই) সরস্বতী, এবং বাক্‌ই (ইন্দ্রকে বৃত্র বধের জন্য এই বলিয়া) অনুমোদন করিয়াছিলেন যে, "(ইহাকে) প্রহার কর ! বধ কর !" সেই জন্য সরস্বতীর চরু হইয়া থাকে।

৭। অনন্তর পূষার জন্য যে চরু হয়, (তাহার কারণ এই যে), এই পৃথিবীই পূষা,[৪] এবং ইনিই (পৃথিবীই) ইহাকে (বৃত্রকে) বধের জন্য (ইন্দ্রের নিকটে) দিয়াছিলেন, তাঁহারই দ্বারা প্রদত্ত ইহাকে (বৃত্রকে) তাঁহারা (দেবগণ) বধ করিয়াছিলেন ; সেই জন্যই পূষার চরু হইয়া থাকে।

৮। ইহার পর ইন্দ্র ও অগ্নির জন্য দ্বাদশ কপালে সংস্কৃত পুরোডাশ হইয়া থাকে ; কেননা, ইহারই দ্বারা তাঁহারা ইহাকে বধ করিয়াছিলেন, কারণ, অগ্নি তেজঃস্বরূপ এবং ইন্দ্র স্বপ্রদত্ত[৫] বীর্য্যস্বরূপ ; তাঁহারা এই উভয়েরই দ্বারা ইহাকে বধ করিয়াছিলেন। অগ্নি ব্রাহ্মণজাতি, এবং ইন্দ্র ক্ষত্রিয়জাতি ; তাঁহারা সেই উভয়কে অবলম্বন করিয়া,—ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়জাতিকে সংযুক্ত (বা পরস্পর সহায়ভূত) করিয়া সেই উভয় বীর্য্যের দ্বারা ইহাকে বধ করিয়াছিলেন। সেই জন্য ইন্দ্র ও অগ্নির জন্য দ্বাদশ কপালে সংস্কৃত পুরোডাশ হইয়া থাকে।

৯। অনন্তর মহেন্দ্রের জন্য চরু হয়। বৃত্রবধের পূর্ব্বে ইনি ইন্দ্রই ছিলেন, তাহার পর, যেমন (কোন রাজা) বিজয়ী হইয়া মহারাজ হয়, ইনিও

৪। এখানে পূষাকে (পুং) পৃথিবীর সহিত অভিন্ন করা হইয়াছে। এই অর্থের সম্বন্ধে সায়ণ বলিয়াছেন যে, পৃথিবী ভূতসমূহকে পোষণ করেন বলিয়া ইনি পূষা।

৫। "ইন্দ্রিয়ং ;" "ইন্দ্রলিঙ্গং ইন্দ্রেণ দত্তমিতি"—সায়ণ।

সেইরূপ ম হে ন্দ্র হইয়াছেন ; এই জন্য ম হে ন্দ্রে র চরু হইয়া থাকে। তিনি ইহাতে বৃত্রের বধের জন্য ইহাকে (ইন্দ্রকে) মহান্‌ই করিয়া থাকেন ; এবং সেই নিমিত্তই ম হে ন্দ্রে র চরু হয়।

১০। অনন্তর বিশ্বকর্ম্মার জন্য এক কপালে সংস্কৃত পুরোডাশ হইয়া থাকে। সা ক মে ধ দ্বারা যাগ করিয়া বিজয়ী দেবগণের ইঁহার দ্বারা সমস্ত (বি শ্ব) কার্য্যই (ক র্ম্ম) করা হইয়াছিল, এবং সমস্তই জয় করা হইয়াছিল ; যিনি সা ক মে ধ দ্বারা যাগ করিয়া বিজয়ী হন, তাঁহার সমস্ত কর্ম্মই করা হয়, এবং সমস্তই জয় করা হয়। সেই জন্যই বিশ্বকর্ম্মার এক কপালে সংস্কৃত পুরোডাশ হইয়া থাকে।

১১। দেবগণের এই যে উৎকৃষ্ট জাতি ও শ্রী রহিয়াছে, তাহা তাঁহারা এই যজ্ঞেরই দ্বারা যাগ করিয়া প্রাপ্ত হইয়াছেন। যিনি এইরূপ জানিয়া এই যজ্ঞের দ্বারা যাগ করেন, তিনি সেই উৎকৃষ্ট জাতিকেই উৎপাদন করেন, এবং সেই শ্রীকে প্রাপ্ত হন। সেই জন্য তিনি ইহা দ্বারা যাগ করিবেন।

দ্বিতীয় ব্রাহ্মণ

[১ দেবগণ মহাহবি দ্বারা বৃত্রকে বধ করেন, এবং সেই সংগ্রামে হত দেবগণকে তাঁহারা পি তৃ-য জ্ঞে র দ্বারা জীবিত করিয়াছিলেন;—২ বৃত্রের সহিত যুদ্ধে দেবগণের মধ্যে যাঁহারা বিজয়ী ছিলেন, তাঁহারা বসন্ত-গ্রীষ্ম-বর্ষা-স্বরূপ, আর যাঁহাদিগকে পরে জীবিত করা হইয়াছিল তাঁহারা শরদ্-হেমন্ত-শিশির-স্বরূপ ;—৩ পিতৃযজ্ঞ করিবার হেতু ও ফল;—৪ সো ম বা ন্ পি তৃ ম ৎ অথবা পি তৃ মা ন্ সো মে র ছয় কপালে সংস্কৃত পুরোডাশের বিধি ও তাহার যুক্তি ;—৫ ব র্হি ষ ৎ পি তৃ গ ণে র জন্য দক্ষিণাগ্নিতে প্রস্তুত ধানার দুইভাগ করিয়া একভাগ পেষণ করিতে হয়, এবং অপরভাগ অপিষ্ট থাকে, ঐই অপিষ্টভাগই পিতৃগণকে প্রদেয় ;—৬ নি বা ন্যা গাভীর দুগ্ধে ভৃষ্ট যবচূর্ণ মিশ্রিত ও আলোড়িত করিলে ম ন্থ হয়, অ গ্নি ষ্বা ত্ত পি তৃ গ ণে র জন্য ঐ মন্থের বিধান ;—৭ পিতৃগণের পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ সংজ্ঞার ব্যাখ্যা ;—৮ গার্হপত্যের পশ্চিমে অধ্বর্য্যুর ষট্‌কপাল-পুরোডাশ-নির্ম্মাণের জন্য ব্রীহিগ্রহণ, তাহার অবঘাত ও তণ্ডুলকণার অপনয়ন ;—৯ দক্ষিণমুখে দৃষদ্ ও উপলার উপস্থাপন, দক্ষিণমুখে কার্য্য করিবার হেতু ;—১০ দক্ষিণাগ্নির দক্ষিণদিকে দ্বিতীয় দক্ষিণাগ্নির জন্য চতুষ্কোণ বেদির নির্ম্মাণ ;—১১ ঐ বেদির মধ্যস্থানে দক্ষিণাগ্নির স্থাপন ও তাহার যুক্তি ;—১২ স্তম্বযজুর্হরণ, বেদির পূর্ব্ব ও উত্তর পরিগ্রহ, এবং মার্জ্জন, প্রোক্ষণীজলপ্রভৃতির উপস্থাপন, স্রুক্‌সম্মার্জ্জন, আজ্যগ্রহণ ;—১৩ কাহারো কাহারো মতে উপভৃতে দুইবার আজ্যগ্রহণ করিতে হয়, এই মত খণ্ডন করিয়া আটবার গ্রহণ করিবার বিধি, আজ্যগ্রহণানন্তর পুনর্ব্বার প্রাচীনাবীতী হওয়া;—১৪ অধ্বর্য্যুর প্রোক্ষণীগ্রহণ, ইধ্ম ও বেদির প্রোক্ষণ, অধ্বর্য্যুকে আগ্নীধ্র প্রভৃতির বর্হিপ্রদান; বর্হির স্থাপন, বর্হির মূলে অবশিষ্ট প্রোক্ষণীজলকে ঢালিয়া দেওয়া, বর্হির বন্ধনগ্রন্থির মোচন, প্রস্তরগ্রহণের নিষেধ, তাহার যুক্তি;—১৫ বর্হির বন্ধন রজ্জু খুলিয়া অপ্রদক্ষিণভাবে বর্হির দ্বারা তিনবার বেদির আস্তরণ ও তাহার চারিদিকে ভ্রমণ, প্রস্তরযোগ্য বর্হিকে অবশিষ্ট রাখা, তিনবার প্রদক্ষিণভাবে বেদির চারিদিকে ভ্রমণ, তাহার যুক্তি ;—১৬ প রি ধি পরিস্থাপন, প্রস্তরাস্তরণ, বিধৃতিস্থাপনের নিষেধ ;—১৭ জুহূপ্রভৃতির স্থাপন ও হবির স্পর্শ ;—১৮ যজমান ও ঋত্বিগ্‌গণের যজ্ঞোপবীতী হওয়া অর্থাৎ দক্ষিণস্কন্ধ হইতে বামস্কন্ধে উপবীতধারণ, ব্রহ্মা ও যজমানের বেদির পশ্চিমদিকে এবং আগ্নীধ্রের পূর্ব্বদিকে গমন—১৯ পিতৃযজ্ঞে অনুচ্চ স্বরে কার্য্য করিবার বিধি ও তাহার যুক্তি ;—২০ পিতৃযজ্ঞের স্থানটি পরিবেষ্টিত হওয়া আবশ্যক, তাহার যুক্তি ;—২১ অধ্বর্য্যুকর্তৃক অগ্নিতে ইধ্মনিক্ষেপ ও সামিধেনীপাঠের জন্য হোতার আহ্বান, এখানে একটিমাত্র সামিধেনী উচ্চারিত হয়, তাহার যুক্তি ;—২২ হোতার সামিধেনীপাঠ ;—২৩ ইহাতে (দৈব ও মানবীয়) হোতার বরণ নাই, অধ্বর্য্যুর বর্হিভিন্ন অপর চারিটি প্রযাজযাগের অনুষ্ঠান, বর্হিপ্রযাজকে ত্যাগ করিবার যুক্তি ;—২৪ যজমান ও ঋত্বিগ্‌গণ এখন পুনর্ব্বার প্রাচীনাবীতী হইবেন, এবং ব্রহ্মা ও যজমান পূর্ব্বদিকে ও আগ্নীধ্র

পশ্চাদ্দিকে আগমন করেন, অনন্তর অনুষ্ঠেয় কার্য্যে আ শ্রা ব ণ প্রভৃতির পরিবর্ত্তন;—২৫ আ সু রি'র মতে পরিবর্ত্তন বিধেয়;—২৬ সোমবান্ পিতৃগণ বা পিতৃমান্ সোমের উদ্দেশে অনুবাক্যা পাঠ করিবার জন্য অধ্বর্য্যুকর্তৃক হোতার প্রার্থনা, ইহাতে দুইটি অনুবাক্যা হইয়া থাকে, তাহার যুক্তি;—২৭ অধ্বর্য্যুর জুহূতে আজ্যালেপন, পুরোডাশ, ধানা ও মন্থের অবদান গ্রহণ করিয়া জুহূর মধ্যে নিক্ষেপ, হোতা যাজ্যা উচ্চারণ করিলে তাহার হোম;—২৮ পূর্ব্বোক্ত রূপেই বর্হিষৎ পিতৃগণের হোম;—২৯ ঐ রূপেই অগ্নিষ্বাত্ত পিতৃগণের হোম;—৩০ ক ব্য বা হ ন অগ্নির উদ্দেশে অনুবাক্যা-উচ্চারণ;—৩১ পিতৃগণের ন্যায় কব্যবাহন অগ্নির হোম, এখানে অবদানস্থানে আজ্যালেপন করা হয় না;—৩২ পূর্ব্ব-পূর্ব্ব কণ্ডিকায় পূর্ব্বোক্ত যাগচতুষ্টয়ের যে কয়টি বিধি প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহার যুক্তি-উল্লেখ;—৩৩ কাহারো কাহারো মতে এই স্থলে হোতার হস্তে মন্থ অর্পিত হয় এবং তিনি তাহা আঘ্রাণ করিয়া ব্রহ্মাকে দেন, ব্রহ্মা তাহা আঘ্রাণ করিয়া আগ্নীধ্রকে দেন, আগ্নীধ্রও তাহা আঘ্রাণ করেন, (এবং উৎকর দেশে নিক্ষেপ করেন), কাহারো কাহারো মতে এখানে ইড়া ও প্রাশিত্রের অবদান করা হয়, এবং ইড়াকে ঘ্রাণই করিতে হইবে ভোজন করিতে হইবে না, আ সু রি র মতে ভোজনই বিধেয়;—৩৪ যজমান বা অধ্বর্য্যু যে-কেহ পিণ্ডদান করিবেন তিনি পিতৃগণকে অ ব নে জ ন (অর্থাৎ মুখাদি শোধন বা ধুইবার জন্য) জল প্রদান করেন, লৌকিক দৃষ্টান্তের উল্লেখে ইহার সমর্থন;—৩৫ পিণ্ডদাতা সমস্ত হবিই খণ্ডিত করিয়া বাম হস্তে গ্রহণ করেন, অর্থাৎ সমস্ত একত্র মিশ্রিত করেন;—৩৬ তিনি উত্তর-পশ্চিম কোণে যজমানের পিতাকে, দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে তাঁহার পিতামহকে এবং পূর্ব্ব-দক্ষিণ কোণে তাঁহার প্রপিতামহকে পিণ্ডদান করেন, উত্তর-পূর্ব্ব কোণে হস্তলগ্ন হবির লেপকে মার্জ্জন করেন, ঐ মার্জ্জনের মন্ত্র, পিতৃগণকে পিণ্ডদান করায় তাঁহারা এই যজ্ঞ হইতে ব্যবহিত হন না;—৩৭ তাঁহারা সকলেই যজ্ঞোপবীতী হইয়া পরিবৃত যজ্ঞস্থান হইতে নির্গত হইয়া আহবনীয় অগ্নির নিকট উপস্থিত হন (অর্থাৎ তাহার উপস্থান বা পূজা করেন), তাহার যুক্তি;—৩৮ তাহার মন্ত্রদ্বয়ের উল্লেখ;—৩৯ গার্হপত্যের উপস্থান, তাহার মন্ত্র ও ব্যাখ্যা;—৪০ পিতৃগণকে মুখাদি ধুইবার জন্য জলপ্রদান, পুনর্ব্বার বেদিকে তিনবার পরিষিক্ত করিয়া তাহার চারিদিকে ভ্রমণ, তাহার তাৎপর্য্য;—৪১ প্রদক্ষিণভাবে পরিষিক্ত করিতে করিতে তিনবার বেদির চারি দিকে ভ্রমণ, যজমানের পিতৃপ্রভৃতিকে (মুখাদি) শোধনের জন্য জলপ্রদান, লৌকিক দৃষ্টান্তে তাহার সমর্থন, প্রদক্ষিণভাবে তিনবার ঐ রূপে বেদির চারিদিকে ভ্রমণের তাৎপর্য্য;—৪২ নীবি খুলিয়া পিতৃগণকে নমস্কার, নমস্কার ছয়বার করিতে হয়, তাহার যুক্তি, পিতৃগণের নিকটে গৃহের প্রার্থনা;—৪৩ সকলেরই যজ্ঞোপবীতী হওয়া, অনুযাজ-যাগের আরম্ভ, যজমান ও ব্রহ্মার পশ্চিমদিকে এবং আগ্নিধ্রের পূর্ব্বদিকে গমন, হোতার স্বস্থানে উপবেশন;—৪৪ অগ্নিমার্জ্জন-প্রভৃতি, বর্হিভিন্ন অপর দুইটি অনুযাজ বিধেয়, তাহার যুক্তি;—৪৫ স্রুগ্দ্বয়ের পৃথক্করণ, ঘৃত দ্বারা পারিধিসমূহের লেপন, একটি পারিধির গ্রহণ, আগ্নীধ্রের আহ্বান, হোতার প্রেরণাসূচক মন্ত্রের,

হোতার উচ্চারণ, অধ্বর্য্যু এখানে প্রস্তর গ্রহণ করেন না, আগ্নীধ্র অগ্নিতে প্রস্তর নিক্ষেপ করিতে বলিলে তিনি চুপ করিয়া থাকেন এবং নিজেকে স্পর্শ করেন ;—৪৭ আগ্নীধ্র ও অধ্বর্য্যুর পরস্পর উত্তরপ্রত্যুত্তর, শং যু বা ক উচ্চারণের জন্য অধ্বর্য্যু কর্তৃক হোতার প্রেরণা, বর্হি ও পারিধিসংস্কার অগ্নিতে নিক্ষেপ ;—৪৮ কেহ কেহ এখানে অবশিষ্ট হবি অগ্নিতে নিক্ষেপ করেন, তাহা কর্ত্তব্য নয়, ঋত্বিকেরা তাহা জলে দিতে পারেন, অথবা ভক্ষণ করিবেন।]

১। দেবগণ মহাহবিরই দ্বারা বৃত্রকে বধ করিয়াছিলেন ; এবং এই যে ইঁহাদের বিজয় রহিয়াছে, তাহা তাঁহারা তাহারই দ্বারা জয় করিয়াছিলেন। আর সেই সংগ্রামে (অসুরেরা) ইঁহাদের (দেবগণের) মধ্যে যাঁহাদিগকে বধ করিয়াছিল, তাঁহাদিগকে ইঁহারা পি তৃ য জ্ঞে র দ্বারা সমীরিত[1] করিয়াছিলেন ; তাঁহারা পি তৃ ছিলেন, সেই জন্য (অর্থাৎ তাঁহাদের উদ্দেশে অনুষ্ঠিত হওয়ায়, বক্ষ্যমাণ কর্ম্মের) নাম পি তৃ য জ্ঞ।[2]

২। সেই সময়ে (দেবগণের মধ্যে) যাঁহারা বিজয়ী হইয়াছিলেন, তাহারা বসন্ত, গ্রীষ্ম ও বর্ষা (-ঋতুস্বরূপ) ; আর যাঁহাদিগকে তাঁহারা সমীরিত করিয়াছিলেন, তাঁহারা শরৎ, হেমন্ত ও শিশির (-ঋতুস্বরূপ)।[3]

৩। ইনি (যজমান) ইহার দ্বারা যাগ করেন বলিয়াই (অসুরগণ) ইঁহার কাহাকেও সেইরূপ বধ করিতে পারে না ; 'দেবগণ (ইহা) করিয়াছিলেন' এই মনে করিয়াই তিনি ইহা করেন। দেবগণ ইঁহাদের (পিতৃগণের) যে ভাগ (পুরোডাশাদিরূপ) বিধান করিয়াছিলেন, ইনিও (যজমান) ইঁহাদিগের সেই ভাগ বিধান করিয়া থাকেন ; দেবগণ যাঁহাদিগকে সমীরিত করিয়াছিলেন, তিনি তাঁহাদিগকে ইহা দ্বারা তৃপ্ত করিয়া থাকেন, তিনি ইহা দ্বারা স্বকীয় পিতৃগণকে প্রশস্ততর লোকে লইয়া যান ; এখানে তাঁহার

১। অর্থাৎ চেষ্টাযুক্ত, জীবিত ; মূল "তান্ সমৈরয়ন্ ;" সায়ণ অর্থ করিয়াছেন, "সমাগচ্ছন্ত" অথবা "সমগচ্ছন্" (দ্রঃ— ২য় কণ্ডিকা, সোসাইটি সংস্করণ) ; অর্থাৎ সেই দেবগণ হত দেবগণের সহিত স ঙ্গ ত অর্থাৎ মিলিত হইয়াছিলেন। তিনি আবার ভাবার্থ লিখিয়াছেন—তাঁহারা মৃত হইয়া পি তৃ দে ব তা হইয়াছিলেন। ৩য় কণ্ডিকা পর্য্যালোচ্য।

২। ইহা পূর্ব্বোক্ত (২. ৩. ৪.) পি ণ্ড পি তৃ য জ্ঞ হইতে ভিন্ন, এবং সাধারণত ম হা পি তৃ য জ্ঞ নামে উক্ত হয় ; দ্রঃ—বৌ. শ্রৌ. ৫. ১১, ১৪৩ পৃ. ১৭. পং ; সায়ণ-ভাষ্য, তৈ. স. ১. ৮. ৫।

৩। দ্রষ্টব্য—২. ১. ৩. ১ ইত্যাদি।

নিজের অনাচার (বা বিরুদ্ধাচার, বা অকরণ) হেতু যাহা কিছু হত বা বিনষ্ট হয়, তাহা তাঁহার পুনর্ব্বার ইহা দ্বারাই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই জন্য তিনি ইহা দ্বারা যাগ করেন।

৪। তিনি সো ম বা ন্[৪] পি তৃ গ ণ কে, অথবা পি তৃ মা ন্ সোম কে[৫] ছয় কপালে সংস্কৃত পুরোডাশ প্রদান করেন। ঋতু ছয়টি, এবং পিতৃগণ ঋতু(-স্বরূপ) ;[৬] সেই জন্য (ঐ পুরোডাশ) ছয় কপালে সংস্কৃত হয়।

৫। অনন্তর তাঁহারা ব র্হি ষ ৎ[৭] পি তৃ গ ণে র জন্য 'অন্বাহার্য্যপচনে (দক্ষিণাগ্নিতে) ধানা (ভৃষ্ট যব)[৮] করেন। তাঁহারা তাহার অর্দ্ধেক পেষণ করেন, আর অর্দ্ধেকই অপিষ্ট থাকে ; ইহাই (অপিষ্ট ধানাই) ব র্হি ষ ৎ পি তৃগ ণে র জন্য হইয়া থাকে।

৬। অনন্তর অ গ্নি ষ্বা ত্ত[৯] পি তৃ গ ণে র জন্য নিবান্যা গাভীর দুগ্ধে (প্রক্ষিপ্ত, ও) একটি শলাকার[১০] দ্বারা একবার আলোড়িত (পূর্ব্বোক্ত ধানাচূর্ণ) ম স্থ[১১] (-নামক হবি হইয়া থাকে)। পিতৃগণ এ ক বা রে ই প্রতিলোম

৪। অর্থাৎ যাঁহারা সো ম যা গ করিয়াছেন।

৫। তৈত্তিরীয় সংহিতায় (১. ৮. ৫. ১) এই দ্বিতীয় পক্ষই বিহিত হইয়াছে ; তৈ. ব্রা. ১. ৬. ৮. ২। সায়ণ এই স্থলে পি তৃ মা ন্ শব্দের অর্থ করিয়াছেন—যাহার পি তৃ গ ণ আছে। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণের ঐ স্থলে সোম-শব্দের তাৎপর্য্যার্থ সং ব ৎ স র গৃহীত হইয়াছে—"সংবৎসরো বৈ সোমঃ।"

৬। দ্রঃ—"পুরুষ যে ঋতুতে মৃত হয়, পরলোকে সেই ঋতুই হয়"—তৈ. ব্রা. ১. ৬. ৮. ৩ ; "বসন্তে মরিলে বসন্ত হয়......" ইত্যাদি সায়ণভাষ্য, তৈ. স. ১. ৮. ৫. ১।

৭। ইহার ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ—যাঁহারা ব র্হি তে (কুশে) স দ ন (উপবেশন) করেন ; পারিভাষিক অর্থ—যাঁহারা কেবল হ বি র্য জ্ঞ করিয়াছেন, সো ম যা গ করেন নাই।

৮। দ্রঃ—১. ৪. ৩. ১৬, ৯ম টীকা।

৯। ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ—অ গ্নি যাঁহাদিগকে দগ্ধ করিয়া স্বা দ করে। মূল ব্রাহ্মণে পরবর্ত্তী কণ্ডিকাতেই এই সমস্ত নাম ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

১০। "একশলাকয়া ;" কাত্যায়ন শ্রৌতসূত্রের (৫. ৮. ১৮) বৃত্তিকার ইহার অর্থ করিয়াছেন শীর্ষকরহিত শলাকা। বৌধায়ন (শ্রৌ. সূত্র. ৫. ১১, ১১৪পৃ. ১৭ পং) এখানে একটি ইক্ষুশলাকা দিয়া আলোড়ন করিবার বিধি দিয়াছেন। আপস্তম্ব (শ্রৌ. সূ. ৮. ১৪. ১৪) উভয়ই বলিয়াছেন।

১১। দুগ্ধের মধ্যে ভৃষ্ট যবচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া আলোড়ন করিলেই তাহাকে ম স্থ বলা হয়।

ভাবে গমন করিয়াছেন, সেই জন্য (ঐ মন্থ) এ ক বা র আলোড়িত হয়। এই কয়টি হবি হইয়া থাকে।

৭। যাঁহারা সোমের দ্বারা যাগ করিয়াছিলেন, সেই সমস্ত পিতৃগণ সো ম বা ন্; আর যাঁহারা পক্ব (চরুপুরোডাশাদি হবি) দান করিয়া (দেব-) লোক জয় করেন, তাঁহারা ব র্হি ষ দ্; আর যাঁহারা তাহাদের একটিও (করেন) নাই, এবং যাঁহাদিগকে অ গ্নি দগ্ধ করিয়া স্বা দ করে, তাঁহারা অ গ্নি ষ্বা ত্ত।[১২] যাঁহারা পিতা, তাঁহারা এই (ত্রিবিধ)।

৮। তিনি (অধ্বর্য্যু) গার্হপত্যের পশ্চিম দিকে প্রাচীনাবীতী[১৩] হইয়া দক্ষিণমুখে উপবেশনপূর্ব্বক এই ষট্‌কপালসংস্কৃত পুরোডাশ (অর্থাৎ তদুপযুক্ত ব্রীহি) গ্রহণ করেন। তিনি (অতঃপর) সেইস্থান হইতে উত্থিত হইয়া নিকটেই অন্বাহার্য্যপচনের উত্তরদিকে দক্ষিণমুখে দণ্ডায়মান হইয়া তাহা অবঘাত করেন, এবং একবার ফলীকরণ[১৪] করেন; পিতৃগণ এ ক বা রে ই প্রতিলোমভাবে গমন করিয়াছেন, সেই জন্য তিনি এ ক বা র ফলীকরণ করিয়া থাকেন।

৯। তিনি (আহবনীয় দেশে) দক্ষিণ মুখেই দৃষদ্ ও উপলাকে উপস্থাপিত করেন, এবং গার্হপত্যের দক্ষিণভাগে ছয়টি কপাল উপস্থাপিত করেন।[১৫] তাঁহারা যে এই দক্ষিণ দিক্ আশ্রয় করেন, (তাহার কারণ এই যে), ইহাই পিতৃগণের দিক্;[১৬] সেই জন্য তাঁহারা দক্ষিণ দিক্ আশ্রয় করিয়া থাকেন।

১০। তিনি অন্বাহার্য্যপচনের দক্ষিণ দিকে একটি (সম-) চতুষ্কোণ বেদি

মন্থ বহুপ্রকার হইয়া থাকে; যথা, আ জ্য ম ন্থ, প য়ো ম ন্থ, দ ধি ম ন্থ ও উ দ ম ন্থ; আপ. শ্রৌ. ২২, ২৬. ১। বৈদ্যকশাস্ত্রেও ইহা প্রসিদ্ধ আছে।

১২। "যে বা অযজ্বানো গৃহমেধিনঃ তে পিতরোঽগ্নিষ্বাত্তাঃ"—তৈ. ব্রা. ১. ৬. ৯. ৬।

১৩। ২. ৭. ৪. ২।

১৪। ১. ১. ৪. ২৩; সাধারণত তিনবার ফলীকরণ করিতে হয়।

১৫। ১. ১. ৫. ১।

১৬। তৈ. স. ৬. ১. ১. ১।

করেন ; তিনি (ইহার) কোণগুলিকে (আগ্নেয়াদি) অবান্তর দিকে করেন।[17] অবান্তর দিক্ চারিটি, এবং পিতৃগণ অবান্তরদিক্সমূহস্বরূপ ; এই জন্য তিনি কোণগুলিকে অবান্তরদিকে করিয়া থাকেন।

১১। তিনি তাহার মধ্যদেশে অগ্নিকে স্থাপন করেন। দেবগণ পূর্ব্বদিকে[18] পশ্চিমমুখে মানবগণের (ঋত্বিগ্-যজমানের) নিকট উপস্থিত হন ; সেই জন্য তিনি (অধ্বর্য্যু) পূর্ব্বমুখে দাঁড়াইয়া হোম করেন। (আর) পিতৃগণ সমস্ত দিকেই থাকেন, কেননা, পিতৃগণ অবান্তরদিক্সমূহস্বরূপ, এবং এই অবান্তর দিক্সমূহ সর্ব্বদিকেই রহিয়াছে ; সেই জন্য তিনি তাহার (ঐ বেদির) মধ্যে অগ্নিকে স্থাপন করেন।[19]

১২। তিনি তাহা (বেদি) হইতে পূর্ব্বদিকে স্ত ম্ব য জুঃ[20] লইয়া যান।

১৭। দ্রষ্টব্য—"দক্ষিণেন দক্ষিণাগ্নিং পরিবৃতমুদগ্দ্বারং তন্মধ্যে বেদিং করোত্যবান্তরদিক্স্রক্তিম্ আপ্ত্যান্তে"—কা. শ্রৌ. ৫. ৮. ২২। ইহার তাৎপর্য্য এইরূপঃ—আপ্ত্য দেবগণের উদ্দেশে পাত্র ও অঙ্গুলী প্রক্ষালনের জল লইয়া যাইবার পর (১.১. ৬. ১৮, ২. ১. ৫) অধ্বর্য্যু দক্ষিণাগ্নিকে বস্ত্র বা মাদুর প্রভৃতির দ্বারা সমচতুরস্র করিয়া উপযুক্ত পরিমাণ চারিদিকে বেষ্টিত করেন। ইহার দ্বার উত্তর দিকে থাকিবে। ইহার মধ্যে দক্ষিণাগ্নি হইতে (তিন পা, অথবা পরিমাণমত) দক্ষিণ দিকে (পুরুষপ্রমাণ, বা যজমানপ্রমাণ) দর্শ-পূর্ণমাসের ন্যায় এক বেদি নির্ম্মাণ করেন ; ইহা চতুষ্কোণ হইবে, এবং কোনগুলি আগ্নেয়াদি অবান্তর দিকে থাকিবে। (দর্শপূর্ণমাসের ন্যায় এই বেদিকে খনন করিয়া নির্ম্মাণ করিতে হয় না, কেবল রেখা দ্বারা অঙ্কিত করিয়া লইলেই হয়—তৈ. ব্রা. ১. ৬. ৮. ৫—৬ ; বৌ. শ্রৌ. ৫. ১১ ; ১৪৫ পৃ. ২ পং)। অনন্তর ঐ বেদিমধ্যে দক্ষিণাগ্নির নূতন ঘর বা কুণ্ড করিয়া ও যথাবিধি পঞ্চ ভূমিসংস্কার করিয়া (৩ পৃঃ ৫—৭ পং.) তাহাতে দক্ষিণাগ্নিকে স্থাপন করিবে।

১৮। আহবনীয়ের নিকট।

১৯। সায়ণ বলিয়াছেন—'অবান্তরদিক্সমূহ ব্যাপী বলিয়া তৎস্বরূপ পিতৃগণও ব্যাপী, অতএব তাঁহারা কোন মুখে আছেন তাহা দুর্জ্ঞেয়। সেই জন্য যাহাতে সর্ব্বদিক্ হইতেই তাঁহাদিগের উদ্দেশে হোম করিতে পারা যায়, সেই ভাবে বেদির মধ্য দেশেই অগ্নিকে স্থাপন করা হয়।'

২০। দ্রঃ—১. ২. ২. ১২—১৪। দর্শ-পূর্ণমাসে স্ত ম্ব য জু র্হ র ণ উত্তর দিকে হইয়া থাকে, এখানে তৎস্থানে পূর্ব্ব দিক্ বিহিত হইল। প্রকৃত পিতৃযজ্ঞে বা মহাপিতৃযজ্ঞে দক্ষিণ দিক্ পূর্ব্ব, পূর্ব্ব দিক্ উত্তর, পশ্চিম দিক্ দক্ষিণ, এবং উত্তর দিক্ পশ্চিম দিক্ বলিয়া ব্যবহৃত হয়। কা. শ্রৌ. ১. ৮. ২৬ ; ৫. ৮. ২ ; এবং ঐ পদ্ধতি।

তিনি স্রুবযজুঃ লইয়া গিয়া[২১] প্রথমে এইরূপে[২২] (অর্থাৎ পশ্চিম দিকে), অনন্তর এইরূপে (অর্থাৎ উত্তর দিকে), এবং তদনন্তর এইরূপে (অর্থাৎ পূর্ব্বদিকে) পরিগ্রহ (অর্থাৎ রেখা দ্বারা বেদিকে বেষ্টিত) করেন।[২৩] তিনি (অধ্বর্য্যু) পূর্ব্ব প রি গ্র হ করিয়া (তিনটি) রেখা অঙ্কন করেন, (আর আগ্নীধ্র) যাহা (অর্থাৎ বেদিতে উৎখাত পাংশু) লইয়া যাইবার থাকে, তাহা লইয়া যান (নিক্ষেপ করেন)।[২৪] অনন্তর তিনি সেইরূপেই উ ত্ত র প রি গ্র হে র দ্বারা (বেদিকে) পরিগৃহীত করেন।[২৫] তিনি উ ত্ত র প রি গ্র হে র দ্বারা (বেদিকে) পরিগৃহীত করিয়া ও প্রতিমার্জ্জন করিয়া[২৬] (অগ্নীধ্রকে) বলেন—'প্রো ক্ষ ণী (প্রোক্ষণ করিবার জল) স্থাপন করুন!'[২৭] তাঁহারা (অর্থাৎ অগ্নীধ্র) প্রোক্ষণী, ইধ্ম ও বর্হি উপস্থাপিত করেন।[২৮] তিনি স্রুক্‌সমূহ সম্মার্জ্জন করেন,[২৯] এবং আজ্য গ্রহণ করিয়া (অগ্নির পূর্ব্বদিকে) গমন করেন।[৩০] (অনন্তর) তিনি (অধ্বর্য্যু) যজ্ঞোপবীতী[৩১] হইয়া আজ্য গ্রহণ করেন।

২১। কলিকাতা ও আজমীর উভয় সংস্করণেই এখানে মূলে "হৃত্বা (হোম করিয়া)" আছে, কিন্তু এখানে সম্ভবত "হৃত্বা" পদ হইবে।

২২। অভিনয় দ্বারা দেখাইয়া দেওয়া হইতেছে।

২৩। দ্রষ্টব্য ১. ২. ৩. ৬, ও টীকা।

২৪। ১. ২. ৩. ১৭।

২৫। ১. ২. ৩. ১১ ; পূর্ব্ববর্ত্তী ২৩শ টীকা।

২৬। ১. ২. ৩. ১৮, ও টীকা।

২৭। ১. ২. ৩. ২০।

২৮। দক্ষিণাগ্নিদ্বয়ের মধ্যে পূর্ব্বদিকে বর্হি ও পশ্চাৎ দিকে ইধ্ম থাকে ; প্রোক্ষণী বেদিতে।

২৯। ১. ২. ৪. ১।

৩০। ১. ২. ৪. ২০, ও টীকা। মহাপিতৃযজ্ঞে যজমান-পত্নী যজমানের সঙ্গে থাকেন না (কা. শ্রৌ. ৫. ৮. ৫), এই জন্য এখানে প ত্নী স ন্ন হ ন ও আ জ্যা বে ক্ষ ণ (১. ২. ৪. ১৩—১৯) নাই।

৩১। তিনি ইহার পূর্ব্বপর্য্যন্ত প্রাচীনাবীতী হইয়া কার্য্য করিয়াছিলেন, এখন উপবীতী হইলেন। কা. শ্রৌ. ৫. ৮. ২৬।

১৩। তদ্বিষয়ে (কেহ কেহ) বলেন—'তিনি উপভৃতে দুইবার (আজ্য) গ্রহণ করিবেন; কেননা, এখানে দুইটি অনুযাজ হইয়া থাকে।'[৩২] কিন্তু তিনি সেখানে উপভৃতে আটবারই গ্রহণ করিবেন, (কেননা), তাঁহার মনে হয় যে, 'পাছে আমি যজ্ঞের বিধি হইতে পরিভ্রষ্ট হই।' অতএব তিনি উপভৃতে আটবারই (আজ্য) গ্রহণ করিবেন। আজ্যসমূহ গ্রহণ করিয়া তিনি পুনর্ব্বার প্রাচীনাবীতী হন।

১৪। অনন্তর অধ্বর্যু প্রোক্ষণী (জল) গ্রহণ করেন। তিনি প্রথমেই ইধ্মকে প্রোক্ষণ করেন ও তাহার পর বেদিকে। তদনন্তর (ঋত্বিকরা) বর্হি প্রদান করেন, এবং তিনি তাহার (বন্ধনরজ্জুর) গ্রন্থিকে পূর্ব্ব দিকে করিয়া (বেদিতে) স্থাপন করেন,[৩৩] ও (প্রোক্ষণী দ্বারা) তাহা প্রোক্ষণ করিয়া (অবশিষ্ট প্রোক্ষণী জলকে সেই বর্হিরূপ ঔষধির মূল দেশে) লইয়া যান (ঢালিয়া দেন);[৩৪] (অনন্তর) তিনি (সেই বন্ধন) গ্রন্থিকে খুলিয়া (তাহা হইতে) প্রস্তরকে (আর পৃথক্ করিয়া) গ্রহণ করেন না;[৩৫] কেননা, পিতৃগণ একবারই প্রতিলোম ভাবে গমন করিয়াছেন; সেই জন্য তিনি প্রস্তর গ্রহণ করেন না।[৩৬]

১৫। অনন্তর তিনি (বর্হির বন্ধন-)রজ্জু খুলিয়া (এবং বর্হি ও রজ্জু উভয়ই গ্রহণ করিয়া তাহা দ্বারা উত্তর দিকের পশ্চিম কোণ হইতে) বেদিকে অপ্রদক্ষিণ ভাবে তিনবার আস্তরণ করিতে করিতে বেদির চারিদিকে গমন

৩২। প্রকৃতিযোগে আটবার গ্রহণ করা হয় (১. ২. ৫. ৯.); এখানে বিকল্পে ইহাই বিহিত হইয়াছে; কা. শ্রৌ. ৫. ৮. ২৭।

৩৩। ১. ২. ৬. ১—৩। কা. শ্রৌ. ৫. ৮. ২৮।

৩৪। ১. ২. ৬. ৪।

৩৫। ১. ২. ৬. ৫।

৩৬। এস্থলে সায়ণ লিখিয়াছেন—"বর্হিষঃ সকাশাৎ প্রস্তরস্য পৃথক্‌করণে বর্হিষঃ সকৃত্ত্বং ব্যাহন্যেত, ন চৈতৎ পিতৃযজ্ঞে যুক্তমিতি।"

করেন;[৩৭] তিনি অপ্রদক্ষিণ ভাবে তিনবার আস্তরণ করিয়া প্রস্তরের উপযুক্ত পরিমাণ (বর্হি) অবশিষ্ট রাখেন। অনন্তর, তিনি আবার প্রদক্ষিণভাবে (বেদির) চারিদিকে গমন করেন; তিনি যে আবার তিনবার প্রদক্ষিণভাবে চারিদিকে গমন করেন, তাহার কারণ—তিনি যে ঐ (পূর্ব্বোক্ত সো ম বা ন্ ইত্যাদি) তিন পিতৃগণের নিকট গমন করিয়াছিলেন, ইহা দ্বারা তাঁহাদের নিকট হইতেই তিনি পুনর্ব্বার স্বকীয় এই লোককেই লক্ষ্য করিয়া আগমন করেন; সেই জন্যই তিনি পুনর্ব্বার প্রদক্ষিণ ভাবে গমন করেন।

১৬। অনন্তর তিনি (অগ্নির) দক্ষিণদিকেই প রি ধি স মূ হ কে পরিস্থাপিত করেন;[৩৮] তিনি প্র স্ত র কে ও দক্ষিণদিকে আস্তরণ করেন; তিনি (বর্হি ও প্রস্তরের) মধ্যে বি ধৃ তি দ্ব য় কে[৩৯] স্থাপন করিবেন না, কেননা, পিতৃগণ এ ক বা রে ই প্রতিলোমভাবে গমন করিয়াছেন; সেই জন্য তিনি মধ্যে বি ধৃ তি দ্ব য় কে স্থাপন করেন না।

১৭। তিনি তাহাতে (প্রস্তরে, অর্থাৎ তাহার পশ্চাদ্‌ভাগে) জুহূকে স্থাপিত করেন, এবং (তাহার) পূর্ব্বদিকে উপভৃৎকে; অনন্তর (তাহারও পূর্ব্বদিকে) ক্রমে-ক্রমে (পর-পর) ধ্রুবা, পুরোডাশ, ধানা, ও মন্থ স্থাপিত করিয়া (স্থাপিত) হবিসমূহ স্পর্শ করেন।[৪০]

৩৭। তিনবার আস্তরণ করা সম্বন্ধে তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণে (১. ৬. ৮. ৭) যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে—'যেহেতু পিতৃগণ এখান হইতে তৃতীয় লোক রহিয়াছেন'—"ত্রিঃ পর্য্যেতি। তৃতীয়ে বা ইতো লোকে পিতরঃ।" বর্হির বন্ধন রজ্জুখানি বেদির দক্ষিণ শ্রোণিতে বিছাইয়া দেন, কা. শ্রৌ. ২.৭ ২২; ৫. ৮. ১৯, যাজ্ঞিকদেব।

৩৮। ১.২.৬.১৩.; ১.৩.১-৪। পরিধিসমূহকে অগ্নির পশ্চিম, দক্ষিণ, ও উত্তরদিকে স্থাপন করিতে হয়; কিন্তু প্রকৃত স্থলে (পূর্ব্বোক্ত ২৫ টীকা অনুসারে) পূর্ব্ব, দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকে স্থাপন করিতে হয়। ইহাদের মধ্যে দক্ষিণ-পরিধিকে দক্ষিণদিকে স্থাপন করিয়া পূর্ব্ব ও পশ্চিম পরিধিকে দক্ষিণাগ্র করিয়া স্থাপন করিতে হয়।

৩৯। ১.৩.১.১০-১১, ও ঐ টীকা।

৪০। কা. শ্রৌ. ৫.৮.৩১-৩২। পাত্রসমূহকে ক্রমান্বয়ে পূর্ব্বদিকে স্থাপন করিবার কথা বলা হইল, কিন্তু প্রকৃত স্থলে দিকের বিপর্য্যয় হেতু এই পাত্রস্থাপন উত্তর দিকে হইবে।

১৮। তাঁহারা (যজমান ও ঋত্বিগ্‌গণ) সকলেই (এই সময়ে)[৪১] যজ্ঞোপবীতী হইয়া (থাকেন), এবং যজমান ও ব্রহ্মা এইরূপে[৪২] (আহবনীয়ের পূর্ব্বদিকে গমন করিয়া এবং সেখান হইতে অপ্রদক্ষিণভাবে অর্থাৎ দক্ষিণপার্শ্বপথে পিতৃযজ্ঞবেদির) পশ্চাৎ দিকে ঘুরিয়া গমন করেন,[৪৩] এবং আগ্নীধ্র (পশ্চিম পার্শ্ব হইতে দক্ষিণ পার্শ্ব দিয়া) পূর্ব্বদিকে (ঘুরিয়া গমন করেন)।[৪৪]

১৯। তাঁহারা তাহাতে (এই পিতৃযজ্ঞে) অনুচ্চস্বরে ("উপাংশু") বিচরণ করেন (ব্যাপৃত হন); কেননা, পিতৃগণ তিরোহিত (অপ্রকাশ), এবং অনুচ্চস্বরও তিরোহিত; সেই জন্য তাঁহারা অনুচ্চস্বরে বিচরণ করেন।[৪৫]

২০। তাঁহারা পরিবৃত (পরিবেষ্টিত স্থানে) বিচরণ করেন, কেননা, পিতৃগণ তিরোহিত, এবং পরিবৃত (স্থানও) তিরোহিত; সেই জন্য তাঁহারা পরিবৃত (স্থানে) বিচরণ করেন।[৪৬]

২১। অনন্তর তিনি (অধ্বর্য্যু) অগ্নিতে ইধ্ম নিক্ষেপ করিয়া (হোতাকে) বলেন—'সন্দীপ্যমান অগ্নিকে লক্ষ্য করিয়া (সামিধেনী) উচ্চারণ করুন!' হোতা এ ক টি মা ত্র[৪৭] সামিধেনীকে তিনবার উচ্চারণ করেন; কেননা, পিতৃগণ এ ক বা র ই প্রতিলোমভাবে গমন করিয়াছেন; অতএব হোতা এ ক টি মা ত্র সামিধেনীকে তিনবার উচ্চারণ করেন।

২২। তিনি উচ্চারণ করেন—"আমরা কামনা করিয়া (হে অগ্নি), তোমাকে স্থাপিত করিতেছি, কামনা করিয়া তোমাকে সন্দীপ্ত করিতেছি; তুমিও কামনা করিয়া হবি-ভোজনের জন্য কামনাকারী পিতৃগণকে আনয়ন

৪১। সামিধেনীপ্রৈষ (১.৩.২.২ ইত্যাদি) হইতে আরম্ভ করিয়া আজ্যভাগদ্বয় (১.৫.২.১৯ ইত্যাদি) পর্য্যন্ত উপবীতী হইয়া থাকিতে হয়; কা. শ্রৌ. ৫.৮.৩৩।

৪২। ইহা অভিনয় করিয়া দেখান হইতেছে।

৪৩। অনন্তর ব্রহ্মা ও যজমান সেখানে পশ্চিমমুখে উপবিষ্ট থাকেন।

৪৪। কা. শ্রৌ. ৫.৮.৩৫।

৪৫। দ্রঃ—১.৭.৬.৮।

৪৬। দ্রঃ—১৭শ টীকা।

৪৭। একাদশ সামিধেনীর স্থানে একটিমাত্র বিহিত হইয়াছে; দ্রঃ—১.৩.২.২ ইত্যাদি।

করুন।"[৪৮] অনন্তর তিনি বলেন—"অগ্নিকে আনয়ন করুন![৪৯] সোমকে আনয়ন করুন! সোমবান্ পিতৃগণকে আবাহন করুন! বর্হিষৎ পিতৃগণকে আনয়ন করুন! অগ্নিষ্বাত্ত পিতৃগণকে আনয়ন করুন! আজ্যপ দেবগণকে[৫০] আনয়ন করুন! হোতৃকার্য্যের জন্য অগ্নিকে আনয়ন করুন! নিজের মহিমাকে আনয়ন করুন!"[৫১]

২৩। অতঃপর তিনি আহ্বান করিয়া হোতাকে (আর) বরণ করেন না;[৫২] কেননা, ইহা পিতৃযজ্ঞ; যেহেতু তিনি মনে করেন, যে, 'পাছে আমি হোতাকে পিতৃগণের মধ্যে স্থাপিত করিয়া ফেলি,' সেইজন্য তিনি হোতাকে বরণ করেন না। তিনি এই মাত্র বলেন যে, 'হে হোতা, আপনি উপবেশন করুন!' হোতা হোতৃষদনে উপবেশন করিয়া (স্রুক্ গ্রহণের জন্য) অনুজ্ঞা প্রদান করেন, এবং অধ্বর্যু (ঐরূপে) অনুজ্ঞাত হইয়া স্রুগ্দ্বয় গ্রহণপূর্ব্বক (অগ্নির) পশ্চিমদিকে গমন করেন; গমন করিয়া (হোতাকে) আহ্বানপূর্ব্বক বলেন—'সমিদ্গণের উদ্দেশে যাজ্যা পাঠ করুন!' তিনি বর্হি ভিন্ন (আর) চারিটি প্রযাজ অনুষ্ঠান করেন;[৫৩] কেননা, বর্হিঃ প্রজা, এবং তিনি মনে করেন যে, 'পাছে আমি (আমার) প্রজাসমূহকে পিতৃগণের মধ্যে স্থাপন করিয়া ফেলি;' সেই জন্যই তিনি বর্হি-ভিন্ন (আর) চারিটি প্রযাজ অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। অনন্তর তাঁহারা আজ্যভাগদ্বয়[৫৪] অনুষ্ঠান করেন; এবং আজ্যভাগদ্বয় অনুষ্ঠান করিয়া——

২৪। তাঁহারা সকলেই (বক্ষ্যমাণ) হবিসমূহের দ্বারা কার্য্য করিবার জন্য

৪৮। ঋ. স. ১০.১৬.১২; বা. স. ১৯.৭০।

৪৯। কাণ্বপাঠ—'অগ্নিকে এখানে আনয়ন করুন!' আশ্বলায়ন শ্রৌতসূত্রে (২.১৯.৭) ইহার পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে—'দেবগণ ও পিতৃগণকে যজমানের জন্য আনয়ন করুন!' দ্রঃ—২.৩.৪.১৬।

৫০। দ্র:—১.৩.৪.১৭।

৫১। কাণপাঠের মতে ইহার পরে দর্শপূর্ণমাসেষ্টিতে উক্ত (১.৩.৪.১৭) মন্ত্রও পঠিত হইয়া থাকে। এই মন্ত্রটি ব্রাহ্মণের সংহিতায় নাই।

৫২। দ্র:—১.৩.৪.৬; ৪.২.১ ইত্যাদি; এখানে দৈব ও মানবীয় হোতার বরণের কথা

৫৩। দ্র:—১.৪.৪.৯ ইত্যাদি।

৫৪। দ্র:—১.৫.২.১৯ ইত্যাদি।

প্রাচীনাবীতী হইয়া থাকেন, এবং যজমান ও ব্রহ্মা পূর্ব্বদিকে ও আগ্নীধ্র পশ্চাদ্ দিকে আগমন করেন।[৫৫] সেখানে[৫৬] তিনি[৫৭] (অধ্বর্য্যু, এই বলিয়া) আ শ্রা ব ণ (আহ্বান) করেন—"ওঁ স্বধা!" (আগ্নীধ্রের) প্র ত্যা শ্রা ব ণ (প্রত্যুত্তর)—"অস্তু স্বধা!" এবং (হোতার) ব ষ ট্ কা র—"স্বধা নমঃ!"[৫৮]

২৫। তদ্বিষয়ে আ সু রি বলিয়াছেন যে, 'তিনি (অধ্বর্য্যু, পূর্ব্বেরই মত)[৫৯] আ শ্রা ব ণ করিবেন, তিনি (আগ্নীধ্র, পূর্ব্বেরই মত) প্র ত্যা শ্রা ব ণ করিবেন, এবং তিনি (হোতা, পূর্ব্বের মত) ব ষ ট্ কা র করিবেন; কেননা, তাঁহারা মনে করেন যে, 'পাছে আমরা যজ্ঞের বিধি হইতে চলিত (ভ্রষ্ট) হইয়া পড়ি।''

২৬। অনন্তর (অধ্বর্য্যু) বলেন—'সোমবান্ পিতৃগণের অথবা পিতৃমান্ সোমের অনুবাক্যা উচ্চারণ করুন।' তিনি (হোতা) দুইটি পু রো হ নু বা ক্যা[৬০] উচ্চারণ করেন, (কারণ), তিনি একটি দ্বারা দেবগণকে ও দুইটি দ্বারা পিতৃগণকে (যাগস্থলে আসিবার জন্য) চালিত করেন;[৬১] কেননা, পিতৃগণ প্রতিলোম-

---

৫৫। ১৮শ কণ্ডিকা দ্রষ্টব্য; অর্থাৎ তাঁহারা যে স্থান হইতে গিয়াছিলেন, আবার সেই স্থানেই আগমন করেন।

৫৬। অর্থাৎ পিতৃযজ্ঞের প্রধান হবির দানে।

৫৭। মূলে বহুবচন পূজার্থ, গৌরবার্থ,—সায়ণ, পরবর্ত্তী কণ্ডিকা।

৫৮। দ্রঃ—১.৪.৩.৭ ইত্যাদি; ঐ কাণ্ডের ৮ম টীকা দেখ; সে স্থানের "ও শ্রাবয়" "অস্তু শ্রৌষট্" ও "বৌষট্" এই কয় মন্ত্রের স্থানে এখানে যথাক্রমে "ওঁ স্বধা" প্রভৃতি প্রয়োগ করিতে হইবে। সায়ণ এই তিনটি মন্ত্রের এইরূপ অর্থ করিয়াছেন—ওঁ অঙ্গীকারার্থক, স্ব ধা শব্দে পিতৃগণকে প্রদেয় হবি বুঝায়; সমগ্রার্থ—'হে আগ্নীধ্র, পিতৃগণের জন্য গৃহীত এই হবি ত তোমার অভিমত?' দ্বিতীয় মন্ত্রে আগ্নীধ্র বলিতেছেন—'তাহা সেইরূপ হউক!' ন মঃ শব্দের অর্থ ত্যাগ, অতএব হোতার বাক্যের অর্থ—'পিতৃগণের উদ্দেশে, গৃহীত হবি ত্যক্ত (অর্থাৎ প্রদত্ত) হউক!' কা. শ্রৌ. ৫.৯.১১-১২।

৫৯। অর্থাৎ "ও শ্রাবয়" এই মন্ত্রে, অন্যত্রও এইরূপ; ৫৮ তম টীকা দ্রষ্টব্য।

৬০। দ্রঃ—১.৩.৪.১৮, ও ৯ম টীকা।

৬১। সায়ণ এখানে বলিয়াছেন—পিতৃগণ এখান হইতে পরাঙ্মুখ হইয়া চলিয়া যাওয়ায় ("পরাগমনাৎ") আর তাঁহারা পুনরাগমন করেন না, এই জন্য একটিমাত্র অনুবাক্যা দ্বারা তাঁহাদিগকে তাঁহাদের স্থান হইতে আনা যায় না, তন্নিমিত্ত বিশেষ প্রযত্ন দরকার এবং সেই জন্যই দুইটি

ভাবে একবারেই চলিয়া গিয়াছেন; অতএব তিনি দুইটি পুরোহনুবাক্যা উচ্চারণ করেন।

২৭। অনন্তর তিনি (অধ্বর্যু) আজ্যকে (জুহুতে) উপস্তীর্ণ করেন (উপরে উপরে লাগাইয়া দেন)। তিনি তদনন্তর পুরোডাশ হইতে (এক) অবদান (গ্রহণ করেন), এবং তাহারই সহিত ধানা ও তাহারই সহিত মন্থের (অবদান গ্রহণ করেন)। তিনি তাহা (অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত অবদানসমূহ) এক-বারেই (একসঙ্গেই, জুহুতে) প্রক্ষিপ্ত করেন।[৬২] অনন্তর তিনি তাহাতে দুইবার

অনুবাক্যার প্রয়োজন। প্রকৃত স্থলে হবিপ্রদানে পুরোহনুবাক্যা দুইটি ও যাজ্যা একটি হইয়া থাকে। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে (১.৬.৯.৪) এ সম্বন্ধে এইরূপ যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে:—'তিনি প্রথম পুরোহনুবাক্যা দ্বারা পিতৃগণকে গৃহীত হবির সম্বন্ধে নিবেদন করেন, দ্বিতীয় পুরোহনুবাক্যা দ্বারা তাহা তাঁহাদের নিকট লইয়া যান (অর্থাৎ প্রদান করেন), এবং যাজ্যা দ্বারা তাহা তাঁহাদের নিকট প্রেরণ করেন, কেননা, পিতৃগণ এখান হইতে তৃতীয় লোকে রহিয়াছেন।' সেই স্থানেই আবার অপর ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে—'তিনি প্রথম পুরোহনুবাক্যা দ্বারা দিবা হইতে, ও দ্বিতীয় পুরোহনুবাক্যা দ্বারা রাত্রি হইতে পিতৃগণকে আনয়ন করেন, এবং যাজ্যা দ্বারা আবার তাঁহা-দিগকে প্রেরণ করেন।' আশ্বলায়ন শ্রৌতসূত্রে (২.১৯.২২-২৩) পুরোহনুবাক্যা ও যাজ্যাগুলি এই রূপ নির্দিষ্ট হইয়াছে:—সোমবান্ পিতৃগণের পুরোহনুবাক্যা ঋ. স. ১০. ১৫. ১, ও ৯.৯৬.১১, যাজ্যা ১০.১৫. ৫; পিতৃমান্ সোমের পুরোহনুবাক্যা ১০. ৯১. ১, ও ২০, যাজ্যা ৮. ৪৮.১৩; বর্হিষৎ পিতৃগণের পুরোহনুবাক্যা ১০. ১৫. ৪, ও ৩, যাজ্যা ১০. ১৫. ২; অগ্নিষ্বাত্ত পিতৃগণের পুরোহনু-বাক্যা ১০.১৫.১১, ও ১৩, যাজ্যা ১০.১৫.১৪। ইহা ছাড়া সেখানে ঐ মতে যমের ও হোম হয়, এবং তাহার পুরোহনুবাক্যা ১০.১৪.৪, ও ১, যাজ্যা ১০.১৪.২। তৈত্তিরীয় সংহিতায় (১.৮.৫; ও ২.৬.১২) এই মন্ত্রগুলি কিঞ্চিৎ ভিন্ন। যথা, পিতৃমান্ সোমের পুরোহনুবাক্যা ঋগ্বেদে ১.৯১.১, ও ৯.৯৬.১১, যাজ্যা ৮.৪৮.১৩; বর্হিষৎ পিতৃগণের পুরোহনুবাক্যা ১০.১৫.৪, ও ৩, যাজ্যা ১০.১৫.৫; অগ্নিষ্বাত্ত পিতৃগণের পুরোহনুবাক্যা ১০.১৫.১১, ও তৈ. ব্রা. ২.৬.১৬.১ (ইহার প্রথম অংশ ঋ. স. ১০.১৫.১৪ এরই মত), যাজ্যা তৈ. ব্রা. ২.৬.১৬.২, আপ. শ্রৌ. ৮.১৫.১৭। ইহার পরবর্তী বিধানের জন্য আলোচ্য তৈ. স. ২.৬.১২; তৈ. ব্রা. ২.৬.১৬।

৬২। শৃ তা ব দা ন (শৃ ত অর্থাৎ পক্ক হবিকে যাহা দ্বারা অ ব দা ন অর্থাৎ খণ্ডন করা যায়) নামে এক প্রকার যজ্ঞিয় পাত্র আছে, ইহা বরুণ বা বরণ কাষ্ঠে নির্ম্মিত একটি দণ্ডবিশেষ, দীর্ঘে একপ্রাদেশপরিমাণ, অগ্রভাগ অঙ্গুষ্ঠপর্ব্বপ্রমাণ সরু, পরে একটু বিস্তৃত। কেহ বলেন, ইহা কতকটা গোকর্ণের ন্যায়:—"অঙ্গুষ্ঠপর্ব্বমাত্রস্তু তীক্ষ্ণাগ্রং পৃথুবক্রকং। শৃতাবদানং প্রাদেশমাত্রং দীর্ঘমুদাহৃতং॥" "গোকর্ণাকৃতিনা শৃতাবদানেন"—কা. শ্রৌ. ৫.৯.২ বৃত্তি। আহ্নিকসূত্রাবলীতে

আজ্যধারা পাত করেন এবং (সেই সমস্ত হবির) যে স্থান হইতে ঐ অবদান-সমূহ গ্রহণ করিয়াছিলেন, ঐ স্থান আজ্য দ্বারা লিপ্ত করেন। (ইহার পর) তিনি (আর যজতিস্থানে পূর্ব্বের ন্যায়) গমন করেন না; তিনি সেই স্থানেই আসিয়া (অগ্নির) সমীপে দণ্ডায়মান হইয়া (হোতাকে) আহ্বানপূর্ব্বক (অর্থাৎ আ শ্রা ব ণ করিয়া) বলেন—'সোমবান্ পিতৃগণের উদ্দেশ্যে যাজ্যা পাঠ করুন!' (অনন্তর) বষট্কার উচ্চারিত হইলে তিনি তাহা হোম করেন।

২৮। অনন্তর তিনি বলেন—'বর্হিষৎ পিতৃগণের উদ্দেশে অনুবাক্যা উচ্চরণ করুন!' তিনি আজ্যকে (জুহূতে) উপস্তীর্ণ করেন, ঐ সমস্ত ধানা হইতে এক অবদান গ্রহণ করেন, এবং তাহারই সহিত মন্থের ও তাহারই সহিত পুরোডাশের (অবদান গ্রহণ করেন)। তিনি তাহা একবারে (জুহূতে) প্রক্ষিপ্ত করেন। অনন্তর তিনি তাহাতে দুইবার আজ্যধারা পাত করেন, এবং (সেই সমস্ত হবির) যে স্থান হইতে অবদানসমূহ গ্রহণ করিয়াছিলেন সেই স্থানে আজ্য লিপ্ত করেন। (ইহার পর) তিনি (আর যজতিস্থানে) গমন করেন না; তিনি সেই স্থানেই থাকিয়া (অগ্নির) সমীপে দণ্ডায়মান হইয়া (হোতাকে) আহ্বান-পূর্ব্বক বলেন—'বর্হিষৎ পিতৃগণের উদ্দেশে যাজ্যা পাঠ করুন!' (অনন্তর) বষট্কার উচ্চারিত হইলে তিনি তাহা হোম করেন।

২৯। অনন্তর তিনি বলেন—'অগ্নিষ্বাত্ত পিতৃগণের উদ্দেশে অনুবাক্যা উচ্চারণ করুন!' তিনি আজ্যকে (জুহূতে) উপস্তীর্ণ করেন, ঐ মন্থ হইতে এক অবদান গ্রহণ করেন, এবং তাহারই সহিত পুরোডাশের ও তাহারই সহিত ধানার (অবদান গ্রহণ করেন)। তিনি তাহা একবারে জুহূতে প্রক্ষিপ্ত করেন। অনন্তর তিনি তাহাতে দুইবার আজ্যধারা পাত করেন, এবং (সেই সমস্ত হবির) যেস্থান হইতে অবদান গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেইস্থানে আজ্য লিপ্ত করেন। (ইহার পর তিনি আর যজতিস্থানে) গমন করেন না; তিনি সেই স্থানেই থাকিয়া (অগ্নির)

(বৈদ্যনারায়ণশর্ম্মসংগৃহীত, বোম্বাই, ৮১ পৃঃ) তাহার যে চিত্র দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে গো-কর্ণাকৃতি দেখা যায় না। এই শৃতাবদান দিয়া যথাক্রমে পুরোডাশ, ধানা ও মন্থের মধ্যদেশ হইতে এক-একটি অবদান লইয়া তাহা একই সঙ্গে জুহূতে প্রক্ষিপ্ত করিতে হইবে। কা. শ্রৌ. ৫.৯.২-৩, ও পদ্ধতি।

সমীপে দণ্ডায়মান হইয়া (হোতাকে) আহ্বানপূর্ব্বক বলেন—'অগ্নিষ্বাত্ত পিতৃগণের যাজ্যা পাঠ করুন!' (অনন্তর) বষট্‌কার উচ্চারিত হইলে তিনি তাহা হোম করেন।

৩০। অনন্তর তিনি বলেন—'ক ব্য বা হ ন অগ্নির উদ্দেশে অনুবাক্যা উচ্চারণ করুন!' তাহা স্বি ষ্ট কৃ ৎ (অগ্নির) জন্যই হইয়া থাকে।[৬৩] হ ব্য বা হ ন দেবগণের (অগ্নি), এবং ক ব্য বা হ ন পিতৃগণের;[৬৪] এইজন্য তিনি বলেন—'ক ব্য বা হ ন অগ্নির উদ্দেশে অনুবাক্যা উচ্চারণ করুন!'

৩১। তিনি আজ্যকে (জুহূতে) উপস্তীর্ণ করেন, সেই পুরোডাশ হইতে এক অবদান গ্রহণ করেন, এবং তাহারই সহিত ধানা ও তাহারই সহিত মন্থের (অবদান গ্রহণ করেন)। তিনি তাহা একবারে (জুহূতে) প্রক্ষিপ্ত করেন। অনন্তর তিনি তাহাতে দুইবার আজ্যধারা পাত করেন, কিন্তু যে স্থান হইতে অবদানসমূহ গ্রহণ করেন, তাহা আজ্যদ্বারা লিপ্ত করেন না। (ইহার পর) তিনি (আর যজতিস্থানে) গমন করেন না; তিনি সেই স্থানেই থাকিয়া (অগ্নির) সমীপে দণ্ডায়মান হইয়া (হোতাকে) আহ্বানপূর্ব্বক বলেন—'কব্যবাহন অগ্নির যাজ্যা পাঠ করুন!' (অনন্তর) বষট্‌কার উচ্চারিত হইলে তিনি তাহা হোম করেন।

৩২। তিনি যে (সেই স্থান হইতে যজতিস্থানে) গমন করেন না, এবং সেই স্থানেই থাকিয়া (অগ্নির) সমীপে দণ্ডায়মান হইয়া হোম করেন, তাহার কারণ এই যে, পিতৃগণ এ ক বা রে ই প্রতিলোমভাবে গমন করিয়াছেন। আর যে তিনি সমস্ত হবিরই এক-এক-বার-মাত্র অবদান করেন, তাহারও কারণ এই যে, পিতৃগণ এ ক বা রে ই প্রতিলোমভাবে গমন করিয়াছেন। আর যে

৬৩। প্রধান যাগের পর স্বি ষ্ট কৃ ৎ অগ্নির যাগ করিতে হয়; দ্রঃ—১.৬.১.৯ ইত্যাদি। এখানে পিতৃগণের যাগই প্রধান, তাহার পর স্বিষ্টকৃদ্‌যাগ আবশ্যক। এই জন্য ক ব্য বা হ ন কে ই স্বি ষ্ট কৃ দ্‌ রূপে বর্ণনা করা হইতেছে। দেবগণকে দেয় হবির নাম হ ব্য, এবং পিতৃগণকে দেয় হবির নাম ক ব্য।

৬৪। দ্রঃ—তৈ. স. ২.৫.৮.৬—"ত্রয়ো বা অগ্নয়ঃ, হব্যবাহনো দেবানাং, কব্যবাহনঃ পিতৃণাং, সহরক্ষা অসুরাণাম্।"

তিনি অবদানগুলিকে পরস্পর সংস্পৃষ্ট করিয়া গ্রহণ করেন, তাহার কারণ এই যে, ঋতুসমূহই পিতৃগণস্বরূপ, এবং তিনি ইহাতে ঋতুগণকেই পরস্পর সংস্পৃষ্ট করেন, ঋতুগণকেই পরস্পর সম্মিলিত করেন ; সেইজন্যই তিনি পরস্পর সংস্পৃষ্ট করিয়া অবদানসমূহ গ্রহণ করেন।

৩৩। এই স্থানে কেহ কেহ ঐ মন্থ হোতার (হস্তে) স্থাপন (প্রদান) করেন, হোতা তাহা উ প হূ ত[৬৫] করিয়া আঘ্রাণই[৬৬] করেন, এবং (তদনন্তর) তিনি তাহা ব্রহ্মাকে প্রদান করেন ; ব্রহ্মা তাহা আঘ্রাণই করেন, এবং (তদনন্তর) আগ্নীধ্রকে প্রদান করেন ; আগ্নীধ্রও তাহা আঘ্রাণই করেন।[৬৭] আবার কেহ কেহ এই (বক্ষ্যমাণ) রূপই করিয়া থাকেন—[৬৮] তাঁহারা অপর (অর্থাৎ দর্শ-পূর্ণমাসাদি) যজ্ঞের ই ড়া[৬৯] ও প্রা শি ত্র[৭০] অবদান করেন, ইহারও (এই পিতৃযজ্ঞেরও) সেইরূপ করিবেন। তাঁহারা ইড়াকে উপহূত করিয়া আঘ্রাণই করিবেন, ভক্ষণ করিবেন না। কিন্তু আ সু রি বলেন—'আমরা মনে করি যে, তাঁহারা যে-কোন (দ্রব্যের) হোম করেন, (তাহার কিঞ্চিৎ) ভক্ষণ করিতেই হইবে।'[৭১]

৩৪। অনন্তর (তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে) যিনি (পিণ্ড) দান করিবেন—অধ্বর্যু অথবা যজমান, তিনি উদকপাত্র গ্রহণ করিয়া অপ্রদক্ষিণ ভাবে তিনবার (বেদিকে) পরিষিক্ত করিতে করিতে (তাহার) চারিদিকে ভ্রমণ করেন। তিনি যজমানের পিতাকে (এই বলিয়া মুখাদি) শোধন (অর্থাৎ ধৌত)

৬৫। ইহা এখানে ই ড়ো প হ্বা নের পরিবর্ত্তে বিহিত হইয়াছে, এবং তাহারই মন্ত্রসমূহ এখানে প্রযোজ্য। দ্রঃ—১.৮.৩.১৮ ইত্যাদি।

৬৬। ঐ মন্থকে ভোজন করিতে হইবে না—ইহাই 'ইকার' দ্বারা সূচিত হইতেছে।

৬৭। আঘ্রাণ করিবার পর আগ্নীধ্র তাহা উৎকরদেশে নিক্ষেপ করেন। কা. শ্রৌ. ৫.৯.১৩। কাত্যায়নশ্রৌতসূত্রের মতে অধ্বর্যুও তাহা আঘ্রাণ করেন।

৬৮। ইহা সায়ণ-মতে অনুবাদ। এইরূপ অনুবাদও হইতে পারে :—'তাঁহারা এখানে ইহাই করিয়া থাকেন ;' অর্থাৎ ইহার সহিত পূর্ব্বোক্ত বিধির সম্বন্ধ।

৬৯। ১.৮.৩.৩৯।

৭০। ১.৭.২.৮।

৭১। কা. শ্রৌ. ৫.৯.১৩—১৫।

করান[১২]—'হে অমুক, শোধন করুন!' তিনি 'হে অমুক, শোধন করুন!' এই বলিয়া (যজমানের) প্রপিতামহকে, এবং 'হে অমুক, শোধন করুন!' এই বলিয়া (যজমানের) প্রপিতামহকে শোধন করান।[১৩] যেমন ভোজন করিবার জন্য উদ্যত (ব্যক্তির হস্তে লোকে) জল সেচন করে, ইহাও সেইরূপ।

৩৫। অনন্তর তিনি সেই পুরোডাশের অবদান করিয়া (তাহা বাম হস্তে (স্থাপন) করেন, ধানার অবদান করিয়া বাম হস্তে করেন, এবং মন্থের অবদান করিয়া বাম হস্তে করেন।[১৪]

৩৬। এই[১৫] অবান্তরদিকে (অর্থাৎ উত্তরপশ্চিম দিকে) যে কোণ রহিয়াছে, তিনি তাহাতে যজমানের পিতাকে (এই বলিয়া পিণ্ড) দান করেন—'হে অমুক, ইহা আপনার!'[১৬] আর এই অবান্তর দিকে (দক্ষিণপশ্চিম দিকে) যে কোণ রহিয়াছে, তিনি তাহাতে যজমানের পিতামহকে (এই বলিয়া পিণ্ড) দান করেন—'হে অমুক, ইহা আপনার!' আর এই অবান্তর দিকে (দক্ষিণপূর্ব্ব দিকে) যে কোণ রহিয়াছে, তিনি তাহাতে যজমানের

১২। দ্রঃ—২.৩.৪.২৩।

১৩। বিশেষ বিধানের জন্য দ্রষ্টব্য—কা. শ্রৌ. ৫.৯.১৭। বেদির বিভিন্ন-বিভিন্ন কোণে পিণ্ডদান করিতে হইবে, ইহা অব্যবহিত পরেই উক্ত হইবে। কোণে পিণ্ড দিতে হইলে অ ব নে জ ন (অর্থাৎ মুখাদি শোধন করিবার) জলও ঐ সকল কোণে দেয়। মূলে তিনবার পরিষেচন বলিয়া তাহার পর অ ব নে জ নে র কথা উক্ত হইয়াছে। যাজ্ঞিকগণ উক্ত কাত্যায়নশ্রৌতসূত্র (৫.৯.১৭) অবলম্বনে এইরূপ ব্যবস্থা করিয়া থাকেন—তিনবার বেদি পরিষেচনের প্রত্যেক বারেই বেদির কোণসমূহে পিতা, পিতামহ ও প্রপিতামহের মূলোক্ত নিয়মে অবনেজন দিতে হইবে। অপরেরা বলেন—অপ্রদক্ষিণভাবে বেদিকে তিনবার পরিষেচন করিয়া পিতার অবনেজন, আবার তিনবার বেদিকে ঐরূপে পরিষেচন করিয়া পিতামহের অবনেজন, এবং পুনর্ব্বার তিনবার পরিষেচন করিয়া প্রপিতামহের অবনেজন দিতে হইবে। উত্তরপশ্চিম বা বায়ুকোণে পিতার, দক্ষিণপশ্চিম বা নৈর্ঋত কোণে পিতামহের, এবং পূর্ব্বদক্ষিণ বা অগ্নিকোণে প্রপিতামহের অবনেজন দিতে হয়। কা. শ্রৌ.৫.৯.১৮, পদ্ধতি।

১৪। অর্থাৎ ঐ সমস্তকে একত্র মিশ্রিত করেন। কা. শ্রৌ. ৫.৯.১৯।

১৫। ইহা অভিনয় করিয়া দেখান হইতেছে।

১৬ দ্রঃ—১১৩ পৃ, ৩৩ টীকা।

প্রপিতামহকে (এই বলিয়া পিণ্ড দান করেন—'হে অমুক, ইহা আপনার'!' আর এই অবান্তরদিকে (উত্তরপূর্ব্ব দিকে) যে কোণ রহিয়াছে, তাহাতে তিনি (এই মন্ত্রে হস্তলগ্ন হবির্লেপকে) মার্জ্জন করেন—"হে পিতৃগণ, আপনারা এখানে হৃষ্ট হউন। এবং নিজ নিজ ভাগ লক্ষ্য করিয়া বৃষের ন্যায় আচরণ করুন !"[৭৭] তিনি ইহাতে এই বলেন যে, 'আপনারা যথাভাগ ভোজন করুন!' তিনি যে এইরূপে পিতৃগণকে (পিণ্ড) দান করেন, (তাহার কারণ এই যে), তিনি তাহাতে এই যজ্ঞ হইতে স্বীয় পিতৃগণকে ব্যবহিত করেন না।

৩৭। (অনন্তর) তাঁহারা সকলেই যজ্ঞোপবীতী হইয়া (সেই পরিবেষ্টিত[৭৮] পিতৃযজ্ঞস্থান হইতে) উত্তরমুখে নির্গত হন ও আহবনীয় অগ্নির নিকটে উপস্থিত হন।[৭৯] যিনি আহিতাগ্নি হন, যিনি দর্শ ও পূর্ণমাসের দ্বারা যাগ করেন, তিনি দেবগণের নিকট উপস্থিত হইয়া থাকেন; কিন্তু তাঁহারা (এখনই) পিতৃযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন, সেই জন্য তাঁহারা ইহাতে দেবগণকে শান্ত করিয়া থাকেন।[৮০]

৩৮। তাঁহারা (এই) ঐন্দ্রী (অর্থাৎ ইন্দ্রের ঋগ্) দ্বয়ের দ্বারা আহবনীয়ের নিকট উপস্থিত হন; কেননা, ইন্দ্রই আহবনীয়;—(১) "তাঁহারা (আমাদের প্রদত্ত হবি) ভক্ষণ করিয়াছেন এবং তৃপ্ত হইয়াছেন; কেননা, তাঁহারা প্রীত হইয়া[৮১] (প্রীতিব্যঞ্জক নিজের মস্তককে) কম্পিত করিয়াছেন।[৮২] স্বয়ং দীপ্ত

৭৭। বা.স.২.৩১.১ ; কা.শ্রৌ.৫.৯.২০ ; দ্রঃ—২.৩.৪.২০, ও ৩৭শ টীকা।

৭৮। দ্রঃ—পূর্ব্ববর্ত্তী ১৭শ টীকা।

৭৯। অর্থাৎ আহবনীয়ের উপস্থান বা পূজা করেন। অন্যত্রও এইরূপ।

৮০। অগ্নির আধানাদির দ্বারা তাঁহাদের দেবগণের সহিত সম্বন্ধ হইয়াছিল; কিন্তু তাঁহারা তাহা উপেক্ষা করিয়া পিতৃযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন, ইহাতে দেবগণের মনে ক্রোধ হইয়াছিল; সেই জন্য তাঁহারা পুনর্ব্বার আহবনীয়ের উপস্থান করিয়া দেবগণের সেই ক্রোধকে শান্ত করেন।

৮১। অথবা 'সেই প্রিয়েরা।'

৮২। ইহা মহীধর-অনুসারে। সায়ণ অর্থ করিয়াছেন—'(হবির রসাতিশয় প্রকাশের জন্য) প্রিয় (শরীরকে) কম্পিত করিয়াছিলেন।' পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা অনেকে অনেকরূপ করিয়াছেন—'—the friends have shaken off (their intoxication),'—Ludwig ; '—they showered down upon us delightful gifts,'—Grassman ; '—have trambled through their precious (bodies)'—Wilson ; '—have shaken off (the enemies)'—Eggeling.

বিপ্রগণ (মেধাবিগণ নূতনতম স্তুতি দ্বারা তোমার স্তব করিয়াছেন, (অতএব) হে ইন্দ্র, (গমনের জন্য) তোমার অশ্বদ্বয়কে যোজিত কর !"— (২) "হে মঘবন্ (ধনশালিন্) চারুদর্শন তোমাকে আমরা বন্দনা করি ! তুমি স্তুত হইয়া (যজমানের) কামনা লক্ষ্য কর, এবং (ধন দ্বারা) রথের ক্রোড়দেশ পূর্ণ করিয়া নিশ্চয়ই গমন করিয়া থাক। (অতএব) হে ইন্দ্র, তোমার অশ্বদ্বয়কে যোজনা কর !"[৮৩]

৩৯। অনন্তর তাঁহারা (সেই স্থান হইতে) প্রতিনিবৃত্ত হইয়া (এই মন্ত্রত্রয়ে) গার্হপত্যের নিকট উপস্থিত হন—(১) "আমরা নরগণের প্রশংসনীয়[৮৪] স্তোত্রের দ্বারা, এবং পিতৃগণের (চিন্তাসাধন) স্তোত্রসমূহের দ্বারা সত্বরে মনকে আহ্বান করি !"—(২) "ক্রতুর[৮৫] জন্য, বলের[৮৬] জন্য, জীবনের জন্য, এবং দীর্ঘকাল যাবৎ সূর্য্যকে দেখিবার জন্য আমাদের মন পুনর্ব্বার আগমন করুক।"[৮৭]—(৩) "হে পিতৃগণ দৈব (দেবসম্বন্ধী) পুরুষ আমাদিগকে পুনর্ব্বার মন দান করুক ! (যাহাতে) আমরা জীবসমূহকে[৮৮] উপভোগ করিতে পারি !"[৮৯] তাঁহারা এখনই পিতৃযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন ও তাহার পর পুনর্ব্বার তাঁহারা জীবগণকে প্রাপ্ত হইতেছেন ; সেই জন্যই তিনি বলেন যে, "জীবসমূহকে উপভোগ করিতে পারি।"

৪০। অনন্তর (অধ্বর্য্যু ও যজমান) এই দুইএর মধ্যে যিনি (পিণ্ড)

৮৩। ঋ. স. ১.৮২.২—৩ ; বা. স. ৩. ৫১—৫২ ; কা. শ্রৌ. ৫. ৯. ২১।

৮৪। মূল "নারাশংসেন ;" সায়ণ অর্থ করিয়াছেন—"নরৈঃ শংসনীয়েন," মহীধর লিখিয়াছেন—"শংসঃ প্রশংসনং নরাণাং মনুষ্যাণাং যোগ্যঃ শংসঃ,"—অর্থাৎ যে স্তোত্রে মনুষ্যগণের যোগ্য প্রশংসা করা হয়।

৮৫। অথবা "কর্ম্ম" বা "সঙ্কল্পের জন্য।"

৮৬। অথবা "উৎসাহের জন্য।"

৮৭। সায়ণ ইহার তাৎপর্য্য লিখিয়াছেন—'পিতৃযজ্ঞ করায় আমাদের মন (পিতৃগণেরই) নিকট গিয়াছিল, সেখান হইতে ইহা পুনর্ব্বার (দেবগণের নিকট) আগমন করুক।' এই কাণ্ডের শেষ অংশ দ্রষ্টব্য।

৮৮। অর্থাৎ পুত্রপশুপ্রভৃতিকে।

৮৯। ঋ. স. ১০.৫৭. ৩—৫ ; বা. স. ৩. ৫৩—৫৫ ; কা. শ্রৌ. ৫. ৯. ২২।

দান করেন, তিনি পুনর্ব্বার প্রাচীনাবীতী হইয়া (পরিবৃত পিতৃযজ্ঞস্থানে) গমন করিয়া (এই মন্ত্র) জপ করেন—"পিতৃগণ এখানে হৃষ্ট হইয়াছেন, এবং নিজ-নিজ ভাগ লক্ষ্য করিয়া বৃষের ন্যায় আচরণ করিয়াছেন!"[২০] তিনি ইহাতে এই বলেন যে, তাঁহারা নিজ নিজ ভাগ লক্ষ্য করিয়া ভোজন করিয়াছেন।

৪১। অনন্তর তিনি উদকপাত্র লইয়া (এইরূপে পিতৃগণকে মুখাদি) শোধন (অর্থাৎ ধৌত) করান—'হে অমুক, শোধন করুন!' এই বলিয়া যজমানের পিতাকে; 'হে অমুক, শোধন করুন!' এই বলিয়া যজমানের পিতামহকে; এবং 'হে অমুক, শোধন করুন!' এই বলিয়া যজমানের প্রপিতামহকে। যেমন কৃতভোজন ব্যক্তির (হস্তে লোকে জল) সেচন করে, ইহাও সেইরূপ।[২১] তিনি যে পুনর্ব্বার তিনবার প্রদক্ষিণভাবে (বেদিকে) পরিষিক্ত করিয়া (তাহার) চারিদিকে ভ্রমণ করেন, (তাহাতে তিনি এই মনে করেন যে), 'প্রদক্ষিণভাবেই আমাদের এই কর্ম্ম সম্পন্ন হইবে;' এবং সেই জন্যই পুনর্ব্বার তিনবার পরিষিক্ত করিয়া তিনি চারিদিকে ভ্রমণ করেন।

৪২। অনন্তর তিনি নীবি খুলিয়া (অঞ্জলিবন্ধনপূর্ব্বক) নমস্কার করেন; নীবির দেবতা পিতৃগণ; সেই জন্য তিনি নীবি খুলিয়া নমস্কার করেন। নমস্কার-অর্থে যজ্ঞ (অর্থাৎ পূজা), অতএব তিনি ইহাতে ইঁহাদিগকে যজ্ঞার্হই (পূজার্হই) করেন। তিনি ছয়বার নমস্কার করেন; কেননা ঋতু ছয়, এবং পিতৃগণ ঋতু-সমূহস্বরূপ; অতএব তিনি ছয়বার নমস্কার করেন। তিনি বলেন—"হে পিতৃগণ, আমাদিগকে গৃহ দান করুন!" কেননা, পিতৃগণ গৃহের ঈশ্বর, এবং ইহাই এই কর্ম্মের আশীঃ (শুভপ্রার্থনা)।[২২]

৪৩। তাঁহারা সকলেই অনুযাজদ্বয় করিবার জন্য যজ্ঞোপবীতী হইয়া (থাকেন); এবং (তদনন্তর) যজমান ও ব্রহ্মা (পিতৃযজ্ঞবেদির) পশ্চাদ্দিকে ও আগ্নীধ্র পূর্ব্বদিকে ঘুরিয়া গমন করেন, এবং হোতা হোতৃষদনে উপবেশন করেন।

৪৪। অনন্তর (অধ্বর্য্যু) বলেন—'ব্রহ্মন্, সম্মুখে গমন করিব।' তিনি

২০। বা. স. ২. ৩১; কা. শ্রৌ. ৫. ৯. ২৩; দ্রঃ—২. ৩. ৪. ২২।

২১। ২. ৩. ৪. ২৩।

২২। ২. ৩. ৪. ২৪, এবং টীকাসমূহ।

(তাহার পর) অগ্নিতে সমিৎ প্রক্ষেপ করিয়া বলেন—'আগ্নীধ্র অগ্নিকে সম্মার্জ্জন করুন!' অনন্তর তিনি স্রুগ্‌দ্বয় (জুহূ ও উপভৃৎ) গ্রহণ করিয়া পশ্চিম দিকে গমন করেন, গমন করিয়া (হোতাকে) আহ্বান করিয়া বলেন—'দেবগণের যাজ্যা উচ্চারণ করুন!' তিনি বর্হি পরিত্যাগ করিয়া দুইটি অনুযাজ অনুষ্ঠান করেন;[৯৩] কেননা, প্রজাই বর্হি, এবং তিনি মনে করেন যে, 'পাছে আমি ইহাতে প্রজাসমূহকে পিতৃগণের মধ্যে স্থাপন করিয়া ফেলি;' সেই জন্য তিনি বর্হি পরিত্যাগ করিয়া দুইটি প্রযাজ অনুষ্ঠান করেন।

৪৫। অনন্তর তিনি ('যথাবিহিত স্থানে) স্রুগ্‌দ্বয়কে (জুহূ ও উপভৃৎকে) স্থাপন করিয়া (পরস্পরকে) বিপরীত দিকে রাখেন (অর্থাৎ পৃথক করেন)।[৯৪] স্রুগ্‌দ্বয়কে বিপরীত দিকে রাখিয়া তিনি পরিধিসমূহকে (জুহূস্থিত ঘৃত দ্বারা) লিপ্ত করেন, এবং একখানি পরিধি গ্রহণ করিয়া (হোতাকে) আহ্বানপূর্ব্বক বলেন—"দৈব হোতৃগণ ফলকথনের জন্য প্রেরিত হইয়াছেন, এবং মানবীয় হোতা সূক্তবাকের (সূক্তকথনের) জন্য প্রেরিত হইয়াছেন!" হোতা সূক্তবাক উচ্চারণ করেন। অধ্বর্য্যু (এখানে) প্রস্তর গ্রহণ করেন না, তিনি এইরূপেই হোতার সূক্তবাক-উচ্চারণকে প্রতীক্ষা করিতে থাকেন।[৯৫]

৪৬। অনন্তর আগ্নীধ্র বলেন—'নিক্ষেপ করুন!'[৯৬] তিনি কিছুই নিক্ষেপ করেন না, নীরবে নিজেকেই স্পর্শ করেন।[৯৭]

৪৭। অনন্তর (আগ্নীধ্র অধ্বর্য্যুকে) বলেন—'সম্ভাষণ করুন!' (অধ্বর্য্যু প্রশ্ন করেন)—'হে আগ্নীধ্র, তিনি কি গিয়াছেন?' (আগ্নীধ্র উত্তর প্রদান করেন)—'তিনি গিয়াছেন।' (অধ্বর্য্যু বলেন)—'শ্রবণ করান!' (আগ্নীধ্র উত্তর করেন)—'(তাঁহারা) শ্রবণ করিয়াছেন!' অধ্বর্য্যু বলেন—'দৈব-হোতৃগণের স্বস্থানে গমন! এবং মানবীয় (হোতৃ-) গণের স্বাস্তি!' (তিনি

৯৩। দ্রঃ—১.৬.৪.১ ইত্যাদি।

৯৪। ১.৭.১.১ ইত্যাদি।

৯৫। ১.৭.১.৭ ইত্যাদি ; কা. শ্রৌ. ৫. ৯. ২৭-২৮।

৯৬। ১.৭.১.১৯ ইত্যাদি।

৯৭। বাজিকসম্প্রদায় বলেন এস্থলে হৃদয় স্পর্শ করিতে হয় ; কা. শ্রৌ. ৫. ৯. ২৯—৩০।

হোতাকে বলেন)—আপনি সুখ ও নির্ভয়তা উচ্চারণ করুন ?'[৯৮] তিনি তখন পরিধিসমূহকে স্পর্শ করেন, (অগ্নিতে) নিক্ষেপ করেন না। অনন্তর তিনি এই (বেদিতে আস্তীর্ণ) বর্হি ও পরিধি-সমূহকে (একসঙ্গে) নীরবে নিক্ষেপ করেন।[৯৯]

৪৮। এখানে কেহ কেহ অবশিষ্ট হবি [১০০] এক সঙ্গে (অগ্নিতে) নিক্ষেপ করেন। কিন্তু তিনি তাহা করিবেন না ; কেননা, তাহা হুতাবশিষ্ট, এবং তিনি মনে করেন যে, 'পাছে আমি হুতাবশিষ্ট অগ্নিতে হোম করিয়া ফেলি!' অতএব তাঁহারা তাহা জলে লইয়া যাইবেন (অর্থাৎ 'ফেলিবেন'), অথবা ভক্ষণ করিবেন। [১০১]

৯৮। দ্রঃ—১.৭.১.২০-২১ ; ৭.২.২৪ ইত্যাদি, ১৭শ টীকা।

৯৯। ১. ৭. ১. ২২ ; কা. শ্রৌ. ৫. ৯. ৩৩।

১০০। অর্থাৎ পিণ্ডদানের পর পুরোডাশ, ধানা ও মন্থের যাহা শেষ থাকে, তাহা।

১০১। কা. শ্রৌ. ৫. ৯. ৩৪—৩৬।

তৃতীয় ব্রাহ্মণ

[১ ত্র্য ম্ব ক হ বি র প্রশংসা, এই ত্র্যম্বকহবির দ্বারা যাগ করিয়াই বৃত্রসংগ্রামে শরতাড়িত দেবগণকে তাঁহারা শল্যমুক্ত করিয়াছিলেন ;—২ ইহা দ্বারা যাগ করিলে যজমানেরও কেহ কখনো শরতাড়িত হয় না, এবং তাঁহার সন্ততিগণ নীরোগ নিষ্পাপ হইয়া জাত হয় ;—৩ ত্র্যম্বকহবির পুরোডাশরূপ হবিসমূহ রুদ্রকে প্রদত্ত হয়, তাহার যুক্তি, ঐ পুরোডাশগুলি এক কপালে সংস্কৃত হওয়া আবশ্যক, ইহার যুক্তি ;—৪ গৃহে যজমানের যতগুলি পরিবার থাকে একাধিক ততগুলি পুরোডাশ করিতে হয়, ইহার যুক্তি ;—৫ পুরোডাশনির্ম্মাণের বিধানপ্রণালী, বিহিত কর্ম্মসমূহ উত্তরদিকে করিতে হয়, তাহার যুক্তি ;—৬ মতান্তরে পুরোডাশের জন্য অবহন্ত ব্রীহিতে ঘৃতধারা নিক্ষেপ করিতে হয়, এই মতের খণ্ডন ও যুক্তি ;—৭ পুরোডাশগুলিকে একত্র পাত্রীতে ঢালিয়া ও দক্ষিণাগ্নি হইতে উল্মুক গ্রহণপূর্ব্বক উত্তরাভিমুখে আগমন, উত্তরাভিমুখে আসিবার হেতু, চতুষ্পথে (ঐ উল্মুকাগ্নি স্থাপন করিয়া) হোমের বিধি ও যুক্তি ;—৮ পলাশের মধ্যবর্ত্তী পত্রকে স্রুগ্‌রূপে গ্রহণ করিয়া তাহার দ্বারা হোম, তাহার প্রশংসা, অতিরিক্তটি ভিন্ন আর সমস্ত পুরোডাশ হইতেই অবদানগ্রহণ ,—৯ হোমের মন্ত্র ও তাহার ব্যাখ্যা ;—১০ ইন্দুর-উৎখাত ধূলিরাশির মধ্যে অতিরিক্ত পুরোডাশটিকে ঢাকিয়া ফেলা, তাহার মন্ত্র, তাৎপর্য্যব্যাখ্যা ও প্রশংসা ;—১১ (চতুষ্পথ হইতে অগ্নিসমীপে) আসিয়া মন্ত্রবিশেষের জপ ;—১২ অগ্নিসমীপে আগমন করিয়া যজমানপ্রভৃতির দুইটি মন্ত্রের জপ ;—১৩ দক্ষিণ উরু বাজাইতে বাজাইতে তাঁহাদিগের অগ্নির চতুর্দ্দিকে অপ্রদক্ষিণ-ভাবে তিনবার ভ্রমণ ;—১৪ (যজমানের) কুমারীগণও অগ্নির চারিদিকে ভ্রমণ করেন, তাহার যুক্তি ;—১৫ তাহার মন্ত্র ও তাৎপর্য্যব্যাখ্যা ;—১৬ দক্ষিণ উরু হস্তদ্বারা বাজাইতে বাজাইতে তাঁহার পুনর্ব্বার প্রদক্ষিণভাবে তিনবার অগ্নির চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ, তাহার তাৎপর্য্যব্যাখ্যা ;—১৭ হুতাবশিষ্ট পুরোডাশ-গুলি গ্রহণ করিয়া যজমান উপরে ছুঁড়িয়া ফেলেন, যজমানপ্রভৃতি উপরে-উপরেই আবার ধরিতে না পারিলে—মাটিতে পড়িয়া গেলে তাঁহারা তৎসমুদয়কে স্পর্শ করেন ;—১৮ তৎসমুদয়কে দুইভাগ করিয়া তৃণনির্ম্মিত দুইটি ঝুড়ির মধ্যে বন্ধনপূর্ব্বক কোন বংশদণ্ড বা বাঁকের দুই ধারে আবদ্ধ করিয়া উত্তর-মুখে গমন, এবং বৃক্ষপ্রভৃতি পাওয়া গেলে তাহাতে সেই ভার সংলগ্ন করা, তাহার মন্ত্র ও ব্যাখ্যা—১৯ তাঁহারা সাকমেধস্থানে বেদিসমীপে আগমন করিয়া জলস্পর্শ করেন, তাহার উদ্দেশ্যব্যাখ্যা ;—২০ যজমানের কেশশ্মশ্রুর ছেদন, উত্তরবেদি হইতে অগ্নিতপ্ত সমিদ্‌ গ্রহণপূর্ব্বক সাধারণ অগ্নিগৃহে গমন, অগ্নি মন্থনপূর্ব্বক পৌর্ণমাস অনুষ্ঠান ও তাহার প্রশংসা।]

১। দেবগণ ম হা হ বি র দ্বারাই বৃত্রকে বধ করিয়াছিলেন, এবং এই যে ইহাদের বিজয় রহিয়াছে, তাহা তাঁহারা তাহা দ্বারাই জয় করিয়াছিলেন। আর সেই সংগ্রামে তাঁহাদিগের মধ্যে যাঁহারা (বৃত্রমুক্ত) ইষু-(শর) সমূহে আহত

হইয়াছিলেন,[১] তাঁহাদিগকে তাঁহারা (সেই) শল্য হইতে ইহাদেরই (বক্ষ্যমাণ ত্র্য ম্ব ক হ বি স মু হে র ই) দ্বারা বিমুক্ত করিয়াছিলেন, উদ্ধার করিয়াছিলেন; কেননা, তাঁহারা (এই) ত্র্য ম্ব ক-(হবি-)[২] সমূহের দ্বারা যাগ করিয়াছিলেন।

২। আর ইনি (যজমান) যে ইহাদের দ্বারা যাগ করেন, ইহাতেই ইঁহার কাহাকেও সেইরূপে (কোন) ইষু আঘাত করে না। 'দেবগণ করিয়াছেন' ইহাই মনে করিয়া তিনি ইহা করেন; এবং ইঁহার যে সমস্ত প্রজা জাত হইয়াছে, ও যে সমস্ত (তখনো) জাত হয় নাই, এই উভয়বিধ প্রজাকে তিনি ইহা দ্বারা রুদ্রের (প্রভাব) হইতে প্রমুক্ত করেন, এবং ইঁহার প্রজাসমূহ নীরোগ ও নিষ্পাপ হইয়া জাত হইতে পারে। সেই জন্যই তিনি ইহাদের দ্বারা যাগ করেন।

৩। সেই সমস্ত (পুরোডাশ) রুদ্রের হইয়া থাকে; কেননা, ইষু রুদ্রেরই;[৩] অতএব তাহারা রুদ্রের হয়। তাহারা এক কপাল (অর্থাৎ একটিমাত্র কপালে সংস্কৃত) হয়; কেননা, (তিনি মনে করেন যে), তাহারা একটি দেবতার হইবে; অতএব তাহারা এককপাল হইয়া থাকে।

৪। তাহারা (ত্র্যম্বকপুরোডাশসমূহ) প্রতিপুরুষে (এক-একটি) হইবে; (যজমানের) গৃহে যতগুলি পরিবার থাকেন ততগুলি হইবে, এবং অতিরিক্ত আর একটি হইবে। প্রতিপুরুষে (এক-একটি) হইবার কারণ এই যে, ইঁহাদের (পরিবারের) মধ্যে এক-এক জনের যে সমস্ত প্রজা জাত হয়, তিনি ইহাতে তাহা-দিগকেই রুদ্রের (প্রভাব) হইতে প্রমুক্ত করেন। আর যে একটি অতিরিক্ত হয়, তাহার কারণ এই যে, ইঁহার যে সকল প্রজা জাত হয় নাই, তাহাদিগকেই তিনি ইহা দ্বারা রুদ্রের (প্রভাব) হইতে প্রমুক্ত করেন; সেই জন্য তিনি একটি অতিরিক্ত করিয়া থাকেন।

১। আক্ষরিক—'শরসমূহ যাহাদিগকে প্রাপ্ত হইয়াছিল।'

২। দ্রঃ—৯ম কণ্ডিকা।

৩। ত্রিপুরবিনাশের সময় রুদ্র ইষু ত্যাগ করিয়াছিলেন। তৈত্তিরীয়সংহিতায় (৬.২.৪) ত্রিপুরবিনাশ সবিস্তর বর্ণিত হইয়াছে। রুদ্র যে ইষু ত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহার অগ্র যে বিষ্ণু হইয়াছিলেন, ইহাও সেখানে পাওয়া যায়। পুরাণে ইহাই শাখাপল্লবে বিস্তারিত হইয়াছে।

৫। তিনি গার্হপত্যের পশ্চিমদিকে যজ্ঞোপবীতী হইয়া উত্তরমুখে উপবেশনপূর্ব্বক এই সমস্ত (পুরোডাশের জন্য ব্রীহি) গ্রহণ করেন। তিনি সেই স্থানেই সমীপে উত্থিত হইয়া ও উত্তরমুখে দণ্ডায়মান হইয়া (সেই ব্রীহি) অবঘাত করেন, (কৃষ্ণসার চর্ম্মের উপর) উত্তরাগ্র করিয়া দৃষদ্ ও উপলা উপস্থাপিত করেন, এবং গার্হপত্যের উত্তরভাগে কপালসমূহ উপস্থাপিত করেন। তাঁহারা যে উত্তরদিকে সমবেত হন, তাহার কারণ এই যে, ইহাই (উত্তর) এই দেবের (রুদ্রের) দিক্;[৪] সেইজন্য তাঁহারা উত্তরদিকে সমবেত হইয়া থাকেন।[৫]

৬। তৎসমুদয় (অর্থাৎ পুরোডাশগুলি, আজ্য-) লিপ্ত[৬] হইবে; কেননা, হবি (আজ্য-) লিপ্তই হইয়া থাকে।[৭] (কিন্তু) তাহা অলিপ্তই হইবে; কেননা, তিনি যদি লিপ্ত করেন, তাহা হইলে রুদ্র (যজমানের) পশুসমূহকে পীড়া প্রদান করিতে পারেন।

৭। তিনি তৎসমুদয়কে (পুরোডাশগুলিকে) এক সঙ্গে পাত্রীতে ঢালিয়া ও দক্ষিণাগ্নি হইতে একটি উল্মুক গ্রহণ করিয়া উত্তরমুখে আগমনপূর্ব্বক হোম করেন;[৮] কেননা, ইহাই (উত্তরই) এই দেবের (রুদ্রের) দিক্। তিনি পথে হোম করেন; কেননা, সেই দেব পথে বিচরণ করেন। তিনি চতুষ্পথে হোম করেন; কেননা, (এই) যে চতুষ্পথে, ইহা ইঁহার জনপরিকল্পিত[৯] প্রসিদ্ধ স্থান; সেই জন্য তিনি চতুষ্পথ হোম করিয়া থাকেন।[১০]

৪। দ্রঃ—১.৬.১.৩,৮ ও তাহার টীকা, এবং ২০।

৫। ইহাতে সমস্ত কার্য্যই উত্তরমুখে করিতে হয়, বিশেষ বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য—কা.শ্রৌ. ৫.১০.৪।

৬। মূল "অক্ত;" সায়ণ-মতে তাহার আসল অর্থ অভিঘারিত, অর্থাৎ যাহাতে ধারা প্রদত্ত হইয়াছে। অন্যত্রও রূপ বুঝিতে হইবে।

৭। ইহা তৈত্তিরীয়শাখার মত, তৈ.স.২.৬.৩.৯। ইহা দ্বারা তাহাতে প্রাণদান করা হয়, দ্রঃ—কা. শ্রৌ. ৫.১০.৮; ২.৮.৯।

৮। দক্ষিণাগ্নি হইতে গৃহীত এই উল্মুককে যথাবিধি স্থাপন করিয়া ইহাতেই হোম করিতে হয়।

৯। মূল "জাষ্কিতং;" অনুবাদ সায়ণানুসারে। সামশ্রমী মহাশয় ব্যুৎপত্তি দেখাইয়াছেন "জন+ধিত=হিত।" Eggelingএর অর্থ favourite.

১০। কা. শ্রৌ. ৫.১০.৯ ক।

৮। তিনি পলাশের[১১] মধ্যম পত্র দ্বারা হোম করেন। পলাশের পত্র ব্রহ্ম (ব্রাহ্মণজাতি);[১২] অতএব তিনি ইহাতে ব্রহ্মেরই দ্বারা হোম করিয়া থাকেন। তিনি সমস্ত (পুরোডাশেরই) অবদান করেন, কেবল এই যে একটি (পুরোডাশ) অতিরিক্ত থাকে,[১৩] তাহারই অবদান করেন না।

৯। তিনি তাহা (এই মন্ত্রে) হোম করেন—"হে রুদ্র, এই ভাগ তোমার, ভগিনী অ ম্বি কা র সহিত তাহা সেবন কর! স্বাহা!"[১৪] অ ম্বি কা নামে ইহার ভগিনী (আছেন), তাঁহারই সহিত ইহার (রুদ্রের) এই ভাগ।[১৫] অতএব যেহেতু স্ত্রীর সহিত ইহার ভাগ (কল্পিত হইয়াছে), সেই জন্য (এই পুরোডাশরূপ হবিসমূহ) ত্র্য ম্ব ক[১৬] নামে (প্রসিদ্ধ)। ইহার যে সমস্ত প্রজা জাত হইয়াছে, তাহাদিগকে তিনি ইহা দ্বারা রুদ্রের (শক্তি) হইতে প্রমুক্ত করেন।

১০। এই যে একটি অতিরিক্ত (পুরোডাশ) থাকে, তিনি তাহা (এই মন্ত্রে) মূষিকোৎক্ষিপ্ত ধূলিরাশিতে অন্তর্হিত করেন—[১৭] "হে রুদ্র, এই (পুরোডাশ)

১১। অর্থাৎ পলাশবৃক্ষের (সায়ণ), অথবা পলাশপত্রের। পলাশের এক-একটি বৃন্তে তিনটি করিয়া পাতা থাকে, এই তিন পাতার মধ্যে মধ্যমটি দ্বারা হোম করিতে হইবে; ইহা ক্রুক্স্থানীয়। তৈ. ব্রা. ১. ৬. ১০. ৩; তৈ. স. ১. ৮. ৬, সায়ণভাষ্য।

১২। দ্রঃ—তৈ. স. ৩. ৫. ৭. ২-৪।

১৩। ৪র্থ কণ্ডিকা দ্রষ্টব্য।

১৪। অথবা 'হে রুদ্র, ভগিনী অম্বিকার সহিত তোমার এই ভাগ।' মন্ত্র—বা. স. ৩. ৫৭. ১।

১৫। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে (১. ৬. ১০. ৪) এই অম্বিকাকে শরদ্-ঋতুরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে—"শরৎই ইঁহার অম্বিকা ভগিনী; তাঁহারই দ্বারা ইনি হিংসা করেন।" তৈত্তিরীয় সংহিতায় (১.৮.৬) সায়ণ ইহার ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন—"শরৎকালো হি পীনসজ্বরাদ্যুৎপাদনেন হিংসকঃ, তদ্বদিয়মম্বিকা হিংসিকা, ততঃ শরদিত্যুচ্যতে।"

১৬। অর্থাৎ স্ত্রা ম্বি ক শব্দ হইতে বর্ণলোপে ত্র্য ম্ব ক হইয়াছে।

১৭। "মূষিকোৎকীর্ণে পাংশুরাশৌ উপগূহতি পাংশুভিরন্তর্হিতং করোতি"—কা. শ্রৌ. ৫. ১০. ১৩ বৃত্তি; ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যায় ঐ পুরোডাশখানি ইন্দুরের মাটির মধ্যে ঢুকাইয়া দিতে হইবে। মূল "উপকিরতি" সায়ণ প্রতিশব্দ দিয়াছেন "উপক্ষিপতি"।

তোমার ভাগ, এবং (এই স্থানে স্থিত) ইন্দুর ('আখু') তোমার পশু!"[১৮] তিনি ইহাতে ইঁহাকে পশুগণের মধ্যে ইন্দুরকেই নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন, এবং তাহাতেই তিনি (রুদ্র) অন্য পশুসমূহকে হিংসা করেন না। তিনি যে (তাহা) অন্তর্হিত করেন, (তাহার কারণ এই যে), গর্ভসমূহ তিরোহিত হইয়া থাকে, এবং যাহা অন্তর্হিত হয় তাহাও তিরোহিত হইয়া যায়;[১৯] সেই জন্য তিনি অন্তর্হিত করেন। ইঁহার যে সমস্ত প্রজা, অজাত রহিয়াছে, তাহাদিগকেই ইনি ইহাতে রুদ্রের (শক্তি) হইতে প্রমুক্ত করিয়া থাকেন।

১১। অনন্তর তাঁহারা[২০] পুনর্ব্বার (অগ্নিসমীপে) আগমন করিয়া[২১] (এই মন্ত্র দুইটি)[২২] জপ করেন—(১) "রুদ্রের উদ্দেশে আমরা (পুরোডাশ) অবদান করিয়াছি, দেব ত্র্যম্বকের উদ্দেশে আমরা অবদান করিয়াছি,—যাহাতে তিনি আমাদিগকে অধিকতর ধনশালী করেন, যাহাতে তিনি আমাদিগকে অধিকতর প্রশংসনীয় করেন, এবং যাহাতে তিনি আমাদিগকে নিশ্চয়যুক্ত করেন!"[২৩] (২) "তুমি ভেষজ (ঔষধ), গো ও অশ্বের ভেষজ, মনুষ্যের ভেষজ; (তুমি) মেষ ও মেষীর সুখ (-প্রদ)!" ইহা এই কর্ম্মের আশীর্ব্বাদই।

১৮। বা. স. ৩. ৫৭. ২।

১৯। 'উপকীর্ণ (=অন্তর্হিত) দ্রব্য বিগলিত হইয়া তিরোহিতই হইয়া যায়'—সায়ণ।

২০। অর্থাৎ অধিকৃতগণ, যথা, যজমান, ব্রহ্মা, অধ্বর্য্যু ও আগ্নীধ্র।

২১। সায়ণ বলেন—চতুষ্পথ হইতে; কিন্তু কাত্যায়নশ্রৌতসূত্রের (৫.১০.১৪) বৃত্তিকার বলেন—আখূৎকর অর্থাৎ ইন্দুরের দ্বারা উৎখাত ধূলিরাশি হইতে—যাহার মধ্যে অতিরিক্ত পুরোডাশকে ঢুকাইয়া দেওয়া হইয়াছে (১০ম কণ্ডিকা)।

২২। বা. স. ৩.৫৮, ৫৯।

২৩। অনুবাদ তৈত্তিরীয়সংহিতার (১.৮.৬) সায়ণভাষ্য-অনুসারে। মূল ব্রাহ্মণে সায়ণ এই মন্ত্র অন্যরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। মূলের "অব রুদ্রমদীমহি" এই অংশের ব্যাখ্যায় সায়ণ তৈ. সংহিতায় লিখিয়াছেন—"রুদ্রমুদ্দিশ্য অবাদিমহি পুরোডাশাবদানমকার্ষ্ম।" শতপথে লিখিয়াছেন—"রুদ্রমবাদীমহি অবদীয়ামহে হবির্ভাগেন রুদ্রমবযুজ্য পৃথক্‌কৃত্য প্রজা রক্ষামহে।" লক্ষণীয় তৈ. সংহিতার পাঠ "অদিমহি", শতপথব্রাহ্মণের পাঠ "অদীমহি"। বা. সংহিতায় (৩.৫৮) মহীধর আবার ভিন্ন প্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

১২। অনন্তর তাঁহারা (হস্তদ্বারা) বাম উরু আহত করিতে করিতে (বাজাইতে বাজাইতে, এই মন্ত্রে) তিনবার অপ্রদক্ষিণভাবে (অগ্নির) চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করেন[২৪]—"আমরা সুগন্ধযুক্ত ও পুষ্টির (ধনধান্যাদির সমৃদ্ধির) বর্দ্ধনকারী ত্র্যম্বককে পূজা করি। বৃন্ত হইতে কর্কটীফলের ন্যায় মৃত্যু হইতে আমি মুক্ত হইব, অমৃত হইতে নহে!"[২৫] ইহা ঐ কর্ম্মের আশীর্ব্বাদই; তাঁহারা ইহাতে আশীর্ব্বাদই প্রার্থনা করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি মৃত্যু হইতে মুক্ত হইতে পারে, অমৃত হইতে নহে, (তাহার) তাহাই শুভ; সেই জন্যই তিনি বলিয়া থাকেন—"মৃত্যু হইতে আমি মুক্ত হইব, অমৃত হইতে নহে।"

১৩। 'আমরা সৌভাগ্যভাগী হইব' এই (মনে করিয়া যজমানের) কুমারীগণও সেই সময় (অগ্নির) চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিবেন। সেই যে অম্বিকা নামে রুদ্রের ভগিনী, ইনিই সৌভাগ্যের প্রভু (স্বামিনী); সেই জন্য 'আমরা সৌভাগ্যভাগী হইব' এই (মনে করিয়া যজমানের) কুমারীগণও চারিদিকে ভ্রমণ করিবেন।

১৪। ইঁহাদের (পরিভ্রমণের) মন্ত্র আছে—"সুগন্ধযুক্ত ও পতিপ্রদানকারী ত্র্যম্বককে আমরা পূজা করি। বৃন্ত হইতে কর্কটীফলের ন্যায় ইহা হইতে আমি মুক্ত হইব, উহা হইতে নহে।"[২৬] তিনি (কুমারী) যে বলেন "ইহা হইতে" তাহাতে তিনি 'জ্ঞাতিগণ হইতে' বলিয়া থাকেন; আর যে বলেন "উহা হইতে নহে," তাহাতে তিনি 'পতিসমূহ' হইতে বলিয়া থাকেন; পতিসমূহই স্ত্রীর প্রতিষ্ঠা, এবং সেই জন্যই তিনি বলিয়া থাকেন "উহা হইতে নহে।"

১৫। অনন্তর তাঁহারা (যজমানপ্রভৃতি) পুনর্ব্বার দক্ষিণ উরু আহত করিতে করিতে এই মন্ত্রেই[২৭] তিনবার প্রদক্ষিণভাবে (অগ্নির) চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করেন। তাঁহারা যে পুনর্ব্বার প্রদক্ষিণভাবে তিনবার পরিভ্রমণ করেন,

২৪। "চতুষ্পথে অগ্নিমপসলবি...... পরিয়ন্তি"—সায়ণ।

২৫। বা. স. ৩.৬০.১; কা. শ্রৌ. ৫.১০.১৫।

২৬। বা. সং. ৩.৬০.২; কা. শ্রৌ. ৫.১০.১৭।

২৭। ১২শ কণ্ডিকা দ্রষ্টব্য; কা. শ্রৌ. ৫.১০.১৬।

(তাহার কারণ এই যে, তাঁহারা মনে করিয়া থাকেন)—'আমাদের এই কর্ম্ম প্রদক্ষিণভাবে অনুকূলরূপে সম্পন্ন হইবে ;' সেই জন্য তাঁহারা পুনর্ব্বার প্রদক্ষিণভাবে তিনবার পরিভ্রমণ করিয়া থাকেন।'

১৬। অনন্তর যজমান (হুতাবশিষ্ট) এই সকল (পুরোডাশ) অঞ্জলিতে গ্রহণ করিয়া (এতদূর) ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত করেন, যাহাতে (কোন) গো[২৮] (তৎসমুদয়কে) উপরে প্রাপ্ত হইতে (অর্থাৎ গ্রহণ করিতে) না পারে। তাঁহারা (যজমানপ্রভৃতি) ইহাতে (স্ব-স্ব) শরীর হইতে (রুদ্রের) শল্যকেই নির্গত করিয়া থাকেন। তাঁহারা (তৎসমুদয়কে উপরে) ধরিতে না পারিলে, (ভূমিতে পড়িয়া গেলে), স্পর্শ করিবেন।[২৯] তাঁহারা ইহাতে (স্বশরীরের) ভেষজই করিয়া থাকেন, এবং সেই জন্যই, তাঁহারা ধরিতে না পারিলে স্পর্শ করেন।

১৭। অনন্তর তিনি সেই (পুরোডাশ-) গুলিকে (অর্দ্ধার্দ্ধ ভাগ করিয়া) দুইটি তৃণনির্ম্মিত ঝুড়িতে ('মূত')[৩০] বন্ধনপূর্ব্বক বংশদণ্ডে অথবা বাঁকে ('কুপ')[৩১] উভয় পার্শ্বে আবদ্ধ করিয়া উত্তরমুখে (কিছুদূর) গমনপূর্ব্বক

২৮। পুরোডাশগুলিকে তিনি এতদূর উপরে ছুঁড়িয়া ফেলেন, যাহাতে কোন গো মুখ বাড়াইয়াও উপরে ধরিতে না পারে। এ সম্বন্ধে কাত্যায়ন লিখিয়াছেন (কা. শ্রৌ. ৫.১০.১৮)—"রৌদ্রান্ যজমানোঽঞ্জলিনোদস্যতি অগোঃ প্রাপণং ;" যাজ্ঞিকদেব ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"অগোঃ প্রাপণং দেশং যথা ক্ষিপ্তান্ ঊর্দ্ধমুখোঽপি গৌর্ন প্রাপ্নুয়াৎ।" সায়ণ এখানে মূলের গো-শব্দের অর্থ পৃথিবী ধরিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, 'যাহাতে উৎক্ষিপ্ত পুরোডাশ ভূমিতে পতিত হইয়া না যায়।' এই পুরোডাশ মাটীতে পড়িবার পূর্ব্বেই আবার ধরিয়া ফেলিতে হয়। এই কণ্ডিকারই পরবর্ত্তী অংশ দ্রষ্টব্য, শ্রৌতসূত্রেও ইহা বিহিত হইয়াছে (কা. শ্রৌ. ৫.১০.১৯–২০)।

২৯। কা. শ্রৌ. ৫.১০.২০ ; কাত্যায়ন ও তদনুযায়ী যাজ্ঞিকদেবের মতে যজমানই গ্রহণ করিবেন, অন্যেরা নহেন। হরিস্বামী লিখিয়াছেন—কেবল যজমানই নহেন, অপরেরাও ধরিতে ইচ্ছা করেন, সেই জন্যই মূলে বহুবচন। তৈ. ব্রা. ১.৬.১০.৫ ; তৈ. স. ১.৮.৬, সায়ণভাষ্য।

৩০। "যত্র তৃণময়ে আবপনে ধান্যং বধ্যতে তন্মূতং"—সায়ণ। যাজ্ঞিকদেব লিখিয়াছেন (কা. শ্রৌ. ৫.১০.২১)—ইহা রজ্জুনির্ম্মিত, এবং দেখিতে শিক্যার (বা প্রচলিত শিকার) মত,—"শিক্যাকারয়োঃ রজ্জুনির্ম্মিতয়োঃ।"

৩১। 'কুপ :' আমাদের দেশে প্রচলিত ভারবহনের বংশদণ্ড, ইহার সংস্কৃত নাম বীবধ। সায়ণ লিখিয়াছেন—"বেণুনির্ম্মিত ভাজনদ্বয়যুক্তো দারুবিশেষঃ, বীবধাপরপর্য্যায়ঃ কুপঃ।" যাজ্ঞিক-

যদি বৃক্ষ, বা স্থাণু, বা বেণু, বা বল্মীক প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে তাহাতে (ঐ বংশদণ্ড বা বাঁক এই মন্ত্রে) সংলগ্ন করেন—"হে রুদ্র, এই তোমার পাথেয়,[৩২] তুমি তাহা দ্বারা মূ জ বা ন্ (নামে প্রসিদ্ধ পর্ব্বত-) সমূহকে অতিক্রম করিয়া পরভাগে গমন কর!"[৩৩] পাথেয়েরই সহিত (লোকেরা) গমন করিয়া থাকে; তিনি ইহাতে ইঁহাকে সপাথেয় করিয়াই যেখানে-যেখানে তাঁহার (রুদ্রের) গমন হয়, তাহা লক্ষ্য করিয়াই গমন করাইয়া থাকেন। এখানে ইঁহার মূ জ বা ন্ (পর্ব্বত-) সমূহের পরভাগে গমন হইয়া থাকে, এবং সেই জন্যই তিনি বলেন—"মূ জ বা ন্ (নামে প্রসিদ্ধ পর্ব্বত-) সমূহকে অতিক্রম করিয়া পরভাগে গমন কর!"—"(তোমার) ধনু অবরোপিত ও পিনাক আচ্ছাদিত (করিয়া)—,"[৩৪] তিনি ইহাতে এই বলেন যে, 'আমাদের অহিংসক হইয়া শিব হইয়া অতিক্রম-পূর্ব্বক গমন কর।'[৩৫] "কৃত্তিবাসাঃ;"[৩৬] তিনি ইহাতে ইঁহাকে (রুদ্রকে) অত্যন্ত সুপ্ত করান;[৩৭] (তিনি) সুপ্ত হইয়া কাহাকেও হিংসা করেন না; সেই জন্যই তিনি বলেন "কৃত্তিবাসাঃ।"[৩৮]

দেবের পদ্ধতিতে জানা যায় পাত্র দুইটি বংশপত্রনির্ম্মিতও হইয়া থাকে। "ব্রীহিযবাদীন্ বদ্ধা বহনার্থং তৃণবংশাদিনির্ম্মিতঃ পাত্রবিশেষো মূতমূচ্যতে"—মহীধর, বা. স. ৩.৬১।

৩২। "অবসং"; যাহাদ্বারা বাস্ করা যায়। দ্রষ্টব্য মহীধরভাষ্য।

৩৩। বা. স. ৩.৬১.১।

৩৪। "অবততধন্বা পিনাকাবসঃ।" তৈত্তিরীয় সংহিতার (১.৮.৬) পাঠ—"অবততধন্বা পিনাকহস্তঃ।" সায়ণ এইস্থলে ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"অস্মদ্বিরোধিনং পাপ্মানং হন্তুময়ং রুদ্রঃ পিনাকনামকং ধনুর্হস্তে গৃহীত্বা অবততধন্বা জ্যাকর্ষণেন বিস্তারিতধনুষ্কঃ কৃত্তিবাসাশ্চর্ম্মবসনঃ।"

৩৫। ব্রাহ্মণে এই অংশ পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রের ব্যাখ্যারূপে দেখা যায়, কিন্তু মূল সংহিতায় (বা. স. ৩.৬১) ইহা মূল মন্ত্রেরই মধ্যে নিবিষ্ট হইয়াছে।

৩৬। কৃত্তি=চর্ম্ম, বাসঃ=আচ্ছাদন, যাহার।

৩৭। চর্ম্ম মৃদুতর বলিয়া সুখকর হওয়ায় রুদ্রের নিদ্রা হয়—সায়ণ।

৩৮। কেহ কেহ বলেন—এই শেষ মন্ত্রাংশ দ্বারা বৃক্ষাদিতে আসক্ত সেই পুরোডাশভারকে নিশ্চল করিতে হয়। অন্যেরা বলেন—ইহা কেবল জপ করিতে হইবে।

১৮। অনন্তর[৩৯], তাঁহারা (যজমানপ্রভৃতি) দক্ষিণ বাহু লক্ষ্য করিয়া (প্রদক্ষিণভাবে) আবর্ত্তন করেন, এবং (পশ্চাৎ)[৪০] অবলোকন না করিয়া পুনর্ব্বার (বেদিসমীপে) আগমন করেন। পুনর্ব্বার আগমন করিয়া তাঁহারা জলস্পর্শ করেন; কেননা, তাঁহারা রুদ্রের (কর্ম্ম) করিয়াছেন, এবং জল শান্তি; অতএব তাঁহারা শান্তি (-স্বরূপ) জলের দ্বারা শান্ত করেন।[৪১]

১৯। অনন্তর তিনি কেশ ও শ্মশ্রু ছেদনপূর্ব্বক অগ্নিদ্বয়কে (গার্হপত্য ও আহবনীয়কে, সমিধে) আরোপিত করিয়া ও (উত্তরবেদি হইতে) নিষ্ক্রমণ করিয়া ইহার (অর্থাৎ পৌর্ণমাসযাগ) দ্বারা যাগ করেন। তিনি যদি উত্তর-বেদিতে অগ্নিহোত্র হোম করেন, তবে তাহা ঠিক হয় না; এই জন্য তিনি নিষ্ক্রমণ করেন। তিনি গৃহপ্রাপ্ত হইয়া ও অগ্নিদ্বয়কে মন্থন করিয়া পৌর্ণমাস দ্বারা যাগ করেন। এই যে চাতুর্মাস্যসমূহ, ইহারা বিচ্ছিন্ন যজ্ঞ; আর এই যে পৌর্ণমাস, ইহা সম্পন্ন ও প্রতিষ্ঠিত। তিনি ইহাতে শেষে সম্পন্ন যজ্ঞের দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকেন; এবং সেই জন্যই (সেই স্থান হইতে) নিষ্ক্রমণ করেন।[৪২]

৩৯। বৃক্ষপ্রভৃতিতে সেই রৌদ্রপুরোডাশ পূর্ব্বোক্তরূপে লাগাইবার পর।

৪০। "অপ্রতীক্ষং রৌদ্রহবিঃপ্রচরণস্থানমনবলোকয়ন্তঃ"—সায়ণ; "পশ্চাদবলোকনম-কুর্ব্বন্তঃ"—পদ্ধতি (কা. শ্রৌ. ৫. ১০)। তুলঃ—"রৌদ্রপুরোডাশহোমস্থানং চতুষ্পথপশ্চাদ্ অ ব লো ক য় ন্তঃ......"—কা. শ্রৌ. ৫. ১০. ২৩ বৃত্তি; এখানে অ ন ব লো ক য় ন্তঃ পাঠই উচিত বোধ হয়।

৪১। সায়ণ বলেন—রৌদ্রহবিঃ প্রদানে তাঁহাদের যে উষ্ণতা হইয়াছিল তাহাই তাঁহারা শান্ত করেন। কিন্তু স্পষ্টই বোধ হয় যে, নিজেদের প্রতি রুদ্রের শক্তিকেই তাঁহারা তাহা দ্বারা শান্ত করেন।

৪২। এই কণ্ডিকাটি সম্পূর্ণই পূর্ব্বে (২. ৪. ৩. ১৮) উক্ত হইয়াছে। এস্থানের অন্যান্য বিবরণের জন্য ঐ কণ্ডিকাটি দ্রষ্টব্য।

চতুর্থ ব্রাহ্মণ

[১ চাতুর্মাস্যযাজীর সুকৃতকে ক্ষয় করিতে পারা যায় না, যুক্তিদ্বারা ইহার সমর্থন ;—২ শু না সী র্য্য যাগের ফলকীর্ত্তন ;—৩ তাহার ক্রিয়াপদ্ধতি ;—৪ বৈশ্বদেবপর্ব্বে আগ্নেয়াদি যে পাঁচটি হবি হয়, ইহাতেও সেই পাঁচটি হইয়া থাকে, সেই হবিসমূহের প্রশংসা ;—৫ অনন্তর শু ন (বায়ু) ও সী রে র (সূর্য্যের) দ্বাদশকপালসংস্কৃত পুরোডাশ, তাহার ফলোল্লেখ ;—৬-৭ বায়ুর পয়োরূপ হবির বিধান, তাহার প্রশংসা ;—৮ সূর্য্যের এককপালসংস্কৃত পুরোডাশের বিধান, তাহার যুক্তি ও প্রশংসা ;—৯ তাহার দক্ষিণারূপে শ্বেত অশ্ব অথবা তদভাবে শ্বেত গো প্রদান করিতে হয় ;—১০ সাকমেধের অব্যবহিত পরেই শুনাসীর্য্যের ব্যবস্থা, অথবা যজমান যখন ইচ্ছা করেন তখন তাহা করিতে পারা যায় ;—১১ কয়েক রাত্রি অতীত করিবার ইচ্ছা করিলে ফাল্গুনের শুক্ল প্রতিপদের দিন তাহার অনুষ্ঠান হইবে ;—১২ অনন্তর (সোমযাগের জন্য) দীক্ষা গ্রহণ, তাহার যুক্তি, যিনি পরে আর চাতুর্মাস্য অনুষ্ঠান করেন না, তাঁহার পক্ষে এই বিধি ;—১৩ কিন্তু যিনি করেন, তিনি ফাল্গুনী পূর্ণিমার পূর্ব্বদিন শুনাসীর্য্য, পরদিন প্রাতে বৈশ্বদেব, এবং তদনন্তর পৌর্ণমাস করেন ;—১৪—১৬ যজমানের কেশশ্মশ্রুপ্রভৃতি কামাইবার বিধি, ঐ বিধির সূর্য্য ও অগ্নির দৃষ্টান্তে প্রশংসা, তাহার ফলকীর্ত্তন ;—১৭ আ সু রি র মতে তাহা করিবার প্রয়োজন নাই, এবং সংবৎসরে যে তিনবার যাগ করা হয় তাহাতেই পূর্ব্বোক্ত ফল পাওয়া যায়।]

১। চাতুর্মাস্যযাজীর সুকৃত অক্ষয্য (ক্ষয় করিতে পারা যায় না) ; কেননা, তিনি সংবৎসরকে জয় করেন ; সেই জন্য তাঁহার (তাহা) অক্ষয্য হইয়া থাকে। তিনি তাহাকে (সংবৎসরকে) ত্রিধা বিভক্ত করিয়া যাগ করেন, (অতএব) ত্রিধা বিভক্ত করিয়া তিনি (তাহাকে) প্রকৃষ্টরূপে জয় করিয়া থাকেন।[১] সংবৎসর (-অর্থে) সমগ্রই, এবং সমগ্র অক্ষয্য ; (অতএব) ইহাতেই ইহার সুকৃত অক্ষয্য হইয়া থাকে।[২] তিনি ইহাতে ঋতু (-স্বরূপ) হইয়া দেবগণের

১। ১৫৫ পৃষ্ঠার ১ম টীকা দ্রষ্টব্য। চাতুর্মাস্যের বৈশ্বদেব, বরুণপ্রঘাস ও সাকমেধ এই তিনটি পর্ব্ব বৎসরের মধ্যে চারি-চারি মাস অন্তর অনুষ্ঠিত হয়। অতএব তাহাদের অনুষ্ঠানে সম্পূর্ণ বৎসরটি লাগিয়া যায়। ইহাই লক্ষ্য করিয়া বলা হইতেছে যে, তিনি তিনভাগ করিয়া সংবৎসরকে জয় করেন।

২। সায়ণ এখানে তাৎপর্য্য লিখিয়াছেন—ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এই তিন কালের মধ্যে যাহা কিছু হয় তাহা সংবৎসরেরই অন্তর্ভুক্ত। আবার সংবৎসর সমস্তকে ব্যাপ্ত করিয়া থাকে বলিয়া তাহার আদি ও অন্ত নাই। এইহেতু সংবৎসরজন্য ফলও অক্ষয্য হইয়া থাকে।

নিকটে গমন করেন; দেবগণের (সমস্তই) অক্ষয্য, (অতএব) ইহাতে তাঁহার সুকৃত অক্ষয্য হয়। তিনি যে জন্য চাতুর্মাস্যসমূহের দ্বারা যাগ করেন, তাহা ইহাই।

২। অনন্তর যে জন্য তিনি শু না সী র্য্য দ্বারা যাগ করেন, (তাহা উক্ত হইতেছে)। সাকমেধসমূহের দ্বারা যাগ করিয়া ও (বৃত্রকে) বিজয় করিয়া দেবগণের যে শ্রী হইয়াছিল, তাহা শু ন;[৩] আর প্রকৃষ্টরূপে জিত সংবৎসরের যে রস হইয়াছিল, তাহা সী র। সাকমেধসমূহের দ্বারা যাগ করিয়া ও বিজয় করিয়া দেবগণের যে শ্রী হইয়াছিল, এবং প্রকৃষ্টরূপে জিত সংবৎসরের যে রস হইয়াছিল, এই উভয়কে পরিগ্রহ করিয়া তিনি ইহাতে নিজেতেই (স্থাপন) করিয়া থাকেন; এবং সেই জন্যই তিনি শু না সী র্য্য দ্বারা যাগ করেন।

৩ তাহার ক্রিয়াপদ্ধতি (এইরূপ):—তাঁহারা (ইহাতে) উত্তরবেদি উত্থাপন (অর্থাৎ নির্ম্মাণ) করেন না, পৃষদাজ্য গ্রহণ করেন না, ও অগ্নিমন্থন করেন না।[৪] (ইহাতে) পাঁচটি প্রযাজ, তিনটি অনুযাজ, ও একটি সমিষ্টযজুঃ হইয়া থাকে।

৪। (ইহাতে) এই (পূর্ব্বোক্ত) পাঁচটি হবিই হইয়া থাকে।[৫] এই সমস্ত হবিরই দ্বারা প্রজাপতি প্রজাসমূহ সৃষ্টি করিয়াছিলেন, ইহাদের দ্বারা তিনি প্রজাগণকে উভয়দিকে বরুণপাশ হইতে প্রমুক্ত করিয়াছিলেন, ইহাদেরই দ্বারা দেবগণ বৃত্রকে বধ করিয়াছিলেন, এবং এই যে ইহাদের (দেবগণের) বিজয়,

৩। ইহার অর্থ সুখ (নিঘণ্টু ৩.৬.১১)। সুখহেতু বলিয়া শ্রীকে শু ন অর্থাৎ সুখ বলা হইতেছে।—সায়ণ।

৪। উক্ত হইয়াছে (১১.৩.৪.৮) যে, চাতুর্মাস্যের সমস্ত অর্থাৎ চারিটি পর্ব্বেই অগ্নিমন্থন করিতে হয়—"চতুর্ষগ্নিং মথ্নন্তি।" অথচ এখানে শুনাসীর্য্যে স্পষ্টই তাহার নিষেধ দেখা যাইতেছে। এই জন্য যাজ্ঞিকগণ বলেন যে, শুনাসীর্য্যে অগ্নিমন্থন বৈকল্পিক। যদি অগ্নিমন্থন হয়, তাহা হইলে বৈশ্বদেবের ন্যায় নয়টি প্রযাজ, নয়টি অনুযাজ ও তিনটি সমিষ্টযজুঃ হইবে; আর যদি না হয়, তাহা হইলে পৌর্ণমাসের ন্যায় পাঁচটি প্রযাজ, তিনটি অনুযাজ, ও একটি সমিষ্টযজুঃ হইবে। দ্রষ্টব্য—২.৪.২.২১; ১৪৩ পৃ. ৩৫শ ও ৩৬শ টীকা; শাঙ্খা. শ্রৌ. ৩. ১৭. ১২—১৩, "স্বশ্রুতিস্তু 'যদ্যা ন মথ্যেতে পৌর্ণমাসমেব তন্ত্রম্' "—ঐ ভাষ্য; কা. শ্রৌ. ৫.১১.৩, বৃত্তি।

৫। আগ্নেয়, সৌম্য প্রভৃতি পাঁচটি, দ্রষ্টব্য—২.৪.২.৮—১১। কা. শ্রৌ. ৫.১১.৫।

তাহা তাঁহারা ইহাদেরই দ্বারা জয় করিয়াছিলেন ; ইনিও সেইরূপ ইহাদের দ্বারা—সাকমেধসমূহে যাগ করিয়া ও বিজয় করিয়া দেবগণের যে শ্রী হইয়াছিল, এবং প্রকৃষ্টরূপে বিজিত সংবৎসরে যে রস হইয়াছিল—এই উভয়কে পরিগ্রহ করিয়া নিজেতেই (স্থাপন) করেন। সেই জন্যই এই পাঁচটি হবি হইয়া থাকে।

৫। অনন্তর শু না সী র্য্য (অর্থাৎ শু ন ও সী রে র)[৬] দ্বাদশকপালে সংস্কৃত পুরোডাশ হইয়া থাকে। আমরা পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছি, শুনাসীর্য্য (হবির) তাহাই অনুকূল (স্তুতি।)[৭]

৬। অনন্তর বায়ুর দুগ্ধ হইয়া থাকে।[৮] জাত প্রজাসমূহ দুগ্ধকেই অনুমোদন করিয়া থাকে ; (এবং তিনি মনে করেন যে), 'আমি জয়লাভ করিয়াছি; প্রজাসমূহ আমাকে শ্রীর নিমিত্ত, যশের নিমিত্ত ও অন্নভোজনসামর্থ্যের জন্য অনুমোদন করুক !' সেই জন্য দুগ্ধ হইয়া থাকে।

৬। শু ন শব্দের অর্থ বায়ু, এবং সী র শব্দের অর্থ সূর্য্য। দেবতাদ্বন্দসমাস বলিয়া শুন-স্থানে শুনা হইয়াছে। যাস্ক এই শব্দের এইরূপই ব্যাখ্যা করিয়াছেন (নি. ৯.৪.৬)। শুনাসীর্য্য-পর্ব্বের এই হবি ষষ্ঠ, ইহা শুন ও সীরকে একত্র প্রদত্ত হয়, কা. শ্রৌ. ৫.১১.৫। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে (১.৭.১.১) ইন্দ্রকে শু না সী র বলা হইয়াছে—"অথেন্দ্রায় শু না সী রা য় দ্বাদশকপালং নির্বপতি।" তৈত্তিরীয়সংহিতায় (১.৮.৭) সায়ণ ঐ ব্রাহ্মণেরই (১.৭.১.১) ই ন্দ্রা শু না সী র শব্দের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন যে, বায়ু ও সূর্য্যের সহিত বর্ত্তমান ইন্দ্রকে ই ন্দ্রা শু না সী র বলা হয়। আবার দ্রষ্টব্য—আশ্ব. শ্রৌ. ২.২০.৩। শুন অর্থাৎ বায়ু, এবং সীর অর্থাৎ সূর্য্য আছে যাহায় এই অর্থে ইন্দ্রকে শু না শী র বলা হইয়া থাকে, ইহা প্রচলিত সাধারণ কোষেও প্রসিদ্ধ আছে এই শব্দটি বিবিধ প্রকারে আধুনিক সংস্কৃতপণ্ডিতগণের নিকট দেখা দিয়াছে, এইজন্য তাঁহারা বলেন—"শু না শী রো দ্বিতালব্যঃ স্থ না সী রো দ্বিদন্ত্যকঃ। তালব্যাদিদন্ত্যমধ্যঃ শু না সী র-শ্চ দৃশ্যতে॥"—অমরটীকায় ভরত। সকার ও শকারের এতাদৃশ বিপর্য্যাসের জন্য আমার পালি-প্রকাশ (প্রবেশক, ৮১—৮৩ পৃঃ) দ্রষ্টব্য।

৭। অর্থাৎ পর্ব্ববর্ত্তী দ্বিতীয় কণ্ডিকায় যে ফল কীর্ত্তিত হইয়াছে, ইহারও সেই ফল বুঝিতে হইবে।

৮। কাত্যায়নশ্রৌতসূত্রে (৫. ১১. ৭) জানা যায় যে, এই দুগ্ধ দোহন করিয়া সঙ্গে-সঙ্গেই (গরম থাকিতে-থাকিতেই) প্রদান করিতে হয়। তাঁহার মতে দুগ্ধের পরিবর্ত্তে এই স্থানে যবাগূ দিতে পারা যায় (৫. ১১. ১০)।

৭। তাহা যে জন্য বায়ুর হয়, (তাহা উক্ত হইতেছে)। এই যাহা বহিতেছে, ইহাই 'বায়ু'; যাহা-কিছুতে ইহা বর্ষণ করে,[৯] তৎসমস্তকেই প্রবর্দ্ধিত করিয়া থাকে। বৃষ্টি হইতে ওষধিসমূহ জাত হয়; (পশুসমূহ) ওষধি-সমূহ ভক্ষণ ও জল পান করিলে, তাহার পর জল হইতে এই দুগ্ধ সম্ভূত হয়। (অতএব) ইহাই (বায়ুই) তাহা উৎপাদন করে; এবং সেই জন্য (তাহা) বায়ুর হইয়া থাকে।

৮। অনন্তর সূর্য্যের এককপাল পুরোডাশ হয়। এই যিনি তাপ প্রদান করিতেছেন, ইনিই সূর্য্য। ইনিই এই সমস্ত (বিশ্বকে) সাধু ও অসাধু[১০] (কর্ম্ম) দ্বারা চারিদিকে রক্ষা করিতেছেন, ইনি এই সমস্তকে সাধু ও অসাধু (কর্ম্মে) স্থাপিত করিতেছেন। (তিনি মনে করেন যে), 'আমি (সাকমেধ দ্বারা) বিজয় লাভ করিয়াছি, তিনি আমাকে প্রীত হইয়া সাধু (কর্ম্ম) দ্বারা চারিদিকে রক্ষা করিবেন, এবং সাধু (কর্ম্মে) স্থাপিত করিবেন;' সেই জন্য সূর্য্যের এক-কপাল পুরোডাশ হইয়া থাকে।

৯। তাহার (সূর্য্যের হবির) দক্ষিণা শ্বেত অশ্ব;[১১] ইহাতেই, এই যিনি (সূর্য্য) তাপ প্রদান করিতেছেন তাঁহার (অনুকূল) রূপ করা হইয়া থাকে। তিনি যদি শ্বেত অশ্ব না পান, শ্বেত গোই (দক্ষিণা) হইবে; ইহাতেই, এই যিনি (তাপ) প্রদান করিতেছেন, তাঁহার (অনুকূল) রূপ করা হইয়া থাকে।

৯। অর্থাৎ বৃষ্টি দ্বারা সেচন করে—সায়ণ। বায়ুও বৃষ্টির প্রতি কারণ; তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণেও (১. ৭. ১. ১) উক্ত হইয়াছে—"বায়ুর্বৈ বৃষ্ট্যৈ প্রদাপয়িতা," অর্থাৎ বায়ু বৃষ্টিকে দান করাইয়া থাকে।

১০। "সাধুনা ত্বদ্ অসাধুনা ত্বৎ"; ত্বৎ-শব্দ সমুচ্চয় অর্থে ব্যবহৃত হয়; যাস্ক লিখিয়াছেন (নি. ১. ৩. ৪—৫)—"অথাপি সমুচ্চয়ার্থে ভবতি—'পর্যায়া ইব ত্বদাশ্বিনম্' আশ্বিনঞ্চ পর্যায়াশ্চেতি।" সায়ণ এখানে 'কেহ' অর্থ ধরিয়াছেন—"ত্বৎ একং পুণ্যকৃতং জনং;" আবার এই কাণ্ডিকাতেই পরে লিখিয়াছেন—"ত্বদিতি, এতদত্র ক্রিয়াবিশেষণত্বেন যোজ্যম্"।

১১। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে (১.৭.১.৭) দ্বাদশটি বলীবর্দ্দের সহিত লাঙ্গল (সীর) দক্ষিণা বিহিত হইয়াছে। শাঙ্খায়ন শ্রৌতসূত্রেও (৩.১৮. ১০) ইহা বৈকল্পিকভাবে বিহিত হইয়াছে। মূলে শুনাসীর্য্যের দক্ষিণা ছয়টি বলদের সহিত লাঙ্গল, অথবা দুইটি খুব বড়-বড় বলদ।। কা. শ্রৌ. ৫.১১.১২-১৩। পদ্ধতিতে দেখা যায় লাঙ্গলের বলদ দিলেও চলে।

১০। তিনি যখনই সাকমেধ-(হবিঃ-) সমূহের দ্বারা যাগ করেন, তখন (তাহার অব্যবহিত পরেই) শুনাসীর্য্য দ্বারা যাগ করেন।[১২] তিনি যে সংবৎসরের মধ্যে তিনবার যাগ করেন, তাহাতেই সম্বৎসরকে প্রাপ্ত হন (অর্থাৎ ব্যাপ্ত করেন),[১৩] অতএব তিনি যে-কোন সময়ে ইহার দ্বারা যাগ করেন।

১১। এখানে কেহ-কেহ (কয়েকটি) রাত্রি[১৪] পাইতে ইচ্ছা করেন। তিনি যদি (কয়েকটি) রাত্রি পাইতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে, ঐ যে দিন (আগামী) ফাল্গুনী পূর্ণিমার পূর্ব্বে (চন্দ্র) উপরে দৃষ্ট হয় (অর্থাৎ ফাল্গুনী শুক্লপ্রতিপৎ), সেইদিন শুনাসীর্য্য দ্বারা যাগ করিবেন।

১২। তাহার পর তিনি (সোমযাগের জন্য) দীক্ষিত হইবেন, যাহাতে (সোম-) যাগ না করিতেই আবার যেন তাঁহাকে ফাল্গুনী পূর্ণিমা অতিক্রম করিয়া না যায়।[১৫] তিনি (সোম-) যাগ না করিতেই আবার যদি তাঁহাকে ফাল্‌গুনী পূর্ণিমা অতিক্রম করিয়া যায়, তাহা হইলে তাহা (চাতুর্মাস্যসমূহের) পুনর্ব্বার প্রয়োগের প্রযোজকরূপ হয়। অতএব (সোম-) যাগ না করিতেই আবার তাঁহাকে ফাল্গুনী পূর্ণিমা অতিক্রম করিয়া যাইবে না। যিনি (চাতুর্মাস্যসমূহ) ত্যাগ করেন (অর্থাৎ আর অনুষ্ঠান করেন না), তাঁহার সম্বন্ধে (এই বিধি)।[১৬]

১২। দ্রষ্টব্য—১৩৬ পৃ. টীকা।

১৩। বৈশ্বদেব, বরুণপ্রঘাস ও সাকমেধ এই তিনটি পর্ব্বে চারি-চারি মাস করিয়া সমস্ত বৎসর লাগে, ইহাই এখানে উক্ত হইতেছে।

১৪। অর্থাৎ সাকমেধ অনুষ্ঠানের পর। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, সাকমেধ অনুষ্ঠানের অব্যবহিত পরেই শুনাসীর্য্য না করিয়া কয়েক দিন পরে করিতে চাহেন।

১৫। আপ. শ্রৌ. ৮.২১.২—৪ ; কা. শ্রৌ. ৫.১১.১৫।

১৬। চাতুর্মাস্যযাজী দ্বিবিধ ; কেহ-কেহ একবৎসরমাত্র তাহা অনুষ্ঠান করিয়া ত্যাগ করেন, পুনর্ব্বার অনুষ্ঠান করেন না ; অপরেরা একবার অনুষ্ঠান করিয়া পুনর্ব্বার অনুষ্ঠান করেন। ব্রাহ্মণে (১২শ ও ১৩শ কণ্ডিকা) ইহাদের নাম যথাক্রমে উক্ত হইয়াছে—উ ৎ সৃ জ মা ন (যিনি উ ৎ স র্গ অর্থাৎ ত্যাগ করেন) ও পু নঃ প্র যু ঞ্জা ন (যিনি পুনর্ব্বার প্র য়ো গ অর্থাৎ অনুষ্ঠান করেন)। উৎসৃজমান চাতুর্মাস্যযাজী একবার চাতুর্মাস্য অনুষ্ঠান করিয়া সোমযাগ (অগ্নীষোমীয়) পশুযাগ (অগ্নিষ্টোম), বা (আগ্নেয়) ইষ্টি অবলম্বন করেন। (শাখ্যা. শ্রৌ. ৩.১৮.

১৩। আর যিনি পুনর্ব্বার (চাতুর্মাস্যসমূহ) অনুষ্ঠান করেন,[১৭] তাঁহার (বিধি উক্ত হইতেছে)। তিনি ফাল্গুনী পূর্ণিমার পূর্ব্বদিন[১৮] শুনাসীর্য্য দ্বারা, অনন্তর প্রাতে বৈশ্বদেব দ্বারা, এবং তদনন্তর (নিত্য) পৌর্ণমাস দ্বারা যাগ করিবেন। যিনি পুনর্ব্বার অনুষ্ঠান করেন, তাঁহার (বিধি) এই।[১৯]

১৪। অনন্তর এস্থান হইতে (কেশ ও শ্মশ্রু-প্রভৃতির) চারিদিকে বপনের (অর্থাৎ কামান'র, কথা উক্ত হইতেছে)।[২০] ঐ আদিত্য সর্ব্বতোমুখ (অর্থাৎ সব দিকেই তাঁহার মুখ); (এবং) এই যাহা কিছু (এখানে) শুষ্ক হয়, তৎসমুদয়কে ইনি টানিয়া লইয়া পান করেন ("নির্ধয়তি"); (অতএব) তিনি ইহাতে[২১] সর্ব্বতোমুখ হন, এবং ইহা দ্বারা অন্নভোজী হইয়া থাকেন।

২১ ; কা. শ্রৌ. ৫.১১.১৫), এবং ইহাতেই তাঁহার চাতুর্মাস্য ত্যাগ করা হয়। ইহা করিতে হইলে ফাল্গুনের শুক্ল প্রতিপদে শুনাসীর্য অনুষ্ঠান করিয়া আগামী পূর্ণিমায় সোমযাগপ্রভৃতির অনুষ্ঠান করিতে হইবে। ১১শ ও ১২শ কণ্ডিকার ইহাই তাৎপর্য্যার্থ। দীক্ষাগ্রহণ প্রতিপদেরই দিন অথবা আগামী পূর্ণিমার মধ্যে যে-কোন দিনে করিতে পারা যায় (হরিস্বামী)। পুনঃপ্রযুক্ষানের সম্বন্ধে পরবর্ত্তী কণ্ডিকায় উক্ত হইয়াছে।

১৭। পু নঃ প্র যু ঞ্জা ন।

১৮। অর্থাৎ চতুর্দ্দশীতে—সায়ণ ; আপস্তম্বও এইরূপ বলিয়াছেন (আপ. শ্রৌ. ৮.২১.৬)। দ্রঃ—কা. শ্রৌ. ৫.১১.১৭—১৮।

১৯। এখানে উভয় পক্ষেই (অর্থাৎ চাতুর্মাস্যের ত্যাগ ও অত্যাগ পক্ষে) যাহা উক্ত হইল, তাহা ফাল্গুনী পূর্ণিমায় আরব্ধ চাতুর্মাস্যসম্বন্ধেই বুঝিতে হইবে (দ্রঃ—১৩৬ পৃ. টীকা)। আর যদি চাতুর্মাস্য প্রথমে চৈত্রী পূর্ণিমায় আরব্ধ হয়, তবে এস্থলেও চৈত্রী শুক্লপ্রতিপৎ ও চৈত্রী পূর্ণিমা ধরিতে হইবে। বৈশাখী পূর্ণিমাতেও চাতুর্মাস্য আরম্ভ করিতে পারা যায় (কা. শ্রৌ. ৫.৬, পদ্ধতি, ৪৯৭ পৃ. ; ৫.১১, পদ্ধতি, ৫৪৭ পৃ.), এবং তাহা হইলে বৈশাখী প্রতিপৎ ও পূর্ণিমা ধরিতে হইবে।

২০। মূল "পরিবর্ত্তনস্য ;" বোধ হয় চুল কামাইয়া মাথাকে বেশ গোল করার ইহা পারিভাষিক শব্দ। দ্রষ্টব্য "পরিবর্ত্তয়তে", ১৬শ কণ্ডিকা ; ২.৫.৫.৬ ; "পরিবর্ত্তয়িতুং", ১৭শ কণ্ডিকা "পরিবর্ত্তয়তে=ক্ষুরেণ পরিতো বাপয়েৎ"—সায়ণ, ২.৫.৫.৬. । "নিবর্ত্তয়তে=ছিনত্তি"—রুদ্র, আপ. শ্রৌ. ৮.৪.১.।

২১। বপনের দ্বারা।

১৫। এই অগ্নি সর্ব্বতোমুখ ; যে-কোন (দিক্) হইতে (লোকেরা) অগ্নিতে (যাহা-কিছু) নিক্ষেপ করে, সেই (দিক্) হইতেই তিনি (তাহা) প্রদগ্ধ করেন ; (অতএব) তিনি ইহাতে সর্ব্বতোমুখ হন, এবং ইহাদ্বারা অন্নভোজী হইয়া থাকেন।

১৬। অপর পক্ষে[২২] এই পুরুষের (যজমানের) একদিকে মুখ ; কিন্তু তিনি যে (কেশশ্মশ্রুপ্রভৃতির) চারিদিকে বপন করেন, তাহাতে তিনি সর্ব্বতো মুখ হন। যে ব্যক্তি ইহা এইরূপ জানিয়া চারিদিকে বপন করেন, তিনি ইঁহাদের দুইটির (সূর্য্য ও অগ্নির) ন্যায় অন্নভোজী হইয়া থাকেন। অতএব তিনি চারিদিকে বপন করিবেন।

১৭। তদ্বিষয়ে আ সু রি বলিয়াছেন—"যদি সমস্ত লোমই বপন করা হয়, তাহা হইলেও মুখের তাহাতে কি হয়!"[২৩] তিনি যে সংবৎসর মধ্যে তিনবার যাগ করেন, তাহাতেই তিনি সর্ব্বতোমুখ হন এবং তাহাতেই অন্নভোজী হইয়া থাকেন। অতএব চারিদিকে কামাইবার জন্য তিনি আদর করিবেন না।

২২। "অথ-শব্দঃ তুর্থে"—সায়ণ।

২৩। অর্থাৎ মুখের সমস্ত কেশ-লোম কামাইলেও তাহাতে সর্ব্বতোমুখ হইবার কোন কারণ দেখা যায় না।

পঞ্চম ব্রাহ্মণ

[১ চাতুর্মাস্যের প্রশংসারূপ আখ্যায়িকা—দেবগণ ইহা দ্বারা বৃত্রকে বধ করিয়াছিলেন, ও বিজয় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ;—২ অগ্নিকে রাজা ও সেনানী করিয়া দেবগণ চারি মাস জয় করিয়াছিলেন ;—৩ বরুণকে রাজা ও সেনানী করিয়া তাঁহারা চারি মাস জয় করিয়াছিলেন ;—৪ ইন্দ্রকে রাজা ও সেনানী করিয়া তাঁহারা চারি মাস জয় করিয়াছিলেন ;—৫ যজমান যে বৈশ্বদেব দ্বারা যাগ করেন, তাহাতেই তাদৃশ অগ্নির দ্বারা তাঁহার চারিমাস জয় করা হয়, কেশশ্মশ্রুচ্ছেদনের প্রশংসা ;—৬ বরুণপ্রঘাস দ্বারা যাগ করায় রাজা ও সেনানী বরুণ দ্বারা তাঁহার অপর চারিমাস জয় করা হয়, কেশশ্মশ্রুচ্ছেদনের প্রশংসা ;—৭ সাকমেধ দ্বারা যাগ করায় তাঁহার ইন্দ্র দ্বারা আর চারিমাস জয় করা হয়, কেশশ্মশ্রুচ্ছেদনের প্রশংসা ;—৮ বৈশ্বদেব-অনুষ্ঠানে অগ্নির, বরুণপ্রঘাস-অনুষ্ঠানে বরুণের ও সাকমেধ-অনুষ্ঠানে ইন্দ্রের সাযুজ্য ও সালোক্য-প্রাপ্তি হয় ;— ৯ চাতুর্মাস্যযাজী পরম স্থান পরম গতি প্রাপ্ত হন।]

১। তাঁহারা যে বলেন[১] দেবগণ সাকমেধ- (হবিঃ-) সমূহেরই দ্বারা বৃত্রকে বধ করিয়াছিলেন, এবং তাঁহাদের যে এই বিজয় রহিয়াছে, তাহাও তাঁহারা (সেই) সকলেরই দ্বারা জয় করিয়াছিলেন, (তৎসম্বন্ধে) কিন্তু (বস্তুত) দেবগণ চাতুর্মাস্যসমূহেরই দ্বারা বৃত্রকে বধ করিয়াছিলেন, এবং এই যে তাঁহাদের বিজয় রহিয়াছে, তাহাও তাঁহারা (সেই) সকলেরই দ্বারা জয় করিয়াছিলেন।

২। তাঁহারা (দেবগণ) বলিয়াছিলেন—'আমরা কোন রাজার দ্বারা, কোন সেনানী[২] দ্বারা যুদ্ধ করিব ?' অগ্নি বলিয়াছিলেন—'আমি রাজা, আমার দ্বারা ! আমি সেনানী, আমার দ্বারা !' তাঁহারা রাজা অগ্নি দ্বারা, সেনানী অগ্নি দ্বারা চারি মাসকে জয় করিয়াছিলেন, এবং ব্রহ্ম (অগ্নি)[৩] দ্বারা ও ত্রয়ী বিদ্যা দ্বারা পরিবেষ্টিত করিয়াছিলেন।

৩। তাঁহারা বলিয়াছিলেন—'কোন রাজা দ্বারা, কোন সেনানী দ্বারা আমরা যুদ্ধ করিব ?' বরুণ বলিয়াছিলেন—'আমি রাজা, আমার দ্বারা ! আমি সেনানী, আমার দ্বারা !' তাঁহারা রাজা বরুণ দ্বারা, সেনানী বরুণ দ্বারা অপর

১। ২. ৪. ৪. ১।

২। "অনীকেন ;" দ্রঃ—২. ৪. ৪. ২, ৩য় টীকা।

৩। পরবর্তী ৩য় কণ্ডিকা দ্রষ্টব্য।

চারি মাস জয় করিয়াছিলেন, এবং তাহাদিগকে ব্রহ্ম দ্বারা ও ত্রয়ী বিদ্যা দ্বারা পরিবেষ্টিত করিয়াছিলেন।

৪। তাঁহারা বলিয়াছিলেন—'কোন রাজা দ্বারা, কোন সেনানী দ্বারা আমরা যুদ্ধ করিব?' ইন্দ্র বলিয়াছিলেন—'আমি রাজা, আমার দ্বারা! আমি সেনানী, আমার দ্বারা!' তাঁহারা রাজা ইন্দ্র দ্বারা, সেনানী ইন্দ্র দ্বারা আর চারি মাস জয় করিয়াছিলেন, এবং তাহাদিগকে ব্রহ্ম দ্বারা ও ত্রয়ী বিদ্যা দ্বারা পরিবেষ্টিত করিয়াছিলেন।

৫। তিনি যে বৈশ্বদেব দ্বারা যাগ করেন, তাহাতে রাজা অগ্নি দ্বারা, সেনানী অগ্নি দ্বারা চারি মাস জয় করেন। সেখানে (কেশশ্মশ্রুবপনের জন্য) স্থানত্রয়ে শ্বেতবর্ণ শললী[৪] ও লোহ (লোহিতবর্ণ, তাম্রময়) ক্ষুর (আবশ্যক) হয়।[৫] সেই যে স্থানত্রয়ে শ্বেতবর্ণ শললী, ইহা ত্রয়ী বিদ্যার রূপ; এবং লোহক্ষুর ব্রহ্মের রূপ। কেননা, অগ্নিই ব্রহ্ম, এবং অগ্নি লোহিতের ন্যায় সেই জন্য লোহ ক্ষুর হইয়া থাকে। তিনি তাহাতে (নিজের কেশশ্মশ্রুকে চারিদিকে ছেদন করান; এবং তাহা দ্বারা (অধ্বর্যু) ইঁহাকে ব্রহ্মেরই দ্বারা ও ত্রয়ী বিদ্যা দ্বারা পরিবেষ্টিত করিয়া থাকেন।

৬। আর যে তিনি বরুণপ্রঘাস- (হবিঃ-) সমূহের দ্বারা যাগ করেন তাহাতে রাজা বরুণ দ্বারা, সেনানী বরুণ দ্বারা অপর চারি মাস জয় করেন সেখানে স্থানত্রয়ে শ্বেতবর্ণা শললী ও লোহক্ষুর (আবশ্যক) হয় তিনি তাহাতে (নিজের কেশশ্মশ্রুকে) চারিদিকে ছেদন করান; এবং তাহা দ্বারা (অধ্বর্যু) ইঁহাকে ব্রহ্মেরই দ্বারা ও ত্রয়ী বিদ্যা দ্বারা পরিবেষ্টিত করিয়া থাকেন।

৭। আর যে তিনি সাকমেধ- (হবিঃ-) সমূহের দ্বারা যাগ করেন, তাহাতে রাজা ইন্দ্র দ্বারা, সেনানী ইন্দ্র দ্বারা অপর চারি মাসকে জয় করেন। সেখানে স্থানত্রয়ে শ্বেতবর্ণা শললী ও লোহক্ষুর (আবশ্যক) হয়। তিনি তাহাতে

৪। শল্যক (অথবা শল্লক) মৃগের গাত্রলোম, বাংলার সজারু পশুর কাঁটা।

৫। সজারুর কাঁটায় চুল তুলিয়া ধরিয়া ক্ষুর দিয়া কামাইতে হয়। আপস্তম্বশ্রৌতসূত্রে (৮. ৪. ১) দেখা যায় যে, এজন্য ইক্ষুকাণ্ড বা ইক্ষুশলাকাও ব্যবহার করিতে পারা যায়।

৬। কেননা, উভয়েরই ত্রিত্বসংখ্যারূপ সাদৃশ্য আছে।

(নিজের কেশশ্মশ্রুকে) ছেদন করান, এবং তাহা দ্বারা (অধ্বর্য্যু) ইঁহাকে ব্রহ্মেরই দ্বারা ও ত্রয়ী বিদ্যার দ্বারা পরিবেষ্টিত করিয়া থাকেন।

৮। তিনি যে বৈশ্বদেব দ্বারা যাগ করেন, তাহাতে তিনি তখন[৭] অগ্নিই হন; অগ্নিরই সাযুজ্য ও সালোক্য[৮] জয় করেন। আর যে তিনি বরুণ-প্রঘাস-(হবিঃ-) সমূহের দ্বারা যাগ করেন, তাহাতে তিনি তখন বরুণই হন; বরুণেরই সাযুজ্য ও সালোক্য জয় করেন। আর যে তিনি সাকমেধ-(হবিঃ-) সমূহের দ্বারা যাগ করেন, তাহাতে তিনি তখন ইন্দ্রই হন; ইন্দ্রেরই সাযুজ্য ও সালোক্য জয় করেন।[৯]

৯। তিনি যে ঋতুতে ঐ (পর-) লোকে গমন করেন, সেই ঋতু ইঁহাকে পরবর্ত্তী ঋতুর নিকটে দান করে, পরবর্ত্তী (ঋতুও নিজের) পরবর্ত্তী ঋতুর নিকটে দান করে,—সেই চাতুর্মাস্যযাজী পরম স্থান, পরম গতি প্রাপ্ত হন। তদ্বিষয়েই তাঁহারা বলিতেছেন—'চাতুর্মাস্যযাজীকে তাঁহারা অন্বেষণ করিয়া পান না, কেননা, তিনি পরম স্থান, পরম গতি প্রাপ্ত হন।'[১০]

দ্বিতীয় কাণ্ড সমাপ্ত।

৭। "তর্হি;" "তস্মিন্ বৈশ্বদেবে যাগেঽনুষ্ঠিতে"—সায়ণ।

৮। সাযুজ্য=সহযোগ, সহাবস্থান, (কেহ কেহ বলেন একত্ব); সালোক্য=সমানলোকে অবস্থান। সায়ণ এখানে বলিয়াছেন—'প্রথমে সালোক্য জয় করেন, এবং তাহার পরে সাযুজ্য, এইরূপে যোজনা করিতে হইবে।' তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে (১. ৪. ১০) ইহাই বুঝা যায়।

৯। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণের অনুকূলরূঃ। কাণ্বশাখায় এইটুকু অতিরিক্ত আছে—'আর যে তিনি শুনাসীর্য্য দ্বারা যাগ করেন, তাহাতে তিনি তখন বায়ু হন; বায়ুরই সাযুজ্য ও সালোক্য জয় করেন।' তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণে (১. ৪. ১০. ৩—৬) উক্ত হইয়াছে—বৈশ্বদেব দ্বারা অগ্নির সাযুজ্য ও এই লোক, বরুণপ্রঘাস দ্বারা আদিত্যের সাযুজ্য ও আদিত্যের লোক, সাকমেধ দ্বারা চন্দ্রমার সাযুজ্য ও চন্দ্রমার লোক, এবং শুনাসীর্য্য দ্বারা বায়ুর সাযুজ্য ও বায়ুর লোক লাভ করা যায়।

১০। দ্রঃ—তৈ. ব্রা. ১. ৪. ১০. ১৩। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে (১. ৪. ৯. ৫) উক্ত হইয়াছে—তিনি বৈশ্বদেব দ্বারা এই (পৃথিবী-) লোকে, বরুণপ্রঘাসসমূহ দ্বারা অন্তরিক্ষে, এবং সাকমেধ-সমূহ দ্বারা ঐ (দ্যু-) লোকে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন।

অগ্নিমন্থনযন্ত্র

পরিশিষ্ট

অগ্নিমন্থনযন্ত্র

অগ্নিমন্থনে পাঁচটি যন্ত্রের আবশ্যক হয়; যথা অধরারণি, উত্তরারণি, প্রমন্থ, ওবিলী, চাত্র, এবং নেত্র।

অরণিদ্বয় শমীগর্ভ অর্থাৎ শমীবৃক্ষের মধ্য হইতে উৎপন্ন* অথবা শমীবৃক্ষের সহিত সংসক্তমূল †অশ্বত্থ বৃক্ষের পূর্ব্বমুখ, উত্তরমুখ, বা ঊর্দ্ধমুখ শাখা ছেদন করিয়া তাহারই দ্বারা নির্ম্মাণ করিতে হয়। শমীগর্ভ অশ্বত্থ না পাওয়া গেলে যে-কোন অশ্বত্থেরই শাখার হইতে পারে (কা. শ্রৌ. ৪. ৭. ২৩; কর্ম্মপ্রদীপ, ১. ৭. ৩)।

অধরারণি এই অশ্বত্থশাখা হইতে নির্ম্মিত একখানি চতুষ্কোণ কাষ্ঠ। ইহা দৈর্ঘ্যে ২৪ অঙ্গুলি,‡ বিস্তারে ৬ অঙ্গুলি, এবং উচ্চতায় ৪ অঙ্গুলি।§ চিত্রে ইহা সর্ব্বনিম্নে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে; যে কাষ্ঠখণ্ডে একখানি রজ্জু জড়ান রহিয়াছে দেখা যাইতেছে, তাহা এই অধরারণির উপরেই স্থাপিত রহিয়াছে। এই চতুষ্কোণ কাষ্ঠের মূলের দিকে আট অঙ্গুলি, এবং অগ্রের দিকে ১২ অঙ্গুলি ত্যাগ করিয়া মধ্য স্থানে একটু খুদিয়া নিম্ন করিয়া দিতে হয়, যাহাতে ঐ স্থানে স্থাপিত প্রমন্থনামক কাষ্ঠখানি বেশ ঘুরিতে পারে।

অধরারণির ন্যায় উত্তরারণিও উল্লিখিত শমীগর্ভ অশ্বত্থ-শাখার কাষ্ঠে নির্ম্মিত হয়, এবং ইহার আকার ও পরিমাণও ঠিক অধরারণির ন্যায়, কেবল ইহার মধ্য স্থলে অধরারণির ন্যায় খুদিয়া নিম্ন করা হয় না। চিত্রে ইহা অধরারণির বাম

---

* আপস্তম্বশ্রৌতসূত্র ৫. ১. ২. রুদ্র ভাষ্য; কাত্যায়নশ্রৌতসূত্র ৪. ৭. ২২, বৃত্তি; পারস্কর-গৃহ্যসূত্র ১. ২. ৫, হরিহর-ভাষ্য; তন্দ্ধ, যজ্ঞপার্শ্বকারিকা।

† "সংসক্তমূলো যঃ শম্যা স শমীগর্ভ উচ্যতে"—কর্ম্মপ্রদীপ, ১. ৭. ৩; যজ্ঞপার্শ্বকারিকা।

‡ অঙ্গুলি=অঙ্গুষ্ঠ অঙ্গুলির মধ্যম পর্ব্বের পরিমাণ, কা. শ্রৌ. ৪. ৭. ২২. বৃত্তি; কর্ম্মপ্রদীপ ১. ৭. ৬।

§ ইহার পরিমাণ সম্বন্ধে এক-আধটু মতভেদ দেখা যায়; বৌধায়ন বলেন ১৬ অঙ্গুলি দীর্ঘ হইবে (আপ. শ্রৌ. ৫. ১. ২, রুদ্রবৃত্তি); আবার গোভিলগৃহ্যান্তগ্রহে (১. ৭৮) উক্ত হইয়াছে ঊরুপ্রমাণ বা রত্নিপ্রমাণ হইলেও চলে। রত্নি=এক মুঠ হাত।

দিকে (পাঠকের দক্ষিণ দিকে) দেখা যাইতেছে। এই উত্তরারণিকে ১৮ ভাগে বিভক্ত করিতে হয়; এবং সেই এক-একটি ভাগেরই নাম **প্র ম স্থ।** চিত্রে উত্তরারণিকে এইরূপ বিভক্তাবস্থায় দেখা যাইতেছে না; ইহাতে কেবল পরিমাণানুসারে চিহ্ন কাটা আছে। একটি প্রমন্থ শেষ হইয়া গেলে ঐ চিহ্নমত আবার একটি কাটিয়া লইতে হয়। অধরারণির উপরে ইহারই দ্বারা অগ্নি ম স্থ ন করা যায় বলিয়া ইহার নাম প্র ম স্থ।

অরণি শব্দের অর্থ নির্ম্মন্থনকাষ্ঠ। অগ্নিমন্থনের সময় অ ধ র অর্থাৎ নীচে থাকে বলিয়া ঐ কাষ্ঠের নাম অ ধ রা র ণি, এবং প্রমন্থরূপে উ ত্ত র অর্থাৎ উপরে থাকে বলিয়া ইহার নাম উ ত্ত রা র ণি।

চিত্রে আপাতত দেখা যাইতেছে যে, অধরারণির মধ্য স্থলে উপরে একখানি কাষ্ঠ উত্থিত আছে, এবং তাহাতে একখানি রজ্জু জড়িত রহিয়াছে; কিন্তু বস্তুতঃ সেখানে দুইখানি কাষ্ঠ সংযোজিত রহিয়াছে; চিত্রে ইহা স্পষ্টই বোধ হয়। অধরারণির ঠিক উপরে সংলগ্ন হইয়া যে কাষ্ঠখানি উত্থিত আছে, ইহার নাম প্র ম স্থ। ইহা যে পূর্ব্বোক্ত উত্তরারণিরই এক অংশ তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। যে কাষ্ঠখানিতে রজ্জু বেষ্টিত আছে, তাহারই মূল দেশে এই প্রমন্থকে একটি লৌহকীলক (পেরেক) দ্বারা দৃঢ়ভাবে আঁটিয়া দেওয়া হয়; এই কীলকটি রজ্জুবেষ্টিত কাষ্ঠখানিতে লগ্ন করিয়াই রাখা হয়। প্রমন্থ দৈর্ঘ্যে ৮ অঙ্গুলি, বিস্তারে ২ অঙ্গুলি, এবং উচ্চতাতেও ২ অঙ্গুলি হইয়া থাকে।

যে কাষ্ঠখানিতে রজ্জু জড়িত রহিয়াছে, তাহার নাম চা ত্র। ইহা যে-কোন সারবান্ কাষ্ঠের হইতে পারে। কেহ কেহ খদির কাষ্ঠের করিবার বিধি দেন। ইহার নিম্নে লৌহকীলকযুক্ত চতুরস্র গর্ত্ত থাকে, এবং তাহাতেই প্রমন্থ আবদ্ধ হয় ইহা বলা হইয়াছে। চাত্রের নিম্ন ও উপরিভাগ লোহার পাত দিয়া মোড়া হয়; ইহার উদ্দেশ্য এই যে, এইরূপ করিলে নিয়ত ঘর্ষণপ্রাপ্ত হইয়া সত্বরে তাহা নষ্ট হইয়া যায় না। ইহার উপরিভাগ এরূপ ভাবে একটু সরু করিয়া দিতে হয়, যাহাতে কোনো ছিদ্রের মধ্যে তাহাকে প্রবিষ্ট করাইতে পারা যায়।

এই চাত্রের উপরিভাগে যে কাষ্ঠখানিকে মধ্যভাগে স্থাপন করিয়া বালকটি তাহার দুই প্রান্ত দুই হস্তে ধরিয়া রহিয়াছে, তাহার নাম

ও বিলী।* ইহাও খদির বা অপর কোন সারবান্ কাষ্ঠের হয়। ইহা দৈর্ঘ্যে ১২ অঙ্গুলি। ইহার নিম্নদিকে লোহার পাত, এবং মধ্যস্থলে চাত্রের অগ্রভাগ প্রবিষ্ট করাইবার জন্য গর্ত্ত থাকে।

চিত্রে যে রজ্জুখানি দেখা যাইতেছে, তাহারই নাম নেত্র। ইহা শণ ও গোপুচ্ছের লোমে অতিমসৃণভাবে নির্ম্মিত হইয়া থাকে। ইহা দৈর্ঘ্যে যজমানের হস্তের পরিমাণে ৩৷০ হাত (১ ব্যাম) হওয়া আবশ্যক।

অগ্নিমন্থন কিরূপ ভাবে করিতে হয়, তাহা চিত্রেই দেখা যাইতেছে। যজমান পশ্চিমমুখে ওবিলা ধারণ করিয়া থাকেন, আর অধ্বর্য্যু-নামক ঋত্বিক্ পূর্ব্বমুখে উপবেশন করিয়া ও নেত্র ধারণ করিয়া দধিমন্থনের ন্যায় চাত্রকে ঘূর্ণিত করেন। যজমানপত্নী অথবা অন্য কোন দৃঢ়কায় ব্রাহ্মণও মন্থন করিতে পারেন। কিছুক্ষণ মন্থন করিলেই অধরারণি ও প্রমন্থের সংযোগস্থলে ধূম উঠিতে থাকে, এবং তাহার পর অনতিবিলম্বেই সেই স্থানে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ দৃষ্টি-গোচর হয়। তখন সেই অগ্নিস্ফুলিঙ্গকে শুষ্ক গোময়চূর্ণ অথবা তুষের উপর ধারণ করিলেই ক্রমশ তাহা প্রদীপ্ত হইয়া উঠে, এবং তদনন্তর যথাবিধি সেই অগ্নিকে স্থাপন করা হইয়া থাকে। মন্থন কৃষ্ণাজিনের উপর করিতে হয়, চিত্রে ইহাও দেখা যাইতেছে।

অগ্নিমন্থনযন্ত্রের হস্তমুখপ্রভৃতি অবয়ব কল্পনা করিয়া পরবর্ত্তী যাজ্ঞিকেরা মঙ্গলামঙ্গল সূচনা করিয়া থাকেন। পাঠকগণের অবগতির জন্য নিম্নে তাহা সমগ্রই উদ্ধৃত হইতেছে :—

"অশ্বত্থো যঃ শমীগর্ভঃ প্রশস্তোর্বীসমুদ্ভবঃ।
তস্য বা প্রাঙ্মুখী শাখা য়োদীচী যোর্দ্ধগাপি বা ॥১॥
অরণিস্তন্ময়ী প্রোক্তা তন্ময়ী চোত্তরারণিঃ।
সারবদ্দারবং চাত্রমোবিলী চ প্রশস্যতে ॥২॥
সংসক্তমূলো যঃ শম্যা শমীগর্ভঃ স উচ্যতে।
অলাভে ত্বশমীগর্ভাদাহরেদাবলম্বিতঃ ॥৩॥
চতুর্বিংশতিরঙ্গুষ্ঠা দৈর্ঘ্যং ষড়পি পার্থবং।
চত্বার উচ্ছ্রয়ো মানমরণ্যোঃ পরিকীর্ত্তিতম্ ॥৪॥

* খুব সম্ভব প্রাকৃতনিয়মানুসারে ইহা অব বিলা শব্দ হইতে হইয়াছে : অব=নিম্ন, —গর্ত্ত।

অষ্টাঙ্গুলঃ প্রমন্থঃ স্যাচ্ চাত্রং স্যাদ্ দ্বাদশাঙ্গুলম্ ।
ওবিলী দ্বাদশৈব স্যাদেতন্মন্থনযন্ত্রকম্ ॥৫॥
অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলিমানং তু যত্র যত্রোপাদিশ্যতে ।
তত্র তত্র বৃহৎপর্ব্বগ্রন্থিভির্মিনুয়াৎ সদা ॥৬॥
গোবালৈঃ শণসম্মিশ্রৈস্ত্রিবৃদ্বৃত্তমনংশুকম্ ।
ব্যামপ্রমাণং নেত্রং স্যাৎ প্রমথ্যস্তেন পাবকঃ ॥৭॥

মূর্দ্ধাক্ষিকর্ণবক্ত্রাণি কন্ধরা চাপি পঞ্চমী ।
অঙ্গুষ্ঠমাত্রাণ্যেতানি দ্ব্যঙ্গুলং বক্ষ উচ্যতে ॥৮॥
অঙ্গুষ্ঠমাত্রং হৃদয়ং ত্র্যঙ্গুষ্ঠমুদরং স্মৃতম্ ।
একাঙ্গুষ্ঠা কটির্জ্ঞেয়া দ্বৌ বস্তির্দ্বৌ তু গুহ্যকম্ ॥৯॥
ঊরূ জঙ্ঘে চ পাদৌ চ চতুস্ত্র্যেকং যথাক্রমম্ ।
অরণ্যবয়বা হ্যেতে যাজ্ঞিকৈঃ পরিকল্পিতাঃ ॥১০।
যত্তদ্ গুহ্যমিতি প্রোক্তং দেবযোনিস্তু সোচ্যতে ।
তস্যাং যো জায়তে বহ্নিঃ স কল্যাণকৃদুচ্যতে ॥১১॥
অন্যত্র মথ্যতে যৎ তু তদ্ রোগভয়মাপ্নুয়াৎ ।
প্রথমে মন্থনে ত্বেষ নিয়মো নোত্তরেষু চ ॥১২॥
উত্তরারণিনিষ্পন্নঃ প্রমন্থঃ সর্ব্বদা ভবেৎ ।
যোনিসঙ্করদোষেণ যুজ্যতে হ্যন্যমন্থকৃৎ ॥১৩॥
আর্দ্রা সশুষিরা চৈব ঘূর্ণাঙ্গী স্ফুটিতা তথা ।
ন হিতা যজমানানামরণিশ্চোত্তরারণিঃ ॥”

কর্ম্মপ্রদীপ (=কাত্যায়নসংহিতা) ১.৭

“আশ্বত্থীং তু শমীগর্ভামরণিং কুর্ব্বীত সোত্তরাম্ ।
উরোদীর্ঘাং রত্নিদীর্ঘাং চতুর্বিংশাঙ্গুলাং তথা ॥
চতুরঙ্গুলোচ্ছ্রিতাং কুর্য্যাৎ পৃথুত্বেন ষড়ঙ্গুলাম্ ।
অষ্টাঙ্গুলঃ প্রমন্থঃ স্যাচ্ চাত্রং স্যাদ্ দ্বাদশাঙ্গুলম্ ।
ওবিলী দ্বাদশৈব স্যাদেতন্মন্থনযন্ত্রকম্ ॥
মূলাদষ্টাঙ্গুলমুৎসৃজ্য ত্রীণি ত্রীণি চ পার্শ্বয়োঃ ।
দেবযোনিঃ স বিজ্ঞেয়স্তত্র মথ্যো হুতাশনঃ ॥

মূলাদষ্টাঙ্গুলং ত্যক্ত্বা অগ্রাৎ তু দ্বাদশাঙ্গুলম্ ।
দেবযোনিঃ স বিজ্ঞেয়স্তত্র মথ্যো হুতাশনঃ ॥"

গোভিলগৃহ্যাসংগ্রহ, ১.৭৮-৮২ক

"পরিধায়াহতং বাসঃ প্রাবৃত্য চ যথাবিধি ।
বিভূয়াৎ প্রাঙ্মুখো যন্ত্রমাবৃতা বক্ষ্যমাণয়া ॥
চাত্রবুধ্নে প্রমন্থাগ্রং গাঢ়ং কৃত্বা বিচক্ষণঃ ।
কৃত্বোত্তরাগ্রামরণিং তদ্বুধ্নমুপরি ন্যসেৎ ॥
চাত্রোর্দ্ধ্বকীলকাগ্রস্থামোবিলীমুদগগ্রগাম্ ।
বিষ্টভ্য ধারয়েদ্ যন্ত্রং নিষ্কম্পং প্রযতঃ শুচিঃ
ত্রিকৃদ্বেষ্ট্যাথ নেত্রেণ চাত্রং পত্ন্যাহতাংশুকা ।
পূর্ব্বং মন্থেদরণ্যন্তে প্রাচ্যগ্নেঃ স্যাদ্ যথা চ্যুতিঃ ॥

কর্ম্মপ্রদীপ ১.৮.১-৪ ।

-ক শ্রী ৪.৭; পদ্ধতি · গো. গৃ. সূ. ১. ২, হবিহরভাষ্য-পদ্ধতি ।

প্রপাঠকসূচী

অধ্যায়সূচী

ব্রাহ্মণসূচী

যাজ্ঞিককর্ম্মাদিসূচী*

* অনুবাদে অধিকাংশ স্থলেই এই সকল শব্দের বঙ্গানুবাদ দেওয়া হইয়াছে।

আখ্যায়িকাসূচী

প্রথমে পৃষ্ঠা এবং তাহার পর যথাক্রমে কাণ্ড, প্রপাঠক, ব্রাহ্মণ ও কণ্ডিকার সংখ্যা দেওয়া হইয়াছে।

১। হিরণ্য বা স্বর্ণের উৎপত্তি, ৫ ; ২.১.১.৫ ।

২। দ্যুলোক পৃথিবীকে (ক্ষারমৃত্তিকারূপ) পশুগুলি প্রদান করিয়াছিলেন, ৬ ; ২. ১. ১. ৬ ।

৩। প্রজাপতির অপত্য দেবগণ ও অসুরগণ পরস্পর স্পর্দ্ধা করিলে পৃথিবী অধিকার করিয়াছিলেন, ৭ ; ২. ১. ১. ৮-১০ ।

কৃত্তিকা (নক্ষত্র) সপ্তর্ষিগণের পত্নী ছিলেন, ১০ ; ২.

দেবগণ ইষু দ্বারা প্রজাপতিকে বিদ্ধ করিয়াছিলেন, ১১ ;

।

ধ্যাম পাণ্ডব অর্জ্জুনের অর্জ্জুন-নামের মূল সূত্র, ১২ ; ২. ১. ২. ১১

৭। প্রজাপতির অপত্য দেবগণ ও অসুরগণ পরস্পর স্পর্দ্ধা করিয়া দ্যুলোকে আরোহণ করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন, ১৩-১৪ ; ২. ১. ২. ১৩-১৭ ; দ্রঃ—১৪পৃ. ২০ টীকা ।

৮। অগ্নি আধান করিবার জন্য উদ্যত দেবগণকে অসুরেরা বাধা দিয়াছিল, তাহাদের রক্ষঃ নামের কারণ, ২৪ ; ২. ১. ৪. ৫-৬ ।

৯। দেবগণ ও অসুরগণ পরস্পর স্পর্দ্ধা করেন, অনন্তর দেবগণ অগ্ন্যাধেয় দ্বারা অগ্নিকে অন্তরাত্মায় স্থাপন করিয়া এবং তাহা দ্বারা অমৃত হইয়া অসুরগণকে অভিভব করেন, ৩৮-৩৯ ; ২. ১. ৬. ৮-১৪ ।

১০। দেবগণ গ্রাম্য ও আরণ্য সমস্ত রূপ অগ্নির নিকটে রাখিয়াছিলেন, এবং অগ্নি তৎসমুদয় একত্র সংগ্রহ করিয়া ঋতুসমূহের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন, ৪৩ ; ২. ২. ১-২-৪ ।

১১। সৃষ্টির পূর্ব্বে এক প্রজাপতিই ছিলেন ; কিরূপে প্রভূত হইব এই চিন্তা করিয়া তিনি মুখ হইতে অগ্নিকে উৎপাদন করেন। সে সময় পৃথিবীতে ওষধি বা বনস্পতি কিছুই ছিল না, অগ্নির আহার্য্য কিছুই ছিল না। অগ্নি-

বদন বিবৃত করিয়া প্রজাপতিকেই ভক্ষণ করিতে উদ্যত হয়। অনন্তর প্রজাপতি ঘৃত বা পয়ঃ (দুগ্ধ) উৎপাদন করিয়া ও তাহা দ্বারা আহুতি দিয়া অগ্নিকে তৃপ্ত করেন; ৫১-৫৩ ; ২. ২, ২. ১-৭ ।

১২। বিকঙ্কত-বৃক্ষ, সমুদ্র, গাভী, ও গাভীর দুগ্ধের উৎপত্তি, ৫৪-৫৫ ; ২. ২. ২. ১০-১৫ ।

১৩। কাহার হোম অগ্রে হইবে এই লইয়া অগ্নি, বায়ু ও সূর্য্যের পরস্পর বিবাদ ও মীমাংসার জন্য প্রজাপতির নিকট গমন, এবং প্রজাপতিকর্তৃক তাহার মীমাংসা, ৫৫-৫৬ ; ২. ২. ২. ১৬-১৭ ।

১৪। প্রজাপতি প্রজাসমূহ ও অগ্নিকে সৃষ্টি করি, [illegible] গ- সমূহকে দগ্ধ করিতে উদ্যত হইলে প্রজাসমূহ তাঁহাকে পেষণ [illegible] অগ্নি ভীত হইয়া কোনো লোকের নিকট প্রত্যুপকা[illegible] আশ্রয় গ্রহণ করেন, ৭৮ ; ২. ৩. ১. ১-২ ।

১৫। দেবগণ গ্রাম্য ও আরণ্য পশুসমূহ অগ্নি[illegible] স্থাপন করিয়াছিলেন, অগ্নি তাহা গ্রহণ করিয়া তিরোভূত হন, পরে দেবগণ উপস্থান করিলে তিনি তাহা ফিরাইয়া দেন, ৮৪-৮৫ ; ২. ৩. ২. ১-২

১৬। পূর্ব্বে দেবগণ ও মনুষ্যগণ একত্র ছিলেন, কিন্তু মনুষ্যগণ দেবগণের নিকট বার-বার অভিলষিত বস্তু প্রার্থনা করায় তাঁহারা ইঁহাদের নিকট হইতে তিরোভূত হইয়া গিয়াছেন। ৮৫ ; ২. ৩. ২. ৪ ।

১৭। সমস্ত জীবই জীবিকার জন্য প্রজাপতির নিকটে উপস্থিত হইলে তিনি তাহার ব্যবস্থা করিয়া দেন, প্রজাপতি অসুরগণকে তমঃ ও মায়া দিয়াছিলেন, (বৃহস্পতিকর্ত্তৃক নাস্তিকবাদের উদ্ভাবন-প্রবাদের সূচনা), ১০৬-১০৭ ; ২. ৩. ৪. ১-৫ ।

১৮। দেব ও অসুরগণের পরস্পর স্পর্দ্ধা, অসুরেরা ওষধিসমূহ নষ্ট করায় ও তাহাতে বিষলেপন করায় জীবসমূহের পরাভব, দেবগণ তাহা শ্রবণ করিয়া যজ্ঞের দ্বারা ঐ উপদ্রব নিবারণ করেন, ১১৮-১১৯ ; ২. ৩. ৫. ২-৫ ।

১৯। দক্ষ প্রজাপতির যজ্ঞ, ১২৪ ; ২-৪. ১. ১-২ ।

২০। প্রথমে প্রজাপতি একক ছিলেন, তাহার পর প্রজাসৃষ্টি করিলেন, সৃষ্ট প্রজাসমূহ মৃত হইয়া বিহঙ্গ হইয়া উৎপন্ন হইল ; তিনি দ্বিতীয়